বিজ্ঞাপন।

কাশীখণ্ডের উত্তরার্দ্ধ খণ্ড সমাপ্ত হইল। এই অৰ্দ্ধ খণ্ডে ৫০ টী অধ্যায় আছে। ৪১ হইতে ৬৭ সংখ্যাতে এই পঞ্চাশ অধ্যায়ের মূল, অনুবাদ ও টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাশীখণ্ডের সম্পূর্ণ শ্লোকসংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র। ইহা এক শত অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ব্বার্দ্ধের পঞ্চাশ অধ্যায় পূর্ব্বার্দ্ধ খণ্ডে ও উত্তরার্দ্ধের পঞ্চাশ অধ্যায় এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট থাকিল।

সম্পূর্ণ কাশীখণ্ড ৬৭ সংখ্যায় পরিসমাপ্ত। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। সম্পূর্ণ কাশীখণ্ডের মূল্য ১৬৷০ আনা। ডাকমাসুল প্রত্যেক সংখ্যায় ৵১০ আনা। পূর্ণ সেট মফঃস্বলে পাইতে হইলে ১৷/০ আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে।

কাতা-টালীগঞ্জ। ৩ চৈত্র, ১২৮৮।

শ্রীকালীকৃষ্ণ মণ্ডল
অধ্যক্ষ ও প্রকাশক।

কাশীখণ্ড উত্তরার্দ্ধের সূচিপত্র।

কাশীখণ্ডম্

অথ উত্তরার্দ্ধস্য

টীকা।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

রামং নমামি পরমাত্মসুখপ্রকাশং বিশ্বস্য যজ্জননপালনভঙ্গমেকং স্বেচ্ছাবতারমতসীকুসুমাবভাসং শ্রীজানকীসমুপলালিতপাদপদ্মং ॥ ১ ॥ যৎ কৃপাতরণিং প্রাপ্য নিস্তীর্ণোঽহং ভবার্ণবং সদয়ন্তং গুরুং বন্দে শ্রীরামেন্দ্রবনাভিধং ॥ ২ ॥ গুণরত্নো দধিঃ সর্ব্বদোষকারণঘস্মরঃ জয় তাৎ সচ্চিদানন্দ সদাশিবকৃতীশ্বরঃ ॥ ৩ ॥ অরুণবৃদ্ধকেশবাদিত্যাবিমলগঙ্গাযমাদিত্যাশ্চ বর্ণ্যন্তেঽত্র ষড়নুক্রমাদেকপঞ্চাশত্তমেঽধ্যায়ে অতীতেঽধ্যায়ে কদ্রবাঃ কাদ্রবেয়ানাঞ্চ শ্রুতং বিনতায়া দাস্যমঘটমানং মন্বানঃ পৃচ্ছতি পার্ব্বতীত্যাদিনা ॥ ১—২ ॥ পুত্রশাপাদ্দাসীত্বং প্রাপ্তবতীতি বক্তুং তদুক্তমনুদ্য তদাখ্যানং প্রতিজানীতে হঞ্জিকাত্বমিতি হঞ্জিকাত্বং দাসীত্বং যদাহামরঃ হণ্ডে হঞ্জে হলাহ্বানে নীচাং চেটীং সখীং প্রতীতি হন্ত দাস্যমিতি ক্বচিৎ দাসিক্যত্বিতি চান্যত্র ॥ ৩ ॥ উলূকঃ পেচকঃ ॥ ৪ ॥ কৌশিকোপি স এব তৈঃ পক্ষিভিঃ সকৌশিক ইত্যন্বয়ঃ স্বরাজ্যাদিতি বা পাঠঃ অবরোপিতঃ নিরাকৃতঃ ॥ ৫ ॥ নিরাকরণে হেতুমাহ ক্রূরাক্ষোয়মিত্যক্ষরদ্বয়ন্যূনেন সার্দ্ধেন ॥ ৬ ॥ বিকথ্য কথয়িত্বা

বিকর্ণ্যেতি পাঠে আলোচ্যেত্যর্থঃ ব্যকথ্যন্নিতি পাঠে ব্যকথ্যয়ন্দিতবন্ত ইত্যর্থঃ অতএবাদ্যাপি স্বৈরচারিণস্তে খগা অন্যন্বা নির্গুণং কমপি রাজ্যত্বেন বৃণুত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৭—১১ ॥ যদ্‌যস্মাৎ ব্যাধি অব্যাধি অড়াভাব আর্ষঃ অভেদীত্যর্থঃ বাধিতং দ্বিধেতি ক্বচিৎপাঠঃ স্ফোটিত্বিতি চান্যত্র ॥ ১২ ॥ ততস্মাৎ এধি ভব এহীতি পাঠে আসমন্তাৎ গচ্ছেত্যর্থঃ সপত্ন্যঙ্গভুবাং কদ্রূদরজাতানাং সপত্নী চ তদঙ্গভুবশ্চ তেষামিতি বা সপত্ন্যঙ্গভুবা সহেতি পাঠে সপত্ন্যাঃ কদ্র্বাঃ যদঙ্গং শরীরং তদ্ভুবা পুত্রেণ সহেতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ১৩—১৫ ॥ প্রাসঙ্গিকমুক্ত্বা প্রস্তুতানেব ষড়াদিত্যানাহ ইত্যুক্তেতি পঙ্গোঃ শ্রোণস্য যদাহামরঃ শ্রোণঃ পঙ্গাবিতি ॥ ১৬ । ১৭ ॥

অনূরুররুণ ইতি নামদ্বয়ং নির্বক্তি অনূরুত্বাদিতি য অনূরুত্বাজ্জান্বোরুপরিভাগরহিতত্বাদনূরুঃ যতো যস্মাৎ ক্রোধেন অরুণ ঈষল্লোহিতবর্ণ ইতি কৃত্বারুণশ্চ কথ্যতে তেন বারাণস্যাং তপস্তপ্ত্বা সূর্য্য আরাধিত ইত্যর্থঃ ॥১৮—২৪॥ অরুণায় সসূর্য্যায় সূর্য্যসহিতায় অরুণোদয়সূর্য্যায়েতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥২৫—২৭॥ বৃদ্ধশ্চাসৌ নাম্নাগোত্রতো বা হারীতশ্চ বৃদ্ধহারীতঃ ॥ ২৮ ॥ ভাস্বতঃ সূর্য্যস্য দক্ষিণেন বিশালাক্ষ্যাঃ বিশালাক্ষ্যাদক্ষিণে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ব্রধ্নঃ সূর্য্যঃ ॥ ৩০॥ দ্যুমণেঃ সূর্য্যাৎ যুবত্বং তারুণ্যং ॥ ৩১ । ৩২ ॥ বসু ধনং নির্ব্বাণং মোক্ষং ॥ ৩৩ ॥ ঋতি বিনা ॥ ৩৪ । ৩৫ ॥ জরয়া আতুর ইন্দ্রিয়গ্রামো যস্য তস্মিন্ জরাতুরেন্দ্রিয়গ্রামানিতি ক্বচিৎ স্বসাৎ আত্মসাৎ স্বাধীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ । ৩৬ ॥ ধিয়ং জ্ঞানং ॥ ৩৮—৪৫ ॥ উপাবিশৎ উপসমীপে বিবেশ কিমর্থমাবিশদিত্যাকাকাঙ্ক্ষায়ামাহ নিঃশব্দ ইতি স্বস্থো নিরুদ্বিগ্নঃ ॥ ৪৬ ॥ অবসরমবকাশং ॥৪৭॥ স্বাভ্যাশে স্বসমীপে আসয়ামাস উপবেশয়ামাস ॥ ৪৮—৫১ ॥ ভবতাপহৃৎ সংসারদুঃখনাশকঃ ॥ ৫২ ॥ করসংজ্ঞয়া হস্তচালনেন উচ্চৈর্যথাস্যাত্তথা সপ্তাশ্বং বারয়ন্ শ্রীবিষ্ণুরুবাচেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ মহাদেব ইতি মহত্ত্বং ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যত্বং দেবত্বং স্বপ্রকাশত্বং সর্ব্বেষাং প্রকৃত্যাদীনাং কারণানামপি কারণং সর্ব্বকারণকারণং সর্ব্বেষাং সর্ব্বকারণমিতি ক্বচিৎ ॥ ৫৪—৫৭ ॥ বিজিগ্যে জিতবান্ জিগায়েতি ক্বচিৎ ॥৫৮॥ ত্রিজগদিতি ত্রিজগজ্জন্মশীলস্য হেতোঃ কারণস্য ত্র্যক্ষস্যারাধনং পরং পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তিসাধনমিত্যর্থঃ অতঃ সারস্য ত্রিশ্বেশস্য স্মরস্যেতি ক্বচিৎ পাঠঃ সম্ভিস্ত্যঃ স্মরবিদ্বিষঃ কামশত্রোঃ কোনাবা-

ধ্যয়তি আরাধনং ন করোতি অপি তু সর্ব্ব এব করোতীত্যর্থঃ কর্ম্মণি বা ষষ্ঠ্যৌ হেতুরিতি প্রথমান্ত পাঠে ত্রিজগজ্জয়িনো মম অন্যস্য বা যস্য কস্যচিৎ ত্রিলোচনস্য শ্রেষ্ঠমারাধনমেব জয়হেতুরিত্যর্থঃ তথাচ বক্ষ্যতি ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসম্পত্তির্ময়া প্রাপ্তা সহস্রগো শিবলিঙ্গার্চ্চনাদেকাদিতি শেষং পূর্ব্ববৎ॥ ৫৯—৬৩॥ একাৎ মুখ্যাৎ কেবলাদ্বা॥ ৬৪—৬৯॥ মহেশিতুঃ মহেশ্বরস্য॥ ৭০। ৭১॥ উত্তরেণ উত্তরস্যাং॥ ৭২—৭৪॥

পাদোদকে গঙ্গাবরুণয়োঃ সম্ভেদে॥ ৭৫॥ রথসপ্তমী অচলাসপ্তমী॥ ৭৬। ৭৭॥ তত্র স্নানং মাকরী মকরসম্বন্ধিনী মাঘীত্যর্থঃ॥ ৭৮॥ মনোবাক্কায়জাদীনি পাপানি ভবিষ্যজ্জন্মবিষয়ান্যপীতি জ্ঞাতব্যানি॥ ৭৯॥ সপ্তসপ্তয়োঽশ্বাঃ যস্যাঃ সা সপ্তসপ্তিকা সৌরীশক্তিরিত্যর্থঃ তস্যাঃ সম্বোধনং হে সপ্তসপ্তিকে॥ ৮০—৮৩॥ উচ্চদেশে পর্ব্বতদেশে তন্নাম্নীতি বা বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ঃ বাহূরাজন্যঃ কৃত ইতি শ্রুতেঃ॥ ৮৪। ৮৫॥ গন্ধৈর্গন্ধযুক্তৈরিতি সর্ব্বেষাং বিশেষণং বন্ধূকৈরিতি বা পাঠঃ॥ ৮৬॥ শোণচন্দনৈ রক্তচন্দনৈঃ॥ ৮৭॥ বহ্বামোদততাম্বরৈঃ বহুলগন্ধানেকবস্ত্রৈঃ বহুনা আমোদেন ততং ব্যাপ্তমম্বরং আকাশং যৈস্তের্দেবমোহনধূপৈরিতি বা বহুভির্দেবতা পরৈরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ তদা দেবতৈকোদ্দেশেন সম্পাদিতৈরিত্যর্থঃ ঘৃতপায়সৈর্ঘৃতালোড়িতপরমান্নৈঃ ঘৃতসাধিতৈরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥ ৮৮—১০৭॥ প্রত্যষ্ঠাৎ স্থাপিতবান্॥ ১০৮—১১১॥ অভিলষ্যন্ত্যাকাঙ্ক্ষন্তি কিং তদাহ ভৌম ইতি মঙ্গলবাসরে ভরণ্যাং ভরণীনক্ষত্রযুক্তায়াং চতুর্দ্দশ্যাং ভরণ্যাং ভূতায়ামিতি ব্যধিকরণে বা সপ্তম্যৌ কাশ্যাং যমে তীর্থে স্নাত্বা নোস্মাকং মুক্তয়ে যঃ কশ্চিদপি সতিলতর্পণমপি কিং কুর্যাৎ করিষ্যতীত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ নন্নু তর্পণমাত্রেণ কথং নরকান্ মুক্তিঃ স্যাত্তত্রাহ যদি যোগোয়মিতি যদীতি নিশ্চয়ে যোগস্ত্রয়াণাং মেলনং॥ ১১২—১১৮॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমে যানং বিধের্মন্দরগোত্রতঃ কাশ্যাং দশাশ্বমেধস্য মাহাত্ম্যঞ্চোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥ গভস্তীতি ॥ ১ ॥ তিগ্মাস্তীক্ষ্ণা গাবো রশ্ময়ো যস্য স তিগ্মগুঃ ॥ ২ ॥ যোগিন্যস্তিগ্মগুশ্চানন্দবনং প্রাপ্য কাশীবৃত্তান্তং নিবেদয়িতুং নায়ান্ত্যে তন্ন চিত্রমিত্যাহ কিমত্রেতি ॥ ৩ ॥ অপি শব্দার্থং বিবৃণ্বন্ পূর্ব্বোক্তমেব স্ফুটয়তি অধাক্ষিষং দগ্ধবানস্মি ত্রিজগজ্জিত্বরং ত্রিজগজ্জয়শীলং দৃশা নেত্রেণ কাশ্যাভিলাষাখ্যঃ কাম ইতি শেষঃ তুন্নুয়াত্তরাং অতিশয়েন তাপয়তি দহতেতরামিতি ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥ কাশ্যাবৃত্তান্তং অন্বেষ্টুং কঞ্জনম্বা বিতর্কে প্রহিণুয়াং প্রস্থাপয়ামি যদ্বা বা নিশ্চয়েকং ব্রাহ্মণমেব প্রহিণুয়ামিতি তত্র হেতুর্জ্ঞাতুমিতি জ্ঞাতুং কাশীপ্রবৃত্তিমিত্যনুষজ্যতে ব্রহ্মৈবদক্ষঃ তত্র হেতুর্যতঃ স চতুরানন ইতি ॥ ৫ ॥ তত্র পার্শ্বে উপোপবেশ্যেতি বা পাঠঃ ॥ ৬ ॥ কলশসম্ভবেতি অগস্ত্যং প্রতিগুহস্য সম্বোধনং কমলসম্ভবেতি পাঠে ব্রহ্মণঃ সম্বোধনং ॥ ৭। ৮ ॥ অরতৌ দৃষ্টান্তঃ অনচ্ছেতি অল্পপল্বলে অল্পে সরসি ॥ ৯ ॥ নাবাধিষ্ট ন বাধিতবান্ ॥ ১০। ১১ ॥ ঈহতে চেষ্টিতে কার্য্যে ইতি যাবৎ ॥ ১২ ॥ তদ্বেৎসীতি ত্বদ্বাক্যগৌরবং মন্দরবরপ্রদানঞ্চ তচ্ছব্দার্থঃ মন্দো মূর্খঃ ॥ ১৩ ॥ তর্হীশ্বরস্য তব গমনপ্রতিবন্ধকাভাবাৎ স্বয়মেব কিমিতি ন গম্যতে তত্রাহাদ্যৈবেতি স্বমায়য়া স্বশক্ত্যা পার্ব্বত্যা সহেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ বিধে ইতি হে বিধে হে বিধাতঃ যতঃ সর্ব্বকার্য্যাণি ত্বমেব বিদধাসি করোষি অতো অখিলমিতি চেতি চৈবং ত্বয়া কর্ত্তব্যমিতি যদ্বক্তব্যং তত্ত্বয্যপার্থং অপগতার্থং ব্যর্থমিত্যর্থঃ ত্বয়া পার্থমিতি পাঠঃ সুগমঃ কর্ত্তব্যং ত্বয়ীতি পাঠে অপার্থমব্যর্থমিতি কাকা ব্যাখ্যেয়মিতি ॥ ১৫ ॥ রিষ্টং শুভাভাবঃ অরিষ্টং তদভাবঃ শুভং যথাস্যাত্তথা গচ্ছ রিষ্টং ক্ষেমে শুভাভাবে পুংসি খড়্গে চ ফেনিল ইতি মেদিনীকারঃ শুভোদর্কঃ শুভোত্তরফলঃ ॥ ১৬ ॥

সিতাঃ শুভ্রাঃ হংসা যস্মিন্ সরথো যস্য সঃ ॥ ১৭। ১৮ ॥ দৃশিরিতি দৃশিরপ্রেক্ষণে ইতি দৃশিধাতুঃ দৃশ্যতেঽনয়েতি দৃক্ চক্ষুঃ মদ্দৃশৌ মচ্চক্ষুষী সান্বয়ঃ সার্থকঃ যদ্‌যস্মাৎ ॥ ১৯ ॥ আনন্দবাটিকাং বিশিনষ্টি স্বয়মিতি স্বাভিঃ স্বকী-

য়াভিঃ তাভিরিতি পাঠে প্রসিদ্ধাভিরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বৃক্ষাণামানন্দময়ত্বং কৈমুত্যন্যায়েন দর্শয়তি নির্ব্বিশন্তীতি অন্যত্র স্থিতান্যপি ফলানি কাশ্যাং নির্ব্বিশন্তি সন্তি আনন্দবন্তি ভবন্তি কাশীস্থিতানাং বৃক্ষাণাং আনন্দময়ত্বং কিং বক্তব্যমিতিভাবঃ যত্রানন্দময়া জনা ইত্যত্র কারণমাহ সদৈবেতি ॥ ২১ ॥ বিত্তঃ জানীতঃ ॥ ২২ ॥ সম্বিদাতে বিজানীতঃ ॥ ২৩ ॥ মনুতে ধ্যায়তি ॥২৪॥ বুধ্যতি নিশ্চিনোতি ॥ ২৫ ॥ বাত্যাহতানি বাতচক্রেণান্দোলিতানি কাশীং ন পশ্যন্তি কাশ্যা ন দর্শনং যেষামিতি বা কাশ্যদর্শনাঃ ॥ ২৬—২৮ ॥ বৃহত্তরৈঃ ফলৈরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥ ব্যধায়ি অকারি বিশ্বেশস্য নির্ম্মিতি নির্ম্মাণং যস্যাঃ সা বিশ্বেশনির্ম্মিতঃ ॥ ৩০—৩৪ ॥ শতেভ্যঃ পরে পরঃ শতাঃ অসংখ্যাতা নৌ ময়া দৃষ্টাঃ পরং কেবলং তেষ্বেষু রাজসু মধ্যে তব সদ্গুণা দ্বিত্রাঃ পবিত্রা যে রাজানঃ প্রায়শস্তে মম দৃশং ন গতা ইতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ যাযজূকা ইজ্যাশীলাঃ ॥ ৩৫ ॥ বিনিষ্কৃতারিষড়্বর্গাঃ নির্জ্জিতশক্রভূতষড়িন্দ্রিয়বর্গাঃ শ্রুতস্য পারদৃশ্বানঃ অধ্যয়নস্য পারগামিনঃ রাজনীতিবিচক্ষণাঃ সন্ধিবিগ্রহযানাসন দ্বৈধাশ্রয়েষু নিপুণাঃ ॥ ৩৬। ৩৭ ॥ রয়ো বেগঃ ॥ ৩৮ ॥ দৃশং নেত্রং জ্ঞানম্বা ॥ ৩৯ ॥ সদ্গুণত্বমেবাহ প্রজ্ঞেতি ॥ ৪০ ॥ অস্পৃহাবতাং স্পৃহারহিতানাং নিরীহস্য তৃণং নৃপা ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ স্তাবকান্ স্তুতিং কুর্ব্বাণান্ ॥ ৪২ ॥ গোষ্ঠীবার্ত্তা স্তৌমি কথয়ামি ॥ ৪৩ ॥ অহঞ্চাস্তি ধন ইতি অস্তি শব্দঃ সুবন্তপ্রতিরূপকঃ অস্তি ধনং যস্য সোঽস্তি ধনঃ অস্তি ধনীতি কচিৎ ॥ ৪৪—৫৩ ॥ জোষং তূষ্ণীং ॥ ৫৪ ॥ যিযক্ষমাণস্য যজ্ঞং করিষ্যতঃ ॥ ৫৫ ॥ সপ্তাঙ্গে স্বাম্যমাত্যসুহৃৎকোশরাষ্ট্রদুর্গবলেতি ॥ ৫৬—৫৮ ॥ পূর্ব্বঃ প্রজাসন্তাপজঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥ একোভিলাষঃ তং দর্শয়তি মার্গণো যাচকঃ স্বতনোঃ স্বশরীরস্য ॥ ৬২। ৬৩ ॥

যজ্ঞান্ বিপুলদক্ষিণান্ যজ কুরু অয়মেব বা পাঠঃ ॥ ৬৪—৬৬ ॥ অদ্যেতি যৎ যদা প্রভৃতি যং কালমারভ্য হোমধূমৌঘৈর্গগনান্তরং ব্যাপ্তং তদা প্রভৃতিঃ অদ্যাপি নীলিমানং তমালশ্যামলত্বমদো নভোনজহাতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ তত্র যজ্ঞবাটে তস্যেতি পাঠে তস্য ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধিতত্তীর্থমিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৬৮—৭৩ ॥ প্রভাবমাহ পরা তনুরিতি অস্যাঃ পুরঃ পুর্য্যা ইত্যন্বয়ঃ কঃ প্রাপ্যেতি মূর্খোপি কাশীং প্রাপ্য পুনস্ত্যক্তুং কশ্চেষ্টেত নকোপীত্যেতৎ স্থানে

ষুক্তমিত্যন্বয়ঃ তত্র হেতুমাহ বিশ্বং সন্তাপেতি ॥ ৭৫—৭৭ ॥ ঈশস্যায়ং ঐশ-স্তস্মাৎ ত্যক্ত্বা সন্ত্যজ্য ভুঞ্জন্নিতি ক্বচিৎ ॥ ৭৮—৮১ ॥ নির্ণীয় নিশ্চিত্য নি-র্গায়ন্নিতি ক্বচিৎ ॥ ৮২—৮৪ ॥ পিতৃসমর্চ্চনমিতি শ্রাদ্ধবিশেষণং ॥ ৮৫—৮৮ ॥ এবমিতি ক্রমস্থায়ী তিথিবৃদ্ধা স্বায়ীতি প্রতিজন্মাঘং দশম্যাং দশজন্মাঘমিতি ক্রমেণেত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥ যামীং যমসম্বন্ধিনীং ॥ ৯০—৯৫ ॥ ব্রহ্মেশ্বরং ব্রহ্মণা স্বনাম্না স্থাপিতং লিঙ্গং ॥ ৯৬ । ৯৭ ॥ ব্রহ্মশালাম্বেদমণ্ডপং ॥ ৯৮—১০১ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমেঽধ্যায়ে কাশ্যাং প্রেষণমুচ্যতে শঙ্কুকর্ণমুখানাঞ্চ কাশ্যাশ্চ মহিমা তথা ॥ ১ । ২ ॥ দৃশি দৃগ্বিষয়ে ॥ ৩ ॥ অযোগিন্যো যোগরহিতাঃ ত্যক্তযোগাদরা ইত্যর্থঃ যদ্বা অযোগিন্য উপায়রহিতাঃ যোগিন্য ইতি পাঠে কাশ্যাখ্যেন মুখ্যযোগেন যুক্তা ইত্যর্থঃ ভোগিন্য ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৪ ॥ অকিঞ্চিৎকরতাং কিঞ্চিদপি কর্ত্তুমক্ষমতাং অপি নিষ্করতামিতি পাঠে স রবিঃ সহস্রকরোপ্যনন্তরশ্মিরপি নিষ্করতাং তেজোরহিততাং অপি কিং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ অরমত্যর্থং স বিধঃ স বিধানঃ মৎকার্য্যবিধানক্ষমো নাভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫ । ৬ ॥ বিত্ত জানীত ॥ ৭ ॥ এবং প্রথমতঃ সামান্যেনোক্তা পশ্চান্নামগ্রহণপূর্ব্বকমা-হেত্যাহ নামগ্রাহমিত্যাদিনা ॥ ৮ । ৯ ॥ দৃমিচণ্ডেত্যেকং নাম দমিচণ্ডেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ১০ । ১১ ॥ স্বকার্য্যং কর্ত্তুং তান্ প্রোৎসাহয়তি ভবন্ত ইতি ॥ ১২ । ১৩ ॥ তত্তস্মাৎ ভবৎসু মধ্যে দ্বৌ অমূ শঙ্কুকর্ণমাহাকালৌ যাতং গচ্ছ-তামিত্যন্বয়ঃ যদ্বা ভবৎসু মমান্তরঙ্গেষু বিদ্যমানেষু মম সমীপে তিষ্ঠৎসু কাশী প্রবৃত্তিং রাজ্ঞশ্চ প্রবৃত্তিং ন জানামীত্যযুক্তমিতি শেষঃ তত্তস্মাৎ হে শঙ্কুকর্ণ-মহাকালৌ যুবাং দ্বাবেব যাতং তদ্বৈ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ১৪ ॥ আয়াতং আগচ্ছতং ॥ ১৫ ॥ বিস্মৃত্যেতি ভগবদ্বাক্যমস্মৃত্য তত্রৈব তস্থতুরিতি শেষঃ বিস্মৃতাবিতি পাঠে বিস্মৃতবন্তাবিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ বিস্মরণে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি

দৃষ্টান্তগতমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি কাশীমিতি মোহং প্রাপ্তাবিতি শেষঃ যদ্বা কাশীং বীক্ষ্য শাম্ভবীং গিরং বিস্মৃত্য তত্রৈব তৌ মোহমায়াতাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥ অহো মোহস্যেত্যাদীনাং তাবিত্থং পরিনিশ্চিত্য তত্রৈব সংস্থিতিং প্রাপ্তাবিতি নবমশ্লোকগতেনান্বয়ঃ ॥ ১৮—২০ ॥ দশসৌবর্ণিকং দশসুবর্ণদানজন্যং ॥ ২১—২৭ ॥ বিশ্বেশাদ্বায়ুদিগ্‌ভাগ ইতি বিশ্বানিতদীশাংশ্চাত্তীতি বিশ্বেশাৎ যমঃ বায়োর্দ্দিক্ যস্মাৎ স বায়ুদিক্ বরুণস্তয়োর্ভাগে মধ্যে নৈঋত্যাং দিশীত্যর্থঃ অথবা বিশ্বেশাদ্ বিশ্বনাথাদ্যা বায়োর্দ্দিক্ তস্যা ভাগে সমানসূত্রপ্রদেশ ইত্যর্থঃ অথবা বিশ্বেশাৎ সকাশাদ্বৈ প্রসিদ্ধে উদিগ্‌ভাগে উশব্দস্যাব্যয়ত্বং নৈঋতি দিগ্‌ভাগ ইত্যর্থঃ যথা শ্রুতব্যাখ্যানে পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তে ॥ ২৮ । ২৯ ॥ জ্ঞাত্বেতি অস্মৎ কার্য্যমনিষ্যাদ্য ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং জ্ঞাত্বা তত্রৈব তৌ তস্থতুরিতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ তজ্ জ্ঞানে কারণমাহ সর্ব্বজ্ঞনাথ ইতি প্রাহৈষীৎ প্রেষয়ামাস ॥ ৩০—৩২ ॥ নির্বৃত্তঃ সুখিতঃ সংস্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ ঔদরীং উদরভবান্দরীং গুহাং ॥ ৩৬ ॥

ব্যাসেশ্বরমিত্যত্র বিশ্বেশ্বরমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥ অবহিতো ধ্যানস্থঃ ॥৩৯॥ বদন্তীতি নোঽস্মাকং বংশে তিলোদকস্যাপি দাতা কঃ কশ্চিদপি কিং জায়তে জনিষ্যতীতি পিতরো বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ নন্থ তথা সতি কিংস্যাৎ কিমর্থং বা তে বদন্তীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যদ্বংশ্যা ইতি যস্য ঘণ্টাকর্ণহ্রদে তিলোদক দাতুর্বংশ্যাঃ ঘণ্টাকর্ণে কৃতা উদকক্রিয়া যেভ্যঃ বংশেভ্যস্তে তথা মুনয়ঃ সন্তঃ পরাং সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ তথা বয়মপি প্রাপ্স্যাম ইত্যভিপ্রায়েণ বদন্তীতি ॥ ৪১—৪৩ ॥ তু পুনঃ ইয়ং কাশী মহামোহনভূরিতি পুনর্নজানন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ । ৪৫ ॥ যাবৎ পরিচ্ছদঃ পরিকরস্তাবন্তং প্রেষয়িষ্যামীত্যর্থঃ সর্ব্বান্ চেন্মোহয়িষ্যামি কিং প্রেষণেন তত্রাহ নোদ্যমাদিতি ॥ ৪৬ ॥ এতদ্বিবৃণোতি নোদ্যমাদিতি পুরুষকারস্য ফলমাহ প্রতিকূল ইতি প্রতিপক্ষভূতোপি বিধির্দৈবং তেষাং বিচক্ষণানাং স ততোদ্যমাৎ খিদ্যেত নির্ব্বন্ধং দৃষ্ট্বা সানুকূলো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ প্রতিবন্ধেঽপি উদ্যমাভাবাভাবে দৃষ্টান্তমাহ শীতেতি শীতোষ্ণভানবো রশ্ময়ো যয়োস্তৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ স্বর্ভানুনা রাহুণা গ্রস্তাবপি অদ্যারভ্যাপি গতিং ন ত্যজতঃ ন মুঞ্চতঃ কিমিতি প্রক্রান্তয়ো গমনে কৃত উদ্যমো যাভ্যাং তৌ ॥ ৪৮ ॥ তর্হি কুত্রাপি কার্য্যপ্রতিবন্ধো

নস্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিভাগমাহ একত্রেতি মুহুঃ প্রাতিকূল্যাদিত্যন্বয়ঃ অত্র জগতি অস্তু ইতি পাঠে অস্তে ততো বহূদ্যমানন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ নমু ললাটে লিখিতং যত্তু ষষ্ঠীজাগরবাসরে নো হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্মানাথা তৎ কর্ত্তুমর্হতি ইত্যাদি দর্শনাৎ কথং দৈবমন্যথা কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ দৈবমিত্যাশঙ্ক্যাহ দৈবমিতি কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারসম্ভবাৎ নিষেধবচনস্য তু অনুদ্যমবৎ পুরুষবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥ উদ্যমং বিনা দৈবমকিঞ্চিৎকরমিত্যাহ ভাজনেতি ॥ ৫১ ॥ প্রযত্নসমর্থনমুপসংহরন্ তস্য ফলমাহ ইত্যুদ্যমমিতি সমর্থ্য সংসাধ্য উদ্যমং বিশিনষ্টি নিশ্চিতং যুক্ত্যা দৃঢ়ীকৃতং দৈবজিত্বরং অদৃষ্টজয়নশীলং ॥ ৫২—৫৭ ॥ পিঙ্গলজ্ঞানং পিঙ্গলেশ্বরস্বরূপজ্ঞানং ॥ ৫৮ ॥ কুক্কুটাণ্ডস্যেবাকৃতিরাকারো যস্য স কুক্কুটাণ্ডাকৃতিস্তস্য ॥ ৫৯—৬১ ॥

মায়াবীর্য্যমহৎসু মায়াবীর্য্যাভ্যাং মহত্তরেষু ॥ ৬২—৭২ ॥ স্নাপয়িত্বেতি যত্ত্বগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলমিত্যাদি নিষেধবচনং তত্তু অজ্ঞানপূর্ব্বকং কাশ্যতিরিক্তস্থানবিষয়ং বিষ্ণুপাদোদকাসংসর্গবিষয়ম্বা শালগ্রামশিলাতোয়াৎ সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাংইত্যুক্তেঃ শিবাহভক্তবিষয়ম্বা শিববিষ্ণোর্ভেদদর্শি মূঢ়বিষয়ং বেতি দিক্ বস্তুতস্তু বাণলিঙ্গাদিব্যতিরিক্তবিষয়মেব তদিতি পূর্ব্বোক্তং ন স্মর্ত্তব্যং ॥ ৭৩। ৭৪ ॥ দেহ এব নিতরাং বন্ধনং দেহবন্ধনং তস্মিন্ ॥ ৭৫। ৭৬ ॥ মহাপাতকানি ভিন্দন্তীতি মহাপাতকভিন্দি ॥ ৭৭। ৭৮ ॥ অসিরোধসি অস্যা নদ্যাস্তীরে ॥ ৭৯—৮১ ॥ পঞ্চত্বসময়ে মরণাবসরে তর্হি কিং কাশ্যামেবনেত্যাহ ক্বচিদপীতি যত্রকুত্রাপি অন্তং মৃত্যুং ঋচ্ছতঃ প্রাপ্নুবতো জ্ঞানভ্রংশো ন জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ গণেশ্বর ইত্যত্র মহেশ্বর ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৮৩ ॥ মোহকত্বমাত্রেণ মায়ৈকত্বভিধানং নতু তৎ কার্য্যকারিত্বেন ॥ ৮৪ ॥ তদেবাহ অপাস্যেতি ॥ ৮৫ ॥ নমু স্বামিনং বিহায় তিষ্ঠন্তঃ কুতস্তেন বিভ্যুঃ তত্রাহ মরণাদিতি ॥ ৮৬ ॥ কুত্র ক কেনেতি বা পাঠঃ ॥ ৮৭ ॥ নির্ব্বাণং কৈবল্যমেব রমণী সুন্দরী নির্ব্বাণরমণী প্রকর্ষেণান্তে দেহত্যাগাবসরে ভবতীতি প্রান্ত্যস্তারকোপদেশস্তদেবভূষণং যস্য স তথা তং, যদ্বা প্রান্তে ভবং প্রান্ত্যং মরণং তদেব ভূষণং মঙ্গলং যস্য তং মরণং মঙ্গলং যত্রেত্যুক্তেঃ যত্র কাশ্যাং শবত্বেপি জন্তুর্নাশুচিতাং ব্রজেদিত্যুক্তত্বাৎ শাবং নালোকয়েদিত্যাদি মনুবচনন্তু কাশ্যতিরিক্তবিষয়ং দ্রষ্টব্যং ॥ ৮৮—

৯০॥ শবত্বেপি অপিশব্দাজ্জীবত্বেপি অতএব তস্য জন্তোর্ম্মরণাব্যবহিত-সময়ে তারকোপদেশার্থং কর্ণসংস্পর্শং করোমি॥ ৯১—৯৪॥ মূল্যেন জীবিকয়া বস্তুর্বাসকর্ত্তুর্যাবৎ ফলং তাবৎ ফলং ভজতে ইত্যর্থঃ॥ ৯৫—৯৭॥ বৃষাবাসো ধর্ম্মাশ্রয়ঃ অধীষ্টে অধিকং যথাস্যাত্তথা ঈষ্টে শাস্তীত্যর্থঃ॥৯৮-১০২॥ নিমেষরহিতানীক্ষণানি যেষাং তে নিমেষেক্ষণাঃ-অত্যন্তং সাবধানা ইত্যর্থঃ॥১০২॥ ন পরিজ্ঞাতং তস্য রাজ্ঞশ্ছিদ্রং যৈস্তেঽপরিজ্ঞাত তচ্ছিদ্রাঃ বিদ্রাবিতং দূরীকৃতং যশোলক্ষণং ধনং যেষাং তে বিদ্রাবিতযশোধনাঃ আঃ ক্রোধে অহো খেদে॥১০৩॥ মনুষ্যমাত্রমপি যং কঞ্চিদেকং মনুষ্যমেবাপি ন বশীকৃতং তস্য নরেন্দ্রস্য বশীকরণন্তু দূরত এব নিরস্তমিত্যর্থঃ॥ ১০৪—১০৬॥ স্বামিকার্য্যাসাবধানানাং কিমিতি নরকপ্রাপ্তিস্তত্রাহুরকৃতেতি॥১০৭॥ ভঙ্গুরাঃ নাশশীলাঃ॥ ১০৮। ১০৯॥ মহীয়সাং মহত্তরাণাং মহীজুষামিতি পাঠে মহীং সেবমানানাং তদুৎপন্নানামিত্যর্থঃ॥ ১১০—১১২॥ বিষ্বক্ সর্ব্বতঃ ঊর্দ্ধঞ্চ গতির্যেষাং তে বিষ্বগূর্দ্ধগতযস্তেষাং বিষ্বগূর্দ্ধগতীনাং সর্ব্বত্রোদ্ভ্রান্তানামিত্যর্থঃ বিষ্বগূর্দ্ধগতীনামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥ ১১৩—১২৫॥ ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ু যৃস্থিমজ্জা ইতি ষট্কোশাস্তৈর্নির্ম্মিতং ষাট্কৌশিকং॥ ১২৬—১২৮॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

কপর্দ্দীশস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাখ্যানপূর্ব্বকং চতুঃপঞ্চাশকেঽধ্যায়ে পৈশাচাখ্যানমুচ্যতে॥ ১॥ গণপো গণমুখাঃ গণক ইতি পাঠে স্বার্থেকঃ॥ ২॥ তজ্জসংস্পর্শমাত্রেণ বৈমল্যং ভবতীত্যত্রেতিহাসমাহ ইতীতি॥ ৩। ৪॥ ইদানীং তস্য পাশুপতযোগাবস্থানমাহ একদেতি মার্গে মার্গশীর্ষে॥ ৬॥ লিঙ্গস্য দক্ষিণে ভাগে ইত্যাদীনাং সক্ষণং সরসস্তীরে উপবিষ্টঃসন্ রাক্ষসমদ্রাক্ষীদিতি ষষ্ঠশ্লোকগতেনান্বয়ঃ॥ ৭॥ ন্যস্তমস্তকপাংশুরিতি পুনঃ শিরসি ভস্মধারণধ্যানাঙ্গত্বায় সম্যক্‌ধ্যাং সন্ধ্যাং জীবব্রহ্মণোরৈক্যানুসন্ধানরূপতাং কথম্ভূতাং

আধ্যাত্মিকীং আত্মানং কার্য্যকারণসঙ্ঘাতং অধিকৃত্য জাতাং মাধ্যাহ্নিকী-মিতি পাঠে স্পষ্ট এবার্থঃ পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রাত্মিকাং পঞ্চা-ত্মিকীমিতি পাঠে ঈশানতৎপুরুষাঘোরবামদেবমিতি পাশুপতবিশেষস্য নি-র্ব্বাণদীক্ষয়া দীক্ষিতত্বাৎ যতিসমানধর্ম্মত্বং দ্রষ্টব্যং যত্ত্বিদানীং বিশ্বেশ্বরাদৌ সৃষ্টিক্রমেণ যতিভিঃ প্রদক্ষিণং ক্রিয়তে তত্তু বিষ্ণুসন্নিধানাত্তদপ্যুক্তং সোম-সূত্রদ্বয়ং যত্র যত্র বা বিষ্ণুমন্দিরং অপসব্যং ন কুর্ব্বীত কুর্য্যাদ্দেবপ্রদক্ষিণমিতি স্বয়ম্ভুলিঙ্গত্বাদ্বা যত্তু বৃষং চণ্ডং বৃষঞ্চৈব সোমসূত্রং পুনর্বৃষং চণ্ডঞ্চ সোমসূত্রঞ্চ পুনশ্চণ্ডং পুনর্বৃষমিত্যুক্তং তত্তু শনিপ্রদোষপ্রকরণে পঠিতত্বাত্তদ্দিনে সর্ব্ব-লিঙ্গেষু তথৈব বিধেয়ং অত্র যঃ কশ্চিৎ শনিবারসম্বন্ধী প্রদোষঃ অতএবাষ্টম্যাং বৃষচণ্ডমিত্যুক্তপ্রকারেণ বিশ্বেশ্বরে ব্যাসেন প্রদক্ষিণা কৃতা ইতি সনৎকুমার-সংহিতায়াং দৃশ্যতে সোমসূত্রে প্রমাণঞ্চান্যত্রোক্তং তথা হি প্রাসাদবিস্তারসমান সূত্রং সোমস্য সূত্রং দিশি সোমসূত্রং সূত্রাদ্বহির্লঙ্ঘনতো ন দোষঃ সদোষম-ভ্যন্তরলঙ্ঘনেত্বিতি প্রমাণং শাস্ত্রীয়প্রমাণসহিতং যথাস্যাৎ পাঠান্তরং স্পষ্টং এবং প্রসঙ্গাগতমুক্ত্বা পুনঃ পাশুপতযোগমেবানুক্রামতি হুড়ুঙ্কৃত্যেতি হুড়ুঙ্কারং বিধায় হুড়ুঙ্কৃত্যেতি ক্বচিৎ উচ্চৈর্যথা স্যাত্তথা ওঁ হুড়ুং হুড়ুং হুড়ুমিতি প্রণবপুরঃসরং বারত্রয়ং উচ্চার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ষড়্জাদীত্যাদি পদেন নিষন্দাদয়ো গৃহ্যন্তে হস্তকান্বিতং করচালনযুক্তং অঙ্গানাং হারৈর্বিহারৈর্বিক্ষেপৈর্মনোহর্ত্তুং শীলং যস্য তন্মনোহারী চারী নৃত্য চরণ শীলঃ পাশুপতবিশেষণং মণ্ডলসংযুক্তং মণ্ডলাকারেণ সম্বদ্ধং অঙ্গহারৈ-র্মনোহারিমণ্ডলসম্বদ্ধঞ্চ যথাস্যাত্তথা গীতং বিধায় সরস্তীর উপবিষ্ট ইত্যর্থঃ তথাচোক্তং পাশুপতযোগবিধৌ শ্রীমহাদেবেন ভস্মনা ত্রিষবণং স্নায়ীত ভস্মনি শয়ীত অনুস্নানং নির্ম্মাল্যলিঙ্গধারী আয়তনবাসী সহিতগীতনৃত্যহুড়ুঙ্কার নমস্কারজপ্যোপহারেণোপতিষ্ঠেত মহাদেবস্য দক্ষিণামূর্ত্তিমিতি ব্যাখ্যাত-ঞ্চৈতৎ সূত্রজাতং পঞ্চাধ্যায্যাং নেহোচ্যতে গ্রন্থগৌরবভয়াদিতি ॥ ১০—১১ ॥

কথম্ভূতং রাক্ষসং ঘোরং তত্র হেতুমাহ অতীববিকৃতাকৃতিমিতি বিকৃতা-কারত্বমাহ শুষ্কেতি দশভিঃ শুষ্কৌ শঙ্খৌ ললাটপ্রান্তৌ কপোলৌ তদধো-ভাগৌ চ যস্মিন্ তদাস্যং মুখং যস্য তং নিমগ্নেহধঃপ্রবিষ্টে আপিঙ্গে ঈষৎ পীতবর্ণে লোচনে যস্য তং ॥ ১২ ॥ রুক্ষাণি শুষ্কাণি স্ফুটিতানি বিদীর্ণানি

কেশানামগ্রাণি অগ্রভাগা যস্য তং মহতীস্থূলা লম্বায়মানা দীর্ঘাশিরোধরাগ্রীবা যস্য তং অতীবচিপিটং নম্রং ঘ্রাণং নাসা যস্য তং শুষ্কৌ ওষ্ঠৌ যস্য তং দন্তুরান্ অতি অতিদন্তুরস্তং মহাদন্তুরমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ মহতীদীর্ঘা বিশালা বিস্তৃতা মৌলির্মস্তকং যস্য তং প্রকর্ষেণ উৰ্দ্ধীভূতা উদ্গতাঃ শিরোরুহাঃ কেশা যস্য তং প্রলম্বকর্ণপালীকং লম্বায়মানশ্রোত্রোপরিভাগং পিঙ্গলানি পিঙ্গলবর্ণানি যানি শ্মশ্রূণি তৈর্ভীষণং ॥ ১৪ ॥ প্রলম্বিতৌ দীর্ঘা ললন্তী চলন্তী জিহ্বা যস্য তং অত্যুৎকটাঽতিবিকৃতা কৃকাটিকা বটুর্ঘাটিকায়া বহির্ভাগো যস্য তং স্থূলে অস্থিনী যয়োস্তথাভূতে জত্রু সংস্থানে কণ্ঠাধোভাগৌ যস্য তং দীর্ঘং যৎ স্কন্ধদ্বয়ং তেনোৎকটমুন্নতং ॥ ১৫ ॥

নিমগ্নে কক্ষাকুহরে বাহুমূলবিবরে যস্য তং বিমগ্নেতি ক্বচিৎ শুষ্কং রুক্ষং হ্রস্বং খর্ব্বং ভুজদ্বয়ং যস্য তং বিরলাঃ পরস্পরং সংলগ্না অঙ্গুলয়ো যয়োস্তে হস্তাগ্রে যস্য তং নতাঽধোমুখা পীনা স্থূলা চ নখাবলির্নখপংক্তির্যস্য তং ॥ ১৬ ॥

বিশেষেণ শুষ্কো রুক্ষঃ পাংশুলো ধূলিধূসর উং উন্নদ্ধঃ ক্রোড়ো যস্য তং পৃষ্ঠে লগ্না উদরসম্বন্ধিনী ত্বগ্ যস্য তং কটীতটেন শ্রোণ্যুপরিভাগেন বিকটং ভয়ানকং নির্ম্মাংসং মাংসরহিতং ত্রিকরূপং বন্ধনং গুল্ফ জানুকূর্পরলক্ষণং যস্য তং যদ্বা ত্রিকবন্ধনং নিহড়া ইতি লোকে প্রসিদ্ধং তন্নির্ম্মাংসং যস্য তং ॥ ১৭ ॥ প্রলম্বং লম্বায়মানং যৎ স্ফিগ্‌যুগং তেনান্বিতং শুষ্কো রুক্ষো মুষ্কোণ্ডকোষো যস্য অল্পং মেহনং শিশ্নো যস্য স চ স চ তং অনেন বিবস্ত্রত্বং সূচিতং দীর্ঘৌ নির্ম্মাংসলৌ মাংসরহিতৌ চ ঊরূ সক্থিনী যস্য তং স্বার্থেকঃ স্থূলে জানুনী যস্য অস্থ্নাং পঞ্জরমিবাস্থিপঞ্জরং পাঠান্তরেঽস্থিভিরেব বধ্যত ইত্যস্থিবন্ধনঃ স চ স চ তং ॥ ১৮ ॥ অস্থিচর্ম্মণোরবশেষো যস্য তং শিরাজালিতবিগ্রহং নাড়ীসমূহযুক্তদেহং শিরালং শিরাভিরলং পর্য্যাপ্তং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ যদ্বা শিরালং যথাস্যাত্তথা দীর্ঘে জঙ্ঘে যস্য তং স্থূলানি যানি গুল্ফাস্থীনি ঘুটিককীকসানি তৈর্ভীষণং ॥ ১৯ ॥

অতিবিস্তৃতৌ পাদৌ যস্য তং দীর্ঘা বক্রাঃ কৃশা অঙ্গুলয়ো যস্য তং অস্থিচর্ম্মণোরবশেষেণ কৃত্বা শিরাভিস্তাড়িতঃ প্রহারিত ইব বিগ্রহো যস্য তং ॥ ২০ ॥ বিকটং কুৎসিতং ভীষণাকারং ভয়জনকাকারং বিটঙ্কমিতি ক্বচিৎ তত্রাপি স এবার্থঃ ক্ষুৎক্ষামং বুভুক্ষয়া কৃশং অতিলোমশং নিবিড়লোমবন্তং

দাবদগ্ধদ্রুমাকারং বনাগ্নিভস্মীকৃতবৃক্ষসদৃশং অতিচঞ্চলে লোচনে যস্য তৎ ॥ ২১ ॥ কিং বহুনা মূর্ত্তং মূর্ত্তিমৎ ভয়ানকং ভয়মিব অতএব প্রাণিমাত্রস্য ভয়প্রদং ॥ ২২—২৬ ॥ গোদাবরীতীর ইতি প্রয়াগব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ভুক্তং ॥২৭—২৯ ॥ বাতি সতি প্রাবরণমাচ্ছাদনং ॥ ৩০—৩৩ ॥ সংক্রান্তঃ প্রবিষ্টঃ ॥৩৪—৩৫ ॥ পুর্য্যাং অন্তঃপুরী পুরীমধ্য ইত্যর্থঃ॥ ৩৬—৩৭ ॥ অদ্যাপীতি সীম্নি সীমনি সীমাপ্রমথেতি পাঠে আদন্তোপি সীমাশব্দো দ্রষ্টব্যঃ অত্রেদং তাৎ-পর্য্যং তচ্ছরীরপ্রবেশমাত্রাশয়া কেবলং তস্য বহির্গমনেচ্ছয়া সীম্নি পাপানি তিষ্ঠন্তি ন তু প্রবেশোঽস্তি বারাণস্যাং প্রবিষ্টস্য পুনস্তেষাং প্রবেশাসম্ভবাৎ যদ্বা যস্তু জিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা যথাবিধি কাশ্যামায়াতি তস্যৈব সর্ব্বাণি পাপানি নশ্যন্তি তদুক্তং যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চাপি সুসংযতং বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুত ইতি অয়ঞ্চ স্বত এব পাপী অবিধিনা প্রথমং বর্ত্মনি পাপমাচরন্নেবার্থলোভেনাগতঃ যদ্বা বিভীষিকেয়ং কাশ্যাং প্রবিষ্টৈ-র্বহির্ন গন্তব্যমিতি বারাণস্যাং প্রবিষ্টো বহির্নগচ্ছেদিত্যাদিবিধেরর্থবাদোঽয়ং সোঽরোদীদিত্যাদিবদিতি অতএব এতদপি শ্লোকদ্বয়ং কালভৈরবোক্তং স্কন্দনারদীয়স্থং সীমায়াং তিষ্ঠতে দেবব্রহ্মহত্যা সুদারুণা বস্তুমিচ্ছাম্যহং ক্ষেত্রে তব চক্রগদাধর স ত্বাং যাচে জগন্নাথ দেহি ক্ষেত্রং সদৈব মে মম নির্গমনে হত্যা পুনরেব প্রবর্ত্ততে ইত্যনয়ৈব দিশানেয়মিতি সর্ব্বমনবদ্যং ॥ ৩৮—৪০ ॥ তর্হি ত্বং কথমত্র কাশ্যাং প্রবিষ্টোসীত্যতআহ চিত্রমিতি ॥ ৪১—৪৪ ॥ দৃগ্‌গতানি সন্তি পাপানি প্রপাতকাদীনি পাকান্যপীতি ক্বচিৎ পাঠঃ তত্র পক্কানীত্যেব ॥ ৪৫—৫০ ॥

নেত্রবিষয়াকরণে কৈমুত্তিকহেতুমাহ শিবেতি ॥ ৫১—৫৪ ॥ সত্তমঃ সতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ তাপস ইতি ক্বচিৎ ॥ ৫৫—৫৮ ॥ যতো রক্ষেয়ুঃ ॥ ৫৯—৬২ ॥ বিভূতিধারণমেব পাশুপতাস্ত্রং ॥ ৬৩ ॥ দূরগমনমাত্রে দৃষ্টান্তঃ অস্থীতি অস্থি-ধ্বজাঙ্কিতং শবকং কালাদ্যুপলক্ষিতং ॥ ৬৪ ॥ শিবমন্ত্রৈর্নমঃশিবায়েতি ইত্যাদিভিঃ ॥ ৬৫ ॥ ভালে বক্ষসি দোর্মূলে শিরস্যপিবোদ্ধব্যং শিরো ললাটবক্ষস্কন্ধেষ্বিতি শ্রুতেঃ ॥ ৬৬ ॥ অগ্নিহোত্রাদিদগ্ধস্য করীষাদের্নাম পঞ্চকং নির্বক্তি সর্ব্বেভ্য ইতি দ্বয়েন ॥ ৬৭ ॥ ভাসনাজ্জগৎপ্রকাশনাৎ ভৎ-সনাদবিদ্যা তৎকার্য্যযোস্তিরস্করণাৎ পাংশুত্বদায়তঃ পাংশুত্বং পাপত্বন্দ্যতি

খণ্ডয়তি নিপাতনাৎ সাধুত্বং ॥ ৬৮ ॥ গৃহীত্বেত্যস্য পূর্ব্বমিতি শব্দো জ্ঞাতব্যঃ ইতি এবং নির্ব্বচনং কৃত্বা ॥ ৬৯—৭৯ ॥ নরো নরাঃ ॥ ৮০—৮৬ ॥ বালগ্রহাভিভূতানাং বালগ্রহাঃ পূতনাদ্যাঃ তদাক্রান্তাস্তেষাং বালানাং ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং পিশাচমোচনমহিমাবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

অধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশে মহিমানন্দকাননং পিঙ্গত্বাদ্যৈর্গণৈশৈশ্চ লিঙ্গারাধনমুচ্যতে ॥ ১ ॥ উদগুত্তরস্যাং ॥ ২—৬ ॥ শুভয়া শুভকারিণ্যা ॥ ৭ । ৮ ॥ বৃদ্ধকালেশসন্নিধৌ দক্ষিণভাগ ইত্যনুষজ্যতে ॥ ৯—১১ ॥ তথা কুবেরেশসমীপ ইতি ॥ ১২ । ১৩ ॥ অবকেশিনো বন্ধ্যফলাঃ ॥ ১৪ ॥ শীলেত ধ্যায়েত শীলেতে ক্বচিৎ তত্রয়াভাবচ্ছান্দসঃ ॥ ১৫ । ১৬ ॥ ক্ষেমক ইতি ত্রিলোচন পুরোভাগে ॥ ১৭—২৬ ॥ দৃষ্ট্বাষাঢ্যাং পঞ্চদশ্যামিত্যগ্রিমমনুষঙ্গনীয়ং ॥ ২৭—২৮ ॥ অনেনাঃ নিষ্পাপঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ প্রহিত্য প্রস্থাপ্য ॥ ৩১—৩৫ ॥ বরাণি শ্রেষ্ঠানি চরাণীতি ক্বচিৎ ॥ ৩৬—৩৯ ॥ সলক্ষ্মীনিলয়াং লক্ষ্ম্যাশ্রয়সহিতাং সল্লক্ষ্মীতি ক্বচিৎ সুলক্ষ্মীতি চান্যত্র কুতঃ কস্যাঃ ধিয়ঃ বুদ্ধেঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥ অপরিমিতপ্রমাণা সমৃদ্ধির্যস্যাঃ অবিচ্ছিন্নপ্রমাণর্দ্ধিঃ ষষ্ঠ্যন্তপাঠে মমেত্যস্য বিশেষণং ॥ ৪৪ ॥ বিশ্রামভূমিকা বিশ্রামস্থানং বিশ্রামভূরিবেতি ক্বচিৎ ॥ ৪৫ ॥ ফলিতঃ সঞ্জাতফলঃ ॥ ৪৬ ॥ নির্ব্বাণরাজস্য চক্রবর্ত্তেরিতি সম্বন্ধঃ চক্রবর্ত্তেরিত্যার্ষং ॥ ৪৭—৫৫ ॥ রাজ্যে পররাষ্ট্রে রাজ্যান্তরং বিনা রাজ্যান্তরমপ্রাপ্য ভ্রষ্টরাজ্যোপীত্যর্থঃ রাজ্যান্তরস্য নেতি পাঠে নাপুরুষঃ রাজ্যান্তরস্য ভেদে প্রভবেদিত্যন্বয়ঃ রাজ্যান্তরেষ্বপীত্যন্যত্র ॥ ৫৬ ॥ যতো যস্মাৎ তত ইতি ক্বচিৎ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়ুত্তরেঽথ পঞ্চাশেপ্যধ্যায়েত্যন্তপাবনে ঢুণ্ঢের্মায়াপ্রপঞ্চশ্চ বর্ণ্যতেতি সুখপ্রদঃ ॥ ১ ॥ অথেতি মঙ্গলার্থঃ ॥ ১ ॥

আশুস্যন্দনগঃ শীঘ্রগামিরথগঃ আখ্বিতি ক্বচিৎ বাড়বীং মূর্ত্তিং ব্রাহ্মণমূর্ত্তিং বাড়বং করণে স্ত্রীণাং ঘোটকৌঘে নপুংসকং পাতালে ন স্ত্রিয়াং পুংসি ব্রাহ্মণে বাড়বানল ইতি মেদিনীকারঃ শকুনৈর্যাত্রিকৈর্মাঙ্গলিকৈঃ সবৎসধেনুপ্রমুখৈ-রিতি যাবৎ স্তুতঃ স্তুতৈর্বিষয়ীকৃতঃ সধ্রীচীনে লগ্নে কাশ্যাং প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ নক্ষত্রপাঠকোজ্যোতির্ব্বিৎ প্রত্যবরোধগঃ প্রত্যন্তঃ পুরগঃ প্রতিবেশ্মগ ইত্যর্থঃ ॥ ২—৬ ॥ মগ্নশ্চাসৌ উন্মগ্নশ্চেতি মগ্নোন্মগ্নঃ মগ্নোন্মগ্ন ইতি ক্বচিৎ বিপাকঃ ফলং ॥ ৭—১৪ ॥ ঐক্ষত দৃষ্টঃ ত্বয়ৈবৈক্ষীতি ক্বচিৎ যত্তয়া বীক্ষিতঃ পতন্নিতি চান্যত্র ॥ ১৫ ॥ মহিলা স্ত্রী ॥ ১৬। ১৭ ॥ মৃগাঃ কুক্কুরাস্তৎসাধারণা বা তেষাং সমূহৈর্যূথৈঃ ॥ ১৮ ॥ আতায়িশ্চিল্লঃ ঘূকো ঘূকস্তৎপ্রতিপক্ষভূতো বকো বা ঘূকেতি বা পাঠঃ গৃধ্রো দাক্ষায্যঃ এতে আদ্যা যেষাং তৈঃ আতায়ি ঘূঘগৃধ্রৌঘৈরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ অত্যাহিতং মহাভীতিঃ ॥ ১৯। ২০ ॥ গৃহ-চারং গৃহগতিং গ্রহচারমেবাহ একরাশীতি সৌরিঃ শনিঃ সিতঃ শুক্রঃ ॥ ২১ ॥ স প্রসিদ্ধঃ য ইতি বা পাঠঃ ধূমগ্রহঃ কেতুঃ ॥ ২২ ॥ অতীচারগতঃ রাশি-মুল্লঙ্ঘ্য গতঃ মন্দঃ শনিঃ পাপগ্রহারাহুকেতুভৌমাস্তৈঃ সমাযুক্তঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ চত্বরে চতুষ্পথে চৈত্যবৃক্ষঃ পূজ্যতরুঃ ॥ ২৬ ॥ করটঃ কাকঃ রারটীতি অতি-শয়েন ভাষতে কটু যথাস্যাৎ ॥ ২৭ ॥ পণ্যবীথিকা মধ্যে মধ্যে বিপণি মৃগ-য়তাং অন্বেষণং কুর্ব্বতাং অনাদরে ষষ্ঠী মৃগয়তোঽনাদৃত্য যৎ যস্মাৎ যাতৌ ইতি বা তূর্ণং যাতৌ মৃগৌ তৌঽগ্রতোঽহিতৌঽহিতশংসকাবিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ রসালা আম্রাঃ শালাঃ সর্জ্জাঃ তেষাং মুকুলং কুটমলং ॥ ২৯ ॥ পুরঃ পুর্য্যাঃ ॥ ৩০ ॥ অবরোধমন্তঃপুরং ॥ ৩১ ॥

বাহ্যাল্যাং বহিঃসেতৌ ॥ ৩২। ৩৩ ॥ অলঙ্কৃতিরলঙ্কারঃ ॥ ৩৪। ৩৫ ॥ গুণানিতি তস্যোক্তিশেষঃ ॥ ৩৬—৪০ ॥ শৈবতন্ত্রোক্তাশ্চতুঃষষ্টিলক্ষণস্তাসাং কলাপঃ সমূহস্তত্র কুশলঃ ॥ ৪১ ॥ ভোক্তা ধর্ম্মাবিরোধেন ভোগবান্ ॥ ৪২ ॥

॥ ৪৩ ॥ বিন্যবেদয়ৎ বিশেষেণ জ্ঞাপিতবতী ॥ ৪৪ ॥ গুণৈর্বৃদ্ধো মহত্তরঃ ব্রহ্মনিধির্বেদসমুদ্রঃ ॥ ৪৫ ॥ অঙ্গবৎ শরীরবৎ ॥ ৪৬ ॥ মহীসুরং ভূদেবং ব্রাহ্মণমিতি যাবৎ যত্রাকৃতিঃ সম্যগাকারস্তত্র গুণা ইতি হৃদি বদন্ হর্ষং প্রাপ্তবানিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ পদৈরিতি দ্বিত্রৈঃ পঞ্চভিঃ পদৈর্গত্বা রাজ্ঞাকৃতাঽভ্যুত্থানগৌরব ইতি ক্বচিৎ তং রাজানং চতুর্ব্বেদোক্তাশীর্ভিঃ সমতোষযদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ অথাসনোপবেশনানন্তরং স ব্রাহ্মণো রাজ্ঞা কুশলং পৃষ্টস্তেন ব্রাহ্মণেন চ রাজা কুশলং পৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫২ ॥ শংসি স্তৌষি কথয়সীতি বা ॥ ৫৩ ॥ এষ প্রষ্টব্য ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪। ৫৫ ॥ দুকূলং পট্টবস্ত্রং ॥ ৫৬ ॥ একো মুখ্যঃ কেবলো বেত্তীত্যত্র প্রতিভাতীত্যস্যোপরিষ্ঠাদিতিশব্দো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫৭। ৫৮ ॥ যাবদ্ভূতিরৈশ্বর্য্যমনতিক্রম্য ॥ ৫৯—৬০ ॥ অপরিকথ্যেন কথনানর্হেণ মম কিং ন কিঞ্চিৎ ময়েতি ক্বচিৎ যদাহ ভাগবতে ভগবান্ কৃতস্যাপরিকীর্ত্তিতমিতি ॥ ৬১ ॥ নির্বিস্মং বিরক্তং ॥ ৬২ ॥ তু পুনঃ ॥ ৬৩। ৬৪ ॥ তৎকৃতে মন্ময়া উচ্যতে তস্মিন্ কৃতেসতীতি ত্বৎকৃত ইতিপাঠে পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ গন্তা গমিষ্যতি ॥ ৬৫—৬৮ ॥ নির্ঋতির্যমো মৃত্যুর্বা ॥ ৬৯ ॥ পাশী বরুণঃ অসতামিতি ছেদঃ ভুন্দনাৎ পরমৈশ্বর্য্যাৎ ইতি পরমৈশ্বর্য্যে ইতি ধাতুঃ ॥ ৭০ ॥

ভার্গবঃ শুক্রঃ রাজ্যেন রাজ্যকর্ম্মণা ॥ ৭১—৭৩ ॥ অমৃতমেবেতি সম্বন্ধঃ ইবার্থে এব শব্দঃ ॥ ৭৪ ॥ কিং বহুনা তৎ কিমিতি যৎকিঞ্চিৎ সারং বস্তুজাতং তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি ভূজানৌ পৃথিবীপতৌ ত্বয়ি তত্র হেতুঃ যতঃ সর্ব্বদেবময়োঽসি সর্ব্বদেবময়েঽত্র ন ইতি পাঠে স্পষ্ট এবার্থঃ ॥ ৭৫—৮২ ॥ স্বয়মাগত্যেতি গণেশস্তুতিপ্রসঙ্গাদ্রুদ্রাগমনং ভাব্যপি দর্শয়তি ॥ ৮৩—৮৬ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
ষট পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অধ্যায়ে সপ্তপঞ্চাশে মন্দরাদেত্য শঙ্করঃ অস্তৌদ্গজাননং তস্য প্রাদুর্ভাবশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥ পার্ব্বত্যা সহ বারাণসীং পুরীং প্রবিবেশেতি দশমশ্লোকগতেনান্বয়ঃ ॥ ১। ২ ॥ তীর্থৈর্মূর্ত্তিমদ্ভির্দর্শিততীর্থঃ প্রাপিতাত্মীয়জলঃ ॥ ৩।

॥ ৪ ॥ ব্রহ্ম বেদং বধিরীকৃতং দিঙ্মুখং দিশাং সমূহো যস্মৈ সঃ যত্ত তুষ্টয় ইত্যর্থঃ ॥ ৫—৯ ॥ নীরাজনাবিধিঃ আরাত্রিকবিধানং ॥ ১০—১৩ ॥ বিভবঃ সামর্থ্যং ॥ ১৪ ॥ করস্থিতং সন্তং ॥ ১৫ ॥ ত্রয়াণাং স্বর্ণরূপ্যলৌহময়ানাং সমাহারস্ত্রিপুরী তস্যা হর্ত্তা পাঠান্তরে কর্ম্মণি ষষ্ঠী আনন্দবনসম্প্রাপ্যাহর্ষনির্ভরমানসঃ চতুর্ব্বিংশতিভিঃ পদ্যৈরস্তৌচ্ছম্ভুর্গজাননং ॥ ১৬ ॥ জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তস্ব আদ্যকারণভক্তনির্ব্বিঘ্নকারকেত্যত্র হেতুমাহ বিঘ্নেতি অবিঘ্নাদেঃ পদত্রয়স্য ক্রমেণ বিপর্য্যয়েণ বা হেতু হেতুমদ্ভাবঃ ॥ ১৭ ॥ গণনাতীতাঃ সন্তো গুণা যস্য তৎসম্বোধনং তথা তৃতীয়ান্তঃ ॥ ১৮ ॥ সর্ব্ববুদ্ধ্যেকশেবধেঃ সর্ব্ববুদ্ধি তদ্বৃত্তীনাং মুখ্যাশ্রয় কেবলপ্রবর্ত্তকেতি বা হে সর্ব্ব ইতি পৃথক্ পদম্বা ॥ ১৯ ॥ মাঙ্গল্যং মঙ্গলস্বরূপং স্বার্থেষ্যজ্ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলমিতি স্মৃতেঃ মাঙ্গল্যেতিপাঠে হে মঙ্গলায়হিত মহামঙ্গলং কৈবল্যং ॥ ২০ ॥ সৃষ্টিকৃতাং ব্রহ্মাদীনাং সৃষ্টিকৃতেতি কচিৎ স্থিতিকৃতা বিষ্ণুনা নত নমস্কৃত পাঠান্তরে স্থিতৌ কৃতমাননং মুখং দৃষ্টির্যেন তৎসম্বোধনং তথা সংহৃতিকৃৎ সংহারকর্ত্তঃ সত্যং অবিতথং স্তত্যেতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ২১ ॥

মহাসিদ্ধীনামণিমাদীনাং ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিরুৎকর্ষ ইতি যাবৎ তস্য সূচক তৎপ্রদেত্যর্থঃ সিদ্ধার্থেতি কচিৎ অর্থার্থস্বরূপঃ পরমার্থস্বরূপেতি বা ॥২২—২৩॥ বলাকাবৎ বকপঙক্তিবৎ উজ্জ্বলানি দন্তাগ্রাণি যস্য তস্য সম্বোধনে বলাকোজ্জ্বলদন্তাগ্র বালকেতি পাঠে বালেষু রোমবিবরেষু কা ব্রহ্মাণো যস্য তৎসম্বোধনং তথা ॥ ২৪ ॥ ধরাধরঃ ক্রৌঞ্চঃ এতত্তু কার্ত্তিকেয়েন সহৈক্যবিবক্ষয়া গময়িতব্যং যদ্বা গজাননোপি কদাচিৎ ক্রৌঞ্চপর্ব্বতং বিদারিতবানিতি জ্ঞাতব্যং প্রলয়সময়ে দন্তাগ্রে প্রোতাঃ গ্রথিতাঃ দিঙ্নাগাঃ দিগ্‌গজা যেন তৎসম্বোধনং তথা ॥ ২৫ ॥ যে ত্বামিতি হে করুণাময় হে দিব্যমূর্ত্তে যে ত্বাং নমন্তি তে সর্ব্বৈনসাম্ভুব আশ্রয়ভূতা অপি মুক্তিভাজো ভবন্তি পাপাৎ মোক্ষং লভন্ত ইত্যর্থঃ ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু ইহসংসারে তেষামুপসর্গানাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকদোষান্ হরসি স্বর্গাপবর্গমপি সকামনিষ্কামত্বেন তেভ্যঃ প্রদদাসি স্বর্গশ্চাপবর্গশ্চ সমাহারত্বাদেকবদ্ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ কটাক্ষয়তি করুণাকটাক্ষেণ পশ্যতীত্যর্থঃ সদাশ্রয়তীতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ২৭ ॥ প্রথিতাঃ বিখ্যাতাঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

হে পরমকারণ অত্র হেতুস্ত্বং কারণং কারণানাং প্রকৃতিপুরুষমহদাদীনাং তর্হি কার্য্যকারণয়োঃ সত্ত্বে দ্বৈতাপত্তিরিত্যত আহ ত্বমেক ইতি সজাতীয়-বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্য ইত্যর্থঃ তত্র প্রমাণমাহ সততং বেদবিদুষাম্বেদ্য ইতি তর্হি বেদান্তিনাং জ্ঞেয়ত্বে প্রত্যক্‌ব্রহ্মণোঽনাত্মত্বজড়ত্বে প্রসজ্যে যাতামিত্যত্রাহ ত্বং মার্গণীয়মসি কিঞ্চনেতি কিঞ্চন কিমপি যন্মার্গণীয়ং নিষে-ধাবধিত্বেনান্বেষণীয়ং বৃত্তিব্যাপ্যত্বেন বা বোধনীয়ং যদ্ব্রহ্মতত্ত্বমিত্যর্থঃ তত্র হেতুমাহ হে বাচামগোচরেতি কথম্ভূতা নাংবাচাং মূলবাচাং মূলং স্বকারণং শাস্ত্রযোনিং ব্রহ্ম চকিতমভিদধতাং অগোচর অবিষয় মায়য়া হে চরাচরজঙ্গম-স্থাবরস্বরূপ পরমার্থতো দিব্যমূর্ত্তেঽলৌকিকস্বরূপ ॥৩০॥ উক্তমেব বিবৃণোতি বেদা ইতি চরাচরসূত্রধারস্থাবরজঙ্গমাত্মকস্থূলপ্রপঞ্চধারকো যঃ সূত্রাত্মা হিরণ্য-গর্ভো বায়্বাত্মা তং ধারয়তীতি তথা তৎসম্বোধনং চরাচরসূত্রধার একঃ সা-ধনান্তরনিরপেক্ষঃ কস্তে তব স্তুতি ব্যতিকরঃ স্তবনরূপো ব্যবহারঃ কথনমিতি যাবৎ ন কোপীত্যর্থঃ অত্র হেতুমাহ মনসাপ্যগম্যেতি যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহেতি শ্রুতেঃ ॥ ৩১ ॥

তদ্দুষ্টদৃষ্টিবিশিখৈস্তবক্রোধদর্শনবাণৈঃ দৈত্যান্ বিশিনষ্টি পুরেতি পুরং ত্রি-পুরং লক্ষণয়া তৎস্থা দৈত্যা লক্ষ্যন্তে পুরা পূর্ব্বমিতি বা অপি তুচ্ছং তুচ্ছমপী-ত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ ঢুণ্ঢিনাম নির্ব্বক্তি অন্বেষণে ঢুণ্ঢিরিতি অয়ং ঢুণ্ঢিরিতি ধাতুঃ ক্রিয়াপ্রতিপাদকো লোকে অন্বেষণে প্রথিতঃ প্রসিদ্ধোঽস্তি অতো ভক্তানাং সর্ব্বার্থঢুণ্ঢিততয়া সর্ব্বস্যার্থস্য ঢুণ্ঢিতং ঢুণ্ঢনং যস্মাৎ স সর্ব্বার্থঢুণ্ঢিতঃ যদ্বা সর্ব্বস্যার্থস্য ঢুণ্ঢনং ঢুণ্ঢঃ স সঞ্জাতোঽস্যেতি সর্ব্বার্থঢুণ্ঢিতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্ তস্য ভাবঃ সর্ব্বার্থঢুণ্ঢিততা তয়া সর্ব্বার্থলোচকতয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষান্বেষ্ট-তয়েত্যর্থঃ যদ্বা সাধারণ্যেন সর্ব্বেষাং সর্ব্বার্থালোচকতয়া তব ঢুণ্ঢিনাম ইদমস্থু বন্ধত্বাৎ নাগমঃ ঢুণ্ঢিরিতিসংজ্ঞেত্যর্থঃ হে বিনায়ক হে অভক্তবিঘ্নহেতো হে ঢুণ্ঢিরাজ ঢুণ্ঢিশ্চাসৌ রাজত ইতি রাজা চ ঢুণ্ঢিরাজস্তৎসম্বোধনং হে ঢুণ্ঢি-রাজ অত্র জগতি তব তোষং বিনা কাশীপ্রবেশমপি কো দেহী লভতে কাশী-বাসস্য কা বার্ত্তেত্যপি শব্দার্থঃ ॥ ৩৩ ॥

এবং ব্রহ্মত্বেন স্তুত্বা বরদানেনানুগৃহ্লাতি ঢুণ্ঢ ইতি পুরা অন্তিমাবস্থায়াং প্রাণনির্গমাৎ পূর্ব্বমেব ভুবস্য ভাবো ভবতা সংসারতেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ উদ্ধৃ-

লিতং ধূলিধূসরিতং অঙ্ঘ্রিযুগলং যস্য স উদ্ধূলিতাঙ্ঘ্রিযুগলঃ অনেন মণিকর্ণ্যাং স্নাত্বা বিশ্বেশ্বরে যানাদিনা ন গন্তব্যমিতি সূচিতং ॥ ৩৫ ॥ ভরৈঃ সমূহৈর্ভারৈরিতি বা প্রোক্ত্বা স্তুত্বা মা মাং প্রাক্তাথ মামিতি বা পাঠঃ ॥ ৩৬ ॥ ক্রমবর্জ্জিতঃ উল্লঙ্ঘিতক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রগে প্রাতঃসময়ে ॥ ৩৮ ॥ সিদ্ধয়ো অনিমাদ্যাঃ ভুজ্যন্ত ইতি ভোগাবিষয়াস্তান্ বিভুজ্য বিষগ্ভুজ্য ভোজয়িত্বে-ত্যর্থঃ বিভোগ্যেতি পাঠান্তরং চিন্ত্যং নির্ব্বাণয়া মোক্ষস্বরূপয়া ॥ ৩৯ ॥ পাদ-পীঠং চরণাধারসিঙ্গাসনং ॥ ৪০ ॥ নানারূপৈস্ত্বমিহস্থিত ইত্যহং জানে ইত্য-ন্বয়ঃ স্থিতৌ হেতুমাহ বিঘ্নানিতি ॥ ৪১ ॥ তানি তত্রেত্যুভয়ত্র বীপ্সা বো-দ্ধব্যা ॥ ৪২ ॥ আঢুণ্ঢ্যঅন্বিষ্য ॥ ৪৩—৫০ ॥ বৈদিক ইতি গণানাস্ত্বিত্যাদিঃ অবৈদিকোঽগমিত্যাদিঃ ॥ ৫১—৫৮ ॥ অর্কদুর্গভীমচণ্ডদেহল্যুদ্দণ্ডপাশ-পাণিখর্বসিদ্ধয়ো বাহ্যাবরণে গণপাঃ স্থিতাঃ ॥ ৫৯—৬২ ॥ উদ্দণ্ডান্ বহূন্ ৬৩। ৬৪ ॥ সিদ্ধোঽনাদিঃ যমতীর্থস্য গঙ্গাস্থস্য ॥ ৬৬। ৬৭ ॥ লম্বোদরকূট-দন্তশালকটঙ্কটকূষ্মাণ্ডাঃ মুণ্ডঃ বিকটদ্বিজরাজপুত্রপ্রণবাঃ দ্বিতীয়াবরণস্থাঃ ॥৬৮॥ উত্তরের্কবিনায়কাদিতিমধ্যবর্ত্ত্যাবরণাভিপ্রায়ং বস্তুতো লম্বোদরোবায়ব্যদিগ্-ভাগ এবাস্তি ॥ ৬৯। ৭০ ॥ ক্ষেত্রং রক্ষতীতি ক্ষেত্ররক্ষো বিশেষণমেতৎ ॥৭১ ॥ ৭২। ৭৩ ॥ মুণ্ডনাম নির্বক্তুমাহ পাতাল ইতি ॥ ৭৪—৭৮ ॥ বক্রতুণ্ডৈক-দন্তত্রিমুখপঞ্চাস্য হেরম্বাঃ বিঘ্নরাজবরমোদকপ্রিয়াঃ তৃতীয়াবরণগাঃ ॥ ৭৯ ॥ উদগ্বহায়া উত্তরবাহিন্যাঃ রোধসি তীরে যো লম্বোদরস্তস্মাদুদীচ্যাং উত্তর-স্যামিতি পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়ং দিশীতিশেষঃ এবমুত্তরত্রাপি ॥ ৮১ ॥ ঐশ্যাং ঐশান্যাং কপিসিংহদ্বিপা ইব তেষামাননানীব আননানি বা যস্য স কপি সিংহদ্বিপাননঃ ॥ ৮২ ॥ পঞ্চাস্যানি যস্য সঃ পঞ্চাস্যঃ স এব স্যন্দনবরঃ পঞ্চাস্যযুক্তত্বা স্যন্দনবরং যস্য স পঞ্চাস্যস্যন্দনবরঃ ॥ ৮৩ ॥ আগ্নেয্যাং ॥ ৮৪ ॥ বিঘ্নরাজমিতি বিশেষ্যং ॥ ৮৫ ॥

রক্ষো দিশি নৈর্ঋত্যাং দিশি ॥ ৮৬ ॥ যাম্যামিত্যুত্তরবহাভিপ্রায়েণ বস্তু-তস্তপ্রণবাৎ প্রতীচ্যাং মোদকপ্রিয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ অভয়দসিংহতুণ্ডকূণিতাক্ষক্ষিপ্র প্রসাদনাঃ চিন্তামণিদন্তহস্তপিচিণ্ডিলোদ্দণ্ডাশ্চতুর্থাবরণগাঃ ॥ ৮৮। ৮৯ ॥ সিংহ তুণ্ডঃ শ্রেষ্ঠমুখঃ উপসর্গগজভয়ানকাস্য ইত্যর্থঃ সিংহশার্দ্দূলনাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠস্য বাচকা ইতি বচনাৎ ॥ ৯০ ॥ কূণিতে সঙ্কুচিতে অক্ষিণী যস্য ॥৯১—

৯৩॥ দন্তহস্তো হস্তগৃহীতদন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৯৪—৯৬॥ প্রাবারে আবরণে ॥ ৯৭॥ স্থূলদন্তকলিপ্রিয়কৌ তৌ চতুর্দ্দশনদ্বিতুণ্ডৌ জ্যেষ্ঠগজকালনাগেশাঃ পঞ্চমাবরণগণেশাঃ॥ ৯৮॥ তৈর্থিকদ্রুহাং তীর্থসেবিপ্রাণিহিংসকানাং॥৯৯॥ ক্ষয়েৎ নাশং গচ্ছেৎ॥ ১০০—১০৫॥ উদ্দণ্ডো মহান্ মুণ্ডো যস্য স তথা তস্মাৎ উদ্দণ্ডমুণ্ডাদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ স চিন্ত্যঃ পূর্ব্বত্র তথা পাঠকল্পনে প্রমাণা ভাবাৎ প্রাচ্যাদীনাং দিশাং প্রতিযোগিত্বেন স্থূলদন্তাদয়ো যথাসঙ্খ্যেন বোদ্ধব্যাঃ॥ ১০৬। ১০৭॥ মণিকর্ণীশোবিনায়কস্সৃষ্টিবিনায়কযক্ষবিঘ্নেশাঃ গজকর্ণচিত্রঘণ্টস্থূলজঙ্ঘমিত্রাঃ ষষ্ঠবৃত্তিগাঃ॥ ১০৮—১১০॥ শময়েচ্ছমিনামঘমিতি শমিনাং অঘমিতি রোগাদ্যুপলক্ষণং শময়েচ্ছময়তি শময়েদঘমৎস্থিতিমিতি পাঠে অঘমৎস্থিতিং অঘমতাং স্থানং॥ ১১১॥ যমতীর্থাদুদীচ্যাং চৈত্যাদ্যর্দ্ধপদ্যং অনাকরং অষ্টাধিক্যাপত্তেঃ ষট্পঞ্চাশদ্গজমুখানেতান্য সংস্মরিষ্যতিত্যুপসংহারবিরোধাচ্চ যদি বহুপুস্তকানুরোধেনায়ং পাঠঃ কক্ষীকার্য্যস্তদা ষড়ধিকঃ পঞ্চাশদ্ যেষু তান্ সপ্তপঞ্চাশদ্গজাননানিত্যর্থঃ দশধর্ম্মায় কায়েন্দোর্দ্বির্যট্ত্রিনবদত্তবানিত্যত্র দ্বিগুণষট্ যাসু ত্রয়ো দশেতি যদ্বা একস্য সিংহতুণ্ডত্বাদন্যেষাং গজমুখত্বাৎ ষট্পঞ্চাশদ্গজমুখানীত্যুক্তং ন তু তস্য স্মরণপ্রভাবোভিপ্রায়েণেতি যদ্বা সমকক্ষত্বান্নবমস্য মিত্রবিনায়কস্য প্রসঙ্গাদুক্তিরত্র ঐশ্যামিত্যত্র ইমামিতিপাঠে স্থূলজঙ্ঘ ইত্যাদ্যেকঃ শ্লোকো বাক্যং তথাচায়মর্থঃ স প্রসিদ্ধো মঙ্গলবিনায়কঃ ইমাং ঐশীং পুরীং পায়াদিত্যন্বয়ঃ কথম্ভূতঃ স্থূলে জঙ্ঘে যস্য সঃ যদ্বা মঙ্গলো মঙ্গলরূপ ইতি মিত্রবিনায়কবিশেষণং তেনাপি যমতীর্থাৎ পূর্ব্বদিক্স্থিতাদুদীচ্যামৈশান্যামিতি সর্ব্বমনবদ্যং॥ ১১২॥ মোদাদ্যাঃ পঞ্চবিঘ্নেশাস্তথা জ্ঞানবিনায়কঃ তদ্বৎ দ্বারাবিমুক্তাখ্যৌ সপ্তমাবরণগাস্ত্বমী॥ ১১৩॥ স চাবিমুক্ত ইতি সর্ব্বোপলক্ষণার্থঃ সর্ব্বকষ্টৌঘান্ হরেৎ হরতি কষ্টমুক্তবিনায়ক ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥ ১১৪—১১৮॥ মহদুদারং উৎসবিতং উৎসবযুক্তঞ্চেতো যস্য স মহোৎসবিতমানসঃ॥ ১১৯॥ উচিতচঞ্চুরঃ যথাযোগ্যব্যবহারে দক্ষঃ॥ ১২০—১২৬॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অধ্যায়ে চাষ্টপঞ্চাশে বিষ্ণোর্গমনমুচ্যতে মন্দরাদবিমুক্তে চ দিবোদাসস্য নির্বৃতিঃ ॥ ১ ॥ কৃতকৃত্যমিবাত্মানং ততো মত্বা স বিঘ্নজিৎ বিধায় বহুধাত্মানং কাশ্যাং স্থিতিমবাপ চেত্যুক্তং তত্র পৃচ্ছতি কিং চকারেতি ॥ ১—৯ ॥ নোঽস্মাকং উদ্যমঃ সম্পন্নপ্রায়ঃ সিদ্ধপ্রায়ঃ ইতি যোগিন্যাদ্যানন্তর্ভাব্যাহহীতি পাঠে নিশ্চিতমিত্যর্থঃ ॥ ১০—১২ ॥ প্রাবেশিকঃ প্রবেশযোগ্যঃ কাল ইতি শেষঃ শুভলগ্নোদয়ো বা বিশিষ্যতে ॥ ১৩—২১ ॥ দত্তং পাদোদপানীয়ং দেবাদিভ্যো যেন তং ॥ ২২ । ২৩ ॥ পাদোদকস্য তীর্থস্যাপ্তিঃ শঙ্খেন স্নাপিতস্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪ । ২৫ ॥ সংশ্রয়মিত্যত্র সন্নিভমিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ২৬ ॥ কৃতানিত্যক্রিয়াঃ সন্ধ্যাদিরূপা যেন স তথা কাশ্যপির্গরুড়ঃ উপসংহৃত্য তাং মূর্ত্তিমিতি শ্লোকদ্বয়ং বাক্যং ॥ ২৮—৩১ ॥ যথোক্তেতি স্বর্ণশৃঙ্গরৌপ্যখুরাদ্যাভরণং যস্যাঃ সা তথা তাং ॥ ৩২ । ৩২ ॥ নৈচিকীরুত্তমাধেনূঃ শয্যাভোগসাধনং উত্তরং উদর্কফলং যেষাং তান্ পিতৄন্ তত্র ক্ষীরোদে যদ্বা শয্যায়া উত্তরে উপরি সুখসুপ্তান্ শয্যোত্তরাংশ্চেত্যত্র শতোত্তরাংশ্চেতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৩৪ ॥ গৃহীতমূর্ত্তিভিঃ শঙ্খচক্রাদিভিরধিষ্ঠিতানি তীর্থানি শঙ্খাদিতীর্থানি ॥ ৩৫—৪২ ॥ নভস্য বহুলাষ্টম্যাং ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টম্যাং ॥ ৪৩ । ৪৪ ॥ প্রাপ্তবান্ কেশবাদিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ যথাশ্রুতযোজনিকায়াং অগ্রে নারদকেশব ইতি সুসংশ্লিষ্টং ন স্যাৎ ॥ ৪৫—৪৯ ॥ মুচ্যতে চেতি চকারাদ্রোগৈশ্চ ॥ ৫০ । ৫১ ॥ ভার্গবমৌশনসং ॥ ৫২—৬২ ॥ প্রসঙ্গত ইতি এতানি পুর্ব্বোক্তানি কানি কানিচিৎ ন তু সাকল্যেন তত্র হেতুর্যদ্যস্মাৎ তত্র কাশ্যাং ভূমৌ তিলান্তরায়াং তিলমধ্যপ্রমাণায়াং অনেকশঃ তীর্থানি সন্তি ॥ ৬৩ ॥ বিশেষতঃ কেষাঞ্চিন্নির্দ্দেশফলমাহ উদ্দিষ্টানামিতি ॥ ৬৪ ॥

প্রসঙ্গাগতং পরিসমাপ্য প্রস্তুতমাবেদয়তি ইদানীমিতি ॥ ৬৫ ॥ সমাবেশ্য সম্যগাবেশ্য প্রবেশ্যব্যাপিনীং তনুমিতিশেষঃ নমু ক্রিয়ানামব্যাপারঃ কথং সা বিষ্ণোর্ব্যাপকস্যেত্যত আহ অংশঃ অন্তর্যামী তস্যাংশঃ পুরুষস্তস্যাংশ-

শ্চতুর্ভুজস্তেন ॥ ৬৬—৬৯ ॥ প্রতিতস্থে স্থাপিতা ॥ ৭০ ॥ কিঞ্চিদিতি কিঞ্চিদ্দূরং যথাস্যাৎ ধর্ম্মক্ষেত্রং ধর্ম্মেশ ইতি লোকপ্রসিদ্ধং ॥ ৭১ ॥ সুগতো বুদ্ধস্তৎসম্বন্ধিসৌগতং শিশ্রায় শ্রিতবান্ ॥৭২॥ পরিব্রাজিকা বৌদ্ধাঙ্গনা বিষ্ণোর্দেহাসুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুমিতি পরাশরোক্তেঃ চিত্রন্যস্তং চিত্রলিখিতং মোহিতং তৎক্ষণাদিরেতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৭৩ ॥ লোকোত্তরাকৃতিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টমূর্ত্তিঃ ॥ ৭৪ । ৭৫ ॥ সংসারবিনিমোচকমিতি তন্মতমবলম্ব্যোক্তং প্রসন্নাত্মানং সুস্থমনসং ॥ ৭৬ ॥ জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানমনুভবঃ তাভ্যাং শালত ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানশালী তং ॥ ৭৭ ॥

আকৃষ্টিরাকর্ষণং ব্যাখ্যানসময়ে ব্যাখ্যানং শ্রোতুমায়ান্তি অতো ব্যাখ্যানসময়েনাকৃষ্টা আহূতাঃ পক্ষিণস্তেষাং রোমাঞ্চোদয়কারিণং ॥ ৭৮ ॥ মহামোদভরাক্রান্তেনঘনতরপ্রমোদভরাক্রমণেন বা তস্য চাঞ্চল্যং হর্ত্তুং শীলং যস্য তং ॥ ৭৯ ॥ পুণ্যা পুণ্যজনিকাকীর্ত্তির্যস্য স পুণ্যকীর্ত্তিঃ ॥ ৮০ ॥ বিনয়েন কীর্ত্তির্যস্য তং তত্র হেতুগর্ভবিশেষণমাহাবিনয়ভূষণমিতি ॥ ৮১ ॥ অনুবাদপূর্ব্বকং বক্তুং প্রতিজানীতে ত্বয়েতি সনাতনঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যঃ ॥ ৮২ ॥ স্বভাববাদমাদায় নিরীশ্বরেশ্বরবাদৌ নিরস্যতি অনাদিসিদ্ধ ইতি ॥ ৮৩ ॥ দেহদ্বয়োপাধিজগদনূদ্য সর্ব্বদেহেম্বাত্মাভেদং প্রতিজানীতে ব্রহ্মাদীতি ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্তং হিরণ্যগর্ভমারভ্য গুল্মাবসানং জগদিতিশেষঃ নিবধ্যতেঽনেনেতি নিবন্ধনং দেহদ্বয়ং স্থূলসূক্ষ্মলক্ষণং নিবন্ধনং যৎ তজ্জগৎ তথা আত্মৈবৈকেতি তত্র জগতি আত্মৈবৈকঃ স্বতন্ত্রঃ তদীশিতা তন্নিয়ামকঃ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ যদ্বা বেদান্তিমতং দূষয়িতুমবলম্ব্যাহ আত্মৈবৈকেতি সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্য ইত্যর্থঃ তদীশিতেত্যত্র তচ্ছব্দো জগদ্বিষয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ নন্বু ব্রহ্মবিষ্ণুহরা জগন্নিয়ন্তারঃ সন্তি তত্রাহ ব্রহ্মেতি দেহিনামস্মদাদীনাং যথা পুণ্যকীর্ত্ত্যাদিরাখ্যোচ্যতে তথা ব্রহ্মাদীনাং চতুর্মুখচতুর্ভুজপঞ্চবক্ত্রাদ্যা উচ্যন্তে কল্প্যন্ত ইত্যর্থঃ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি শ্রুতেঃ কাল্পনিকো নিয়ম্য নিয়ন্তৃভাবো নবাস্তবঃ স্বপ্নে যথেত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ ব্রহ্মাদিমশকান্তানাং দেহানাং সাম্যমাহ ব্রহ্মাদিপদবিরক্তো দেহ ইত্যারভ্য ইদং নিশ্চিতত্যেত্যন্তঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন ॥ ৮৬ । ৮৭ ॥ অধিকেতরাং অধিকতা সহ ইতরান্যূনা অধিকেতরা তাং অতিরিক্তাং ন্যূনাং বেত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥

তত্র স্বানুভবং প্রমাণয়তি যথেতি ॥ ৮৯ ॥ সাধনভূয়স্ত্বাভূয়স্ত্বাভ্যাং সুখস্যাধিক্যন্যূনতাং নিরাকরোতি সন্ত নার্য্য ইতি নিধুবনে মৈথুন ইতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৯০—৯২ ॥ সাম্যমুপসংহরতি সর্ব্ব ইতি সাম্যজ্ঞানফলমাহ ইদমিতি ॥ ৯৩ ॥ এবমাত্মভেদং সুখতারতম্যঞ্চ প্রত্যাখ্যায় পৃষ্টমনূদিতং পরমং ধর্ম্মমাহ ধর্ম্ম ইতি ॥ ৯৪ ॥ তদ্বদ্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥ ফলিতমাহ তস্মাদিতি ॥ ৯৬ ॥ জীবদয়াতুল্যো ধর্ম্মো নাস্তীত্যত্র বেদান্তিনাং সম্মতিমাহ অহিংসেতি ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানীতি শ্রুতেঃ যদ্বা পূর্ব্বসূরিভিঃ প্রাক্তনৈর্বৌদ্ধাচার্য্যৈরিত্যর্থঃ অহিংসাপরমোধর্ম্ম ইত্যুক্তেঃ ॥ ৯৭—৯৯ ॥ তর্হি কিম্ভূতা ভয়প্রদানাদন্যো ধর্ম্মো নাস্ত্যেব তত্রাহ ইহ চত্বারীতি ॥ ১০০ ॥ তান্যেব দর্শয়তি ভীতেভ্য ইতি ॥ ১০১ ॥ দেহাত্মবাদমাহ অবিচিন্ত্যেতি দ্বাভ্যাং মণয়শ্চ মন্ত্রাশ্চ ঔষধয়শ্চ তেষাং যদ্বলং কথম্ভূতং অবিচিন্ত্যপ্রভাবঃ চিন্তিতুমশক্যঃ প্রভাবো যস্য তত্তথা তৎ নানার্থোপার্জ্জনায় অনেকবিধধনসম্পাদনার্থমভ্যস্যং তেনাভ্যাসেন বহূনর্থানুপার্য্যপরিতঃ সমন্ততঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরিত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥ দ্বাদশায়তনানি কর্ম্মেন্দ্রিয়জ্ঞানেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিলক্ষণানি পরিপূজ্যানি নিরন্তরং সর্ব্বদা পূজ্যানি অন্যৈরিন্দ্রাদিভিঃ পূজিতৈঃ কিং ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥ দ্বাদশায়তনানি স্বয়মেব ব্যাচষ্টে পঞ্চেতি ॥ ১০৪ ॥ নন্বন্যদেবাভজনে নরকপাতধ্রৌব্যাৎ ভজনে চ স্বর্গপ্রাপ্তেঃ কথং নান্যে পূজনীয়া ইত্যাশঙ্ক্যাহ ইহৈব স্বর্গেতি ॥ ১০৫ ॥ নন্ু স্বর্গনরকয়োঃ পারলৌকিকয়োরভাবেঽপি মোক্ষস্য সদ্ভাবাত্তদর্থং শ্রবণাদ্যনুষ্ঠানং বিধেয়মেবেত্যাশঙ্ক্যাহ সুখেষ্বিতি ॥ ১০৬ ॥ প্রামাণিকসংমত্যা উক্তং দৃঢ়য়তি বাসনাসহিতক্লেশেতি বাসয়তি সংসারে প্রবর্ত্তয়তীতি বাসনাসংবৃতি দুর্ব্বিদ্যেতিযাবৎ তৎসহিতাঃ ক্লেশা অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ তত্রাহনিত্যা শুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা আত্মানাত্মনোস্তপ্তায়ঃ পিণ্ডবৎ সংশ্লেষ ইবাবভাসোস্মিতাসুখ তৎসাধনলোভো রাগঃ দুঃখ তৎসাধনজিহ্বাসাদ্বেষঃ সর্ব্বস্যযাত্মাশীর্মানভুবং ভূয়াসমিতি সোঽভিনিবেশ ইতি তেষাং সমুচ্ছেদে সতি বিজ্ঞানোপরমঃ বিজ্ঞায়ত ইতি বিজ্ঞানং সংবৃতি স্তৎকার্য্যং তস্যোপরমো মোক্ষঃ কৈবল্যং তত্ত্বচিন্তকৈস্তত্ত্ববিদ্ভির্বিজ্ঞেয়ঃ দ্রষ্ট ইতি ধ্রুবং নিশ্চিতমিত্যর্থঃ অয়ং ভাবঃ দ্বিবিধো হি পরঃ পুরুষার্থঃ আনন্দাবাপ্তিঃ সর্ব্বানর্থোচ্ছিত্তিশ্চ তত্রোপভুজ্যমানসুখসময়ে এব

দেহদ্বয়স্য নাশেনানাম্নাসেনৈব তদুভয়স্য সিদ্ধত্বাচ্ছ্রবণাদিকং ব্যর্থমিতি অহিংসাপরমোধর্ম্ম ইত্যুক্তং ॥ ১০৭ ॥

তচ্ছ্রুতিসম্বাদেন দৃঢ়য়তি প্রামাণিকীতি নমু হিংসানিবৃত্তিকাশ্রুতিবদ্ধিংসাপ্রবর্ত্তিকাপি কাচিচ্ছ্রুতির্ভবিষ্যতি নেত্যাহ নান্যেতিশ্রুতিরিতিশেষঃ ॥ ১০৮ ॥ নন্বগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতবায়ব্যং শ্বেতমালভেতেত্যাদিকাদৃশ্যত ইতি চেত্তত্রাহ অগ্নীষোমীয়মিতি ভ্রামিকা ভ্রমজনিকা অসত্যামিতিচ্ছেদঃ অগ্নীষোমীয়মিতি বায়ব্যং শ্বেতমালভেতেত্যাদেরুপলক্ষণং পশ্বালম্ভনং দেবতোদ্দেশেন পশুহননং ॥ ১০৯ ॥ শ্রুতেরপ্রামাণ্যং যুক্ত্যা সাধয়তি বৃক্ষানিতি বৃক্ষানশ্বত্থাদীন্ সমিধাহরণার্থং ছিত্বা চিত্রং আশ্চর্য্যং অত্রৈবং প্রয়োগঃ ক্রত্বন্তর্বর্ত্তিবৃক্ষাদিছেদনাদি ন স্বর্গসাধনং বৃক্ষাদিছেদনাদিত্বাৎ ক্রতুবাহ্যবৃক্ষাদিছেদনাদিবদিতি ন চ নিষিদ্ধত্বমুপাধিস্তস্যা নিরূপ্যত্বাদিতিভাবঃ ॥ ১১০ । ১১১ ॥ সমাকৃষ্টাঃ আকর্ষণ্যা বিদ্যয়া স্বসমীপং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ বিজ্ঞানকৌমুদীতি বৌদ্ধাভিমতমালয়াদিরূপং আকর্ষণবশীকরণাদিরূপঞ্চ জ্ঞানং বিজ্ঞানং তস্য কৌমুদীব কৌমুদীপ্রকাশিকা তয়া বিজ্ঞানকৌমুদ্যা ॥ ১১২ । ১১৩ ॥ সর্ব্বপ্রকারেণ সুখং সাধনীয়মিতি বক্ষ্যতি প্রথমং শ্রুত্যবষ্টম্ভেন সুখং সাধয়তি আনন্দমিতি ষড়ত্বমার্ষং আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ স এষ পরমানন্দ ইত্যাদি শ্রুত্যা যৎ সুখং নিগদ্যতে তত্তথৈব মন্তব্যং জ্ঞাতব্যমিতি নমু সুখস্য জন্মনাশদর্শনাৎ তারতম্যশ্রবণাৎ কথং সুখরূপত্বং ব্রহ্মণঃ তত্রাহ মিথ্যানানাত্বেতি ঔপাধিকমেব জন্মনা সতারতম্যাদিকমিত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥ তৎসৌখ্যমস্মিন্নেব শরীরেসম্পাদনীয়মিতি বৌদ্ধমতমবলম্ব্যাহ যাবৎ স্বস্থমিতি অস্বাস্থ্যঞ্চেন্দ্রিয়বৈকল্যঞ্চ তস্মিন্ অথাস্যেন্দ্রিয়বৈকল্য ইতি কচিৎ পাঠঃ যতো বার্দ্ধকে সুখং নাস্তি অতঃ সুখার্থিভিঃ শরীরমপি দাতব্যং জরাতঃ পূর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ১১৬ ॥ অগাঃ পর্ব্বতাঃ ॥ ১১৭ । ১১৮ ॥ ভস্মান্তমিতি তথাচ শ্রুতিঃ বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং ইত্যাদ্যা ॥ ১১৯ ॥ নমু শরীরদানেহপি সজাতীয়েভ্য এব দাতব্যং নাধমেভ্যস্তত্রাহ মুধেতি মৃষাত্বমেব দর্শয়তি মানুষ্য ইতি ॥ ১২০ ॥ কারণৈক্যাদপি গম্যাগম্যকল্পনাবৃথেত্যাহ ব্রহ্মাদিসৃষ্টিরিত্যাদিনা ॥ ১২১—১২৩ ॥ বর্ণাবর্ণভেদোপি ন ঘটত ইত্যাহ মুখেতি সার্দ্ধদ্বয়েন ॥ ১২৪ । ১২৫ ॥ উপসংহরতি অত ইতি

॥ ১২৬ ॥ শরীরাভেদকথনফলমাহ বিজ্ঞানেতি ॥ ১২৭ ॥ সফলীচক্রুর্বিদ্যামিত্যনুষজ্যতে সফলমিতি পাঠে ইন্দ্রিয়চক্রমিতিশেষঃ ॥ ১২৮—১৩০ ॥ ব্যধাদকরোৎ তিলকে ঔষধং কিলকৌষধং তিলকল্পমৌষধং তিলকৌষধমিতি বা ॥ ১৩১ ॥ দীক্ষিতাবৌদ্ধধর্ম্মেপ্রবেশং কারিতা ইত্যর্থঃ যন্ত্রাণি তাম্রাদিপীঠেষু নির্ম্মিতানীত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥

প্রোল্লাসপ্রকর্ষেণ ববৃধে বৃষো ধর্ম্মস্তদিতরো ধর্ম্মো বৃষেতরঃ ॥ ১৩৩ ॥ অকৃষ্টপচ্যত্বং কর্ষণং বিনৈবসস্যাদিসম্পন্নত্বং আদ্যশব্দেন পুটকাদৌ মধ্বাদিসম্পত্তির্গৃহ্যতে সিদ্ধয়োষ্টাবণীমাদ্যা ইতি কচিৎ পাঠঃ তত্র দীর্ঘশ্ছান্দসঃ মনাক্মনাক্ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১৩৪ ॥ নির্ব্বিণ্নমানসং বিরক্তচিত্তং ॥ ১৩৫ ॥ অজীগণৎ গণয়ামাস ॥ ১৩৬ । ১৩৭ ॥ সমায়াতঃ আগতঃ ॥ ১৩৮ ॥ ইতঃ আগতঃ ॥ ১৩৯ ॥ উৎকণ্ঠিতো তদ্দর্শনোৎসুকঃ ॥ ১৪০ ॥ স্বস্তিবচনানি আশীর্ব্বাদাঃ ॥ ১৪১ ॥ মধুপর্কেণ বিধিনা দধিমধুঘৃতানাং সমাহারো মধুপর্কঃ স এব বিধিঃ প্রকারঃ তেন বিধিনা শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ মধুপর্কেণ চেতি বা বৈয্যধিকরণ্যম্বা ॥ ১৪২ ॥ খাদ্যবস্তূনি ভক্ষদ্রব্যাণি কৃতঃ কৃত্যক্রিয়াবিধিঃ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানপ্রকারঃ যস্মৈ স তথা তং ॥ ১৪৩ ॥ খিন্নঃ পীড়িতঃ ॥ ১৪৪ ॥ পক্ষদ্বয্যেব যাতেতি পক্ষদ্বয্যেব মাসমাত্রমেবেত্যর্থঃ পক্ষদ্বীয়ব যাতেতি পাঠে পক্ষদ্বয়ে আত্মানাত্মবস্তুনোর্মধ্যেঽবযাতা প্রাপ্তা মতিরিতিশেষঃ ॥ ১৪৫—১৪৮ ॥ এধি ভব ন্যকৃতান্তকসাধ্বসন্তিরস্কৃতযমভয়ং ॥ ১৫০—১৫২ ॥ এবং স্বসামর্থ্যাদিকং দর্শয়িত্বা বৈরাগ্যং প্রকটয়তি অথবেতি ॥ ১৫৩—১৫৭ ॥ পুরা তে ইতি ত্রিপুরাস্ত্রিপুরস্থা দৈত্যা একবাণপাতেন হরেণ ভস্মসাৎকৃতা দগ্ধা ইতি পঞ্চমে নান্বয়ঃ ॥ ১৫৮ । ১৫৯ ॥ পুষ্পবন্তৌ সূর্য্যাচন্দ্রৌ দ্বিতীয়ান্তানাং পদানাং কৃত্বেতি সম্বন্ধঃ ॥ ১৬০ ॥ কীলান্ শকূন্ বরূথং রথগুপ্তিং ॥ ১৬১ ॥ চক্ষুঃশ্রবসঃ সর্পান্ কালাগ্নিরুদ্রোনাম প্রলয়কারকঃ সংকর্ষণমুখানলঃ ॥ ১৬২ । ১৬৩ ॥ সূত্রাম্না ইন্দ্রেণ ॥ ১৬৪ ॥ দধীচিরিতি দধীচির্দগ্ধঙ্গাথর্ব্বণ অথর্ব্ববেদবিৎ বিপ্রেন্দ্রোঽপি শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণোঽপি অস্থিকৃতেঽস্থিনিমিত্তমাত্রং কৃত্বা হরেঃ পূর্ব্ববৈরমনুস্মৃত্যহতঃ পূর্ব্ববৈরং দর্শয়ন্ বিষ্ণুং বিশিনষ্টি জয়ার্থং যুধ্যতস্তেনৈব দধীচিনাজৌ সংগ্রামে বিজিতস্যেতি এতদাখ্যানং দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে লিখিতং ॥ ১৬৫ ॥ শিবভক্তস্যেতি যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণেন বাণভুজনিকৃন্তনং তৎকালাপেক্ষয়া পশ্চাদ্ভাবি

তথাপি অতীতশ্রীকৃষ্ণাবতারাপেক্ষয়ৈব মুক্তমিতিজ্ঞেয়ং তথাচোক্তং বাশিষ্ঠে ভৃগুণ্ডেন বসুদেবগৃহে বিষ্ণোর্ভুবো ভারনিবৃত্তয়ে অধুনা ষোড়শং জন্ম ভবিষ্যতি মুনীশ্বরেতি ॥ ১৬৬—১৭০ ॥ আবেশঃ প্রবেশঃ ॥ ১৭১ । ১৭২ ॥ স্বচ্ছানি নির্ম্মলানি ॥ ১৭৩ । ১৭৪ ॥ মুমুক্ষসি ত্যক্তুমিচ্ছসি ॥ ১৭৫ ॥ ধর্ম্মেতরোঽধর্ম্মঃ ॥ ১৭৬ ॥ ধর্ম্মে প্রবৃত্তিতাভিরিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭৭ । ১৭৮ ॥ ভূর্জ্জানির্জায়া যেষাং তে ভূজানয়স্তেষাং মধ্যে সত্তমশ্রেষ্ঠ ভূজানিসত্তম বচ্মি কথয়ামি ॥ ১৭৯—১৮৬ ॥ ত্বদভ্যাশাৎ ত্বৎসন্নিধানাৎ ॥ ১৮৭ ॥ স্মায়ং স্মায়মিতি পুনঃ পুনরীষদ্ধাস্যং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৮৮ ॥ যদ্‌যস্মাৎ ॥ ১৮৯ ॥ উদর্ক উত্তরকালীনফলং দবীয়োঽল্পং ন দবীয়োঽদবীয়ো মহত্তরং অদবীয়ো নিকটমিতি বা পদমিতি বা শেষঃ উদর্ক ইতি বা বিশেষ্যতে ॥ ১৯০ । ১৯১ ॥ যদ্‌যস্মাৎ বর্ণয়িত্বা স্তুত্বা তচ্ছব্দার্থমেব দর্শয়তি রাজন্নিতি গন্তাসি গমিষ্যসীত্যর্থ ॥ ১৯২—১৯৯ ॥ ভূয় ইতি ভূয়ো ভূয়ো বক্ষ্যমাণং বিচার্য্য পশ্চাদিতি সম্প্রধার্য্য তত্রৈব সংস্থিত ইতি সার্দ্ধদয়স্যান্বয়ঃ ॥ ২০০—২০২ ॥ মঙ্ক্ষু দ্রুতং যদাহামরঃ সদ্যোদ্রাঙ্মঙ্ক্ষু চ দ্রুত ইতি ॥ ২০৩ ॥ প্রকৃতীর্মন্ত্রিণঃ অধ্যক্ষান্বিশিনষ্টি কোষেতি দেশিতান্ আদিষ্টান্নিযোজিতানিত্যর্থঃ সর্ব্বান্ প্রোবাচেত্যতঃ প্রাক্তনানাং দ্বিতীয়ান্তানাং পদানাং আহূয়েত্যনেন সম্বন্ধঃ ॥ ২০৪—২০৯ ॥ পুনঃ কাশীমগাদিতি বিষ্ণুবাক্যাৎ কাশীং ত্যক্ত্বা তৎপূর্ব্বদিগ্‌ভাগে গোমতীতীরে সপরিবারো গতস্তত্র পুত্রং রাজ্যে অভিষিচ্য লিঙ্গস্থাপনদ্বারা রুদ্রং প্রসাদয়িতুমাগতঃ তথাচোক্তং হরিবংশে বিষয়ান্তে পুরীং রম্যাং গোমত্যাং সন্ন্যবেশয়দিতি ॥ ২১০—২১৫ ॥ যানং বিশিনষ্টি পার্ষদৈরিতি পার্ষদান্ বিশিনষ্টি শূলেত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়েন খট্বাঙ্গমায়ুধবিশেষঃ ॥ ২১৬ ॥ অতি অতিক্রান্তমাদিত্যাগ্নিতেজো যৈস্তে তথা তৈরত্যাগ্নিতেজোভিঃ ॥ ২১৭ ॥ নিত্যোতি নিত্যপ্রকাশেন স্বপ্রকাশেন সন্ত্রস্তৈস্তমোভিরাশ্রিতা শিরোধরাগ্রীবা যেষাং তে তথা তৈর্নীলকণ্ঠৈরিত্যর্থঃ ॥ ২১৮—২২১ ॥ দিবং কৈলাসং ॥ ২২২—২২৯ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

একোনষষ্টিকেঽধ্যায়ে শ্রীমদানন্দকাননে পঞ্চানাং সরিতাং পুণ্যঃ প্রাদুর্ভাবো নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥ অগ্রিমং প্রষ্টুং স্কন্দং প্রোৎসাহয়ন্ স্তৌতি সর্ব্বজ্ঞেতি তারিতুং শীলমস্যাস্তীতি তারী তস্মৈ ॥ ২।৩॥ অধ্যাসং অধিষ্ঠায় আস স্থিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪—৭ ॥ আপন্ন ইত্যত্র বিসন্ধিরার্ষঃ ॥ ৮।৯ ॥ অহৃষীক ইন্দ্রিয়রহিতোঽথচ হৃষীকেশ ইন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকঃ অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ১০—১৬ ॥ উর্জ্জে কার্ত্তিকে ॥ ১৭—১৯ ॥ রূপং সৌন্দর্য্যং লাবণ্যমঙ্গসৌষ্ঠবং তচ্ছালিনী ॥ ২০ ॥ পরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স পিতৃত্বেন বর্ত্ততে যস্য স পরী কামস্তেন ক্ষুব্ধং ক্ষুভিতং মুনের্মনো বভূবেতিশেষঃ ॥ ২১—২৩ ॥ মুনীনাং মননশীলানাং মানসং যৎ তৎ পদ্মাদপি মৃদুকোমলমিত্যন্বয়ঃ প্রায়োগ্রহণং দুর্ব্বাসঃ প্রভৃতীনাং ব্যাবৃত্যর্থং স্বভাবাৎ ক্ষমিণাং মৃদু ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ স্বরূপেণৈব স্বভাবেনৈব তথাচোর্ব্বশী বচনং ক্বাপি সখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকানাং হৃদয়ং যথেত্যাদি ॥ ২৪ ॥ বিবেকসেতুনা আত্মানাত্মবিবেকধৃত্যা মহান্ যো রোষ এব নদী তস্যারম্ভং বেগং অস্তম্ভীৎ স্তম্ভিতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৫।২৬ ॥ নবনীতসমঃ প্রথমোদ্ধৃতঘৃততুল্যঃ ইতি উদাহরণমিতিশেষঃ অনভিজ্ঞত্বে হেতুমাহ বিচারাদিতি অন্তরং অসাম্যং দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরিতিশেষঃ ॥ ২৭ ॥ সাম্যাভাবমেবাহ স্তিহ্েদিতি উদ্ধৃতশ্চাসৌ সারশ্চেতি উদ্ধৃতসারো ঘৃতং স্ত্রী ইতি আখ্যা যস্য পদার্থস্য সস্ত্র্যাখ্যস্তস্যাসমাদানাৎ অসংস্পর্শাদিত্যর্থঃ স্ত্রীনামগ্রহণাদিতি বা ॥ ২৮ ॥ শুচিঃ পবিত্রা মনোগতিরন্তঃকরণবৃত্তির্যস্যাঃ সা তথা তস্যাঃ সম্বোধনং হে শুচি মনোগতে রুচিমনোগতে ইতি ক্বচিৎ তত্রাপি স এবার্থঃ নভেতব্যমিত্যত্র হেতুং বদন্ শুচিমনোগতত্বমেবাহ অতর্কিতোপস্থিতয়া ত্বয়া চ স্খলিতং ময়েতি অতর্কিতোপস্থিতত্বং নাম মদ্দর্শনাদস্য ক্ষোভো জায়তামিত্যনমুসন্ধায়াগতং ত্বাং যচ্চ স্খলে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ যদ্যস্মাৎ স্খলে স্খলিতং ক্ষরিতমিতি যাবৎ রেত ইতি শেষঃ ॥২৯॥ কোপরয় এব বারিস্তস্মাৎ কোপনয়াৎ ক্বরেঃ কথম্ভূতাৎ

ক্ষণেনাঙ্গীকরোতীতি ক্ষণাঙ্গীকরণস্তস্মাৎ ॥ ৩০ ॥ সুকৃচ্ছ্রতঃ সুকষ্টাৎ পুষ্পবন্তয়োঃ চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৩১ ॥ অর্থানাং পুরুষার্থানাং পরিজৃম্ভণং পরিস্ফুরণং প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ উৎসেধো বৰ্দ্ধনং ॥ ৩২ ॥

নমু ক্রোধাদ্ধর্মাদীনামভাবেঽপিস্ত্র্যাদিবিষয়ঃ কামো ভবিষ্যতি তত্রাহ আমর্ষে ক্রোধে মনঃ কর্ম্মভূতং মনোভূঃ কামঃ উচ্চৈঃ সর্ব্বগ্রাসে ॥ ৩৩ ॥ শান্তিতরোঃ শান্তিবৃক্ষস্য কলভো হস্তিশাবকঃ অত্যন্তাস্বাস্থপ্রতিপাদনায় কলভশব্দপ্রয়োগঃ ॥ ৩৪ ॥ প্রতীপঃ প্রতিকূলঃ প্রতিঘ ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ প্রতিঘাতুকঃ প্রতিনাশকঃ চতুর্ব্বর্গস্য দেহস্য চতুর্ব্বর্গশরীরস্যেত্যর্থঃ চত্বারো বর্গা ধর্ম্মাদয়ো যস্মাত্তস্য দেহস্যেতি বা পরিহেয়ঃ ক্রোধ ইতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥ উররীকুরু স্বীকুরু জঠরে ধারয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ ভবিতৃ ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ অজীগিলং গিলিতবতী ॥ ৩৮। ৩৯ ॥ যথেপ্সিতং যথারুচিজগাম ত্রিদশালয়মিতি কচিৎ ॥ ৪০। ৪১ ॥ নাম্নোর্থবত্ত্বমেব দর্শয়তি যন্নামেতি ॥ ৪২—৫৫ ॥ গরিম্না গরিষ্ঠত্বেন ॥ ৫৬—৫৯ ॥ পণ্যতে ব্যবহ্রিয়তেঽনেনেতি পণং দ্রবিণং তেন স ক্রয্যঃ ক্রেতব্যঃ প্রাপ্য ইত্যর্থঃ সুতীর্থমেব বিপণিঃ পণ্যবীথিকা তস্যাং ॥ ৬০—৬৪ ॥ ক্ষেত্রেঽবিমুক্তে পরমপাবন ইতি বিশেষণাৎ ॥ ৬৫। ৬৬ ॥ ধারা অবিচ্ছিন্নেন পতন্ত্যঃ আসারাঃ শীকরাস্থ তাস্তথা তাস্থ ॥ ৬৭ ॥ আসারশীকরৈরবিচ্ছিন্নপতন্তঃ অম্বুকণৈঃ ॥ ৬৮। ৬৯ ॥ তপর্ত্তু গ্রীষ্মঋতুঃ কৈতবং ব্যাজং ॥ ৭০ ॥ মনাগপি ঈষদপি কদাচিদপীত্যর্থঃ তপোবধীতি বা পাঠঃ পৃষতং বিন্দুং ॥ ৭১ ॥ রোমাঞ্চেতি সা ধূতপাপা হৈমিনীর্হেমন্তঋতুসম্বন্ধিনীর্নিশাঃ পর্য্যক্ষিপৎ সর্ব্বতোভাবেন ক্ষপয়ামাস কথম্ভূতা রোমাঞ্চ এব কঞ্চুকস্তনপট্টিকা তদ্বতী বেপমানং কম্পমানং তনুচ্ছদং ত্বগিন্দ্রিয়ং যস্যাঃ সা তথা তপসা ক্ষামা কৃশা ॥ ৭২ ॥ নিশীথিনীষ্বিতি সা ধূতপাপা সারসৈঃ পুষ্করৈঃ অদ্য কেয়ং পদ্মিনী সমুদ্যতেতি মে নে ইতি অন্বয়ঃ কিং কুর্ব্বতী শিশিরে শিশিরর্ত্তৌ নিশীথিনীষু রাত্রিষু সারসং সারভূতং সম্যগ্রসন্তপোবিষয়ং ধর্ম্মবিষয়ং বা সারসানামিদং সারসং রসম্বা শ্রয়ন্তী আশ্রয়ন্তী সেবমানেতি যাবৎ পুষ্করাহ্বাহি শিশিরর্ত্তৌ রজন্যাং শিশিরভবং রসং সেবন্তে ইতি হি প্রসিদ্ধং ॥ ৭৩ ॥ মনস্বিনামিতি মনস্বিনাং প্রশস্তমনসাং মুনীনামপি মনো মধ্যে বসন্তে রাগতাং অনুরাগতাং স্মজতে স্থজতি গৃহ্লাতীত্যর্থঃ তদিত্যব্যয়ং ষষ্ঠ্যর্থে তত্তস্যাঃ ধূত-

পাপায়া মনোগতরাগ ওষ্ঠপল্লবাদোষ্ঠপল্লবদ্বারা বহির্নির্গতো মাকন্দপল্লবৈরাম্রপল্লবৈর্জহ্রে হৃতো গৃহীতঃ এতেনান্তর্বহীরাগাভাবেন মুনিভ্যোপ্যধিকা তস্যা স্তপশ্চর্য্যেতি ধ্বনিতং ॥ ৭৪ ॥ বসন্ত ইতি সা বালা ধূতপাপা বসন্তে মধৌ বনে নিবসন্তী কোকিলাকাকলীরবং পিকায় মধুরধ্বনিং শ্রুত্বাঽপি তপসি তপোবিষয়ে মনশ্চক্রে কৃতবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

বন্ধুজীবে বন্ধূকে কলহংসে কাদম্বে কলাগতীর্বিলাসরূপা গতীঃ ॥৭৬ ॥ 'অপাস্তেঽতিবিরুদ্ধালঙ্কারোঽয়ং ক্ষুদ্রবোধনিরাসায় ভোগিনাং সর্পাণাং বৃত্তিমাস্থিতা আসীদিতি পূর্ব্বক্রিয়ায়া অনুষঙ্গঃ ॥ ৭৭ ॥ শাণেন শণসূত্রময়েন বস্ত্রেণ লীঢ়া আচ্ছন্না কৃশা তন্বী শাণেন লীঢ়াপীত্যেবং বান্বয়ঃ অনর্ঘতামমূল্যতামায়াদাগতবতী মণিবৎ যথা উৎকৃষ্টো মণিঃ কুৎসিতবস্ত্রাদিনাচ্ছন্নোঽতিসূক্ষ্মো মলিনবস্ত্রাদিনা চ্ছন্নোঽপি বাঽনর্ঘতামায়াতি তদ্বদিত্যর্থঃ তথেতি বাক্যান্তরে তস্যাস্তনুঃ শরীরং দিদীপেতরামতিশয়েন দীপ্তিঞ্চ করোত্যর্থঃ অথবা শাণেন মণিঘর্ষণপাষাণেন লীঢ়া ঘর্ষিতা অতএব কৃশাপি মণিব্যক্তির্যথাঽনর্ঘতাং অত্যন্তপ্রকাশতামায়াতি তথাতিতপসা ক্ষামা তত্তনুস্তস্যাস্তনুর্দিদীপেতরাং অতিশয়েন দীপ্তিং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৭৮—৮২ ॥ বিমলং নির্ম্মলমেষ্টুং শীলং যস্যাঃ সা তথা সা বিমলৈষিণী তাং এধি ভব ॥ ৮৩—৮৫ ॥ অথোঽনন্তরং পিতুরুটজং পর্ণশালাং লক্ষ্মীনৃসিংহসমীপস্থাং প্রাপ্তেত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ উটজাজিরে পর্ণশালাঙ্গণে আকৃষ্ট আকর্ষিতো বশীকৃত ইতি যাবৎ ॥ ৮৭ ॥ রহোগ্রাম্যধর্ম্মং রতিমিতি বা পাঠঃ ॥ ৮৮ ॥ ন জ্ঞাতং নাম যস্য তেন ধর্ম্মেণ ইত্যেবং প্রকারেণা সকৃৎ প্রার্থিতা অসকৃৎ প্রার্থনে হেতুমাহ যতো গ্রহঃ কামাবেশ ইত্যর্থঃ ॥৮৯॥ পিতুঃ কন্যাদাতৃত্বে শ্রুতিং প্রমাণয়তি পিত্রিতি যদ্যস্মাৎ ॥ ৯০ ॥ গৌরবাৎ গুরুত্বাৎ বলবত্তরাদ্যাদিত্যর্থঃ অপধৃতিরপগতধৈর্য্যঃ গান্ধর্ব্বেণ কন্যা বরয়োরিত্যর্থঃ সময়রূপেণ ॥ ৯১—৯৮ ॥ মাভৈর্মাভৈষীঃ ॥ ৯৯ ॥ ধুনী নদী ॥১০০ ॥ ॥ ১০১ । ১০২ ॥ প্রাকৃতং পূর্ব্বরূপং ॥ ১০৩—১০৬ ॥ শীলয়ন্ ধ্যায়ন্ ॥১০৭॥ ॥ ১০৮ ॥ কিরণা নামজাতা পুণ্যতরঙ্গিণী ॥ ১০৯ । ১১০ ॥ সর্ব্বতীর্থীকৃতআত্মা যয়া সা তথা তয়া সর্ব্বতীর্থীকৃতাত্মনা ॥ ১১১ ॥ এধিতা বর্দ্ধিতা সম্পাদিতেত্যেতৎ অন্ধতাং স্বকার্য্যাক্ষমতাং ॥ ১১২ ॥ কিরণেতি কিরণা ধূতপাপে ন ধৌতে তস্মিন্ ধর্ম্মনদে তস্থতুরিতিশেষঃ ॥ ১১৩ ॥ দৈলীপিনা ভগীরথেন

অত্রাবিমুক্তে প্রকীর্ত্তিতা ইতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ১১৪। ১১৫ ॥ না পুরুষঃ ॥১১৬॥ ॥ ১১৭ ॥ কোট্যংশেনাপীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১৮—১২৯ ॥ পঞ্চকূর্চ্চেন পঞ্চগব্যেন ॥ ১৩০। ১৩১ ॥ আব্রহ্মঘটিকাদ্বন্দ্বং ব্রহ্মমুহূর্ত্তদ্বয়মভিব্যাপ্য সীমানং কৃত্বেতি বা পঞ্চনদাপ্লুতিস্তৎ স্নানং মুক্তয়ে আব্রহ্মঘটিকাদ্বন্দ্বমিত্যস্য পূর্ব্বেণ বা সম্বন্ধঃ ॥ ১৩২। ১৩৩ ॥ পঞ্চনদোক্ষিণাং পাঞ্চনদজলসেকবতাং পঞ্চনদেক্ষিণামিতি পাঠে তৎ পশ্যতাং ॥ ১৩৪—১৩৭ ॥ ভুষ্টানি অন্তর্বেদ্যাং দীয়মানানি দানানি পূর্ত্তানি বাপীকূপতড়াগাদিনির্ম্মাণানি তেষু কৃতেষু অন্যত্র যৎ ফলং স্যাত্তদ্ধ-র্মনদাপ্লবাৎ স্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩৮। ১৩৯ ॥ কৃষ্ণলোন্মিতং রক্তিকাপরিমাণং ॥ ১৪০—১৪২ ॥ কোঽপি ব্রহ্মাপি যঃ কশ্চিদিতি বা ॥ ১৪৩। ১৪৪ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ষষ্টিতমেঽধ্যায়েঽবিমুক্তে মোক্ষধামনি মাধবাবিঃকৃতিঃ পুণ্যা বর্ণতে-তি মনোঽহরা ॥ ১—৭ ॥ ধূতপাপে তীর্থে ॥ ৮ ॥ মুদে হর্ষায় ॥ ৯—১২ ॥ বিষ্টং ব্যাপ্তিং রান্তি কীর্ত্তয়ন্তীতি বিষ্টরা যাজ্ঞবল্ক্যাদয়স্তেভ্যঃ শ্রূয়তে বিষ্টরশব্দ প্রপঞ্চময়ে বেদে শ্রূয়ত ইতি বা বিষ্টরশ্রবাঃ বিষ্টরেঽস্মচ্ছে শ্রবসী শ্রবণে যস্যেতি মধুমাধব্যামমরটীকায়াং ॥ ১৩ ॥ উপোপবিষ্টকমলমিতি উপসর্গস্য দ্বির্বচনং তথাচ শ্রূয়তে প্রপূজ্য মহাদেবং সংযম্য মনঃ সদা উপোপহায় সংসর্গমুদ্গতঃ স তাপস ইত্যাদি উপবিষ্টং কমলং যেন স তথা তং যদ্বা উপসমীপে উপবিষ্টা কমলা লক্ষ্মীর্যস্য তং ॥ ১৪ ॥ চঞ্চচ্ছদঃ স্ফুরণার্থঃ ॥১৫॥ সুপাটলরদচ্ছদং শোভনপাটদপুষ্পবদোষ্ঠং ॥ ১৬—২০ ॥ বেদাঃ কর্ম্মোপা-সনবিষয়া উপনিষদোদিতং বিদ্যয়ৈকসমধিগম্যং নৈব বিদুঃ ॥ ২১। ২২ ॥ অধ্যস্তং বিস্তীর্ণশীলং আশ্রিতবৃহৎপাষাণং ॥ ২৩। ২৪ ॥ পদ্যৈরেকোনবিংশ-ত্যা ভক্ত্যা পরময়া মুদা অস্তৌষীৎ মাধবং দেবমগ্নিবিন্দুর্দ্বিজোত্তমঃ বাহ্যান্ত ইতি তথাচোক্তং অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা যঃ স্মরেৎ

পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিরিতি পুরুষসূক্তাদূর্দ্ধোহর্দ্ধেন স্তৌতি সহস্রেতি সহস্রশীর্ষাদিকঞ্চ সর্ব্বাত্মকত্বাৎ জ্ঞাতব্যং গীতোক্তবিশ্বরূপশরীরগ্রহণাদ্বা ক্ষীরাব্ধিশায়িশ্রীনারায়ণচিদ্ঘনলীলাশরীরপরিগ্রহণাদ্বা ॥২৫॥ দন্দ্বশব্দেনাত্রাধ্যাত্মিকাদিতাপত্রিতয়ং গৃহ্যতে নির্দ্দ্বন্দ্বয়া প্রতিবদয়াঽকুণ্ঠিতয়েতিযাবৎ ॥ ২৬—২৭॥ মনসঃ প্রাচাং ব্রহ্মাদীনাং মনোবাচামিতি ক্বচিৎ ॥ ১২৮ ॥ যং বাচ ইতি যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহেতি শ্রুতেঃ ॥ ২৯ ॥ যস্যেতি শিক্ষাকল্পব্যাকরণনিরুক্তচ্ছন্দোজ্যোতীংষ্যঙ্গানি পদক্রমাশ্চ তৎসহিতা বেদা যস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতং নিশ্বাসবদপ্রযত্নেনাবিভূর্তা ইত্যর্থঃ অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যৎ ঋগ্বেদো যজুর্বেদ ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ৩০ ॥ অতন্দ্রিতত্বমকুণ্ঠিতত্বং ॥ ৩১ । ৩২ ॥ তমিতি তং ত্বাং কো বেত্তীত্যন্বয়ঃ তত্র নিত্যমিত্যুক্তে প্রধ্বংসাভাবে গচ্ছতি তদ্বারণার্থং অজমিত্যুক্তং তাবন্মাত্রে উক্তে প্রাগ্‌ভাবে গচ্ছতি তদ্বারণায়োক্তং নিত্যমিতি মায়য়া চরাচরবস্তুতশ্চরাচরভিন্ন ॥ ৩৩ ॥ মখো ব্রহ্মযজ্ঞঃ মহত ইতি তদ্বিশেষণং অশ্বমেধবিষয়ো বা মহচ্ছব্দঃ মহিমানমতো নরস্যেতি ক্বচিৎ পাঠঃ তত্র মহিমরূপং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ বিরজেতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৩৫ ॥

যেত্বামিতি কাদম্বিনী মেঘমালা নির্গুণোপাসকাস্তে তব কান্তিং স্বপ্রকাশাং শোভাং স্পৃশন্ত্যেব যে ত্বক্তবিধাঃ সগুণোপাসকাস্তেঽপি প্রাপ্নুবন্তীত্যপি শব্দার্থঃ ॥ ৩৬ । ৩৭ ॥ দূরীকৃত এণমদসৌরভো মৃগমদপরিমলোকস্তূরীগন্ধো যেন তাদৃশো দিব্যগন্ধো যেষাং তৈস্তুলসীপ্রসূনৈরিতি ॥ ৩৮ ॥ নির্গতং রূপং যত্র তন্নীরূপং ব্রহ্ম তদেব ভূপস্তস্য পদবীস্থিতিঃ দুরাপা দুষ্প্রাপা ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিশ্রাণয়তি প্রযচ্ছতি ॥ ৪১ ॥ ক্ষণতঃ কালতঃ পর হে পর তৎতস্মাৎ ॥ ৪২ ॥ ক্ষুণুহি বিক্ষিপ নাশয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫২ ॥ তিষ্ঠাসুঃ স্থাতুমিচ্ছুঃ সমভ্যর্থি সম্যগভ্যর্থিতঃ অতস্থাস্যামীতি ॥ ৫৩ ॥ সুদুর্মেধাঃ প্রাকৃতবুদ্ধি অথচ যদি জ্ঞানবান্ কাশী সর্ব্বোৎকৃষ্টা কদাপি ন ত্যাজ্যা ইতি জ্ঞানবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ॥ ৫৫ ॥ অমৃতং কৈবল্যং নৈর্জরমিত্যুপলক্ষণং ষড়্ভাববিকাররহিতমিত্যর্থঃ বপুঃ স্বরূপং ॥ ৫৬—৬৪ ॥ দ্বিরূপা এব দ্বৈরূপ্যাদ্বৈরূপ্যমেবাহ চলাচলেতি চলা বিষ্ণিবতরেষু তস্মিন্নচলা যদ্বা চলাসম্পৎ অচলা নির্ব্বাণরূপা ॥ ৬৫ ॥ ময়া সহ মালক্ষ্মীস্তয়া সহ মাধব ইতি ॥ ৬৬ ॥ এতদেব দর্শয়তি বিন্দুমাধব

ইতি ॥ ৬৭ ॥ সপর্য্যয়িষ্যন্তি পূজয়িষ্যন্তি ॥ ৬৮ ॥ বস্বিতি যেষাং পঞ্চনদে স্থিতানাং সদাঽহং হৃদিবর্ত্তে পঞ্চনদে সদা অহং তিষ্ঠামীতি বা হৃদি যেষাং বসুস্বরূপিণী লক্ষ্মীর্দ্ধনাদিসম্পৎ নির্ব্বাণসংজ্ঞিকা লক্ষ্মীর্মোক্ষলক্ষ্মীশ্চ তৎ পার্শ্ব গা তেষাং বশবর্ত্তিনীত্যর্থঃ ॥ ৬৯। ৭০ ॥ বসব ইতি পুংস্ত্বমার্ষং বিষয়া ইতি বা পাঠঃ ॥ ৭১—৯৬ ॥ যাপিতা নীতা ॥ ৯৭—১০০ ॥ অভ্যঙ্গাদযত ইতি অভ্যঙ্গাৎ উদ্বর্ত্তনাৎ অদ্যতঃ অদ্যাৎ অভ্যবহারাচ্চেত্যর্থঃ অভ্যঙ্গাৎ যত ইতি বা পদচ্ছেদঃ তত্রাভ্যবহারোপলক্ষণং ॥ ১০১ ॥ তৈমী তিমির্মৎস্যঃ তদীয়াং যোনিং ॥ ১০২—১০৯ ॥ পাপান্ধকারসংরুদ্ধঃ পাপমেবান্ধকারস্তস্মৈ সংরুদ্ধঃ ॥ ১১০—১১৯ ॥ প্রবোধকারণীং উত্থানৈকাদশীং ॥ ১২০—১৩৬ ॥ ধূত-পাপক ইতি তপ ঔদার্য্যখ্যাপনায়োক্তং ধূতপাপকোপলক্ষিতে ধর্ম্মনদ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৭—৪৫ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

একষষ্টিতমেঽধ্যায়ে মহামাহাত্ম্যসূচকং বৈষ্ণবানাঞ্চ তীর্থানাং মাহাত্ম্যং হরিণাঽকথি ॥ ১ ॥ অতীতাঽধ্যায়ে ভগবন্নিত্যাদিনা অগ্নিবিন্দুনা পৃষ্টস্য প্র-ত্যুত্তরং উক্তানুবাদপূর্ব্বকং পৃচ্ছতি ষড়াস্যেতি ॥ ১। ২ ॥ আচক্ষি অকথি ॥ ৩—১৮ ॥ গোপীগোবিন্দতীর্থং গোপীযুক্তশ্রীকৃষ্ণতীর্থং ॥ ১৯—২০ ॥ বিশে-ষান্ উৎকৃষ্টাভিলষিতপদার্থান্ ॥ ২১—২৩ ॥ ভক্তিযুক্তিতঃ ভক্তিযোগেন ॥ ২৪—২৮ ॥ উদক্ উত্তরে ॥ ২৯ ॥ তপসি মাঘে ॥ ৩০ ॥ মৎসন্নিধৌ প্র-য়াগমাধবনিকটে ॥ ৩১—৩৪ ॥ প্রয়াগেশং শূলটঙ্কেশ্বরং ॥ ৩৫—৪২ ॥ উর্জ্জে কার্ত্তিকে ॥ ৪৩ ॥ মামনুমাংলক্ষীকৃত্য মৎসমীপে চেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥ প্রদহ-ন্তেব প্রদহন্তেবেত্যর্থঃ দহন্তীতি বা পাঠঃ ॥ ৪৮—৫২ ॥ মণিকর্ণিকায়াঃ সমীপ-মুপমণিকর্ণিকং মণিকর্ণিকায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ বৈকুণ্ঠাদিতি আগত্য মণি-কর্ণিকাং সমাসাদ্যেতিশেষঃ ॥ ৫৪ ॥ সকৃদিতি সকৃৎ কদাচিৎ মমাখ্যাঃ

গৃণতাং উচ্চরতাং যদহং অঘং নির্হরন্ নিঃশেষেণ পাপং হরামি নাশয়ামি তন্মণিকর্ণিকা তদ্বলাৎ মণিকর্ণিকাবগাহনাদিজন্য সামর্থ্যাদিত্যর্থঃ নির্হরেদিতি পাঠে নির্হরামীত্যেব অত এবাহং হরিনামসমাপন্নঃ, ভক্তানাং সর্ব্বাণি পাপানি হরতীতি হরিঃ হরিরিতিনাম সমাপন্নং যেন সোহহং তথা ॥ ৫৫—৭৩ ॥ তত্র সূক্ষ্মপরিমাণং বক্তুং প্রসঙ্গাৎ স্থূলমণিকর্ণিকায়ামবান্তরতীর্থান্যাহ হরিশ্চন্দ্রেত্যারভ্য চক্রপুষ্করণীত্যন্তঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন ॥ ৭৪—৭৬ ॥ সুতৃপ্তাঃ স্যুঃ তস্য তে পিতামহা ইতিশেষঃ ॥ ৭৭—৮০ ॥ তত্তীর্থাৎ পর্ব্বতেশ্বরতীর্থাৎ তস্মিন্ তীর্থে কম্বলাশ্বতরতীর্থে ॥ ৮১ ॥ চক্রেতি তত্র কম্বলাশ্বতরেশ্বরতীর্থে চক্রপুষ্করণী সূক্ষ্মেতিশেষঃ হরিশ্চন্দ্রাদীনি কম্বলাশ্বতরাং তানি তীর্থানি তত্রেত্যভিলষ্যন্ত ইতি কেচিৎ ॥ ৮২—৮৮ ॥ ইন্দীবরবতীং নীলোৎপলবতীং ॥৮৯॥ মাতুলুঙ্গফলং রুচকফলং যদাহামরঃ রুচকো মাতুলুঙ্গক ইতি ॥ ৯০। ৯১ ॥ প্রত্যগ্রেতি প্রত্যগ্রবিকসিতং নূতনম্বা যৎ কেতকীপুষ্পং তেন লসন্ ধম্মিল্লঃ সংযতাঃ কচা যস্মিন্ তথাভূতং মস্তকং যস্যাঃ সা তথা ॥ ৯২। ৯৩ ॥ মন্ত্রমত্রদ্বয়ং ॥ ৯৪ ॥ তত্র একো মন্ত্রঃ পঞ্চদশাক্ষরো দ্বিতীয়শ্চতুর্দ্দশাক্ষরস্তয়োরাদ্যমুদ্ধরতি বাগ্ভবেতি শ্লোকেন বীজাধিক্যাৎ ফলাধিক্যং ঝটিতি ফলপ্রদত্বঞ্চ বাগ্ভববীজং সরস্বতীবীজং ঐং মায়াবীজং ভুবনেশ্বরীবীজং হ্রীং লক্ষ্মীবীজং শ্রীং মদনবীজং কামবীজং ক্লীং প্রণবঃ ওঙ্কারঃ এতান্ পূর্ব্বং বদেৎ প্রথমং পঠেৎ অন্তে ভবঃ ইত্যর্থে অন্ত্যভস্যান্ত্যো ভান্ত্যো মকারঃ তং ভান্তমিতি বা পাঠঃ কথম্ভূতংবিন্দূপেতং মণিপদং মণীতি পদং মণিপদং পূর্ব্বং পূর্ব্বমিত্যুক্তত্বাৎ পশ্চাদ্বদেৎ অথানন্তরং সহৃৎ হৃদা হৃন্মন্ত্রেণ মনসা সহ কর্ণিকে কর্ণিকে নম ইতি বদেৎ অনন্তরং প্রণবপুটঃ প্রণবাভ্যাং পুটঃ পুটিতঃ আদ্যন্তয়োঃ প্রণবপুটিতোমন্ত্রঃ পঠিতব্য ইত্যর্থঃ তথাচ এতাদৃশো মন্ত্রো ভবতি ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং ওঁ মং মণিকর্ণিকে নম ওমিতি অত্র মন্ত্রাদ্বহিস্তভ্যমিত্যধ্যাহর্ত্তব্যং চতুর্থ্যর্থে বা প্রথমা এবমুত্তরত্রাপি ॥ ৯৫ ॥

মন্ত্রস্যাদেয়ত্বং দর্শয়ন্ বর্ণপরিমিতিং দর্শয়তি মন্ত্র ইতি নিশিতধিয়াং শুদ্ধসত্ত্বানামিত্যর্থঃ ॥৯৬ ॥ দ্বিতীয়মন্ত্রমুদ্ধরতি তার ইতি পাদত্রয়েণ তারঃ প্রণবঃ তারস্যাহকারোকারমকারাত্মকস্য তৃতীয়স্তার তৃতীয়ো মকারঃ কথম্ভূতঃ বিন্দ্বন্তোঽনুস্বারান্তঃ মণিপদং মণীতি পদং ততস্তদনন্তরং কর্ণিকে ইতি পদং

প্রণবাত্মিকে পদং সচ্চিদাত্মিকে পদমিতি কচিৎ কে নম ইতি চ পদং তথা চৈতাদৃগয়ং মনুর্ভবতি ওঁ মং মণিকর্ণিকে প্রণবাত্মিকে নম ইতি মন্ত্রাক্ষর-পরিমিতিং দর্শয়তি মন্বিতি মনুশ্চতুর্দ্দশ তৎসংখ্যকা বর্ণা যস্মিন্ স চাসৌ মনুর্মন্ত্রশ্চেতি মনুসংখ্যবর্ণমনুঃ অত্র যথাশ্রুতস্য গ্রাহ্যত্বাদৃষ্যাদিনিয়মো নাপেক্ষ্যঃ ॥ ৯৭ ॥ পুংভিরিতি বিশেষণাৎ স্ত্রীণাং জপো নিবারিতঃ স্ত্রীভিরিতি পাঠে মৃতো দেশান্তরেষ্বিতি দর্শনাদনাদেয়ঃ ॥ ৯৮ ॥ পুণ্ডরীকৈঃ পদ্মৈঃ সক্ষৌদ্রেণ সমধুনা ॥ ৯৯ । ১০০ ॥ নবরত্নসমন্বিতা নূতনৈরত্নৈরলঙ্কৃতেত্যর্থঃ ॥ ১০১—১০৪ ॥ সমর্চ্চ্যো মণিকর্ণিকেশ্বর ইত্যর্থঃ ॥ ১০৫ । ১০৬ ॥ আত্মানঃ পশবঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে সংসারবর্ত্তিনঃ তেষাং পতিরহং দেবঃ স্মৃতঃ পশুপতির্বুধৈরিতি বিধিব্রহ্মা পশূনাং পশুতুল্যানাং জীবানাং পাশঘ্নং অজ্ঞানঘ্নং পশুপাশঘ্নং পাশ্যতে অনেনেতি পাশমজ্ঞানং বন্ধো বা পাশঃ পাশঘ্নং বন্ধঘ্নং তদুক্তং বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্মবিষ্ণুরেব সনাতন ইতি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বমায়াকর্ম্মগুণক্লেশা বা পাশাস্তদুক্তং ঈশ্বরগীতায়াং কূর্ম্মপুরাণে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি মায়াকর্ম্মগুণা ইতি এতে পাশাঃ পশুপতেঃ ক্লেশাশ্চ পশুবন্ধনা ইতি তস্য হৃদিতি ॥ ১০৭ । ১০৮ ॥ তত্র শুক্লচতুর্দ্দশ্যামিতি পদ্যং সাম্বৎসরীযাত্রাবিষয়ং পূজয়িত্বেতি তু পদ্যং প্রতিমাসকৃষ্ণচতুর্দ্দশীবিষয়মিতি ভেদঃ ॥১০৯—১১৯॥ ত্বঙ্মাংসরুধিরমিতি মাতৃতঃ স্নায়্বস্থিমজ্জা ইতি পিতৃতঃ ইতি ষট্কোশাঃ তৎপ্রভবাং ষাট্কৌশিকীং॥১২০—১২৬॥ সসমুদ্রাসমুদ্রৈঃ সহিতা ॥ ১২৭ ॥ তুষ্টিতৎপরৈরিত্যত্র তুষ্টীতি ক্রিয়াবিশেষণং ভক্তিতৎপরৈরিতি পাঠঃ ॥১২৮—১৩৬॥ মাতর্ভবানীতি হে মাতর্ভবানি তব পাদরজো অহং ভবানি তব চরণধূলিরহং স্যাং হে মাতর্ভবানি তব দাসতরস্তবদাসানাং মধ্যে প্রকৃষ্টঃ সেবকোঽহং ভবানি হে মাতর্ন্মে ভবানি যথাস্মিন্ ভবে সংসারেঽহং ন ভবানি ন ভবেয়ং ন ভবিষ্যামীত্যর্থঃ তথানুদিনং প্রতিদিনং ত্বদ্ভাক্ ত্বাং ভজত ইতি তদ্ভাক্ তাদৃশো ভবানি তর্হি কিং প্রতিজন্মমদ্ভক্তো ভূত্বা কল্পান্তে মোক্ষং বাঞ্ছসি নেত্যাহ ন পুনর্ভবানীতি যদ্বা ননু তর্হি ব্রহ্মণঃ প্রতিদিনং জন্ম লব্ধ্বা মদ্ভক্তঃ সন্ ভোগান্ ভুক্ত্বা ব্রহ্মণো মুক্তিসময়ে মোক্ষং দাস্যামীতি চেন্নেত্যাহ অনুদিনং ব্রহ্মণঃ প্রতিদিনং ন পুনর্ভবানীতি বর্ত্তমানজন্মনীতি বর্ত্তমানজন্মনি ত্বদ্ভক্তো ভূত্বা এতজ্জন্মানন্তরমেবমুক্তঃ

স্যামিত্যর্থঃ যদ্বা অস্মিন্ ভবে যথাহং ন ভবানি বিধিনিষেধকিঙ্করো নস্যাং তথা ত্বদ্ভাগ্‌ভবানি শরীরপাতানন্তরন্তু পুনর্ন ভবানি যদ্বা তথাহ মহুদিনং ত্বদ্ভাগ্‌ভবানি যথাঽস্মিন্ ভবে পুনর্ন ভবানি ন ভবানি অপুনর্ভবস্যাদরার্থা বীপ্সেত্যলমতিবিস্তরেণ॥১৩৭—১৪১॥ শৈলাদির্নন্দী॥১৪২—১৫৫॥ কীকসমাত্রকং অস্থিমাত্রং॥১৫৬॥ ভাগীরথেঃ ভাগীরথ্যাঃ॥১৫৭—১৬১॥ স্বপ্টীকৃতভূভাগং শ্লথীকৃতভূপ্রদেশং আচ্ছাদিতভূভাগম্বা সম্পুটীতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ॥১৬২॥ খুরকর্ত্তর্য্যা ইতি খুরকর্ত্তরিণস্তীর্থাদিত্যর্থঃ॥১৬৩—১৯৪॥

মম মে বিষ্ণোঃ॥১৯৫॥ কং ব্রহ্মাণং কালয়তীতি কঙ্কালঃ স চাসৌ ভৈরবশ্চেতি কঙ্কালভৈরবঃ মাং কোলাহলনৃসিংহং॥১৯৬॥ বিটঙ্কো ভয়ঙ্করঃ অলঙ্কৃতো বা॥১৯৭—২০২॥ কিটিরূপিণং শূকররূপিণং॥২০৩—২১৪॥ অগ্নিবিন্দোরিতি কথয়ামি স্বমূর্ত্তিভেদানিতিশেষঃ সৃষ্টিক্রমাৎ প্রদক্ষিণক্রমাৎ॥২১৫॥ তত্রাদ্যদক্ষিণকরাদ্যবামকরাধোবামকরাঽধোদক্ষিণকরক্রমেণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈঃ কেশবমধুহঃ সংকর্ষণদামোদরবামনপ্রদ্যুম্নষট্‌কং বিষ্ণুমাধবানিরুদ্ধপুরুষোত্তমাধোক্ষজজনার্দ্দনষট্‌কং গোবিন্দত্রিবিক্রমশ্রীধরহৃষীকেশনৃসিংহাচ্যুতষট্‌কং বাসুদেবনারায়ণপদ্মনাভোপেন্দ্রহরিকৃষ্ণষট্‌কং মূর্ত্তয়ো ভবন্তি তত্র কেশবাদিষণ্মূর্ত্তিষু আদ্যদক্ষিণকরে শঙ্খ এব আদ্যবামকরে চক্রং পদ্মঞ্চ পদ্মং গদা চ চক্রগদাঃ অধোবামকরে গদাচক্রং, চক্রপদ্ম পদ্মানি অধোদক্ষিণকরে পদ্মচক্রগদাপদ্মগদাচক্রাণি বিষ্ণ্বাদিষণ্মূর্ত্তিষু আদ্যবামকরে শঙ্খ এব গোবিন্দাদি ষণ্মূর্ত্তিষু অধোবামকরে শঙ্খ এব বাসুদেবাদি ষণ্মূর্ত্তিষু অধোদক্ষিণকরে শঙ্খ এব অন্যৎ সর্ব্বং প্রাদক্ষিণ্যেন পূর্ব্ববদেব তত্র কেশবঃ স্বর্ণবর্ণঃ॥২১৬॥ মধুহার্জ্জুনবর্ণঃ॥২১৭॥ সংকর্ষণঃ স্বর্ণবর্ণঃ॥২১৮॥ দামোদরঃ ক্ষীরবর্ণঃ॥২১৯॥ বামনো বক্তবর্ণঃ॥২২০॥ পাঞ্চজন্যমিতি চিত্রা বিচিত্রামূর্ত্তির্যস্য সুদর্শনস্য তত্তথা এতচ্চতুষ্টয়ং বিভ্রাণ ইতি শেষঃ প্রদ্যুম্নো বজ্রবর্ণ॥২২১।২২২॥ বিষ্ণুরলক্তবর্ণঃ মাধবো জবাবর্ণঃ॥২২৩॥ অনিরুদ্ধঃ কৃষ্ণবর্ণঃ॥২২৪।২২৫॥ গোবিন্দো মনঃশিলাবর্ণঃ॥২২৬॥ ত্রিবিক্রমঃ নীলপাষাণবর্ণঃ শ্রীধরঃ কুমুদবর্ণঃ॥২২৭॥ হৃষীকেশঃ কাশ্মীরবর্ণঃ॥২২৮।২২৯॥ বাসুদেবঃ স্ফটিকবর্ণঃ নারায়ণঃ ক্ষীরবর্ণঃ॥২৩০॥ পদ্মনাভোঽঞ্জনবর্ণঃ তথাচোক্তং শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈঃ কেশবঃ কণকপ্রভঃ চক্র-

শঙ্খগদাপদ্মৈঃ অর্জ্জুনো মধুসূদনঃ। অর্জ্জুনো ধবলঃ সংকর্ষণোদরাব্জারিগদাভিঃ কণকপ্রভঃ দামোদরঃ শঙ্খগদাচক্রাব্জৈঃ ক্ষীরসন্নিভঃ রক্তশ্চক্রগদাপদ্মদরৈর্বামন উচ্যতে শঙ্খী গদী সাব্জচক্রঃ প্রদ্যুম্নো বজ্রসন্নিভঃ বজ্রং হীরকং সপদ্মশঙ্খারিগদো বিষ্ণুশ্চালক্তসপ্রভঃ মাধবশ্চক্রশঙ্খাব্জগদাহস্তো জবানিভঃ গদী শঙ্খী সাব্জচক্রস্ত্বনিরুদ্ধোঽসিতপ্রভঃ মনঃশিলা গোবিন্দো গদাপদ্মদরাদিভিঃ মনঃশিলাধাতুবিশেষঃ সচক্রশঙ্খাব্জগদো নীলাশ্মাভস্ত্রিবিক্রমঃ শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈঃ শ্রীধবঃ কুমুদপ্রভঃ কাশ্মীরাভো হৃষীকেশঃ সচক্রাব্জদরো গদী কাশ্মীরং কুঙ্কুমং স্ফটিকাভো বাসুদেবঃ শঙ্খার্য্যব্জগদাধরঃ ক্ষীরাভোঽব্জগদাপদ্মচক্রৈর্নারায়ণঃ স্মৃতঃ পদ্মচক্রগদাশঙ্খৈঃ পদ্মনাভোঽঞ্জনদ্যুতিরিতি অন্যেষামপি রূপাণি আগমপুরাণাদিষু দ্রষ্টব্যানি আয়ুধধারণভেদাশ্চ চতুর্ব্বিংশতিষোড়শমূর্ত্ত্যুপাসনাভেদাভিপ্রায়েণ দ্রষ্টব্যাঃ॥ ২৩১—২৩৩॥ পক্ষেতি পক্ষাভ্যাং বিক্ষিপ্তা নিরস্তা বিপক্ষা যেন সঃ ॥২৩৪। ২৩৫॥ রোদসী দ্যাবা পৃথিব্যোরন্তরালং ॥ ২৩৬॥ লোকেতি পুণ্ডরীকাক্ষস্ত্র্যক্ষস্য লোকেত্যাদিবিশেষণবিশিষ্টং বৃষভধ্বজং বৃষভরূপো ধ্বজো বৃষভধ্বজঃ বৃষভো বৃষো ধ্বজো যস্মিন্ রথ ইতি বা তৎ নিরীক্ষ্য দূরাদপি চ দূরাদেব চকারঃ সম্ভ্রমে অভ্যুত্থাতুং অভ্যুত্থানেন গন্তুং মনশ্চক্রে দূরাদেব নিরীক্ষ্যেতি বান্বয়ঃ পঞ্চভির্ব্বিশেষণৈরথং বিশিনষ্টি লোকলোচনেতি কোটিমার্ত্তণ্ডানামিব যঃ প্রদ্যোতঃ প্রকৃষ্টাদ্যুতিস্তেন প্রদ্যোতিতং দিশামাননং মুখং যেন স তথা তং॥ ২৩৭॥ বিমানিনাং দেবানাং বিমানৌঘৈঃ রথসমূহৈঃ পরিত ইতং ব্যাপ্তং গগনাঙ্গণং যস্মৈ স তথা তং॥ ২৩৮—২৪০॥ অসব্যেন দক্ষিণেনেত্যর্থঃ সব্যেনেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ সব্যং দক্ষিণবাময়োরিতিবচনাৎ॥ ২৪১॥ শোভনং দর্শনং জ্ঞানং যস্য স সুদর্শনং॥ ২৪২—২৫১॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিযুক্ষষ্টিতমেঽধ্যায়ে সর্ব্বাঘৌঘবিদারণঃ প্রাদুর্ভাবোঽতিরম্যোঽয়ং বর্ণ্যতে . বার্ষভধ্বজঃ ॥ ১ ॥ প্রবিবেশ মহাদেবঃ পুরীং বারাণসীং শুভামিতি সপ্তপঞ্চাশত্তমেঽধ্যায়ে শ্রুতং বিশ্বেশ্বরং কাশীপ্রবেশং বিস্তরেণ শ্রোতুং কথাশ্রবণজনিতস্বাত্মানং দর্শয়ন্ বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকং তমেব পৃচ্ছতি শ্রুত্বেত্যাদিপঞ্চভিঃ ॥ ১—৫ ॥ ইমমিতি ব্যাসবাক্যং ॥ ৬ । ৭ ॥ দ্বিজেন্দ্রি স বিষ্ণুঃ দ্বিজরাজায় গরুড়ায় শম্ভোরায়ানং আগমনং শংসতে কথয়তে মুদা পারিতোষিকং পরিতোষে জাতে দেয়ং সমদাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ । ৯ ॥ অনূদ্যাতঃ অনুগম্যমান ইত্যর্থঃ পরিবৃত ইতি ক্বচিৎ গণেশমুপসংস্থিতঃ গণেশেন সার্দ্ধং পরং গৃহীতহস্ত ইত্যর্থঃ গণেশেন চ সংবৃত ইত্যপি ক্বচিৎ ॥ ১০ ॥ মজ্জুদ্রুতং ॥ ১১ ॥ প্রণতেন নম্রেণ প্রণম্যৈনমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ১২—১৬ ॥ উপসিংহাসনং সিংহাসনস্য সমীপং ॥ ১৭ ॥ সম্ভাবিতাঃ সম্মানিতাঃ ॥ ১৮ । ১৯ ॥ শতধৃতির্ব্রহ্মা ॥ ২০—২২ ॥ স্বরূপতঃ স্বভাবতঃ অপাকর্ত্তুং অপকারং কর্ত্তুং সৃষ্টিকর্ত্তুস্তব কিমশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অথেতি ॥ ২৩ ॥ মমাজ্ঞয়াকরণান্নদোষ ইতি চেত্তত্রাহ বিভোরপীতি ॥ ২৪ ॥ তথাপ্যস্মৎকার্য্যগৌরবেণ রাজবিরুদ্ধেন ভাব্যমিতি চেত্তত্রাহ ক ইতি ॥ ২৫—২৭ ॥ অপরাধসহস্রাণি কৃত্বাপীতিশেষঃ ॥ ২৮—৩০ ॥ উচ্ছ্বসিতং অপরাধজং ভয়ং ত্যক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ ইতস্বৎ সকাশাৎ কুতঃ উপধিশ্ছলরূপ উপায়ো যেন সচাকিঞ্চিদিতি বিরুদ্ধালঙ্কারঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥ স্বরং সূর্য্যং ॥ ৩৯—৪৩ ॥

ভর্গস্যেশ্বরস্য গর্ভস্যেতিপাঠে গর্ভস্য মহাদেববাহস্যেতি যাবৎ ॥ ৪৪ ॥ তদূধাংসি তাসাং ক্ষীরাশয়াঃ পয়োধরাশ্চ স্তনাঃ ঊধাংসীতিপঞ্চম্যর্থে বা ॥ ৪৫ ॥ স হ্রদঃ পয়ঃ পয়োধিরিব ক্ষীরাব্ধিরিব ঐক্ষি দৃষ্টঃ ॥ ৪৬—৫৬ ॥ অমা অমাবস্যা গয়াপুষ্করাভ্যাং ॥ ৫৭ ॥ কৃত্যাভাবে হেতুমাহ গদাধরেতি ফল্গুর্নদী ॥ ॥ ৫৮—৬১ ॥ কৃতং কৃত্যং কার্য্যমাত্রং যয়া সা কৃতকৃত্যা কৃতকৃত্যেত্যত্র ঘৃতকুল্যেতি ক্বচিৎ ঘৃতকুল্যাং নির্ব্বাপত ইত্যগ্রে দর্শনাৎ ॥ ৬২—৬৬ ॥ রো-

ধসি তীরে॥ ৬৭—৭২॥ ঘৃতকুল্যামিতি ঘৃতকুল্যায়ামিত্যর্থঃ নির্ব্বাপতপ্রদানাৎ পিণ্ডানামিতিশেষঃ॥ ৭৩—৮৩॥ বারাণস্যা মধ্যে মধ্যে বারাণসী দীর্ঘান্তপাঠে বারাণস্যাং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ মধ্য ইত্যর্থাত্তস্যা এব নরৈর্যতোঽদর্শীত্যন্বয়ঃ॥ ৮৪—৮৬॥ ইতীতি কুমারবাক্যং॥ ৮৭॥ কণ্ঠীরবাঃ সিংহাঃ তে চাদ্যপ্রকৃত্যাদ্যাঃ উক্ষাং বলীবর্দ্ধানামষ্টকং॥ ৮৮॥ ধাতুতত্ত্বং ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিশুক্রা ইতি ধাত্বষ্টকং ইভা দিগ্‌গজাঃ হয়া ইত্যত্র চিত্তাহঙ্কারবুদ্ধিপঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি যদ্বা অন্তঃকরণচতুষ্টয়মুপবেদচতুষ্টয়ঞ্চ বিবক্ষিতং কশা অশ্বপ্রচোদিনী মনোবৃত্তিঃ সা পাণৌ যস্য তন্মনস্তথা বিবেক্য বিবেকিভেদান্মনসোরপৌনরুক্তং॥ ৮৯॥ গঙ্গাযমুনয়োরীষে গঙ্গাযমুনে রথস্য দণ্ডে ইত্যর্থঃ চক্রে প্রতিচক্রং পবনদেবতাধিষ্ঠাত্রীদেবতেত্যর্থঃ চক্রয়োঃ স্বরূপমাহ সায়মিতি॥ ৯০॥ অহীনাং কুলে জাতা আহেয়াঃ উপনায়কারথবন্ধনানীত্যর্থঃ রথগুপ্তয়ো বরূথাঃ ধূর্যানমুখং অঙ্গানি শিক্ষাদীনি মকরতুণ্ডো মকরাকারতুণ্ডঃ শৈলাদিনেতি স্কন্দোক্তিঃ॥ ৯১—৯৫॥ তদেব মাতৃভির্ব্রহ্মাণীত্যাদিভিঃ তথাচ বক্ষ্যতি ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রৌদ্রী বারাহী নারসিংহিকা কৌমারী অপি মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা চৈব চণ্ডিকেতি জয়েত্যাদিভির্বা তথাচ বাশিষ্ঠে জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী চাপরাজিতা সিদ্ধারক্তালম্বুষা চ উৎপলা চেতি দেবতেতি॥ ৯৬—৯৮॥ কোট্যযুতদ্বয়ং বিংশতিসহস্রকোট্য ইত্যর্থঃ॥ ৯৯—১০৩॥ নিযুতানি লক্ষাণি॥ ১০৪॥ শোভনানি পর্ণানি যেষাং তে সুপর্ণাঃ গরুড়বংশীয়া বা পক্ষিণ ইত্যর্থঃ॥ ১০৫॥ নানারত্নোপদপ্রদাঃ রত্নান্যেব উপদীয়ন্ত ইত্যুপদাস্যুপঢৌকণানি তৎপ্রদাঃ পঞ্চাযুতানি পঞ্চাশৎসহস্রাণি॥১০৬—১০৮॥ মুদাং মুদঃ পরমার্থানন্দাস্তাসাং ইত্যর্থঃ ত্রিবিষ্টপসমুৎকটাং স্বর্গাদপ্যুৎকটাং ১০৯—১১৬॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ত্রিযুক্ষষ্টিতমেঽধ্যায়ে পরমপাবনী [জ্যৈষ্ঠেশজৈগীষব্যাদিকথাপ্রস্তূয়তেঽদ্ভুতা॥ ১। ২॥ নিরীক্ষিতঃ জ্ঞাতঃ॥ ৩॥ অনেহসঙ্কালং যযৌ যযেঃ পরস্মৈ পদমার্ষং॥ ৪—১৬॥ নিত্যং পদমিত্যন্বয়ঃ॥ ১৭—২৪॥ সুবৃংহিণা শোভনবৃদ্ধিহেতুনা॥ ২৫—৩০॥ শালূরো ভেকঃ॥ ৩১॥ পদ্যৈঃ সার্দ্ধচতুস্ত্রিংশৈঃ সোমং সোমকলাধরং অস্তৌন্নিরুদারাত্মা সগুণাভেদতঃ শিবায় সুখরূপায় শুভাত্মনে মঙ্গলস্বরূপায় শুভঃ আত্মা যস্মাত্তস্মাদ্রতি র্বা জগদানন্দকন্দায় জগতি য আনন্দঃ সুখং তস্য কন্দায় মূলায় কারণায়েত্যেতৎ স এষ পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রা উপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ॥ ৩২॥ বিধয়ে চতুরাননায় ভাগ্যস্বরূপায়েতি বা॥ ৩৩। ৩৪॥ ত্রৈলোক্যকাম্যায় ত্রৈলোক্যানাং কাম্যা যস্মাত্তৈর্বা কাম্যত ইতি তথা তস্মৈ শেষাঙ্গদায় অনন্তবলয়ায় শেষাঙ্গদায়িনে ইতিপাঠে অনন্তবাহুবলয়ং অয়িতুং প্রাপ্তুং শীলং যস্য স তথা তস্মৈ॥৩৫—৩৭॥ কালকালায় কালস্যাপি মারকায়েত্যর্থঃ সকালকাল ইতি শ্রুতেঃ কালমূষকঃ কালভক্ষক ইতি স্মৃতেশ্চ॥ ৩৮॥ নারায়ণগাত্রে খণ্ডিতঃ কুণ্ঠিতঃ পরশুঃ কুঠারো যস্য স তথা তৎসম্বোধনং হে খণ্ডপরশো খেটকং চর্ম্ম॥ ৩৯—৪১॥ জীবয়তীতি জীব ঈশ্বরস্তস্মৈ ক্ষেত্রজ্ঞায়েতি বা তে তুভ্যং জীবায় জীবাত্তব ইতি পাঠে জীবনৌষধায় জঞ্জপূকং পাপং তদাদিহারিণে আদিশব্দেনাজ্ঞানং গৃহ্যতে জঞ্জপূকৌঘহারিণ ইতি পাঠঃ জঞ্জপূকেতি চ পাঠদ্বয়েঽপি স এবার্থঃ জঞ্জপূকো জয়নশীলঃ॥ ৪২—৫০॥ পরাদব্যক্তাৎ পরায় তৎপ্রবর্ত্তকায় পারয়তীতি পারস্তস্মৈ প্রলয়াবধিভূতায়েতি বা পরা পরাভ্যাং কার্য্যকারণাভ্যাং পরায় ভিন্নায়॥ ৫১—৫৩॥ যজ্ঞারয়ে দক্ষযজ্ঞহন্ত্রে দক্ষযজ্ঞরক্ষাং কর্ত্তুং মৃগরূপং ধৃত্বা তত্রৈব পলায়তো বিষ্ণোর্বা শত্রবে যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ যক্ষরাজঃ কুবেরঃ যজ্ঞরাজেতি পাঠে যজ্ঞরাজোঽশ্বমেধঃ॥ ৫৪॥ যাবজূকায় যাজ্ঞিকায় কং কুৎসিতং রুদ্রোদনন্দ্রাবয়তীতি কদ্রুদস্তস্মৈ রময়তীতি রামস্তস্মৈ রমাপ্রদেতি বা পাঠঃ॥ ৫৫॥ শাশ্বত তে

শাশ্বত শশিভৃতেশায়েত্যেকং পদম্ ॥ ৫৬। ৫৭ ॥ ইড়া পৃথ্বী ॥ ৫৮—৬৬ ॥ উবাচ চেতি চকারেণাদরঃ সূচিতঃ ॥ ৬৭—৮৩ ॥ শিবযোগিনঃ শিববিষ্ণো-রভেদদর্শিনঃ ॥ ৮৪—৯০ ॥ উপসর্গা আধ্যাত্মিকাদ্যুপদ্রবাঃ ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

চতুঃষষ্টিতমেঽধ্যায়ে কাশ্যাঃ ক্ষেত্রনিবাসিনাং প্রবতঃ কথয়ামাস রহস্যা-ন্যদ্রিজাধবঃ ॥ ১ ॥ দদর্শ ব্রাহ্মণাংস্তত্র সমেতান্ ক্ষেত্রবাসিনঃ ইত্যুক্তং জ্যেষ্ঠেশাদিলিঙ্গানি চ প্রাদুর্ভূতানীত্যুক্তং তত্র তান্ দৃষ্ট্বা ভগবতা কিমপৃচ্ছি অন্যানি চ কানি লিঙ্গানি তত্র ভবন ইতি পৃচ্ছতি দৃষ্ট্বেতি ভূদেবতাঃ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ১—৩ ॥ উপাকৃতাঃ উপরতাঃ উপারতা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ অবিরতং সততং ॥ ৪ ॥ খাতং খাতং খাত্বা খাত্বেত্যর্থঃ খাত্বা খাত্বেতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৫ ॥ স্থাপ্য স্থাপয়িত্বা ॥ ৬ ॥ শতরুদ্রিয়জাপিনঃ ॥ ৭ ॥ আস্বর্বভূবুঃ আ-নন্দমেদুরাঃ আনন্দস্নিগ্ধাঃ আন্তরানন্দমেদুরা ইতি ক্বচিৎ ॥ ৮। ৯ ॥ অযুতো-ন্মিতাং দশসহস্রাণি ॥ ১০ ॥ একাদশশতাধিকং শতং দ্বিশতাধিকসহস্রমি-ত্যর্থঃ ॥ ১১। ১২ ॥ অযুতার্দ্ধকং পঞ্চসহস্রাণি ॥ ১৩ ॥ আয়াসিষুরাগতবন্তঃ ॥ ১৪—১৬ ॥ নবতিঃ সশতত্রয়া নবত্যধিকা শতত্রয়ীত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ সাগ্রং শতং কিঞ্চিদধিকং শতমিত্যর্থঃ সপাদশতস্বা দ্বিশতীসশতত্রয়া পঞ্চশতী-ত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৪ ॥ সার্দ্রেতি ব্রাহ্মণৈর্মঙ্গলসূক্তৈঃ পুনঃ পুনঃ স্তুতঃ প্রণত-স্তেভ্যো দত্তাভয়ঃ শম্ভুঃ কুশলং পপ্রচ্ছেতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ চতুর্ভির্বিশেষণৈ-ব্রাহ্মণান্ বিশিনষ্টি সার্দ্রেত্যাদিনা ॥ ২৫—২৭ ॥ নন্বক্ষিসন্নিকৃষ্টং বস্তু নয়ন-গোচরং ভবত্যেব কিমাশ্চর্য্যং তত্রাহুঃ যৎস্বরূপং শ্রুতয়ো ন বিদুরিতি পরমা-র্থতঃ মুখ্যয়া বৃত্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ২৯। ৩০ ॥ আশীবিষাঙ্গদং সর্পবাহুবলয়ং ॥ ৩১ ॥ গর্ভরক্ষামণির্গর্ভনাশকো মণিরিত্যর্থঃ মন্ত্রশ্চ যদ্বা কাশীতিবর্ণদ্বয়াত্মকো যো মন্ত্রঃ স গর্ভরক্ষামণিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ নির্নিতরাং জরা যস্যাং সা তথা নির্জ্জরী

নৈর্জরীত্বাপলক্ষণং ষড়্‌ভাববিকাররহিতামিত্যর্থঃ সুধৈবামৃতাবস্থৈব মোক্ষাবস্থৈবেতি যাবৎ ॥ ৩২—৩৬ ॥ বীজাক্ষরযুগং তত্র ককারঃ কামবীজং শকারঃ শ্রীবীজমিতি বিবেক্তব্যং ॥ ৩৭—৩৯ ॥ ক্ষেত্রভক্তিবিবৃংহিতং ক্ষেত্রভক্ত্যা-বিশেষেণবর্দ্ধিতং তৎ প্রতিপাদকমিত্যর্থঃ॥ ৪০ ॥ ন কেবলং তুতোষ প্রোবাচ চেতি চকারার্থঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥ বিরোধিতঃ বিরোধং প্রাপিতঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥ নিবসন্তীতি ভিন্নং ভিন্নং বাক্যং ॥ ৪৬ ॥ মমলিঙ্গধরা বৈদিকত্রিপুণ্ড্রাদিধা-রিণঃ ॥ ৪৭ ॥ উক্তমর্থং ব্যতিরেকেণ দর্শয়তি নিবসন্তীতি ন নিবসন্তীত্যগ্রিমো ন করোঽনুষজ্যতে একবাক্যত্বে অভক্তেভ্যোঽপি ভক্তেভ্যঃ স্থিতো মুক্তিং সমাদিশেতি বিষ্ণুপ্রার্থনানন্তরং ভক্তানামপ্যভক্তানাং পুণ্যপাপরতানামপি মুক্তিং দাস্যামি সর্ব্বেষাং ভক্তানামেব সা নহীত্যাদি বিশ্বেশবচনব্যাকোপাৎ কীটাদ্য মুক্তিপ্রসঙ্গাচ্চ ॥ ৪৮ । ৪৯ ॥

মোক্ষলক্ষ্মীরিতি যেভ্যঃ স্বর্লক্ষ্মীং কাঙ্ক্ষমাণেভ্য ইত্যুভয়ত্র রুচিধাতুযোগাৎ ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী পতিতাঃ সংসারসাগর ইতিশেষঃ যদ্বা পতিতাঃ সঙ্করজা ইত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥ প্রাপ্যেতি ভক্ত্যাভাবে কাশীত্যাগপ্রসক্তে মুক্তেরপ্যভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ধন্যা ইতি যদিতি যেষাং যুষ্মাকং চেতসো বৃত্তেঃ অন্তঃকরণ-জ্ঞানাৎ অহং ন দূরে কাশিকা চ ন দূরে ইত্যর্থঃ বৃত্তেরিতি ক্বচিৎ ॥৫৫—৫৭॥ ভবতাপহৃদিতি কাশীবিশেষণং বিশ্বেশ্বরসম্বোধনম্বা ॥ ৫৮—৬১ ॥ প্রতিনিধিঃ প্রতিরূপম্ ॥ ৬২—৬৪ ॥ দামোদানং দয়েত্যত্র কর্ত্তব্যমিতি সামান্যনির্দ্দেশঃ ॥ ৬৫—৬৭ ॥ অন্যত্র পুণ্যক্ষেত্রে তদুক্তং যত্র কুত্র কৃতং পাপং গঙ্গাতীরে বিনশ্যতি গঙ্গাতীরে কৃতং পাপং গঙ্গায়াঞ্চ প্রণশ্যতি গঙ্গায়াঞ্চ কৃতং পাপং পুণ্যক্ষেত্রে বিনশ্যতি পুণ্যক্ষেত্রে কৃতং পাপং বারাণস্যাং প্রণশ্যতি অন্যৎ সমানং ॥ ৬৮ ॥ পিশাচেতি যদি পৈশাচ্যনরকাবহং পাপং বহিরন্তর্গেহাদ্বহিঃ কাশ্যাং কৃতং ভবেৎ তেন পাপেন পৈশাচনরকপ্রাপ্তিরন্তর্গেহে গচ্ছত্যেব ন ভবত্যেবেত্যর্থঃ এতেনোপপাতকমেব কাশ্যাং কৃতং অন্তর্গেহে নশ্যতি ন. মহাপাতকমিতি নিরস্তং যদ্বা পিশাচনরকপ্রাপ্তিঃ পুরুষঃ বহিঃ কাশ্যাং বহি-র্গচ্ছত্যেব পুনর্নায়াতীত্যর্থঃ তদা কাশ্যাং কৃতং যৎ পাপং কল্পকোটিভিরপি তৎ পাপং তেন ভুজ্যতে ন সমাপ্যতে তাবতা কালেনাপি তৎ পাপং ন নশ্য-তীত্যর্থঃ তদ্বহির্মৃতবিষয়ং যদ্বা অন্তর্গেহে কৃতপাপে যদি বহির্গচ্ছতি তদা তস্য

পিশাচনরকপ্রাপ্তির্ভবত্যেব কিয়ৎকালং ভবতি তত্রাহ ন কল্পেতি ॥ ৬৯ ॥ তর্হি অত্রস্থিতস্য কা গতিস্তত্রাহ কিংস্থিতি কাশ্যামন্তর্গেহে কিং তর্হি কিমন্তর্গেহকৃতপাপানামিহান্যত্র তন্নুত্যজাং পৈশাচ্যনরকপ্রাপ্তৌ সাম্যমেব নেত্যাহ অত্রেতি অত্র কাশ্যাং মৃতানামিতিশেষঃ অযুতত্রয়ত্রিংশৎসহস্রদিব্যবর্ষাণি ॥ ৭০। ৭১ ॥ অথ রুদ্রপিশাচভোগানন্তরং তেন জ্ঞানেন সম্প্রাপ্তে সম্যগ্ভোগান্তে তেন জ্ঞানেঽথ সম্প্রাপ্ত ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৭২ ॥

এবং কাশ্যাং মৃতানাং পাপিনাং গতিং বিধায়ান্যত্র মৃতানাং তেষাং গতিমাহ দুষ্কৃতানীত্যারভ্য তস্মাদিত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন ॥ ৭৩। ৭৪ ॥ অনূপপ্রায়াং জলপ্রায়াং ॥ ৭৫—৮৫ ॥ যস্মাদেবং তস্মাদিত্যুপসংহারঃ ॥ ৮৬ ॥ নাবিমুক্ত ইতি অবিমুক্তে মৃতঃ কিল্বিষী যত্র কুত্রাপীতিশেষঃ নরকং ন যাতি নর ইতি পাঠে মরণপর্য্যন্তং নিবসন্নিতি শেষঃ তত্র হেতুমাহ মমেতি গচ্ছত্যেব পরাঙ্গতিমিত্যুক্তক্রমেণেত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ অশনমেব আশনং ন আশনমনাশনং অনাশকমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৮৮—১০২ ॥ ন্যায়ৈর্জর্ন্যায়মার্গাজ্জাতৈঃ পাঠান্তরেপ্যয়মেবার্থঃ ॥ ১০৩ ॥ পুমর্থেন স্থিতেহের্তোঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়েন স্থিতের্বসতেনির্মিত্তত্বাৎ ব্রাহ্মণা হে ব্রাহ্মণাঃ ॥ ১০৪—১০৬ ॥ অশ্মনা পাষাণেন ॥ ১০৭—১০৯ ॥ কাকিন্যাং বিশন্তি বরাটিকায়াং ॥ ১১০—১১৯ ॥ বাড়বাঃ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ১২০ ॥ সমর্চ্চিষুঃ সম্যগর্চ্চয়ামাসুঃ ॥ ১২১। ১২২ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশরেশ্বরাদীনাং কন্দুকেশাদিসংযুজাং পঞ্চষষ্টিতমেঽধ্যায়ে মহিমা বর্ণ্যতেদ্ভুতঃ ॥ ১—৮ ॥ লিঙ্গং মাদ্রীশ্বরমিতি ঝিণ্টীশ্বরমিতি ক্বচিৎ আদীশ্বরমিতি চান্যত্র ॥ ৯—১৪ ॥ নিরূপিতং স্থাপিতং ॥ ১৫—১৯ ॥ স্মরণাদিতি স্মরণাদিত্যাদীনাং পঞ্চানাং এতেষাং শুভলিঙ্গানামিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ২০—২২ ॥ স্বৈরমিতি মহেশিতুঃ শিবা শক্তিরূপা পার্ব্বতীত্যর্থঃ কন্দুকলীলয়া গেন্দুকক্রীড়য়া চিক্রীড়বিষ্ণতবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ কিং কুর্ব্বতী উৎ উর্দ্ধং অঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি উদঞ্চন্তি অধো অঞ্চন্তীতি ন্যঞ্চন্তি উদঞ্চন্তি চ তানি ন্যঞ্চন্তি চেতি

উদঞ্চন্ত্যঞ্চন্তি চ তানি অঙ্গানি চেতি উদঞ্চন্ত্যঞ্চদঙ্গানি তৈষাং লাঘবং লঘুত্বং লঘিমানং পরিতন্বতী পরিতো বিস্তারয়ন্তীনিঃ শ্বাসেতি মৃড়ানী বিদলোৎপলাভ্যাং দানবাভ্যাং দদৃশে ইতি পঞ্চমে নান্বয়ঃ মৃড়ানীং বিশিনষ্টি নিঃশ্বাসেতি ত্রয়েণ নিশ্বাসামোদেন মিলিতৈর্ভ্রমরৈরাকুলিতে ঈক্ষণে যস্যাঃ সা ॥ ২৪ ॥ ভ্রস্যদ্ভির্দ্ধম্মিল্লসন্মাল্যৈঃ স্থপুটীকৃতা আচ্ছাদিতা ভূমির্যয়া সা তথা স্বিদ্যদ্ভ্যাং স্বেদমুঞ্চিরদ্ভ্যাং কপোলাভ্যাং পত্রাভ্যাং স্রবদ্ভিরম্বুকণৈরুজ্জ্বলা দেদীপ্যমানা ॥ ২৫ ॥ স্ফুটতোঃ সঞ্চলতোশ্চোলাংশুকয়োঃ কঞ্চুকপরিধানবস্ত্রয়োরত্যন্তং সূক্ষ্ময়োঃ পস্থানশ্ছিদ্রাণি তেষু নির্য্যন্তো নির্গচ্ছন্তো যা অঙ্গপ্রভাস্তাভিরাবৃতা ব্যাপ্তা উল্লসতঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছতঃ কন্দুকস্য যৎ আস্ফালনং করে পতনং তেনাতিশোণিতং করাম্বুজং যস্যাঃ সা তথা ॥ ২৬ ॥ কন্দুকানুগাযাসতী দৃষ্টির্যয়া নর্ত্তিতং ভ্রূলতায়া অঞ্চলং প্রান্তভাগো যয়া সা ॥ ২৭—২৯ ॥

বিষমেষুঃ কামঃ ॥ ৩০—৩৪ ॥ বৃন্তাৎ প্রসববন্ধনাৎ ফলে তালফলে দম্ভোলিনা বজ্রেণ ॥ ৩৫—৪৫ ॥ দুন্দুভেরিব নিহ্রাদঃ শব্দো যস্য সঃ দুন্দুভিনিহ্রাদঃ এতন্নামা ॥ ৪৬—৫০ ॥ শততন্তবো যাগাঃ ॥ ৫১—৫৬ ॥ অদ্যাঃ ভক্ষ্যাঃ ॥ ৫৭ ॥ ইতীতি কাশীং প্রাপ্য সর্ব্বভূতরক্ষৈবোচিতাহয়ন্তু কাশীং প্রাপ্যাপি দ্বিজানবধীদিত্যপি শব্দার্থঃ তত্র হেতুদ্বয়মাহ মতিং কৃত্বা কুলোচিতাং দুর্বৃত্ত ইতি চ ॥ ৫৮। ৫৯ ॥ যাদোরূপী কুম্ভীরাদিরূপী ॥ ৬০। ৬১ ॥ প্রবেশং নির্গমঞ্চ স্বাত্মনঃ উটজানাঞ্চেতি চকারেণ মঠাদয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ৬২ ॥ কীকসমস্থি ॥ ৬৩ ॥ একো মুখ্যঃ ॥ ৬৪। ৬৫ ॥ কৃতাস্ত্রমন্ত্রেণ অস্ত্রায়ফট্ ইতি মন্ত্রেণ অস্ত্ররূপেণ মন্ত্রেণ বান্যাসো যেন তং কৃতাস্ত্রমন্ত্রবিন্যাশং ॥ ৬৬—৬৭ ॥ আদিৎসতি আদাতুমিচ্ছতি ভক্তমিতি শেষঃ ॥ ৬৮—৭০ ॥ পঞ্চাস্যং ব্যাঘ্রং মুখবৎ করচরণা অপ্যস্য নরতুরগাদিবিদারণসমর্থা ইতি তৈঃ সহ পঞ্চাস্য ইতি ব্যুৎপত্তেঃ স চ তেনৈব রূপেণ ব্যাঘ্ররূপেণ অত্যার্ত্তং যথাস্যাত্তথা অরটৎ শব্দং কৃতবান্ স তেন মুষ্টিঘাতেনেতি ক্বচিৎ ॥ ৭১—৭৪ ॥ প্রত্যূহান্ মৃত্যোঃ ॥ ৭৫। ৭৬ ॥ নোহস্মান্ ॥ ৭৭—৮২ ॥ কিঙ্করাঃ যমদূতাঃ যামাদেববিশেষা গণা বা ॥ ৮৩—৮৬ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্‌ভিঃ ষষ্টিতমেঽধ্যায়ে সর্ব্বাশ্চর্য্যমনোহরে শৈলেশ্বরাদিলিঙ্গানাং নির্ণীতির্বর্ণ্যতে স্ফুটা ॥ ১ ॥ জ্যেষ্ঠেশ্বরস্য পরিতো যানি লিঙ্গানীত্যুক্তং তত্রাতীতে অধ্যায়ে কানিচিদুক্ত্বা অবশিষ্টানি বক্তুং প্রক্রমতে জ্যেষ্ঠেতি ॥ ১ । ২ ॥ অপ্‌সরসেশ্বরমিতি অদন্তত্বমার্ষং ॥ ৩—১৪ ॥ মহন্মুণ্ডং যস্যাঃ সা মহামুণ্ডেতি ক্বচিৎ ॥ ১৫—২৬ ॥ পুরূরবেশ্বরমিতি সলোপ আর্ষঃ ॥ ২৭—২৯ ॥ পূজ্যেষ্টসিদ্ধয়ে পূজ্যা পূজিতাসতী ইষ্টসিদ্ধয়ে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ হুণ্ডনেত্যত্র কুণ্ডনেতি ক্বচিৎ বিধত্তঃ কুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ । ৩২ ॥ শৈলেশোৎপত্তিং কথয়িষ্যন্নগস্তিং সাবধানয়তি ইল্বলেতি ॥ ৩৩ ॥ অদ্রীন্দ্রং হিমবন্তং মেনা পিতৃণাং মানসীকন্যা হিমবতো ভার্য্যা তথাচ হরিবংশে সনাতনলোকস্থান্ পিতৃগণানুপক্রম্য এতেষাং মানসীকন্যামেনা মম মহাগিরেঃ পত্নী হিমবতঃ শ্রেষ্ঠা যস্যাং মৈনাক উচ্যতে ইতি ॥ ৩৪—৩৬ ॥ গৌরীবিরহসন্তাপেনাহ অষ্টৌ যা ইতি হে প্রিয় স্বামিন্ অষ্টৌ যা ব্রাহ্মী প্রভৃতয়ঃ ব্রাহ্মী প্রমুখা মাতরো দৃষ্টাঃ তাশ্চ বক্ষ্যতি ব্রহ্মাণীবৈষ্ণবীরৌদ্রীবারাহীনারসিংহিকা কৌমারী চাপি মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা চৈব চণ্ডিকেতি স্বস্বরূপাঃ স্বঃ সুখং স্বরূপং যাসাং তাঃ সুখস্বরূপিণ্য ইত্যর্থঃ ইত্যহং মন্যে অন্যা বালিকাঃ কন্যকাস্তাঃ পিত্রাদীনাং দুঃখহেতবঃ দুঃখদা ইত্যর্থঃ তথাচ প্রাকৃতং বাক্যং জাতেতি কন্যা প্রথমেঽতিশোকঃ কস্মৈ দদামীতি মহান্‌বিতর্কঃ দত্ত্বা যদা তদ্দাগমেনেতি কষ্টং কন্যাপিতৃণাং খলু দুঃখহেতুরিতি যদ্বা অষ্টৌ যা মাতরো ময়া দৃষ্টাস্তাবালিকায়া গৌর্য্যাঃ কষ্টহেতবঃ ইত্যহং মন্যে তত্রহেতুঃ সুখরূপাঃ অতীবরূপবত্যঃ তদ্রূপদর্শিতঃ শঙ্কর উমাং নাদ্রিয়েতেতিশঙ্কার্থঃ দুরাধর্ষা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রকৃতায়া উমায়া দুঃখহেতুত্বং প্রকটয়ন্তী অর্থাজ্জগদীশ্বরং স্তৌত্যর্দ্ধেন তস্য শূলিনঃ কোপ্যন্যো নাস্তীত্যন্বয়ঃ অনেন সজাতীয়ভেদাভাবোধ্বনিতঃ একস্যেতি বিজাতীয়ভেদাভাবঃ অদ্বিতীয়স্যেতি স্বগতভেদাভাবশ্চ তথাচ শ্রুতিঃ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি পক্ষান্তরেঽন্যো নাস্তীত্যত্রহেতুমাহ একস্যেতি অস্মিন্ গ্রামে একএব পুরুষঃ ইতি বদেকশব্দস্য মুখ্যার্থত্বমিত্যাশঙ্কায়া

মাহ অদ্বিতীয়স্যেতি তদুদন্তপ্রবৃত্ত্যৈ তস্য শূলিনো জামাতুর্জ্জানার্থং জামাতু-বৃত্তান্তজ্ঞানে কন্যকায়ামপি বৃত্তান্তো জ্ঞাত এবেত্যাশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ সাস্রং অস্র সহিতং যথা ভবতি তথা সাক্রন্দমিত্যেতৎ উমাবাৎসল্যসন্নগীঃ উমায়া বাৎ-সল্যেন স্নেহেন সন্না অবরুদ্ধা গদ্গদাঃ গিরো যস্য স তথা ॥ ৩৯॥ প্রেমস্নেহঃ বাধতে মামিতি শেষঃ কথম্ভূতং মাং তদদৃষ্ট্যগ্নিদূষিতং তস্যা উমায়া অদৃষ্টি-রদর্শনং সৈবাগ্নিস্তেন দূষিতং সন্তাপিতং ॥ ৪০ ॥ পদ্মসদ্মালক্ষ্মীঃ সদ্যঃ পদ্মেতি ক্বচিৎ পাঠঃ সদ্যঃ পদ্মাপি নির্যযাবিতি পাঠে অতিশব্দাদ্ গৃহসৌখ্যমপি গত-মিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ তদেতি হে প্রিয়ে হে প্রাণেশ্বরি তদারভ্য তস্যা উমায়া গমনমারভ্য মম মে শব্দগ্রহৌ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে শব্দান্তরগ্রহৌ নৈত্যন্বয়ঃ কথম্ভূতৌ তদালাপমৃতধয়ৌ উমাবাক্যসুধাং পিবন্তৌ অয়ং ভাবঃ যথা পীতামৃতস্যান্য-পানে নেচ্ছোদেতি তথা পীত তদ্বাক্যামৃতস্য মম শব্দান্তরে নেচ্ছোল্লসতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ জৈবেতি অহো ইতি খেদে যতোঽহ্নঃ যস্মাদ্দিবসাদারভ্য জৈবাতৃক-শ্চন্দ্রস্তস্যেয়ং জৈবাতৃকী চন্দ্রজ্যোৎস্না তত্তুল্যা গৌরী মম দৃশোর্নেত্রয়োর্দূরী-ভূতাস্যাৎ অভবৎ ততোঽহ্নস্তস্মাদ্দিনাদারভ্য জৈবাতৃকীজ্যোৎস্না চান্দ্রমসী কৌমুদী মাং অতিদুনোতি উপতাপয়তীত্যর্থঃ সুখদাপি চন্দ্রিকা উমা বিশ্লেষান্ মম দুঃখদাভাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ শুভলগ্নবলোদয়ে শুভলগ্নবলস্যোদয়েসতী-ত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা দায়রত্নানীত্যুক্তং তত্র পৃচ্ছতি কানি কানি চেতি কানি কানীতি সংখ্যেয়জাতি বিষয়ে প্রশ্নঃ কিয়ন্তীতি সংখ্যানবিষয়ে ॥ ৪৫ ॥ তদুভয়ং দর্শয়তি তুলেতি তুলাপল শতং যদাহামরঃ তুলাস্ত্রিয়াং পলশতমিতি-মুক্তা ফলানাং মৌক্তিকফলানাং যদাহামরঃ অথ মৌক্তিকং মুক্তেতি হীর-কাণাং বজ্রাণাং হীরা ইতি লোকে প্রসিদ্ধানাং কথম্ভূতানাং বারিতরাণাং বার্য্ ইতঃ প্রাপ্তঃ রঃপ্রকাশো যৈস্তে বারিতরাস্তেষাং জলোদ্ভবত্বেন অতি শুভ্রাণাং শ্বেতানামিত্যর্থঃ যদ্বা বারিষু তরন্তি প্লবন্তীতি বারিতরাঃ নবলক্ষা-ধিকং তুলাশতমিত্যন্বয়ঃ ষড়স্রাণাং ষট্ কোণানাং সুতেজসামিতি ষড়স্রাণাং বিশেষণং ॥ ৪৬ ॥

বিদূরাণাং বিশেষণঞ্চ বিমলবর্চ্চসামিতি পদ্মরাগাণাং শোণরত্নানাং যদা-হামরঃ শোণরত্নং লোহিতকং পদ্মরাগাণাং শোণরত্নানাং যদাহামরঃ শোণরত্নং লোহিতকং পদ্মরাগ ইতি ॥ ৪৭। পুষ্পরাগতুলালক্ষং রত্নবিশেষণং পলশত-

সহস্রং ॥ ৪৮ ॥ গোমেদরত্নানাং পীতবর্ণরত্নানামিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ গরুড়োদ্গাররত্নানাং গারুত্মতানাং হরিন্মণীনামিতি যাবৎ যদাহামরঃ গারুত্মতং মরকতমশ্মগর্ভহরিন্মণিরিতি শুদ্ধবিদ্রুমরত্নানাং নির্ম্মলপ্রবালরত্নানামিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ অষ্টাঙ্গভরণানাং শিরোললাটঘ্রাণশ্রোত্রগ্রীবাহস্তকটিচরণদেয়ানাং ॥ ৫১—৫৩ ॥ কাশীং বিশিনষ্টি অনেকেতি ত্রিভিঃ খচিতাখিলভূমিকাং ব্যাপ্তাঽখিলস্থানকাং নানেতি অনেকপ্রাসাদমাণিক্যজ্যোতির্ভিস্ততং ব্যাপ্তং ততং অম্বরমাকাশং যয়াতাং ॥ ৫৪ ॥ সৌধানামগ্রে উপরি বিবিধাযে স্বর্ণকলশাস্তৈরুজ্জ্বলমতিপ্রকাশমানং দিশাং মুখং যস্যাং তাং জয়ন্তী বৈজয়ন্তীনাং তত্তন্নামপতাকাবিশেষাণাং নিকরৈঃ কৃত্বা ত্রিদিবস্থলীমিবেতি লুপ্তোপমা ॥ ৫৫ ॥ মহাসিদ্ধ্যষ্টকং অণিমাদি পদ্মাদি বা সর্ব্বফলানাং মবনং পালনং যেষু তৈর্বনৈঃ সর্ব্বফলসমৃদ্ধৈরিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ । ৫৭ ॥ তটেযূচ্চপ্রদেশেষু গঙ্গাতীরেষ্বিতি বা ॥ ৫৮ ॥ উচ্ছলৎ প্রস্ফুরৎ চারু সুন্দরঞ্চ রোচির্দীপ্তির্যেষাং তেষাং জটিলিতং সম্বলিতং ॥ ৫৯ । ৬০ ॥ অপি বৈকুণ্ঠভবনে তত্রাপি ন ইতরস্য ভবনে কা কথা তাদৃক্ সমৃদ্ধির্নাস্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ কার্পটিকঃ কাষায়বস্ত্রধারীমচ্ছদ্মবিশেষঃ ॥ ৬২ ॥ হংহো ইত্যব্যয়ং সম্বোধনে অধ্যাস্ব অধিতিষ্ঠস্ব পুরোদন্তং স্বসম্বন্ধিপুরং অবিমুক্তং তস্যোদন্তং বৃত্তান্তং আখ্যাহি কথয় ইহ স্বপুরে অপূর্ব্বঞ্চ কিং তদপ্যাখ্যাহীত্যর্থঃ কিমপূর্ব্বমিতি স্বপুরেত্যস্য বিশেষণম্বা ॥ ৬৩ । ৬৪ ॥ সমুপচক্রমে উপক্রান্তবান্ ॥ ৬৫ ॥ অহানীতি মন্দরাজ্জগন্নাথে বিশ্বনাথে সমায়াতে সতি পঞ্চষাণি পঞ্চবাষড়্বাঽহানি দিনান্যেব ব্যতিক্রান্তানি ব্যতিতানীতিদ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ নন্ব ব্রহ্মণো বরদানাদ্দিবোদাসে ধর্ম্মেণ রাজ্যং শাসতি সতি কথং কাশ্যাং বিশ্বেশাগমনং তত্রাহ দিবোদাসে গতে দিবীতি ॥ ৬৭ ॥ যৎপৃষ্টং কোঽত্র সংপ্রত্যধিষ্ঠাতেতি তত্রোত্তরমাহ যো বা ইতি বৈ শব্দঃ প্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থঃ অত্র কাশ্যাং নন্ব পরিচ্ছিন্নস্য কথং জগদধিষ্ঠাতৃত্বং তত্রাহ সর্ব্বগ ইতি ব্যাপক ইত্যর্থঃ সর্ব্বদৃগিতি পৃথক্বাক্যং অতঃ সর্ব্বগ ইত্যনেন ন পৌনরুক্ত্যং সর্ব্ব ইতি পাঠে সর্ব্বস্বরূপ ইত্যর্থঃ ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৬৮ ॥

দৃষৎস্বরূপঃ পাষাণতুল্যঃ দৃষদুপমাপি তব ন্যূনেত্যাহ দৃষ্টদোপীতি তত্র হেতুমাহ যত ইতি ॥ ৬৯ ॥ এতদ্বিবৃণোতি স্বভাবকঠিনাত্মেতি দ্বাভ্যাং অধি-

নোৎ অপ্রতীয়ত তোষয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ ৰিশ্বেশপ্রীণনফলমাহ বিভ্রদিতি স্রজাশিরোধার্য্যয়া বিশ্বগুরোর্ব্রহ্মণঃ ॥ ৭১ ॥ যৎপৃষ্টং কিমধিষ্ঠাতৃ চেষ্টিতমিতি তত্রোত্তরমাহ চেষ্টিতমিতি চ এবার্থে বেদান্তৈক বেদ্যস্যেত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥ যৎ-পৃষ্টং কিমপূর্ব্বমিহাধ্বগেতি তস্যোত্তরং পূর্ব্বোক্তানুবাদপূর্ব্বকমাহ অধিষ্ঠাতেতি ॥ ৭৩ ॥ তিষ্ঠেৎ তিষ্ঠতি গিরিরাজাঙ্গজাপার্ব্বতী তস্যাঃ সখা ॥ ৭৪ । ৭৫ ॥

হর্ষে হেতুমাহ উমানামামৃতমিতি দ্বাভ্যাং ॥ ৭৬—৭৭ ॥ রাজন্নিতি বিশ্বে-শ্বরস্যার্থং যঃ প্রাসাদো বিশ্বকর্ম্মণা নির্ম্মীয়তে তৎ অন্যদপূর্ব্বং ইতি দ্বিতীয়ে-নান্বয়ঃ কিম্ভূতঃ সুশোভনং নির্ম্মাণং যস্য কথম্ভূতস্য বিশ্বেশ্বরস্য জন্মি-নির্ব্বাণদায়িনঃ প্রাণিমাত্রস্য মোক্ষদায়িনঃ সমাসনিবিষ্টস্যাপি বিশেষণং ছান্দসং ॥ ৭৮ ॥ অপূর্ব্বত্বে হেতুমাহ ন কর্ণাভ্যামিতি প্রাসাদং বিশিনষ্টি যত্রেত্যাদি কথং তং ত্বমিত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন যত্র প্রাসাদ ইত্যন্বয়ঃ মিত্রং সূর্য্যমতিক্রান্তানি তেজাংসি যাসাং শলাকানাং তাভিরিতি মিত্রতেজোভিঃ ॥ ৭৯ । ৮০ ॥ অষ্টাষ্টাবিতি পৃথক্পদে বিষ্টপেষু ভুবনেষু ॥ ৮১ ॥ বিমানে প্রাসাদে ॥ ৮২ ॥ স্তম্ভিতাঃ আক্রান্তাঃ তৎপ্রভাভরাস্তেষাং চিত্ররত্নময়ং স্ত-ম্ভানাং প্রভাবিভ্রতীতি তথা তৎপ্রভান্তরা ইতি ক্বচিৎ ॥ ৮৩ ॥ শালীনাঃ শোভনাঃ শালভঞ্জিকাঃ পুত্তলিকাঃ নীরাজয়ন্তি নীরাজনাং কুর্ব্বন্তি ॥৮৪—৮৬॥ দৃক্পিচ্ছিলানেত্র দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকাঃ যতঃ যত্র প্রাসাদে যত্রাবিমুক্তে ইতি পাঠে পূর্ব্বং যতো যত্র প্রাসাদ ইতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৮৭ ॥ রত্নোচ্চয়ান্ রত্নসমূহান্ ॥ ৮৮ । ৮৯ ॥ পৌলস্ত্যঃ কুবেরঃ স্বাদ্রিকূটতঃ শোভনাদ্রিশৃঙ্গেভ্যঃ ত্রিকূটত ইতি ক্বচিৎ কোটিহাটককূটানি অসংখ্যাতস্বর্ণরাশীন্ আনয়ামাস কারয়ামাসেতি ক্বচিৎ ॥ ৯০ ॥ যথা সংখ্যানি সমানানি যদ্বা যথা যথাবৎ অসংখ্যাতানীত্যর্থঃ ॥ ৯১—৯৪ ॥ কামদুঘা কামধেনুঃ ॥ ৯৫ ॥

গন্ধসারৈশ্চন্দনরসৈঃ কর্পূররম্ভাঃ কর্পূরোৎপাদিকাঃ কদল্যঃ পূরৈঃ সমূহৈঃ ॥ ৯৬ । ৯৭ ॥ ত্রপয়া লজ্জয়া ॥ ৯৮ ॥ পারিতোষিকং পরিতোষেণ দেয়ং ॥ ৯৯—১০১ ॥ প্রাভৃতক উপস্কারঃ ॥ ১০২ ॥ বৃদ্ধোক্ষমাত্রসম্পত্তিঃ জর্জ্জরবৃষমাত্রসম্ভারঃ ॥ ১০৩ ॥ অন্বয়ো বংশঃ উহ্যতে প্রাপ্যতে জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১০৪—১০৯ ॥ অপশ্যং জ্ঞাতবান্ ॥ ১১০ ॥ যতঃ ঈশ্বরাৎ বিত্তঃ জ্ঞাতঃ নিয়তং যথাস্যাৎ ॥ ১১১ ॥ পরাপরঃ কার্য্যকারণস্বরূপঃ মহেশ্বর ইতি ক্বচিৎ

পাঠঃ ॥ ১১২ ॥ পরাদব্যাকৃতাৎ ॥ ১১৩—১১৯ ॥ সুপর্ব্বণি রবিগ্রহে ॥১২০—১২৩ ॥ ব্যুষ্টাপ্রভাতা ॥ ১২৪ । ১২৫ ॥ প্রশস্তিং প্রাসাদকর্তৃসূচিকাং পত্রীং ॥ ১২৬ । ১২৭ ॥ রাশিং রত্নানামিতিশেষঃ ॥ ১২৮—১৩২ ॥ নৈক্ষিনদৃষ্টঃ প্রগে প্রাতঃকালে ॥ ১৩৩—১৩৫ ॥ আলুলোকে দদর্শ ॥ ১৩৬ । ১৩৭ ॥ শাতনং নাশকং ॥ ১৩৮ ॥ জিজ্ঞাসতি জিজ্ঞাসতে বিচারয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥ করামলকবৎ সর্ব্বদর্শিত্বাদিব শব্দঃ বাচয়িত্বেবেতি পাঠে বামনোজঃ কামস্তস্যনাশকৃৎ দিষ্ট্যা ভদ্রং যোষকা দিব্যা বৃত্যর্থমাত্মপদং ॥ ১৪০ ॥ উমেতি কদম্বকুসুমশ্রিয়ং বিভ্রতী উমা ততস্তদনন্তরং দেবং ব্যতিজ্ঞপন্ বিজ্ঞাপিতবতীতি দ্বিতীয়ে নান্বয়ঃ ॥ ১৪১—১৪৬ ॥ সুবোধসি শোভনে তীরে ॥ ১৪৭—১৪৯ ॥ পাপিকঞ্চুকং পাপমেব কঞ্চুকং নির্ম্মোকং ॥ ১৫০ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তষষ্টিতমেঽধ্যায়ে রত্নেশস্য মহেশিতুঃ প্রশংসা বর্ণ্যতে তাবৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১ ॥ ইদানীং কথয়িষ্যামি রত্নেশ্বরসমুদ্ভবমিত্যুক্তং ॥ ১ ॥ পুনঃ প্রশ্নদ্বয়মাহ কোঽসাবিতি এতং এতৎ যৎসর্ব্বং পৃষ্টমিত্যর্থঃ এতং মহিমানমিতি বা ॥ ২ ॥ ত্রয়াণাং পৃষ্টত্বেঽপি অনাদিসিদ্ধত্বেন প্রতিষ্ঠিতত্বাভাবত্বং বিহায় দ্বয়োরনুবাদমাহ রত্নেশ্বরস্যেতি ॥ ৩ ॥ ক্রবে স্পষ্টং কথয়ামি ব্রবীমি তে ইতি ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥ কালরাজস্য কালভৈরবস্য বৃষাৎ ধর্ম্মাৎ ॥ ৫ ॥ তৎপ্রসিদ্ধং হীতি ক্বচিৎ সুকৃতং পুণ্যমাত্মনি যস্য সুকৃতাত্মা তস্য শক্রচাপসমচ্ছায়ং ইন্দ্রধনুঃ সদৃশকান্তিং ॥ ৬ । ৭ ॥ ততং ব্যাপ্তং ॥ ৮ ॥ সর্ব্বরত্নানাং সমুদ্ভবো যস্মাৎ সর্ব্বরত্নৈঃ সমুদ্ভবো বা যস্য তৎ সর্ব্বরত্নসমুদ্ভবং তৎ অদৃষ্টপূর্ব্বানদৃষ্টং পূর্ব্বমর্থাল্লিঙ্গং যথাস্যাত্তথা ॥ ৯ ॥ সপ্তপাতালমূলবৎ সপ্তপাতালপর্য্যন্তং মূলং যস্যাস্তি তত্তথা ॥ ১০ ॥ জ্বালাজটিলিতাকাশং জ্বালাভির্জটিলিতং জটাব্যাপ্তমিব কৃতমাকাশং যেন তত্তথা ॥ ১১—১৩ ॥ মহারত্নসম্ভারঃ তদ্রূপপারিবর্হঃ মহাত্মানাং সমূহ ইতি বা ॥ ১৪—১৬ ॥ উমে হে ভবানি ভবে-

দিতি ক্বচিৎ ॥ ১৭। ১৮ ॥ বিধাপয় কারয় ॥ ১৯ ॥ ননু প্রাসাদকরণে কিং ফলমিত পৃচ্ছায়ামাহ লিঙ্গপ্রাসাদেতি ॥ ২০ ॥ ব্যাপারিতাঃ নিযুক্তাঃ ॥ ২১—৩০ ॥ কামবর্জ্জিতাঃ নিষ্কামাঃ ॥ ৩১। ৩২ ॥ কিং তদ্বৃত্তং তদাহ ইতিহাসমিতি ॥ ৩৩ ॥ নাট্যার্থকোবিদানৃত্যকরণে পণ্ডিতা ॥ ৩৪ ॥ পেশলং মনোহরং ॥ ৩৫ ॥ তৌর্য্যত্রিকেণ নৃত্যবাদ্যগীতেন যদাহামরঃ তৌর্য্যত্রিকং নৃত্যগীতবাদ্যমিতি ॥ ৩৬। ৩৭ ॥ লাস্যস্য নৃত্যস্য যদাহামরঃ লাস্যং নৃত্যঞ্চ নর্ত্তনমিতি ॥ ৩৮ ॥ কলানাং চতুঃষষ্ঠীনাং কলাপঃ সমূহস্তত্র কুশলা ॥ ৩৯ ॥ মুনে ইত্যগস্ত্যসম্বোধনং কার্ত্তিকেয়কৃতং ॥ ৪০। ৪১ ॥

বাগ্দেবী সরস্বতীতিস্ফুভিস্তাভিঃ সহিতয়া রত্নাবল্যেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ নিয়মং ব্রতং ॥ ৪৩ ॥ বচো বক্ষ্যামি বচনং বদিষ্যামি অপি শব্দেন ভোজনাদিকং সংগৃহ্যতে ॥ ৪৪। ৪৫ ॥ সমানর্চ্চ পূজয়ামাস চঃ সমুচ্চয়ে গীতমালয়া গীতসমূহেন ॥ ৪৬ ॥ অভবৎ জাতঃ ॥ ৪৭ ॥ তব নাম সমানাখ্যঃ রত্নচূড় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ আনন্দসন্দোহমন্থরাসুখসমূহেন ব্যাপ্তাস্তন্দ্বেতি বা ॥ ৪৯ ॥ নিজোদন্তং স্ববৃত্তান্তং রত্নেশেনোক্তং যস্ত্বয়েত্যাদিরূপং নিজোদ্দেশমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ আলীনাং সখীনাং যদাহামরঃ আলিঃ সখী বয়স্যা চেতি ॥ ৫০ ॥ পরিনন্দিহর্ষিতা ভাবিভবিতৃ ॥ ৫১ ॥ বাহুলতাপাশৈঃ বাহু এব লতারূপাঃ পাশাস্তৈঃ পাশিতবাঃ বদ্ধবাঃ ॥ ৫২ ॥ সুকৃতৈকভূঃ পুণ্যৈকস্থানং প্রাতরিতি ভবত্যাঃ পুণ্যস্য গৌরবাৎ গুরোর্ভাবো গৌরবং তস্মাৎ অস্মাসু হৃষ্টাসু সতীষু অস্মাকমগ্রে ভাবিহর্ষনিমিত্তং রত্নেশেনাদিষ্টস্তব প্রেয়ান্ প্রিয়তমঃ ভর্ত্তা প্রাতঃকালে এব ইষ্টকৃন্তবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ তস্যা ভাগ্যমভিনন্দতি অহো ইতি সার্দ্ধেন অহো ইত্যাশ্চর্য্যে হর্ষে বা উচ্ছ্রয়ঃ উদ্রেকঃ ॥ ৫৪। ৫৫ ॥ তত্র দৈবমেব কেবলং কারণমিতি দৈবপ্রাধান্যবাদিবাক্যমনুবাদপূর্ব্বকমুদাহরন্তি সত্যং বদন্তীতি ॥ ৫৬ ॥ তদেব বাক্যং স্বস্মিন্ যো জয়ন্তি ভবত্যা অপীতি দৈবং অদৃষ্টং ফলতি ফলনিষ্পত্তিং করোতি ॥ ৫৭ ॥ ননু তর্হি ভবতীনাং মাং প্রতীর্ষা জাতানেত্যাহুর্লোকানামিতি আলি হে সখি ॥ ৫৮ ॥ অতিতুচ্ছবৎ তৃণলবৎ ॥ ৫৯—৬১ ॥ নির্বর্ত্ত্য সমাপ্য ॥ ৬২। ৬৩ ॥ সংবেশমন্দিরং নিদ্রাগৃহং শয়নমন্দিরমিতি ক্বচিৎ ॥ ৬৪। ৬৫ ॥ তন্দ্রী তন্দ্রা আলস্যমিতি যাবৎ ॥ ৬৬। ৬৭ ॥ দোর্দ্দস্তঃ কঙ্কণেন বাহুবলয়েন কণিতং শব্দিতং উৎকটং উদ-

ভটং মহার্হীতি যাবৎ তেন সিঞ্জিতেন ক্বণিতেন ॥ ৬৮ ॥ সুখেতি সুখসন্তানঃ সুখবিস্তার এব পীযূষহ্রদস্তস্মিন্ পরিনিমজ্য ক্ষণেন ক্ষণমাত্রেণ তদ্বিয়োগাগ্নিকীলাসু তদ্বিরহাগ্নিজ্বালাসু পতিতাস্মি যদাহামরঃ বহ্নের্দ্বয়োর্জ্বালকীলাবিতিবতেতি খেদে অবলেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৯ ॥ কিং কুলীয়ঃ কস্মিন্ কুলে ভবঃ নো নিষেধে কিমাখ্যকঃ কা আখ্যা যস্য স তথা ভুনোতি উপলাপয়তি ॥ ৭০ ॥ অনল্পোৎকলিতং মহদুৎকণ্ঠিতং ন অল্পো অনল্পো অনল্পোৎকল্পিতমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ অনল্পোৎকম্পিতমিতি চান্যত্র যিযাসূনাং গন্তুমিচ্ছূনাং ॥ ৭১ ॥ বয়স্যা হে সখ্যঃ তর্হি তস্য পুনর্দর্শনং কথং স্যাৎ তদাহ ভবতীনামিতি ॥ ৭২ ॥ অলীকং কপটং আলয়ো হে সখ্যঃ স্নিগ্ধশ্চাসৌ মুগ্ধঃ সুন্দরশ্চেতি তথা তস্মিন্ সখীজনৈকা বক্তি ন কাপীত্যর্থঃ কিং তন্নিষ্কপটং বাক্যং তদাহ তদ্দর্শনেনেতি ॥ ৭৩ ॥ কুত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ দশমীতি দশম্যবস্থামরণাবস্থেত্যর্থঃ সন্নহেত প্রবর্ত্তেত দূনায়া উপতাপিতা যাঃ সখ্যঃ ॥ ৭৪ ।

৭৫ ॥ নোঽস্মাভিঃ ॥ ৭৬ ॥ ইতীতি ইত্যেবং প্রকারান্তদিগবং তাসাং বাচং শ্রুত্বা হে বয়স্যা মে মম তদবাপ্তৌ তস্য স্বপ্নদৃষ্টস্য প্রাণনাথস্য অবাপ্তিনিমিত্তং যূয়ং কুণ্ঠিতা ইত্যর্দ্ধোক্তেন সা বালা মুমূর্চ্ছ মোহং প্রাপ্তবতী ইতি পাদপূরণে প্রসিদ্ধার্থে বা ॥ ৭৭ ॥ ইত্যর্দ্ধোক্তেনেত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি কুণ্ঠিতশক্তয় ইতি যূয়ং কুণ্ঠিতশক্তয়ঃ ইতি যত্তয়া বক্তব্যন্তু পুনঃ তদ্যূয়ং কুণ্ঠীতি ভাষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥ ব্যধুশ্চক্রুঃ ॥ ৭৯ ॥ উপচারতঃ প্রয়োগতঃ ॥ ৮০ ॥

উক্ষণাৎ সেচনাৎ ॥ ৮১ ॥ প্রসঙ্গাৎ স্নপনোদকমাহাত্ম্যমাহ চতুর্ভিঃ উপসর্গে পীড়ায়াং ব্যাধাবিতি যাবৎ স্নপনোদকমেব পাদদ্বাবেণ নিঃসৃতত্বাচ্চরণোদকমিত্যুচ্যতে ॥ ৮২—৮৫ ॥ উচিতং জানাতীতি উচিতজ্ঞা ইতি বক্ষ্যমাণং বচনং হেতি প্রসিদ্ধৌ পাদপূরণে বা স্নিগ্ধধীরধীস্নিগ্ধা কোমলা ধীরা অর্থোপায়বিবেচনে সমর্থাধীর্বুদ্ধির্যাসাং তাঃ ॥ ৮৬ ॥ কুতঃ কস্মাৎ বো যুষ্মাকং তাঃ কলাবাক্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ ভবথ যূয়ং যথা কিন্তু রত্নেশানুগ্রহাৎ মম কান্তলব্ধয়ে ময়া সম্যগুপায়ো দৃষ্টঃ তং সধ্রীচীনমুপায়মনুতিষ্ঠত কুরুত হি যস্মাৎ যূয়ং মম হিতাঃহিতকারিণ্য ইতি ॥ ৮৮ ॥ লেখান্ দেবান্ যদাহামরঃ আদিতেয়াদিবিষদো লেখা অদিতিনন্দনা ইতি যূনস্তরুণান্ ॥ ৮৯ ॥ পাতালতলশায়িনো নাগাদীন্ কথম্ভূতান্ আবির্ভবদুচ্চরদ্রম্যতারুণ্যমেব অলঙ্কৃতিরলঙ্কা-

রণং যেষাং তে তথা তান্॥ ৯০ ॥ প্রাবর্ণ্য প্রশংস্য যৌবনশেবধীন্ যৌবনমেব শেবধির্যেষাং তান্ তারুণ্যৈকধনানীত্যর্থঃ॥ ৯১ ॥

নির্যৎকৌমারলক্ষ্মীকান্ নির্নিঃশেষেণ যন্তি গচ্ছন্তি কৌমারলক্ষ্মীঃ কৌমারং সম্পদেষাং তান্ শেষাদ্বেতি কঃ প্রত্যয়ঃ পুংবত্ত্বশ্রীসমাবৃত্তান্ পুংবত্ত্বশ্রীঃ পুংস্বশোভাতয়া সমাবৃত্তান্ অলঙ্কৃতান্॥ ৯২ ॥ নিকায়ান্ সমূহান্ ব্যালোকতাপশ্যৎ॥ ৯৩ ॥ প্রেমনির্ভরাস্নেহপরিপূর্ণা॥ ৯৪ ॥ কর্ণাভ্যর্ণবিলোচনাকর্ণয়োরভ্যর্ণং নিকটং ব্যাপ্য বিশিষ্টে লোচনে যস্যাঃ সা তয়া কলিসম্ময়ুবসুস্তলস্তরুণেষু॥ ৯৫ ॥ মান্মথৈঃ কামসম্বন্ধিঃ অতিদূনাঙ্গযষ্টিকাতিব্যথিতশরীরযষ্টিকা॥ ৯৬ ॥ উচ্ছ্বসিতা উল্লসিতা॥ ৯৭ ॥ ভোগিনো নাগান্॥ ৯৮ ॥ শেষোঽনন্তঃ॥ ৯৯ ॥ পুলীকানস্তেতি অনন্তনামা কশ্চিদপরঃ সন্তানো বংশঃ॥ ১০০ ॥ বভার ধৃতবতী অঙ্গপ্রত্যঙ্গসন্ধিষু অঙ্গেষু সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু চেত্যর্থঃ॥ ১০১ ॥ বরো ভর্ত্তা॥ ১০২ ॥ চিত্রপটাঞ্চলং চিত্রবস্ত্রাগ্রভাগং পেশলা কুশলা॥ ১০৩ ॥ হ্রিয়ালজ্জয়া কুটিলয়া বক্রয়া প্রস্ফুরচ্চঞ্চদ্দশনেন দন্তেনাম্বরং বস্ত্রং যস্যাঃ সা তথা প্রস্ফুরদ্দশনাম্বরং ওষ্ঠং যস্যাঃ সেতি বা॥ ১০৪ ॥ কটাক্ষিতা কটাক্ষেণ প্রেরিতা অপাকরোৎ দূরীচকার॥ ১০৫ ॥ রত্না রত্নাবলীভামা সত্যভামা ভীমো ভীমসেন ইতি বৎ আবনী শুভা আসমন্ততঃ অবনৌ পৃথিব্যাং শোভতে রাজত ইতি তথা অবনী শুভেত্যেবমেব বা রত্নাবলীতি বা পাঠঃ॥ ১০৬ ॥ তদীক্ষণক্ষণাৎ তস্য রত্নচূড়স্য ঈক্ষণেন জাতো যঃ ক্ষণ অবসর উৎসব ইত্যমরঃ তস্মাদিতি স্বেদোদকণিকাঞ্চিতা ঘর্ম্মাম্বুকণব্যাপ্তা॥ ১০৭ ॥ ধৃতং রোমাঞ্চরূপং কঞ্চুকং যয়া সা তথা উত্তস্থে স্থিতবতী॥ ১০৮ ॥ ঔৎসুক্যমৌৎকণ্ঠ্য মা ব্রজ মা গচ্ছ সৌৎসুক্যমিতি পাঠে সা ত্বমিত্যর্থঃ কুত ইত্যত আহ সিদ্ধ ইতি॥ ১০৯ ॥ সিদ্ধিরেব কুতস্তত্রাহ এতস্যেতি এতাবতা কথং সুলভত্বমিত্যাশঙ্কায়ামাহ মাবিষীদেতি এষ সুলভঃ যতো রত্নেশ্বরেণার্পিতঃ॥ ১১০ ॥ সদৃগ্বরা ব্যাপ্তা সদৃশভর্ত্তৃপ্রাপ্ত্যা॥ ১১১। ১১২ ॥ হরিঃ সিংহঃ বিকটদংষ্ট্রাস্য ইত্যুভয়োর্ব্বিশেষণং॥ ১১৩ ॥ বেপথুভূময়ঃ কম্পস্থানানি॥ ১১৪॥ ত্বম্মা বিধেহি মা কুরু কিং তদাহ যদেতদিতি হা বিধেহীতি পাঠে হকারপ্রশ্লেষো ব্যাখ্যেয়ং॥ ১১৫ ॥ সুকৃতেতরবার্ত্তা পাপবার্ত্তা॥ ১১৬ ॥ স্বাধীনা সচ্চেষ্টাঃ স্বায়ত্তোত্তমক্রিয়াশ্চ হিত্বা কিঞ্চনান্যদিষ্টং ন বিদ্ম ইত্যর্থঃ তুষ্টমিতি

কাচিৎ পাঠঃ ॥ ১১৭—১২০ ॥ রত্নেশ্বর রক্ষেতি আর্ত্ত এবং শ্রুত্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ১২১॥ বসাহ্বন্মেদঃ স এব রসস্তস্য পানেন বসাসবপানেনেতি পাঠে বসৈবাসবো মদ্যং বসা চাসবশ্চেতি বা তস্য পানেনেতি ব্যাখ্যাতব্যং নিরৈক্ষত দৃষ্টবান্ ॥ ১২২ ॥ অধ্যাক্ষিপৎ আক্ষিপ্তবান্ চ সমুচ্চয়ে ॥ ১২৩ । ১২৪ ॥ রত্নেশ্বর-সোতি রত্নেশ্বরস্য নাম যৈর্গৃহীতং তেষু ভবাদৃশেভ্যঃ স্ফুটং নিশ্চিতং প্রলয়া-পদ্যপি ভীতির্নেত্যন্বয়ঃ ভষাত্মসু ভয়ংভীতিরাত্মসু অন্তঃকরণেষু ভয়যুক্তা আ-ত্মানো বা যেষাং তে তথা তেষু ॥ ১২৫ । ১২৬ ॥ তন্মুখেত্যত্র তচ্ছব্দো রত্ন-চূড়বিষয়ঃ ব্যাঘ্রঘ্রাতা ব্যাঘ্রেণ গৃহীতাঃ ॥ ১২৭ ॥ কোদণ্ডং ধনুঃ ॥ ১২৮ ॥ সোঽপীত্যত্র ষষ্ঠাক্ষরস্য লঘুত্বং ছান্দসং পরিঘং মুসলং ॥ ১২৯ ॥ রত্নচূড়ং প্রতিশঙ্কমানং সুতং প্রত্যাহ হ্বদীতি ভ্রমেণ ক্রীড়ার্থংজ্জলতৃণাদিনির্ম্মিতো দণ্ডোঽলাতদণ্ডঃ ॥ ১৩০ ॥

অন্তর্মধ্যে ॥ ১৩১ ॥ কালানলসমং প্রলয়ানলসদৃশং প্রগবেষ্য সম্যগঽ-ন্বিষ্য ॥ ১৩২ ॥ অস্য সুবাহোঃ বিনির্যাত্য নিঃসার্য্য বহিঃ কৃত্বেতি যাবৎ তূণং ইষুধিং দূরমিতি বা পাঠঃ তচ্ছরীরং লক্ষ্যং ভিত্বা দূরমগাদিত্যর্থঃ তত্রোৎপ্রে-ক্ষামাহ হ্বদিস্থমিতি নাগাঙ্গারত্নচূড়শরঃ ॥ ১৩৩ । ১৩৪ ॥ অধর্ম্মোপার্জ্জিত-বিত্তানামনর্থকরত্বং কৈমুত্যন্যায়েনাহ অন্যায়েতি যান্ত্যেব তস্যেত্যর্থঃ যদিতি পাঠে তানি তৎসুখসম্বন্ধীনি যত্তচ্ছব্দাবর্থাদূহ্নেয়াবিতি ॥ ১৩৫—১৩৭ ॥ আ-খ্যাত কথয়ত ॥ ১৩৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা গিরস্তস্যেত্যাদীনাং ইতি ব্রুবন্ত্য ইত্য-গ্রিমেণান্বয়ঃ প্রেমনির্ভরাঃ স্নেহগর্ভাঃ দৃষ্টপূর্ব্ববৎ পূর্ব্বং দৃষ্ট ইব ॥ ১৩৯ ॥ প্রা-ন্তরে মধ্যমার্গে পণীকৃত্য গ্রহং কৃত্বাস্মেতি বিস্ময়ে ॥ ১৪০ ॥ মন্থরাণিস্তব্ধানি ॥ ১৪১ ॥ ইন্দ্রিয়াণাংস্তব্ধতামেবাহুর্যাতুমিত্যাদিনা যথা তথা যাথাতথ্যেন নেত্রে চক্ষুষী ॥ ১৪২ ॥ শ্রুতী শ্রবণেন্দ্রিয়ে খজন্মনঃ আকাশস্য ॥ ১৪৩ ॥ আ-প্লুতঃ প্রাপ্লুতঃ নোঽস্মাকং সম্মন এব মণিস্তস্য চৌরং তস্করং ॥ ১৪৪ ॥ অনু-ল্বণং অনুদ্ভটং সুকুমারাঙ্গমিত্যর্থঃ ॥ ১৪৫ ॥ অজ্ঞানে কারণমাহাতীবেতি নাজ্ঞাসিষুর্নজ্ঞাতবত্যঃ ॥ ১৪৬ । ১৪৭ ॥ অবধেহি স্থিরী কুরু ॥ ১৪৮ ॥ বয়স্যাঃ সখ্যঃ ॥ ১৪৯ ॥ ১৫০ ॥ হরিষ্যতীতি শব্দস্য ভবিষ্যতীত্যনেন সম্বন্ধঃ ॥১৫১॥ কলাকৌশল্যতঃ বিদ্যানৈপুণ্যাৎ ॥ ১৫২—১৫৬ ॥ পুরোঽগতঃ ॥১৫৭—১৫৯॥ কান্দিশীকাঃ ভয়দ্রুতাঃ কিঞ্চিদিত্যস্য বিবরণং কেতি ॥ ১৬০ । ১৬১ ॥ বিচিত্র-

মণিসোপানাং নানামণিসম্বদ্ধঘট্টামিত্যর্থঃ কবীনাং বাসিতব্যাজাৎ জলপক্ষিণাং শব্দছলাৎ ॥ ১৬২ ॥ নিমজ্য জলাশয়ং গত্বা প্রোন্মমজ্জুঃ শিরোভিঃ সম্যগুজ্জনং চক্রুঃ ॥ ১৬৩ ॥ স্থগিতা ইব জৃম্ভিতা ইব ॥ ১৬৪ ॥ খেলঃ ক্রীড়া ॥ ১৬৫— ১৬৮ ॥ কালরূপঃ সর্পঃ কালসর্পঃ তস্মাৎ কালশ্চ সর্পশ্চ তাভ্যাং বা জাতং কালসর্পজং ॥ ১৬৯ । ১৭০ ॥ আশাপুরীনাম্নী ॥ ১৭১ ॥ আশাপুরীনামনির্বক্তি যাদ্যাপীতি ॥ ১৭২ ॥ সপর্য্যাতঃ পূজাতঃ সিদ্ধ্যষ্টকং অণিমাদিকং পদ্মাদিকম্বা বিরজোদকমিত্যত্র সন্নিরার্ষঃ ॥ ১৭৩ ॥ সিদ্ধ্যষ্টকং ভবেদিত্যুক্তং তৎ কিং মূর্ত্তিমদ্বেতি পৃচ্ছায়াং আহ মূর্ত্ত্যো মূর্ত্তিমত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৪ ॥ বিনায়কাঃ বিঘ্নাঃ ॥ ১৭৫ ॥ অত অসৌ অত্রেতি বা পাঠঃ চঃ সমুচ্চয়ে ॥ ১৭৬—১৭৭ ॥ মধ্যমবিষ্টপে ভূর্লোকে ॥ ১৭৮ । ১৭৯ ॥ প্রতিদর্শং প্রত্যমাবাস্যায়াং ॥ ১৮০ ॥ ভবে সংসারে ॥ ১৮১ । ১৮২ ॥ সুবাহুদনুজন্মনঃ দনোর্দক্ষদুহিতুঃ কশ্যপপত্ন্যাং জন্ম যস্য স দনুজন্মা সুবাহুশ্চাসৌ দনুজন্মাচেতি তথা তস্য ॥ ১৮৩ ॥ বৃত্তান্তমেব সংক্ষেপতো দর্শয়তি প্রীতা রত্নেশবরদানেন প্রীতা স্নিগ্ধেতি বা ॥ ১৮৪॥ দনুজনুর্দনুজন্মামহদিষ্বাসক্তনুর্যস্য স তথা তেন ॥ ১৮৫—১৮৭ ॥ তাসাং অনম্রানম্লানাদ্বৌ নঞৌ প্রকৃতার্থং গময়ত ইতি ন্যায়াৎ মুখপঙ্কজে সুশোভনাশ্রীঃ কান্তির্যস্যাঃ সা তথা তাং ॥ ১৮৮ । ১৮৯ ॥

দনুজাপহৃতৈর্দানবাপহরণস্য ॥ ১৯০ । ১৯১ ॥ কৃতী বিদ্বান্ ॥ ১৯২ ॥ এবং রত্নাবল্যাবৃত্তান্তমুক্ত্বা রত্নচূড়বৃত্তান্তং প্রস্তাবয়তি আকর্ণয়েতি বিশেষেণ বর্দ্ধয়তি ছেদয়তীতি বিবর্দ্ধনস্তৎসম্বোধনং তথা বৃধূচ্ছেদন ইতি বৃদ্ধাতুঃ নিবর্হণে কচিৎ পাঠঃ ॥ ১৯৩—১৯৮ ॥ নিয়মং রত্নাঞ্জল্যষ্টকেন পূজনং সুবর্ণপঙ্কজাষ্টকসমর্পণং রূপং ব্রতং ॥ ১৯৯—২০১ ॥ সবয়োন্বয়ং বয়োন্বয়াভ্যাং সহিতং তদ্ধপঞ্চ ॥ ২০১ ॥ বরার্পণাৎ জামাত্রর্পণাৎ যৎ যস্যাঃ যস্মাদিতি বা ॥ ২০৩ ॥ সমাকার্য্য আকারয়িত্বা অবধার্য্য চেতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ২০৪—২০৭ ॥ উপযম্য-বিবাহ ॥ ২০৮ ॥ প্রণব ওঙ্কারঃ শিবং বিশ্বেশ্বরং যথা গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২০৯—২২৫ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টষষ্টিতমেঽধ্যায়ে বর্ণ্যতেতি সুপেশলং গজাসুরবধাখ্যানং মহাশ্চর্য্যপ্রদং নৃণাং ॥ ১ ॥ কৃত্তিবাসেশ্বরোৎপত্তিং কথয়িতুং গজাসুরাখ্যানং প্রস্তাবয়তি অন্যচ্চেতি সম্যগ্‌ভবতীতি সম্ভবন্তং ॥ ১ ॥ কোলাহলঃ কলকলঃ বহুভিঃ কৃতোঽ অব্যক্তশব্দ ইত্যর্থঃ যদাহামরঃ কোলাহলঃ কলকল ইতি ॥ ২ । ৩ ॥ প্রমিণোতি প্রক্ষিপতি অচলাপি উল্লোলয়াঞ্চক্রে আন্দোলয়াঞ্চক্র ইত্যর্থঃ ॥৪॥ শিখরৈঃ সহ শিলোচ্চয়াঃ পর্ব্বতাশ্চূর্ণাঃ স্যুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫ ॥ মৌলিজসংঘর্ষাৎ কেশসংমর্দ্দনাৎ ॥ ৬ ॥ নিশ্বাসসম্ভারৈঃ শ্বাসসমূহৈ রুত্তরঙ্গা উচ্চোর্ম্ময়ঃ তিমিভির্জলচরৈঃ ॥ ৭ । ৮ ॥ পিঙ্গলিমাপিঙ্গলতাতরলিমাতরলতাগোঽহতেনত্যজ্যতে ॥ ৯ ॥ সমীভবেদুচ্চনীচাদিকং পরিত্যজ্য সমাভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মলব্ধবরস্বরূপত্বমেবাহ অবধ্যোঽহমিতি ॥ ১১ ॥ ত্রিশূলং হেতিরস্ত্রং যস্য স তথা তং ॥ ১২ ॥ প্রোতো গ্রথিতঃ তত ইতি ক্বচিৎ জগৌ উক্তবান্ ॥ ১৩ ॥ পুরান্তকত্রিপুরান্তক ॥ ১৪ ॥ অবধেহি শৃণু ॥ ১৫—১৮ ॥ মহাপৌরুষশেবধে মহাপুরুষকারাশ্রয় ॥ ১৯ ॥ দিগ্বাসঃ হে দিগ্গগনবসান আচ্ছাদয় পরিধেহীত্যর্থঃ কৃত্তিশ্চর্ম্ময়দাহামরঃ অজিনং চর্ম্মকৃত্তিস্ত্রীতি দিগম্বরস্য বস্ত্রপরিগ্রহস্যৈবানুচিতত্বান্ মদীয়ং চর্ম্মগৃহাণেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ স্বপ্রমাণাং স্বপরিমিতাং সুপ্রমাণামিতি পাঠে সএবার্থঃ রণাঙ্গণপণীকৃতাং রণভূমৌ মহত্ত্বেন দত্তাং ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ বরান্তরং প্রার্থয়তে ইষ্টগন্ধিরিতি ইষ্টোভিপ্রেতো গন্ধো যস্যাঃ সা ইষ্টগন্ধিঃ অতিমণ্ডনং অতিশয়বিভূষণং ॥ ২২ ॥ মহাতপ এব অনলজ্বালাঃ যদ্বা মহাতপশ্চ তদুত্থোঽগ্নির্লক্ষ্যতে অনলশ্চ অনলনেত্রত্বাদীশ্বরস্য তয়োর্জ্বালাঃ প্রাপ্যাপি যত এষাত্বক্ ভস্মসান্নজাতা ততস্তস্মাৎ পুণ্যগন্ধনিধিঃ পুণ্যগন্ধয়োরাশ্রয়োস্ত্বিত্যর্থঃ পাঠান্তরে অদস্তত্বমার্ষং ॥ ২৩ ॥ পুণ্যা নিমিত্তমেব তর্কৈর্গোপপাদয়তি যদীতি ॥ ২৪ ॥

তৃতীয়ং বরং প্রার্থয়তি অন্যচ্চেতি ॥ ২৫—২৯ ॥ উত্তমাঙ্গবৎ শিরোবৎ ॥ ৩০ ॥ সপরিগ্রহঃ উমাগজাননাদি সহিতঃ ॥ ৩১ ॥ রুদ্রা ইত্যাদীনাং তদমু-

গ্রহ ইত্যনেনান্বয়ঃ যে এতে রুদ্রাদয়স্তেষাং অনুগ্রহে নিমিত্তে কৃত্তিবাসেশ্বরে স্থাস্যামীত্যর্থঃ তদনুগ্রহাদিতি বা পাঠঃ ॥ ৩২—৩৬ ॥ জিহ্বালাঃ লোলুপাঃ জিহ্বালৌল্যাতি লালসা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৩৭—৪১ ॥ অবিমুক্তে অত্রেতি ব্যধিকরণসপ্তম্যৌ অত্র কৃত্তিবাসসঃ সমীপে ॥ ৪২ । ৪৩ ॥ জাগৃয়াৎ জাগরণং কুর্য্যাৎ জাগরাদিতি ক্বচিৎ ॥ ৪৪ ॥ পঞ্চদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং কর্ত্তা করিষ্যতি প্রবেক্ষ্যতে প্রবেক্ষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রাবৃণোৎ পর্য্যধাৎ হরিদম্বরঃ দিগম্বরঃ স দিগম্বর ইতি পাঠে স প্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৬ ॥ কৃত্তিবাসত্বং কৃত্তিবাসত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥ এতস্য কুণ্ডস্য হংসতীর্থনামেতি বক্তুং আখ্যায়িকাং অবতারয়তি তস্মিন্নিতি ॥ ৫০ ॥ চৈত্র্যাং পৌর্ণমাস্যামিতি শেষঃ উপহারসমুদ্ভবং বলিভিঃ সমুপজাতং ॥ ৫১ ॥ বহুদেবলৈকরনেকৈর্দেবপূজকৈঃ তং অন্নরাশিং অমিলন্মিলিতা বভূবুঃ ॥ ৫২ ॥ বলিপুষ্টৈঃ কাকৈঃ কটুতীক্ষ্ণং যথাস্যাত্তথা রটন্তঃ শব্দং কুর্ব্বন্তঃ করটাঃ কাকাঃ যদাহামরঃ কাকেতু করটারিষ্টবলিপুষ্ট-সকৃৎপ্রজা ইতি বলিভিঃ সমর্থৈঃ অবলাঃ দুর্ব্বলাঃ বলিভিশ্চঞ্চুভিরিতি পাঠে চঞ্চুবিশেষণং উপহারৈঃ পুষ্টাঙ্গৈঃ চঞ্চুভিস্তুণ্ডৈঃ ॥ ৫৩—৫৫ ॥ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ কৃষ্ণচঞ্চুচরণৈরুপলক্ষিতা হংসাঃ যদাহামরঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সিতেতরৈরিতি ॥ ৫৬ ॥ কৃত্তিবাসসমীপত ইত্যত্র বিসর্গলোপ আর্ষঃ কৃত্তিবাসেত্যকারান্তো বাত্র পাঠঃ এবমুত্তরত্রাপি ॥ ৫৭—৬০ ॥ কৃত্তিবাসং কৃত্তিবাসসং ॥ ৬১—৬৭ ॥ সপর্য্যয়িত্বা পূজয়িত্বা ॥ ৬৮ ॥ রুদ্রদিক্স্থিতং ঐশান্যাং দিশিস্থিতং রুদ্রদেশিতমিতি পাঠে অপ্যয়মেবার্থঃ ॥ ৬৯ ॥ বরিবস্যাতঃ পূজাতঃ ॥ ৭০ । ৭১ ॥ কৃত্তিবাসাং কৃত্তিবাসসঃ ॥ ৭২ ॥ বেতালঃ ভূতবিশেষঃ ॥ ৭৩—৭৬ ॥ তদুত্তর ইতি হে মুনে তস্য গণস্যোত্তরে রুদ্রোঽস্তীতি অন্বয়ঃ কীদৃশঃ বৃষাকারঃ ধর্ম্মরূপো মন্ত্রোক্ত যজ্ঞরূপপরমেশ্বর ইত্যর্থঃ চত্বারো বেদাঃ শৃঙ্গাণি যস্য সঃ বায়্বাদীন্ ভীষয়তীতি ভীষণঃ তথাচ শ্রুতিঃ ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতের্ভাষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চম ইতি ত্রীণি সবনানিপাদা যস্য সঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়েদ্বেশীর্ষণী মস্তকে যস্য সঃ যস্য সপ্তচ্ছন্দাংসি হস্তাস্যুঃ সঃ রোরূয়তে পুনঃ পুনরত্যর্থং বা রৌতীত্যর্থঃ রোরবণং সবনক্রমেণ ঋগ্‌ভির্যজুর্ভিঃ সামভির্যদেনমৃগ্‌ভিঃ সংশন্তি যজুর্ভির্যজন্তি সামভিস্তুবন্তীতি ত্রিধাবদ্ধঃ মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈর্বদ্ধ ইত্যর্থঃ তথাচ মন্ত্রঃ চত্বারি শৃঙ্গাত্রয়ো অস্য পাদাদ্বে শীর্ষে সপ্ত-

হন্তা সোঽস্য ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্যা আবিবেশেতি ॥ ৭৭ । ৭৮ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়

একোনসপ্ততিতমেঽধ্যায়ে গর্ভনিবাসহৃৎ অষ্টষষ্টেশ্চ ক্ষেত্রাণাং বর্ণ্যতেঽত্র সমাগমঃ ॥ ১ ॥ অষ্টষষ্ঠ্যায়ত নানাং কাশ্যামাগমনং বক্তুং তেষাং মহত্ত্বাখ্যাপনপূর্ব্বকং শ্রোতারমভিমুখী করোতি শৃণ্বগস্ত্যেতি ॥ ১ ॥ কৃত্তিবাসঃ পীঠস্য রুদ্রেণাবাস্য স্বাং রুদ্রাবাস ইতি নাম বৃত্তমিত্যাহ কৃত্তীতি ॥ ২ ॥ স্থিতস্তত্রেতি পাঠে কৃত্তিবাসসীতি পীঠবিশেষণং ॥ ৩ ॥ সাষ্টাঅষ্টভিঃ সহ বর্ত্তমানা সাষ্টষষ্টিরিতি বা পাঠঃ ॥ ৪ । ৫ ॥ অবধার্য্যতাং শ্রূয়তাং ॥ ৬—৯ ॥ ব্রহ্মাবর্ত্তেন তন্নাম্না কূপেন ॥ ১০ । ১১ ॥ নৃণাং প্রাণিমাত্রাণাং ॥ ১২ । ১৩ ॥ এনঃ পাপং কথম্ভূতং মহাবলং মহাপাতকমপীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ বিদ্রাতিবিশেষেণ দ্রাতি গচ্ছতীত্যর্থঃ দূরতঃ দূরে ॥ ১৫ ॥ নির্ব্বাণনগরং কৈবল্যস্থানঞ্চ ॥ ১৬ । ১৭ ॥ উজ্জয়িন্যাঃ অবন্ত্যাঃ ॥ ১৮ ॥ কলিকালতঃ কলিকালাভাবমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২১ ॥ অট্টহাসাৎ ক্ষেত্রবিশেষাৎ ॥ ২২ ॥ মরুৎকোটাৎ আয়তনবিশেষাৎ ॥ ২৩ ॥ বিশ্বস্থানাৎ স্থলবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥ মহেন্দ্রাদ্গিরেঃ ॥ ২৫ ॥ মহাব্রতস্য নামান্তরমাহ বৃন্দারকেতি দেবর্ষি সমূহানামিত্যর্থঃ প্রথমে যুগে আদৌ কৃতযুগে আয়তনানি ॥ ২৬ ॥ যন্মনোরথপূরণাৎ যেষাং মনোরথসম্পাদনাৎ ॥ ২৭ ॥ মহাদেবনাম্নি কারণান্তরমাহ মুক্তিক্ষেত্রমিতি ॥২৮॥ শম্ভুলোকে গমঃ গমনং ভবতীতি শেষঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥ আভূতসংপ্লবং প্রলয়ং ॥ ৩৪ ॥ পবিত্রপর্ব্বণি শুক্লচতুর্দশ্যাং পবিত্রং সূত্রং ॥ ৩৫ । ৩৬ ॥ অযুতশতং দশলক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥ মহেশ্বরঃ শূলটঙ্ক এব ॥ ৩৯ । ৪০ ॥ মহেশ্বর স এব ॥ ৪১ ॥ মহেশ্বরং তমেব ॥ ৪২—৪৪ ॥ জ্বালাজটিলিতাকাশঃ দীপ্ত্যা বৃতগগনঃ ॥ ৪৫ ॥ ধামস্থানং ॥ ৪৬—৫৪ ॥ একাম্বরাদ্ভুবনেশ্বরাৎ কৃত্তবাস-

সীত্যাদি সার্দ্ধং পদ্যং স্কন্দোক্তিঃ কৃত্তিবাসাভিধেতি কচিৎ পাঠঃ উভয়ত্র ভবানিত্যধ্যাহারেণ নন্দ্যুক্তমেব বা ॥ ৫৫ ॥ সাম্বঃ অম্বয়া সহিতঃ ॥ ৫৬ ॥ মরুজাঙ্গলাৎ ক্ষেত্রবিশেষাৎ মত্তজাঙ্গলাদিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৫৭ । ৫৮ ॥ কালঞ্জরাৎ পর্ব্বতাৎ ॥ ৫৯—৬২ ॥ ত্রিদণ্ডায়াঃ পুর্য্যাঃ ॥ ৬৩—৭০ ॥ মধুকেশ্বরাৎ ক্ষেত্রাদিতিশেষঃ ॥ ৭১ । ৭২ ॥ প্রাদুশ্চকার আবির্ব্বভূব ॥ ৭৩ । ৭৪ ॥ সৌম্যস্থানাৎ ক্ষেত্রবিশেষাৎ ॥ ৭৫ । ৭৬ ॥ জালেশ্বরাৎ ক্ষেত্রাদিতিশেষঃ ॥ ৭৭ ॥ রামেশ্বরাৎ সেতুবন্ধাৎ ॥ ৭৮—৮০ ॥ পুরোধায়াগ্রে কৃত্বা ॥ ৮১ । ৮২ ॥ স্থলেশ্বরাৎ স্থানেশ্বরাৎ ক্ষেত্রাদিতিশেষঃ যত্র স্থলেশ্বরে ক্ষেত্রে যজ্ঞেশ্বরং মহালিঙ্গং লিঙ্গান্তরং মহালিঙ্গমেব বা ॥ ৮৩ । ৮৪ ॥ সুবর্ণাখ্যাৎ ক্ষেত্রাদিতিশেষঃ ॥৮৫॥ অবাচ্যাং দক্ষিণস্যাং ॥ ৮৬ ॥ হর্ষিতাৎ ক্ষেত্রাদিতিশেষঃ ॥ ৮৭ । ৮৮ ॥ রুদ্রমহালয়াৎ ক্ষেত্রাদিতিশেষঃ ॥ ৮৯ । ৯০ ॥ ইব এব অয়মেব বা পাঠঃ ॥ ৯১ ॥ বৃষভধ্বজাৎ ক্ষেত্রাদিতিশেষঃ ॥ ৯২ ॥ কেদারাৎ ক্ষেত্রাদিতিশেষঃ ॥ ৯৩—৯৬ ॥ উগ্রঃ প্রচণ্ডঃ ॥ ৯৭—৯৯ ॥

ভবে সংসারে ॥ ১০০ ॥ পাতকাবলীঃ পাপপংক্তীঃ ॥ ১০১—১০৪ ॥ ভদ্রকর্ণেশপূজনাৎ ভদ্রকর্ণে হ্রদে স্থিত ঈশঃ ভদ্রকর্ণেশস্তস্য পূজনাৎ ভদ্রং কর্ণেভিরুক্তমমিতি পাঠে কর্ণেভিঃ কর্ণৈরিত্যর্থঃ তথাচ মন্ত্রঃ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ইত্যাদি অক্ষিভির্নেত্রৈঃ ॥ ১০৫ ॥ তৎ ততঃ হরিশ্চন্দ্রশিবাহ্বয়াৎ তদিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ জনির্জন্ম ॥ ১০৬ ॥ পশ্চিমেনেতি ন তৃতীয়া কিন্তু পশ্চিমস্যাং দিশীত্যস্মিন্নর্থে উক্তিতোয়ং প্রত্যয়োব্যয়সংজ্ঞঃ পশ্চিমে ন পশ্চিমস্যাং দিশীত্যর্থঃ ॥ ১০৭—১১২ ॥ দেবিকায়াঃ পুর্য্যা ইতি শেষঃ ॥ ১১৩ ॥ মহেশ্বরক্ষেত্রাৎ কৈলাসাৎ ॥ ১১৪ ॥ উপোমাপতি উমাপতেঃ সমীপে ॥ ১১৫ ॥ নকুলীত্যত্র লকুলীতি কচিৎ নকুলীশ্বরস্য দক্ষিণে ভাগে ইত্যর্থঃ ॥ ১১৬—১২৪ ॥ প্রয়াগতীর্থনিকষা প্রয়াগতীর্থসমীপে বারাহস্য শূকরাকৃতেঃ বারাণস্যামিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ১২৫ ॥ মন্দরাৎ সমাগতং শ্রুত্বেতি অন্বয়ঃ ॥ ১২৬ । ১২৭ ॥ কর্ণিকারপ্রসূনকুরুক্রমোৎপলপুষ্পকান্তিঃ ॥ ১২৮ ॥ ১২৯ ॥ হেমকূটাৎ পর্ব্বতাৎ ॥ ১৩০—১৩২ ॥ সযন্ত্রাণি ঔষধিপ্রযুক্ত নিক্ষিপ্যমানশিলাদ্যস্ত্রবিশেষসহিতানি কপাটবিকটানিকপাটৈর্বিষমাণি সকপাটবিটানি চেতি পাঠে বিটাঃ পাষাণগুড়কাঃ ॥ ১৩৩ ॥ কোটিকোটি

ভটানামপরিমিতযোধানাং আঢ্যং অটনং যেষু তানি তথা ভটাঢ্যানীতি ক্বচিৎ কাংস্যরীতিকসীসকৈঃ কাংস্যানি চ প্রসিদ্ধানি রীতিকাশ্চ আরকূটাঃ স্বার্থেকঃ পিত্তলানীতি যাবৎ যদাহামরঃ রীতিস্ত্রিয়ামারকূটো ন স্ত্রিয়ামিতি সীসকানি নাগাঃ যদাহামরঃ নাগঃ সীসকযোগেষ্টপ্রাগ্নীনীতি তৈঃ ॥ ১৩৪—১৩৬ ॥ সংহারমার্গেণ প্রতিলোমবর্ত্মনা দক্ষিণপ্রবাহেনেত্যর্থঃ ইহ মৎস্যোদর্য্যাং ॥ ১৩৭ ॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি দীর্ঘশ্চ এবং মিত্রাবরুণদক্ষিণে ইত্যাদিষ্বপি ॥ ১৩৮ ॥ গঙ্গয়া সহ মৎস্যোদরী গঙ্গামৎস্যোদরী যতো যদা ॥ ১৩৯ ॥

যত্র কুত্রাপি যদা কদাপীত্যর্থঃ ॥ ১৪০ ॥ অবিমুক্তমিতি মৎস্যাকারত্বমাপ্নুয়াৎ কদেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ পরিত ইতি সংসারি সংসরণশীলং ॥ ১৪১ । ১৪২॥ ততস্তদা ॥ ১৪৩ ॥ তত্র ইত্যত্র বীপ্সা জ্ঞেয়া ॥ ১৪৪ । ১৪৫ ॥ গণাধিপেন সপ্তকোটিপেন ॥ ১৪৬ । ১৪৭ ॥ ভূর্ভুবঃ স্বর্মহঃ পরে ভূরাদীনাং লোকানাং উপরি ॥ ১৪৮ ॥ ভোগবত্যা পাতালগঙ্গয়া ॥ ১৪৯ ॥ নিরমায়ি নির্ম্মিতঃ ॥ ১৫০॥ হাটকময়ং স্বর্ণময়ং ॥ ১৫১ । ১৫২ ॥ তারকাং তারালোকাং ॥ ১৫৩ । ১৫৪ ॥ যাবল্লিঙ্গবিলোকনং করোতীতিশেষঃ তাবৎ সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে ॥ ১৫৫ ॥ যস্মাৎ জ্ঞানান্ মুচ্যতে তত্তারকং জ্ঞানং প্রান্তে অন্তকালে প্রাপ্নোতি ॥ ১৫৬ ॥ কিরাতাত্তীর্থাদিতিশেষঃ দেশাদ্বা কিং তৎ কিরাতং তদাহ কিরাতরূপ ইতি ॥ ১৫৭—১৫৯ ॥ পৌলস্ত্যরাঘবাৎ পৌলস্ত্যো বিভীষণঃ তেন স্থাপিতো রাঘবঃ পৌলস্ত্যরাঘবো রামচন্দ্রস্তস্মাৎ ইতি ॥ ১৬০ ॥ পুণ্যমিতিস্থলাৎ স্থললিঙ্গাৎ ॥ ১৬১ ॥ মধ্যে গঙ্গং গঙ্গায়া মধ্যে ॥ ১৬২ ॥ কোটীশ্বরাৎ স্থানাদিতিশেষঃ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ বড়বাস্যাৎ বড়বানলাস্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥ বিরজস্তীর্থং জাজপুরস্থং নাভিগয়াস্থং যত্র বিরজাখ্যা চণ্ডিকা তস্মাৎ ॥ ১৬৬ ॥ অমরকণ্টকাৎ মালবদেশান্তরগতরেবাতীরস্থাৎ ॥ ১৬৭ ॥ কিং তৎ স্বরূপং কদা বা প্রাদুর্ব্বভূব তদাহ তৎ আদ্যং লিঙ্গং কথম্ভূতং তারকক্ষেত্রং তারকঃ প্রণবঃ সএব ক্ষেত্রং উপলব্ধিস্থানং যস্য তত্তথা ॥ ১৬৮ ॥ তদাকৃতি প্রণবাকৃতি তদোঙ্কৃতীতি ক্বচিৎ ততস্তদা যদ্বা তদাদ্যং প্রণবাদ্যং তারকক্ষেত্রমবিমুক্তং তদাকৃতি ক্ষেত্রাকৃতি তদারভ্যাকর্ত্তব্যং ॥ ১৬৯ ॥ আয়তনানি স্থানানি স্থানিনায়েত্যাহমানীতবানিত্যর্থঃ আপতানীতি ক্বচিৎ পাঠঃ স চ পৌনরুক্ত্যাদ্দেষঃ

তস্মিন্নিত্যত্র বীপ্সা জ্ঞাতব্যা ॥ ১৭০—১৭৪ ॥ শ্রদ্ধাপ্রসাদ্য শৈলাদিং শ্রদ্ধয়া প্রসাদ্যঃ শ্রদ্ধাপ্রসাদ্যঃ স চাসৌ শৈলাদিশ্চ তং মুদা প্রসাদ্যেতি ক্বচিৎ পাঠস্তদা স্পষ্টএবার্থঃ ॥ ১৭৫—১৭৯ ॥ ঐশীং ঈশসম্বন্ধিনীং ॥ ১৮০ । ১৮১ ॥ দরীং কন্দরাং ॥ ১৮২ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অধ্যায়ে সপ্ততিতমে মহাপাপাপহে নৃণাং দেবতানামধিষ্ঠানং বর্ণ্যতেঽত্তি স্থখাবহম্ ॥ ১ ॥ সাধূক্তং ত্বয়া নন্দিন্নিত্যাদিনা বিশেষেণ চণ্ডীঃ পরিবাসয়েত্যুক্তং অতস্তাসাং পরিবসতিং শ্রোতুং কার্ত্তিকেয়মভ্যর্থয়তি কাত্যায়নেয়েতি কাত্যায়নী ভবানী তস্যা অপত্যং কাত্যায়নেয়স্তৎসম্বোধনং তথা ॥ ১ । ২ ॥ অগস্তিশব্দোপ্যস্তি ॥ ৩—৭ ॥ সমন্বিতৈঃ সহিতৈঃ ॥ ৮ । ৯ ॥ বারাণস্যাং বিশালাক্ষীতি তদুক্তং মাৎস্যে বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে রুক্মিণীদ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে ইতি উপহারৈর্বলিভির্নৈবেদ্যৈরিত্যর্থঃ ॥১০॥ উল্লোচোবিতানম্ চন্দ্রাতপ ইতি যাবৎ দুকূলৈঃ ক্ষৌমৈঃ ॥ ১১ ॥ অথাল্পমপীত্যত্র পূর্ব্বাপি শব্দস্য পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১২ ॥ পীঠং স্থানং ॥ ১৩ ॥ পরিপাকঃ ফলং ॥ ১৪ ॥ অত্র কাশ্যাং জগতীতি বা শীলমাচারঃ ॥ ১৫—১৯ ॥ ইষে আশ্বিনে ॥ ২০ ॥ লালিত্যং সৌভাগ্যং যদ্বা তদ্বা অল্পমপ্য চ যৎকিঞ্চিৎ স্তব্বেত্যর্থঃ যত্র তত্র স্থিতোপি চেতি ক্বচিৎ ॥ ২১ । ২২ ॥ শারদং শরৎসম্বন্ধি সাদরমিতি ক্বচিৎ নবরাত্রং শুক্লপ্রতিপদমারভ্য নবমীপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৬ ॥ অরিতর্জ্জনী শক্রভৎর্সনী ॥ ২৭ ॥ গজরাজরথাস্থিতা গজরাজঃ ঐরাবতঃ সএব রথস্তত্রাস্থিতা ॥ ২৮ ॥ বর্হিযানগা ময়ূররথগা প্রেক্ষণী দ্রষ্টব্যা অর্চ্চনীয়েতি ক্বচিৎ ॥ ২৯ ॥ মহেশ্বরাদিত্যত্র মহেশাচ্চেতি ক্বচিৎ মহাবৃষো মহাধর্ম্মঃ তৎ সমৃদ্ধিদা অমৃদ্ধিদা অনেকগোবৃষসমৃদ্ধিদা বা ॥ ৩০ ॥ সমুদ্যচ্চক্ররম্যদোঃ সম্যগুচ্চলৎ স্থদর্শনমনোহরহস্তা ॥ ৩১ ॥ গলৎকমণ্ডলুজলচুলু-

কাতাড়িতাহিতাক্ষরত্নকুণ্ডীবারিগণ্ডূষপতিতবিপক্ষা ॥ ৩২ ॥ নিজতত্ত্বং ব্রহ্মাত্মতত্ত্বম্ ॥ ৩৩। ৩৪ ॥ ভ্রাম্যচ্চক্রোচ্চ তর্জ্জনী ভ্রাম্যচ্চক্রং যস্যা উচ্চং তর্জ্জনং দুষ্টান্ প্রতি যস্যাঃ সা চ সা চ ভ্রাম্যচ্চক্রেণ উচ্চা তর্জ্জনী তর্জ্জন্যাখ্যা অঙ্গুলির্যস্যাঃ সা তথেতি বা ॥ ৩৫ ॥ দেবযানী কাব্যসুতা ॥ ৩৬ ॥ সংসর্গদোষং উপসর্গজং উৎপাতজং ॥ ৩৭। ৩৮ ॥ লেখ্যঃ লিখনবিষয়ঃ ॥ ৩৯—৪৬ ॥ নিগড়ো লৌহশৃঙ্খলং সভাজয়িত্বা পূজয়িত্বা ॥ ৪৭ ॥

একভুক্তমেকভোজনং একভক্তমিতি পাঠে একান্নমিত্যর্থঃ বন্দী বদ্ধঃ তস্য মোক্ষণকাময়া যদ্বা বন্দীতি তস্যা নাম অতএব বক্ষ্যতি বন্দীপদজুষামিতি ॥ ৪৮—৫০ ॥ কাশীসন্দেহহারিণী সন্দেহঃ সংসয়ঃ কাশীমরণেন মুক্তির্ভবতি নবেত্যাদিরূপঃ সন্দংশেতি পাঠে সন্দংশ ইব সন্দংশো বিঘ্নস্তদ্ধারিণী ॥ ৫১ ॥ ঘনটঙ্ককরা মুদ্গরটঙ্কহস্তা টঙ্কং টাঙ্কীতি প্রসিদ্ধং তীর্থরাজঃ প্রয়াগঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥ দক্ষিণে বামে হস্তে ইতি শেষঃ অভয়দামিতিচ্ছেদঃ ॥ ৫৫ ॥ সিদ্ধলক্ষ্মীত্যত্র নিদ্ধিলক্ষ্মীতি ক্বচিৎ ॥ ৫৬—৫৮ ॥ উপসর্গানুৎপাতান্ ॥ ৫৯। ৬০। ৬১ ॥ দেদীপ্যমানলক্ষ্মীকা অতিশয়প্রকাশমানকান্তয়ঃ ॥ ৬২—৭৩ ॥ পল্লবান্ পত্রাণি ক্ষুদ্রশাখা বা ॥ ৭৪ ॥ মহাষ্টম্যাং আশ্বিনশুক্লায়াং ॥ ৭৫ ॥ বিঘ্নসংহতিং বিঘ্নসমূহং ॥ ৭৬—৭৯ ॥ আকাশোষ্ঠীমাকাশোর্দ্ধোষ্ঠীমিত্যর্থঃ ধরাধরাং পৃথ্ব্যধরোষ্ঠামিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥ কর্ত্রীচ্ছুরিকাস্নায়ুনদ্ধাং স্নায়ুবস্নসয়া মাংসপ্রভবধাতুবিশেষেণেতি যাবৎ নদ্ধাং বদ্ধাং দুষ্টানাং মাংসাদিভক্ষণেন তেন ব্যাপ্তামিত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ লসন্তঃ সহস্রমপরিমিতা দোর্দ্দণ্ডা যস্যাস্তাং জ্বলন্তিকেকরাণি তির্যগ্‌গতানি বীক্ষণানি নেত্রাণি যস্যাস্তাং ঐকপদ্যপাঠে কর্ম্মধারয়ঃ ॥ ৮২—৮৫ ॥ মুণ্ডস্রগ্‌ভূষণা কবন্ধমালাভরণা যদাহামরঃ কবন্ধো রুণ্ডমস্ত্রিয়াম্ ॥ ৮৬ ॥ দোঃপ্রসরণাদ্ধস্তপ্রসরণাৎ ॥ ৮৭। ৮৮ ॥ মুণ্ডৈঃ কৃত্বা রূপং বর্ত্ততে যস্যাঃ সা মুণ্ডরূপিণী চণ্ডরূপিণীতি ক্বচিৎ ॥ ৮৯। ৯০ ॥ অমূরিমা নৈঃ শ্রেয়সীং কৈবল্যাখ্যাম্ ॥ ৯১—৯৭ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথৈকসপ্ততিতমেঽধ্যায়েঽত্যন্তমনোরমে দুর্গনাম্নোঽসুরেন্দ্রস্য বর্ণ্যতে-তিপরাক্রমঃ ॥ ১ ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে দুর্গা দেবী ব্যবস্থিতেত্যুক্তং তত্র পৃচ্ছতি কথং দুর্গেতীতি ॥ ১। ২ ॥ যশ্চেতি যত ইতি পাঠে প্রথমান্তাত্তস্মিন্ ॥ ৩ ॥ স্বসাৎ কৃতা আত্মাধীনাঃ কৃতাঃ স্বভুজসারতঃ স্বীয় হস্তবলেন ॥ ৪। ৫ ॥ স্বয়-মীশানেতি তথা নিঋ্ঁতীতি ক্বচিৎ তপাংস্যাপীত্যত্র তপাংস্যপীতি ক্বচিৎ ॥৬॥ যজ্ঞবাটা যজ্ঞস্থানানি ॥ ৭ ॥ অমার্গকৃতাস্পদৈঃ পাষণ্ডমার্গকৃতাশ্রয়ৈঃ অমার্গ কৃতাদরৈরিতি ক্বচিৎ প্রসভং বলাৎকারেণ দুরাসদা দুর্গম্যাঃ অভোক্ষিষুর্-ভুজুঃ অরক্ষিষুরিতি বা পাঠঃ ক্রূরকর্ম্মাণঃ পরিগ্রহা ভৃত্যাদ্যাঃ ক্রূরকর্ম্মণাস্বা পরিগ্রহো যেষাং তে তথা ॥ ৮। ৯ ॥ বসনানি বস্ত্রাণি বদনানীতি ক্বচিৎ বিচ্ছায়ানি বিগতকান্তীনি ॥ ১০ ॥ সুকৃতেতরা অধমাঃ ॥ ১১ ॥ অনুপ্তাবাপি তাপি অবকেশিনো বন্ধ্যফলা অপি যদাহামরঃ বন্ধ্যোঽফলোঽবকেশী চেতি ॥ ১২। ১৩ ॥ বিপজ্জুষঃ বিপৎ সেবিনঃ ॥ ১৪ ॥ নন্বকুলীনত্বাৎ সদাচার-ত্বাচ্চ মহান্তস্তাবদ্দেবা অতঃ কিমিতি তান্ গৃহাগতান্ ভয়পীড়িতা অপি সু-নৃতয়াপি বাচা ন পূজিতবন্তস্তত্রাহ ন কৌলিন্যমিতি কিং তর্হি মহত্বায় কল্পতে তদাহ একমিতি পদং স্থানং স্বীয়মৈশর্য্যমিত্যর্থঃ শ্রেয়ঃ শ্রেয়ো হেতু-র্মহত্বকারণমিত্যর্থঃ লাঘবং লঘুত্বং অমহত্বকারণমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মাদ্বিপ-দ্যপি আপৎকালেপি যে দৈন্যপ্রেরিতা ধনৈর্ম্মলিনচিত্তানাং অঙ্গণং প্রাঙ্গণং ক্বচিৎ কদাচিদপি যেনালভন্তে ন প্রাপ্নুবন্তি তে ধন্যাঃ ইতি ॥ ১৬ ॥ তর্হি মরণমেব প্রাপ্তুং তত্রাহ পঞ্চত্বমেবেতি ॥ ১৭ ॥ কিঞ্চতএবেতি ॥ ১৮ ॥ কিঞ্চ সম্পদ্বিপদুদ্গময়োঃ কাদাচিৎকত্বাত্তদুভয়ং লব্ধা স্থিরতাং ন ত্যজেদিত্যাহ কদাচিদিতি তত্র দৃষ্টান্তমাহ উদয়াস্তুদয়াবিতি পুষ্পবন্তয়োঃ চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥১৯॥ অতস্তয়োরিব একরূপতাত্যাজ্যা ন ত্যাজ্যা ততোহর্ষা হর্ষৌ অধ্রুবৌ নিষ্ফ-লাবিত্যর্থঃ ॥ ২০। ২১ ॥

আপদি দৈন্যান্ মরণে দোষমাহ যস্ত্বিতি উপসংহরতি তস্মাদিতি কিঞ্চ আপদীতি তদ্ধৈর্য্যোণেত্যত্র তচ্ছব্দোধীরবিষয়ঃ অবধীরিতা ত্যক্তা দূরীকৃতে-

ত্যর্থঃ ॥ ২২॥ প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতমনুবর্ণয়তি ভ্রষ্টরাজ্যা ইতি সর্ব্বজ্ঞেন পুরুষেভ্যোঽবধ্যোয়মিতি জানতেত্যর্থঃ ॥ ২৩॥ মাহেশ্বরীং আজ্ঞামিত্যন্বয়ঃ অমর্ত্ত্যায়দেবায় জাতাবেকবচনং অমর্ত্ত্যেভ্য ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ২৪—২৭ ॥ সমাজয়ে সম্যক্ যুদ্ধায় রণায় বা ইতি ক্বচিৎ ॥ ২৮ ॥ রূপয়েত্যত্র পূরয়েতি ক্বচিৎ তদুপেক্ষয়া তস্যা বচস উপেক্ষয়া মৃত্যুস্ত্বেতৎ পদাজয়েতি পাঠেঽহং বিশেষণং মৃত্যুর্মৃত্যুহেতুরিত্যর্থঃ তু ইতি পাঠে তে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ জীবগ্রাহং জীবনগ্রহণং যথা ভবতি তথা ব্রজ বিশ্বেশ্বর্য্যাঃ শরণাপন্নো ভবেত্যর্থঃ হিতমিত্যস্য বিশেষণম্বা ॥ ৩০ ॥ মহাকাল্যাঃ কালরাত্র্যাঃ ॥ ৩১ ॥ গৌরবৈর্মহত্ত্বৈঃ বল্লী লতা ॥ ৩২ ॥ গৃহং গৃহে গৃহণীতি বা শুভোদয়াৎ পুণ্যোৎকর্ষাৎ শুভোদয়েতি ক্বচিৎ ॥ ৩৩ ॥ গৌরবাৎ গৌরবং গুরুত্বং তস্মাদিত্যর্থঃ যদ্বা গৌরবং অতীতি গৌরবাঃ প্রথমান্তং যদিত্যস্য বিশেষণং ভাগ্যস্য গৌরবাধীনত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ সতী অলঙ্কৃতির্যস্যাস্তয়া ॥ ৩৫ ॥ মহামহেন্দ্রদারচিত্তস্য ॥ ৩৬। ৩৭ ॥ ইতি এবং দৈত্যেন্দ্রে ব্রুবতি সৌবিদল্লকাঃ কঞ্চুকিনোঽন্তঃপুররক্ষকা ইত্যর্থঃ যদাহামরঃ সৌবিদল্লাঃ কঞ্চুকিনঃ স্থাপত্যাঃ সৌবিদাশ্চ তে ইতি স্বার্থেকঃ পুঙ্গবঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৩৮ ॥ দূত্যঃ সঞ্চারিকাঃ যদাহামরঃ দূতী সঞ্চারিকা স মে ইতি যদ্বা দূত্যঃ দূত্যকর্ম্মকর্ত্র্যঃ রাজনীতি বিদুত্তমরাজনীতিবিদাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৯ ৪০ ॥ অন্যোপি জনঃ ভবাদৃক্ষা ভবৎ সদৃশাঃ তদাগমাৎ মহাদেব্যা গমাৎ ॥ ৪১—৪৩ ॥ অবলা বলহীনা স্ত্রীতি যাবৎ বস্তুতস্ত্বস্য বিষ্ণোরিব বলং যস্যাঃ ন বিদ্যতে বলং যস্যাঃ সর্ব্বাতিশয়বলা ইত্যর্থঃ ইতি বা মুগ্ধা মূঢ়া বস্তুতস্তু সুন্দরী ॥ ৪৪—৪৬ ॥ আদিৎসুন্ গৃহীতু কামান্ তাং দৃষ্ট্বা কামঃ ত্রিলোকীং লভতামিন্দ্র ইত্যাদি সাপেক্ষবচনাৎ ক্রোধস্তাভ্যাং মোহিতঃ সংক্ষুব্ধঃ ॥ ৪৭ ॥ মৃত্যুমিতি বক্তব্যে ষষ্ঠী দ্বিতীয়ার্থে বহ্বনংস্ত বহু যথাস্যাত্তথাঽমন্যত শুদ্ধান্তরক্ষিণোঽন্তঃপুরপালিনঃ যদাহামরঃ স্ত্র্যগারস্তু ভুজামন্তঃ পুরং স্যাদবরোধনম্ শুদ্ধান্তশ্চাবরোধশ্চেতি অরং অলং ॥ ৪৮ ॥ বর্ষবরাঃ ষণ্ঢাঃ ছিন্নবৃষণা ইতি যাবৎ যদাহামরঃ ষণ্ডো বর্ষবর ইতি ॥ ৪৯। ৫০ ॥ ত্র্যযুতসম্মিতান্ ত্রিংশৎসহস্রসংখ্যকান্ দৃশা নেত্রেণ কটাক্ষেণেতি যাবৎ তেষাং মধ্যে কেষাঞ্চিন্নামানিদর্শয়তি দুর্দ্ধরমিতি সপাদেন ॥ ৫১। ৫২ ॥ এবমাপাততো দৃশাজ্ঞাপ্য পশ্চাদ্বচনেনাপ্যাজ্ঞাপয়তি বদ্ধা

পাশৈরিতি শ্লোকেন বিস্রস্তকেশপাশাং উন্মুক্তকবরাং যদ্বাহামরঃ কবরী কেশবেশোথেতি কেশপাশামিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥ ৫৩। ৫৪ ॥ বর্ম্ম শরীরং শস্ত্রাণিখড়্গাদীনি অস্ত্রাণি ক্ষেপণীয়ানি ভল্লাদীনি তৈরুদ্যতাঃ উদ্যুক্তাঃ পাণয়ো যেষাং তে তথা ॥ ৫৬ ॥ রোদসীদ্যাবা ভূম্যোরন্তরং ॥ ৫৭ ॥ দুর্গ ইতি দুর্গো নাম যো মহাদৈত্যঃ স ক্রুদ্ধঃ সন্ বিনির্যযাবিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ তং পঞ্চভির্বিশেষণৈর্ব্বিশিনষ্টি শতকোটীত্যাদিনা অর্ব্বুদশতদ্বয়ো ন দশকোটয় একমর্ব্বুদং তস্য শতদ্বয়েন থর্ব্বদ্বয়েনেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ কোটার্ব্বুদেন পরার্দ্ধসংখ্যামিতেন পচ্চূর্ণিতশিলোচ্চয়ৈঃ পাদপিষ্টপর্ব্বতৈঃ ॥ ৫৯ ॥ উদায়ুধৈঃ উদ্যতশস্ত্রাস্ত্রৈঃ স মহাদৈত্যঃ মহাদৈত্যৈঃসহবর্ত্তমানঃ ॥ ৬০ ॥ অথেতি অথানন্তরং মহাদেবীং দৃষ্ট্বা দৈত্যশ্রেষ্ঠঃ মহাসেনাপতীন্ আদিষ্টবান্ ইতি ষষ্ঠে নান্বয়ঃ দ্বাদশভির্বিশেষণৈস্তাং বিশিনষ্টি বিন্ধ্যাচলেত্যাদিনা নিবেদিতং কথিতং তদাগঃ দুর্গাপরাধো যস্যৈতাং তদাগমামিতি ক্বচিৎ ॥ ৬১ ॥ তত্র তদিত্যত্র উদ্যদিতি ক্বচিৎ ॥ ৬২ ॥ প্রোদ্যদিতি উল্লসন্ সুধাংশু অমিত কিরণনির্মৃষ্টোত্তমাস্যাং লাবণ্যেতি সৌন্দর্য্যসমুদ্রনিঃসরদুচ্ছলচ্চন্দ্রমুখ্যজ্যোৎস্নাং ॥ ৬৩ ॥ অনেকমাণিক্যসমূহদীপ্তিব্যাপ্তশরীরাং ॥ ৬৪ ॥ মহাদেবনয়নানলভস্মীভূতমদনজীবনৌষধলতাং যদাহামরঃ জীবাতু জীবিনৌষধমিতি সম্ভারঃ সমূহঃ সামগ্রী বা মহৌষধীং মহৌষধরূপাং ॥ ৬৫ ॥ বিষমেষুঃ কামঃ ॥ ৬৬ ॥ আজ্ঞাপ্রকারমাহ অয়ি জন্তেত্যাদিনেত্যাকর্ণ্যেত্যতঃ প্রোক্তেনেন গ্রন্থেন ॥ ৬৭—৭৩ ॥

ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ সাম্নেতি যাবৎ বুদ্ধ্যা দাক্ষিণ্যেন দানেন বা বলেন দণ্ডেন ছলেন ভেদেন সামদানদণ্ডভেদোপায়চতুষ্টয়েনেত্যর্থঃ ধৃত্বা নেষ্যতীতি ক্বচিৎ ॥ ৭৪—৭৭ ॥ অবধেহি শৃণু এতৎ কর্ম্ম দুষ্করং কিং কা ক্বা দুষ্করমেবেতি বা স্তবোর্থঃ দুষ্করত্বমেবাহ অনাথায়াঃ অবিষ্ণুর্নামো যস্যাস্তথা ন বিদ্যতে নাথো যস্যাস্তস্যা ইতি বা স্বতন্ত্রায়া ইত্যর্থঃ একস্যা মুখ্যায়া অদ্বিতীয়ায়াবেত্যর্থঃ বিশেষতো অস্য বিস্ফোরিব বলং যস্যাস্তস্যা ইতি কৃপণায়া ইতি পাঠে কৃপণ বদ্বর্ত্তমানায়া ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥ কোয়ং মহাযত্নবিধিঃ অক ইতি পাদচ্ছেদে অয়মত্যন্তপ্রবর্ত্তপ্রকারঃ অকঃ ন কোপীত্যর্থঃ প্রাকৃতং ব্যাখ্যানং স্পষ্টং ॥৭৯॥ ॥ ৮০। ৮১। ৮২ ॥ বৈকুণ্ঠনায়কঃ বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য পত্নী তস্যামুৎপন্নো বৈকুণ্ঠঃ

তেন নির্ম্মিতো লোকোপি বৈকুণ্ঠঃ তস্য নায়কো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ তদুক্তং ভাগবতে পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ তস্যাং সকলয়া যজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ং বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোক নমস্কৃতঃ রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়েতি সঃ যানি উৎকৃষ্টানি রত্নানি মুদা সংপ্রেষয়ংস্ত্বদাজ্ঞয়া অপরিপালকঃ ত্বদাজ্ঞাং ন করোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥ যঃ কৈলাসেশ্বরঃ শিবঃ সোপ্যস্মাভিঃসন্ত্যক্তঃ উপেক্ষিতঃ কিং স্বয়মেব সর্ব্বেষামবধ্য ইত্যর্থঃ যশ্চ লোকানামতিনিঃস্বত্বাদতিকার্পণ্যাদতিকরুণয়া বিষাশী বিষভক্ষকোঽভূৎ যো লীলার্থং ভস্মচর্ম্ম সর্পভূষণঃ অস্মদ্ভয়েন তেন একানুপমাস্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গেন নিগূহিতা সংবৃতা কিং অপি তু ন সংবৃতেত্যর্থঃ তস্য সকলেপি গ্রামেঽশেষেপি জগতি দ্বিতীয়োঽন্যশ্চতুষ্পদো বৃষো নাস্তি কিং ত্বেকোঽনুপমো জরদ্গবস্তরুণো বাহনো গোবৃষোঽস্তি সোপি কিমন্যস্মাৎ পরিজীবতি অপি তু নেত্যর্থঃ ॥ ৮৪ । ৮৫ ॥ তস্য গণা অপ্যবধীরিতভোগা ঈশ্বরা এব তেষু বয়মকিঞ্চিৎকরা এবেত্যাহুঃ শ্মশানেতি দ্বয়েন ॥ ৮৬ ॥ অদরিদ্রাণামীশ্বরাণাং পক্ষান্তরে যথা শ্রুত এব স্পষ্টোর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ কিন্তু সমুদ্রা ইতি ॥৮৮॥ কামগবী কামধেনুঃ ॥ ৮৯ ॥ পূরয়তি স্বর্ণাদিকলশানিতি শেষঃ ॥ ৯০—৯৩ ॥ ক্ষুব্ধাস্তাং বলাৰ্দ্ধৰ্ত্তুং সঞ্চলিতাঃ প্রলয়কালং প্রাপ্য সমুদ্রা যথা ক্ষুব্ধা ভবন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৯৪ । ৯৫ ॥ নক্ষত্রমালিকাঃ ঋক্ষসমূহাঃ ॥ ৯৫ ॥ রোদসী মণ্ডলন্দ্যাবা ভূম্যোরন্তরং ॥ ৯৬ ॥ শক্তীরংশরূপামূর্ত্তীঃ ॥ ৯৭ ॥ রুদ্ধ আবৃতো নিবারিত ইতি যাবৎ উদ্বেলো লঙ্ঘিতমর্য্যাদঃ ॥ ৯৮ ॥ সঙ্গরে সংগ্রামে তৃণীকৃত্য তুচ্ছীকৃত্যো হিত্যতানি ত্যক্তানি নাশিতানীত্যর্থঃ অরং শীঘ্রং ॥ ৯৯ ॥ অসিঃ খড়্গঃ ভুশুণ্ডী সর্ব্বত্র লোহকণ্টকব্যাপ্তা ক্রমাৎ স্থূলা চ তদুক্তং ভুশুণ্ডী সর্ব্বতো লৌহকণ্টকানুক্রমোন্নতেতি মুদ্গরো দ্রুঘনঃ যদাহামরঃ দ্রুঘনে মুদ্গর ঘনাবিতিতোমরঃ শর্ব্বলা শেল ইতি যাবৎ যদাহামরঃ সর্ব্বলাতোমরোঽস্ত্রিয়ামিতি ॥ ১০০ ॥ ভিন্দিপালৈঃ স্থগৈঃ লৌহবদ্ধদণ্ডৈরিতি যাবৎ যদাহামরঃ ভিন্দিপালঃ স্থগস্তুল্যাবিতি পরিঘাতনৈঃ হস্তপ্রমাণকাষ্ঠৈরিতি যাবৎ যদাহামরঃ পরিঘঃ পরিঘাতন ইতি কুন্তৈঃ প্রাসৈঃ যদাহামরঃ প্রাসস্তু কুন্ত ইতি শল্যৈঃ শঙ্কুভিঃ সর্ব্বলীতিখ্যাতৈরিত্যর্থঃ যদাহামরঃ বা পুংসি শল্যং শঙ্কুর্নেতি লৌহকণ্টকব্যাপ্তা চতুর্হস্তপ্রমাণা শতঘ্নী তদুক্তং শতঘ্নী তু চতুর্হস্তা লৌহ-

কণ্টকসঙ্কিতেতি নারাচৈঃ প্রক্ষ্বেড়নৈঃ যদাহামরঃ প্রক্ষ্বেড়নাস্তু নারাচা ইতি পরশুভিঃ কুঠারৈঃ যদাহামরঃ দ্বয়োঃ কুঠারঃ স্বধিতিঃ, পরশুশ্চ পরস্বধ ইতি শেষা অস্ত্রবিশেষাঃ ভিদুরৈর্ভেদনশীলৈঃ উপলঃ পাষাণঃ ॥ ১০২ ॥ উদ্দণ্ডকো দণ্ডমহদ্ধনুঃ ॥ ১০৩—১০৬ ॥ শৃঙ্গৈর্নির্ম্মিতং শার্ঙ্গং ধনুঃ ॥ ১০৭—১১১ ॥ পরাপতন্ আগচ্ছন্ ॥ ১১২ ॥ অন্তরা মধ্যে অবহেলিতেহবজ্ঞাতেচ্ছিন্নে ইতি যাবৎ ॥ ১১৩। ১১৪ ॥ পরিপুস্ফোট বভঞ্জেত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥ গাঢ়ং যথা স্যাৎ ॥ ১১৬। ১১৭ ॥ সম্বর্ত্তে প্রলয়কালে ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্ব্যধিকেসপ্ততিতমেঽধ্যায়ে তাবদ্বিবর্ণ্যতে দুর্গায়া বিজয়ো বিশ্বজননাঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ১ ॥ জগজ্জনন্যা শক্তয়ঃ প্রেরিতা ইত্যুক্তং তত্রপৃচ্ছতি পার্ব্বতীতি ॥ ১ ॥ ২ ॥ তারেত্যত্র আধারেতি পাঠে একং নাম ॥ ৩ ॥ জলেশীত্যত্র জলদেতি ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ হুঙ্কাবহেতিঃ হুঙ্কারাস্ত্রা তালেশী তৃণ রাজদণ্ড প্রয়োক্ত্রী ॥ ৬ ॥ শরাশনা বাণভক্ষণা পাঠান্তরে শরক্ষেপণ বজ্র তারা বজ্রকনীনিকা ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ তন্তুঃ তন্তুবৎ সূক্ষ্মা ॥ ৯ ॥ পরামৃতা চেতি নামদ্বয়ং বা ॥ ১০—১২ ॥ বার্ত্তালীতি বার্ত্তানামাবলিঃ পংক্তির্যস্যাং সাবার্ত্তালী জম্ভন্তং নামানমসুরং লাতীতি বুদ্ধায়া দত্ত ইতি জম্ভলী ঐন্দ্রী শক্তি শক্তিরিত্যর্থঃ অন্যাসামপি যথা সম্ভবং ব্যুৎপত্তিরূহনীয়া ॥ ১৩ ॥ সংক্ষিপ্তানি নাশিতানি হেতিভিঃ শিখাভিঃ যদাহামরঃ বহ্নের্দ্বয়োর্জ্বালকীলাবর্চ্চির্হেতিঃ শিখাস্ত্রিয়ামিতি ॥ ১৪ ॥ করকাবৃষ্টিং বর্ষপাষাণবৃষ্টিং যদাহামরঃ বর্ষোপলস্তুকরকেতি বাত্যা বাতমণ্ডলী ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ খণ্ডং বর্ষবরংচ্ছিন্নাস্তকোষমিতি যাবৎ ॥ ১৭ ॥ বাহুসংকর্ষকোপতঃ বাহ্বস্ফালন পূর্ব্বক কোপাৎ রাহ্বিতি পাঠে রাহুসংকর্ষ কোপতঃ স্বর্ভানু সদৃশ কোপাৎ বহু ধামর্ষেতি ক্বচিৎ ॥ ১৮ ॥ শতকোটির্বজ্রং শকলং খণ্ডং ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ জবতঃ শীঘ্রং শুণ্ডাদণ্ডং চীৎকৃত্য গজজাতি শব্দং কৃত্বা অকিঞ্চিৎকরতামকিঞ্চিৎকর্ত্তৃমশক্তত্বাং ॥ ২১—২৫ ॥ অকাণ্ডে

লাস্যতাণ্ডবয়োর্নর্ত্তনবিশেষযোঃ কারণায় ॥ ১১৬ ॥ তৌর্য্যত্রিকং নৃত্যগীত-বাদ্যং তৎস্বরূপায় তদেব তৌর্য্যত্রিকং মহৎপ্রিয়ং যস্য স তথা তৎ সম্বোধনং তৌর্য্যত্রিকং মহাপ্রিয়ং এতদেবেতি নির্ব্বাণশ্রীঃ কৈবল্যলক্ষ্মীঃ ॥ ১১৭ ॥ স্থূলসূক্ষ্মে কার্য্যকারণে দৃশ্যং পৃথিব্যপ্তেজঃ অদৃশ্যম্বায্বাকাশং তৎস্বরূপিণে ভাবা ভাবরূপিণে ইতি বা অর্ব্বাচীনায় ইদানীন্তনায় পরাচীনায় প্রাক্কালীনায় ॥ ১১৮ ॥ বাক্‌প্রপঞ্চঃ শব্দবিস্তারঃ পরায় কারণায় বস্তুত একায় মায়য়া-নেকপ্রকারায় সদসদ্য তয়ে কার্য্যকারণনিযন্ত্রে ॥ ১১৯ ॥ শব্দব্রহ্মবেদঃ বেদান্ত বেদ্যায় বেদৈকগোচরায়তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শ্রুতেঃ পতয়ে নিযন্ত্রে ॥ ১২০ ॥ বেদগোচরমূর্ত্তয়ে বেদনং বেদঃ স্বপ্রাশশ্চিদ্ধাতুস্তদ্বিষয়রূ-পায় ॥ ১২১—১২৪ ॥ কালং কালয়তীতি কালকালঃ সকালকালঃ কালাগ্নি কালমৃষিকভক্ষকঃ কালোপি কাল্যতেঽনেনেত্যাদি শ্রুতিঃ স্মৃতিভ্যঃ কালকূটা-খ্যং যদ্বিষং তদ্ভক্ষিণে ॥ ১২৫ ॥ জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানসাধনায়েত্যর্থঃ ॥ পরশ্বধেচ্ছেত্রি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ বিষ্ণুশক্তিং দর্শযন্তো নমন্তি ত্রৈলোক্যেতি ধরিধাত্রিধরে ইতি ক্বচিৎ স্বশার্ঙ্গেত্যত্র সুশার্ঙ্গেতি ক্বচিৎ ॥ ৩৮ ॥ ব্রহ্মশক্তিং কথয়ন্তো নমস্যন্তি হংসযান ইতি প্রাচাং প্রাচীনানাং অনাদিসিদ্ধানাং ॥৩৯॥ সর্ব্বস্বরূপং দর্শযন্তঃ পরমাত্মত্বেন স্তুবন্তি ত্বমৈন্দ্রীত্যাদি মাতস্ত্বয়েত্যন্তেন তত্রাষ্ট-লোকপাল চন্দ্র সবিতৃশক্তিত্বেন স্তুবন্তি সার্দ্ধেন কৌবেরীত্যত্র কৌমারীতি পাঠঃ সচিন্ত্য অম্বুপা বারুণীশক্তি ॥ ৪০ ॥ সৌরী সূর্য্যপ্রভাশক্তিরিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে ॥ ৪১ ॥ কিঞ্চ বহুঃ সর্ব্বদেবেতি সর্ব্বদেবশক্তিত্বমেব সংক্ষেপেণ দর্শয়ন্তি ত্বমিত্যর্দ্ধেন ॥ ৪২ ॥ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বরূপেণ স্তুবন্তি প্রকৃতিস্ত্বমিতি সার্দ্ধেন প্রকৃতিঃ প্রধানং মতির্মহত্তত্বং হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধিরিতি যাবৎ চেতো-ন্তরিন্দ্রিয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়ত্যত্র সর্ব্বশব্দো জ্ঞানকর্ম্মবিষয়ঃ ক্রমোত্র ন বিবক্ষিতঃ ॥ ৪৩ ॥ পঞ্চতন্মাত্ররূপা অপঞ্চীতপঞ্চমহাভূতস্বরূপেত্যর্থঃ মহাভূতাত্মিকে স্থূল-পঞ্চমহাভূতস্বরূপেত্যর্থঃ পঞ্চভূতগুণত্বেন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতারূপেণ স্তুবন্তি শব্দাদীত্যর্দ্ধেন আদিশব্দেন স্পর্শরূপরসগন্ধা গৃহ্যন্তে করণমিন্দ্রিয়মনুগৃহ্লাতীতি করণানুগ্রহা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ সর্ব্বকর্তৃত্বেন সর্ব্বস্বরূ-পেণ চ স্তুবন্তি ব্রহ্মাণ্ডেত্যর্দ্ধেন অন্তশব্দোঽত্র স্বরূপবচনং ননু হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাণ্ডং সৃজতি ব্রহ্মাণ্ডং মহদাদিকার্য্যং ভৌতিকমেব কিমত্রাহং তত্রাহ ত্বং

পরা ঈশ্বরী অসি হিরণ্যগর্ভং সৃষ্ট্বা তদ্বারাত্বমেব ব্রহ্মাণ্ডং সৃজসীত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ যো বৈ ব্রহ্মাণাং বিদধাতি পূর্ব্বমিতি পরং মহদাদি অপরং তৎ কার্য্যং তে পরাবরে তদ্রূপা পরাপরা অতস্ত্বমেব ব্রহ্মাণ্ডরূপেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ উপসংহরতি পরাপরাণামিতি নমু পরাপররূপত্বে কথং পরমাত্মস্বরূপত্বং তত্রাহঃ মায়য়া সর্ব্বরূপাত্বমিতি বস্তুতোঽরূপাসি ॥ ৪৬ ॥ অরূপত্বে হেতুস্ত্বং চিচ্ছক্তিরিতি জ্ঞানৈকস্বরূপেত্যর্থঃ সর্ব্বরূপত্বং সংক্ষেপেণ দর্শয়তি ত্বং স্বাহেতি বৈদ্রিক মন্ত্ররূপেণ স্তবন্তি বষড়িতি ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চ কিং বহুনেত্যাহ সর্ব্বমন্ত্রেতি সর্ব্বকারণত্বেন স্তবন্তি ব্রহ্মেতি সর্ব্বরূপত্বমুপসংহরতি ব্রহ্মেতীতি বা চতুর্ব্বর্গাত্মকত্বেন তদ্দাতৃত্বেন চ স্তবন্তি চতুর্ব্বর্গফলস্য পুরুষার্থ চতুষ্টয়ফলস্যোদয়ো যস্যাস্তৎ সম্বোধনং চতুর্ব্বর্গফলোদয়ে ॥ ৪৮ ॥ উপসংহরতিত্বত্ত ইতি নিমিত্তকরণমাত্রতাং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্বয়ীতি প্রলয়কালে সর্ব্বজগন্নিধীয়তেঽস্যাং ইতি তৎসম্বোধনং তথা জগন্মায়েতি কচিৎ যদিতি স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপতঃ স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপং যদ্দৃশ্যং পৃথিব্যাদি যদদৃশ্যমাকাশাদি তত্র ত্বং শক্তিরূপেণ বর্ত্তসে তত্তচ্ছক্তিরূপায়াং ত্বয়ি তত্তদ্বস্তুগ্রথিতমিত্যর্থঃ অতস্ত্বাং বিনা কিঞ্চিন্নাত্রাস্তীতি ॥ ৪৯ ॥ নমু ব্রহ্মাদীন্ বিহায় কিমিতি মাং শরণং প্রাপ্তস্তত্রাহুঃ মাতরিতি নিসর্গবিবুধা আজানসিদ্ধা দেবা ব্রহ্মাদ্যাঃ পুন্তোঽজেয়ত্বাত্তেষু অর্পিতং দৈত্যসৈন্যং যেন দুর্গেণ তং বিনিহত্যাদেত্যতিশেষঃ ॥ ৫০ ॥ সুদৃক্ শোভনদৃষ্টিঃ ॥ ৫১ ॥ নমু নিশ্চিতং ভবতিনতিকৃৎসুত্বং প্রণামকর্ত্তৃষু সকলায়ুষাং সম্পূর্ণায়ুষাং সফলায়ুধামিতি বা পাঠঃ ॥ ৫২ । ৫৩ ॥ শলভত্বং পতঙ্গত্বং যদাহামরঃ সমৌ পতঙ্গশলভাবিতি পতঙ্গরুচিং প্রাপ্য সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্ত্বেত্যর্থঃ যদাহামরঃ পতঙ্গৌ পক্ষিসূর্য্যৌ চেতি ॥ ৫৪ ॥ অব রক্ষ প্রতিপদং প্রতিক্ষণং বিপদো বিপত্তেঃ প্রতিপদমিত্যত্র প্রতিকূলমিতি পাঠে প্রতিভক্তকুলমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ত্রিষু সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়েষু শক্তিঃ সামর্থ্যং যস্যাঃ সা ত্রিশক্তিঃ যথাসংখ্যেনান্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ ভালং ললাটং ॥ ৫৭ ॥ চিবুকং ওষ্ঠাধরয়োরধঃ প্রদেশং ॥ ৫৮ ॥ ভূদারশক্তির্বারাহীকৃকাটিকায়ামবটৌ দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমীগ্রীবাশিরঃ সন্ধেঃ পশ্চাৎ পৃষ্ঠবংশোপরিভাগে ইত্যর্থঃ যদাহামরঃ বটুর্ঘাটা কৃকাটিকেতি পাণিফলকং হস্তখণ্ডকং ॥ ৫৯ । ৬০ ॥ উদরদরীং জঠরগুহাং কটিং শ্রোণিং স্ফিচৌ প্রোথৌ যদাহামরঃ স্ত্রিয়াং স্ফিচৌ কটিপ্রোথা-

বিতি গুহ্যং গুহ্যেন্দ্রিয়ং শিশ্নমিতি যাবৎ অপানমপানেন্দ্রিয়ং গুদমিত্যর্থঃ ॥৬১॥ জানু জানুনী উরুপর্ব্বণীত্যর্থঃ যদাহামরঃ জানূরুপর্বাষ্ঠীবদস্ত্রিয়ামিতি জঙ্ঘে প্রসৃতে জানুনোরধো ভাগৌ গুল্ফৌ পাদগ্রন্থী চান্দ্রী চন্দ্রশক্তিঃ রোহিণী বা ॥ ৬৩—৬৬ ॥ যথার্থয়া সান্বয়য়া যথা তথেতি পাঠেপি স বার্থঃ ॥ ৬৭—৭০ ॥ দুর্গেতি দুর্গনামানং দৈত্যং হন্তীতি দুর্গাঘ্নেত্যস্যা শ্রবণমার্ষং যদ্বা দুর্গমং দুর্গ-দৈত্যস্য হননং ঘাতনমস্যা অস্তীতি দুর্গা অর্শাদিভ্যোঽচ্ তদেতদাহ দুর্গ-দৈত্যস্যেতি ॥ ৭১। ৭২ ॥ মা বিভেতু ভয়ং মা করোতু শাকিনীডাকিন্যৌ দুষ্টগ্রহবিশেষৌ ॥ ৭৩ ॥ হোটিঙ্গাঃ পিশাচাঃ ঝাটিঙ্গা ইতি পাঠেপি সএবার্থঃ বেতালাঃ ভূতবিশেষাঃ কঙ্কালাঃ পিশাচভেদাঃ ॥ ৭৪—৭৯ ॥

রক্ষামিতি পরিপরিতঃ সর্ব্বতো ভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥ তয়া তস্যা ইত্যর্থঃ তস্যা ইতি বা পাঠঃ ॥ ৮১। ৮২ ॥ নবরাত্রং আশ্বিনশুক্লপক্ষীয়ং সুমতিং জ্ঞানং সদ্গতিমিতি কচিৎ ॥ ৮৩ ॥ মহাবলিরিত্যত্র বলিশব্দেন পক্কান্নানি গৃহ্যন্তে ॥ ৮৪ ॥ শারদং তদেব ॥ ৮৫—৮৭ ॥ কালরাত্রিমুখা কালরাত্রি-প্রধানা ॥ ৮৮। ৮৯ ॥ ত্বরিতাঃ বেগবত্তরাঃ ॥ ৯০ ॥ সৃষ্টানি সৃষ্টানি যুক্তা ইতি যাবৎ দেব্যা ইতি শেষঃ সৃষ্ট্যেতি পাঠে সৃষ্টিমার্গেণেত্যর্থঃ প্রাচ্যাদি মধ্যতঃ প্রাচ্যাদিষু দিক্ষু মধ্যে চেত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ নির্ব্বাণশ্রীনিকেতনং কৈব-ল্যস্য রম্যং স্থানং কৈবল্যলক্ষ্ম্যা নিকেতনমিতি বা ॥ ৯২ ॥ ক্রমাৎ প্রাচ্যাদি ক্রমাৎ ॥ ৯৩ ॥ রুণ্ডমুণ্ডস্রজঃ কবন্ধশিরো মালাঃ ॥ ৯৪ ॥ রুধিরাসবৈঃ রুধি-রাণ্যেব আসবা মদ্যানি তৈঃ ॥ ৯৫ ॥ কোটিশো রুধিরাশনা ইতি কচিৎ কোটিশোঽপরিমিতা ॥ ৯৬ ॥ তেষু চতুঃষষ্ট্যাং কাংশ্চিদ্দেবান্ দর্শয়তি বিদ্যু-জ্জিহ্ব ইতি ত্রয়েণ ॥ ৯৭—১০৪ ॥ ভূতাবলী ভূতপঙ্ক্তিঃ ভূতসমূহ ইত্যর্থঃ অবন্তি রক্ষন্তি ॥ ১০৫ ॥ পদে পদে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১০৬ ॥ দুর্গং সঙ্কটং ॥ ১০৭। ১০৮ ॥ শ্রোতারমপিরক্ষিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৯। ১১০ ॥ অহং বুদ্ধি-গৃহীতানাং রক্ষণং প্রার্থয়িত্বা মম বুদ্ধিগৃহীতানামপি তৎ প্রার্থয়তি গৃহেপীতি ॥ ১১১ ॥ গুরুং মহান্তং ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিসপ্ততিতমেঽধ্যায়ে শ্রীমদোঙ্কারবর্ণনং ক্রিয়তেঽতীবপাপঘ্নং মহাশ্চর্য্যপ্রদং নৃণাং ॥ ১ ॥ নন্দিনং সন্নিদেশ্যেতি মৃড়ান্যা সহিতো মৃড়ঃ যযৌ ত্রৈবিষ্টপং ক্ষেত্রং মুক্তিবীজপ্ররোহণমিত্যুক্তমতঃ পৃচ্ছতি ত্রিলোচনমিতি ॥ ৬ ॥ ॥ ২। ৩ ॥ পিলিপিপ্পিলাখ্যমিতি পিলিপিপ্পিলেতি লক্ষ্ম্যা এব নামান্তরং ॥ ৪ ॥ তীর্থলিঙ্গয়োস্ত্রিবিষ্টপং নাম ত্রিবিষ্টপ নাম নিরুক্ত্যা দর্শয়তি বিষ্টপেতি বিষ্টপত্রিতয়ে ভুবনত্রয়মধ্যে তত্রেতি তীর্থলিঙ্গয়োর্নিরুক্তিঃ যদ্যপ্যতঃ ॥ ৫ ॥ মহত্তরং শ্রেষ্ঠতমঞ্চ পাঠান্তরং স্পষ্টং ॥ ৬। ৭ ॥ সর্ব্বোপকারার্থমে পৃচ্ছতি দেবদেবেতি নবভিঃ দেবদেবেতি সম্বোধনানি ভক্ত্যুদ্রেকখ্যাপকানি সর্ব্বগ ইত্যত্র সর্ব্বসমর্চ্চিতেতি ক্বচিৎ ॥ ৮। ৯ ॥ বিশ্বক্ সর্ব্বব্যাপীত্যর্থঃ কেন ব্রহ্মণা যেন কেনাপি বাবগম্যতে কা কা নাবগম্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ স্বয়ম্ভূন্যপীত্যত্র স্বভূমিষ্ঠানি স্বস্থানস্থিতানি স্বয়ম্ভূস্থাপিতানীতি পাঠে স্বয়ম্ভূনিস্থাপিতানি চেত্যর্থঃ ॥ ১১। ১২ ॥ অত্র কাশ্যাং সবল্লভঃ সশক্তিকঃ ॥ ১৩। ১৪ ॥ জন্মনো মধ্যে মধ্যে জন্মসকৃৎ সমর্চ্চনাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫। ১৬ ॥ অগস্ত্যস্য বিন্ধ্যারিত্বং তদ্বৃদ্ধিবিঘাতকত্বাৎজ্ঞেয়ং ॥ ১৭—১৯ ॥ অসংখ্যাতানি লিঙ্গানীত্যাদীনাং পূজ্যানীতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ ॥ ২০—২৩ ॥ দূরবস্থানীতি যবনাদিভিরতিশয়েন দুর্দ্দুষ্টা অবস্থা যেষাং তানি তথা ॥ ২৪ ॥ পরার্দ্ধশতসংখ্যানি পরার্দ্ধং ব্রহ্মণঃ পঞ্চাশদ্বর্ষং তন্মানেন মানুষ দিনসংখ্যা সংখ্যাবিশেষো বা তচ্ছতসংখ্যানি পরার্দ্ধশতসংখ্যানি ॥ ২৫ ॥ তিষ্যে কলৌ ॥ ২৬ ॥

গণনেতি হে গৌরি মম ভক্তৈর্জনৈর্মির্ব কাশ্যাং যানি লিঙ্গানি প্রতিষ্ঠিতানি তেষাং গণনা অন্তো নাস্ত উপসংহরতি অতস্তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ইতি গণনা দিবসাদর্ব্বাগিতি যস্মিন্ দিবসে ময়া গণনা কৃতা তস্মাদ্দিবসাদর্ব্বাগূর্দ্ধমিত্যতিরোহিত এবার্থঃ ॥ ২৭। ২৮ ॥ ন হাস্যামি ন ত্যক্ষ্যামি ॥ ২৯। ৩০ ॥ পুষ্টাস্থূলা ব্যাপ্তা বা ॥ ৩১—৩৫ ॥ সমবায়ঃ সমাহারঃ মেলনমিতি যাবৎ ॥ ৩৬ ॥ নৈশ্রেয়সীং কৈবল্যাখ্যাং ॥ ৩৭ ॥ দেহিনাং মুক্ত্যৈ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ প্রতিমাসমিতি স্কন্দোক্তিঃ ॥ ৩৯—৪৪ ॥ পার্ব্বত্যা ঈশ্বরোক্তা-

ন্যেবান্যানি চতুর্দ্দশলিঙ্গান্যাহামৃতেশ ইতি ॥ ৪৫ ॥ লাঙ্গলঃ লাঙ্গলীশ্বরঃ ব্রহ্মেশলাঙ্গলীশৌ চেতি ক্বচিৎ ॥ ৪৬—৪৯ ॥ কাশীকোশোঽবিমুক্তশরীরং সার ইতি ক্বচিৎ ॥ ৫০—৫২ ॥ মহতী ভক্তির্যেষাং তে মহাভক্তয়স্তেষাং কৃপাবশাৎ মহাভক্তেতি পাঠে স্পষ্টএবার্থঃ ॥ ৫২—৫৬ ॥ নিরেনসা নিষ্পাপেন ॥ ৫৭ । ৫৮ ॥ অগ্রজ ঈশ্বরস্য মুখদ্বারাৎ প্রথমতো জাতঃ দ্বিজেতি বা পাঠঃ ॥ ৫৯ ॥ মহায়তনানি তৃতীয়চতুর্দ্দশলিঙ্গান্যাহ শৈলেশ ইতি ॥ ৬০—৬৬ ॥ উপনিষৎ রহস্যং লিঙ্গাবলিঃ লিঙ্গপক্তিঃ সমূহ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৭—৬৯ ॥ উক্তানুবাদপূর্ব্বকং প্রত্যেকং সর্ব্বলিঙ্গানাং মহিমানং পৃচ্ছতি রহস্যমিতি ॥ ৭০—৭৩ ॥ আরাধি আরাধিতঃ পূজিতঃ ॥ ৭৪ ॥ বিধায় কৃত্বা ॥ ৭৫ ॥ তপঃ করণসময়ে পর্ণমপি ন ভক্ষিতমিত্যপর্ণা তদুক্তং স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা পরাহিকাষ্ঠাতপসস্তয়া পুনঃ তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ম্বদাং বদন্ত্যপর্ণামিতি তাং পুবাবিদ ইতি তস্যাঃ সম্বোধনমপর্ণে ইত্যনেন তবৈতৎ কথাশ্রবণেধিকারোস্তীতি সূচয়তি ॥ ৭৬ ॥ পরন্তপ ইত্যন্বয়ঃ পরং সমাধিরিতি বা ॥ ৭৭ ॥ পুরোঽগ্রতঃ হরিন্মুখং দিক্‌সমূহং যদাহামরঃ দিশস্তু ককুভঃ কাষ্ঠা আশাশ্চ হরিতশ্চ তা ইতি ॥ ৭৮ ॥

কিংতজ্জ্যোতিরিত্যত আহ যদন্তরিতি অন্তরন্তঃকরণে আবিঃপ্রকটং নির্ব্যাজেন ফলাভিসন্ধিরহিতেন সজাতীয়বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্যেনেতি বা ॥৭৯॥ নন্বসংপ্রজ্ঞাতসমাধিস্থস্য ব্রহ্মণো জ্যোতিষো বহিঃ প্রাকাট্যং দুর্ঘটমিত্যাশঙ্ক্যাহ যোঽভূদিতি স্ফুটতো বিদারং প্রাপ্নুবতো ভূমিভাগাৎ যশ্চটচটাশব্দোঽভূত্তচ্ছব্দাদ্ব্রহ্মা ক্রমতঃ শনৈঃ শনৈঃ সমাধিং ত্যক্তবানিত্যর্থঃ স্ফুটিত ইতি পাঠে শব্দবিশেষণং অত্যুৎকট ইত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥ স্রষ্টেতি ব্রহ্মা ত্যক্তনির্গুণব্রহ্ম ধ্যানো নেত্রে বিকচয্য যাবৎ পুরঃ পশ্যেৎ পশ্যতি তাবদাদি মমাদৌ ভবং প্রণবমক্ষরং দদর্শেত্যর্থঃ তথাচ শ্রীভাগবতে ততো ভূস্ত্রিবৃদোঙ্কার ইতি ॥ ৮১ ॥ প্রণবস্বরূপং কথয়ন্ তং বিশিনষ্টি আকারমিতি সার্দ্ধত্রয়েণ অকারোকারমকারনাদবিন্দ্বাত্মকো হি প্রণবঃ তত্রাকারার্থমাহ অকারমিতি সত্ত্বসম্পন্নং সত্ত্বগুণোপেতং ঋক্‌ক্ষেত্রং ঋগ্বেদাধিষ্ঠানং তৎকারণমিত্যর্থঃ তমঃপারেঽজ্ঞানপারে স ব্রহ্মা দদর্শেতি তৃতীয়ে নান্বয়ঃ ॥ ৮২ ॥ উকারার্থমাহ উকারমিতি অথানন্তরং তস্যাগ্রেঽকারাগ্রে রজোরূপং রজোগুণব্যাপ্তং যজুর্জনিং

যজুর্বেদোৎপত্তিহেতুং স্বাকারং ব্রহ্মশরীরং বিম্বিতং প্রতিবিম্বিতং চিন্তিতামিতি পাঠে ভাবিতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥ নীরবং নিঃশব্দং যৎ ধ্বান্তং অন্ধতমসং তস্য যৎ সঙ্কেতসদনং সঙ্কেতস্থানং তদাভং তত্তুল্যং নীরবদিতি পাঠে লবণো দধিজলবদিত্যর্থঃ তথাচ হরিবংশে মহতস্তমসঃ পার ইতি তমসঃ তমঃ প্রায়-ক্ষারসমুদ্রস্যেত্যর্থঃ মকারার্থমাহ তদগ্রতঃ উকারস্যাগ্রে তমোগুণেন রূপ্যত ইতি তমোরূপং ॥ ৮৪ ॥ নাদার্থমাহ অথেতি তৎ পুরতো মকারগ্রতঃ ধ্যাতা ধ্যানকর্ত্তা ধাতেতি ক্বচিৎ ব্যধাদকরোৎ স্বনয়নাতিথিং স্বনেত্রগোচরং ॥ ৮৫ ॥ বিশ্বরূপ ময়াকারং প্রপঞ্চ স্বরূপাকৃতিং বিশ্বরূপমথোঙ্কারমিতি পাঠেঽর্থে'ত্যর্থা-ন্তরে ওঙ্কারমিতি অবয়বাবয়বিনোরভেদাভিপ্রায়েণ অনাখ্যনাদঃ পরা তস্য সদনমাশ্রয়ং কারণমিত্যর্থঃ তদুক্তং বৈখরীশব্দ নিষ্পত্তির্মধ্যমাশ্রুতিগোচরা উদ্যতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মাবাগনুপায়িনীতি সূক্ষ্মা পরা অনুপায়িন্যনাখ্যে-ত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ শব্দব্রহ্মবেদঃ বিন্দ্বর্থমাহ অথোপরিষ্ঠাদিতি উপরিষ্ঠাদুপরি-পরাৎ প্রধানাদেঃ পরমুৎকৃষ্টং তৎ কুত ইত্যত আহ কারণমিতি কারণানাং প্রধানাদীনাং অতএব জগৎযোনিং তং পরং বিধিব্রহ্মা ॥ ৮৭ ॥ বিলো-কয়াঞ্চক্রে দদর্শ জগদাসিঞ্চকমিতি পাঠে জগদাসিঞ্চতি পালয়তীতি তথা তং ॥ ৮৮ ॥ এবং অবয়বার্থনিরূপণেনৈব অবয়বিনমোঙ্কারং নিরূপ্য উন্নামদ্বিধা নির্বক্তি অবনাদিতি সার্দ্ধেন ॥ ৮৯ ॥

নেত্রগীকৃতঃ চক্ষুর্বিষয়ীকৃতঃ তারনামনির্বক্তি তারয়েদিতি ॥ ৯০ ॥ প্রণব-দ্বিধানির্বক্তি প্রণূয়ত ইতি দ্বাভ্যাং প্রণূয়তে প্রকর্ষেণ স্তূয়তে প্রণয়েৎ প্রাপ-য়েৎ ॥ ৯১ । ৯২ ॥ ত্রয়ীময়ো বেদত্রয়াত্মকঃ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকো বা অসঙ্গো নির্বিকারঃ পরাত্মাতুরীয়ঃ তদুক্তং অহং ভাবানহং ভাবৌ ত্যক্তা সদসতী তথা যদসক্তং সমং স্বচ্ছং স্থিতং তত্তুর্য্যমুচ্যতে ইতি বস্তুতস্তুরীয়াতীতঃ অবি-দ্যোপহিত বিশ্বাদ্যপেক্ষয়া তুরীয়ত্বস্য কল্পিতত্বাৎ মায়য়াঽখিলাত্মকঃ প্রৈক্ষি প্রেক্ষিতো দৃষ্ট ইতি যাবৎ দ্বিজোঽত্রহং সঃ তদ্গামিনা ব্রহ্মণেত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥ সাঙ্গাং ষড়্ভিঃ শিক্ষাকল্পব্যাকরণনিরুক্তচ্ছন্দোজ্যোতির্ভিরঙ্গৈঃ সহিতাঃ ॥৯৪॥ চত্বারি শৃঙ্গাত্রয়োঽস্য পাদাদ্বেশীর্ষে সপ্তহস্তা সোঽঅস্য ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো-রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশেতি শ্রুত্যুক্তো মহেশো ব্রহ্মণা দৃষ্ট ইত্যাহ বৃষভো য ইতি দ্বয়েন হস্তাসো হস্তাঃ যো বৃষভো মন্ত্রোক্তো যজ্ঞরূপঃ

বিষ্ণুরিতি যদ্বা ত্রিধাবদ্ধঃ মন্ত্র ব্রাহ্মণকল্পৈঃ সম্বদ্ধ ইত্যর্থঃ রোরবীতি পুনঃ পুনরত্যর্থং বা রৌতীত্যর্থঃ রোরবণং নাম সবনক্রমেণ ঋগ্‌ভির্যজুর্ভিঃ সামভিঃ যদেনমৃগ্‌ভিঃ শংসন্তি যজুর্ভির্যজন্তি সামভিঃ স্তবন্তীতি মহোময়স্তেজোরূপঃ ॥ ৯৫ ॥ শৃঙ্গাঃ শৃঙ্গাণি চত্বারি ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্বরূপাণি হস্তো হস্তাঃ সসপ্ত-হস্তাঃ সপ্তছন্দাংসি দ্বে প্রায়ণীয়োদয়নীয়েত্রয়ঃ পাদাঃ ত্রীণি সবনানি এব-ম্ভূতো দেবঃ সব্রহ্মণা ঐক্ষ্যতেতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ৯৬ ॥ জগদভিন্নোপাদানং ব্রহ্ম ব্রহ্মণা দৃষ্টমিত্যাহ যদন্তরিতি পুনর্ভূয়োপিলয়াদিপ্রবাহস্যানাদিত্বাৎ তদ্বীজং তস্যাখিলস্য ভূতাদেঃ কারণং স্বয়ন্তু বীজরহিতং ॥ ৯৭ ॥ লিঙ্গনাম-নির্ব্বচনপূর্ব্বকং লিঙ্গশব্দাভিধেয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মণা দৃষ্টমিত্যাহ লীনমিতি ॥ ৯৮ ॥ পঞ্চার্থাঃ অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যেবং রূপাঃ অস্তিভাতিপ্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থঃ পঞ্চকমিত্যুক্তেঃ চত্বারো বেদা ইতিহাসপুরাণানি চেতি পঞ্চ-ব্রহ্মাণি ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমো বেদ উচ্যত ইত্যুক্তেঃ রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্ন-জানকী চেত্যেক রূপাণি বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্না নিরুদ্ধারুক্মিণী চেত্যেবং রূপাণি বা তন্ময়ং তৎস্বরূপং অ আদির্যেষাং পঞ্চানামিতি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ অকারোকারমকারার্দ্ধমাত্রশ্চতুর্থাক্ষরে বিন্দুনাদা ইতি সমাসার্থাঃ তন্ময়ং তৎস্বরূপং তথাচ শ্রুতিঃ অকারঃপ্রথমাক্ষরো ভবত্যুকারো হি দ্বিতী-য়াক্ষরো ভবতি মকারস্তৃতীয়াক্ষরো ভবত্যর্দ্ধমাত্রশ্চতুর্থাক্ষরো ভবতি বিন্দুঃ পঞ্চমাক্ষরো ভবতি নাদঃ ষষ্ঠাক্ষরো ভবতি নিরৈক্ষি নিতরাং দৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥ পঞ্চাক্ষরং পঞ্চাক্ষরাত্মকং তদুক্তমত্রৈব অশ্চ উশ্চ মকারশ্চ নাদো বিন্দুশ্চ পঞ্চমঃ পঞ্চাত্মকং পরং ব্রহ্ম নিত্যং যত্র প্রকাশত ইতি ॥ ১০০ ॥ চত্বা-রিংশৎপদ্যবৃন্দৈরোঙ্কারং জগদীশ্বরং তুষ্টাবাত্যাদৃতঃ সম্যগ্বেদগর্ভো বিদাম্বরঃ সমাধিত্যাগানন্তরং যাদৃক্‌রূপং দৃষ্টং প্রথমং তদেবনমতি নম উঙ্কাররূপায়েতি প্রণবরূপত্বেনৈব তৎপ্রভবাকারাদ্যক্ষরধারকত্বমাহ নমো অক্ষরেতি অকারাদি স্বরূপং কারণত্বেন স্বস্মিন্ ধারয়তীতি তথা তস্মৈ উঙ্কারপ্রভবা বেদা উঙ্কার-প্রভবাঃ স্বরা ইতি স্মৃতেঃ কূটস্থবপুর্ধৃত ইতি বা এতচ্চাক্ষরস্যাপ্যুপলক্ষণং ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোক্ষর উচ্যত ইতি স্মৃতেঃ অকারাদিবপুর্ধৃতত্বমেব স্পষ্টয়ন্নমতি নমোকারাদীতি ॥ ১০১ ॥ উঙ্কাররূপত্বং স্পষ্টয়ন্ স্তৌতি অকার-স্ত্বমিতি বস্তুতোঽনাকৃতি আকাররহিতঋগ্‌যজুঃসাম্নাং রূপং স্বরূপং যস্মাত্তস্ম

পাঠান্তরে তৎসমুদায়াত্মকায়েত্যর্থঃ নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইতি শ্রুতেঃ বস্তুতো রূপাতীতায় ॥ ১০২ ॥

নাদাত্মনে পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখর্য্যাখ্যায়েত্যর্থঃ বিন্দুকলাত্মনে বিন্দ্বংশরূপায়েত্যর্থঃ অখিলাত্মকত্বেন স্তৌতি অলিঙ্গেত্যাদিনা অলিঙ্গরূপায়া দৃশ্যরূপায় অতএব সর্ব্বস্বরূপিণে পাঠান্তরে লিঙ্গঃ শিবলিঙ্গং ॥ ১০৩ ॥ ধামতেজঃ সত্ত্বম্বা নিধয়ে আশ্রয়ায় নিধনাদিত্যত্রাদিপদেন জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়ত ইতি পঞ্চবিকারা গৃহ্যন্তে ॥ ১০৪ ॥ পশূনাং জীবানান্তারঃ প্রণবঃ উৎকট ইতি বা তদা সর্ব্বেভ্য উৎকৃষ্টায়েত্যর্থঃ সম্যক্ সংভবত্যস্মাদিতি সম্ভবস্তস্মৈ সর্ব্বকারণায়েত্যর্থঃ শম্ভবায়েতি পাঠে শম্ভব ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ নমঃ শম্ভবায় চ ময়ো ভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চেতি ॥১০৫॥ অমায়ায় শুদ্ধায় শিবতরায় পরাপরমঙ্গলায় মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলমিতি স্মৃতেঃ কপর্দ্দিনে জটাজূটধারিণে শিতিকণ্ঠ নীলগ্রীব ॥ ১০৬॥ মীঢুষ্টমায় ফলসেক্তৄণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠায় শিপিঃ পশুঃ তেষু প্রবিশতি তিষ্ঠতি যজ্ঞরূপেণেতি শিপিবিষ্টস্তস্মৈ তথাচ শ্রুতিঃ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিঃ যজ্ঞএব পশুষু প্রতিতিষ্ঠতীতি শিপয়োরশ্ময়স্তেষু নিবিষ্টশ্চেতি বা শৈত্যা চ্ছয়নবোগাচ্চ শীতিবারি প্রচক্ষতে তৎ পানাদ্রক্ষণাচ্চৈব শিপয়োরশ্ময়ো মতাঃ তেষু প্রবেশদ্বিশ্বেশঃ শিপিবিষ্ট ইহোচ্যত ইতি বচনাৎ অহ্রস্বায় দীর্ঘায় খর্ব্বায় হ্রস্বায় বৃহতে স্থূলায় ॥ ১০৭ ॥ কুমারগুরবে স্কন্দজনয়িত্রে শ্বেতায় শুক্লায় কৃষ্ণায় নীলায় পীতায় হরিদ্রায় অরুণমূর্ত্তয়ে ঈষল্লোহিতরূপায়েত্যর্থঃ অব্যক্তরাগবর্ণায়েতি বা ॥ ১০৮ ॥ ধূম্রবর্ণায় কৃষ্ণলোহিতরূপায় পিঙ্গায় কপিশবর্ণায় কির্ম্মীরবর্চ্চসে কর্ব্বুরবর্ণায় পাটলবর্ণায় শ্বেতরক্তবর্ণায় শুক্লপীতমিশ্রিতবর্ণয়েত্যর্থঃ হরিদ্ভতেজসে পালাশবর্ণায় ॥ ১০৯ ॥ নানাবর্ণস্বরূপায় উক্তশুক্লাদিবর্ণরূপায়েত্যর্থঃ ব্রাহ্মণাদিবর্ণস্বরূপায়েতি বা বর্ণানাং পতয়ে তেষামেব নিয়ন্ত্রেস্বরা অকারাদি চতুর্দ্দশব্যঞ্জনানি কাদীনিহকারপর্য্যন্তানি ॥ ১১০ ॥

উর্দ্ধমাদত্ত ইত্যুদাত্তস্তদ্বিপরীতমাদত্ত ইত্যনুদাত্তস্তয়োঃ সমাহার স্বরিতস্তদ্রূপায় হ্রস্বাঃ অ ই উ ঋ ঌ ইতি পঞ্চ দীর্ঘা আ ঈ ঊ ৠ ঌ ইতি পঞ্চ প্লুতা দূরাহ্বানে গানে লোকপ্রসিদ্ধাস্তন্মিতয়ায় হ্রস্বাদিনিয়ন্ত্রে বিসর্গেণ সহ বর্ত্তত ইতি সবিসর্গো বর্ণবিশেষস্তদ্রূপায় ॥ ১১১ ॥ অনুস্বারস্বরূপায় বিন্দ্বাত্মকায়

সানুনাসিকানুনাসিকৈঃ ঞ ম ঙ ণ নযৈঃ সহ বর্ত্তমানহেতুরূপেত্যর্থঃ নিরনুনাসায় তদ্রূপায়েত্যর্থঃ ৯বর্ণতবর্গলসাদন্ত্যাঃ ইবর্ণচবর্গযশাস্তালব্যাস্ত-দ্রূপিণে ॥ ১১২ ॥ ওষ্ঠে ভবা ওষ্ঠ্যা উবর্ণপবর্গে উধ্মাপনীয়া উরসি ভবা উরস্যাঃ তত্তদ্বর্ণরূপায়েত্যর্থঃ উষ্মাণঃ শষসহাস্তৎস্বরূপিণে অন্তস্থা যরলবা-স্তস্মৈ তদ্রূপায়েত্যর্থঃ পরপুরুষব্রহ্মবিষ্ণুচতুষ্টয়াপেক্ষয়া পঞ্চমায় শ্রীরুদ্রায় পঞ্চ-মাখ্যস্বরূপায়েতি বা পিনাকিনেঽজগবা পরপর্য্যায় ধনুর্দ্ধারিণে ॥ ১১৩ ॥ নিষা-দায় নিষাদাখ্যস্বরূপায় যদাহামরঃ নিষাদর্ষভেতি যদ্বা নিষাদায় শ্বপচায় তেষাং পতয়ে স্বামিনে শৃঙ্গবেরপুরনিবাসিনে শ্রীরামমিত্রায় গুহায়েতি বা মৃদঙ্গাদী-ত্যাদিশব্দেন ডমরুপ্রভৃতয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ১১৪ ॥ তারাত্যুচ্চধ্বনিরূপায় যদা-হামরস্তারোত্যুচ্চ ইতি মন্দ্রায় গম্ভীরশব্দরূপায় পাপিনাং ঘোরায় ভয়ঙ্করায় তদ্বিপরীতানামঘোরায় অঘোরাখ্যমন্ত্ররূপায়েতি বাতানায় অতিলম্বস্বরূপায় তদুক্তস্তানা একোনপঞ্চাশদিতি মূর্চ্ছনাং পতয়ে তদালাপপ্রবর্ত্তয়িত্রে তদুক্তং মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিরিতি ॥ ১১৫ ॥ স্থায়ি সঞ্চারিভেদেন স্থাবরজঙ্গমভেদেন যদ্বা স্থায়ি সঞ্চারিভেদৌ সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রসিদ্ধৌ তয়োর্ভেদেন ভাবস্বরূপিণে তালপ্রিয়ায় কালক্রিয়ামানপ্রিয়ায় যদাহামরঃ তালঃ কালঃ ক্রিয়ামানমিতি করপুটাদিক্রিয়মাণবাদ্যপ্রিয়ায়েতি বা তালায় তৎস্বরূপায় লাস্যতাণ্ডবজন্মনে লাস্যতাণ্ডবয়োর্নর্ত্তনবিশেষয়োঃ কারণায় ॥ ১১৬ ॥ তৌর্য্যত্রিকং নৃত্যগীত-বাদ্যং তৎস্বরূপায় তদেব তৌর্য্যত্রিকং মহৎপ্রিয়ং যস্য স তথা তৎসম্বো-ধনং তৌর্য্যত্রিক মহাপ্রিয় এতদেবেতি নির্ব্বাণশ্রীঃ কৈবল্যলক্ষ্মীঃ ॥ ১১৭ ॥ স্থূলসূক্ষ্মে কার্য্যকারণে দৃশ্যং পৃথিব্যপ্তেজঃ অদৃশ্যম্বায়্বাকাশং তৎস্বরূপিণে ভাবাভাবরূপিণে ইতি বা অর্ব্বাচীনায় ইদানীন্তনায় পরাচীনায় প্রাক্কালীনায় ॥ ১১৮ ॥ বাক্প্রপঞ্চঃ শব্দবিস্তারঃ পরায় কারণায় বস্তুত একায় মায়য়াঽ-নেকপ্রকারায় সদসৎপতয়ে কার্য্যকারণনিয়ন্ত্রে ॥ ১১৯ ॥ শব্দব্রহ্মবেদঃ বেদান্ত বেদ্যায় বেদৈকগোচরায়তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শ্রুতেঃ পতয়ে নিয়ন্ত্রে ॥ ১২০ ॥ বেদগোচরমূর্ত্তয়ে বেদনং বেদঃ স্বপ্রকাশশ্চিদ্ধাতুস্তদ্বিষয়রূ-পায় ॥ ১২১—১২৪ ॥ কালং কালয়তীতি কালকালঃ সকালকালঃ কালাগ্নি কালমৃত্যুকভক্ষকঃ কালোপি কাল্যতেঽনেনেত্যাদি শ্রুতিঃ স্মৃতিভ্যঃ কালকূটা-খ্যাং যদ্বিষং তদ্ভক্ষিণে ॥ ১২৫ ॥ জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানসাধনায়েত্যর্থঃ ॥

॥ ১২৭—১৩১ ॥ নীরজস্কম্পদং কৈবল্যং ॥ ১৩২ ॥ পিতৃবনং শ্মশানং ॥১৩৩॥ কৃতান্তকৃতান্তকঃ যমস্যাপি যম ইত্যর্থঃ কালাগ্নিরুদ্রঃ সংকর্ষণমুখাগ্নিঃ সম্বর্ত্তঃ প্রলয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥ পুং প্রকৃতিরূপাভ্যাং পুরুষপ্রধানরূপাভ্যাং অক্ষিপক্ষ্মণো নেত্রাবরকস্য সমুৎক্ষেপাদুন্মেষাৎ ॥ ১৩৫ ॥ ননু কপালস্রগ্বিণোঽমেকিমিয়-মতিস্তুতিঃ ক্রীয়তে তত্রাহ কপালেতিখেলঃ ক্রীড়া ॥ ১৩৬ ॥ নৃকরোটীনর-শিরোঽস্থি যদাহামরঃ শিরোঽস্থিনৃকরোটীস্ত্রীতি অন্তঃ প্রলয়ঃ বীজং অজ্ঞানং ॥ ১৩৭ ॥ অভিন্ননিমিত্তোপাদানতামাহত্বত্তঃ সর্ব্বমিতি পুঁরা বাচাং প্রাচাং মূর্ত্তিমতাং বেদাদীনাং বাচাং বেদানামিতি সামানাধিকরণ্যম্বা ॥ ১৩৮ ॥ শব্দাবেবকারার্থে ॥ ১৩৯—১৪৪ ॥ জলজাসনঃ পদ্মাসনঃ ॥ ১৪৫ । ১৪৬ ॥ ভক্তৈকমুক্তিদং ভক্তানামেকাং মুখ্যাং সাযুজ্যলক্ষণং মুক্তিং দদাতীতি তং ॥ ১৪৭ ॥ বিষ্ণ্বুক্তং ব্রহ্মোক্তং ॥ ১৪৮ । ১৪৯ ॥ সর্ব্বাম্নায়নিধিরখিলবেদাঙ্গ ॥ ১৫০—১৫৩ ॥ পঞ্চায়তনং পঞ্চানাং অকারাদীনাং তদ্বাচ্যানাম্বা ব্রহ্মবিষ্ণু-রুদ্রেশ্বরসদাশিবানামায়তনং আশ্রয়ভূতমীশানং লিঙ্গমিত্যর্থঃ ॥ ১৫৪—১৫৬ ॥ কপিলো বিষ্ণুঃ সিদ্ধানাং কপিলশ্চাস্মীতি ভগবদুক্তে তৎ সম্বন্ধিজ্যোতিঃ কপিলং জ্যোতিঃ ॥ ১৫৭—১৬৩ ॥ জলবুদ্বুদং যথা উত্তিষ্ঠতি তদ্বত্তস্য জন্ম-বৃথেত্যর্থঃ ॥ ১৬৪—১৬৬ ॥ সন্তানো বংশঃ ॥ ১৬৭ । ১৬৮ ॥ নিযুতং দশলক্ষম্ ॥ ১৬৯—১৭১ ॥ বিপদ্যতে ম্রিয়তে ॥ ১৭২—১৭৪ ॥ তারতীর্থমোঙ্কারতীর্থং ॥ ১৭৫ । ১৭৬ ॥ নান্যৈরত্রাবগম্যতে কিন্তু ত্বয়ৈব জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ তত্র হেতু-ত্বৎ পুণ্যেতি ত্বৎপুণ্যোদয়স্তঃ তবশুভাদৃষ্টস্যোদয়াৎ ॥ ১৭৭ ॥ বিধে বিধে-হীতি অত্র বারাণস্যাং স্থিত্বা চরাচরং বিধেহীত্যুক্তত্বাৎ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমপি কাশীস্থিতৈবাতঃ প্রলয়েপি কাশ্যা নো নাশ ইতি পূর্ব্বমুক্তং ন বিস্মর্ত্তব্য-মিতি ॥ ১৭৮ ॥ সম্যগ্ভবত্যস্মাৎ প্রজেতি সম্ভূস্তস্মৈ সম্ভবে ॥ ১৭৯ ॥ ব্রহ্ম-স্তবেন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেন স্বকৃতেন বা ॥ ১৮০—১৮২ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অধ্যায়ে সপ্ততিতমে চতুর্ভিরধিকে তথা পুনরোঙ্কারমাহাত্ম্যং বর্ণ্যতেঽথ সবিস্তরং ॥ ১ ॥ বিস্তরেণোঙ্কারমাহাত্ম্যং প্রবক্তুং ইতিহাসং প্রস্তাবয়তি শৃণ্বিতি দমনস্য যা বৃত্তা কথেতি শেষঃ তাং শৃণু ইত্যর্থঃ কীদৃশী কথেত্যত্রাহ মহাপাতকস্য তক্ষিনীনাশিনী ॥ ১—৩ ॥ প্রত্যব্ধি প্রতিসমুদ্রং ॥ ৪—৭ ॥ রেবা নর্ম্মদা ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ বিহিতপ্রাণযাত্রান্ প্রাণসন্ধারণার্থং কৃতভৈক্ষান্ ভুক্তভৈক্ষান্নানিতি যাবৎ তথাচ মৈত্রায়ণী শ্রুতিঃ চতুর্ষু বর্ণেষু ভৈক্ষঞ্চরেৎ পাণিপাত্রেণাশনং কুর্য্যাৎ ঔষধবৎ প্রাশ্নীয়াৎ প্রাণসন্ধারণার্থং যথা মেদো বৃদ্ধির্নজায়ত ইত্যাদিঃ ॥ ১০ ॥ অচলমানসান্ ধরচিত্তান্ আচার্য্যস্য গর্গ-নাম্নঃ ॥ ১১—১৪ ॥ ভগোঃ হে পূজ্য ॥ ১৫ ॥ দায়াদঃ পুত্রঃ ॥ ১৬ ॥ অশি-শ্রিয়ং আশ্রিতবানস্মি ॥ ১৭ ॥ হবনং হোমঃ ॥ ১৮ ॥ বহুনেহসং বহুকালং অতিবাহিতাঃ নীতাঃ ॥ ১৯ ॥ অধ্যুষিতানি আশ্রিতানি ॥ ২০ ॥ রসায়নানি ধাতুপ্রয়োগাঃ সিদ্ধাধ্যুষিতকন্দরাঃ সিদ্ধসেবিতদর্থঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ সিদ্ধ্যঙ্কুরং সিদ্ধিকারণং অপি রেবার্থে নৈক্ষীত্যনন্তরং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২৩ ॥ সম্প্রাপ্তা সিদ্ধি-র্যেন তেন সুদ্ধিনেতি কচিৎ ॥ ২৪ ॥ যথা মনসঃ স্থৈর্য্যমাপ্যতে তথা মহতী সিদ্ধিঃ কথং মে ভবিষ্যতি তদস্তেষুপদেশং সোপপত্তিকমুপদেশং শোভনং বচনম্বা ব্রূহি কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ প্রথীয়সী মহত্তরা ॥ ২৬—২৮ ॥ অবিমুক্ত ইতি অবিমুক্তে সাক্ষান্ মম যদ্বৃত্তং তৎ কথয়ামীত্যষ্টমেনান্বয়ঃ অবিমুক্তং বিশিনষ্টি মহাক্ষেত্র ইত্যক্ষরচতুষ্টয়ন্যূনৈঃ সার্দ্ধ সপ্তভিঃ সতাং সমষ্টিব্যষ্টি প্রাণিমাত্রাণাং আকরে জন্মভূমিরূপসাগরে ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বকর্ম্মাণ্যেব শলভাঃ পতঙ্গাস্তেষাং প্রদীপ্তাগ্নিসদৃশে অতিপ্রসঙ্গং বারয়ন্ কেষামিত্যপেক্ষায়ামাহ সমাশ্রিতানাং সর্ব্বেষাং জন্তুনামিতি তমস্তোম মহাত্বিষি অজ্ঞাননিকরমহা-শত্রোতপস্তোমমহাত্বিষীতি কচিৎ ॥ ৩০ ॥ কর্ম্মাণ্যেব ভূরুহা বৃক্ষাস্তেষাং দাবাগ্নৌ বনবহ্নৌ ঔর্ব্বো বড়বানলস্তস্য শোচিষিরোচীরূপে ॥ ৩১ ॥ দীর্ঘ-নিদ্রা আত্মাজ্ঞানং তদুক্তং অদ্বৈতমকরন্দে আত্মাজ্ঞানং মহানিদ্রাজৃম্ভিতে

স্মিন্ জগন্ময়ে দীর্ঘস্বপ্নস্ফুরন্ত্যেতে স্বর্গমোক্ষাদিবিভ্রমা ইতি মহীরুহি মহীরুহে অয়মেব বা পাঠঃ ॥ ৩২—৩৪ ॥ এবম্বিধে মহাক্ষেত্রে ইত্যনুবাদঃ। ৩৫ ॥ এনসঃ পাপস্য ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ অন্যতঃ অন্যত্র আপ্লুত ইতি বা পাঠঃ। ৩৮ ॥ দীর্ঘস্বাপো মরণং যদ্বা বহির্বৃত্ত্য ভাবসাম্যেন দীর্ঘস্বাপো বিশেষানুশীলনং অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিরিতি যাবৎ কাশ্যাং দেহপাতনিমিত্তো মোক্ষো বা ॥ ৩৯ ॥ বপ্তুঃ কর্ম্মরূপস্য বীজস্য বপনকর্ত্তুঃ বপুরিতি ক্বচিৎ বীজং কর্ম্মরূপং উপ্তং নিক্ষিপ্তং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪২ ॥ বিভূতিঃ সম্পত্তিঃ ঐশ্বর্য্যং মুক্তির্বা ॥ ৪৩ ॥ যেন উপায়েন নিষ্ক্রমো নির্গমনং কাশীত ইতিশেষঃ ॥ ৪৪ ॥ তত্রাবান্তরবিশেষমাহ পূর্ব্বতো মণিকর্ণীশ ইতি সার্দ্ধেন ॥ ৪৫ ॥ ক্ষেত্রমবিমুক্তং অন্তর্গৃহস্থা ॥ ৪৬—৫১ ॥ রক্ষঃকাষ্ঠাং নৈর্ঋতীং দিশং ॥ ৫২—৫৬ ॥ আনন্দগোপক ইতি ক্বচিৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ সহুড়ুংকারসহিতং যথা ভবতি তথা ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥ ভেকী দর্দ্দুরী ॥ ৬২ ॥ নির্ম্মাল্যভক্ষণাদিতি যদ্যপি বাণলিঙ্গেস্বয়ম্ভূতে প্রাণলিঙ্গে হৃদিস্থিতে অত্র কোটিগুণং পুণ্যং শম্ভোর্নৈবেদ্য ভক্ষণমিত্যাদিবচনাৎ স্বয়ম্ভুলিঙ্গস্য উঙ্কারস্য নৈবেদ্যভক্ষণাদনন্তমেব পুণ্যং তথাপি অস্যা লোভাদ্ভক্ষিতত্বান মনাক পাপমেব সংবৃত্তমিতি জ্ঞাতব্যম্ তদেনসস্তৎপাপাৎ ॥ ৬৩ ॥ প্রসঙ্গাদ্বাণলিঙ্গাদিব্যতিরিক্তশিবনির্ম্মাল্যভক্ষণে দোষমাহ বরমিতি দ্বাভ্যাং ॥ ৬৪ ॥ ততস্তদনন্তরং যত ইতি ক্বচিৎ বিপাকেন ফলেন রৌরবো নরকবিশেষঃ স ওকো যেষাং তে তথা ॥ ৬৫ ॥ ক্ষেত্রাদন্যত্র মরণে কারণমাহ কশ্চিদিতি পোপ্লূয়মানাং অতিশয়েনগচ্ছন্তীং চঞ্চুতুণ্ডেন ॥ ৬৬ ॥ বর্ষাত্তীভেকী ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ গৃধ্রো দাক্ষায্যা পরপর্য্যায়ো মাংসাশীপক্ষিবিশেষস্তন্মুখী ॥ ৬৯ ॥ সম্যগ্‌গীতরহস্য জ্ঞত্বমেবাহ সপ্তস্বরা ইতি ॥ ৭০ ॥ ইতি গীতোপনিষদং এবম্প্রকারেণ সঙ্গীতরহস্যেন গান্ধর্ব্ববেদেনবা সা মাধবী নাম্নী সদোঙ্কারমর্চয়েদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ইতি শব্দোক্তমেবম্প্রকারত্বমেবাহ সপ্তস্বরাঃ ষড়্জর্ষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদাঃ যদ্যপ্যমরেণ নিশাদর্ষভগান্ধারষড়্জমধ্যমধৈবতাঃ পঞ্চমশ্চেত্যমীসপ্ততন্ত্রীকণ্ঠোত্থিতাঃ স্বরা ইত্যুক্তং তথাপি শার্ঙ্গদেববিরচিতসঙ্গীতরত্নাকরানুসারেণৈবং বিলিখিতমিতি তদুক্তং শ্রুতিভ্যঃস্যুঃ স্বরাঃ ষড়্জর্ষভগান্ধারমধ্যমাঃ পঞ্চমো ধৈবতশ্চাথ নিষাদ ইতিসপ্ততে তেষাং সংজ্ঞাসরিগমপধনীত্যপরামতা ইতি তেষাং

স্বরূপং নির্ব্বচনঞ্চ তত্রৈব তট্টীকায়াং মল্লিনাথবিরচিতসঙ্গীতরত্নাকরকলানিধৌ দ্রষ্টব্যং এবমগ্রেপি ত্রয়ো গ্রামাঃ ষড়্জগ্রামমধ্যমগ্রামগান্ধারগ্রামাঃ তদুক্তং তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্রস্যাৎ ষড়্জগ্রাম আদিমঃ দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্তয়োর্লক্ষণ মুচ্যতে গান্ধারগ্রামমাচষ্টে তদায়ং নারদো মুনিরিতিমূর্চ্ছনাস্বেকবিংশতিরিতি তত্র ষড়্জগ্রামে উত্তরমন্দ্রারজনী উত্তরায়তাশুদ্ধষড়্জামৎসরিতা অশ্বক্রান্তা অভিরূদ্রতেতি সপ্ত মধ্যমগ্রামে সৌবিরীহারিণা অশ্বা কালোপনতা সুদ্ধমধ্যমাবাগ্মীপৌরবিতি সপ্তগান্ধারগ্রামে নন্দা বিশালা সুমুখীচিত্রাচিত্রবতীসুখা আলাপেতি সপ্ত তদুক্তং ষড়্জোত্তর মন্দ্রাদৌ রজনী চোত্তরায়তা সুদ্ধষড়্জা মৎসরিতা অশ্বক্রান্তাভিরূদ্রতা মধ্যমেস্যাত্তু সৌবীরীহারিণাস্বা ততঃ পরং স্যাৎকালোপনতা সুদ্ধমধ্যমাগীস্বপৌরবী নন্দা বিশালা সুমুখী চিত্রাচিত্রবতী সুখা আলাপাচেতি গান্ধারগ্রামেস্যুঃ সপ্ত মূর্চ্ছনা ইতিনারদোক্তা বা তদুক্তং তাসামন্যানি নামানি নারদো মুনিরব্রবীত্ অস্বাক্রান্তা চ সৌবীরীদৃষ্যকাচোত্তরায়তা রজনীতি সমাখ্যাতা ঋগিণা সপ্তমূর্চ্ছনাঃ অপ্লায়নী বিশ্বকৃতা চন্দ্রা দৈমা কপর্দ্দিনী মৈত্রী চান্দ্রমতীমিত্র্যা মধ্যমে মূর্চ্ছনা ইমাঃ গান্ধারে পূর্ব্বোক্তা এব শার্ঙ্গদেবেন চতুর্দশৈবোক্তাঃ তানা একোনপঞ্চাশদিতি অগ্নিষ্টোমাত্যগ্নিষ্টোম বাজপেয় ষোড়শী পুণ্ডরীকাশ্বমেধরাজসূয় সর্ব্বস্বদক্ষিণদীক্ষাসোমখিষ্টকৃদ্বহু-সুবর্ণাগোসবমহাব্রতবিস্বজিৎ ব্রহ্মযজ্ঞ প্রাজাপত্য অশ্বক্রান্তরথক্রান্তবিষ্ণুক্রান্ত সূর্য্যক্রান্তগজক্রান্তবলভিন্নাগপক্ষচাতুর্ম্মাস্য সংস্থাশশ্রউবথসৌত্রমণীচিত্রা উদ্ভিৎসাবিত্রী অর্দ্ধসাবিত্রী সর্ব্বতো ভদ্র আদিত্যা নাময়নগবাময়ন সর্পাণাময়ন কৌণ্ডপায়িনাময়ন অগ্নিচিদ্বাদশাহ উপাংশু সোম অশ্বপ্রতিগ্রহবর্হিরথ অভ্যুদয় ইত্যেকোনপঞ্চাশৎ তদুক্তং অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোমো বাজপেয়শ্চ ষোড়শী পুণ্ডরীকোঽশ্বমেধস্য রাজসূয়স্ততঃ পরং ইতিস্যুঃ ষড়্জহীনানাং সপ্তনামান্যনুক্রমাৎ ক্রমাদৃষভহীনানাং তানানামভিধা ইমাঃ স্বিষ্টকৃদ্বহু সুবর্ণো গোসবশ্চ মহাবৃতঃ বিশ্বজিদ্ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ প্রাজাপত্যস্তু সপ্তমঃ ক্রমাদৃষভহীনানাং তানানামভিধাঃ স্মৃতাঃ অশ্বক্রান্তো রথক্রান্তো বিষ্ণুক্রান্তস্ততঃপরং সূর্য্যক্রান্তো গজক্রান্তো বলভিন্নাগপক্ষকঃ ইতি মধ্যমহীনানাং সংজ্ঞাঃ সপ্তক্রমান্মতাঃ চাতুর্মস্যোঽথ সংস্থাখ্যঃ শশ্চশ্চোক্থশ্চতুর্থকঃ সৌত্রামণী তথা চিত্রা সপ্তমস্তূদ্ভিদাহ্বয়ঃ সংজ্ঞাঃ পঞ্চমহীনানাং বাড়বানামিমাঃ ক্রমাৎ

সাবিত্রী চার্দ্ধসাবিত্রী সর্ব্বতো ভদ্রসংজ্ঞকঃ আদিত্যানাময়নঞ্চ গবাময়নমেব চ সর্পাণাময়নঃ ষষ্ঠঃ সপ্তমঃ কৌণ্ডপায়নঃ ধৈবতেন বিহীনানাং সপ্তনামানি মেনিরে অগ্নিচিদ্বাদশাহশ্চোপাংশুঃ সোমাভিধস্ততঃ অশ্বপ্রতিগ্রহো বর্হিরথোভ্যুদয়সংজ্ঞকঃ সংজ্ঞা নিষাদহীনানাস্তান্যানামিতিমন্বতে তানাঃ স্যুর্মূর্চ্ছনাঃ শুদ্ধা ইত্যুপক্রম্যতে বুধৈঃ এতে চৈকোনপঞ্চাশদিতি তালা একোত্তরং শতমিতি তে চ ধ্রুবশাম্যসন্নিপাতাদয়ঃ তদুক্তং ধ্রুবং শাম্যস্তথা তালঃ সন্নিপাত ইতীরিতা ইত্যাদি রাগাঃ শ্রীরাগাদয়ঃ তদুক্তং গ্রন্থান্তরে শ্রীরাগোথ বসন্তশ্চ পঞ্চমা ভৈরবস্তথা মেঘরাগশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ ষষ্ঠো জটুলরায়ণ ইতি তৈষাস্তঃতেষামেব ষন্নাং রাগাণাং পঞ্চপঞ্চৈবং ত্রিংশদঙ্গনাঃ অপিঃ সমুচ্চয়ে তেষাং রাগাণাং প্রত্যেকং পঞ্চ পঞ্চ অঙ্গনাস্ত্রিয়োপীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥ এবং মিলিত্বা ষড্রাগাস্ত্রিংশদ্রাগিণ্য ইতি ষড়্বিংশদ্রাগরাগিণ্যঃ ইতি রাগি মুদাবহা ইতি শব্দেন পূর্ব্বোক্তাঃ সপ্তস্বরাদয়ো গৃহ্যন্তে রাগি মুদাবহাঃ কামিনাং হর্ষজনকাঃ মতান্তরমাহ দেশকালভেদেনেতি কালেত্যত্র কাকুরিতি চ দৃশ্যতে অপরা রাগাঃ তে চ মালবশ্রীঃ তোড়ীবসন্তো ধন্বাশীদেশীবঙ্গালঃ ভৈরবঃ বরাড়ী গুর্জ্জরীত্যাদিকাঃ ॥ ৭২ ॥ পক্ষান্তরমাহ যাবন্ত ইতি একোত্তরশতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৩। ৭৪ ॥ অমংস্তামন্যত ॥ ৭৫ ॥ হে দমন মহতি ব্রহ্মণি আত্মা যস্য স মহাত্মা তস্য ॥ ৭৬ ॥ অতন্দ্রিতমনা অনালস্যচিত্তা ॥ ৭৭ ॥ বিঘ্নানুমেয়প্রকারমাহ নিমেষান্তরিত ইতি ॥ ৭৮ ॥ ততঃ সা প্রায়শ্চিত্তং কৃতবতীত্যাহ ইতীতি ন তত্যাজনত্যক্তবতী তৎপ্রাপ্য চোঙ্কৃতেরিতি পাঠে তত্তদা ঊঙ্কারেশ্বরস্য সেবাং প্রাপ্য সা মাধবী উঙ্কারেশ্বরলিঙ্গনামামৃতং পিবেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ দ্রষ্টুমিচ্ছাদিদৃক্ষা সা বর্ত্ততে যয়োস্তে তথা শ্রুতিগে কর্ণগে অতিবিশালে ইতি যাবৎ নান্যদিত্যনেনাক্ষিপ্তং দিদৃক্ষা বিষয়মাহ বিহায়েতি হৃদ্বিহায়স্থিতং হৃদয়াকাশস্থিতং ॥ ৮০ ॥ শব্দগ্রহৌ কর্ণৌ ॥ ৮১ ॥ অজিরক্ষৌণীং প্রাঙ্গণভূমিং ক্ষুণ্ণাং অধিষ্ঠিতামিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ উঙ্কারমোঙ্কারেশ্বরং প্রোচ্চরৎ তস্যা মাধব্যা বাগিন্দ্রিয়ং নামান্তরং ন গৃহ্লাতীতি সপ্তমে নান্বয়ঃ তং বিশিনষ্টি মধ্যেন সর্ব্বৈঃ প্রণূয়তে স্তূয়তে স্বসেবিতারং পদং প্রণয়েৎ প্রাপয়েদিতি বা প্রণবস্তং তথা চোক্তমত্রৈব প্রণূয়ত ইত্যাদি স্বসেবিতারমিত্যাদি চেতি সারং স্থিরং প্রলয়েপ্যবশিষ্যমাণং পরং সর্ব্বাধিকং তদুক্তমত্রৈব সর্ব্বেভ্যোপ্যধিক ইতি ব্রহ্ম-

প্রকাশকং পরমাত্মপ্রকাশকং শব্দব্রহ্মরূপায়া ত্রয়ী বেদস্তস্য রূপং যস্মাত্তং তদ্রূপস্থা নাদবিন্দ্বাত্মকয়োঃ কলয়োঃ আলয়ং আশ্রয়ং ॥ ৮৩ ॥ সদক্ষরং সর্ব্বভূতং অক্ষরং কূটস্থং অব্যাকৃতমিতি যাবৎ তদ্রূপঃ পৃথক্ পদস্থা তদুক্তং ভগবতাক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ইতি আদিরূপমাদিকারণং ঈশ্বরমিতি যাবৎ অতএব বিশ্বে রূপ্যতেভিব্যজ্যতে যেন তদ্বিশ্বরূপং সর্ব্বপ্রপঞ্চরূপস্থা পরাবরং কার্য্যকারণাত্মকং পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে যস্মাৎ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টরূপস্থা বরং শ্রেষ্ঠং বরেণ্যং বরণায় যোগ্যং বরদং বরদাতারং ঈশ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তারং ॥ ৮৪ । ৮৫ ॥ স্বান্তমন্তঃকরণং ॥ ৮৬ ॥ নিরূপাধিং কার্য্যোপাধিরহিতং একপদ্যপাঠে কর্ম্মধারয়ঃ অজ্যতেঽনেনেতি অঞ্জনমুপাধিঃ নিরঞ্জনং কারণোপাধিরহিতমিতি যাবৎ নির্ম্মলং রাগাদিশূন্যং নিজোঽসাধারণ উদয়ো যস্য তে ॥ ৮৭ ॥ সর্ব্বং শ্রীরুদ্ররূপং ॥ ৮৮—৯০ ॥ রঙ্গমালাঃ চিত্রসমূহান্ প্রাসাদং পরিতঃ প্রাসাদস্য সর্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ৯১ । ৯২ ॥ চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়ামিতি শেষঃ অগ্রে তথোক্তেঃ উপবসনান্বিতা উপোষণযুতেত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ । ৯৫ ॥ অস্মাকং আচার্য্যাঃ গুরবঃ মুখ্যা শ্রেষ্ঠা যেষাং তে তথা তেষাং ॥ ৯৬ ॥ লয়প্রকারমাহ প্রাহুরিতি জটিলিতাম্বরং ব্যাপ্তাকাশং ॥ ৯৭ ॥ রাধো বৈশাখঃ যদাহামরঃ বৈশাখে মাধবো রাধ ইতি ॥ ৯৮ । ৯৯ ॥ ভূতায়াং চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়ামিত্যেব ॥ ১০০—১০২ ॥ কন্দরা গুহা ব্রহ্মরসায়নং ব্রহ্মামৃতং ॥ ১০৩ ॥ নাদনিনাদভূঃ নাদোৎপত্তিস্থানং পাঠান্তরে নিনাদ উদ্রেকঃ প্রকটতেতি যাবৎ সর্ব্বনাদাত্মকং তচ্ছ্রবো গোচরীভবেৎ তল্লিঙ্গং দ্রষ্টুঃ শ্রবণেন্দ্রিয়স্য বিষয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৪ । ১০৫ ॥ পৃথিবীভাগস্যাধিক্যাৎ পার্থিবেনেত্যুক্তং বস্তুতঃ পাঞ্চভৌতিকেনেত্যর্থঃ তথাচ ব্যাসসূত্রং তেষু বৈশেষ্যা তদ্বাদস্তদ্বাদ ইতি ॥ ১০৬—১০৮ ॥ গহনে বনে ॥ ১০৯ ॥ আয়তনানি দেবতাস্থানানি তত্তস্তদা ॥ ১১০—১১২ ॥ শীলিতাশ্রিতা ॥ ১১৩ ।১১৪ ॥ শিশ্রিয়ুঃ সেবিতবন্তঃ ॥ ১১৫—১২২ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অধ্যায়ে সপ্ততিতমে পঞ্চোর্দ্ধে পরমাদ্ভুতে ত্রিলোচনস্য দেবস্য হ্যাবির্ভাবো হনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥ ত্রিলোচনতীর্থসম্বন্ধিনীং ত্রৈবিষ্টপীং ত্রিলোচনসম্বন্ধিনীং বা তদুক্তমত্রৈব বিষ্টপত্রিতয়ান্তর্যে দেবর্ষিমনুজোরগাঃ সসরিৎপর্ব্বতার্ণবাঃ সন্তি তে তত্র যস্মনে তদারভ্য চ তত্তীর্থং তচ্চ লিঙ্গং ত্রিলোচনং ত্রিবিষ্টপমিতিখ্যাতমিতি ॥ ১। ২ ॥ বিরজাখ্যমিত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ সর্ব্বে সান্তাঃ অকারান্তা ইতি বা ॥ ৪ ॥ অন্বয়ভেদাত্তিস্র ইতি পদয়োরপৌনরুক্তং ॥ ৫। ৬ ॥ মহাধাম মহাতেজঃ মহাধারম্বা ॥ ৭—৯ ॥ প্রতীচ্যাং পশ্চিমস্যান্দিশি ॥ ১০—১৩ ॥ স্রষ্টারো ব্রাহ্মণাঃ ॥ ১৪ ॥ শুদ্ধবুদ্ধিভিরিতিনেদমধিকারিবিশেষণং কিং ত্বন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্রাপ্রবৃত্তেরর্থাত্তেষ্বেব পর্য্যবসানাদনুবাদমাত্রং ॥ ১৫—২৫ ॥ দৃশ্যেষু দর্শনীয়েষু ॥ ২৬ ॥ মহাসৌখ্যৈকশেবধেঃ পরমানন্দৈকনিধেঃ নির্ব্বাণপদ্মায়াঃ মোক্ষলক্ষ্যাঃ সা পদবী ত্রিলোচনার্চ্চকানাম্নদবীয়সী ন দূরে ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৬ ॥ নিষ্কৃতিং মুক্তিং ॥ ৩৭। ৩৮ ॥ মুক্ত্যৈকং শিবনিন্দকমিতি যদুক্তং তত্রানুবাদপূর্ব্বকং হেতুমাহ শিবনিন্দেতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৯—৪২ ॥ সর্ব্বেষাং পাপানাং শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তং বক্তুমাহ সর্ব্বেষামিতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥ বৃষো ধর্ম্মঃ ॥ ৪৬—৪৯ ॥ গন্ধাদ্যৈরিত্যাদি তৃতীয়ান্তানাং পদানাং সমভ্যর্চ্চ্যেত্যনেনান্বয়ঃ মাল্যৈর্মালাভিঃ পুষ্পৈর্বা ॥ ৫০—৫২ ॥ নিরেনানিষ্পাপঃ ॥ ৫৩ ॥ এবং পাপক্ষয়মুক্ত্বা পুণ্যপ্রাপ্তিমাহ তত ইত্যেকেন ॥ ৫৪—৫৬ ॥ প্রদক্ষিণাত ইতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥ ভুজগোঽনন্তো মেখলাকাঞ্চী যস্য তং ॥ ৫৮ ॥ রাত্রিন্দিবং রাত্রৌ দিবসে চ তত্রাপি সর্ব্বদেত্যর্থঃ প্রকৃত্তিপ্রকর্ষেণ ছেদকানি প্রহ্নতীতি পাঠেপি সএবার্থঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥ ভুবস্তলাৎ ভূমেরধোভাগাৎ তত্রাবধিমাহ উদ্ভিদ্যেতি ॥ ৬২ ॥ ত্রিলোচননাম নির্বক্তি অস্মিন্নিতি দ্বয়েন ॥ ৬৩—৬৭ ॥ ধর্ম্মঘটান্ ধর্ম্মমুদ্দিশ্য দীয়মানান্ কুম্ভান্ ॥ ৬৮—৭১ ॥ সকৃত্ত্রিবিষ্টপমিতি অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতীতি বদর্থক্রমোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ নত্বিড়োয়স্তীত্যাদিবৎপাঠক্রমঃ প্রাতশ্চতুর্থ্যাং স্নাত্বা যস্তীর্থে পৈলিপিপ্যলে শুভে ত্রিলোচনং

সমভ্যর্চ্চেত্যাদি বহুবচনবিরোধাৎ ॥ ৭২—৭৬ ॥ শান্তনবংশং তন্তুনাস্থাপিতং ॥ ৭৭—৮২ ॥ আখ্যায়িকাং প্রস্তাবয়তি অন্যচ্চেতি ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্সপ্ততিতমেঽধ্যায়ে মহিমাতি মহত্তরঃ ত্রিলোচনস্য দেবস্য বর্ণ্যতেতি সুখপ্রদঃ ॥ ১ ॥ অন্যচ্চাত্রৈব যদ্বৃত্তং তদ্ধীমীত্যুক্তং তমেবেতিহাসং শ্রোতৃমনঃ সমাধানপ্রার্থনাপূর্ব্বকং প্রস্তাবয়তি শৃণুষ্বেতি ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তঃ সম্বাদঃ ॥ ১ ॥ ত্রিলোচনস্য প্রাসাদ ইত্যেতস্য পারাবতদ্বন্দ্বং কলরবযুগলং বসেদ্ধসতিস্মাবসদিতিবেতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ প্রাসাদং বিশিনষ্টি মণীত্যাদিপাদোন চতুর্ভিঃ নানাভঙ্গিগবাক্ষাঢ্যে নানাপরিপাটীভিত্তিচ্ছিদ্রাঢ্যে রত্নসানৌ মেরৌ ॥ ২ ॥ কল্পান্তেস্থিত্যবসানেদ্যোলোকে স্বর্গলোকে ভ্রংশতি ভ্রশ্যতি সতি ক্ষয়ে প্রলয়ে যাতি সংক্ষয়মিতি পাঠান্তরে প্রোত্তম্ভনস্তম্ভো ধারণস্তম্ভঃ বিশ্বকৃতা বিশ্বেশ্বরেণ ব্রহ্মণা বা দত্ত ইব যস্তস্মিন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ইত্যমনেন প্রকারেণ তমেব প্রকারমাহ মরুত্তরঙ্গিতাগ্রাভিঃ পবনচঞ্চলাগ্রাভিঃ সর্ব্বতঃ পতাকাভিরঘৌঘান্ সন্নিবারয়ন্তীব যস্তস্মিন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ উভয়ত্রাপ্যুৎপ্রেক্ষা পার্ব্বণেন পূর্ণিমাসম্বন্ধিনা ॥ ৫—৭ ॥ কর্ণাতিথিঃ কর্ণগোচরঃ ॥ ৮ ॥ চতুর্বিধানি কাংস্যতালাদীনি কর্ণগুহাং কর্ণশষ্কুলিং প্রতিশব্দং প্রতিধ্বনিং প্রতম্বতে প্রজন্যন্তে ॥ ৯ ॥ মঙ্গলায় যদারাত্রিকং বহুদীপযুক্তং পাত্রং তৎসম্বন্ধিযজ্জ্যোতিস্তৎকর্তৃতয়োঃ পক্ষিণোনের্ত্রাস্তনের্ত্রমধ্যে নিবিশৎ প্রবিশৎ ভক্তানাং চেষ্টাং পূজাদিব্যাপারং প্রদর্শয়েৎ দর্শয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ প্রাণযাত্রাং প্রাণবৃত্তিং আহারমিতি যাবৎ বাঞ্ছিতমভিমতপ্রদেশং নো যাতঃ ন গচ্ছতঃ ॥ ১১ ॥ প্রাসাদং পরিতঃ দেবগৃহস্য সর্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ গঙ্গাসরস্বতীযমুনানর্ম্মদাশ্চতুঃস্রোতস্বিন্যঃ নদ্যস্তাসাং জলন্ধয়তঃ পিবতঃ ধেট্পানে জাতুচিৎ কদাচিৎ ॥ ১৩ ॥ দ্বিজয়োঃ পক্ষিণোঃ ॥ ১৪ ॥ দেবালয়স্কন্ধে দেবালয়শৃঙ্গাদধো-

ভাগে ॥ ১৫—১৮ ॥ ননু দুর্ব্বলয়োর্গ্রহণে কিমিতি কথঙ্কারন্তত্রাহ মধ্যে দুর্গং দুর্গস্য মধ্যে যদ্যস্মাৎ ইত্থং বক্ষ্যমাণং ॥ ১৯।২০ ॥ লক্ষতঃ লক্ষেণ ॥ ২১।২২ ॥ শংসন্ স্তুবন্ ॥ ২৩—২৭ ॥ তত্তদা ॥ ২৮।২৯ ॥ পত্যুঃ পাদয়োরর্পিত ঈক্ষণে নেত্রে যয়া সা ॥ ৩০ ॥ যুক্তঞ্চৈতদিত্যাহ হিতেতি জোষং প্রীতির্যথাস্যাত্তথাস্থেয়ং কিমিত্যত আহ কার্য্যমিতি ॥ ৩১।৩২ ॥ মণ্ডলগত্যা পরিভ্রমণ গমনেন স শ্যেনঃ তদ্গতায়াতৌ তয়োর্গমনাগমনমার্গৌ গমনমার্গতঃ আকাশমার্গেণ ॥ ৩৩—৩৬ ॥ তাএব গতীর্দর্শয়তি প্রডীনেতি ব্যাডেত্যেকা এতাসাম্ভেদো গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তত্র মঠে ভারশিলাতলে ভারধারণার্থং দত্তা যা শিলা তস্যাস্তলে উপরি ভারবচ্ছিলাতল ইতি বা মহাপাষাণ ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ আয়ামং প্রহরমাত্রং দিবং ব্যাপ্য কুলায়ং নীড়ং ॥ ৪১।৪২ ॥ ভীরুবৃত্তয়ঃ ভীরুস্বভাবাঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥ প্রনষ্টেহদর্শনং গতে ॥ ৪৬ ॥ সপক্ষস্য সপত্রস্য ॥ ৪৭ ॥ পঙ্গুঃ পঙ্গুতুল্যঃ ॥ ৪৮ ॥ সরীঢং সাবজ্ঞং ॥ ৪৯—৫১ ॥ কালঃ মৃত্যুরূপঃ শ্যেনঃ যাবদ্দূরে বর্ত্ততে তাবদ্দূরং বিনির্যাহীতি ॥ ৫২—৫৪ ॥ আত্মা দেহঃ ॥ ৫৫—৫৭ ॥ মে বচ ইতি শেষঃ ॥ ৫৮ ॥ ভবিত্র্যা মহামায়য়া ॥ ৫৯—৬২ ॥ যুদ্ধতঃ যুদ্ধং কুর্ব্বাণস্য পুংসঃ সত্বাৎ সত্বগুণাৎ অদৃষ্টাদিতি বা ॥ ৬৩ ॥ তৎ সত্বচোদিতঃ তস্য যুদ্ধ্যমানস্য সত্বেন গুণেনাদৃষ্টেন বা প্রেরিতঃ ॥ ৬৪—৭০ ॥

দশচঞ্চ্বাত্রোট্যা ॥ ৭১ ॥ চীৎকৃতবান্ শ্যেনজাতিশব্দনকরোৎ ॥ ৭২ ॥ অপতৎ মুক্তঃ ॥ ৭৩—৭৯ ॥ নিয়মং বিশিনষ্টি নিশ্চিতমিতি নিশ্চয়েন চিতং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ তৎ স্বরূপমেবাহ একপত্নীতি ॥ ৮০ ॥ কিমিত্যেতাদৃশং নিয়মং গৃহীতবান্ তত্রাহ পরযোষিদিতি ॥ ৮১—৯২ ॥ প্রত্যগ্রৈর্বিকসিতৈঃ মাল্যানি মালাং পরিগুম্ফ্য গুম্ফিত্বাসীবিত্বেতি যাবৎ গুম্ফেতি ক্বচিৎ ॥ ৯৩ ॥ লসদ্গান্ধারসুন্দরং শোভমানগান্ধাররাগেণ মনোহরং রাসমণ্ডলভেদেন বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষো রাসস্তদ্ভ্রমণে বাহুল্যেন লাস্যং নৃত্যং ॥ ৯৪—৯৭ ॥ পিলীপিচ্ছৈলেব পৈলীপিচ্ছলং তস্মিন্ ॥ ৯৮—১০১ ॥ অঙ্গমোটনবত্যঃ শরীরচালনবত্যঃ কণিতাননাঃ শব্দিতমুখাঃ ॥ ১০২ ॥ সম্ভ্রমেণাদরেণাপন্নং ব্যাপ্তং মানসং যাসাং তাঃ সম্ভ্রমাপন্নমানসাঃ অতর্কিতাগমোহসম্ভাবিতাগমনঃ ॥ ১০৩ ॥ লক্ষ্মভিঃ শশিভূষণাদিচিহ্নৈঃ ॥ ১০৪ ॥ তিস্রো নাগকুমার্যস্তাঃ শ্রীকণ্ঠং শশি-

ভূষণং একাদশমূর্ত্তয়স্তুষ্টুবুঃ প্রণতাঃ শিবং জয় সর্ব্বোৎকর্ষমাবিঃকুরু ॥ ১০৫—১০৭ ॥ পাথো জলং ॥ ১০৮—১১১ ॥ প্রণব প্রণবস্বরূপসদ্বাসসতাং বাসাশ্রয়সদ্বামেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ধাম মহানিধে তেজসাং মহাশেবধে মহাশ্রয়েত্যর্থঃ বিরূপাক্ষ ত্রিনেত্র ॥ ১১২ ॥ বিধিঃ ব্রহ্মা ॥ ১১৩ ॥ মনতি মননবিষয়ং ন করোতীত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥ নমঃ শব্দাবৃত্তিবাদবার্থা ॥ ১১৫—১১৮ ॥ স চ ভক্ত ইতি একবচনং পরিণময্যানুষঙ্গঃ ॥ ১১৯ ॥ নির্ম্মলত্বে হেতুঃ ভক্তি-ভাবিতং ভক্ত্যা যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১২০—১২৫ ॥ তস্যা পরিমলালয়স্য ॥ ১২৬—১২৮ ॥ নুন্নং প্রেরিতং দূরীকৃতামিতি যাবৎ ॥ ১২৯ । ১৩০ ॥ চতুর্নদে চতসৃণাং নদীনাং সমাহারশ্চতুর্নদং তস্মিন্ মুদে হর্ষায় মমেতিশেষঃ ॥ ১৩১—১৩৩ ॥ কাশীপ্রাপ্তিং করোতীতি তথাতস্যাং কাশীং প্রাপ্তিকৃতি ॥ ১৩৪—১৩৯ ॥ দন্দশূকেন সর্পেণ ॥ ১৪০ ॥ পরিণেতা বিবাহকর্ত্তা দেবসরিদাহ্বানাং দেবনদীনাম্নীং ॥ ১৪২ ॥ রম্ভা কদলী ॥ ১৪৩ ॥ শাখামৃগ্যৌ বানর্য্যৌ ॥ ১৪৪ ॥ নমু মাসোপবাসাদিকৃতবত্যোস্তয়োঃ কথং শাখামৃগীত্বং তত্রাহ ফলেতি বিপাকেন ফলেন তর্হি মাসোপবাসাদিনা পাতিব্রত্যরক্ষণেন কিং কৃতং তত্রাহ শীলেতি ॥ ১৪৫—১৫১ ॥ তত্তৎপ্লুত্যাদি বানরজাতেরুৎফালাদি তৎপ্রসিদ্ধমিতি বা মর্কট্যৌ শাখামৃগ্যৌ ॥ ১৫২—১৫৭ ॥ অবাচ্যাং বাঙ্মনসয়োরগোচরং স্থূলং ব্যাপকং পরিপূর্ণমিতি যাবৎ ॥ ১৫৮—১৬০ ॥ কুলাবলীং কুলপরম্পরাং ॥ ১৬১—১৬৪ ॥ অতিগৌরবং অতিমাহাত্ম্যং ॥ ১৬৫ । ১৬৬ ॥ মধ্যে লিঙ্গং লিঙ্গস্য মধ্যে ॥ ১৬৭—১৬৯ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং

ষট সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তসপ্ততিতমোধ্যায়ঃ।

অধ্যায়ে সপ্ততিতমে সপ্তাধিক উশত্তমম্ কেদারেশস্য মাহাত্ম্যং বর্ণ্যতে সর্ব্বকামদং ॥ ১ ॥ ত্রিসপ্ততিতমেঽধ্যায়ে ওঙ্কারাদিচতুর্দ্দশলিঙ্গগণনামধ্যে ওঙ্কারাদীনাং ষণ্নাং প্রাদুর্ভাবমাহাত্ম্যয়োঃ পূর্ব্বমুক্তত্বাৎক্রমপ্রাপ্তং কেদারাবিভাবমাহাত্ম্যং প্রণতিপূর্ব্বকং পৃচ্ছতি নমস্ত ইতি ॥ ১—৫ ॥ মধ্যে মাগং

মার্গস্য মধ্যে ॥ ৬। ৭ ॥ কেদারশিখরং কেদারেশ্বরপ্রাসাদাগ্রং সুপ্তজন্মকৃতাৎ সপ্তজন্মস্বনুষ্ঠিতাৎ সপ্তজন্মকৃতাদিতি ক্বচিৎ ॥ ৮। ৯ ॥ পাপং হরতীতি হরং পাপং হরতি পাপং যত্তম্বা হরং পাপং উভয়থাপ্যার্ষং এনোভিঃ পাপৈঃ ॥১০। ১১ ॥ কেদারেশ্বরং দিদৃক্ষূণাং মধ্যে মার্গে মৃতানাং কৈলাসে বাসো ভবত্য-স্মিন্নর্থে ইতিহাসমুত্থাপয়তি পুরেতি রাথন্তরে কল্পে রথন্তরনাম্নি ॥ ১২। ১৩ ॥ জটা এব মুকুটানি তৈর্ভূষিতৈরলঙ্কৃতৈঃ ॥ ১৪ ॥ ভূতিভূষিতবর্ষ্মভিঃ বিভূতি ভূষিতদেহৈঃ ভিক্ষামাধুকরপ্রাক্ প্রণীতা যাচিতা তাৎকালিকোপপন্নরূপা পঞ্চবিধাঃ তদুক্তং মাধুকরমসংক্লৃপ্তং প্রাক্ প্রণীতমযাচিতং তাৎকালিকঞ্চোপ পন্নভৈক্ষং পঞ্চবিধং স্মৃতমিতি অসংক্লৃপ্তমিতি মাধুকরবিশেষণং তাভিঃ কৃতানি যান্যন্নানি তৈঃ সন্তুষ্টৈঃ ॥ ১৫। ১৬ ॥ প্রকৃষ্টো বশী বশিষ্ঠ ইতি যাবৎ বশিষ্ঠা ইতি বা ॥ ১৭—২৯ ॥ গুরোর্মহতঃ হিরণ্যগর্ভস্য বা ॥ ৩০—৩৩ ॥ স্বাখ্যানসদৃশং বর্ত্তিতুং শীলং যেষাং তেষাং ॥ ৩৪ ॥ সত্ত্ববতঃ ধৈর্য্যবতঃ সাত্ত্বিকস্যেতি বা ॥ ৩৫। ৩৬ ॥ যে মম সম্বন্ধিনঃ সার্থভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৯ ॥ স বসিষ্ঠেত্যারভ্যাত্র পূর্ব্বস্থিত্যতঃ প্রাক্তনস্য গ্রন্থস্যায়ম্ভাবঃ ॥ ৪০ ॥ হরং পাপং তীর্থং কেদারাখ্যং লিঙ্গঞ্চ কাশ্যা পূর্ব্বমপ্যস্ত্যেব বশিষ্ঠ বরপ্রার্থনা তু তত্র কলামাত্রাবশেষেণাত্র সর্ব্বাত্মনাবস্থিতিরিতি ॥ ৪১—৪৪ ॥ অতএব কাশীস্থস্য বশিষ্ঠস্য পূর্ব্বং স্নাত্বা হ্রদে হরং পাপে নিত্যং প্রাতঃ সমুত্থিতঃ বিভূত্যাহরহঃ স্তৌতি ত্রিকালং লিঙ্গমর্চ্চয়ন্ ইত্যাদ্যুক্তমুপপন্নতরং ॥ ৪৫। ৪৬ ॥ তত্র হিমাদ্রৌ কেদারে গৌরীকুণ্ডং যথা তত্রেত্যাদি যদুক্তং ক্রমমনাদৃত্য ॥ ৪৭। ৪৮ ॥ তদ্দর্শয়তি অত্রেতি কাকোলৌ দ্রোণকাকৌ ॥ ৪৯—৫১ ॥ মানসেন সরসা মানসসরোধিষ্ঠাত্রাদ্বিজেনেতি ক্বচিৎ তন্নাম্না ব্রাহ্মণেনেত্যর্থঃ. অত্র হরং পাপো মানসমিতি ইদং হরং পাপং ॥ ৫২ ॥ মুক্তিদুর্দ্দশৈঃ মনু-ষ্যাণাং প্রাপ্য কৈবল্যং দ্রষ্টুমশক্যৈরদ্রিঃ ॥ ৫৩। ৫৪ ॥ তনুবিসর্গে তনুত্যাগে ॥ ৫৫—৫৭ ॥ ভবাম্বুধিং সংসারার্ণবং ভবাম্বুধেরিতি চ পাঠঃ ॥ ৫৮—৬৬ ॥ বিষাৎ দুঃখরূপাৎ ॥ ৬৭—৭২ ॥ আখ্যাম্নি কথিতঃ ॥ ৭৩। ৭৪ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

অষ্টাধিকে মহাশ্চর্য্যে শ্রোত্রানন্দবিধায়িনি অধ্যায়ে সপ্ততিতমে ধর্ম্মেশমহিমোচ্যতে ॥ ১ ॥ বিশেষং জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি আনন্দেতি ॥ ২—৩ ॥ শ্রেয়ঃ পরম্পরা নিরন্তরং শ্রেয়ঃ ॥ ৪ ॥ সমুদিতং সম্যক্ পৃষ্টং ॥ ৫ ॥ উমে ইতি উদিতসম্বোধ্য তপসে মা ইতি মাত্রা নিষিদ্ধত্বাদুমা তথাচ হরিবংশে একা তত্র নিরাহারা তাং মাতা প্রত্যবোধয়ং উমা ইতি নিষেধন্তী মাতৃস্নেহেন যন্ত্রিতা সা তপোক্তা তদামাত্রা দেবী দুশ্চরচারিণী উমেত্যেবাভবৎ খ্যাতা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতেতি ॥ ৬—৮ ॥ যত্রেতি সপ্তম্যন্তানাং পদানাং তস্য লিঙ্গস্যেতি সপ্তমে নান্বয়ঃ সর্ব্বত্র সামীপ্যে সপ্তমী যস্য লিঙ্গস্য সমীপে ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১৪ ॥ স্বয়ং বিশ্বভুজাখ্যানন্দনঃ পুত্রঃ আশাবিনায়ক ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ ধর্ম্মপীঠং ধর্ম্মস্থানং তদ্ধর্ম্মেশায়তনং ॥ ১৬ ॥ বিবস্বতঃ সূর্য্যস্য ॥ ১৭ ॥ শিশিরে শিরক্রতৌ অভ্রাবকাশকঃ মেঘপ্রাবরণকঃ আসারষাড়িত্যর্থঃ তপর্ত্তৌ গ্রীষ্মর্ত্তৌ পঞ্চবহ্নিস্থঃ সূর্য্যেণসার্দ্ধং চতুর্দ্দিশমগ্নিস্থঃ ॥ ১৮ ॥ বহ্বনেহসং বহুকালং ॥১৯॥ সমীরাভ্যবহর্ত্তা বায়বাহারঃ বহুদিষ্টমনেককালং দিষ্টবান্ বহুদানং দত্তবানিত্যর্থঃ বিপ্লুষঃ কণাৎ ॥ ২০ ॥ দিব্যাং দেবপরিমাণাং চতুর্যুগীং সত্যত্রেতা দ্বাপরকল্যাখ্যাং চতুর্গুণং যথাস্যাত্তথা নিনায় চতুর্গুণানিতি বা পাঠঃ ॥ ২১॥ শমনায় যমায় ॥ ২২ ॥ তপস্তাপসন্ততিং তপোজন্যতাপপরম্পরাং দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ ॥ ২৩ ॥ কররূপাঃ পল্লবাঃ করপল্লবাঃ শাখা ইত্যর্থঃ তৈঃ কথম্ভূতৈঃ মন্দমন্দমরুল্লোলপল্লবৈঃ ঈষদীষৎ পবনান্দোলিতপত্রৈঃ ॥ ২৪ ॥ স্বানুরাগৈঃ স্বীয়স্নেহৈঃ পচেলিমৈঃ পক্কৈঃ বৃত্তৈর্বর্ত্তুলৈঃ বৃত্তৈরুৎপন্নৈরিতি বা ॥ ২৫ ॥ তদধস্তাৎ তস্য বৃক্ষস্য মূলে পরে তপঃ কর্ত্তৃষু শ্রেষ্ঠং ধর্ম্মরাজং বরং ব্রূহীত্যহং প্রত্যবোচমিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥ পরিধীকৃতং পরিবেশীকৃতং মণ্ডলাকারেণ পরিবেষ্টিতমিত্যর্থঃ স্বেন সৌরেণ ॥২৭॥ স্বস্যাখ্যা স্বাখ্যা ধর্ম্ম ইত্যেবং রূপতয়াঙ্কিতং চিহ্নিতং ধর্ম্মেশ্বরমিত্যর্থঃ উপলঃ পাষাণঃ ॥ ২৮—৩০ ॥ পরিহৃষ্টানি ইন্দ্রিয়াণি তেষাং ঈশ্বরং মনশ্চ যস্য সঃ পরিহৃষ্টেন্দ্রিয়েশ্বরঃ নির্ব্যাজং নিঃকপটং সঃ ধর্ম্মরাজঃ পদ্যৈর্দশভিরুৎকৃষ্টৈঃ প্রজাসংযমনো যমঃ তুষ্টাব

জগদীশানং শঙ্করং চন্দ্রশেখরং ॥ ৩১ ॥ কারণানাং প্রকৃতীত্যাদীনাং কার্য্যময়ায় বিবর্ত্তরূপপ্রপঞ্চাধিষ্ঠানায় ॥ ৩২ ॥ বস্তুতোঽরূপ রূপায় মায়য়া সমস্তরূপিণে পরমাণুরূপায় পরমসূক্ষ্মায় পরাপরায় কার্য্যকারণরূপায় অপারঃ পারো যস্য স তথা তস্মৈ পরিপূর্ণায়েত্যর্থঃ পুরাদ্ধিপারপ্রদায় শত্রুরূপসংসারার্ণব-নাশায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ অনীশ্বরঃ অধীশ্বরঃ কালমত্তীতি কালাৎ তথাত্বমিত্যর্থঃ কালাৎ কালদ্বারা প্রকৃতেঃ কারণেতি বা কালান্তকৃত ইতিপাঠে কালস্যান্তং করোতীতি কালান্তকৃৎ তস্মৈ ॥ ৩৪ ॥ আত্মরূপঃ জীবরূপঃ, অন্তরাত্মান্তর্যামী ॥ ৩৫ ॥ প্রথমো বিধাতা স্রষ্টা তদনন্তরমবিতা ততো হর্ত্তেত্যর্থঃ বিধাত্রাদি স্বরূপমাহ বিধাতৃ বিষ্ণ্বীশেতি বিধাতা চতুরাননঃ ॥ ৩৬ ॥ মৃড়ঃ সুখরূপঃ ভীমো দুর্দ্দর্শঃ দুঃখদ ইত্যর্থঃ শঙ্করঃ কল্যাণকরঃ সোমঃ উময়া সহ বর্ত্তমানঃ ॥ ৩৭ ॥ শূলী ত্রিশূলী শিবঃ কল্যাণরূপঃ হালাহলেন বিষেণ উগ্রঃ কণ্ঠো যস্য সঃ ॥ ৮ ॥ অবতংসো ভূষণং ॥ ৩৯ ॥ দুশ্চ্যবনঃ ইন্দ্রঃ ॥ ৪০ ॥ লঘু-বুদ্ধিরেব বৈভবং যস্য সঃ প্রাচাং প্রাচীনানাং তস্মিংস্ত্বয়ি যাবদিতি সাকল্যা সাকল্যেন যা ইয়ং স্তুতিঃ সা ন তিরেবেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ইলামিলন্মৌলিঃ পৃথিবীস্পৃশন্মস্তকঃ ॥ ৪২ ॥ সপ্ততুরঙ্গসূর্য্যঃ নামতোপি অপি শব্দাদর্থতোপি ॥ ৪৩ ॥ ধর্ম্মাধিকৃতৌ ধর্ম্মাধিকারে ধর্ম্মেত্যুপলক্ষণং ধর্ম্মাধর্ম্মাধিকার ইত্যর্থঃ অদ্যদিনাদিকৃত্য অদ্যদিনাদৌ ইদং দিনমারভ্য কৃত্যং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিচারলক্ষ্য লক্ষণং যস্য সঃ ॥ ৪৪ ॥ ইতো মর্ত্ত্যলোকাৎ ॥ ৪৫ । ৪৬ ॥ অবদাতবুদ্ধিঃ নির্ম্মলান্তঃকরণঃ ॥ ৪৭ ॥ দৈবযোগাৎ যদৃচ্ছাতঃ সহেত প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥ হে ধর্ম্ম স্বমাত্মানং কথন্তু তং কৃতং কৃত্যং যেন তং কৃতার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ । ৫০ ॥ ত্বদীয়ং ত্বয়া স্থাপিতং অর্চ্চিতং অর্থাত্ত্বয়া যল্লিঙ্গং তদ্ভক্তঃ ॥ ৫১ । ৫২ ॥ চষ্মি-ষ্যতামিতি পাঠে তে মনোনুকূলং করিষ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ যুগান্তরেপি অপি শব্দাৎ কল্পান্তরেপি ॥ ৫৪ । ৫৫ ॥ নিরেনসঃ নিষ্পাপাঃ ॥ ৫৬ ॥ তেজো-নিধেঃ সূর্য্যস্য বিধেহি কুরু ॥ ৫৭ ॥ স্বমনোরথাভিদং স্বমনোরথানভিতো দদাতীতি তং আনন্দসন্দোহ এব সরস্তস্মিন্মগ্নঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একোনরহিতেঽশীতিতমেঽধ্যায়ে মনোহরে ধর্ম্মেশ্বরস্য মহিমা বর্ণ্যতেঽতি মনোহরঃ ॥ ১ ॥ সৌধাভ্যামমৃতস্রাবিভ্যাং ॥ ১ ॥ অঙ্কুরয়ামাস রোহয়ামাস ॥ ২ ॥ ব্রধ্নস্য সূর্য্যস্য পুত্রো ব্রাধ্নিঃ ॥ ৩ । ৪ ॥ বেদপুরুষৌ ব্রহ্মবিষ্ণূ ততোপি সাক্ষাৎকাররূপাদ্দৈব তস্মাৎ যদ্বা ততঃ সাক্ষাৎকারাৎ অপিচেৎ বরযোগ্যোহং ভবামি তর্হি বরং প্রার্থয়ামীতি ॥ ৫ ॥ প্রার্থনামেবাহ শ্রীকণ্ঠেতি চতুর্ভিঃ অণ্ডজ ডিম্ভানাং পক্ষিবালকানাং বরদো ভবেতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৬ ॥ পিতৃভ্যাং পরিহীনানামিতি স্পষ্টয়তি ॥ ৭ ॥ এতদিতি আময়েন রোগেণ সা মনস্যেতি পাঠে প্রসবসময়োৎপন্নরোগেণেত্যর্থঃ পঞ্চত্বং মরণং ॥ ৮ ॥ তর্হি কথং জীবিতাস্তত্রাহ রক্ষিতানামিতি ভবতা রক্ষিতানামিতিসম্বন্ধঃ নন্নু নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ প্রাপ্তকালো ন জীবতীতি ন্যায়েন আয়ুঃ শেষেণৈব তে রক্ষিতা ন তু ময়েত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি আয়ুঃশেষরূপিণেতি ॥ ৯ । ১০ ॥ ধর্ম্মে যমে প্রথমান্তপাঠে ধর্ম্মো ধর্ম্মেশ্বরঃ পত্ররথাঃ হে পক্ষিণঃ যূয়ং সাধবঃ ধর্ম্মেণ ধর্ম্মরাজেন সঙ্গতাঃ ॥ ১১—১৩ ॥ তির্য্যক্ত্বেঽপি পক্ষিত্বেপি সমীক্ষিতাঃ ভবতেতিশেষঃ ॥ ১৪ ॥ ভবেঃ ভবসি ॥ ১৫ ॥ সপর্য্যা পূজা অভঙ্গুরা অবিনাশি ফলত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ এতত্তপস্বীত্যত্রৈতচ্ছন্দোয়মপরঃ ॥ ১৭ ॥ অনেকজন্মস্মৃতিরেব দর্শয়তি দৈবযোনিরিতি সার্দ্ধসপ্তভিঃ ঈশিতঃ হে ঈশ্বর ॥ ১৮—২০ ॥ ঘাতুকাঃ হিংস্রাঃ ॥ ২১ ॥ আত্মজাতাঃ ॥ ২২ ॥ চতুর্ষু জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জেষু ॥ ২৩ । ২৪ ॥ মনাগপি সুখলেশঃ অত্যল্পোপি আনন্দলবোস্মাভির্লব্ধ ইতিশেষঃ ॥ ২৫ ॥ তাপনেঃ তপনাত্মজস্য ॥ ২৬—২৮ ॥ ন বিদ্যতে পুনর্ভবোস্মিংস্তং মৃত্যুং ॥ ২৯ ॥ নন্নু কাশীমরণে কৈবল্যমিতি কুতোঽজ্ঞায়ি তত্রাহ ত্বদিতি ॥ ৩০ ॥ নন্নু তথাপি জ্ঞানং দেহীতি প্রার্থয়িত্বা কাশীমৃত্যু প্রার্থনমকাণ্ডতাণ্ডবমিত্যাশঙ্ক্যাহ এতদেবেতি বপুর্বিসর্জ্জনমিতি লাঙ্গলং জীবনমিতিবৎ সামানাধিকরণ্যং ॥ ৩১ ॥ কাশ্যাং মৃতৌ জ্ঞানদ্বারামুক্তিরিত্যত্র ঈশ্বরাণাং মুনীনাঞ্চ সম্মতিমাহ নির্ম্মথ্যেতি ॥ ৩২—৩৮ ॥ নন্নু তিরশ্চাং এতাদৃশং জ্ঞানং কথমিত্যাশঙ্ক্য ত্বৎ সান্নিধ্যাদিত্যাদিনোক্তং স হেতুকং জ্ঞানং

স্পষ্টয়তি ভূতমিতি ॥ ৩৯—৪২ ॥ স্বপ্রমাণং স্বানুভবৈৰগোচরং ॥ ৪৩ ॥ পীঠ গৌরবং স্থানমাহাত্ম্যং ॥ ৪৪—৪৮ ॥ নেত্রাতিথীকৃতা চক্ষুর্বিষয়ীকৃতা ॥ ৪৯ ॥ কন্দস্য মূলস্য ॥ ৫০ । ৫১ ॥ সপ্রাসাদঃ সৌধঃ দত্তচূর্ণঃ প্রাসাদোদ ইতিপাঠে ষট্‌ত্বমার্ষং ॥ ৫২ ॥ নন্থ পরিচ্ছিন্নস্য মূর্ত্তস্যৈব প্রাসাদো ঘটতে তদ্বিপরীতস্য তব কথং স ইত্যত আহ পরমিতি ॥ ৫৩ ॥ তৎযাম্যাং তস্য প্রাসাদস্য যাম্যাং দক্ষিণস্যাং দিশি সদোমণ্ডপং সভাস্থানং ॥ ৫৪—৫৬ ॥ অষ্টৌ অঙ্গা নিয়ম নিয়মাসনপ্রাণসংরোধপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধিলক্ষণানি যস্য সঃ ॥ ৫৭ ॥ ষড়ক্ষরং ওঁ নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রম্ ॥ ৫৮ । ৫৯ ॥ ব্রহ্মযজ্ঞং তত্ত্বজ্ঞানোপদেশং বেদপাঠম্বা ॥ ৬০—৬২ ॥ মৌনং মৌনাং ক্রত্বেত্তিশেষো বা ॥ ৬৩ ॥ কৃষ্ণালকেন রক্তিকাপরিমাণেন ॥ ৬৪—৬৯ ॥ তৎপ্রাসাদপুরোভাগ ইতি স চাসৌ প্রাসাদশ্চেতি তৎপ্রাসাদো মোক্ষলক্ষীবিলাসাখ্যঃ তস্য পুরোভাগেঽগ্রভাগে ভৈরবপ্রদেশে পশ্চিমায়ান্দিশীত্যেতৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে জ্ঞানমণ্ডপস্যোক্তত্বাৎ শৃঙ্গারমণ্ডপং প্রাপ্য যচ্চকার বদামি তৎ প্রাঙ্মুখস্তু পবিশ্যেশঃ ইতি বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ শৃঙ্গারমণ্ডপঃ অলঙ্কারস্থানং ॥ ৭০ । ৭১ ॥

নেপথ্যং ভূষণং ॥ ৭২ ॥ বৃণুতে আবৃণোতি ॥ ৭৩—৭৫ ॥ মহান সম্পাকগৃহং উপহৃতং উপহারত্বেন সমর্পিতং পুণ্যং পুণ্যহেতুত্বাৎ নির্ব্বিশামি নিতরাং গৃহ্নামি ভক্তোপহৃতং গৃহীতুং নির্ব্বিশামি প্রবিশামিতি বা ॥ ৭৬ ॥ বিগতশ্রমো যস্মিন্ তং মোক্ষমিত্যর্থঃ বিশ্রাণয়ামি দদামি ॥ ৭৭ ॥ নিয়মস্নানতীর্থং নিয়মেন মধ্যাহ্নে স্নানং যস্মিন্ তচ্চ তত্তীর্থঞ্চ তৎপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মলক্ষণম্বা ॥ ৭৮—৮০ ॥ বিপাশয়ামি মোচয়ামি পাশিতান্ বদ্ধান্ পশূনজ্ঞমাত্রান্ ॥ ৮১ ॥ তদেবাহ নির্ব্বাণেতি দানস্থানং মুক্তিদানস্থানং ॥ ৮২ । ৮৩ ॥ সৌভাগ্যভাগ্যভূঃ ভাগো ভগসমুদায়স্তস্য শোভনো ভাবঃ সৌভাগ্যং তস্য প্রাপকং ভাগ্যমদৃষ্টং তদ্ভূঃ ভগসমুদায় প্রাপকা দৃষ্ট জন্মস্থানমিত্যর্থঃ ভাগভূরিতি পাঠে সৌভাগ্যং সৌন্দর্য্যং ভাগো ভগসমুদায়ঃ তয়োর্ভূরিতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৮৪ ॥ স লভ্যতে তস্যাং মণিকর্ণিকায়ামিত্যনুষঞ্জনীয়ং ॥ ৮৫ ॥ দিবাকীর্ত্তিশ্চাণ্ডালঃ ॥ ৮৬ ॥ যৎ কৈবল্যং ॥ ৮৭ । ৮৮ ॥ ত্রিসংযোগোঽতিদুর্ঘট ইত্যেতৎ স্বয়মেৰ ব্যাকরোতি শরীরমিতি সম্পত্তির্ধনং ॥ ৮৯ ॥ উপমণিকর্ণিকং মণিকর্ণিকাহ্রদসমীপ ইত্যর্থঃ ॥ ৯০—৯৬ ॥ বিষ্টপত্রিতয়ান্তস্থঃ সর্ব্বব্যাপকোপীত্যর্থঃ

ত্রিবিষ্টপে ত্রিলোচনে ॥ ৯৭ ॥ বিরজা নিষ্পাপঃ রজোগুণরহিতো বাচতুর্নদে পিলিপ্পিলাতীর্থে ॥ ৯৮ ॥ মহাদেবে তন্নাম্নি লিঙ্গে ॥ ৯৯। ১০০ ॥ শ্বেতদ্বীপ অনিরুদ্ধমূর্ত্ত্যাধিষ্ঠিতং বৈকুণ্ঠসদৃশং স্থানবিশেষং নয়ে প্রাপয়ে ॥ ১০১ ॥ উপপঞ্চনদং পঞ্চনদসমীপে ॥ ১০২ ॥ যত্র উপপঞ্চনদে ॥ ১০৩—১০৬ ॥ যদর্থং পীঠানি নিরূপিতানি তদা তদাহি অনেকানীতি ॥ ১০৭ ॥ আসুঃ বভূবুঃ ১০৮—১১৩ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাশীতিতমেধ্যায়ে ধর্ম্মেশাখ্যানমধ্যগে শ্রীমদ্বিশ্বভুজাশাখ্যগণেশস্তুতিপূর্ব্বকং ॥ ১ ॥ সর্ব্বকামপ্রদং পুংসাং স্ত্রীণাং চৈব বিশেষতঃ মনোরথতৃতীয়াখ্যব্রতং সম্যক্‌নিরুচ্যতে বিশ্বভুজাশাবিনায়ক দৈবতং মনোরথতৃতীয়াখ্যং ব্রতং কথয়িতুং প্রস্তাবয়তি কুম্ভোদ্ভূতেতি ॥ ১—৪ ॥ প্রস্থে আগ্রহং মনোরথং করোতীতি মনোরথকৃৎ তস্য মনোরথকৃতঃ ॥ ৫। ৬ ॥ পূজাপ্রকারমাহ বিশ্ব ইত্যর্দ্ধেন যদ্বা বিশ্বে ইত্যাদীনি মহেশকৃতসম্বোধনানি ॥ ৭ ॥ মনোরথতৃতীয়া তস্যাং ॥ ৮—১০ ॥ ভবাব্ধিতারণি সংসারতারণি ॥ ১১ ॥ পুলোমা নাম দৈত্যঃ তত্তনয়া শচী ॥ ১২ ॥ স রহস্যেন গোপ্যসহিতেন কলকণ্ঠী কলেন কোকিলায়া মধুরস্বনতুল্যেন মধুরেণ সুশ্রাব্যেণ ॥ ১৩ ॥ সুতালেন শোভনতালযুক্তেন সুরঙ্গেণ শোভনো রঙ্গো যস্মাত্তেন ধাতুমাত্রা কলাবতা তানমানকলাবতা এতৎ পাঠে স্পষ্ট এবার্থঃ ॥ ১৪—২৫ ॥ কিমাত্মকং কিং স্বরূপং পাঠান্তরে কিং নামা কিং নাম্নীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ ইতি কর্ত্তব্যতানুষ্ঠানপ্রকারঃ ॥ ২৭। ২৮—৩১ ॥ তদ্‌গতমানসঃ বিশ্বভুজাগতচিত্তঃ ॥ ৩২—৩৬ ॥ ঘৃতপূরান্ পক্কান্নবিশেষান্ নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপূরৈঃ ॥ ৩৭। ৩৮ ॥ রাধো বৈশাখঃ ॥ ৩৯—৪২ ॥ গোরোচনা গোশৃঙ্গয়োর্ম্মধ্যে সমুৎপন্নদ্রব্যবিশেষঃ নিশাদ্বয়ং হরিদ্রাদ্বয়ং ॥ ৪৩। ৪৪ ॥ যক্ষকর্দ্দমং স্বয়মেব ব্যাচষ্টে কস্তুরিকয়া ইতি ॥ ৪৫ ॥ শশিনঃ কর্পূ-

রস্য তানি কুসুমানি ॥ ৪৬ ॥ নন্দ্যাবর্ত্তৈস্তগরৈঃ ॥ ৪৭ ॥ তচ্ছদৈস্তেষাং বৃক্ষাণাং পত্রৈঃ ॥ ৪৮ ॥ চৈত্রমাসনৈবেদ্যস্য পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ অবশিষ্টানাং মাসানাং নৈবেদ্যমাহ করম্ভঃ দধিমিশ্রসক্তুঃ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ মুষ্টিকাঃ পূরিকাঃ ৫১—৫৮ ॥ দীপী দীপধারিকাপুত্তলিকা ॥ ৫৯—৬৩ ॥ নক্তং নক্তভোজনং ॥ ৬৪—৭৭ ॥ ক্ষিপ্রমিতি নত্বা নমস্কারমাত্রং কৃত্বা দূরং গতানপি জনান্ চিন্তিতৈঃ সাভিলাষৈঃ কৃতকৃত্যান্ কৃতার্থান্ বিধায় কৃত্বা আগময়িত্বা তেষামাগমনং কারয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥ অনয়েতি বিশ্বে হে বিশ্বভুজে কার্য্যেতি পাঠেঽন্বয়ভেদাদপৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৭৯—৮১ ॥ অঙ্গজোত্তমঃ পুত্রশ্রেষ্ঠঃ ॥ ৮২ ॥ ক্ষীরনীরধের্দুগ্ধার্ণবাজ্জন্ম যস্যাস্তয়া লক্ষ্ম্যা ॥ ৮৩—৮৫ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং ধর্ম্মেশ্বরাখ্যান-
বিশ্বভুজাশাবিনায়কপ্রশংসনমনোরথতৃতীয়াখ্যানং
নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একাশীতিতমেঽধ্যায়ে নানাশ্চর্য্যেকমন্দিরে দুর্দ্দমাখ্যানসংসর্গি ধর্ম্মেশাখ্যানমুচ্যতে ॥ ১। ২ ॥ অনুতপ্তঃ প্রতিক্ষণং সন্তপ্তঃ তপ্য তপ্ত ইতি ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥ অপানুনুৎসুরপাকর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ৪ ॥ পরাং শ্রেষ্ঠাং পাঠান্তরে কেবলমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ বৈধসং ব্রাহ্মং ॥ ৬। ৭ ॥ মহাপাপজুষামপীত্যপিশব্দাদুপপাপজুষামপি ॥ ৮—১১ ॥ কর্ম্মাণ্যেব বীজানি যেষাং ব্যধিকরণে বা ষষ্ঠী হরদৃষ্ট্যাপ্তশুষ্মণাং হরদর্শনপ্রাপ্তদাহানাং ॥ ১২। ১৩ ॥ ঘাতুকাং নাশিনীং ॥ ১৪। ১৫ ॥ সুত্রামা ইন্দ্রঃ ॥ ১৬—১৮ ॥ অথোঽনন্তরং অহ ইতি ক্বচিৎ ॥ ১৯—২৩ ॥ ধর্ম্মাম্বুধির্ম্মকূপঃ অক্লেশং যথাস্যাত্তথা ন বিদ্যন্তে ক্লেশা যস্মাদিতি বা ॥ ২৪ ॥ তীর্থরাজস্য সমুদ্রস্য প্রয়াগস্য বা ॥ ২৫ ॥ ধর্ম্মতীর্থে ধর্ম্মেশাধিষ্ঠিতেতীর্থে ॥ ২৬। ২৭ ॥ দ্বারিকেসাগরে দ্বারকাসম্বন্ধিনিসাগরে দেবক ইতিপাঠে দেবকপতনে প্রভাসক্ষেত্রে ইতি যাবৎ ॥ ২৮ ॥ গৌকরং শৌরভ ইতি প্রসিদ্ধং গঙ্গাতীরে গৌরীমহাহ্রদে কেদারে ॥ ২৯—৩৩ ॥ নিষ্কৃতিরা-

নৃণ্যং পিণ্ডদানমিতি যাবৎ ॥ ৩৪ । ৩৫ ॥ স্বং প্রতিবিম্বং ॥ ৩৬ ॥ কাকিনী বিংশতিবরাটিকা ॥ ৩৭ ॥ সিকৃথে সিকৃথে কণায়াম্ কণায়াম্ ॥ ৩৮ ॥ দিবিষদাং দেবানাং ॥ ৩৯—৪৮ ॥ শাশ্বতং কৈবল্যং দুর্দ্দমাথ্যানং বক্তুং প্রস্তাবয়তি অন্যদিতি ॥ ৪৯ ॥ পাদঃ কৃচ্ছ্রঃ ॥ ৫০ । ৫১ ॥ প্রসভং বলাৎ পাঠান্তরে প্রথমং যথাস্যাৎ পুরন্ধ্রীঃ যুবতীঃ স্ত্রীরিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ মৃগযুর্লুব্ধকঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥ ধূমকেতুর্মৃত্যুঃ অকাণ্ডেঽনবসরে ॥ ৫৭ ॥ গৃষ্টিরত্রমৃগঃ ॥ ৫৮ । ৫৯ ॥ অবকেশিনো বন্ধ্যফলান্ সুবিকাসিতানিতি ক্বচিৎ ॥ ৬০ ॥ কুজৈর্বৃক্ষৈঃ ॥ ৬১ । ৬২ ॥ মধ্যে বনং বনমধ্যে চুম্বিতাম্বরমত্যুচ্চং ॥ ৬৩—৬৬ ॥ অপহৃত্য অপহারেণ ॥ ৬৭—৭৩ ॥ দমিনাং ইন্দ্রিয়নিগ্রহবতাং ॥ ৭৪—৭৬ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাশীতিতমেঽধ্যায়ে দ্বাধিকেঽত্যন্তসুন্দরে বীরেশ্বরস্য লিঙ্গস্য প্রাদুর্ভাবঃ প্রতন্যতে বীরেশ্বরস্যাবির্ভাবং প্রষ্টুমাহ বীরেশস্যেতি ॥ ১—৩ ॥ তত্রাখ্যায়িকামবতারয়তি আসীদিতি রাজানং বিশিনষ্টি ষড়ক্ষরাধিকসার্দ্ধষড়্ভিঃ ॥ ৪ ॥ বদান্যো দাতা ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ শৌচনিলয়ঃ শৌচাশ্রয়ঃ শোচনীয় ইতি ক্বচিৎ। ৭ ॥ সংখ্যাবান্ বিদ্বান্ সদোজিরে সভাঙ্গণে জ্ঞানবাংশ্চ পরাত্মনীতি ক্বচিৎ ॥ ৮—১০ ॥ বিষক্ সর্ব্বতঃ ইতয়োঽতি বৃষ্ট্যাদয়ঃ তদুক্তং অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ প্রত্যর্থিনশ্চ রাজানঃ সপ্তৈতা ঈতয়ঃ স্মৃতা ইতি তাভিঃ রহিতং ॥ ১১ ॥ সমস্তাং কায়বাঙ্মন আদিভির্ব্বিষ্ণুসাৎকৃতান্ বিষ্ণবে সমর্পিতান্ তদুক্তং ভাগবতে কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ করোতি যৎযৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েতদিতি ॥ ১২ ॥ হরেরিতি হরেরায়তনানি প্রতিপদে পদে স্থানে স্থানে উচ্চৈরুন্নতং সৌধং দেবালয়ং মহাভাগ্যনিধেস্তস্য রাজ্যে সমভদিত্যন্বয়ঃ বিসর্গাভাব পাঠে দেব্যাঃ সম্বোধনং ॥ ১৩ ॥ গোবিন্দেত্যাদি শ্লোকানাং মধুদ্বিষো গোবি-

ন্দাদি নামানি যস্য রাজ্যে যত্র কুত্রাপি শ্রূয়ন্ত ইতি নবমেনান্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥ কীনাশো মৃত্যুঃ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ জঞ্জপূকা জপশীলাস্তেষামঘনাশনভক্তানামিতি ক্বচিৎ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ দুরন্তক দুর্নিবার্য মৃত্যো পুরান্তকেতি ক্বচিৎ দন্দশূকেশ্বরেশয অনন্তশায়িন্ ॥ ১৯ ॥ বিষ্টরশ্রবঃ যাজ্ঞবল্ক্যাদিষু শ্রূয়মাণবিরাধনামরাক্ষসারে বিধে বীরেতি ক্বচিৎ ॥ ২০—২২ ॥ সুরসাকাননানি তুলসীবনানি শোভনো রসো রাগো ভগবতো যস্যামিতি ব্যুৎপত্তেঃ যদাহ ধন্বন্তরিঃ তুলসীসুরসা গৌরীভূতঘ্নী বহুমঞ্জরীতি চরিত্রাণি পূতনাবধশকটভঞ্জনাদীনি ॥ ২৩ ॥ ন কেবলং গৃহে গৃহে বিলোক্যন্তে সৌধভিত্তেষু চ ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৪ ॥ হরিনামলক্ষণোযোংশোভাগস্তদ্ধারিণঃ ॥ ২৫—৩০ ॥ দীক্ষিতা ইব যজ্ঞাদি দীক্ষায়াং দীক্ষিতা ইবন্যবসন্ ভুবীতি ক্বচিৎ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ন ভজ্যেত ন সেব্যতে ॥ ৩৩—৩৫ ॥ দধ্যামিশ্রিতং জলং মধুপর্কঃ ॥ ৩৬—৩৮ ॥ অহং অগমং প্রাপ্তঃ ॥ ৩৯—৪৩ ॥ সর্ব্বত্র দেহাদৌ কর্ত্তব্য ইতি ক্বচিৎ ॥ ৪৪ ॥ প্রণিধানেন পূজনেন ধ্যানেন বা শীলয়িত্বা পূজয়িত্বা ধ্যাত্বা বা ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ মলয়শব্দেনাত্র মলয়জো লক্ষ্যতেতদ্বদ্গন্ধো বর্ত্ততে যস্যাঃ সা মলয়গন্ধিনী ॥ ৪৭ ॥ পাণিগ্রহঃ দেব্যোদ্দিষ্ট ইতি শেষঃ ॥ ৪৮ ॥ হাটকেশাৎ পাতালস্থানাৎ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ মোহয়িত্বা মায়য়া মোহং সম্পাদ্য মাং জ্ঞাত্বাত্রেতি ক্বচিৎ ॥ ৫১ ॥ সত্যেতিপাঠে অন্বয়ভেদাদপৌনরুক্ত্যং ॥ ৫২ ॥ যদীতি কোপি নর ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ যদ্যপি অত্রাস্মিন্নর্থে উপচিকীর্ষুঃ উপকর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ৫৪ ॥ আতৃতীয়াতিথীতিবচনাৎ তৃতীয়ায়াং বিবাহো ভবিষ্যতি দেব্যোক্তমিতি জ্ঞাতব্যং ॥ ৫৫ ॥ মামেব প্রার্থয়েতি শঙ্কাং শাময়তি তপেতি ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ জীবেৎ জীবিষ্যতিত্বদ্দ্বারাঘাতয়িষ্যতি চ জীবেদিত্যত্র বালেতি বা পাঠঃ ॥ ৫৮ ॥ অনল্পা বহুলা উৎকলিকা রোমাঞ্চো যস্য সঃ ॥ ৫৯—৬২ ॥ গাথামেবাহ যদিতি পূর্ণিমাদিবস ইতি চতুর্দ্দশ্যাং নারদাগমনং পূর্ণিমায়াং সমুদ্রপ্রাপ্তিঃ দেবীদর্শনঞ্চ প্রতি যদি জলপ্রবেশাদিকঞ্চেতি বিবেকঃ তচ্ছুভাশুভং কর্ম্ম তথ্যমেতদবশ্যমিত্যর্থঃ বিধিনেদিনা স এব সূত্রং রজ্জুস্তেন নিয়ন্ত্রিতো বদ্ধঃ বেদকিঙ্করঃ সন্নিত্যর্থঃ বেদার্থাজ্ঞা লক্ষণসূত্রনিয়ন্ত্রিত ইতি বা তত্র দিব্যাঙ্গনেত্যাদেরয়ম্ভাবঃ যথা দেব্যা তস্যৈবরো দত্তশ্চৈবত্বাং তত্র নেতুং ত্বয়া তস্যাঃ পরিণয়নমবশ্যম্ভাবীতি সূচয়ন্তী গাথাং গায়ন্তীতি ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ আস্তবন্ আস-

মত্তাৎ কায়বাঙ্মনোভিঃ যজ্ঞবারাহস্য জলক্রীড়াভিরুচিতস্য তদুক্তং বনপর্ব্বণি জলক্রীড়াভিরুচিরং বারাহং রূপমস্মরদিতি পৃথিব্যুদ্ধরণায় জলে প্রবিষ্টত্বাৎ ততস্তবনেন তেন ধরায়া ইবজলপ্রবেশাবাধে ত্বয়া মলয়গন্ধিন্যা উদ্ধারো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥ অনয়া মলয়গন্ধিন্যা ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ নেত্রপ্রাঘুণকীচক্ষুরতিথি ॥ ৬৮ ॥ ত্রিজগতীত্যাদেরিত্থং ক্ষণং তাং নির্ব্বর্ণ্য বিতর্ক্যেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ একিকা মুখ্যা একাকিনীতি বা ॥ ৬৯ ॥ কুহুরমাবাস্যা চ রাহুশ্চ তয়োর্ভয়াৎ ॥ ৭০ ॥ সেতিসা তং রাজানং বিলোক্য দৃষ্টতনুরুহাসীদিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৭১—৭৪ ॥ দোলা পর্য্যঙ্কং আন্দোলনখট্বাং ॥ ৭৫—৮১ ॥ কলয়ন্ চালয়ন্ ॥ ৮২—৮৯ ॥ সুখসন্দোহঃ বৃত্তিরূপস্তেন মেদুরঃ পূর্ণঃ পরাং নির্বৃতিং পরমানন্দঃ তদুক্তং আনন্দঃ পর এবাত্মাভেদসংসর্গবর্জ্জিতঃ স এব সুখরূপেণ ব্যজ্যতে পুণ্যকর্ম্মভিরিতি ॥ ৯০—৯২ ॥ বসাহৃন্মেদঃ বীতসাধ্বসঃ গতভয়ঃ পাঠান্তরে বরবিশেষণং ॥ ৯৩—১০১ ॥ কণ্ডূয়নক্রিয়াযোগ্যঃ ॥ ১০২ ॥ উপঢৌকিতঃ উপঢৌকত্বেন উপহারত্বেন প্রস্থাপিতঃ ॥ ১০৩ ॥ ১০৪ ॥ অস্নুদৎ অস্বিদাৎ ॥ ১০৫ ॥ চপেটয়া প্রসৃতাঙ্গুলিকরেণ ॥ ১০৬—১০৯ ॥ কপটরূপেণ দৃতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১১০ ॥ কাপট্যমেব ক্বচিদ্দর্শয়তি বলিমিত্যাদিনা। ১১১—১১৫ ॥ ত্বৎকরেণ ত্বদ্ধস্তেন পাঠান্তরে শয়ে হস্তে ॥ ১১৬ ॥ পরযোষিচ্ছঙ্কয়া ইমাং গৃহ্নীয়াদিতি মত্বাহ ইয়মিতি ॥ ১১৭ ॥ ১১৮ ॥ বক্ষঃ প্রহারং উরসি তাড়নং পাঠান্তরে বাহুং প্রাপ্তং ॥ ১১৯—১২২ ॥ পণীকৃতাং বিক্রীতাং জীবাতো হে জীবনৌষধ ॥ ১২৩—১২৬ ॥ পুরীং বারাণসীমিত্যনেন কাশ্যাং স রাজাসীদিতিজ্ঞেয়ং ॥ ১২৭—১৪০ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাশীতিতমেঽধ্যায়ে ত্র্যধিকে সর্ব্বসুন্দরে বীরেশাবিস্কৃতিঃ পুণ্যা সম্যক্ তাবন্নিরূপ্যতে অভীষ্টতৃতীয়াব্রতং কথয়তি অবধেহীতি পুরোগস্তঃ

শ্রীদপত্ন্যাঃ কুবেরকান্তায়াঃ ঋদ্ধে শ্রীরেব মুখ্যা শ্রেষ্ঠা সেব্যাপ্রিয়ো মুখমিব বা মুখং যস্যাঃ সা তথা ॥ ১—৩ ॥ বিধিনাপি বিধিনৈব অস্তীতি পাঠে পূজ্যা ভবতীত্যর্থঃ অত্র ব্রতেস্তনন্ধয়েন বালাপত্যেন উন্মুখং যথাস্যাত্তথা পিবতা উন্মুখং ক্ষরদ্দুগ্ধমিতি স্তনং তথেতি ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ রজনী হরিদ্রা ॥ ৬ ॥ স্বর্ণপরিমাণঞ্চ অশীতিরত্তিকং ॥ ৭ । বিধিং ব্রহ্মাণং নারঙ্গমুরব্যৈকৈর্নারঙ্গাদ্যৈরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ মৃগনাভিভিঃ কস্তূরীভিঃ বহুভঙ্গিভিঃ নানা নৈবেদ্যবদ্ভিঃ ॥ ৯ ॥ বিগতা নিদ্রায়েভ্যস্তৈঃ কুসুনমণ্ডপে কুসুমব্যাপ্তমণ্ডপে ॥ ১০ ॥ জাতবেদস ইতিমন্ত্রেণ আপ্লুত্য আলোড্য দ্বিজাতীনামেবাস্মিন্ ব্রতেঽধিকার ইতি সূচিতং ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ দম্পতী স্ত্রীপুংসৌ ॥ ১৩ ॥ আচার্য্যঞ্চ আদৃতঃ আদরযুক্তঃ দম্পত্যোর্ব্বিশেষণং মুদান্বিতাবিতি যদ্বা দম্পতীব্রতকর্ত্তারৌ আদৃতঃ আদরতঃ মুদান্বিতৌ ভবেতামিতিশেষঃ অন্যৎ সমানং ॥ ১৪ ॥১৫ ॥ বিদধাতীতি বিধিঃ তৎসম্বোধনং হে সৃষ্টিকর্ত্তরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ যুক্তশেষেণাবশিষ্টেনান্নেন ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ মুনে ব্রতং সমাচীর্ণং পত্ন্যা সহেতিশেষঃ ॥ ১৯—২২ ॥ মূলর্ক্ষে প্যুৎপত্ত্যা রাজ্ঞোঽরিষ্টে নাশে সংস্থিতা ॥ ২৩ ॥ বিজ্ঞাপননেবাহ দেবীতি ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ সমাকার্য্য আকারয়িত্বা ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ মন্ত্রিবিজ্ঞপ্তিযুক্তয়া মন্ত্রিবাক্যপ্রেরিতয়া পাঠান্তরে মন্ত্রিভির্ব্বিজ্ঞপ্তঃ পিতৃবনিষ্টকৃৎ পুত্রো যস্যাস্তয়ালাস্য শশিপ্রভং কমনীয়চন্দ্রপ্রভং ॥ ২৮ ॥ স্থাপ্য নিধায়ন্যস্য পুরোভাগে ইতি ক্বচিৎ ন্যস্য সংন্যস্যেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ যোগিনীশ্চতুষষ্টিযোগিনীঃ উবাচ নয়ত ক্ষিপ্রমিত্যাদি জাতমাত্রো ব্রজেৎ স্বর্গমিত্যাদি দেবীবরাভিপ্রায়েণ মাতৃগণো বক্ষ্যমানাঃ ব্রহ্মাণ্যাদ্যাঃ শক্তয়ঃ স্তনপানঞ্চেতি ক্বচিৎ কুরুত কারয়তেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥ ডিম্বং শিশুং ॥ ৩৪—৩৭ ॥ পদে পদে স্থানে স্থানে ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ মাতৃগণাশীর্ভির্ব্বিশিষ্টঃ মাতৃগণাধীনেতি ক্বচিৎ পঞ্চমুদ্রাঙ্কিতং পঞ্চমুদ্রানাম্না চিহ্নিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥ বাঙ্ময়ং বেদযোনিং বৃহৎপরিপূর্ণং বৃহদনুগ্রহাদিত্যেকং বা পদং ॥ ৪৪ ॥ সূক্তৈঃ রুদ্রসূক্তৈঃ অতএব রুদ্রদৈবতৈরিতি বিশেষণং ॥ ৪৫—৫২ ॥

বীর হে বীর অনেন নামাপি বিশ্বেশেন কৃতমিতিজ্ঞেয়ং ॥ ৫৩ ॥ ভক্ত্যা চরতি ক্বচিৎ হে মম ভক্তিপর অঙ্গজপুত্র ॥ ৫৪—৭৬ ॥ সূতবধাল্লোমহর্ষণবধাৎ ॥ ৭৭ ॥ অন্ততোঽন্তকালে ॥ ৭৮—৮০ ॥ হরং পাপং কেদারকুণ্ডং তত্র

স্নাত্বা স্থিতবানিত্যর্থঃ তীর্থান্তরস্থা ॥ ৮১—৮৩ ॥ বন্দী দেবী ॥ ৮৪ ॥ বন্দীনাম-নির্বক্তি হিরণ্যেতি দ্বাভ্যাং নিগড়িতা লোহশৃঙ্খলৈর্বদ্ধাশ্চ ॥ ৮৫ ॥ যদ্যদা ॥ ৮৬—৯৬ ॥ ব্রহ্মতীর্থমিতি পূর্ব্বস্মাত্তীর্থাদুত্তরোত্তরস্যাধিক্যমাত্রমত্র বিবক্ষিত ন তু ক্রমোপি অতএব বক্ষ্যতি জ্ঞেয়ান্যেতানি তীর্থানি পুণ্যদান্যুত্তরোত্তর-মিতি ॥ ৯৭ ॥ বৃদ্ধার্কতীর্থমিতি ব্রহ্মার্কেইতিপাঠে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণো বৃদ্ধহারীত এব তন্নামার্কঃ ব্রহ্মার্কঃ তত্তীর্থমিত্যর্থঃ ॥ ৯৮। ৯৯ ॥ চিত্রগুপ্তং ন পশ্যতি ততো ন বিভেতীত্যর্থঃ ॥ ১০০—১১৪ ॥ ভূতায়াং চতুর্দ্দশ্যাং ॥ ১১৫—১২৮ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাশীতিতমেঽধ্যায়ে চতুর্ভিরধিকে শুভে বীরেশ্বরপ্রসঙ্গেন তীর্থাখ্যান-মুদীর্য্যতে ॥ ১ ॥ আদিকেশবমারভ্য ভগীরথতীর্থপর্য্যন্তানি তীর্থানি কথয়তি আকর্ণয়েতি সন্দেহাৎ সঙ্গমাৎ তীর্থভূমিকাং তীর্থস্নানং জাতাবেকবচনং ॥ ১ ॥ নিষ্ণাতঃ নিতরাং স্নাতঃ ॥ ২ ॥ পাদোদকখ্যানে কারণমাহ যত্রেতি যদ্যৎ ॥ ৩—১২ ॥ গারুত্মতং গারুড়ং ॥ ১৩—১৭ ॥ ভাবতঃ ভক্ত্যা ॥ ১৮—২১ ॥ স্নাতস্য স্নাতানাং ॥ ২২—২৯ ॥ তত্তীর্থং সাংখ্যযোগঃ জ্ঞানযোগঃ প্রসীদতি সম্যগ্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৫ ॥ বৈতরণীং যমদ্বারস্থাং নদীং ॥ ৩৬—৪০ ॥ মিত্রতেজঃ সমপ্রভং সূর্য্যসদৃশতেজস্কং ॥ ৪১ ॥ ত্রৈবিষ্টপীদৃষ্টিনির্ম্মলীকৃতপুষ্কলং ত্রিলোচনদর্শনশুদ্ধজাতসর্ব্বং ॥ ৪২—৫০ ॥ ঊর্জ্জে কার্ত্তিকেমুত্তয়েনাশায় ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ মধ্যে কাশি কাশ্যা মধ্যে কৈশ্চিত্তীর্থৈর্নাপি ন প্রাপ্তঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥ জড়ানামজ্ঞানাং ॥ ৫৭—৬৪ ॥ অশ্বথ ইতি মন্ত্রত ইতি অশ্বত্থেবো নিষদনং পর্ণেবো বসতিঃ কৃতা গোভাজ ইৎকিলাসথয়ৎ সনবথপুরুষমিত্যাদিমন্ত্রেণে-ত্যর্থঃ ॥ ৬৫—৬৯ ॥ ঐক্ষ্বাকবং ইক্ষ্বাকোরিদং ॥ ৭০ ॥ অর্চ্চ অর্চ্চয়িত্বা ॥ ৭১—৮০ ॥ অপবর্গি চ ॥ ৮১—৮৪ ॥ যদাখ্যা যস্যাখ্যা মণিকর্ণিকাতদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫—৯৭ ॥ মহীং পুনরায়াতীতিশেষঃ ॥ ৯৮। ৯৯ ॥ আপ্যা আপ্যতে যদিদমেব

ফলমিতি ॥ ১০০—১১৩ ॥ সদ্যোজাত বামদেবাদ্যোরতৎপুরুষেশানপঞ্চমুখত্বাৎ পঞ্চাস্যো বিশ্বেশ্বরঃ ॥ ১১৪—১১৬ ॥ কামেশং কামেশাখ্যানং ॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং বীরেশ্বরাখ্যানং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চাশীতিতমেঽধ্যায়ে দুর্ব্বাসোবরপূর্ব্বকং শ্রীমৎকামেশ্বরোৎপত্তির্বর্ণ্যতেতি মনোহরা ॥ ১ ॥ কামেশ্বরোৎপত্তিং বক্তুং প্রতিজানীতে জগজ্জনন্যা ইতি ১। ২ ॥ মহামর্ষোঽসহনশীলঃ মহাক্রোধ ইতি বা ॥ ৩। ৪ ॥ উটজানি পর্ণশালাঃ ॥ ৫। ৬ ॥ জটাজটিতমৌলিকান্ জটাব্যাপ্তমস্তকান্ ॥ ৭ ॥ কক্ষীতি কক্ষে ধৃতা অলাববঃ বিভূতিপাত্রাণি যৈস্তান্ হুড়ুৎকারজিতাম্বুদান্ হুড়ুৎকারশব্দৈর্জ্জিতমেঘস্বনানিত্যর্থঃ কুড়ুদিতি ক্বচিৎ উড়ুদিত্যন্যত্র ॥ ৮ ॥ করণ্ডো দেবাধারপাত্রং ॥ ৯—১১ ॥ পশুষু গ্রামেষু গোমহিষাদিষু মৃগেম্বারণ্যেষু হরিণাদিষু তির্য্যক্ষু পক্ষিষু হৃষ্টিঃ হৃষ্টতা ॥ ১২ ॥ ব্যুষ্টিঃ বিশিষ্টং স্থানং ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ শুভা আয়তিরুত্তরকালীনফলং যস্য সঃ ॥ ১৫ ॥ নাগভূঃ পাতালং ॥ ১৬—২৩ ॥ অনর্ষিণো অসহিষ্ণবঃ ॥ ২৪ ॥ ক্রুধাক্রোধেন ॥ ২৫ ॥ ননু যদ্যেবং ভূতাস্তাপসাঃ দুর্ব্বাসপ্রভৃতয়ঃ কথং তর্হি তানন্যে তপস্বিনো মন্যন্তে তত্রাহ তথাপীতি ॥ ২৬ ॥ ব্যানশে ব্যাপ্তবান্ ॥ ২৭ ॥ ব্যাপিতং ব্যাপ্তং যদ্যস্মাৎ তত্তস্মাৎ ॥ ২৮ ॥ আঃ ইতি কোপে পীড়ায়াম্বা ॥ ২৯ ॥ পরিতো ধামশান্তবং শম্ভোর্ধাম্নঃ আনন্দকাননস্য চতুর্দ্দিক্ষিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ অন্তকঃ কালাগ্নিরুদ্রঃ প্রলয়ানল ইতি যাবৎ বিধাতা ব্রহ্মালেখা দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ পরো বিষ্ণুঃ মরুস্থলীং নিরুদকভূমিং ॥ ৩১। ৩২ ॥ দধ্মো ধারয়েম ॥ ৩৩ ॥ স্ফোটয়ামঃ খণ্ডং নয়ামঃ আস্ফালয়ামোদূরে প্রক্ষেপ্স্যামঃ অন্যোন্যং পরস্পরং তালবৎ যথৈকেন তালেন তালান্তরং দূরী ক্রিয়তে তেনাপি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ গ্রসাম ইতি যদ্যপি বারাণসীভুবনমধ্যে ন ভবতি তথাপি প্রতীত্যভিপ্রায়েণেদমুক্তমিতিজ্ঞেয়ং ॥ ৩৫—৩৭ ॥ শকলীকৃত্যখণ্ডশঃ কৃত্যপ্রলয়ানলং দুর্ব্বাসঃ

ক্রোধবহ্নিং ॥ ৩৮—৪০ ॥ ভৃঙ্গিরিটিরিতীদং তত্ত্বমার্ষং ॥ ৪১—৪৫ ॥ প্রাভ-ঞ্জিনীং বায়ুসম্বন্ধিনীং ॥ ৪৬ ॥ দুর্ব্বাসসশ্চেতি চকারো ভিন্নক্রমে ক্রুদ্ধেষু তেষু চেতি সম্বধ্যতে ॥ ৪৭ ॥ নমু যদি বায়োরপি গতির্নাস্তি কথং চন্দ্রসূর্য্যৌ প্রবিষ্টাবিত্যত আহ ন শনৈরিতি ন অকৃতানুজ্ঞৌ অপি তু কৃতানুজ্ঞৌ তত্র হেতুস্তত্তেজ ইতি স্বতেজসা নিস্প্রভৌ দৃষ্ট্বা করুণয়া কৃতানুজ্ঞৌ ইত্যর্থঃ ॥৪৮॥ অনুসূয়েয়ঃ অনুসূয়ায়াঃ পুত্র ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ অবন্ রক্ষন্ ॥ ৫০ ॥ অনু-ক্রোশতোদয়াতঃ ॥ ৫১ ॥ অবিশঙ্কিতঃ বিশঙ্কারহিতঃ সন্ পাঠান্তরে ক্রিয়া-বিশেষণং ॥ ৫২ । ৫৩ ॥ উবাচ চেতি চকারস্যাগ্রিমকন্মণাসম্বন্ধঃ ন কেবল-মপরাদ্ধমিত্যুবাচ বিম্মামিতি চোবাচেত্যর্থঃ বহুশ ইত্যস্যোভয়ত্রসম্বন্ধঃ ॥৫৪॥ ত্রৈলোক্যাভয়দত্বমেবাহ দুঃখার্ণবেত্যাদিনা ॥ ৫৫—৫৮ ॥ লব্ধমুৎ লব্ধহর্ষঃ ॥ ৫৯—৬৫ ॥ লৌকিকানি শোভনোক্তানি কথয়তি শ্রুতীরিতৈরিতি ॥৬৬॥ ভাবি ভবিষ্যতি ॥ ৬৭ । ৬৮ ॥ নমু ক্রুদ্ধানাং কুতঃ শ্লাঘনীয়ত্বং তত্রাহ যস্যা-স্তীতি কর্ত্তা করিষ্যতি ক্ষীণবৃত্তিবৎ যথা দরিদ্রঃ ক্রুদ্ধোপি কিমপি কর্ত্তুং শক্নোতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৬৯—৭৬ ॥ পাপ্মানঃ পাপানি ॥ ৭৭—৮১ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়শীতিতমেধ্যায়ে নানৈশ্বর্য্যপ্রদে নৃণাং বিশ্বকর্ম্মেশ্বরোৎপত্তির্ব্বর্ণ্যতে বহু-পুণ্যদা ॥ ১ ॥ বিশ্বকর্ম্মেশ্বরোৎপত্তিং পৃচ্ছতি বিশ্বকর্ম্মেশ্বরমিতি ॥ ১ । ২ ॥ নিপুণঃ সর্ব্বকর্ম্মস্বিতি সিদ্ধবৎ কৃত্বোক্তং কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন জানামীতি বক্ষ্য-মাণ বিরোধাৎ ॥ ৩ । ৪ ॥ উটজং পর্ণশালাং ॥ ৫ ॥ কঞ্চুকং প্রসিদ্ধং ॥ ৬ ॥ বাল্কলং বল্কলেন নির্ম্মিতং ॥ ৭ ॥ পাদৌ কর্ম্মভূতৌ ॥ ৮—১০ ॥ ক্রীড়নীয়ানি ক্রীড়াসাধনানি কৌতুকানি কৌতুকজনকানি ॥ ১১ ॥ ঘটয় চেষ্টয় সম্পাদয়ে-ত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ স্থালিকাঃ পাকপাত্রাণি ॥ ১৩ ॥ প্রশাধিশিক্ষয় ॥ ১৪ ॥ বরং শ্রেষ্ঠং ॥ ১৫ ॥ নন্বন্যেপি শিষ্যাঃ সন্তি তান্ বিহায়ায়মামেব কিমিতি নিযুজ্যতে

তত্রাহ য ইতি সমীহন্তে বাঞ্ছন্তি তৎকৃতং ত্বাষ্ট্রকৃতং তৎকর্ম্ম তেন জানন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ কথমেতৎ করিষ্যামীতি চিন্তা অকরণে শাপান্তয়ঃ নরকাচ্চ তাভ্যামৰ্দ্দিতঃ পীড়িতঃ ॥ ১৭ ॥ তত্র হেতুমাহ কিঞ্চিদিতি ॥ ১৮ ॥ চিন্তা-ভয়ে বিবৃণোতি কিং করোমীতি মে বুদ্ধেঃ সাহায্যমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯—২৩ ॥ অধোনরকং ॥ ২৪ ॥ তদ্ভীত্যা তেষাং গুর্ব্বাদীনাং শাপভীত্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৭ ॥ হিমানী হিমসন্ততিঃ ॥ ২৮ ॥ বিতর্কয়তি কিং ত্বমিতি ॥ ২৯—৩৪ ॥ সত্যং সার্থকং ॥ ৩৫ ॥ অনুগ্রহাৎ কৃপাতঃ আরাধনাদিতি ক্বচিৎ তত্র হেতু-মাহ যদ্ যস্মাৎ বৈ নিশ্চিতং প্রসিদ্ধৌ বা দুর্লভো মোক্ষোঽত্র কাশ্যাং সুলভঃ দুর্লভোপ্যত্রেতি পাঠে অত্র জগতি দুর্লভোপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ প্রাপি প্রাপ্তঃ। ৩৭ ॥ ইচ্ছেরিচ্ছসি ॥ ৩৮ ॥ পয়োমাত্রং কেবলং দুগ্ধং ॥ ৩৯—৪১ ॥ বীথী-মার্গঃ ॥ ৪২ ॥ যাহি যাহীত্যাদরে বীপ্সা ॥ ৪৩ ॥ শ্রিত আশ্রিতো ভবতি। ৪৪। ৪৫ ॥ ত্রয়ীস্থিতং লোকত্রয়স্থিতং ॥ ৪৬ ॥ লোকত্রয়মেবাহ স্বর্গ ইতি বেদত্রয়প্রতিপাদ্যস্বা ॥ ৪৭। ৪৮ ॥ বনচারিণ ইতি ষষ্ঠ্যেকবচনং নৈঃ-শ্রেয়সী কৈবল্যরূপা ॥ ৪৯—৫১ ॥ শ্রেয়ং কল্যাণং ॥ ৫২ ॥ আয়ুষ্যঞ্চ আয়ুষে হিতং কারণং সুলক্ষণরূপকরচরণরেখাদি ভবিষ্যঞ্চ ভবিষ্যং সূচকং স্বযোগগ্রহতারাদি ॥ ৫৩। ৫৪ ॥ অতর্কিতং যথাস্যাৎ ॥ ৫৫। ৫৬ ॥ দবিষ্ঠং দূরস্থং সুনেদিষ্ঠং অতিনিকটং ॥ ৫৭—৫৯ ॥ স্বস্মিন বিশ্বেশ্বরকৃপামসম্ভাব্যং সম্ভাবয়তি নারাধিত ইত্যাদি ॥৬০—৬২॥ হেত্বন্তরমাহাথবেতি ॥ ৬৩—৬৫ ॥ ক্ষুণ্ণং ক্ষোদিতং সেবিতং ॥ ৬৬ ॥ সমর্থ্য সমর্পয়িত্বা সমর্প্যেতিপাঠে প্রাপ্যে-ত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ আর্ত্তবং ঋতুভবং ॥ ৬৮—৭৬ ॥ নেপথ্যমলঙ্করণং ॥ ৭৭ ॥ তৌর্য্যত্রিকং নৃত্যগীতবাদিত্রং ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ বেৎসি জ্ঞাস্যসি পুরা প্রথমতঃ যন্ত্রাণি বাদ্যবিশেষান্ কলাজাতং শৈবোক্তচতুঃষষ্টিলক্ষণং ॥ ৮০—৮২ ॥ অতি-লোকোত্তরমলৌকিকং লোকত্রয়াতীতমিতি যাবৎ ॥ ৮৩ ॥ বিশ্বকর্ম্মনামনি-র্ব্বক্তি বিশেষামিতি ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ বিকাশিকং বিশিষ্টকাশীসম্বন্ধি ॥ ৮৬ ॥ স মে রূপায় দর্পণঃ মম রূপং তত্রাবির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ স্বচ্ছো নির্ম্মলঃ মুকুরো দর্পণঃ মম নেত্রত্রয়স্যেতি সামানাধিকরণ্যং ॥ ৮৮ ॥ মাং হিত্বা যঃ কেবলমন্যসূর্য্যগণেশাদি পূজয়েৎ ॥ ৮৯ ॥ তত্তস্মাৎ তস্মাদিত্যনেনাপে-ক্ষিতং হেতুমাহ দ্রুহিণেতি ন সমর্চ্চ্যতে যত ইতিশেষঃ ॥ ৯০ । ৯১ ॥ শ্রাণিতং

দস্তং ॥ ৯২ ॥ সদ্বুদ্ধিভাজনং ব্রহ্মজ্ঞানপাত্রম্ ॥ ৯৩ ॥ ময়া কৃত্বা বিনির্ম্মাপয়িতা বিশেষেণ নির্ম্মাণকর্ত্তা অত্রাক্ষরাধিক্যাচ্ছন্দোভঙ্গঃচ্ছাদসত্বান্নদোষঃ তথাচ শ্রুতিঃ ন বা একেনাক্ষরেণান্যচ্ছন্দো ভবতি ন দ্বাভ্যামিতি ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥ বিধাষ্যতি ভবানিতি শেষঃ অথবা ভবদ্দ্বারা স এব বিধাস্যতি ॥ ৯৬ ॥ নির্ব্বিষ্টা নিতরাং বেশিতা প্রাপ্তা তেন রাজ্ঞেতি শেষঃ ॥ ৯৭ । ৯৮ ॥ গুরুভক্তিকৃতো গুরুভক্তিকর্ত্তারঃ ॥ ৯৯—১১১ ॥ অব্দং ন আবাস বাস ইষ্যতে একত্রেতি শেষঃ বার্ষিকান্নিবসেৎ পুনরিতি ক্বচিৎ ॥ ১১২—১১৬ ॥ স্বয়োগেনাধ্যা অয়োগেন সম্যোগেনেতি পাঠেপি স এবার্থঃ ॥ ১১৭—১২০ ॥ ভূতগ্রামো জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জলক্ষণভূতসমুদায়ঃ ॥ ১২১ ॥ ত্যক্তাধর্ম্মরতির্যেন সঃ ত্যক্তধর্ম্মরতিশ্চেত্তর্হি সাক্ষাদত্রস্থিতো রুদ্রপিশাচভোগনান্তরমিত্যর্থঃ চাস্তে ধর্ম্মরতিং ক্বচিৎ ॥ ১২২—১২৫ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তাশীতিতমেধ্যায়ে দক্ষেশোৎপত্তিসিদ্ধয়ে সর্ব্বর্দ্ধিবিপুলস্তাবদ্দক্ষয়জ্ঞো নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥ দক্ষেশাদীনি যানি লিঙ্গানি তন্মহিমানঞ্চ প্রষ্টুমুক্তমনুবদন্ প্রীতিমাবিষ্করোতি সর্ব্বজ্ঞেত্যাদিনা ॥ ১— ॥ প্রষ্টব্যমর্থমাহ স্কন্দেতি হে স্কন্দ ওঁকারাদীনি যানি চতুর্দ্দশলিঙ্গানি তান্যুক্তানীহ ইদানীং দক্ষেশ্বরাদীনি যান্যষ্টৌ লিঙ্গানি অশেষতস্তৎপ্রভাবঞ্চ সমাচক্ষ্বেত্যর্থঃ যদ্বা দক্ষেশ্বরাদীনি যান্যষ্টৌ লিঙ্গানি যানীহ চ পূর্ব্বমুক্তানি অমৃতেশাদীনি চতুর্দ্দশ অশেষতঃ ওঁকারাদি শৈলেশাদি চতুর্দ্দশদ্বয়মধ্যেপি যান্যনুক্তানি তানি তৎপ্রভাবঞ্চ সমাচক্ষ্বেতি ॥ ৪ ॥ সংশয়মাহ যো দক্ষ ইতি ॥ ৫ ॥ ইতি শ্রুত্বেতি ব্যাসবাক্যং ॥ ৬ ॥ কথায়া উপোদ্ঘাতমাহ পুরশ্চরণেতি সার্দ্ধেন ॥ ৭ ।৮ ॥ কথামেবাহ একদেতি ॥ ৯ ॥ ইন্দ্রাদয়োপ্যগমন্ ॥ ১২—১২ ॥ কৃতোহস্তপরিস্পর্শনেন স্নানঃ পূজায়স্য সঃ ॥ ১৩ ॥ কচ্চিৎ কিং ॥ ১৪—১৯ ॥ ব্রাহ্মঃ

বেদাধ্যয়নজং ব্রাহ্মণসম্বন্ধীতি বা ॥ ২০। ২১ ॥ প্রশাসতি পালয়তি দোষঃ হন্তাএব দণ্ডাস্তৈঃ পালিতাঃ রক্ষিতাঃ ॥ ২২। ২৩ ॥ সৌধং সুধয়া ধবলিতং প্রাসাদং ॥ ২৪। ২৫ ॥ ক্রোধরয়েণ ক্রোধবেগেনান্ধা দৃক্‌জ্ঞানং যস্য সঃ। ২৬ ॥ উক্তিমেবাহ অতীবগর্ব্বিতো জাত ইত্যারভ্য সম্প্রধার্য্যেত্যন্তঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন তত্রেশ্বরমধিক্ষিপতি অতীবেতিসার্দ্ধ পঞ্চদশভিঃ অধিক্ষেপে প্রযুক্তাপি দক্ষস্য ভারতী শ্রীবিশ্বনাথং স্তৌতি তত্র ঈশ্বরস্য প্রত্যগাত্মনোঽদ্বিতীয়ত্বসমর্থনার্থং সম্বন্ধ্যভাবং সম্বন্ধিনীপ্রমাণাভাবেনাহ কস্যচিদিতি তদুক্তং স্বরূপপ্রকরণে ভগবত্যাদৈঃ অহমেকোনমেকশ্চিন্নাহ মন্যস্য কস্যচিৎ ন তে পশ্যামি যস্যাহং তন্ন পশ্যামি যো মমেতি ॥ ২৭ ॥ কিং শব্দস্য প্রয়োগে সর্ব্বত্রকা কা ন অর্থোক্ত্রেয়ঃ অবিষাদীতিচ্ছেদঃ বিষাদরহিতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বাৎ বৃষবাহনঃ বৃষভূতো বিষ্ণুর্ব্বাহনং যস্য সঃ সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ ॥ ২৮ ॥ তদুক্তং ভাগবতে কতপঃ নিবৃত্তাধিকারত্বাৎ কাস্ত্রধারণং অশরীরত্বাৎ অদ্বিতীয়তাচ্চ শ্মশানবদশিবমজ্ঞানং তস্য নিলয় আশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥ কুতঃ সত্যা জগজ্জনন্যা অঘটনঘটনাপটীয়স্যা মহামায়ায়াঃ পাণিগ্রহঃ করগ্রহঃ বিবাহ ইতি যাবৎ তেন স্থিতির্যস্য সঃ মদয়তীতি মদঃ কামঃ ঐশ্বর্য্যেণ মদো মোহিতো বিচিন্ত-ত্যানীতো যেন সম্বতঃ প্রাপ্ত সর্ব্বকামত্বাৎ ॥ ৩০ ॥ অমুং শ্রীরুদ্রং যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহেতি শ্রুতেঃ ॥ ৩১॥ তৎ ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ নির্দ্দানাক্লেষ্টনং চেষ্টা যস্য সঃ লীলাবিগ্রহত্বাৎ এবমগ্রেষ্বপি যথাযোগ্যং হেতুর্ম্মন্তব্যঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥ তথাচ শ্রুতিঃ অথাত আদেশো নেতি নেতি তদেতদ্ব্রহ্মাস্থূলমনণু অমামাগোত্রমিত্যাদিঃ ভাগবতে চ সর্ব্বে ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্ ন স্ত্রী ন ষণ্ঢো ন পুমান্ন জন্তুঃ নায়ং গুণঃ কর্ম্মনসন্ন চাসন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষ ইত্যাদি দশশ্লোক্যাঞ্চ ন বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মা ইত্যাদি উপসংহরতি কিং বহুক্তেনেতি ॥ ৩৯ ॥ ধাষ্ট্যং মহত্বং ॥ ৪০ ॥ মাতাপিতৃবিবর্জ্জিতঃ তয়োরভাবে শিক্ষাভাবাৎ নির্গুণাঃ গুণাতীতত্বাৎ অকুলীনা গোত্ররহিতত্বাৎ কর্ম্মভ্রষ্টাঃ নিবৃত্তাধিকারতাৎ নিরঙ্কুশাঃ স্বতন্ত্রা ঈশ্বরত্বাৎ ॥ ৪১ ॥ অতএব স্বচ্ছন্দচারিণঃ নাথাঃ সর্ব্বস্বামিনঃ পক্ষে অনাথাস্বাভিমানিনঃ আত্মাভিমানিনঃ পক্ষেঽহঙ্কারাভিমানিনঃ অকিঞ্চনা ন বিদ্যতে কিঞ্চন যেভ্যস্তে ঈশ্বরমানোব্রহ্মাদিপূজাভাজঃ সর্ব্বত্রাক্ষেপঃ স্পষ্টএব ॥ ৪২—৫০ ॥ অনীশ্বরান্ মহাদেব

রহিতান্ ॥ ৫১ । ৫২ ॥ শুভোদর্কং শুভোত্তরফলং ॥ ৫৩। ৫৪ ॥ নেদসি নেদীয়সি ইদানীন্তনে নিকট ইতি বা নাস্তি ক্রতুসমো রিপুরিতি তদুক্তং অন্নহীনোদহেদ্রাষ্ট্রং মন্ত্রহীনস্তৃত্বিজং যজমানমদক্ষিণ্যো নাস্তি ক্রতুসমো রিপূরিতি ॥ ৫৫ । ৫৬ ॥ যজ্ঞপুমান্ বিষ্ণুঃ অসাবিত্যঙ্গুল্যানির্দ্দিশতি এষ ভৃগুঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মেতি সম্বন্ধঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রসূতের্নামান্তর শতরূপা কল্পভেদেন বা নামভেদঃ এবমন্যত্রাপি ॥ ৫৮ ॥ তে তব ॥ ৫৯ । ৬০ ॥ কুর্বীত করোতি ॥ ৬১—৬৩ ॥ অভ্যাগতাশ্চ ঋত্বিজশ্চ তেষাং বসূনিধনানি ॥ ৬৪ ॥ স্ববাসিনীং কুলবধূঃ ॥ ৬৫ ॥ দুঃখাকরোতি দুঃখং দুঃখিনং করোতি ॥ ৬৬ ॥ যস্মাৎ অগ্রিমেণান্বয়ঃ সর্ব্বং তৎ শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং বিশ্বেশ্বরাখ্যং পরব্রহ্ম তদ্বিস্মৃতবান সীত্যর্থঃ ॥ ৬৭—৭৫ ॥ অমঙ্গলভূমাশ্মশানস্থলী তয়া প্রসিদ্ধয়া ॥ ৭৬ ॥ পিতৃকাননং ॥ ৭৭ ॥ মঙ্গলেতরভূমিরপি তদেব ॥ ৭৮ । ৭৯ ॥ বিষ্ণুরপি শাম্ভবী শক্তিরিতি বেদে পঠ্যতে তমেব বেদমর্থতঃ পঠতি বামাঙ্গমিতি তদিরতদক্ষিণাঙ্গ ॥ ৮০ ॥ দুর্ব্বাসসা শ্রীশঙ্করাংশেন তদুক্তং বৈষ্ণবে দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশশ্চচার পৃথিবীমিমামিতি ॥ ৮১ । ৮২ ॥ শ্বেতং শ্বেতনামানং পাশয়তো বধ্নতঃ ৮৩ ॥ পার্ষ্ণিগ্রাহী পৃষ্ঠরক্ষকঃ সহায় ইতি যাবৎ অধার্ষীদ্ধর্ষিতবানহার্ষীদিতি যাবৎ ॥ ৮৪ ॥

সম্বিদানা সম্যগ্জানানা অপি তথাপি প্রাবর্ত্তন্তে ॥ ৮৫ ॥ কিং তত্র কারণং তদাহ তব গৌরবাদিতি ॥ ৮৬ । ৮৭ ॥ বিশ্বকর্ম্মৈকসাক্ষিণি সর্ব্বব্যাপারমুখ্যদ্রষ্টরি ॥ ৮৮ । ৮৯ ॥ ভক্ত্যুদ্রেকাদ্দক্ষস্য রুচ্যুৎপাদনার্থম্বা বহুধা দৃষ্টান্তয়তি অর্থহীনেত্যাদিনা ॥ ৯০—৯৩ ॥ দক্ষোঽপি নিপুণোঽপি চতুরোঽপীতি যাবৎ বচনাগ্রহণে হেতুমাহ শম্ভোরিতি ॥ ৯৪—১০০ ॥ মহামঙ্গলমূর্ত্তিনা সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপেণেতি বাস্তবার্থঃ ক্রতুমুখ্যানীত্যত্র তদুত্তরমাহ যথার্থেতি ॥ ১০১ ॥ বিপক্ষে বাধকমাহ তদধীনাশ্চেতি ॥ ১০২ ॥ ঈশ্বর ইত্যাদেরুত্তরমাহ সামান্যেতি অসন্দিগ্ধঃ সন্দেহরহিতঃ প্রতিভূর্দাতা ॥ ১০৩ ॥ জড়ানীত্যাদিনা যদ্দৃষ্টান্তিতং তদ্বিঘটয়তি ভূজলাদীতি ॥ ১০৪ ॥ বিনাপীশমিতি যদুক্তং তদনূদ্য দূষয়তি যত্ত্বয়োক্তমিতি ॥ ১০৫ ॥ কিমীশ্বরেণেতি যদুক্তং তদনূদ্যাস্বীকরোতি অন্যচ্চেতি ॥ ১০৬ । ১০৭ ॥ দক্ষস্য উত্তরাদুত্তরং অনেকমুত্তরং প্রত্যুত্তরয়তি চুক্রুধে ক্রোধং কৃতবান্ ॥ ১০৮ ॥ ব্রাহ্মণা অপসদা অধমা যস্মাত্তং

॥ ১০৯ ॥ ন বরিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো যস্মাত্তস্মিন্ মনোগতং যস্য তৎ ॥ ১১০ । ১১১ ॥ প্রজাপতে ইতি দক্ষস্য সোপহাসং সম্বোধনং ভবানগস্ত্যঃ ॥ ১১২—১১৭ ॥ মানভুবঃ পূজাধারাঃ ॥ ১১৮ ॥ তারেণোচ্চৈন ॥ ১১৯ । ১২০ ॥ পিচণ্ডিলাঃ স্থূলোদরাঃ ॥ ১২১ ॥ কুল্যাঃ সরিতঃ দ্রপ্স্যান্তি দ্রবীভূতগুড়স্যেত্যর্থঃ দধ্নশ্চেতি ক্বচিৎ ॥ ১২২ । ১২৩ ॥ মার্গিতা অন্বিষ্টাঃ মার্গণা যাচকাঃ ॥ ১২৪ ॥ ব্যানশে ব্যাপ্তবান্ জহৃষে হর্ষং চক্রে মুমুদেতরাং অতিশয়েন হর্ষং চক্রে ॥ ১২৫ ॥ ননন্দে সমৃদ্ধং চক্রে গগনাঙ্গণমিত্যেবদাক্ষে দক্ষসম্বন্ধিনি ॥ ১২৬ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাশীতিতমেঽধ্যায়ে সত্যাদেহবিসর্জ্জনং বর্ণ্যতেত্যদ্ভুততরং বৈরাগ্যপ্রতিপাদকং ॥ ১ ॥ কৈলাসং নারদো যযাবিত্যুক্তং তত্র পৃচ্ছতি শিবলোকমিতি ॥ ২ । ৩ ॥ অক্ষাভ্যাং পাশকাভ্যাং দ্বন্দ্বাভ্যামিতি পাঠেপি স এবার্থঃ ॥ ৪ ॥ ক্রীড়া লীলা তদেবাহ মাসা ইতি সারিফলকে সারিফলনিমিত্তং ॥ ৫ ॥ মাসেয়াঃ শুক্লাঃ শুক্লেতরাঃ কৃষ্ণাশ্চ দ্বিপঞ্চদশত্রিংশত্তিথয়স্তাঃ সারিকাঃ ফলকাঃ বলানীতিপ্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ অক্ষযুগ্মং পাশকযুগলং অয়নে দক্ষিণোত্তরে ॥ ৬ ॥ গ্রহৌ পর্ব্বৌ ॥ ৭ ॥ খেলসময়ঃ ক্রীড়াকালঃ উপসংহরতি ইত্থমিতি ॥ ৮ ॥ তথাপি লীলাবিগ্রহধারিণোর্য্যুবয়োর্ব্যবহারগোচরেঽক্ষক্রীড়ায়াং জয়পরাজয়ৌ নস্ত ইত্যাহ ন দেবীতি কিং চক্রে ইতি যৎপ্রষ্টং তদাহ কিঞ্চিদিতি ॥ ৯ ॥ অববুধ্যতি অববুধ্যতে ॥ ১০ ॥ ননু গুণবান্ শরীরী কথং মানাপমানয়োর্দূরে তিষ্ঠতি তত্রাহ লীলাত্মেতি যদ্যপি মায়াখ্যয়া স্বয়া শক্ত্যায়ং লীলাবিগ্রহো গুণবাংশ্চ তথাপি বিচারাদ্বেদান্ততাৎপর্য্যাবধারণাদতিনির্গুণঃ অতএব সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি তৈঃ কর্ম্মভির্নলিপ্যত ইতি ॥ ১১ ॥ তথাপি লীলাবিগ্রহাবস্থায়াং নিগ্রহানুগ্রহৌ ভবেতামেব নেত্যাহ মধ্যস্থোপি উদাসীন এবেত্যর্থঃ তত্র হেতুমাহ সর্ব্বত্রেতি ॥ ১২ । ১৩ ॥ পুরং কেবলং ঐহিকা

মুষ্টিকাখ্যা ॥ ১৪ ॥ ত্বং কথম্ভূতাত্রাক্ষমায়া স্বয়মেব বিমোহিতা একপদ্যেপি স এবার্থঃ দুনোতিব্যথতে ॥ ১৫ ॥ কৈমুত্যন্যায়মাহ অন্যা অপীতি মন্বতে মন্যন্তে জানন্ত ইতি কচিৎ নীলগিরেঃ পুরুষোত্তমাৎ সকাশাৎ সমীপতঃ সমীপে হরিদ্বারং মায়াপুরী ॥ ১৬—১৯ ॥ পুংজাতং পুরুষসমুদায়ং পুংমাত্রং যত্তু জাতমিতি কচিৎ ॥ ১৯—২১ ॥ ভবদ্বন্দ্বং ভবশ্চ ভবানী চ তয়োর্যুগলং ।২২॥ তদ্ভবতোর্দর্শনং অন্যৎ কিং তত্রাহ তচ্চেতি ॥ ২৩ ॥ দ্রুহিণেন ব্রহ্মণাযযে যাতং গতমিতি যাবৎ ধিক্কৃতস্তিরস্কৃতঃ দধীচেন অকারান্তোয়ং ॥ ২৪ । ২৫ ॥ ভবমিশ্রাং ঈশ্বরতিরস্কার ভবাসূক্ষ্মণমিতি পাঠেপি স এবার্থঃ ॥ ২৬ ॥ প্রাবর্ত্তত প্রাবর্ত্তিষ্টেতি কচিৎ ॥ ২৭—৪৩ ॥ প্রতিষেধে কৃতেপ্যহং যাস্যামীত্যাশয়েনাহ ক ইতি ॥ ৪৪ । ৪৫ ॥ পঙ্গুবাসরঃ শনৈর্দিনং ॥ ৪৬ ॥ সপ্তদশো যোগে ব্যতীপাতঃ ধনিষ্ঠাবসুনক্ষত্রম্ ॥ ৪৭—৫৩ ॥ কার্য্যার্থং যাত্রানিমিত্তং ॥ ৫৪ ॥ তদেবাহ ন ন নামেতি অতএব নমস্কার প্রদক্ষিণয়োরকরণাদেব গতাসতী পুনরাগতানেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৫—৫৮ ॥ বিমানং বিশিনষ্টি সপাদচতুর্ভিঃ মনঃপবনৌ চক্রে যস্যাস্তি তৎ পঞ্চাস্যাযুতসংযুক্তং সিংহদশসহস্রসম্বদ্ধং রত্নসানুঃ সুমেরুর্দ্ধ্বজদণ্ড উচ্ছ্রিতো যস্য কচিদ্বিশেষেণস্যাপি পূর্ব্বনিপাতঃ রত্নসানুলক্ষণেন ধ্বজেন উচ্ছ্রিতমুর্চ্চমিতি বা ॥ ৫৯ ॥ মহাবাতঃ প্রবহঃ পতাকা যস্য তৎ স মহাবুদ্ধির্মহত্তত্ত্বং সৈবাক্ষঃ মধ্যে দীর্ঘাকারকাষ্ঠং তেন লক্ষিতং অলকানন্দা গঙ্গা ঈষা দণ্ডতাং গতে প্রাপ্তে ॥ ৬০ ॥ মকরাকারং তুণ্ডং মকরতুণ্ডং ॥ ৬১ ॥ ধূঃ যুগপৃষ্ঠভাগঃ ক্রেঙ্কারঃ শব্দঃ ॥ ৬২ ॥ অঙ্গানি শিক্ষাকল্পব্যাকরণ নিরুক্তছন্দো জ্যোতীষিং বরূথঃ রথগুপ্তিঃ ছন্দসাঙ্গণঃ সপ্তছন্দাংসীত্যর্থঃ ॥৬৩॥ তেজো বিজৃম্ভিণীং সূর্য্যাদি তেজস্তিরস্কারিণীমিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ অঙ্গণং অজিরং ॥ ৬৫ ॥ যজ্ঞবাটং যজ্ঞভূমিং চকিতং সশঙ্কং যথাস্যাত্তথা রক্ষিভির্বীক্ষিতা সতী তাঃ প্রস্বাদীঃ সর্ব্বা অসম্ভাষ্যৈব দক্ষান্তিকং গতেতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥৬৬॥ সমাধ্বসাঃ সসম্ভ্রমাঃ ॥ ৬৭ । ৬৮ ॥ দৃষ্টা উক্তা দৃষ্টেতি পাঠে ত্বদাগমে ভদ্রং জাতমিত্যধ্যাহর্ত্তব্যস্তু এব ॥ ৬৯ ॥ হে জনেতঃ তাত ॥ ৭০ ॥ অয়ীতি সানুকম্পে সম্বোধনে অনন্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টে ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥ যদহমিতি নিরীশ্বর এবাসৌ ঈশ্বর ইত্যহং তং যদযদি সমাজ্ঞাস্যং সংম্যগবেদিষং তদা স্বাং কথমহং তস্মৈ রুদ্রায়দাস্যং অদদিষ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥ অশিবরূপিণমিতি-

ছেদঃ বস্তুতঃ শিবরূপিণং পিতামহেনেতি ব্রহ্মণা যদ্যপ্যসৌ বহুধা বর্ণিতস্তথাপি তং ন জানে ইত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ ইতি বাস্তবোর্থঃ॥ ৭৩॥ তত্রহেতুগর্ভাণি বিশেষণানি লীলয়া বিরূপাক্ষং উক্ষগং বৃষবাহনমিত্যর্থঃ জলং জলদ আধারো যস্য তং মেঘবাহনত্বাৎ জলসাগঙ্গারূপস্য বা আধারঃ কলঙ্কী চন্দ্রঃ কৃতো মৌলী যেন তং ধূলিধূসরচর্চ্চিতং ধূলিভিঃ ধূসরত্বেন চর্চ্চিতং লিপ্তং ॥ ৭৭। ৭৮॥ বিটঙ্কা বিরূপাভৃতা অনুচরা যস্য তং॥ ৭৯॥ নৃকরোটীমনুষ্যাস্থিপরিকরং খট্বাঙ্গাদিকং যস্য তং জানানোপি হিরণ্যগর্ভবচনাদ্বিদ্বানপি প্রতারিতস্তন্মায়য়া বঞ্চিত ইতি বাস্তবোঽর্থঃ॥ ৮০॥ পাংশুলো ধূলির্ভস্ম বা স এব পটস্তেন ছন্নঃ মহাশঙ্খো মনুষ্যাস্থি॥ ৮১। ৮২॥ অজ্ঞানং তৎকার্য্যঞ্চ হরতীতি হরঃ সর্ব্বেষাং মুক্তিদঃ ক অমঙ্গলালয়ঃ সংসারাশ্রয়ঃ অয়মধ্বরঃ ক্বেতি বাস্তবোর্থঃ॥ ৮৩—৮৫॥ ইহ মঙ্গলে মঙ্গলাভাসে কর্ম্মণি সঃ পরমেশ্বরঃ শূলধৃক্ সর্ব্বসংহারকর্ত্তা বিষমেক্ষণঃ চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রঃ কথমর্হো যোগ্যঃ স্যাদিতি বাস্তবোর্থঃ॥ ৮৬॥ যথা শ্রুতমাদায় দূনহৃদয়ত্বং প্রত্যুত্তরঞ্চ॥ ৮৭—৯২॥ বর্ম্মণঃ শরীরস্য॥ ৯৩॥ প্রাণিতব্যং জীবিতব্যং বিগর্হণায়াং শ্রুতায়াং শরীরং ত্যক্তব্যমিতিভাবঃ॥ ৯৪॥ মহাদেবস্বরূপিণি ঈশ্বরস্যাষ্টমূর্ত্তিত্বাৎ প্রাণরোধবিধানতঃ প্রাণরোধপ্রকারেণ॥ ৯৫—৯৭॥ ঝঞ্ঝা কঠোরঃ॥ ৯৮॥ স্থপুটীকৃতা তৃণাদিনাচ্ছাদিতা॥ ৯৯। ১০০॥ অরাবিযু শব্দং চক্রুঃ রুধিরবিপ্রুড্ভিঃ রক্তবিন্দুভিঃ॥ ১০১। ১০২॥ ক্রোষ্টুভিঃ শৃগালৈঃশ্বভিশ্চ চকোরাশ্চন্দ্ররশ্মিভোক্তারঃ পক্ষিবিশেষাঃ করটাঃ কাকাঃ॥ ১০৩। ১০৪॥ অশোভি শোভারহিতং স্থগিতাঃ শঙ্কিতাঃ জৃম্ভিতা ইতি বা॥ ১০৫। ১০৬॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নবাশীতিতমেঽধ্যায়ে যজ্ঞধ্বংসাদিপূর্ব্বকং দক্ষেশ্বরসমুৎপত্তি বর্ণ্যতেঽতি মনোহরা॥ ১। ২॥ বৈলক্ষ্যমিতি কিঞ্চিদ্বৈলক্ষ্যং নাটয়ন্ পূর্ব্বাগমনাদীষ-

দন্যথাত্বং ঘটয়ন্ যস্মা লক্ষ্যতে ইতি লক্ষ্যং শরীরং বিগতং লক্ষ্যং বৈলক্ষ্যং স্বার্থে তদ্ধিতঃ কিঞ্চিৎ যথাস্যাত্তথা বৈলক্ষ্যং সত্যা দেহত্যাগং আকরেণ প্রকটয়ন্ ক্ষণং জোষং তূষ্ণীং সমাস্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৫ ॥ অনীশ্বরঃ অস্বতন্ত্রং কালয়েচ্চালয়েন্নাশয়েদিতি যাবৎ ॥ ৬ ॥ অভাবিনোঽসতঃ পদার্থস্য ভাবিনঃ সতঃ পদার্থস্য তদুক্তং ঈশ্বরেণ নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিরিতি ॥ ৭—৯ ॥ নাপচীয়েত নোপচীয়েত নবৰ্দ্ধেত এতদেব হেতুপূর্ব্বকং স্পষ্টয়তি অব্যয়ত্বাদিতি অব্যয়ত্বাদ্ধ্রা-ন্নির্নাস্তি পূর্ণত্বাদ্বৃদ্ধির্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ যদ্যস্মাৎ ॥ ১১ । ১২ ॥ ব্রীড়িতং অবজ্ঞাতং ব্রীড়িতমিতিপাঠেপি স এবার্থঃ হেড়নেতিড়লয়োরেকত্বাৎ প্রতিষ্ঠা-ভাজনং কিং কাকানেত্যর্থঃ উ ইতি বিতর্কে সম্বোধনে বা ॥ ১৩ ॥ অভিমান-ধনা যেন তে লব্ধব্রীড়াঃ প্রাপ্তাবহেলনাঃ ॥ ১৪ ॥ বরং শ্রেষ্ঠং যথাস্যাৎ কেবলমিতি বা ॥ ১৫ ॥ মহাকালঃ সর্ব্বসংহারক ইত্যর্থঃ সকালকাল ঈশ্বরঃ কালমূষিকভক্ষক ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥ ১৬ ॥ সত্যমিত্যাদ্যাহেতিশেষঃ জোষং তূষ্ণীমিতি গুহোক্তিঃ ॥ ১৭ । ১৮ ॥ প্রতিমাকারঃ পর্ব্বতান্নিঃসৃতপুত্ত-লিকাকারঃ অভূতোপমেয়ং ॥ ১৯ ॥ করবৈ করোমি ॥ ২০ । ২১ ॥ বিনিময্য পরিবর্ত্ত্য স্বহেলয়া স্বীয়লীলয়া অশুহেলয়েতি ক্বচিৎ ॥ ২২ । ২৩ ॥ তেষু মধ্যে প্রণিহন্মি প্রকর্ষেণ নিহন্মি ॥ ২৪—২৮ ॥ কৃতং কৃত্যং যেন তমিবসম্পাদিত-কার্য্যমিব ॥ ২৯—৩৩ ॥ অবাসৃজৎ সৃষ্টবান্ অসীসৃজদিতি ক্বচিৎ ॥ ৩৪ । ৩৫ ॥ আচূড়মৌলাঃ সমগ্রা ইত্যর্থঃ বিধূতাঃ কম্পিতাঃ উৎপাটিতা ইতি বা ॥ ৩৬ । ৩৭ ॥ অচীর্থনন্ থনয়ামাসুঃ বৈ নিশ্চিতং প্রসিদ্ধৌ বা বিতর্দ্দীরিতি পাঠেপি স এবার্থঃ পৃষদ্দধি ॥ ॥ ৩৮ ॥ দধ্বংসুর্ধ্বংসয়ামাসুঃ ॥ ৩৯ ॥ সুচাংসু গাদীনামিত্যর্থঃ সুবাদীংশ্চেতি ক্বচিৎ ॥ ৪০—৪৩ ॥ কেনচিৎ যেন দৃষ্টস্তেনে-ত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ নির্নাসিকাং ব্যধাৎ বিগতনাসিকামকরোৎ ॥ ৪৫ । ৪৬ ॥ পাশয়িত্বা বদ্ধা ॥ ৪৭ ॥ আতোল্যাকৃষ্য ॥ ৪৮ ॥ পাদয়োঃ পাদৌ ধৃত্বাধুনোৎ অকম্পয়ৎ ॥ ৪৯ ॥ বামযামাসোঙ্গিরমাস চ ভক্ষিতা ভক্ষকঃ ॥ ৫০—৫৪ ॥ জগৌ উবাচ ॥ ৫৫ ॥ অতঃ কুতো মহেশ্বরেদ্বেষ ইতি ॥ ৫৬—৫৯॥ বাত্যয়া চক্রবাতেন ॥ ৬০ ॥ নষ্টৈব দর্শনং গতেষু ॥ ৬১—৬৪ ॥ ততস্তং রক্ষয়ন্নত ইতি গর্ব্বোক্তিঃ ॥ ৬৫ ॥ কিঞ্চ যুদ্ধং তদপ্রদানঞ্চ ত্বয়ি ন সম্ভাব্যত ইত্যাহ

প্রায়শ ইতি যদ্বা রক্ষ বধ্বা স্থাপয় তত্র হেতুমাহ প্রায়শ ইতি নেত্ররূপাম্বুজং নেত্রাম্বুজং ॥ ৬৬—৬৮ ॥ সুতদেশীয়ঃ পুত্রস্থানীয় পুত্রাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন ইতি বা রাজত ইতি রাজা বিশ্বনাথস্তস্যাদেশমাজ্ঞামিতি ॥ ৬৯ ॥ কথং কেনপ্রকারেণ স্বয়মিতি ক্বচিৎ তত্র স্বয়ং বলাদিত্যেব ॥ ৭০ ॥ দৃষ্টিভঙ্গ্যৈব কটাক্ষৈণৈব ॥ ৭১ ॥ অথ তৈরিতি অথেত্যর্থান্তরে তৈঃ প্রসিদ্ধৈর্নন্দিভৃঙ্গিপ্রমুখৈঃ প্রমথৈঃ শম্ভোঃ পার্ষদৈর্বিষ্ণোরনুগাঃ ভৃত্যাঃ সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদ্যাস্তিষ্ঠথ মাস্মত্তো জীবন্তো মোক্ষধ্বমিত্যেবং গদিতা অক্ষিপ্তাঃ শম্ভোরণে সংগ্রামে ভয়াদ্বক্ত্রেণ তৃণমাদদানা গৃহ্নানাঃ পাশবীং পশুসম্বন্ধিনীং পশবো যথা মুখেন তৃণং গৃহ্নন্তি তাদৃশীং দশামাপিতাঃ প্রাপিতা ইত্যর্থঃ চক্রেণেতি পাঠে গদিতা গদাভির্যুক্তাঃ অস্ত্যর্থে ইতচ্ চক্রেণোপলক্ষিতাশ্চক্রহস্তা অপীত্যর্থঃ শেষং সমানং ॥ ৭২ ॥ একৈকং গণং ॥ ॥ ৭৩ । ৭৪ ॥ মিশ্রৈর্মদধাতুরাগরক্তৈঃ দ্রবৈরিতিশেষঃ সর্ব্বে ইতিপাঠে স্পষ্ট এবার্থঃ ॥ ৭৫ ॥ গণপো বীরভদ্রঃ ॥ ৭৬ ॥ কলিতা গৃহীতা ভুশুণ্ড্যাস্ত্রবিশেষেণ তদঙ্গসঙ্গং হরের্দ্দেহসামীপ্যং বিদহে তথা গদয়া বিপফালতয়া তু সেতি ক্বচিৎ ॥ ৭৯ ॥ অজ্ঞাতা বেদনা যেন তং মনাগপি সবেদনামিতি ক্বচিৎ খট্বাঙ্গমস্ত্রবিশেষং ॥ ৮০—৮৪ ॥ হুঙ্কৃতা হুঙ্কারেণ ৮৫—৮৭ ॥ বুদ্ধিপূর্ব্বকং নিন্দতি যস্যেতি সহায়িনঃ সাহায্যকারিণঃ ইত্যাকর্ণ্যেত্যারভ্য প্রাপ্য দক্ষমিত্যাদেঃ প্রাক্তনস্য গ্রন্থস্যায়মভিপ্রায়ঃ স্বাত্মনো বিশ্বেশস্য যো বৈ বিষ্ণুঃ স বৈ রুদ্র ইত্যাদ্যুক্তেঃ মানং বিধেয়ং অতএবাত্মাভিন্নস্য রুদ্রস্যাজ্ঞাকর্ত্তুর্বীরভদ্রস্য সামর্থ্যজিজ্ঞাসাপূর্ব্বকং মানং দেয়ং স্বভক্তস্য শরণাপন্নস্য দক্ষস্যাপি সাহায্যং বিধেয়ং অতএতন্ত্রিতয়ং মনসি বিধায় ভগবাংস্তথা চক্রে যথাপরশুরামরূপেণ শরণাপন্নায়া অম্বায়া স্বশিষ্যস্য চ ভীষ্মস্য সাহায্যমানদানার্থং যুদ্ধং মোহপরাজয়ঞ্চ স্বীকৃতবানিত্যন্যথানীশ্বরত্বাপত্তেঃ তদুক্তং হরিবংশে বৈশম্পায়নেন মুনমাত্মেচ্ছয়া ব্রহ্মন্ কৃতবান্ হরিরীশ্বরঃ কো হি মোহয়িতুং শক্তোরণে নারায়ণং প্রভুমিতি অতো বৈষ্ণবৈর্ম্মনোনখেদনীয়মিতি দধীচিশাপাদ্বৈবং ভবিষ্যসি হৃষীকেশঃ স্বাশ্রিতোপি পরাঙ্মুখঃ এবমুক্ত্বা তু বিপ্রর্ষির্ব্বিররাম তপোনিধিরিতি কূর্ম্মোক্তেঃ ॥ ৮৮—৯০ ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানি অঙ্গাভরণানি ॥ ৯১ ॥ কর্ত্তিতাশ্ছিন্নাঃ ॥ ৯২ । ৯৩ ॥ শুশ্রুবুঃ শ্রুতবন্তঃ মুমুহুরিতি ক্বচিৎ জিহ্বাঃ অচ্ছিনৎ শ্রুতীঃ কর্ণান্ দ্বিধা অকরোদি-

ত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥ উল্লম্বিতাঃ ভূম্যস্পর্শং যথাস্যাত্তথা স্থাপিতা ইত্যর্থঃ অধো-মুখাশ্চ কেচিদুল্লম্বিতা ইত্যন্বয়ঃ কে তে তত্রাহ বৈর্দ্দৈবেশমিতি ॥ ৯৫—৯৮ ॥ হেলয়া ঈশ্বরস্য বীরভদ্রস্য বেতিশেষঃ ॥ ৯৯ ॥ অশিবা অমঙ্গলরূপা ন বিদ্যতে শিব ঈশ্বরো যস্যামিতি বা ॥ ১০০ ॥ ১০১ ॥ ঈদৃক্ষঃ ঈদৃশঃ বিস্ফুর্ত্তিরস্কারেণ শিবভিয়া বীরভদ্রো লজ্জিতঃ ॥ ১০২ । ১০৩ ॥ সম্প্রাসাদাঃ সম্যক্ প্রসাদঃ প্রাপ্যঃ প্রাপণীয়ঃ ॥ ১০৪—১০৯ ॥ বীরং বীরভদ্রং প্রকল্পত ইতি ক্বচিৎ। ১১০—১১২ ॥ হিমপ্রস্থং হিমালয়ম্বা ন প্রস্থমিতি যাবৎ ॥ ১১৩—১১৬ ॥ কাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষা ॥ ১১৭—১২৬ ॥ ব্যজিজ্ঞপৎ বিজ্ঞাপিতবতীতি পাঠান্তরে উভৌ র্থার্থঃ ॥ ১২৭—১৩০ ॥ তত্তদা নির্দ্বন্দ্বা ব্যভিচারিণী ॥ ১৩১—১৩৮ ॥ অপরাধালয়োঽপরাধাশ্রয়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

ইতিশ্রীরানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
নবাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অধ্যায়েত্র নবত্যাখ্যে সর্ব্বকামৈকদায়কে পার্ব্বতীশ্বরমাহাত্ম্যং বর্ণ্যতেতি মনোহরং ॥ ১ ॥ পার্ব্বতীশ্বরোৎপত্তিং পৃচ্ছতি পার্ব্বতীতি ॥ ১ ॥ প্রাক্ পূর্ব্বং সতীমিতিপাঠে সতীং পতিব্রতাং পূর্ব্বজন্মনিতন্নাম্নীমিতি বা ॥ ২ ॥ কিং স্থানং কো দেশঃ বসতির্ব্বা কা গৃহম্বা কিং ॥ ৩ ॥ অতিহ্রীণাতিশয়েন লজ্জিতা ॥ ৪ । ৫ ॥ তত্ত্ববিৎ উমাভিপ্রায়বিৎ সর্ব্বজ্ঞ ইতি বা ॥ ৬—৯ ॥ একৈকস্য ॥ ১০ ॥ অপি প্রাপ্তা ॥ ১১—১৬ ॥ যচ্ছেৎ যচ্ছতি ॥ ১৭—২০ ॥ তদ্দেহা-বসিতিং যেন দেহেন পূজা কৃতা তস্যাবসানমিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৫ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
নবতিতমোঽধ্যায়ং।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একাধিকেঽথ নবতিতমেঽধ্যায়েঽতিসুন্দরে গঙ্গেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং বর্ণ্যতে পাপহৃৎ পরং ॥ ১ ॥ অনুবাদপূর্ব্বকং গঙ্গেশোৎপত্তিং কথয়তি পার্ব্বতীশস্যেতি ॥ ১ ॥ যত্রেত্যস্যানন্তরং তত্রেতি জ্ঞাতব্যম্ ॥ ২ ॥ দৈলীপিনা দিলীপস্য পুত্রেণ ভগীরথেন ॥ ৩—১১ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিযুঙনবতিকেঽধ্যায়ে সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনং নর্ম্মদেশস্য মাহাত্ম্যং বর্ণ্যতেতি শুভপ্রদং নর্ম্মদেশোৎপত্তিং কথয়তি নর্ম্মদেশেতি ॥ ১ ॥ ২ ॥ বৃষপ্রদাঃ পুণ্যদাত্র্যঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ধুনীষু নদীষু ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ন লভেন্ন প্রাপ্নুয়াৎ লভেত সাম্যমিতিপাঠে কা ন কাচিদিতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৭ ॥ বহুনেহসং বহুকালং ॥ ৮—১৫ ॥ ত্রিবিষ্টপসমীপতঃ ত্রিলোচনসমীপতঃ ॥ ১৬—২৪ ॥ সূর্য্যনন্দনো যমঃ ॥ ২৫—২৯ ॥ কঞ্চুকং নির্ম্মোকং ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিনবতিতমেঽধ্যায়ে মহাপুণ্যৈকশেবধৌ সতীশ্বরসমুৎপত্তির্ব্বর্ণ্যতেতি শুভাশ্রয়া ॥ ১ ॥ অনুবাদপূর্ব্বকং সতীশ্বরোৎপত্তিং পৃচ্ছতি নর্ম্মদেশস্যেতি ॥ ১ ।২॥ শতধৃতির্ব্রহ্মা ॥ ৩ ॥ হেলকক্কৎ ॥ ৪ ॥ ৫ দেবীচিচ্ছক্তির্ম্মহামায়েতি যাবৎ

তস্যা মুখং ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ উত্তানশয়ঃ শিশুঃ ॥ ৮ ॥ পৃথুকঃ বালকঃ ॥ ৯ ॥ মায়াবালকঃ রোদনাদিতি রোদনাদ্রুদ্রনামব্রহ্মাকৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ১০—১২ ॥ অহো ইত্যাশ্চর্য্যে বীক্ষিতুং দ্রষ্টুং ॥ ১৩—১৬ ॥ দেবেন শিবেন মনসি ধ্যাতং ব্রহ্মাসমীহিতং বিনেত্যাদিস্যামসংশয়মিত্যন্তেন ॥ ১৭ ॥ সমালোক্যং সম্যক্ দর্শনং ॥ ১৮ ॥ তপস্যে প্রাপ্স্যে ইত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ একশয্যাসনাহারঞ্চ ॥ ১৯। ২০—২২ ॥ চক্ষুর্দ্বয়ং বাষ্পকলিতমাসীদিত্যর্থঃ ॥ ২৩। ২৪ ॥ চিদাত্মনে জ্ঞানরূপায় ॥ ২৫ ॥ স্কন্দোপি শ্রোতুরানন্দদর্শনাৎ ধন্য ইত্যাদিনাগস্তি ঋষিং সমাভাষ্য পুনঃপ্রাহেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ২৬। ২৭ ॥ কিং তত্তদাহ দেব ইতি ॥ ২৮—৩০ ॥ মনসোঽসমুচ্ছ্রিতং যাদৃক্ পতির্ম্মনসা বাঞ্ছসে ততোপ্যুৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥ তজ্জনেতা তব পিতা ॥ ৩৪—৩৮ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

-•:•-

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অমৃতঃ করুণেশশ্চ জ্যোতীরূপেশ্বরস্তথা বর্ণ্যন্তেত্র নবত্যাখ্যে চতুর্ভিরধিকে শুভে ॥ ১ ॥ অমৃতেশাদীনি লিঙ্গানি কথয়তি অন্যানীতি অমৃতপ্রদং মোক্ষপ্রদং ॥ ১ ॥ অত্র কাশ্যাং ॥ ২। ৩ ॥ পৃদাকুনা সর্পেণ স বয়োভিঃ সমানবয়স্কৈর্ম্মিত্রৈরিত্যর্থঃ ॥ ৪। ৫ ॥ শবং মৃতং শিবমিতি পাঠে তস্য কল্যাণমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ তদেব দর্শয়তি সর্পেতি ॥ ৭ ॥ প্রাণিতসম্পন্নং চেষ্টাযুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ প্রাণিতব্যে চেষ্টিতব্যে ক্ষেত্রাদিতি ক্ষেত্রাদ্বহির্বহির্যন্দষ্টোদংশকর্ত্তা ভবেৎ স ক্ষেত্রমধ্যে আনীতঃ পরাসুতাং মৃততাং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ দৃষ্টেতিপাঠে স্পষ্ট এবার্থঃ ॥ ৯ ॥ তজ্জীবিতৈকিকাং জীবিতমেবৈকং মুখ্যং যস্যাস্তাং তজ্জীবিতং প্রতীতি ক্বচিৎ ॥ ১০ ॥ স পিপীলিকঃ অনন্ প্রাণন্‌চেষ্টন্নিত্যর্থঃ তত্বং পদার্থং জীবিতসূচিতমুভয়োর্জীবনেনানুমিতং ॥ ১১—১৪ ॥ জীবন্‌পুত্রঃ জীবন্‌পুত্রোয়স্যসঃ পাঠান্তরেপি স এবার্থঃ ॥ ১৫—২২ ॥ করুণাপুষ্পৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ ॥ ২৩। ২৪ ॥ তৎপত্রৈস্তৎফলৈরিত্যত্র তচ্ছব্দঃ করুণাবৃক্ষপরঃ

২৫—৩৪ ॥ এতেষু অমৃতেশাদিষু লিঙ্গাষ্টকং অমৃতেশতারকেশজ্ঞানেশ করুণেশমোক্ষদ্বারেশস্বর্গদ্বারেশব্রহ্মেশলাঙ্গলীশানামষ্টকং ॥ ৩ —৩৭ ॥ ষড়্-ত্রিংশত্তত্ত্বরূপ ইতি তান্যুক্তান্যাগমে তত্ত্বানি শৈবাস্থ্যচ্যন্তে শিবঃ শক্তিঃ সদাশিবঃ ঈশ্বরো বিদ্যয়াসার্থং পঞ্চশুদ্ধানামূনি হি মায়াকালশ্চ নিয়তিঃ কলা-বিদ্যা পুনঃ স্মৃতা রাগঃ পুরুষ এতানি শুদ্ধা শুদ্ধানি সপ্ত চ প্রকৃতির্বুদ্ধ্যহঙ্কারৌ মনো জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রাঃ পঞ্চভূতা নিদেশিকাঃ এতান্যাহুর শুদ্ধানি চতুর্ব্বিংশতিরাগমেশৈবানামিতি তত্ত্বানাং বিভাগোত্র প্রদর্শিত ইতি ॥ ৩৮ ॥ তত্ত্বং স্বরূপং পরমার্থমিতি যাবৎ ॥ ৩৯ ॥ নিশ্চিতমিতি নির্ণীত মিত্যর্থঃ ॥ ৪০ । ৪১ ॥ সংস্থিতং সম্যগসতিং মরণস্থা ॥ ৪২—৪৮ ॥ মুষ্টা-বঞ্চিতা দৈবেনেতিশেষঃ মূঢ়া ইতিপাঠে অবিবেকিনঃ তত্র হেতুর্ম্মদবুদ্ধয় ইতি ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ যাদৃগ্‌ভিস্তপ আদিভিঃ মোক্ষোত্তমোত্তমঃ সাযুজ্যমুক্তিরি-ত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥ ননু সপ্তেতা মোক্ষদা ইত্যাদিষু অন্যত্রাপি মুক্তিঃ শ্রূয়তে কথমুক্তং নান্যত্রেতি তত্রাহ সাযুজ্যেতি ॥ ৫৫ ॥ অকথয়ৎ কথয়ামাস যন্মহদ্বচঃ শ্রোষ্যত্যেতন্মহদ্বচ ইতি কচিত্তত্র একএব হি বিশ্বেশো মুক্তিদো নান্যএব হি ইত্যেতচ্ছব্দো ন গৃহ্যতে ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চাধিকে তথাধ্যায়ে নবত্যাখ্য উশত্তমে শ্রীমদ্ব্যাসভুজস্তম্ভো বর্ণ্যতে সংশয়াপহঃ স্বস্যাগামিবৃত্তং কথয়তি শৃণু সূতেতি ॥ ১—৫ ॥ নৈমিষারণ্যং বিশিনষ্টি যত্র সন্তীতি পাদাধিকেনৈকেন ॥ ৬ । ৭ ॥ বিভূতিধারিণ ইত্যাদীনাং দ্বিতীয়ান্তানাং পদানাং বিলোক্য স ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৮ । ৯ ॥ গিরি-শাত্মনঃ বিশ্বেশ্বরচিত্তান্ বচো বচনং পুনরিতি কচিৎ ॥ ১০—১২ ॥ তদেব চ বচনমাহ ন বেদাদিত্যাদি ॥ ১৩ ॥ অপি এব ॥ ১৪ । ১৫ ॥ বিপক্ষে বাধক-মাহ বিহায়েতি ॥ ১৬—১৮ ॥ বিষ্ণুং বিহায়ান্যং সেবমানানাং ন কেবলং

সংসারপ্রবেশমাত্রং অপি তু মহতী নিন্দা চেত্যাহ শাস্তিমিতি ॥ ১৯। ২০॥ যদ্যতঃ ॥ ২১ ॥ বিনিশ্চয়কৃতো নির্ণয়কারকস্য ॥ ২২ ॥ মাণবকা বালকাঃ ॥ ২৪ ॥ বৈনিশ্চিতং কৃতমিতি ক্বচিৎ ॥ ২৫ ॥ যুগধর্ম্মাভাবে হেতুমাহ ন চ লপ্স্যেতি ন তত্রেত্যস্যায়ং ভাবঃ যুগধর্ম্মবশাত্ত্বমেবং ক্রমে বারাণস্যাং গতো ন বক্ষ্যসীতি ॥ ২৬। ২৭ ॥ পাদোদকং গঙ্গাবরণসঙ্গমং ॥ ২৮ ॥ পঞ্চরাত্রং পঞ্চদিনানি কৃত্বা বৈষ্ণবতীর্থানি সংসেব্যেত্যর্থঃ যদ্বা পঞ্চরাত্রং কৃত্বা পঞ্চরাত্রাগমোক্তেন প্রকারেণ মাধবকেশবাদীন্ দৃষ্ট্বা সমর্চ্চ্য সম্পূজ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ জয় বিষ্ণো ইত্যাদীনাং ইত্যাদি নামমালাভিঃ সংস্তুবন্ ব্যাসো বিশ্বেশভবনং সমাযাত ইতি একাদশেনান্বয়ঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥ বলারাতিস্তুত ইন্দ্রস্তুতঃ ॥৩৪॥ বিষ্বক্ সর্ব্বতঃ চমূঃ সেনা যস্য তৎসম্বোধনং বিষ্বক্ চমূঃ হ্রস্বাভাবো বিসর্গশ্চার্ষঃ বিষ্বক্ সেন মহাবাহো ইতি ক্বচিৎ ॥ ৩৫ ॥ গোপগোপালবল্লভ গোপানাং প্রিয় ॥ ৩৬ ॥ আদৌ ভব আদ্যঃ ন আদ্যঃ অনাদ্যঃ তৎসম্বোধনমনাদ্য অনাদ্যেতি ক্বচিৎ ॥ ৩৭—৫০ ॥ পরমৈশ্বর্য্যঞ্চ দত্তং লব্ধং বরাত্তত ইতি বরাচ্ছেছাত্তস্মাৎ পরমৈশ্বর্য্যং লব্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ শেমুষীবুদ্ধিঃ ঈদৃশী সংসবনপরা মে স্তুতি পরেতি ক্বচিৎ সংজ্ঞয়া নেত্রচালনাদিনা ॥ ৫২ ॥ কণ্ঠকন্দলীং কণ্ঠমূলং ॥ ৫৩ ॥ ভবান্তকং সংসারনাশকং ॥ ৫৪ ॥ স্তম্ভিতদোর্লতস্তিমিতহস্তবল্লিকঃ ॥ ৫৫ ॥ পদ্যৈশ্চিত্রপদার্থাঢ্যৈরষ্টভিঃ সুমনোরমৈঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽস্তৌষীত্তবানীশং জগৎপতিং তাপত্রয়াত্মকং সংসারদুঃখং দুঃখহেতুর্বারুং তদ্রাবয়তি নাশয়তীতি রুদ্রঃ রুদ্দুঃখং দুঃখহেতুর্বাদ্রাবয়ত্যেষ নঃ প্রভুঃ রুদ্র ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শিবঃ পরমকারণমিতিস্মৃতেঃ অশুভদ্রাবকো রুদ্রো যজ্ঞশ্চ পুনর্ব্বদন্ ততঃ স্মৃতমথো রুদ্রশব্দেনাত্র বিধীয়ত ইতি বা রুতানি ভূতানি ত্বং তে দ্রবতি দ্রাবয়তীতি বা রুদ্রঃ রুত্যাবেদরূপয়া ধর্ম্মাদীন্ বোধয়তি দ্রাবয়তীতি বা রুদ্রঃ রুত্যা প্রণবরূপয়া স্বাত্মানং প্রাপয়তীতি বা রুদ্রঃ রোরূয়মাণো দ্রবতি প্রবিশতি মর্ত্ত্যানিতি বা রুদ্রঃ ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহাদেবো মর্ত্ত্যো আবিবেশেতিশ্রুতেঃ বোধিকা বন্ধিকা মোহিকা চ শক্তীরুৎ তদ্বান্ তস্যা দ্রাবয়িতা ভক্তেভ্য ইতি বা রুদ্রঃ রুতিং শব্দং বেদাত্মানং কল্পাদৌ ব্রহ্মণে দদাতীতি রুদ্রঃ যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মা ইতিশ্রুতেঃ অলমতিবিস্তরেণ স একঃ সজাতীয়বিজাতীয় স্বগতভেদশূন্যঃ এত-

দেব ব্যতিরেকমুখেনাহ ন দ্বিতীয় ইতি একত্বে হেতুমাহ যতস্তদ্ব্রহ্মৈবৈক-মিতি যদত্রয়েণ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদত্রয়ং নিরাক্রিয়তে একমেবাদ্বি-তীয়মিতি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতিশ্রুতেঃ ব্যতিরেকে হেতুমাহ নেহেতি তথাচ শ্রুতিঃ নেহানি কিঞ্চনাস্তা যথা পদ্মমেব কুত্রচিদ্বেতি বা শব্দঃ সমুচ্চ-য়ার্থঃ কালং সমুচ্চিনোতি ক্বচিৎ কালেবেত্যর্থঃ কুত্রচিদ্দেশে তৎ তৎপদার্থং মদগ্রেতি ক্বচিৎ ॥ ৫৬ ॥ যৎকীলাভির্যস্য জ্বালাভিঃ যজ্জালাভিরিতি ক্বচিৎ কৃষ্ণতাং নবীনমেঘশ্যামতাং তদুক্তং বিষেণোত্তিষ্ঠমানেন কালানলসমত্বিষা নির্দ্দগ্ধো হেমগৌরাঙ্গঃ কৃতঃ কৃষ্ণো জনার্দ্দন ইতি ॥ ৫৭ ॥ যদ্বাণোযস্য শূরেঃ যন্তাসারথিঃ লোকেশো ব্রহ্মাযেন শ্রীরুদ্রেণ ॥ ৫৮—৬০ ॥ সর্ব্বং বিশ্বং সর্ব্বে ইতি ক্বচিৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বরূপঃ ॥ ৬১ ॥ আনত্যা নমস্কারমাত্রেণ ॥ ৬২। ৬৩ ॥ স্মায়ং স্মায়ং স্মিত্বা স্মিত্বা পুনঃ পুনরীষদ্ধাস্যং বিধায়েতি যাবৎ ॥ ৬৪—৭৪।

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়

অধ্যায়ে ষড়্ভিরধিকে নবত্যাখ্যে মনোহরে ব্যাসশাপবিমোক্ষশ্চ বর্ণ্যতে তিকুতূহলঃ ॥ ১ ॥ কশীং ব্যাসঃ প্রাপ্স্যতীতি পূর্ব্বমেব জানন্নাক্ষিপতি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ইতি ॥ ১—৪ ॥ সংস্তবনমেবাহ কাশ্যামিতি কাশ্যামিত্যাদি সার্দ্ধস্য ইতি সংব্যাহরন্নিত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ ॥ ৫—৮ ॥ ক্ষেত্রমহিমানমেব সপরিকরমাহ অত্রেত্যারভ্যাগস্ত্য উচাচেত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন ॥ ৯—১. ॥ অসকৃদিতি-ছেদঃ প্রত্যহং সকৃদিতি বা ॥ .২—১৭ ॥ ভাষয়েৎ বদেৎ অন্যান্‌বাভাষয়ে-দিতি ॥ ১৮ ॥ তর্হ্যনৃতেন পাপমপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ একস্মিন্নিতি পাপস্যা-ল্পত্বাৎ পুণ্যস্য বহুত্বান্নানৃতাদ্ভেতব্যং যঙ্গাত্রানৃতে পুণ্যমেব ন পাপং যাগে পশুহিংসায়ামিবেতিভাবঃ ॥ ১৯—২১ ॥ যোগক্ষেমঃ যোগসহিতঃ ক্ষেমঃ যোগক্ষেম ইতি বা তত্রালব্ধস্য লাভো যোগঃ লব্ধস্য রক্ষণং ক্ষেম ইতিভেদঃ ॥ ২২। ২৩ ॥ নহীত্যত্র হেতুমাহ শরীরসৌষ্ঠবমিতি সৌষ্ঠবং পাটবং পৌষ্টিক-

মিতিপাঠে পুষ্ট্যুপায়মিত্যর্থঃ নহীত্যত্র সুধিয়াত্রহীতিপাঠে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যপরিহারোপযোগিতয়া শরীরশোষণোপায়ঃ কর্ত্তব্যো ন পুনঃ শরীরনাশায়েত্যর্থঃ ॥ ২৪। ২৫ ॥ অত্রাত্মত্যজনোপায়ং মনসাপি ন চিন্তয়েদিতি অনশনং বিনেতি বোদ্ধব্যং বিনাত্মঘাতমশনং ত্যক্ত্বা প্রায়োপবেশনং অনাশকং যঃ কুরুতে মদ্ভক্ত ইহ সুব্রতঃ ন তস্য পুনরাবৃত্তিরিত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ২৬—৪০ ॥ শিবযোগিনঃ পাশুপতান্ শিবৈকভক্তানিতি বা ॥ ৪১—৪৫ ॥ পরে অক্ষরে নিত্যে মহাদেবে চিন্তিতে যৎপুণ্যং ভবতি তৎ ইয়দিতি নাহং জানে ॥ ৪৬—৪[illegible] অথ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণকরণাদ্যনন্তরং ন বাধন্তে তৎকর্ত্তৄন্নরানিত্যর্থঃ ॥৪৯॥ যচ্চিচরেৎ যদিতিপাঠেপ্যয়মেবার্থঃ ॥ ৫০ ॥ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি কর্ত্তব্যানীত্যুক্তং তত্র পৃচ্ছতি কৃচ্ছ্রেতি ॥ ৫১ ॥ কৃচ্ছ্রাদীনি ব্যাসেন বক্ষ্যমাণানি ॥৫২॥ একভক্তেনেত্যাদীনাং ইত্যাদি পদ্যানাং সংপ্রবৃত্তিশ্চেতি সার্দ্ধসপ্তবিংশতিশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ রাজীবং পদ্মং ॥ ৫৪॥ পিণ্যাকং তিলপিষ্টঞ্চ ঘৃতঞ্চ তক্রঞ্চাম্বু চ সক্তুশ্চ তেষাং প্রত্যেকাভ্যবহরণমিতিশেষঃ ॥ ৫৫ ॥ ত্রীনিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে হবিষা ত্রীন্ দিবসান্ প্রাতরিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ পূর্ব্ববৎ প্রাতরাদিবৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ গোমূত্রমিত্যাদীনাং একীকৃত্যভক্ষণং ॥ ৬০ ॥ ষড়হঃ ষড়হানি ॥ ৬১—৬৪ ॥ যাবকং যবান্নং প্রযোজয়েৎ ভক্ষয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্যুষ্টঃ প্রাপ্তঃ প্রাতঃকালঃ ॥ ৬৬—৬৮ ॥ শিশুচান্দ্রায়ণং ব্রহ্মচারিচান্দ্রায়ণং ॥ ৬৯—৭০ ॥ তিস্রোঽশীতীঃ অশীতিত্রয়ং যথা কথঞ্চিদিত্যেকাদশ্যুপবাসাভিপ্রায়ং ॥ ৭১ ॥ ভূতাত্মাহঙ্কারঃ ॥ ৭২—৮০ ॥ লিঙ্গপূজার্চ্চক ইতি পূজাত্র রুদ্রিয়পাঠঃ বসেৎ পুরা ভবিষ্যদর্থে পুরেত্যতীতনির্দ্দেশঃ ॥ ৮১ ॥ ভিক্ষাটনং প্রাপ্তে ভিক্ষিতুং গতেসতীত্যর্থঃ ॥ ৮২। ৮৩ ॥ তস্য সশিষ্যস্য ভিক্ষাং ন্যষেধয়ৎ দূনবৎ খিন্নবৎ ॥ ৮৪। ৮৫ ॥ ছত্রমিব গুরুং গোপায়ন্তীতি ছাত্রা শিষ্যাস্তৈঃ ॥ ৮৬—৮৯ ॥ যত্নেন রক্ষিতা প্রযত্নেন কেনচিদ্বারিতেত্যর্থঃ যত্নে কৃতেপি চেতিপাঠঃ সুগমঃ অন্তেবাসিনঃ শিষ্যান্ ॥ ৯০—৯৩ ॥ দুস্থাস্ত পীড়িতা বা উপসর্গেণ দুর্নিমিত্তেন ॥ ৯৪ ॥ চরণাদারাধ্য চরণাৎ ॥ ৯৫—৯৮ ॥ বিশ্বেশনির্ম্মাল্যোপভুজাং লৈঙ্গিকানান্দেবলকানামিতি বা ॥ ৯৯ ॥ যাদৃশাস্তাদৃশ ইতি চ বহুবচনং ॥ ১০০—১০৬ ॥ চতুরাননাঃ হিরণ্যগর্ভসদৃশাঃ বাক্‌চাতুর্য্যযুক্তানি আননানি, যেষাং তে ইতি বা ॥ ১০৭—১১২ ॥ নাদবিন্দুকলাত্মকঃ

নাদবিন্দুস্বরূপঃ বাচ্যবাচকয়োরভেদনির্দ্দেশাৎ সামানাধিকরণ্যং, ষষ্ঠ্যন্তপাঠে তদ্বাচ্যো বিশ্বেশ্বরো যত্রাস্তীতি পৃথক্‌বাক্যং ॥১১৩—১১৫॥ নীরাজয়ন্তি নীরাজনাং প্রাপয়ন্তি ॥ ১১৬।১১৭॥ পঞ্চপীযূষধারাভিঃ পঞ্চামৃতসম্পাতৈঃ ॥ ১১৮ ॥ তরুভিরন্যৈর্বৃক্ষৈঃ সহ ক্রতুভিরিতি ক্বচিৎ নিবসন্তীতিশেষঃ ॥ ১১৯—১২৪ ॥ শপন্ শপ্স্যতি অশপত্ত্বিতি ক্বচিৎ তত্র বিভক্তিব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ ॥ ১২৫ ॥ এতাদৃশশাপে কারণমাহ গর্ব্বঃ পরোঽত্র বিদ্যানামিতিহ্যত্র বিদ্যেতিপাঠে গর্ব্বো গর্ব্বহেতুরিত্যর্থঃ ॥১২৬—১৩৬॥ সুধামৃতাধিষ্ঠাত্রীদেবতা ॥ ১৩৭।১৩৮॥ অথবেতি পক্ষান্তরে অজ্ঞাতমিতি ক্বচিৎ ॥ ১৩৯—১৪২ ॥ ভক্তপোতপ্রদা সংসারার্ণবতারণায় বিদ্যানৌপ্রদেত্যর্থঃ কিমিতি সর্ব্বে সংসারং ন তরেয়ুরিতি তত্রাহ ভক্ত্যেতি প্রেমলক্ষণয়েত্যর্থঃ ॥ ১৪৩—১৪৬ ॥ বিধেয়স্ত্বদধীনস্ত্বয়োক্ত ইতি যাবৎ ॥ ১৪৭। ১৪৮॥ বিশ্বায়ুর্ব্বিশ্বৈকজীবনেত্যর্থঃ তদুক্তং যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতেতি স্মৃতেঃ ॥ ১৪৯—১৫৩ ॥ সুধীরিতি কটাক্ষঃ ॥ ১৫৪—১৫৯ ॥

সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ তাদৃশ্যশ্চ তামহিলাশ্চ ভার্য্যাঃ তাদৃঙ্মহিলা ॥ ১৬০—১৬৪ ॥ তন্মার্গলোচনাং ব্যাসাগমবর্ত্মদৃষ্টিং ॥ ১৬৫ ॥ সময়া সমীপে ॥ ১৬৬ ॥ জ্যোতিস্তত্যো জ্যোতিষো বিস্তারেণাহিতা সমর্পিতাদিনশ্রীর্যৈষাং তেস্বর্জ্জিত স্বর্গমাশ্রিয়মিতিপাঠে সৌধমধ্যবিশেষণং ॥১৬৭॥ কতিচিৎ পরিবিষ্টান্নাঃ কতিচিদ্ভাজনৈঃ পরিবিষ্টং অন্নং যেভ্যস্তে তথা ॥ ১৬৮ ॥ ঘ্রাণেন্দ্রিয়হিতাঘ্রাণং ন্যস্তাশ্চতা আমোদরাজয়শ্চ তাভিঃ ঘ্রাণনেতি ক্বচিৎ তত্র ঘ্রাণনমাঘ্রাণং ॥ ১৬৯। ১৭০ ॥ তদগ্রতঃ গ্রহস্থাগ্রতঃ ॥ ১৭১ ॥ কটাক্ষিতা কটাক্ষেণ প্রেরিতা ॥ ১৭২। ১৭৩॥ তদেতি তস্যা ভবান্যা আদররূপসুধৈব ক্লিন্নং সুপক্কং যন্মহান্নং যন্বাদরসুধায়া ক্লিন্নমার্দ্রং তৎপূর্ব্বকং যন্মহান্নমিত্যর্থঃ তেন তর্পিত ইতি ॥১৭৪॥ মিষ্টান্নঞ্চ মানঞ্চেতিদ্বন্দ্বঃ ॥ ১৭৫—১৮২ ॥ তত্তেষু ধর্ম্মেষু ঐক্ষি দৃষ্টা দানঞ্চ ঐক্ষীত্যন্বয়ঃ তদত্র তাবন্নৈক্ষিষ্টেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ১৮৩—১৮৬॥ তস্য স শাপঃ কস্য স্যাদিত্যর্থঃ অভাগ্যাত্মকস্যেতি ক্বচিৎ অভাগ্যাৎ স্বস্যেতি চান্যত্র ॥১৮৭—১৯০ ॥ শাপবর্জ্জিতে দত্তোপি শাপোত্র ন প্রভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯১ ॥ ত্বদ্বিধানামিত্যয়ম্ভাবঃ অত্রত্যৈঃ কামক্রোধাদিরহিতৈর্ভাব্যমিতি ॥১৯২—১৯৭॥ প্রতিভূতং প্রতিচতুর্দ্দশি ॥ ১৯৮।১৯৯ ॥ স্বশ্চাসৌ অপরাধবশশ্চ তং আত্মানং বদ-

তীতি যথা ছান্দসোঽনুগভাবঃ স্বাপরাধঞ্চ সম্বদন্নিতি ক্বচিৎ ॥ ২০০ । ২০১ ॥ রোধসিতীরে ॥ ২০২ । ২০৩ ॥ আখ্যান তাৎপর্য্যমাহ অত ইতি ॥২০৪।২০৫ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তভিঃ সহিতৈধ্যায়ে নবত্যাখ্যে মনোহরে বর্ণনং ক্ষেত্রতীর্থানাং ক্রিয়তে সর্ব্বপাপনুৎ ॥ ১ ॥ ১—৪ ॥ হে বিশালাক্ষি তর্হি জলাশয়াদেঃ কথং তীর্থত্বং তত্রাহ জলাশয় ইতি ॥ ৫ ॥ মূর্ত্তীনামধিষ্ঠানাদিত্যুক্তং তাং মূর্ত্তীরেব দর্শয়তি মূর্ত্তয় ইতি শৈবং শিবসম্বন্ধিমূর্ত্তিরূপং লিঙ্গমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ । ৭ ॥ পশবো জীবাস্তেষাং পাশাশ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানিতদ্বৎ ॥ ৮—১৩ ॥ শম্ভুপ্রেষিতগোভিঃ প্রেক্ষ্যত ইতি গোপ্রেক্ষঃ তস্য প্রাচ্যাং বেদেশ্বরমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ বিধিনা স্থাপিতমিতিশেষঃ ॥ ১৬ । ১৭ ॥ কুন্তীশ্বরং পৃথয়া স্থাপিতং কুন্তীশ্বরমিতি ক্বচিৎ ॥ ১৮ । ১৯ ॥ রৌরবাদিষু আদিশব্দেন মহারৌরবাদয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ২০—২২ ॥ যাং সিদ্ধিমভীষ্টাং সিদ্ধিং তন্নতেঃ তস্য নমস্কারতঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ মম স্কন্দস্য সলোকতা সমানলোকতা ॥ ২৬—৪১ ॥ অবিকলং সমগ্রং ॥ ৪২ । ৪৩ ॥ আশ্বিনেয়েশ্বরৌ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং স্থাপিতৌ ৪৪—৪৭ ॥ যাতুধানিং নৈঋত্যাং ॥ ৪৮—৬৩ ॥ শ্মশানবদিতি ভীষণত্বাং শ্মশানস্তম্ভঃ কুলস্তম্ভঃ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ ৬৪ । ৬৫ ॥ ভবতি চ ভবত্যেব ঋণত্রয়াৎ ॥ ৬৬ ॥ অঙ্গারনির্ম্মলং জ্বলদঙ্গারবদুজ্জ্বলং ॥ ৬৭—৭৮ ॥ আদির্বর্ণময়াত্মকঃ অকারোকারমকারবর্ণত্রয়াত্মক ইত্যর্থঃ ॥ ৭৯—৮১ ॥ পশ্চিমে তস্যাঃ পশ্চিমে ॥ ৮২—৮৫ ॥ অঘোরোদঃ অঘোরং সংসারসারনিবর্ত্তকং উদং উদকং যস্য স তথা ॥ ৮৬ । ৮৭ ॥ কোটিরুদ্রফলং শতলক্ষরুদ্রসূক্তজপস্য ফলং ॥ ৮৯ ॥ রুদ্রনক্ষত্রং আর্দ্রা ॥ ৯০—১০৬ ॥ চণ্ডাংশুগ্রহণাদ্বহুৎ চণ্ডাংশুগ্রহণং যাবদঘং হরতি তাবদঘহ্বৎ ॥ ১০৭—১১২ ॥ পূর্ব্বেণ পূর্ব্বে ॥ ১১৩ । ১১৪ ॥ কনখলং হরিদ্বারং গয়াবান্তরতীর্থবিশেষো বা ॥ ১১৫ । ১১৬ ॥ চন্দ্রে-

শ্বরমন্যৎ ॥ ১১৭ । ১১৮ ॥ অগ্নীশোপ্যন্য এব প্রসিদ্ধঃ ॥ ১১৯ ॥ আগ্নেয়েশ্বরতঃ প্রাচ্যাং কুণ্ডমিত্যনুবাদঃ তদ্দক্ষিণে আগ্নেয়কুণ্ডদক্ষিণেশুভং কুণ্ডমিতিশেষঃ। ১২০—১২৩ ॥ তদঙ্কোঃ তৎকূপস্য বিশ্বেশ্বরাদ্দ্বয়মিত্যন্যদেব ॥ ১২৪ ॥ ততঃ কালোদাৎ ॥ ১২৫—১৩০ ॥ মহাকুণ্ডে মহাকালকুণ্ডে ॥ ১৩১—১৩৭ ॥ লিঙ্গকুণ্ডয়োরন্যনামন এবাহ তুঙ্গেশ্বরমিতি ॥ ১৩৮ ॥ সুধাময্যো যা মহৌষধ্য মৃতসঞ্জীবিন্যাদিরূপাঃ বর্ত্তন্তে তামহামহৌষধ্যস্তত্রক্ষিপ্তা ইত্যর্থঃ কথম্ভূতা মহৌষধ্যঃ মহাধিয়ঃ স্বাস্থ্যপ্রদাত্র্যঃ মহদগদরূপা ইত্যর্থঃ ক্ষিপ্তাস্তত্র মহাধিয়েতি পাঠে স্পষ্ট এবার্থঃ ॥ ১৩৯ ॥ তুঙ্গনাম্নস্তুঙ্গেশ্বরাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪০—১৪৫ ॥ তমীশ্বরং পঞ্চচূড়েশমিত্যর্থঃ ॥ ১৪৬ ॥ প্রিয়ো ভর্ত্তা ॥ ১৪৭—১৪৯॥ অশোকাষ্টম্যামিতিচ্ছেদঃ ॥ ১৫০ ॥ মুক্তিক্ষেত্রেতি সর্ব্বতো মুক্তিক্ষেত্রং তস্য প্রমাণমিত্যর্থঃ তত্র দক্ষিণতস্তটেশ্বরমারভ্য ক্রোশপরিমিতং ক্ষেত্রং উত্তরতশ্চৈবমিতি অতএব যদা গঙ্গা মণিকর্ণিকায়াং মিলতি তদা গঙ্গাতস্তু যবাধিকেতি গঙ্গা পারেপি বর্ত্তত ইতি বচনং সঙ্গচ্ছতে তত্র যবাধিকেতি ন যবপরিমাণমাত্রং বিবক্ষিতং কিন্তু যথা প্রমাণং গঙ্গাতোপ্যধিকেত্যর্থঃ অত্যাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলমিতি বৎ ॥ ১৫১—১৫৪ ॥ বীরভদ্রেশো ॥ ১৫৫—১৭১ ॥ শতকালনামনির্ব্বক্তি শতমিতি ॥ ১৭২ । ১৭৩ ॥ অক্ষপাদেতিচ্ছেদঃ ॥ ১৭৪ ॥ প্রহিঃ কূপঃ ॥ ১৭৫ । ১৭৬ ॥ দুর্ব্বাসেশঃ কামেশাত্তেন স্থাপিতাদন্যঃ সন্ধিরার্ষঃ দুর্ব্বাসো বা কশ্চিদ্গণঃ ॥ ১৭৭ । ১৭৮ ॥ তৎসমেতি নিষ্ঠানিয়মঃ তৎপূর্ব্বকং পাশুপতব্রতঃ সমাপ্যযৎ পুণ্যং আষ্যতে তদত্র কাশ্যাং বিশ্বেশয়োঃ শঙ্খলিখিতেশ্বরয়োর্দ্দর্শনাৎ ক্ষণাৎ প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ যৎসম্যক্ প্রাপ্যতে ইতি পাঠে নিষ্ঠাপূর্ব্বকং যৎপাশুপতব্রতং তস্মাদিত্যধ্যাহরণীয়ং ॥ ১৭৯—১৯৫ ॥ যমে যাম্যে কোণে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৬ ॥ ধাতেশঃ ধাত্রীশঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৭ ॥ সম্মুদে সতাং মুদে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৮ । ১৯৯ ॥ তদুদীচ্যামিতি স্থূলগত্যোক্তং অন্যদ্বা চিত্রগুপ্তেশ্বরমিতি ॥ ২০০—২০৩ ॥ জরাহরং লিঙ্গমিতিশেষঃ ॥ ২০৪—২০৮ ॥ চ্ছায়াদেবপ্রতিবিম্বঃ তদবেক্ষণাৎ চ্ছায়াদর্শনাৎ ॥ ২০৯—২১৮ ॥ পর্ব্বণি শিবরাত্রৌ ॥ ২১৯ । ২২০ ॥ তারঃ তারকেশঃ কালঃ কালেশঃ শিলাদজঃ নন্দিকেশ্বরঃ ॥ ২২১ ॥ যজ্জলং শ্রদ্ধয়াপীতং লিঙ্গত্রয়মর্পয়েৎ তদম্বুপ্রাশনমিতি পূর্ব্বেনৈবান্বয়ঃ ॥ ২২২ ॥ সমর্চ্চয়েত্তমিত্যর্থঃ ॥ ২২৩—২২৬ ॥ সুসিদ্ধিদঃ

শোভনসিদ্ধিদঃ স্বরূপভূতসিদ্ধিদ ইতি ॥ ২২৭ ॥ উপস্পৃশ্য স্নাত্বা ॥ ২২৮—২৩০ ॥ রঘুণা রঘুবংশোদ্ভবেন রামাখ্যেন বিষ্ণুনেতি যাবৎ তদুক্তমারণ্যকে পর্ব্বণিজাতো দশরথস্যাসীদ্রামো নাম মহাত্মনঃ বিষ্ণুঃ স্বেনশরীরেণ রাবণস্য বধায় চেতি রঘুনাথেতি পাঠে স্পষ্ট এবার্থঃ ॥ ২৩১—২৩৫ ॥ তারেশঃ প্রণবেশঃ তারগা ইতি কচিৎ ॥ ২৩৬। ২৩৭ ॥ ঋষ্যশৃঙ্গিণঃ ঈশ্বর ইতি ॥ ২৩৮ ॥ ২৩৯ ॥ ক্ষেত্রবস্তিদং কাশীবাসদং ॥ ২৪০—২৪২ ॥ বাজিমেধেশ্বর ইত্যর্থঃ ২৪৩—২৪৫ ॥ তবাগস্তেঃ ॥ ২৪৬—২৫০ ॥ সর্ব্বাশাপূরকোঽর্কবিনায়ক ইতি শেষঃ ॥ ২৫১ ॥ ২৫২ ॥ শুষ্কয়া অসীনাম্ন্যানদ্যা ॥ ২৫৩—২৫৬ ॥ আনন্দারণ্য বস্তিদা অবিমুক্তিবসতিদা ॥ ২৫৭—২৬১ ॥ উত্তরাদিগিতি ত্রিলোচনেস্থিতত্বাদুক্তং পঞ্চায়তনে ওঙ্কারে উৎপত্তিস্থিতিকালেপীত্যপি শব্দাল্লয়েপি ॥ ২৬২—২৬৫ ॥ অন্ধবঃ কূপাঃ শ্রদ্ধেয়ানি আস্তিক্যবুধ্যাসেব্যানি ॥ ২৬৬ ॥ সরসাং সরোবরাণাং পুষ্করিণীনামিতি যাবৎ তত্র শতহস্তাবাপ্যঃ দ্বিশতহস্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ শতহস্তা ভবেদ্বাপী দ্বিগুণা পুষ্করিণী ভবেদিতি বচনাৎ ॥ ১৬৭—১৬৯ ॥ স্বর্গাপবর্গয়োরিতি দৃষ্টা স্বর্গদা দেহান্তসেবিতা অপবর্গদেত্যর্থঃ ॥ ২৭০। ১৭১ ॥ তে মে শাখবিশাভাঃ তৎসদৃশা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭১—২৭৭ ॥ শ্রুত্বাধ্যায়মিদং পুণ্যমিতি ইদং পুণ্যং আখ্যানং শ্রুত্বা কিং তৎ অধ্যায়ং অধ্যায়রূপং ইমমিতিপাঠশ্চেৎ দৃশ্যতে তদা ঋজুরেবার্থঃ ॥ ২৭৮—২৮০ ॥ ব্রহ্মযজ্ঞো জ্ঞানযজ্ঞঃ। ২৮১—২৮৬ ॥ জপ্যাত ইতি জপোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৭—১.৭ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাধিকে নবত্যাখ্যেঽধ্যায়ে তাবন্নিরূচ্যতে শ্রীমুক্তিমণ্ডপে শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরসমাগমঃ ॥ ১ ॥ বিশ্বেশ্বরস্য মহামহোৎসবং বক্তুং প্রস্তাবয়তি 'শৃণু সূতেতি কুম্ভসম্ভবে কুম্ভসম্ভবায় কুম্ভাৎ সম্যগ্‌ভবতীতি কুম্ভসম্ভুস্তস্মৈ ইতি বা। ১ ॥ প্রবেশিকীং প্রবেশসংস্পৃষ্টাং তৎ সম্বন্ধামিত্যর্থঃ তঙ্কিনীং নাশিনীং ॥ ২ ॥ দম-

নপর্ব্বণি দমনত্রয়োদশ্যাং চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যামিত্যর্থঃ প্রাপ্যাপীতি আনন্দ-বনস্য প্রাপ্ত্যৈব যদ্যপি পরমানন্দো জাতস্তথাপি ইতস্ততশ্চচারেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ বিরজসঃ পীঠাৎ ॥ ৪ ॥ বুধরাধেতি রাধানুরাধানক্ষত্রে চন্দ্রস্য বৃশ্চিকরাশিস্থত্বাদ্বিশ্বেশ্বরনাম্নশ্চ বৃষভরাশিস্থত্বাচ্চন্দ্রে সপ্তমরাশিস্থে ইত্যুক্তং হরিৎসু দিক্ষু। ৫ ॥ ৬ ॥ প্রতীতি প্রতিশব্দিতঃ প্রতিধ্বনিং প্রাপ্তঃ ভূর্লোক ভুবর্লোকয়োরন্ত-রধ্বাতস্মিন সতীত্যর্থঃ প্রাবেশিকোৎসবস্য বিশেষণম্বা ॥ ৭—১০ ॥ চত্বারঃ পুরুষার্থা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥ যদুক্তং যেন নীলিম্নাবক্তং সম্বদ্ধন্তং নীলিমানমিতি সম্বন্ধঃ প্রবৃত্তমিতি বা পাঠেঃ ॥ ১২—১৫ ॥ চ্ছটাঃ প্রক্ষেপাবিন্দবঃ ॥ ১৬ ॥ রঙ্গমালা উৎসবনিমিত্তামালাঃ ॥ ১৭ ॥ রত্নকুট্টিমভূভাগাঃ রত্নানি চ কুট্টিমানিমণয়শ্চ তৈর্ব্বদ্ধা ভূভাগা ইত্যর্থঃ গোপুরাগ্রেষু বহির্দ্বারসম্মুখেষু তত্র জন্মদিবাভবৎ যস্মিন দিবসে বিশ্বেশস্য প্রবেশস্তদেব দিনং তেষাং স-র্ব্বেষাং জন্মদিবসমভবদিত্যর্থঃ তত্তদিতিপাঠে তৎপ্রসিদ্ধং তদ্দিনমিতিযোজ্যং ১৮—২০ ॥ কুমারবৃন্দাঃ গণেশকার্ত্তিকেয়সমূহাঃ সনকাদয়ো বা ॥ ২১ ॥ মুদা হর্ষেণ দ্বে ইতিপাঠেদ্বেলক্ষে দেবগণা ইত্যর্থঃ ॥ ॥ ২২—২৫ ॥ সদূপদেশৈ-রিত্যত্র দৈর্ঘ্যমার্ষং সদোপদেশৈরিতিপাঠে সন্ত আসমন্ততো যে উপদেশা-স্তৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ হেতুস্ত চার্থে গণেশশ্চেত্যনেন সম্বধ্যতে ॥ ২৭ ॥ দীর্ঘ-শায়িনাং ত্যক্তপ্রাণানাং ॥ ২৮ । ২৯ ॥ নির্ব্বাণরমাশ্রয়ে মোক্ষলক্ষ্যাস্পদে মুক্তিমণ্ডপ ইতি যাবৎ তব লক্ষ্মীপতিত্বাৎ মোক্ষলক্ষ্ম্যাঃ সদ্মনি স্থাতুমুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ মে কথম্ভূতাৎ পরাৎপরা ন মহতোপি মহত ইত্যর্থঃ মহতো মহীয়ানিতি শ্রুতেঃ পরাৎপরাদিতি ক্বচিৎ ॥ ৩১ ॥ নিশ্চলশ্রিয়ি নিশ্চলাশ্রীয-স্মিন্ তস্মিন্ ॥ ৩২—৩৫ ॥ মুক্তৌ জনা মুক্তিজনাঃ মুমুক্ষবঃ ইত্যর্থঃ তেষা-শ্রয়ঃ মুক্তিরমাশ্রয় ইতি ক্বচিৎ ॥ ৩৬—৩৯ ॥ অগ্রবেদী ঋগ্বেদী ॥ ৪০—৪৬ ॥ উপগ্রহকরঃ হস্তকুশল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫৬ ॥ উত্তমোত্তমেতি ধনলোভাচ্চা-ণ্ডালং সম্বোধয়তি বিষ্ণুসম্বোধনম্বা ॥ ৫৭ ॥ আদাস্যামীতিচ্ছেদঃ ॥ ৫৮—৬২ ॥ পার্ব্বতীয়ঃ স্বদেশং গতঃ ॥ ৬৩ ॥ ধিক্কৃতস্তিরস্কৃতঃ ॥ ৬৪ । ৬৫ ॥ থূৎ-কুর্ব্বন্তঃ থুৎশব্দপূর্ব্বকং শ্লেষ্মাণং ত্যজন্ত ইত্যর্থঃ অস্মিন্পদেহক্ষরাধিক্যমার্ষং ॥ ৬৬ ॥ দিবান্ধঃ পেচকঃ লজ্জাকুঞ্চিতনতাস্যকঃ ব্রীড়াকরণাধোমুখঃ লজ্জয়া কুঞ্চিতানন ইতি ক্বচিৎ ॥ ৬৭ ॥ কীকটান্ গয়াপ্রদেশান্ ॥ ৬৮ ॥ সকাঞ্চনঃ

স্বর্ণবান্ ॥ ৬৯ ॥ অরণ্যানীং মহারণ্যং উল্লুণ্ঠ্য আচ্ছিদ্য ধনপাত্রমুমুচোতি যাবৎ ॥ ৭০—৭৬ ॥ তাম্রচূড়ত্বং কুক্কুটত্বং যদাহামরঃ কৃকবাকুস্তাম্রচূড়ঃ কুক্কুটশ্চরণায়ুধ ইতি ॥ ৭৭। ৭৮ ॥ চরণায়ুধাঃ স এব ॥ ৭৯—৮১ ॥ চরিষ্যন্তো চরিষ্যন্তি পর্য্যটিষ্যন্তীত্যর্থঃ জিতাহারানিত্যাদের্মানয়ামাস রথেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৮২ ॥ প্রহাসান্ প্রকৃষ্টো হাসো যেষাং তান্ প্রসন্নানিত্যর্থঃ শৃণ্বত ইতি ক্বচিৎ ॥ ৮৩—৮৫ ॥ প্রশ্যতামিতি শ্লোকদ্বয়ং বাক্যং হে বিষ্ণো তে চত্বারঃ কুক্কুটা ইত্যনুষজ্যতে বিমানমধিরুহ্য সুচিরং কালং মৎপদং প্রাপ্য [illegible]গান্নির্বিশ্য ভুক্ত্বাত্র কাশ্যাং কৈলাসে বা জ্ঞানিনো ভূত্বা তেনৈব শরীরেণেতিশেষঃ শাশ্বতীং মুক্তিং প্রাপ্স্যন্তীত্যন্বয়ঃ ননু কাশীমৃতানাং কথং বিমানমধিরুহ্য কৈলাসে গমনং ভোগো বা তত্রাহ মদনুগ্রহাদিতি অন্তকালে কাশীস্মরণাজ্জাতো যোমদনুগ্রহঃ এতে ভুক্তিমুক্তী ময়া প্রাপণীয়া ইতি যামমেচ্ছা তস্মাদিত্যর্থঃ ইদমত্রতত্ত্বং অন্তকালে হি তস্য স্মৃতিত্রয়মুদ্ভূতং তত্র নষ্টশ্চাপি প্রতিগ্রহ ইত্যনেন ভোগস্মৃতিঃ কুটুম্বস্মৃতির্বারাণসীস্মৃতিশ্চেতি তত্র মরণে যা মতিঃ সা গতিরিতিন্যায়েন বারাণস্যাঃ স্মৃতিসামর্থ্যেন রুদ্রপিশাচভোগমপ্রাপ্যৈব মণিকর্ণিকায়াং চণ্ডালপ্রতিগ্রহস্যাত্যন্তনিষিদ্ধত্বাত্তৎপাপলেশেন কুটুম্বস্মরণেন কুক্কুটা অভবন্ তত্র কুক্কুটশরীরে দিব্যভোগস্যাসম্ভবাদন্তকালে কাশীস্মরণেনৈশ্বরানুগ্রহাৎ কুক্কুটশরীরাণি বিহায় বিমানেন কৈলাসমারুহ্য দিব্যান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা ততস্তৈরেব দিব্যদেহৈর্জ্ঞানিনো ভূত্বা বিদেহকৈবল্যং প্রাপ্তা ইতি অতএব শ্রূয়তে কাশ্যামবশ্যং ত্যজতাং শরীরং শরীরিণাং নাস্তি পুনঃ শরীরং যদ্যস্তি কণ্ঠে গরলং ললাটে ত্রিলোচনং চন্দ্রকলা চ মৌলাবিতি যত্তু কাশীমৃতানাং জন্মাদ্যভাববচনং তত্তু যোনিদ্বারেতি সর্ব্বং সমঞ্জসং অন্যথেশ্বরেচ্ছয়া যাতনাদেহাদেরপ্যভাবপ্রসঙ্গাদিতি যদ্বা পাঠক্রমমুল্লঙ্ঘ্যার্থক্রমমঙ্গীকৃত্য ব্যাখ্যেয়ং কুক্কুটান্ সাধুবর্ত্মন ইত্যস্যানন্তরং পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং বিষ্ণো তে মদনুগ্রহাৎ বিমানমধিরুহ্যাশু কৈলাসং প্রাপ্য মৎপদং নির্ব্বিশ্য সুচিরং কালং দিব্যান্ ভোগানমুত্তমান্ ততঃ প্রাক্তনাদ্বাসনাযোগাৎ সম্প্রধার্য্য পরস্পরং ক্রমেণাহারমাকুঞ্চ্য প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি চাত্র তে ততোঽত্র জ্ঞানিনো ভূত্বা মুক্তিং প্রাপ্স্যন্তি শাশ্বতীমিতি ব্যুৎক্রমেণ ব্যাখ্যেয়ং পাঠক্রমাদর্থক্রমো বলীয়ানিতিন্যায়াৎ তথাহি অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতীতি

বেদে পঠ্যন্তে তত্র যথা যবাগূং পচতি অগ্নিহোত্রং জুহোতি ইতি, অর্থক্রমো-হঙ্গীক্রিয়তে তথেতি ॥ ৮৬—৮৯ ॥ তুমুলো নাদ ইতি লিঙ্গরূপিণো বিশ্বেশস্য ভুবং বিদার্য্যোদ্ভূতো ঘণ্টানামিব নাদো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৯০—৯২ ॥ মোক্ষ-লক্ষ্মীবিলাসঃ মোক্ষলক্ষ্ম্যাবিলাসঃ উল্লাসঃ স্ফূর্ত্তির্যস্মাৎ সপদার্থস্তথা ॥ ৯৩।৯৪॥ রঙ্গমণ্ডপং শৃঙ্গারমণ্ডপং ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নবাধিকে নবত্যাখ্যেঽধ্যায়ে তাবন্নিরুচ্যতে শ্রীবিশ্বেশ্বরলিঙ্গস্য মহিমা পরমাদ্ভুতঃ ॥১॥ বিশ্বেশস্য চরিতং বক্তুং প্রস্তাবয়তি শৃণ্বিতি ॥ ১ ॥ সেনানীঃ হে কার্ত্তিকেয় ॥ ২। ৩ ॥ প্রাগিতি পূর্ব্বমুখ উপবিশ্যেশঃ ব্রহ্মণে বিষ্ণবে চ পাণিমুৎক্ষিপ্য লিঙ্গং দর্শয়ামাসেতি চতুর্থেনান্বয়ঃ অধিষ্ঠিত আশ্রিতঃ ॥ ৪ ॥ জোষং তূষ্ণীং প্রীতিস্বা ॥ ৫ ॥ আবসন্ তিষ্ঠন্ মানভূরিভিঃ মানানাং ভূরি-প্রাচুর্য্যং যেষু তে তথা তৈঃ ॥ ৬। ৭ ॥ এতে পাশুপতা ইত্যাদীনাং সদৈব মে মহাগীতা ইতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ ॥ ৮ ॥ পঞ্চার্থজ্ঞাননির্ম্মলাঃ পঞ্চানামকারো-কারনাদবিন্দুরূপাণাং অর্থজ্ঞানেন নির্ম্মলাঃ চত্বারো বেদা ইতিহাস পুরাণ-ঞ্চেতি পঞ্চপঞ্চাক্ষরীবিদ্যা বর্ণানাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরসদাশিবাখ্যানস্বার্থজ্ঞানা-ন্নির্ম্মলা ইতি বা ভস্মকূটশয়া ইতি ভস্মসমূহেশেরত ইতি তথাচ শ্রুতিঃ ভস্ম-চ্ছন্নো ভস্মশয্যাশয়ানো রুদ্রাধ্যায়ী মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈরিতি ॥ ৯ ॥ আগ্নেয়ং অগ্নিহোত্রজং ভস্ম ॥ ১০। ১১ ॥ নিষ্প্রপঞ্চাঃ দেহাদ্যভিমানশূন্যাঃ নির্ভগাঃ ত্যক্তৈশ্বর্য্যাঃ নির্দ্দন্তা ইতি ক্বচিৎ ॥ ১২—১৭ ॥ হে দেবতাঃ ॥ ১৮। ১৯ ॥ ইয়মেতৎস্থাধেয়া ॥ ২০—২৫ ॥ স্বয়ম্ভুবঃ স্বেচ্ছয়াপ্রস্থিতেঃ অস্য এতৎ স্থানাশ্রিতস্য ॥ ২৬—৩০ ॥ সুগন্ধেতি সুগন্ধচন্দনরসৈর্ভক্তিতো লিঙ্গমালিপ্যয ইহ বর্ত্ততে স সুরস্ত্রীভিঃ সুগন্ধৈর্যক্ষকর্দ্দমৈঃ কর্পূরাগরুকস্তূরীকঙ্কোলৈর্লিপ্যত

ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ সামোদ ধূপদানৈঃ সুগন্ধধূপপ্রদানৈঃ ॥ ৩২ । ৩৩ ॥ সিক্থে সিক্থে কণে কণে ॥ ৩৪ । ৩৫ ॥ উল্লোচম্বিতানং ॥ ৩৬—৩৮ ॥ ব্যধাৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৩৯ । ৪০ ॥ মধ্যে জন্মজন্মনো মধ্যে ॥ ৪১ ॥ বিপদ্যতে নশ্যতি ॥ ৪২—৪৬ ॥ স্মৃত্বা প্রাপ্তা ॥ ৪৭ । ৪৮ ॥ জনেতি তপঃ সত্যয়োরুপলক্ষণং ॥ ৪৯ ॥ অন্যতঃ অন্যত্র অন্যদিতি বা ॥ ৫০—৫২ ॥ স্থানাদমুষ্মাদিতি অমুষ্মাৎ স্থানাৎ যন্মমরাজসৌধং রাজগৃহং যথাচোক্তং মোক্ষস্বর্দ্বারয়োর্মধ্যে বুধা রাজগৃহং বিদুরিতি তস্মাৎ প্রসাদাৎ মনাগীশসমাশ্রিতায়াং প্রাচ্যামিতি পূর্ব্বো[illegible]যাদিশোরন্তরাল ইত্যর্থঃ তস্যান্দিশি যাস্থলীসেয়ং মণিকর্ণিকাখ্যৈঃ সেবিতা তে মম হৃচ্ছয়া ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ কিমাকারপরিমাণকেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং বেদিকারূপকেণ নিরূপয়িতুমাহ সব্য ইতি ক্রমেণেতি শতত্রয়ী সব্যে বামপার্শ্বে হরিশ্চন্দ্রেশ্বরপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ তথাপসব্যে দক্ষিণপার্শ্বে শতদ্বয়ং গঙ্গাকেশবপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ গঙ্গায়াং পঞ্চশতং হস্তা তাবৎপর্য্যন্তং মণিকর্ণিকেত্যর্থঃ তদুক্তমত্রৈব আমধ্যাদ্দেবসরিত আহরিশ্চন্দ্রমণ্ডপাৎ আগঙ্গাকেশবাচ্চৈব স্বর্দ্বারান্ মণিকর্ণিকেতি এবং উদীচ্যবাচ্যোরিতি চতুষ্কোণোপলক্ষণং বনরাজিসৌধাদিতি ক্বচিৎ তত্র বনরাজো হনুমান্ পরকোশভূমিঃ পরমাত্মাধারস্থানং পরকেশভূমিরিতি পাঠে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রভূমিঃ পরলোকভূমিরিতি ক্বচিৎ হৃদান্তঃকরণেশেরত ইতি হৃচ্ছয়াঃ সদ্রূপা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ সুধাধাম সুধাধামধাম সুধামৃতং কৈবল্যং তস্য ধাম সুস্থানেষু দ্বারকাদিষু ধাম্নঃ স্বপ্রকাশস্য ধাম স্ফূর্ত্তির্যস্মাৎ তৎ যদ্বা সুধামধামশ্রেষ্ঠং স্থানমিত্যর্থঃ আসপ্তেতি অস্মিন্নিতি অঙ্গুল্যা নির্দ্দিশতি অয়মর্থঃ অস্মিন্ স্থানে যৎযল্লিঙ্গং তত্তদা সপ্তপাতালতলাৎ স্বয়ম্ভুসমুত্থিতমিতি মন্তব্যং ॥ ৫৫ ॥ ততো হেতুবাদৈরেতদধিকরণকলিঙ্গং কৃত্রিমং ভবিতুমর্হতি কেনচিৎ স্থাপিতত্বাৎ সপ্রতিপন্নবৎ ইত্যাদি কুতর্কৈঃ কৃত্রিমভাববুদ্ধ্যা যে ভজিষ্যন্তি তেষাং এষ এব পরো দণ্ড ইতি যথাশ্রুত ব্যাখ্যানে কৃত্রিমভাববুদ্ধ্যনুৎপত্তেঃ ন হি সপ্তপাতালাদুত্থিতস্য স্বয়ম্ভুবঃ কৃত্রিমভাবমনীষাসম্ভবতীতি ॥৫৬ । ৫৭॥ অধিবুদ্ধিভিঃ অধিকবুদ্ধিভিঃ বসেত্তান্ সতোঽধিশ্রিত্য বসেদিত্যর্থঃ বরয়েদিতি কচিৎ ॥ ৫৮ । ৫৯ ॥ বসুধন পদ্যতেঽনেনেতি পদং জ্ঞানং অতিমাত্রাখিলসৌখ্যসাধনং মাত্রাবিষয়ান্ অতিক্রান্তমিতিমাত্রং তচ্চ তদখিলসৌখ্যং সুখঞ্চ তস্য সাধনং অতিশয়সুখ-

সাধনমিতি বা ॥ ৬০। ৬১ ॥ কৃতচারুপূজঃ কৃতা চার্ব্বী পূজা যেন সঃ সপ্ত-ম্যন্তো বা পাঠঃ অখিললোককামা ইতি ক্বচিৎ তুম্বুরুঃ তুম্বুরুঃ ॥ ৬২—৭১ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দকৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

অথাধ্যায়ে শততমে সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদে অনুক্রমণিকা নাম সম্যগত্র নিরূ-প্যতে ॥ ১ ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ইদানীং প্রষ্টুকামোসি কিং তৎপৃচ্ছ বদামিত ইত্যুক্তং তত্র উক্তানুবাদপূর্ব্বকং তৃপ্তিমাবিষ্কুর্ব্বন্ অনুক্রমণিকাতন্ মাহাত্ম্যে পৃচ্ছতি ইদং স্কান্দমিতিদ্বয়েন ॥ ১—৩ ॥ খণ্ডজং কাশীখণ্ডজং মহাফলমিতি পাঠে অপ্যর্থে চকারঃ ॥ ৪ ॥ প্রথমাধ্যায়ার্থমাহ সত্যেতি দ্বিতীয়ো দ্বিতীয়া-ধ্যায়োক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তৃতীয়াধ্যায়ার্থমাহ অগস্তেরিতি চতুর্থাধ্যায়ার্থমাহ পতিব্রতেতি পঞ্চমাধ্যায়ার্থমাহ প্রস্থানমিতি কুম্ভসম্ভবঃ কুম্ভসম্ভবস্য ছান্দসো বিভক্তিব্যত্যয়ঃ কুম্ভসম্ভবো যস্তস্য প্রস্থানমিতি বা যদা কুম্ভসম্ভব ইতি পাঠঃ স্যাত্তদা কুম্ভাৎ সম্যক্ ভবতীতি কুম্ভসম্ভূঃ তস্য কৌম্ভসম্ভবমিতি ক্বচিৎ ॥ ৬ ॥ ষষ্ঠাধ্যায়ার্থমাহ তীর্থেতি সপ্তমাধ্যায়ার্থমাহ সপ্তেতি অষ্টমাধ্যায়ার্থমাহ সং-যমিন্যা ইতি নবমাধ্যায়ার্থমাহ ব্রধ্নেতি ॥ ৭ ॥ দশমাধ্যায়ার্থমাহ ইন্দ্রাগ্ন্যো-রিতি একাদশাধ্যায়ার্থমাহাগ্নেরিতি দ্বাদশাধ্যায়ার্থমাহ তস্মাদিতি তস্মাত্তদন-ন্তরমিত্যর্থঃ ক্রব্যং মাংসং অত্তীতি ক্রব্যাৎ নির্ঋতিঃ স চ বরুণশ্চ তয়োঃ সম্ভব ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ত্রয়োদশাধ্যায়ার্থমাহ গন্ধবতীতি গন্ধবতীবায়োঃ পুরী ঈশয়োর্বায়ুকুবেরয়োঃ চতুর্দ্দশাধ্যায়ার্থমাহ চন্দ্রলোকেতি ॥ ৯ ॥ পঞ্চদশাধ্যা-য়ার্থমাহ উডুলোকেতি তস্মাত্তদনন্তরং উডুলোককথেত্যন্বয়ঃ ষোড়শাধ্যায়ার্থ-মাহ ততঃ শুক্রেতি সপ্তদশাধ্যায়ার্থমাহ মাহেয়েতি মহ্যাঃ পুত্রো মঙ্গলঃ গুরু-র্বৃহস্পতিঃ সৌরিঃ শনিঃ তেষামিতি ॥ ১০ ॥ অষ্টাদশাধ্যায়ার্থমাহ সপ্তর্ষীণা-মিতি অবান্তরভেদাল্লোকা ইতি বহুবচনং লোক ইত্যেব বা পাঠঃ একোন-ত্রিংশত্যধ্যায়ার্থমাহ ধ্রুবস্যেতি বিংশত্যধ্যায়ার্থমাহ তত ইতি ধ্রুবো নিশ্চিতঃ

কূটস্থ ইতি যাবৎ. পদ্যতে জ্ঞায়তে মুমুক্ষুভিরিতিপদঃ ধ্রুবশ্চাসৌ পদশ্চেতি ধ্রুবপদো বিষ্ণুস্তস্য প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ একত্রিংশত্যধ্যায়ার্থমাহ ধ্রুবলোকেতি স্থিতিঃ প্রাপ্তিঃ ॥ ১১ ॥ দ্বাবিংশত্যধ্যার্থমাহ দর্শনমিতি ত্রয়োবিংশত্যধ্যায়ার্থমাহ চতুর্ভুজেতি চতুর্বিংশত্যধ্যায়ার্থমাহ নির্ব্বাণমিতি ॥ ১২ ॥ পঞ্চবিংশত্যধ্যায়ার্থমাহ স্কন্দাগস্ত্যোরিতি ষড়্বিংশত্যধ্যায়ার্থমাহ মণিকর্ণ্যা ইতি সপ্তবিংশত্যধ্যায়ার্থমাহ ততস্থিতি ॥ ১৩ ॥ অষ্টাবিংশত্যধ্যায়ার্থমাহ প্রভাবশ্চেতি একোনত্রিংশদধ্যায়ার্থমাহ গঙ্গানামেতি ত্রিংশদধ্যায়ার্থমাহ বারাণস্যা একত্রিংশদধ্যায়ার্থমাহ ভৈরবেতি ॥ ১৪ ॥ দ্বাত্রিংশদধ্যায়ার্থমাহ দণ্ডপাণেরিতি ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায়ার্থমাহ জ্ঞানবাপীতি চতুস্ত্রিংশদধ্যায়ার্থমাহ আখ্যানঞ্চেতি পঞ্চত্রিংশদধ্যায়ার্থমাহ সদাচার ইতি ॥ ১৫ ॥ ষট্ত্রিংশদধ্যায়ার্থমাহ ব্রহ্মচারীতি শপ্তত্রিংশদধ্যায়ার্থমাহ ততঃ স্ত্রীতি অষ্টত্রিংশদধ্যায়ার্থমাহ কৃত্যাকৃত্যেতি একোনচত্বারিংশদধ্যায়ার্থমাহ অবিমুক্তেশেতি ॥ ১৬ ॥ চত্বারিংশদধ্যায়ার্থমাহ ততো গৃহস্থেতি একচত্বারিংশদধ্যায়ার্থমাহ ততো যোগেতি দ্বিচত্বারিংশদধ্যায়ার্থমাহ কালজ্ঞানমিতি ত্রিচত্বারিংশদধ্যায়ার্থমাহ দিবোদাসস্যেতি ॥ ১৭ ॥ চতুশ্চত্বারিংশদধ্যায়ার্থমাহ কাশ্যাশ্চেতি তস্মাত্তদনন্তরং পঞ্চচত্বারিংশাধ্যায়ার্থমাহ যোগিনীতি ষট্চত্বারিংশদধ্যায়ার্থমাহ লোলার্কস্যেতি সপ্তচত্বারিংশদধ্যায়ার্থমাহ উত্তরার্কেতি ॥ ১৮ ॥ অষ্টচত্বারিংশদধ্যায়ার্থমাহ শাম্বাদিত্যস্যেতি একোনপঞ্চাশদধ্যায়ার্থমাহ দ্রুপদেতি উপলক্ষণমেতন্ময়ূখাদিত্যস্য পঞ্চাশদধ্যায়ার্থমাহ ততস্ত গরুড়েতি একপঞ্চাশদধ্যায়ার্থমাহ অরুণার্কাদয় ইতি আদিশব্দেন বৃদ্ধকেশববিমলগঙ্গাদিত্যানাং গ্রহণং ॥ ১৯ ॥ দ্বিপঞ্চাশদধ্যায়ার্থমাহ দশাশ্বমেধিকমিতি ত্রিপঞ্চাশদধ্যায়ার্থমাহ মন্দরাচ্চেতি চতুঃপঞ্চাশদধ্যায়ার্থমাহ পিশাচেতি পঞ্চপঞ্চাশদধ্যায়ার্থমাহ গণেশেতি ॥ ২০ ॥ ষট্পঞ্চাশদধ্যায়ার্থমাহ মায়েতি সপ্তপঞ্চাশদধ্যায়ার্থমাহ ঢুণ্টীতি অষ্টপঞ্চাশদধ্যায়ার্থমাহ বিষ্ণুমায়েতি বিসর্জ্জনং কৈলাসপ্রস্থানং ॥ ২১ ॥ একোনষষ্ট্যধ্যায়ার্থমাহ ততঃ পঞ্চনদেতি ষষ্ট্যধ্যায়ার্থমাহ বিন্দুমাধবেতি একষষ্ট্যধ্যায়ার্থমাহ ততো বৈষ্ণবেতি ॥ ২২ ॥ দ্বিষষ্ট্যধ্যায়ার্থমাহ প্রয়াণামিতি ত্রিষষ্ট্যধ্যায়ার্থমাহ জৈগীষব্যেতি ॥ ২৩ ॥ চতুঃষষ্ট্যধ্যায়ার্থমাহ ততঃ ক্ষেত্রেতি পঞ্চষষ্ট্যধ্যায়ার্থমাহ অথাত ইতি অথশব্দোত্র লিঙ্গপ্রাদুর্ভাবে মঙ্গলার্থঃ ॥ ২৪ ॥ ষট্ষষ্ট্যধ্যা-

য়ার্থমাহ ততঃ শৈলেশ্বরেতি সপ্তষষ্ট্যধ্যায়ার্থমাহ রত্নেশস্যেতি অষ্টষষ্ট্যধ্যায়ার্থমাহ কৃত্তিবাস ইতি একোনসপ্তত্যধ্যায়ার্থমাহ ততশ্চায়তনেতি ॥ ২৫ ॥ সপ্তত্যধ্যায়ার্থমাহ দেবতানামিতি একসপ্তত্যধ্যায়ার্থমাহ দুর্গাসুরেতি দ্বিসপ্তত্যধ্যায়ার্থমাহ দুর্গায়া ইতি ত্রিসপ্তত্যধ্যায়ার্থমাহ তত উঙ্কারেতি ॥ ২৬ ॥ চতুঃসপ্তত্যধ্যায়ার্থমাহ পুনরোঙ্কারেতি পঞ্চসপ্তত্যধ্যায়ার্থমাহ ত্রিলোচনেতি ষট্সপ্তত্যধ্যায়ার্থমাহ ত্রিলোচনপ্রাদুর্ভাব ইতি সপ্তসপ্তত্যধ্যায়ার্থমাহ কেদারেতি ॥ ২৭ ॥ অষ্টসপ্তত্যধ্যায়ার্থমাহ ততো ধর্মেশেতি একোনাশীত্যধ্যায়ার্থমাহ ততঃ পক্ষীতি অশীত্যধ্যায়ার্থমাহ ততো বিশ্বভুজেতি একাশীত্যধ্যায়ার্থমাহ দুর্দ্দমস্যেতি ॥ ২৮ ॥ দ্ব্যশীত্যধ্যায়ার্থমাহ ততো বীরেতি ত্র্যশীত্যধ্যায়ার্থমাহ বীরেশেতি চতুরশীত্যধ্যায়ার্থমাহ গঙ্গেতি পঞ্চাশীত্যধ্যায়ার্থমাহ কামেশেতি ॥ ২৯ ॥ ষড়শীত্যধ্যায়ার্থমাহ বিশ্বকর্ম্মেতি সপ্তাশীত্যধ্যায়ার্থমাহ দক্ষযজ্ঞেতি অষ্টাশীত্যধ্যায়ার্থমাহ সত্যা ইতি নবাশীত্যধ্যায়ার্থমাহ ততো দক্ষেতি ॥৩০॥ নবত্যধ্যায়ার্থমাহ ততো বৈ ইতি একনবত্যধ্যায়ার্থমাহ গঙ্গেতি দ্বিনবত্যধ্যায়ার্থমাহ নর্ম্মদেতি ॥ ৩১ ॥ ত্রিনবত্যধ্যায়ার্থমাহ সতীশ্বরেতি চতুর্নবত্যধ্যায়ার্থমাহ অমৃতেতি পঞ্চনবত্যধ্যায়ার্থমাহ ব্যাসস্যেতি ষণ্ণবত্যধ্যায়ার্থমাহ ব্যাসশাপেতি ॥ ৩২ ॥ সপ্তনবত্যধ্যায়ার্থমাহ ক্ষেত্রেতি অষ্টনবত্যধ্যায়ার্থমাহ মুক্তিমণ্ডপেতি নবনবত্যধ্যায়ার্থমাহ বিশ্বেশেতি শততমাধ্যায়ার্থমাহ ততো যাত্রেতি ॥ ৩৩—৩৬ ॥ স চৈলমিতি শ্লোকোক্তমেকং ॥ ৩৭ ॥ আদিত্যমিত্যক্ষরচতুষ্টয়াধিকার্দ্ধোক্তং দ্বিতীয়ং ততো গচ্ছেদিতি সার্দ্ধপাদোক্তং তৃতীয়ং ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানবাপীমিতি শ্লোকোক্তং চতুর্থং ॥ ৩৯ ॥ তত ইতি পাদোক্তং পঞ্চমমিত্যেবা পঞ্চতীর্থীকেতি পূর্ব্বোক্তরূপা বা ॥ ৪০ । ৪১ ॥ ভূতাবধিচতুর্দ্দশীপর্য্যন্তং ॥ ৪২—১৩৪ ॥

সচ্চিদানন্দসন্দোহপরিপূর্ণৈকভানবে ভক্তেচ্ছোপাত্তদেহায় কৃষ্ণায় হরয়ে নমঃ ॥ ১ ॥ বেদান্তে সত্যবত্যাত্মজ ইব সুনয়ে ভার্গবো বাথ জীবো ন্যায়েকাণাদবর্ম্ন্যথচ গুরুগিরাঙ্গৌতমো বাক্ষপাদঃ সাংখ্যেযো দেবহূত্যাত্মজ ইব হি তথা বাল্মকির্যোগশাস্ত্রে প্রাক্কাণ্ডে ভদ্রতুল্যঃ সজয়তি পরমঃ শ্রীসুরেন্দ্রো গুরুর্নঃ ॥ ২ ॥ বেদান্তেথ পুরাণভারতবিধৌ শ্রীসত্যবত্যাত্মজঃ সাংখ্যে শ্রীকপিলঃ কণাদ ইহ যো বৈশেষিকে গৌতমঃ ন্যায়ে যোগনয়ে পতঞ্জলিরথো

চন্দ্রপ্রভাবল্লভো ভট্টাচার্য্যচতুর্ভুজো বিজয়তে প্রকাণ্ডকৌমারিলঃ ॥ ৩ ॥ সকোশা চ বিকোশা চ দ্বে টীকে লিখিতে ময়া যত্র যস্যাভিলাষঃ স্যাৎ সা তেন পরিগৃহ্যতাং ॥ ৪ ॥ আসীৎ কশ্যপবংশভূষণমণির্মান্যো মুকুন্দপ্রিয়ো বিপ্রো দার গদাধরস্য তনয়ঃ শুক্লাম্বরঃ সন্মতিঃ গন্ধর্বীজঠরে ততঃ সমভবচ্ছ্রীরামনামাসুতস্তেনেয়ং বিহিতা হিতায় বিদুষাং টীকা বুধৈর্বীক্ষ্যতাম্ ॥৫॥ কাশ্যাং শ্রীপুরুষোত্তমেন বিদুষাভট্টেন শুদ্ধাত্মনা তন্ত্রাধ্যাত্মপুরাণভারতবিদোপাস্যোপকংসারিণা রামানন্দমুনীন্দ্রবর্য্যকৃতয়া গূঢ়ার্থয়া টীকয়া সম্যক্ সঙ্কলিতং হিতায় বিদুষা শ্রীকাশিখণ্ডং মহৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য
শ্রীরামেন্দ্রবনশিরোমণিচৈতন্যবনপরমপরায়ণ
রামানন্দেন কৃতায়াং কাশীখণ্ডটীকায়াং
শততমোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তঃ।

কলিকাতা-টালীগঞ্জ কাশীখণ্ড যন্ত্রে শ্রীরামকুমার দাসেন মুদ্রিতং।
সন ১২৮৮ সাল।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু সূত মহাবুদ্ধে যথা স্কন্দেন ভাষিতম্।
ভবিষ্যং মম তস্যাগ্রে কুম্ভযোনের্মহামতেঃ ॥ ১।

স্কন্দ উবাচ।

নিশাময় মহাভাগ ত্বং মৈত্রাবরুণে মুনে।
পারাশর্য্যো মুনিবরো যথা মোহমুপৈষ্যতি ॥ ২।
ব্যস্য বেদান্ মহাবুদ্ধির্নানাশাখাপ্রভেদতঃ।
অষ্টাদশপুরাণানি সূতাদীন্ পরিপাঠ্য চ ॥ ৩।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং রহস্যং যস্ত্বচীকরৎ।
মহাভারতসংজ্ঞঞ্চ সর্ব্বলোকমনোহরম্ ॥ ৪।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, হে সুত! স্কন্দদেব মহামতি অগস্ত্য সমীপে মৎ-সম্বন্ধীয় যে ভবিষ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই এক্ষণে তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ মিত্রাবরুণনন্দন! পরাশরনন্দন ব্যাস যে রূপে মোহ প্রাপ্ত হইলেন, সেই ভবিষ্যৎ বিবরণ আমি কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর ॥ ২ ॥ হে অগস্ত্য! যিনি নানা শাখাভেদে বেদ সমস্তের বিভাগকর্ত্তা, যিনি শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি পুরাণাদির রচয়িতা, যিনি অষ্টাদশ পুরাণকর্ত্তা এবং তদ্বিষয়ে সুত প্রভৃতি ঋষিগণের উপদেষ্টা, যাহা শ্রবণ-মাত্র ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপও বিদূরিত হয়, সর্ব্বলোক-মনোহর, সর্ব্বপাপ-বিনাশন এবং সর্ব্বশান্তিকর সেই মহাভারত মহাগ্রন্থের যিনি প্রণেতা, কালত্রয়দর্শী

সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বশান্তিকরং পরম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা বিনশ্যতি ॥ ৫।
একদা স মুনিঃ শ্রীমান্ পর্য্যটন্ পৃথিবীতলে।
সম্প্রাপ্তো নৈমিষারণ্যং যত্র সন্তি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৬।
অষ্টাশীতিসহাস্রাণি শৌনকাদ্যাস্তপোধনাঃ।
ত্রিপুণ্ড্রমহাভালা লসদ্রুদ্রাক্ষমালিনঃ ॥ ৭।
বিভূতিধারিণো ভক্ত্যা রুদ্রস্থূক্তজপপ্রিয়ান্।
লিঙ্গারাধনসংসক্তান্ শিবনামকৃতাদরান্ ॥ ৮।
একএব হি বিশ্বেশো মুক্তিদো নান্য এব হি।
ইতি ব্রুবাণান্ সততং পরিনিশ্চিতমানসান্ ॥ ৯।
বিলোক্য স মুনির্ব্যাসস্তান্ সর্ব্বান্ গিরিশাত্মনঃ।
উৎক্ষিপ্য তর্জ্জনীমুচ্চৈঃ প্রোবাচেদং বচঃ পুনঃ ॥ ১০।
পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জালং সুনিশ্চিত্যাসকৃদ্বহু।
ইদমেকং পরিজ্ঞাতং সেব্যঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ১১।

মহা সৌভাগ্যনিদান সেই ব্যাসদেব একদা পৃথিবীতলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শৌনকাদি মহর্ষিগণ-প্রমুখ অষ্টাশিতি সহস্র রুদ্রভক্ত তপোধনগণ, শিবই একমাত্র মুক্তিদাতা ইত্যাকার জ্ঞানে তদগতচিত্ত হইয়া লিঙ্গারাধনে তৎপর রহিয়াছেন। তাঁহাদের ললাট-দেশে ত্রিপুণ্ড্রক, গলে রুদ্রাক্ষমালা, সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি-বিভূষিত এবং মুখ হইতে সর্ব্বদা রুদ্রশুক্ত মন্ত্র ও শিবনাম উচ্চারিত হইতেছে। পরাশরনন্দন ব্যাস নৈমিষারণ্যবাসী তপোধনগণকে সানন্দচিত্তে, সর্ব্বান্তঃকরণে ও ভক্তিভাবে এইরূপ শিবনাম করিতে দেখিয়া উত্তাল তর্জ্জনি সঞ্চালন ও বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে তাপসগণ! তোমরা কি জান না, যে কি বেদে, কি রামায়ণে, কি পুরাণে, কি মহাভারতে, নিখিলশাস্ত্রপ্রসঙ্গেই আদি, মধ্য ও অন্তে একমাত্র হরিনাম ও কেবল মাত্র হরিরই গুণানুকীর্ত্তিত হইয়াছে।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণেষু চ ভারতে।
আদিমধ্যাবসানেষু হরিরেকোঽত্র নাপরঃ॥ ১২।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ত্রিসত্যং ন মৃষা পুনঃ।
ন বেদাদপরং শাস্ত্রং ন দেবোঽচ্যুততঃ পরঃ॥ ১৩।
লক্ষ্মীশঃ সর্ব্বদো নান্যো লক্ষ্মীশোপ্যপবর্গদঃ।
এক এব হি লক্ষ্মীশস্ততো ধ্যেয়ো ন চাপরঃ॥ ১৪।
ভুক্তের্মুক্তেরিহান্যত্র নান্যো দাতা জনার্দ্দনাৎ।
তস্মাচ্চতুর্ভুজো নিত্যং সেবনীয়ঃ সুখেপ্সুভিঃ॥ ১৫।
বিহায় কেশবাদন্যং যে সেবন্তেঽল্পমেধসঃ।
সংসারচক্রে গহনে তে বিশন্তি পুনঃ পুনঃ॥ ১৬।
এক এব হি সর্ব্বেশো হৃষীকেশঃ পরাৎপরঃ।
তং সেবমানঃ সততং সেব্যস্ত্রিজগতাং ভবেৎ॥ ১৭।
একো ধর্ম্মপ্রদো বিষ্ণুস্ত্বেকো বহ্বর্থদো হরিঃ।
একঃ কামপ্রদশ্চক্রী ত্বেকো মোক্ষপ্রদোঽচ্যুতঃ॥ ১৮।

হরিই সেবনীয় এবং হরিই সমস্ত জগতের ঈশ্বর। তিনি হৃষিকেশ, তিনি পরাৎপর, তিনি অচ্যুত, তিনি সর্ব্বদ, তিনি লক্ষ্মীকান্ত, তিনি সর্ব্বগ, তিনি কমলাপতি, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি চতুর্ভুজ, তিনি নিত্য এবং তিনি জনার্দ্দন। তিনিই আরাধ্য; স্বর্গসুখাভিলাষী জনগণের একমাত্র তিনি ভিন্ন অন্য কেহই অর্চ্চনীয় নহে। হে তাপসগণ! তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, যেমন বেদের তুল্য শাস্ত্র নাই, তদ্রূপ বিষ্ণুর সমানও দেবতা নাই। ভক্তি মুক্তি প্রদান করিতে তিনি ভিন্ন জীবের আর কেহই নাই। যাহারা কেশব ব্যতীত অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে, মন্দমতি সেই মানবগণ এই সংসার-গহনে চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে থাকে। অতএব চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ দ্বৈতবিহীন একমাত্র অচ্যুত হরিই পূজনীয়। তাঁহাকে সেবা করিতে পারিলে জগতের

শার্ঙ্গিণং যে পরিত্যজ্য দেবমন্যমুপাসতে।
তে সদ্ভিশ্চ বহিষ্কার্য্যা বেদহীনা যথা দ্বিজাঃ॥ ১৯।
শ্রুত্বেতি বাক্যং ব্যাসস্য নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
প্রবেপমানহৃদয়াঃ পরিপ্রোচুরিদং বচঃ॥ ২০।

ঋষয় উচুঃ।

পারাশর্য্য মুনে নান্যস্ত্বমস্মাকং মহামতে।
যতো বেদাস্ত্বয়াব্যস্তাঃ পুরাণান্যপি বেৎসি যৎ॥ ২১।
যতশ্চ কর্ত্তা ত্বমসি মহতো ভারতস্য বৈ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বিনিশ্চয়কৃতো ধ্রুবম্॥ ২২।
তত্ত্বজ্ঞঃ কোপরশ্চাত্র ত্বতঃ সত্যবতীসুত।
ভবতা যৎ প্রতিজ্ঞাতং নিশ্চিত্যোৎক্ষিপ্য তর্জ্জনীম্॥২৩।
অস্মিন্মাণবকাস্তত্র পরিশ্রদ্দধতে ন হি।
প্রতিজ্ঞাতস্য বচসস্তব শ্রদ্ধা ভবেত্তদা॥ ২৪।

সেবনীয় হইতে পারা যায়। শার্ঙ্গপাণি ভগবান বিষ্ণুর পূজা না করিয়া অন্য দেবের উপাসনা করিলে বেদবর্জ্জিত দ্বিজের ন্যায় সাধু-সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়॥ ৩—১৯॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! নৈমিষারণ্যবাসী তাপসগণ ব্যাসের এই সকল বাক্যে ক্রোধযুক্ত হইয়া কহিলেন, হে মুনিবর! হে মহামতে পরাশর-নন্দন! তুমি আমাদের হইতে ভিন্ন নহ, তুমি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ বেদ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, অতএব হে চতুর্ব্বর্গ সাধনোপায়-চতুর! হে ব্যাসদেব! তুমি আমাদের সমীপে এই কাননে বিষ্ণুভক্তিরসাভিষিক্ত বাক্য দ্বারা যে মত প্রকাশ করিলে তাহা অরণ্যে রোদন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি এই মত প্রকাশে তোমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে যে স্থান পৃথিবীর অন্তর্গত অথচ পার্থিবাংশ বিরহিত, যথায় যুগধর্ম্ম আধিপত্য করিতে পারে না এবং যথায় স্বয়ং বিশ্বেশ্বর বিরাজমান,

যদানন্দবনে শম্ভোঃ প্রতিজানাস্যতং বচঃ ॥ ২৫ ।
গচ্ছ বারাণসীং ব্যাস যত্র বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্ ।
ন তত্র যুগধর্ম্মোঽস্তি ন চ লগ্না বসুন্ধরা ॥ ২৬ ।
ইতি শ্রুত্বা মুনির্ব্যাসঃ কিঞ্চিৎ কুপিতবদ্ধৃদি ।
জগাম তূর্ণং সহিতঃ স্বশিষ্যৈরযুতোন্মিতৈঃ ॥ ২৭ ।
প্রাপ্য বারাণসীং ব্যাসঃ স্নাত্বা পঞ্চনদে হ্রদে ।
শ্রীমন্মাধবমভ্যর্চ্চ্য যযৌ পাদোদকং ততঃ ॥ ২৮ ।
তত্র স্নানাদিকং কৃত্বা দৃষ্ট্বা চৈবাদিকেশবম্ ।
পঞ্চরাত্রং ততঃ কৃত্বা বৈষ্ণবৈরভিনন্দিতঃ ॥ ২৯ ।
অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ শঙ্খৈর্বাদ্যমানৈঃ প্রমোদিতঃ ।
জয় বিষ্ণো হৃষীকেশ গোবিন্দ মধুসূদন ॥ ৩০ ।
অচ্যুতানন্ত বৈকুণ্ঠমাধবোপেন্দ্রকেশব ।
ত্রিবিক্রম গদাপাণে শার্ঙ্গপাণে জনার্দ্দন ॥ ৩১ ।

আনন্দ-কানন সেই কাশীধামে গমন পূর্ব্বক সতেজে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৈষ্ণবাচার প্রচার করিতে আরম্ভ কর। এরূপ আচরণ করিলে তবে তুমি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইবে এবং তাহা হইলেই লোকে তোমার বাক্যে বিশ্বাস করিবে ॥ ২০—২৬ ॥

মুনিগণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব ক্রোধান্ধ-মানসে তৎক্ষণাৎ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে বারাণসী যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া পঞ্চনদ তীর্থে স্নান ও শ্রীমাধবেশ্বর লিঙ্গ অর্চ্চনাপূর্ব্বক পাদোদক তীর্থে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ তাঁহার আগমনে পাদোদক তীর্থবাসী বৈষ্ণবগণ পরম সন্তুষ্ট হইরা তাঁহার সম্মানার্থ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর মহামুনি ব্যাসদেব পাদোদক তীর্থে স্নান এবং আদিকেশবের পূজা সমাপনান্তে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

হে বিষ্ণো! হে হৃষিকেশ! হে গোবিন্দ! হে মধুসূদন! হে অচ্যুত!

শ্রীবৎসবক্ষঃ শ্রীকান্ত পীতাম্বর মুরান্তক।
কৈটভারে বলিধ্বংসিন্ কংসারে কেশিসূদন॥ ৩২।
নারায়ণাসুররিপো কৃষ্ণ শৌরে চতুর্ভুজ।
দেবকীহৃদয়ানন্দ যশোদানন্দবর্দ্ধন॥ ৩৩।
পুণ্ডরীকাক্ষ দৈত্যারে দামোদর বলপ্রিয়।
বলারাতিস্তুত হরে বাসুদেব বসুপ্রদ॥ ৩৪।
বিষ্বক্ চমূস্তার্ক্ষ্যরথ বনমালিন্নরোত্তম।
অধোক্ষজ ক্ষমাধার পদ্মনাভ জলেশয়॥ ৩৫।
নৃসিংহ যজ্ঞবারাহ গোপগোপালবল্লভ।
গোপীপতে গুণাতীত গরুড়ধ্বজ গোত্রভৃৎ॥ ৩৬।
জয়চাণূরমথন জয় ত্রৈলোক্যরক্ষণ।
জয়ানাদ্য জয়ানন্দ জয় নীলোৎপলদ্যুতে॥ ৩৭।

হে অনন্ত! তোমাকে নমস্কার। হে বৈকুণ্ঠনাথ! হে কমলাপতে! হে উপেন্দ্র! হে কেশব! হে ত্রিবিক্রম! হে গদাধর! তোমাকে নমস্কার। হে শার্ঙ্গপাণে! হে জনার্দ্দন! হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন! হে শ্রীকান্ত! হে পীতাম্বর! হে মুরারে! তোমাকে নমস্কার। হে কৈটভারে! হে বলি-ধ্বংশিন্! হে কংশারে! হে কেশীনিসূদন! হে নারায়ন! হে অসুর-নাশন! তোমাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! হে সৌরে! হে চতুর্ভুজ! হে দৈবকিনন্দন! হে যশোদানন্দ-বর্দ্ধন! তোমাকে নমস্কার। হে পুণ্ডরী-কাক্ষ! হে দৈত্যদলন! হে দামোদর! হে বলপ্রিয়! হে দেবরাজ-বন্দিত! হে হরে! তোমাকে নমস্কার। হে বাসুদেব! হে বসুপ্রদ! হে বিশ্বক্‌শেন! হে তার্ক্ষবাহন! হে বনমালিন্! হে নরোত্তম! তোমাকে নমস্কার! হে অধোক্ষজ! হে ক্ষমাধার! হে পদ্মনাভ! হে ক্ষীরোদ-শায়িন্! হে নৃসিংহ! হে যজ্ঞবারাহ! তোমাকে নমস্কার। হে গোপ-গোপাল বল্লভ! হে গোপীপতে! হে গুণাতীত! হে গরুড়ধ্বজ!

কৌস্তুভোদ্ভূষিতোরস্ক পূতনাধাতুশোষণ।
রক্ষ রক্ষ জগদ্রক্ষামণে নরকহারক ॥ ৩৮।
সহস্রশীর্ষা পুরুষ পুরুহূতসুখপ্রদ।
যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং বৈ তত্রৈকঃ পুরুষো ভবান্‌ ॥ ৩৯।
ইত্যাদিনামমালাভিঃ সংস্তবন্‌ বনমালিনম্‌।
স্বচ্ছন্দলীলয়া গায়ন্‌ নৃত্যংশ্চ পরয়া মুদা ॥ ৪০।
ব্যাসো বিশ্বেশভবনং সমায়াতঃ স হৃষ্টবৎ।
জ্ঞানবাপী পুরোভাগে মহাভাগবতৈঃ সহ ॥ ৪১।
বিরাজমানসৎকণ্ঠস্থুলসীবরদামভিঃ।
স্বয়ং তালধরো জাতঃ স্বয়ং জাতঃ সুনর্ত্তকঃ ॥ ৪২।
বেণুবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ স্বয়ং শ্রুতিধরোঽভবৎ।
নৃত্যং পরিসমাপ্যেত্থং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ৪৩।

হে গো-সহস্রভৃৎ! তোমাকে নমস্কার। যে চানূরমথন! হে ত্রৈলোক্য-রক্ষণ! হে অনাদ্য! হে সচ্চীদানন্দ! হে নীলোৎপলনিভ! তোমাকে নমস্কার। হে কৌস্তুভবিভূষণ! হে পূতনা-জীবননাশন! হে নরকান্তক! হে ত্রৈলোক্য-রক্ষামনে! তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে সহস্রশীর্ষা-পুরুষ! হে বাসবানন্দদায়ক! তুমিই ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ৩১—৩৯ ॥

পরাশর নন্দন ব্যাস এইরূপে বহুবিধ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবান বনমালির স্তুতি এবং তাঁহার অসীম গুণগান কীর্ত্তন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নৃত্য করিতে করিতে সশিষ্য বৈষ্ণবগণ সহ জ্ঞানবাপীর পুরোভাগে বিশ্বেশ্বর ভবনে গমন করিলেন। গলদেশে তুলসীমালাধারী হরিপরায়ন ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া বেণুবাদন ও করতালি পুরঃসর নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরি প্রেমে তখন তিনি এতদূর বিমোহিত যে কখন কি করিতেছেন তাহার স্থির নাই। কখন নৃত্য করিতেছেন, কখন একমনে হরিগুণ গান করিতে

পুনরূর্দ্ধং ভুজং কৃত্বা দক্ষিণং শিষ্যমধ্যগঃ।
পুনঃ পপাঠ তানেব শ্লোকান্ গায়ন্নিবোচ্চকৈঃ॥ ৪৪।
পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জালং সুনিশ্চিত্যাসকৃদ্বহু।
ইদমেকং পরিজ্ঞাতং সেব্যঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ॥ ৪৫।
ইত্যাদিশ্লোকসঞ্জাতং স্বপ্রতিজ্ঞাপ্রবোধকম্।
যাবৎ পঠতি স ব্যাসঃ সব্যমুৎক্ষিপ্য বৈ ভুজম্॥ ৪৬।
তস্তম্ভ তাবত্তদ্বাহুং স শৈলাদিঃ স্বলীলয়া।
বাক্‌স্তম্ভশ্চাপি তস্যাসীন্ মুনের্ব্যাসস্য সন্মুনে॥ ৪৭।
ততো গুপ্তং সমাগম্য বিষ্ণুর্ব্যাসমভাষত।
অপরাদ্ধং মহচ্চাত্র ভবতা ব্যাসনিশ্চিতম্॥ ৪৮।
তবৈতদপরাধেন ভীতির্মেঽপি মহত্তরা।
একএব হি বিশ্বেশো দ্বিতীয়ো নাস্তি কশ্চন॥ ৪৯।
তৎ প্রসাদাদহং চক্রী লক্ষ্মীশস্তৎ প্রভাবতঃ।
ত্রৈলোক্যরক্ষাসামর্থ্যং দত্তং তেনৈব শম্ভুনা॥ ৫০।

ছেন, কখন বা করতালি দিতেছেন, কখন বা স্বয়ং সেই সকলের শ্রোতা হইতেছেন। এইরূপে নৃত্যাদি সমাপন করিয়া ব্যাসদেব শিষ্যগণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর সমীপে বনমালীর স্তব এবং পূর্ব্ববৎ বাক্ জাল বিস্তার করিয়া কহিলেন, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, হরিই একমাত্র সেবনীয় এবং হরিই সর্ব্বেশ্বর! ব্যাসদেব যেমন এই কয়েকটী কথা বলিলেন অমনি তাঁহার হস্ত স্তম্ভিত এবং বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল॥ ৪০—৪৭॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! তখন সর্ব্বান্তর্যামী হরি অলক্ষিত ভাবে আগমন করিয়া নিজভক্ত বেদব্যাসকে কহিলেন, হে ঋষিবর! তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহা স্মরণ মাত্রে আমার ভয় জন্মে। বিশ্বেশ্বরই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার সমান কেহই নাই। ৪৮॥৪৯॥ আমি

তদ্ভক্ত্যা পরমৈশ্বর্য্যং ময়া লব্ধং বরাত্ততঃ।
ইদানীং স্তুহি তং শম্ভুং যদি মে শুভমিচ্ছসি॥ ৫১।
অন্যদাপি ন বৈ কার্য্যা ভবতা শেমুষীদৃশী।
পারাশর্য্য ইতি শ্রুত্বা সংজ্ঞয়াংব্যাজহার হ॥ ৫২।
ভুজস্তম্ভঃ কৃতস্তেন নন্দিনা দৃষ্টিমাত্রতঃ।
বাক্‌স্তম্ভস্তদ্ভয়াজ্জাতঃ স্পৃশ মে কণ্ঠকদলীম্॥ ৫৩।
যথা স্তোতুং ভবানীশং প্রভবামি ভবান্তকম্।
সংস্পৃশ্য বিষ্ণুস্তৎ কণ্ঠং গুপ্তমেব জগাম হ॥ ৫৪।
ততঃ সত্যবতীসূনুস্তথাস্তম্ভিতদোর্ল্লতঃ।
প্রারব্ধবান্ মহেশানং পরিষ্টোতুমুদারধীঃ॥ ৫৫।

বিশ্বেশ্বর প্রসাদেই সুদর্শন চক্র ও চক্রী এই নাম লাভ করিয়াছি। বিশ্বেশ্বর প্রসাদেই কমলাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার ত্রিলোক রক্ষিনী শক্তিও বিশ্বেশ্বর হইতে প্রাপ্ত এবং তাঁহারই বরে আমি পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াছি। অতএব হে মুনিবর! এক্ষণে তোমার এই প্রলয়করী বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। যদি তুমি স্বীয় কল্যান আকাঙ্ক্ষা কর তাহা হইলে শম্ভুকে স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা কর, নতুবা নিস্তার নাই॥ ৪৮—৫১॥

পরাশর পুত্র ব্যাস বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণে চৈতন্য লাভ করিয়া কহিলেন, হে হৃষিকেশ! নন্দীর কোপদৃষ্টিতেই আমার বাহু নিস্পন্দ এবং তাহারই ভয়ে আমার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছে। এক্ষণে হে কমললোচন! তুমি কোমল হস্তে আমার কণ্ঠদেশ স্পর্শ কর, যেন তৎপ্রভাবে আমি বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ভব-ভয়-বারণ ভবানি-পতির স্তব করিতে সমর্থ হই। তখন বিষ্ণু ব্যাসদেবের প্রার্থনানুসারে তাঁহার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন॥ ৫২—৫৪॥ এবং উর্দ্ধবাহু উদারচেতা সত্যবতীনন্দন বিশ্বেশ্বরের প্রীত্যর্থ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৫৫॥

ব্যাস উবাচ।

একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ো যতস্তদ্বৈদ্ধৈ
বৈকং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ।
যদ্যপ্যন্যঃ কোঽপি বা কুত্রচিদ্বা
ব্যাচষ্টাং তদ্‌যস্য শক্তিঃ সমগ্রা ॥ ৫৬।
যঃ ক্ষীরাব্ধের্মন্দরাঘাতজাতো
জ্বালামালীকালকূটোঽতিভীমঃ।
তং সোঢ়ুম্বা কোঽপরোঽভূন্ মহেশাৎ
যৎ কীলাভিঃ কৃষ্ণতামাপ বিষ্ণুঃ ॥ ৫৭।
যদ্বাণোভূচ্ছ্রীপতির্যস্য যন্তা
লোকেশো যৎ স্যন্দনং ভূঃ সমস্তা।
বাহা বেদা যস্য যেনেষুপাতাদ্দগ্ধা
গ্রামাস্ত্রৈপুরাস্তৎ সমঃ কঃ ॥ ৫৮।

হে রুদ্র! তুমিই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তুমিই সকল পদার্থের সত্বা এবং সর্ব্বত্র বিরাজ কর। দ্বৈতবাদীদের নানাত্ব কল্পনা অসার। হে মহেশ্বর! ক্ষীরাব্ধি মন্থন সময়ে মন্দরাঘাতে যে ভীষণ জ্বলন্ত কালকূট সমুত্থিত হয়, স্বয়ং বিষ্ণু যাহার প্রখরতায় বিবর্ণতা প্রাপ্ত হন, তুমি অনায়াসে তাহা সহ্য করিয়াছিলে, অতএব হে বিশ্বনিদান! তোমাকে নমস্কার॥ ৫৬। ৫৭॥ হে ত্রিপুরারে! তুমি স্বয়ং বিষ্ণুকে বান, ব্রহ্মাকে সারথী, ভূমণ্ডলকে রথ এবং বেদচতুষ্টয়কে রথাশ্ব করিয়া বাণ মোক্ষণে পুরী সহ ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিলে। হে সর্ব্বশক্তিমন্! তোমার সমান কে আছে, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে স্মরহর! যিনি অপূর্ব্ব কুসুমশরসন্ধানে সুরাসুর নরকেও জয় করিতে সক্ষম, ত্রিভুবনবিজয়ী সেই কামদেবকে তুমি দৃষ্টিমাত্র ভস্মসাৎ করিয়াছ, অতএব হে কন্দর্প-দর্প-নাশন! তোমার সহিত কাহারও

যং কন্দর্পো বীক্ষ্যমাণঃ সমানং
দেবৈরন্যৈর্ভস্মজাতঃ স্বয়ং হি।
পৌষ্পৈর্বাণৈঃ সর্ব্ববিশ্বৈকজেতা
কো বা স্তুত্যঃ কামজেতুস্ততোঽন্যঃ ॥ ৫৯।
যং বৈ বেদো বেদনো নৈব
বিষ্ণুর্নো বা বেধা নো মনো নৈব বাণী।
তং দেবেশং মাদৃশঃ কোঽল্পমেধা
যাথাত্ম্যাদ্বেবেত্ত্যহো বিশ্বনাথম্‌ ॥ ৬০।
যস্মিন্‌ সর্ব্বং যস্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বো
যো বৈ কর্ত্তা যোঽবিতা যোঽপহর্ত্তা।
নো যস্যাদির্যঃ সমস্তাদিরেকো
নো যস্যাং তোয়োন্তকৃত্তং নতোঽস্মি ॥ ৬১।
যস্যৈকাখ্যা বাজিমেধেন তুল্যা
যস্যা নত্যা চৈকয়াপ্যেন্দ্রলক্ষ্মীঃ।
যস্য স্তুত্যা লভ্যতে সত্যলোকো
যস্যার্চ্চাতো মোক্ষলক্ষ্মীরদূরা ॥ ৬২।

তুলনা হইতে পারে না, তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৮। ৫৯ ॥ হে বিশ্বনাথ! তুমি বেদের অগোচর, কি ব্রহ্মা কি বিষ্ণু কেহই তোমার স্বরূপ সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত নহেন। তুমি বাক্য মনের অতীত, অতএব হে দেবেশ! মৎসদৃশ দুরাশয় ও অল্পবুদ্ধি জনে তোমাকে কিরূপে জানিতে পারিবে ॥ ৬০ ॥ হে বিশ্বরূপ! তুমি সমস্ত জগতের আধার, তুমি সর্ব্বময়, তুমি স্রষ্টা, তুমি পাতা এবং তুমিই সংহার-কর্ত্তা। তোমার আদি নাই, তুমিই সকলের আদি। তুমি অনন্ত, তুমি সর্ব্বান্তকারী, অতএব হে প্রভো! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্‌! তোমার নাম স্মরণে অশ্বমেধের ফল হয়, তোমাকে একবার মাত্র নমস্কার করিলে, মহেন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারা যায়, তোমার স্তুতিই সত্যলোক প্রাপ্তির সাধন

নান্যং দেবং বেদ্মাহং শ্রীমহেশাৎ
নান্যং দেবং স্তৌমি শম্ভো ঋতেহম্।
নান্যং দেবং বা নমামি ত্রিনেত্রাৎ
সত্যং সত্যং সত্যমেতন্মৃষা ন॥ ৬৩।
ইত্থং যাবৎ স্তৌতি শম্ভুং
মহর্ষিস্তাবন্নন্দীশাস্তবাদ্দকৃপ্রসাদাৎ।
তদ্দোঃ স্তম্ভং ত্যক্তবাংশ্চ বভাষে
স্মায়ং স্মায়ং ব্রাহ্মণেভ্যো নমো বঃ॥ ৬৪।

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

ইদং স্তবং মহাপুণ্যং ব্যাস তে পরিকীর্ত্তিতম্।
যঃ পঠিষ্যতি মেধাবী তস্য তুষ্যতি শঙ্করঃ॥ ৬৫।
ব্যাসাষ্টকমিদং প্রাতঃ পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ।
দুঃস্বপ্নপাপশমনং শিবসান্নিধ্যকারকম্॥ ৬৬।

এবং তোমাকে যাহারা অর্চ্চনা করে মোক্ষলক্ষ্মী তাহাদের অদূরবর্ত্তিনী হয়। হে পরমাত্মন্! তোমাকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই সমস্ত দেবতাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তোমার স্তব করিলেই সমস্ত দেবতার স্তব করা হয় এবং তোমাকে নমস্কার করিলেই সকল দেবতাকে নমস্কার করা হয়, অতএব হে শঙ্কর! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও॥ ৬১—৬৩॥

বেদব্যাস এই রূপ স্তব দ্বারা বিশ্বেশ্বরকে সন্তোষ করিলে পর, নন্দী তাঁহাকে বাহু সঞ্চালন করিবার শক্তি প্রদান করিলেন এবং "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" এই বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে ব্যাস! তোমা কর্ত্তৃক বিরচিত মহাপুণ্যপ্রদ এই স্তব যিনি পাঠ করিবেন, সদাশিব সেই পুণ্যবানের প্রতি সদা প্রসন্ন থাকিবেন॥ ৬৪। ৬৫॥ শিব সাযুজ্যপ্রাপ্তি-সাধন, দুঃস্বপ্ন-নিবারণ এই ব্যাসাষ্টক প্রত্যহ প্রাতঃকালে পাঠ করা মানবগণের অত্যাবশ্যক। মাতৃহত্যার পাপ কি পিতৃহত্যার পাপ, গোহত্যার

মাতৃহা পিতৃহা বাপি গোঘ্নো বালঘ্ন এব বা।
সুরাপী স্বর্ণহৃদ্বাপি নিষ্পাপোঽস্যাঃ স্তুতের্জপাৎ ॥ ৬৭।

স্কন্দ উবাচ।

পারাশর্য্যস্তদারভ্য শম্ভুভক্তিপরোঽভবৎ।
লিঙ্গং ব্যাসেশ্বরং স্থাপ্য ঘণ্টাকর্ণহ্রদাগ্রতঃ ॥ ৬৮।
বিভূতিভূষণো নিত্যং নিত্যং রুদ্রাক্ষভূষণঃ।
রুদ্রসূক্তপরো নিত্যং নিত্যং লিঙ্গার্চ্চকোঽভবৎ ॥ ৬৯।
স কৃত্বা ক্ষেত্রসংন্যাসং ত্যজেন্নাদ্যাপি কাশিকাম্।
তত্ত্বং ক্ষেত্রস্য বিজ্ঞায় নির্ব্বাণপদদায়িনঃ ॥ ৭০।
ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ব্যাসেশ্বরং নরঃ।
যত্র কুত্র মৃতো বাপি বারাণস্যাং মৃতো ভবেৎ ॥ ৭১।
কাশ্যাং ব্যাসেশ্বরং লিঙ্গং পূজয়িত্বা নরোত্তমঃ।
ন জ্ঞানাদ্ভ্রশ্যতে ক্বাপি পাতকৈর্নাভিভূয়তে ॥ ৭২।

পাপ কি শিশুহত্যার পাপ, সুরাসেবন জনিত পাপ কি সুবর্ণ হরণের পাপ, এই স্তুতিপাঠে সর্ব্ববিধ পাপ বিধ্বংশিত হইয়া যায় ॥ ৬৬—৬৭ ॥

অনন্তর স্কন্দদেব অগস্তিকে সম্বোধন বাক্যে কহিলেন, হে মুনিবর! তদবধি পরাশর নন্দন ব্যাস শিবভক্তিপরায়ণ হইলেন এবং ঘণ্টাকর্ণ সমীপে ব্যাসেশ্বর নামে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৬৮ ॥ সেই সময় হইতে তিনি প্রত্যহ বিভূতি বিভূষণ, গলদেশে রুদ্রাক্ষ ধারণ এবং মুখে সর্ব্বদা রুদ্র-সূক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক লিঙ্গার্চ্চন-পরায়ণ হইলেন এবং বিশেষ রূপে ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ক্ষেত্র-সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক আজীবন নির্ব্বাণ-নিদান বারাণসী বাসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ॥ ৬৯ । ৭০ ॥ ঘণ্টাকর্ণ হ্রদে স্নানানন্তর ব্যাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে যে কোন স্থানে মৃত্যু হউক না কেন, মরণান্তে বারাণসী-মৃতের তুল্য ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কাশীতে যে মহাত্মা ব্যাসেশ্বর লিঙ্গের পূজা করেন তাঁহাকে কখন কোন্ প্রকার পাপে

ব্যাসেশ্বরস্য যে ভক্তা ন তেষাং কলিকালতঃ।
ন পাপতো ভয়ং কাপি ন চ ক্ষেত্রোপসর্গতঃ॥ ৭৩।
ব্যাসেশ্বরঃ প্রযত্নেন দ্রষ্টব্যঃ কাশিবাসিভিঃ।
ঘণ্টাকর্ণকৃতস্নানৈঃ ক্ষেত্রপাতকভীরুভিঃ॥ ৭৪।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ব্যাসভুজস্তম্ভো নাম
পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অভিভূত হইতে হয় না॥ ৭১। ৭২॥ যাঁহারা ব্যাসেশ্বর লিঙ্গের ভক্ত, তাঁহাদের পাপ-পূর্ণ কলির এবং কোন রূপ উপসর্গের ভয় থাকে না। জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত পাপভয় নিবারণার্থ ক্ষেত্রবাসিগণের যত্ন সহকারে ব্যাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করা অত্যন্ত আবশ্যক॥ ৭৩। ৭৪॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ব্যাসভুজস্তম্ভ নাম
পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্কন্দ শম্ভুভক্তিপরো যদি।
যদি ক্ষেত্ররহস্যজ্ঞঃ ক্ষেত্রসংন্যাসকৃৎ যদি ॥ ১ ।
তথাদৃষ্টপ্রভাবশ্চেত্তথাচেদ্ জ্ঞানিনাম্বরঃ।
পুরীং বারাণসীং শ্রেষ্ঠাং কথং কিল শপিষ্যতি ॥ ২ ।

স্কন্দ উবাচ।

সত্যমেতত্ত্বয়াপৃষ্টং কথয়ামি মুনে শৃণু।
তস্য ব্যাসস্য চরিতং ভবিষ্যং ত্বয়ি পৃচ্ছতি ॥ ৩ ।
যদারভ্য মুনেস্তস্য নন্দী স্তম্ভিতবান্ ভুজম্।
তদারভ্য মহেশানং সংস্তৌতি পরমাদৃতঃ ॥ ৪ ।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

অগস্তি কহিলেন, হে ষড়ানন্! ক্ষেত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী, ক্ষেত্ররহস্যজ্ঞ এবং কাশী মাহাত্ম্যবিৎ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শম্ভু ভক্ত হইয়াও কি কারণে পুরী-শ্রেষ্ঠ বারাণসীকে অভিসম্পাৎ করিয়াছিলেন, তুমি তদ্বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ১ ॥ ২ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ,তাহা প্রকৃত ঘটনা, আমি এক্ষণে তোমার নিকট সেই ব্যাসের ভাবি চরিত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ হে অগস্ত্য! নন্দীর কোপে স্তম্ভিত হস্ত ও বাক্‌শক্তি বিরহিত হইয়া ব্যাসদেব ভক্তি সহকারে মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, কাশী নানা

কাশ্যাং তীর্থান্যনেকানি কাশ্যাং লিঙ্গান্যনেকশঃ।
তথাপি সেব্যো বিশ্বেশঃ স্নাতব্যা মণিকর্ণিকা॥ ৫।
লিঙ্গেষেকো হি বিশ্বেশস্তীর্থেষু মণিকর্ণিকা।
ইতি সংব্যাহরন্ ব্যাসস্তদ্দ্বয়ং বহুমন্যতে॥ ৬।
ত্যক্ত্বা স বহুবাগ্‌জালং প্রাতঃস্নাত্বা দিনে দিনে।
নির্ব্বাণমণ্ডপে বক্তি মহিমানং মহেশিতুঃ॥ ৭।
শিষ্যাণাং পুরতো নিত্যং ক্ষেত্রস্য মহিমা মহান্।
ব্যাখ্যায়তে মুদা তেন ব্যাসেন পরমর্ষিণা॥ ৮।
অত্র যৎ ক্রিয়তে ক্ষেত্রে শুভম্বাশুভমেব বা।
সংবর্ত্তেপি ন তস্যান্তস্তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥ ৯।
ক্ষেত্রসিদ্ধিং সমীহন্তে যে চাত্র কৃতিনো জনাঃ।
যাবজ্জীবং ন তৈস্ত্যাজ্যা সুধীভির্মণিকর্ণিকা॥ ১০।
চক্রপুষ্করিণীতীর্থে স্নাতব্যং প্রতিবাসরম্।
পুষ্পৈঃ পত্রৈঃ ফলৈস্তোয়ৈরর্চ্চ্যো বিশ্বেশ্বরঃ সদা॥ ১১।
স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মশ্চ ত্যক্তব্যো ন মনাগপি।
প্রত্যহং ক্ষেত্রমহিমা শ্রোতব্যঃ শ্রদ্ধয়াসকৃৎ॥ ১২।

তীর্থে ও অসংখ্য লিঙ্গে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ, একমাত্র বিশ্বেশ্বরের পূজা ও মণিকর্ণিকায় স্নান করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এইরূপ কৃত নিশ্চয় হইয়া বাগাড়ম্বর ও বৃথালাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃস্নানও স্নানান্তর মুক্তি-মণ্ডপে শিষ্যগণ সমীপে বারাণসী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন॥ ৪—৮॥ এই ক্ষেত্রের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অনন্তকাল স্থায়ী, অতএব এস্থলে সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥ ৯॥ যে সকল পুণ্যশীল মহাত্মা কাশীতে ক্ষেত্র সিদ্ধি কামনা করে, তাঁহারা যেন কদাপি মণিকর্ণিকা পরিত্যাগ না করেন॥ ১০॥ প্রতিবাসরে চক্র তীর্থে স্নান এবং ফল, পুষ্প, পত্র ও জল দ্বারা নিত্য নিত্য বিশ্বেশ্বরের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ১১॥ আশ্রম

যথাশক্তি চ দেয়ানি দানান্যত্র সুগুপ্তবৎ।
অন্নান্যপি চ দেয়ানি বিদ্বান্ পরিজিহীর্ষুণা॥ ১৩।
পরোপকরণঞ্চাত্র কর্ত্তব্যং সুধিয়া সদা।
পর্ব্বস্বপি বিশেষেণ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥ ১৪।
বিশেষপূজা কর্ত্তব্যা সুমহোৎসবপূর্ব্বকম্।
কার্য্যাস্তথাধিকা যাত্রাঃ সমর্চ্চ্যাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ॥ ১৫
অত্র মর্ম্ম ন বক্তব্যং সুধিয়া কস্যচিৎ ক্বচিৎ।
পরদার পরদ্রব্যপরাপকরণং ত্যজেৎ॥ ১৬।
পরাপবাদো নো বাচ্যঃ পরের্ষ্যাং ন চ কারয়েৎ।
অসত্যং নৈব বক্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ১৭।
অত্রত্যজন্তুরক্ষার্থং অসত্যমপি ভাষয়েৎ।
যেন কেন প্রকারেণ শুভেনাপ্যশুভেন বা॥ ১৮।

চতুষ্টয়ের মধ্যে যে যে আশ্রমাবলম্বী সে তদনুসারে ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক ক্ষেত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে॥ ১২॥ কাশীতে যাহারা যথাশক্তি ধন দান ও অন্নদান করিয়া অপরের নিকট কীর্ত্তন না করে, ক্ষেত্রবাসে তাহাদের কোন বিঘ্ন-বিপত্তি হয় না॥ ১৩॥ পরোপকার বিশেষতঃ প্রতি পর্ব্বাহে স্নান, দান, নিত্য নৈমিত্তিক পূজা এবং মহোৎসবে বার্ষিকী যাত্রা করিয়া ক্ষেত্র দেবতার পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ১৪॥ ১৫॥ পরমমর্ম্মভেদি বাক্যোচ্চারণ, পরদার, পরদ্রব্যাপহরণ, পরের অপকার সাধন, পরনিন্দা, ও পরদ্বেষ কাশীবাসি ধীর ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও মিথ্যা বাক্য কহিবে না॥ ১৬॥ ১৭॥ যদ্যপি নিষিদ্ধাচরণ ও মিথ্যাভিবাদন করিলে ক্ষেত্রবাসি কোন বিপন্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা হয়, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে মিথ্যাভিবাদন জনিত কোন প্রকার পাপস্পর্শ হয় না, কারণ কাশীস্থ একটী প্রাণীকে রক্ষা করিতে পারিলে ত্রিলোক রক্ষার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব

অত্রত্যঃ প্রাণিমাত্রোপি রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নতঃ।
একস্মিন্ রক্ষিতে জন্তাবত্র কাশ্যাং প্রযত্নতঃ।
ত্রৈলোক্যরক্ষণাৎ পুণ্যং যৎ স্যাত্তৎস্যান্নসংশয়ঃ॥ ১৯।
যে বসন্তি সদা কাশ্যাং ক্ষেত্রসংন্যাসকারিণঃ।
তএব রুদ্রা মন্তব্যা জীবন্মুক্তা ন সংশয়ঃ॥ ২০।
তে পূজ্যাস্তে নমস্কার্য্যাস্তে সন্তোষ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
তেষু বৈ পরিতুষ্টেষু তুষ্যেদ্বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্॥ ২১।
কাশ্যাং বসন্তি যে মর্ত্ত্যা দূরস্থৈরপি সন্নরৈঃ।
যোগক্ষেমো বিধাতব্যস্তেষাং বিশ্বেশিতুর্মুদে॥ ২২।
প্রসরন্তিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিবার্য্যোত্র নিবাসিভিঃ।
মনসোপি হি চাঞ্চল্যং ইহ বার্য্যং প্রযত্নতঃ॥ ২৩।
মরণং নাভিকাঙ্ক্ষেদ্ধি কাঙ্ক্ষ্যো মোক্ষোপি নো পুনঃ।
শরীরশোষণোপায়ঃ কর্ত্তব্যঃ সুধিয়াত্র হি॥ ২৪।

যাহারা এই কাশীকে আশ্রয় করিয়া স্থানান্তর গমনে বিমুখ তাহারা যদ্যপি কোন প্রকার বিপদে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সেই উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক॥ ১৮॥ ১৯॥ ক্ষেত্র সন্ন্যাসাবলম্বী যে সকল মহাত্মা কাশীতেবাস করেন তাঁহারা জীবন্মুক্ত এবং তাঁহারাই সাক্ষাৎ রুদ্র তুল্য হইয়া থাকেন॥ ২০॥ প্রযত্ন সহকারে সম্মান পূর্ব্বক কাশী বাসীর পূজা ও তাঁহাদিগকে সন্তোষ করা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ কাশীবাসিগণ সন্তুষ্ট হইলে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হন॥ ২১॥ অন্যত্র বাসি সাধুগণের ও ক্ষেত্র বাসিগণের যোগক্ষেম বিধান অর্থাৎ হিত চেষ্টা করা উচিত, কারণ ক্ষেত্রবাসিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের প্রীতি সাধন করা হয়॥ ২২॥ মনের বশীকরণে ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমনে যত্নবান থাকা ক্ষেত্র বাসি-গণের একান্ত আবশ্যক॥ ২৩॥ কাশীতে মোক্ষকামনা বা মৃত্যুকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র যোগানুষ্ঠান দ্বারা শরীর শোষণের চেষ্টা করা উচিত।

শরীরসৌষ্টবং কাম্যং ব্রতস্নানাদিসিদ্ধয়ে।
আয়ুর্বহ্বত্র বৈ চিন্ত্যং মহাফলসমৃদ্ধয়ে ॥ ২৫।
আত্মরক্ষাত্র কর্ত্তব্যা মহাশ্রেয়োভিবৃদ্ধয়ে।
অত্রাত্মত্যজনোপায়ং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ২৬।
একস্মিন্নপি যচ্চাহ্নি কাশ্যাং শ্রেয়োভি লভ্যতে।
ন তু বর্ষশতেনাপি তদন্যত্রাপ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৭।
অন্যত্র যোগাভ্যসনাদ্ যাবজ্জন্ম যদর্জ্জ্যতে।
বারাণস্যাং তদেকেন প্রাণায়ামেন লভ্যতে ॥ ২৮।
সর্ব্বতীর্থাবগাহাচ্চ যাবজ্জন্ম যদর্জ্জ্যতে।
তদানন্দবনে প্রাপ্যং মণিকর্ণ্যেকমজ্জনাৎ ॥ ২৯।
সর্ব্বলিঙ্গার্চ্চনাৎ পুণ্যং যাবজ্জন্ম যদর্জ্জ্যতে।
সকৃদ্বিশ্বেশমভ্যর্চ্চ্য শ্রদ্ধয়া তদবাপ্যতে ॥ ৩০।

২৪ ॥ ব্রত স্নানাদির সিদ্ধির নিমিত্ত কাশীবাসিগণ সর্ব্বদা স্বাস্থ্য রক্ষা করিবেন, মহাশ্রেয়ো বৃদ্ধির নিমিত্ত সতত আত্মরক্ষা করিবেন এবং কাশীতে মরিতে পারিলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইব এইরূপ বিবেচনায় আত্মার প্রতি কোন রূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ কাশীতে এক অহোরাত্র বিধি পূর্ব্বক প্রাগুক্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, অন্যত্র শত বর্ষ বাস করিলেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না ॥ ২৭ ॥ অন্যত্র যাবজ্জীবন যোগাভ্যাসে যে ফল লাভ হয়, বারাণসীতে একবার মাত্র প্রাণায়ামে সেই ফল লাভ হয় ॥ ২৮ ॥ অন্য অন্য তীর্থে গমন পূর্ব্বক সেই সেই স্থানের পুণ্য হ্রদে যাবজ্জীবন স্নান করিলে যে ফল হয়, আনন্দ-বন এই কাশীধামে মণিকর্ণিকায় একবার মাত্র স্নান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ যাবজ্জীবন সমস্ত লিঙ্গার্চ্চন করিলে যেরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, কাশীতে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক একবার বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে তাদৃশ ফল লাভ হয় ॥ ৩০ ॥

যজ্জন্মনাং সহস্রেণ নির্ম্মলং পুণ্যমর্জ্জিতম্।
তৎ পুণ্যপরিবর্ত্তেন ভবেদ্বিশ্বেশদর্শনম্॥ ৩১।
গবাং কোটিপ্রদানেন সম্যগ্‌ দত্তেন যৎ ফলম্।
তৎ ফলং সম্যগাপ্যেত বিশ্বেশ্বরবিলোকনাৎ॥ ৩২।
যৎ ষোড়শমহাদানৈঃ পুণ্যং প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ।
তৎ পুণ্যং জায়তে পুংসাং বিশ্বেশে পুষ্পদানতঃ॥৩৩।
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈর্যৎ ফলং প্রাপ্যতেঽখিলৈঃ।
পঞ্চামৃতানাং স্নপনাৎ বিশ্বেশে তদবাপ্যতে॥ ৩৪।
বাজপেয়সহস্রেণ সম্যগিষ্টেন যৎ ফলম্।
সক্রন্মহার্হৈর্নৈবেদ্যৈর্বিশ্বেশে তচ্ছতাধিকম্॥ ৩৫।
ধ্বজাতপত্রঞ্চমরং বিশ্বেশে যঃ সমর্পয়েৎ।
একছত্রং স বৈ রাজ্যং প্রাপ্নুয়াৎ বসুধাতলে॥ ৩৬।
মহাপূজোপকরণং যোঽর্পয়েৎ বিশ্বভর্ত্তরি।
ন তং সম্পত্তিসম্ভারা বিমুঞ্চন্তীহ কুত্রচিৎ॥ ৩৭।

সহস্র জন্ম নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাশীতে একবার মাত্র বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে তদ্রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ৩১॥ অন্যত্রে বিধি পূর্ব্বক কোটি গোদান করিলে যাদৃশ ফল, একবার মাত্র বিশ্বেশ্বর দর্শনে তাদৃশ ফল হইয়া থাকে॥ ৩২॥ এক প্রস্তুত ষোড়শ দ্রব্য দানে যে মহাপুণ্য হয়, বিশ্বেশ্বরকে একটি মাত্র পুষ্পদানে তাদৃশ পুণ্য জন্মে॥ ৩৩॥ নিখিল অশ্বমেধ যাগে যে ফল প্রাপ্তি হয়, একবার মাত্র বিশ্বেশ্বরকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইলে তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৪॥ সহস্র বাজপেয় যজ্ঞ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, সুরসসমন্বিত নৈবেদ্য দ্বারা বিশ্বেশ্বরের পূজা করিলে তাহার শতগুণ ফল লাভ হয়॥ ৩৫॥ যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত ধ্বজ, আতপত্র ও চামর প্রদান করে, সেই ব্যক্তি এই ধরাধামে একছত্রী হইয়া একাধিপত্য লাভ করে॥ ৩৬॥ যে ব্যক্তি নানাবিধ উপকরণে

সর্ব্বর্ত্তু কুসুমাঢ্যাঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পবাটিকাম্।
তদঙ্গেণ কল্পবৃক্ষাশ্ছায়াং কুর্ব্বন্তি শীতলাম্॥ ৩৮।
যঃ ক্ষীরস্নপনার্থং বৈ বিশ্বেশে ধেনুমর্পয়েৎ।
ক্ষীরার্ণবতটে তস্য নিবসেয়ুঃ পিতামহাঃ॥ ৩৯।
বিশ্বেশরাজসদনে যঃ সুধাং চিত্রমেব বা।
কারয়েত্তস্য ভবনং কৈলাসে চিত্রিতং ভবেৎ॥ ৪০।
ব্রাহ্মণা যতিনো বাপি তথৈব শিবযোগিনঃ।
ভোজয়েদ্ যোঽত্র বৈ কাশ্যামেকৈক গণনা ক্রমাৎ॥৪১।
কোটিভোজ্যফলং তস্য শ্রদ্ধয়া নাত্র সংশয়ঃ।
তপস্তত্র প্রকর্ত্তব্যং দানমত্র প্রদাপয়েৎ॥ ৪২।
বিশ্বেশস্তোষণীয়োঽত্র স্নানহোমজপাদিভিঃ।
অন্যত্র কোটিজপ্যেন যৎ ফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা তদত্র সমবাপ্যতে॥ ৪৩।

বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের মহতী পূজা করে, কি ধন সম্পত্তি কি অন্য সম্পত্তি কোন সম্পত্তিই তাহাকে কদাচ পরিত্যাগ করে না॥ ৩৭॥ যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদের অঙ্গনে বিবিধ কুসুমশোভিত পুষ্প বাটিকা প্রস্তুত করিয়া দেয়, কল্প বৃক্ষ সকল তাহার অঙ্গনে সুস্নিগ্ধ সুশীতল ছায়া দান করে॥ ৩৮॥ যে সকল ব্যক্তি দুগ্ধস্নানে প্রীতি সম্পাদনার্থ বিশ্বেশ্বরকে ধেনু দান করে, তাহাদের পিতৃ পিতামহগণের ক্ষীরনিরধি তীরে বাস হয়॥ ৩৯॥ যে পুণ্যবান সমস্ত বিশ্বের পতি বিশ্বেশ্বরের রাজভবনের জীর্ণ সংস্কার ও নানাবর্ণে চিত্রিত করে, তাহা হইলে পরম পবিত্র কৈলাশধামের সুরম্য হর্ম্ম্যে তাহার বসতি হইয়া থাকে॥ ৪০॥ অন্যত্র শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল, এই কাশীতে একটী ব্রাহ্মণ, একটী শিবযোগীকে ভোজন করাইলে তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত কাশীতেই তপশ্চরণ, স্নান, দান, হোম ও জপ করা যুক্তি যুক্ত। অন্যত্র

কোটিহোমেন যৎ প্রোক্তং ফলমন্যত্র সূরিভিঃ।
অষ্টোত্তরাহুতিশতাত্তদত্রানন্দকাননে ॥ ৪৪।
যো জপেদ্রুদ্রসূক্তানি কাশ্যাং বিশ্বেশসন্নিধৌ।
পারায়ণেন বেদানাং সর্ব্বেষাং ফলমাপ্যতে ॥ ৪৫।
তস্য পুণ্যং ন জানামি চিন্তিতে চাক্ষরে পরে।
কাশ্যাং নিত্যং প্রবস্তব্যং সেব্যোত্তরবহা সদা ॥ ৪৬।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং কাশী ত্যাজ্যা ন কুত্রচিৎ।
যতঃ সর্ব্বাপদাং হর্ত্তা ত্রাতা বিশ্বপতিঃ প্রভুঃ ॥ ৪৭।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ স্নানদানজপাদিভিঃ।
যতঃ কাশ্যাং কৃতং কর্ম্ম মহত্ত্বায় প্রকল্পতে ॥ ৪৮।
কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদীনি কর্ত্তব্যানি প্রযত্নতঃ।
তথেন্দ্রিয়বিকারাশ্চ ন বাধন্তেঽত্র কর্হিচিৎ ॥ ৪৯।

কোটীবার জপ করিলে যদ্রূপ ফল হয়, কাশীতে অষ্টোত্তর শত বার মন্ত্র জপে তাদৃশ ফল হইয়া থাকে ॥ ৪১—৪৩ ॥ অন্যত্রে কোটী হোমের যদ্রূপ ফল, এই আনন্দ-বনে অষ্টোত্তর শতাহুতি দানে তাদৃশ ফল হয় ॥ ৪৪ ॥ বিশ্বেশ্বর সমীপে রুদ্র মন্ত্র জপ করিলে সাপ্তাহিক বেদ পাঠের ফল লাভ হয় ॥ ৪৫ ॥ পরমাত্মা পরমব্রহ্ম বিশ্বেশ্বরের চিন্তা ও উত্তরবাহিনী ভাগীরথীর সেবার যে কি ফল তাহা কেহই পরিজ্ঞাত নহে ॥ ৪৬ ॥ যদ্যপি অত্যুৎকট দুস্তর আপদ ও সমুপস্থিত হয় তথাপি কাশী পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করা যুক্তি যুক্ত নহে, যেহেতু সর্ব্বাপদ শান্তিকর স্বয়ং বিশ্বেশ্বর কাশীতে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন ॥ ৪৭ ॥ নিত্য স্নান, নিত্যদান, ও নিত্য-জপাদি কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কালক্ষেপ করা কাশীবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ কাশীতে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায় তাহা অনন্তকাল স্থায়ী হয় ॥ ৪৮ ॥ যাহারা কাশীতে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করে, ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের চিত্তে কোন প্রকার বিকার জন্মাইতে পারে না ॥ ৪৯ ॥ যদ্যপি কাশীবাসী

যদীন্দ্রিয়াণি কুর্ব্বন্তি বিক্রিয়ামিহ দেহিনাং ।
তদাত্র বাসসংসিদ্ধির্বিঘ্নেভ্যো নৈব লভ্যতে ॥ ৫০ ।

অগস্ত্য উবাচ ।

কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদীনি ব্যাসো বক্ষ্যতি যানি বৈ ।
তেষাং স্বরূপমাখ্যাহি স্কন্দেন্দ্রিয়বিশুদ্ধয়ে ॥ ৫১ ।

স্কন্দ উবাচ ।

কথয়ামি মহাবুদ্ধে কৃচ্ছ্রাদীনি তবাগ্রতঃ ।
যানি কৃত্বাত্র মনুজো দেহ শুদ্ধিং লভেৎ পরাং ॥ ৫২ ।
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ ।
উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৩ ।
বটোদুম্বররাজীববিল্বপত্রকুশোদকম্ ।
প্রত্যেকং প্রত্যহং পীতং পর্ণকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৪ ।
পিণ্যাকঘৃততক্রাম্বুসক্তূনাং প্রতিবাসরম্ ।
একৈকমুপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৫ ।

ব্যক্তিদিগের চিত্তে কোন প্রকার ইন্দ্রিয় ঘটিত বিকার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্র সিদ্ধি লাভের মহা বিঘ্ন উপস্থিত হয় ॥ ৫০ ॥

অনন্তর অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন ! মহামুনি ব্যাস শিষ্যগণ সমীপে যে সকল চান্দ্রায়ণের কথা কহিয়াছিলেন, তুমি তৎ সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ৫১ ॥ স্কন্দ কহিলেন, হে মহামতে অগস্ত্য ! যাহার অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ কাশীতে পরমা সিদ্ধি লাভ করে, তোমার নিকট সেই চান্দ্রায়ণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫২ ॥ এক ভক্ত, নক্ত, অযাচিত ও উপবাস এই ব্রত চতুষ্টয়ের নাম পাদকৃচ্ছ্র ॥ ৫৩ ॥ বট, উড়ুম্বর, পদ্ম, বিল্বপত্র কুশোদক এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী এক এক দিন সেবন করিবে ; এই রূপ ব্রতের নাম পর্ণকৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ॥ ৫৪ ॥ ব্রতাচারি ব্যক্তির ভোজনে ইচ্ছা হইলে তিল পিষ্টক, ঘৃত, তক্র এবং অম্বু সেবন করিতে পারিবেন, কিন্তু মধ্যে

হবিষা প্রাতরশ্নীত হবিষা সায়মেব চ।
হবিষা যাচিতং ত্রীংস্তু সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ॥ ৫৬।
একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াদহানি ত্রীণি পূর্ব্ববৎ।
ত্র্যহঞ্চোপবসেদন্ত্যং অতিকৃচ্ছ্রং চরন্ দ্বিজঃ॥ ৫৭।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং পয়সাদিবসানেকবিংশতিঃ।
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৮।
ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
ত্র্যহঞ্চোপবসেদন্ত্যং প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥ ৫৯।
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধিসর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সান্তপনঃ স্মৃতঃ॥ ৬০।
পৃথক্‌সান্তপনদ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ।
সপ্তাহে ন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ॥ ৬১।

মধ্যে উপবাস করিতে হইবে॥ ৫৫॥ দিবসত্রয় প্রাতঃকালে, দিবসত্রয় সায়ংকালে ঘৃত পান করিবে। দিনত্রয় বা অযাচিত ঘৃতের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিবে তদনন্তর তিন দিবস নিরবচ্ছিন্ন উপবাসেই যাপন করিবে॥ ৫৬॥ তদনন্তর তিন দিন প্রত্যহ এক এক গ্রাস করিয়া ভোজন করিবে এবং অবশিষ্ট দিনত্রয় উপবাস করিয়া থাকিবে। ইহার নাম অতি কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ন॥ ৫৬॥ ৫৭॥ ব্রতানুষ্ঠানকারী একবিংশতি দিন কেবল মাত্র জল পান করিয়া থাকিবে, ইহার নাম কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, তৎপরে দ্বাদশ দিবস উপবাসে যাপন করিবে, ইহার নাম পরাক ব্রত॥ ৫৮॥ দিবসত্রয় প্রাতর্ভোজন দিবসত্রয় সায়ং ভোজন, ও অবশিষ্ট দিনত্রয় উপবাস করিবে, ইহার নাম প্রাজাপত্য ব্রত॥ ৫৯॥ কেবলমাত্র গো মূত্র, গোময়, গো ক্ষীর, দধি, সর্পি ও কুশোদক একত্রিত করিয়া ভোজন দ্বারা রাত্রি যাপন করিবে এবং তৎপর দিনে উপবাসী থাকিবে, ইহার নাম সান্তাপন ব্রত॥ ৬০॥ সান্তাপন ব্রতোক্ত ষড়্‌বিধ দ্রব্যের এক একটী এক এক দিবস সেবনে ছয় দিবস

তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতং তিলান্।
এতাংস্ত্র্যহং পিবেদুষ্ণান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ॥ ৬২।
ত্র্যহমুষ্ণাঃ পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং প্রাশ্য বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্॥ ৬৩।
পলমেকং পয়ঃ পীত্বা সর্পিষশ্চ পলদ্বয়ম্।
পলমেকন্তু তোয়স্য তপ্তকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ॥ ৬৪।
গোমূত্রেণ সমাযুক্তং যাবকং যঃ প্রযোজয়েৎ।
কৃচ্ছ্রমেকান্হিকং প্রোক্তং শরীরস্য বিশোধনম্॥৬৫।
হস্তাবুত্তানতঃ কৃত্বা দিবসং মরুতাশনঃ।
রাত্রৌ জলে স্থিতোব্যুষ্টঃ প্রাজাপত্যেন তৎ সমম্॥৬৬।
একৈকং হ্রাসয়েদ্গ্রাসং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।
উপস্পৃশং স্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্॥ ৬৭।

অতিবাহিত করিয়া তদনন্তর সপ্তাহকাল উপবাসী থাকিবে, ইহাকে মহা-সাস্তাপন ব্রত কহে॥ ৬১॥ চিত্ত সংযমনার্থ দ্বিজগণ প্রাতঃস্নায়ী হইয়া দিবসত্রয় ঘৃত, দুগ্ধ, জল, তিল উষ্ণ করিয়া সেবন করিবে, ইহার নাম তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত॥ ৬২॥ ক্রমান্বয়ে তিন দিন উষ্ণোদক, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত, পান করিয়া তৎপর তিন দিবস উপবাস করিয়া থাকিবে। তদনন্তর এক দিন এক পল দুগ্ধ, এক দিন দুই পল ঘৃত এবং তৎপর দিবস এক পল জল পান করিবে। ইহাকেও তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত বলা যায়॥ ৬৩॥ ৬৪॥ একদিন কেবল মাত্র গোমূত্র সংযুক্ত যবান্ন ভক্ষণে দিবাতিবাহনের নাম একাহ্নিক কৃচ্ছ্র ব্রত॥ ৬৫॥ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণে দিবাভাগ যাপনান্তে জল-মগ্নাবস্থায় রাত্রি অতি বাহিত করিলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণের ফল লাভ হয়॥ ৬৬॥

শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদে এক গ্রাস, দ্বিতীয়ায় দুই গ্রাস, তৃতীয়ায় তিন গ্রাস এইরূপে পূর্ণিমার দিবস পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিবে।

একৈকং বর্দ্ধয়েদ্গ্রাসং শুক্লে পক্ষে চ হ্রাসয়েৎ।
ভুঞ্জীতদর্শে নো কিঞ্চিদেষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ॥ ৬৮।
চতুরঃ প্রাতরশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ।
চতুরোঽস্তমিতে সূর্য্যে শিশুচান্দ্রায়ণং স্মৃতম্॥ ৬৯।
অষ্টাবষ্টৌ সমশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ মধ্যং দিনে স্থিতে।
নিয়তাত্মা হবিষ্যস্য যতিচান্দ্রায়ণং স্মৃতম্॥ ৭০।
যথাকথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং তিস্রোঽশীতীঃ সমাহিতঃ।
মাসেনাশ্নন্ হবিষ্যস্য চন্দ্রস্যৈতি সলোকতাম্॥ ৭১।
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুদ্ধ্যতি॥ ৭২।
তচ্চ জ্ঞানং ভবেৎ পুংসাং সম্যক্কাশীনিষেবণাৎ।
কাশীনিষেবণেন স্যাদ্বিশ্বেশকরুণোদয়ঃ॥ ৭৩।
ততো মহোদয়াবাপ্তিঃ কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমা।
অতঃ কাশ্যাং প্রযত্নেন স্নানং দানং তপো জপঃ॥ ৭৪।

তদনন্তর কৃষ্ণা প্রতিপাদ চতুর্দ্দশ, দ্বিতীয়ায় ত্রয়োদশ তৃতীয়ায় দ্বাদশ এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিথির নিয়মানুসারে এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া চতুর্দ্দশীতে এক গ্রাসমাত্র ভোজন করিতে হইবে। তদনন্তর অমাবশ্যায় উপবাস করিবে। চান্দ্রায়নের বিধিই এই ঐ ব্রতে ত্রিকালীন স্নান করিতে হয়।৬৭॥ ৬৮॥ ব্রতাচারি সংযত মানসে প্রাতঃকালে চারিগ্রাস ও নিশাকালে চারি গ্রাস ভোজন করিবে, ইহার নাম শিশু চান্দ্রায়ণ॥ ৬৯॥ সংযতাত্মা হইয়া মধ্যাহ্নে আট আট গ্রাস হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবে ইহার নাম যতি চান্দ্রায়ণ॥ ৭০॥ যিনি সমাহিত চিত্তে একমাস কাল একাদশী ব্যতীত অন্য সমস্ত তিথিতে অশীতিত্রয় গ্রাস হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করেন, তাঁহার চন্দ্রলোকে বাস হয়॥ ৭১॥ অবগাহনে দেহ শুদ্ধি, সত্য বাক্য দ্বারা মন শুদ্ধি, বিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা আত্মার শুদ্ধি এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি সাধন করিবে॥ ৭২॥

ব্রতং পুরাণশ্রবণং স্মৃত্যুক্তাধ্বনিষেবণম্।
প্রতিক্ষণং প্রতিদিনং বিশ্বেশপদচিন্তনম্ ॥ ৭৫ ।
লিঙ্গার্চ্চনং ত্রিকালঞ্চ লিঙ্গস্যাপি প্রতিষ্ঠিতিঃ।
সাধুভিঃ সহ সংলাপো জল্পঃ শিবশিবেতি চ ॥ ৭৬ ।
অতিথেশ্চাপি সৎকারো মৈত্রী তীর্থনিবাসিভিঃ।
আস্তিক্যবুদ্ধির্বিনয়ো মানামানসমানধীঃ ॥ ৭৭ ।
অকামিতা ত্বনৌদ্ধত্যমরাগিত্বমহিংসনম্।
অপ্রতিগ্রহবৃত্তিশ্চ মতিশ্চানুগ্রহাত্মিকা ॥ ৭৮ ।
অদম্ভিতাত্বমাৎসর্য্যমপ্রার্থিতধনাগমঃ।
অলোভিত্বমনালস্যমপারুষ্যমদীনতা ॥ ৭৯ ।
ইত্যাদি সৎপ্রবৃত্তিশ্চ কর্ত্তব্যা ক্ষেত্রবাসিনা।
প্রত্যহঞ্চেতি শিষ্যেভ্যঃ সধর্ম্মমুপদেক্ষ্যতি ॥ ৮০ ।

একমাত্র কাশীসেবনেই উল্লিখিত সমস্ত কর্ম্মের সম্যক ফল লাভ হইয়া থাকে এবং কাশীর সেবা করিলেই বিশ্বেশ্বরের করুণাভাজন হইতে পারা যায় ॥ ৭৩ ॥ বিশ্বেশ্বরের করুণায় হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে মোক্ষ পদার্থও আর দুর্লভ থাকে না। অতএব যত্ন পূর্ব্বক কাশীতেই স্নান দান, তপস্যা, জপ, ব্রতানুষ্ঠান, পুরাণ শ্রবণ, স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত বিহিত ক্রিয়া কলাপ প্রতি দিবস প্রতিক্ষণে বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্ম ধ্যান, লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, লিঙ্গার্চ্চন, সাধুসঙ্গ, সদালাপ, সর্ব্বদা "শিব শিব" এই নামোচ্চারণ, অতিথি সৎকার, তীর্থ সেবিজনগণ সহ মৈত্রীকরণ আস্তিকতা বুদ্ধি, মানাপমানে তুল্য. জ্ঞান, অকামিত্ব, অনৌদ্ধত্য, অরাগিত্ব, অহিংসা, অপ্রতিগ্রহ, পরোপকারিতা অযাচিত ধনের সঞ্চয়, অদাম্ভিকতা, অমাৎসর্য্য, অলোভিতা, অনালস্য, উদারতা, অনিষ্ঠুরতা, ও নিত্য নিত্য শিষ্যগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি ব্যাসদেব এইরূপে শিষ্যগণকে সত্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪—৮০ ॥

নিত্যং ত্রিষবণস্নায়ী নিত্যং ভিক্ষাকৃতাশনঃ।
লিঙ্গপূজার্চ্চকো নিত্যমিত্থং ব্যাসো বসেৎ পুরা॥ ৮১।
একদা তস্য জিজ্ঞাসাং কর্ত্তুং দেবীং হরোঽবদৎ।
অদ্যভিক্ষাটনং প্রাপ্তে ব্যাসে পরমধার্ম্মিকে॥ ৮২।
অপি সর্ব্বগতে ক্বাপি ভিক্ষাং মা যচ্ছ সুন্দরি।
তথেত্যুক্ত্বা ভবানী সা ভবং ভবনিবারণম্॥ ৮৩।
নমস্কৃত্য প্রতিগৃহং তস্য ভিক্ষাং ন্যষেধয়ৎ।
স মুনিঃ সহিতঃ শিষ্যৈর্ভিক্ষামপ্রাপ্য দূনবৎ॥ ৮৪।
বেলাতিক্রমমালোক্য পুনর্বভ্রাম তাং পুরীম্।
গৃহে গৃহে পরিপ্রাপ্তা ভিক্ষান্যৈঃ সর্ব্বভিক্ষুকৈঃ॥ ৮৫।
তদহ্নি না লভদ্ভিক্ষাং সশিষ্যঃ স মুনিঃ ক্বচিৎ।
অথ সায়ন্তনং কর্ম্ম কৃত্বা ছাত্রৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৮৬।

পর হইয়া পরম প্রীত মানসে কাশীবাসে নিরত থাকিলেন॥ ৮১॥

একদা বিশ্বেশ্বর ব্যাসের মনোবৃত্তি পরীক্ষার্থে ভগবতীকে কহিলেন, হে সুন্দরি! পরম ধার্ম্মিক ব্যাস যদি ভিক্ষার্থ বারাণসীর প্রত্যেক পুরে ও প্রত্যেক দ্বারে ভ্রমণ করে, তাহা হইলে অদ্য তুমি তাহাকে ভিক্ষা প্রদান করিও না। তখন দেবী জন্ম মরণাতীত বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিদেশানুসারে প্রত্যেক গৃহেই মহর্ষি বেদব্যাসকে সে দিন ভিক্ষায় বঞ্চিত করিলেন। ব্যাস দেখিলেন, বারাণসীর অন্য অন্য সকল ভিক্ষুকই যথেষ্ট ভিক্ষা লাভ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতেছে, তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় বিষণ্ণ মানসে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পূর্ব্ববৎ প্রতি দ্বারে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন কিন্তু সেদিন কুত্রাপি কিছুমাত্র ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন না। ক্রমে বেলা অবসন্ন হইল। শিষ্যগণ সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া সে দিবস উপবাসেই যামিনী যাপন করিলেন। তৎপর দিবস মধ্যাহ্নকালে বিহিত কার্য্য সমাধানন্তর মহর্ষি ব্যাস সশিষ্য প্রত্যেক গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু ভাগ্যহীন পুরু-

উপোষণপরো ভূত্বা তথৈবাসীদহনি শম্।
অথান্যেদ্যুমুর্নির্ব্যাসঃ কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকং বিধিম্ ॥ ৮৭ ।
যযৌ ভিক্ষাটনং কর্ত্তুং সশিষ্যঃ পরিতঃ পুরীম্।
সর্ব্বত্র স পরিভ্রান্তঃ প্রতিসৌধং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮৮।
ন ক্বাপি লব্ধবান্ ভিক্ষাং ভাগ্যহীনো ধনং যথা।
অথ চিন্তিতবান্ ব্যাসঃ পরিশ্রান্তঃ পরিভ্রমন্ ॥ ৮৯।
কো হেতুর্যন্ন লভ্যেত ভিক্ষা যত্নে কৃতেঽপি চ।
অন্তেবাসিন আহূয় ব্যাসঃ পপ্রচ্ছ চাখিলান্ ॥ ৯০।
ভবদ্ভিরপি নো ভিক্ষা পরিপ্রাপ্তেতি গম্যতে।
কিমত্র পুরিসংবৃত্তং দ্বিত্রা যাত মমাজ্ঞয়া ॥ ৯১।
দ্বিতীয়েহ্ন্যপি যদ্ভিক্ষা ন লভ্যেতাতিযত্নতঃ।
অনিষ্টং কিঞ্চিদত্রাসীন্ মহাগুরুনিপাতজম্ ॥ ৯২।
অন্নক্ষয়ো বা সর্ব্বস্যাং নগর্য্যামভবৎ ক্ষণাৎ।
রাজদণ্ডোথযুগপজ্জাতঃ সর্ব্বপুরৌকসাম্ ॥ ৯৩।

ষের পক্ষে ধন যেমন দুর্লভ হয়, ব্যাসের পক্ষে ভিক্ষা প্রাপ্তি সে দিনও তদ্রূপ দুর্ল্লভ হইল। অনন্তর অবিশ্রান্ত পর্য্যটনের পর নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! বিবিধ যত্ন করিয়াও প্রতি দ্বারে ও প্রতি গৃহে ভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি কণামাত্র ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম না। ইহার কারণ কি? এইরূপ চিন্তাকুলিত হৃদয়ে শিষ্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে শিষ্যগণ! অদ্য যে আমরা ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম না ইহার কারণ বোধহয় এই পুরীমধ্যে কোনরূপ অত্যাহিত সংঘটিত হইয়াছে, নতুবা পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় অদ্যও ভিক্ষা বিষয়ে এরূপ বঞ্চিত হইব কেন? অতএব আমার আজ্ঞানুসারে তোমরা দুই জন অথবা তিন জন গমন করিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান কর। মহাগুরু নিপাত হইলে যেরূপ অনর্থ পাত হইয়া থাকে, অদ্য কি তাহাই হইল? ৮২—৯২ ॥ কিম্বা ক্ষণকাল মধ্যে কি সমস্ত পুরবাসী

অথবা বারিতা ভিক্ষা কেনাপ্যস্মাসু চের্ষ্যয়া।
পুরৌকসোঽভবন্ দুস্থাস্তূপসর্গেণ কেনচিৎ॥ ৯৪।
কিমেতদখিলং জ্ঞাত্বা সমাগচ্ছত সত্বরম্।
ছিত্রাঃ পবিত্রা চরণাৎ প্রাপ্যানুজ্ঞাং গুরোরথ।
সমাচখ্যুঃ সমাগম্য দৃষ্টর্দ্ধিং তৎ পুরৌকসাম্॥ ৯৫।

শিষ্যা ঊচুঃ।

শৃণ্বারাধ্যচরণানোপসর্গোত্র কশ্চন।
নান্নক্ষয়ো বা সর্ব্বস্যাং নগর্য্যামিহ কুত্রচিৎ॥ ৯৬।
যত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাদ্ যত্রামরধুনী স্বয়ম্।
ত্বাদৃশা যত্র মুনয়ঃ ক্ব ভীস্তত্রোপসর্গজা॥ ৯৭।
সমৃদ্ধির্যা গৃহস্থানামিহ বিশ্বেশিতুঃ পুরি।
ন সর্দ্ধিরস্তি বৈকুণ্ঠে ত্বল্পাস্তা অলকাদয়॥ ৯৮।

একবারে নিরন্ন হইয়া পড়িল, অথবা পুরীস্থ সমস্ত ব্যক্তিই কি এককালে রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইল। কিম্বা কোনব্যক্তি ঈর্ষা প্রযুক্ত আমাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিতে নিষেধ করিল, অথবা কোন উপসর্গ উপস্থিত হওয়াতে পুরীস্থ যাবতীয় লোকই একবারে হীন দশাপন্ন হইয়া পড়িল। হে শিষ্যগণ! এই সকলের নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শীঘ্র আমাকে বল॥ ৯৩—৯৫॥

সদাচার পরায়ণ পরম গুরু সেই ব্যাসের এই আজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তথাকার সুখ সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিল, হে গুরো! বিশ্বেশ্বর প্রসাদাৎ পুরী মধ্যে কোনরূপ উপসর্গই দৃষ্ট হইল না। এই নগরী মধ্যে কাহাকেও অন্নহীন দর্শন করিলাম না। হে প্রভো! যে স্থানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর বিরাজমান, যে স্থানে উত্তরবাহিণী ভাগিরথী প্রবাহিতা এবং যে স্থানে আপনার অধিষ্ঠান, সে স্থানে উপসর্গের সম্ভাবনা কি? ৯৬॥ ৯৭॥ দেখিলাম এই বিশ্বেশ্বর নগর-বাসী মানবগণের যেরূপ সমৃদ্ধি তাহা বৈকুণ্ঠে অথবা কুবের পুরীতেও আছে কি না সন্দেহ। বিশ্বেশ্বরের নির্ম্মাল্যোপজীবি ব্যক্তিগণের গৃহে যে

রত্নাকরেষু রত্নানি ন তাবন্তি মহামুনে।
যাবন্তি সন্তি বিশ্বেশনির্ম্মাল্যোপভুজাং গৃহে ॥ ৯৯।
গৃহে গৃহেত্র ধান্যানাং রাশয়ো যাদৃশঃ পুনঃ।
ন তাদৃশঃ কল্পবৃক্ষৈ র্দত্তা ঐন্দ্রে পুরে ক্বচিৎ ॥ ১০০।
যত্র সাক্ষাদ্বিশালাক্ষী সুবিস্তারফলপ্রদা।
ন তত্র পুরি সর্ব্বস্যাং নরো বৈ নির্দ্ধনঃ ক্বচিৎ ॥ ১০১।
নির্ব্বাণলক্ষ্ম্যাঃ সদনেত্বস্মিন্নানন্দকাননে।
মোক্ষোপি যত্র সুলভঃ কিমন্যত্তত্র দুর্ল্লভম্ ॥ ১০২।
সীমন্তিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ পতিব্রতপরায়ণাঃ।
সর্ব্বা ভবানীরূপিণ্যো বিশ্বেশার্পিতসৎক্রিয়াঃ ॥ ১০৩।
যাবন্তঃ পুরুষাঃ কাশ্যাং সর্ব্বএব গণাধিপাঃ।
সর্ব্বএব কুমারা বৈ সর্ব্বে তারকদৃষ্টয়ঃ ॥ ১০৪।

সকল মহামূল্য রত্ন আছে, তাহা রত্নাকর মধ্যে দুর্ল্লভ বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। আমরা কাশীবাসী দিগের গৃহে যেরূপ রাশীকৃত প্রচুর ধান্য দেখিলাম অমরা বতীস্থ কল্পবৃক্ষ সকল তাদৃশ প্রচুর ধান্যদানে সমর্থ কিনা সন্দেহ ॥ ৯৮—১০০ ॥ যে স্থানে সুবিস্তার ফল প্রদা বিশালাক্ষী বিদ্যমানা, সে পুরীর মানবগণ কি কখন নির্ধন হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ নির্ব্বাণলক্ষ্মী নিকেতন এই আনন্দ-কানন কাশীধামে মোক্ষ প্রভৃতিও যখন সুলভ, তখন কি অন্য কোন বস্তু দুর্লভ হইতে পারে। ১০২ ॥ হে গুরো! পতিতপাবনী এইবারাণসী বাসিনী রমণীগণ সকলেই পতিব্রতা, তাহারা ফলান্তরের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া আত্মাসহ যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ একমাত্র বিশ্বেশ্বরে সমর্পণ করিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে ভবানীর প্রতিমূর্ত্তি ॥ ১০৩ ॥ এই বারাণসীস্থ সমস্ত পুরুষই গণাধিপের তুল্য এবং কুমার তুল্য নির্ম্মল জ্ঞান সম্পন্ন। এবং যাহাদের ললাটদেশ ত্রিপুণ্ড্র চিহ্নে চিহ্নিত তাহারা সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখর বিশ্বেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। যাহারা শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তিতে অভিভূত ও বিষাদ সাগরে পতিত

ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতভালা যে তে সর্ব্বে চন্দ্রমৌলয়ঃ।
উপসর্গ সহস্রৈশ্চ পীড্যমানা অপীহ যে॥ ১০৫।
ন ত্যজন্তি সদাকাশীং সর্ব্বজ্ঞা এবতেখিলাঃ।
গৃহে গৃহেঽ পি বটবোঽব্রহ্মবাদবিবাদিনঃ॥ ১০৬।
স্বর্ঘুনীধূতকলুষাঃ সন্তীহ চতুরাননাঃ।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীপতয়ঃ ক্ষেত্রসন্ন্যাসকারিণঃ॥ ১০৭।
সর্ব্বএব হৃষীকেশাঃ সর্ব্বে বৈ পুরুষোত্তমাঃ।
অচ্যুতা এব বিজ্ঞেয়া এতৎ ক্ষেত্রপরিগ্রহাঃ॥ ১০৮।
স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি সর্ব্বএব ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বএব ত্রিনয়নাঃ সর্ব্বএব চতুর্ভুজাঃ॥ ১০৯।
শ্রীকণ্ঠাঃ সর্ব্বএবাত্র সর্ব্বে মৃত্যুঞ্জয়া ধ্রুবম্।
মোক্ষশ্রীশ্রিতবর্ষ্মাণস্ত্বর্দ্ধনারীশ্বরা যতঃ॥ ১১০।
ধর্ম্মরাশিঃ পরশ্চাত্র মহাম্ভোঽত্রার্থরাশয়ঃ।
সর্ব্বে কামাঃ ফলন্ত্যত্র কৈবল্যং চাত্রনির্ম্মলম্॥ ১১১।

হইলেও কাশীবাসে বিমুখ হইতে চাহে না, তাহারাই যথার্থ কাশীর মর্ম্মজ্ঞ। আনন্দ-কানন এই বারানসী ধামে যাহারা বিবাদ মুখে বেদ বিচার করিতেছেন এবং উত্তর বাহিনীর নির্ম্মল সলিলে নিত্যই কলুষরাশি ধৌত করিতেছেন, সেই সকল দ্বিজ কুমার চতুরানন ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি। যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়ত কাশীবাসে মোক্ষ লক্ষ্মীর অধিকারী হইয়াছেন, সেই সকল পুরুষোত্তম হৃষিকেশের প্রতিমূর্ত্তি। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসীকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারাই চরমে অচ্যুত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ১০৩—১০৮॥ কাশীবাসী সকলেই ত্রিলোচন, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেই শ্রীকণ্ঠ এবং সকলেই মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহারা মোক্ষলক্ষ্মীর আস্পদ, অর্দ্ধনারীশ্বর ও সমস্ত ধর্ম্মের আকর। তাহারাই মহান ও ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের নিদান। কাশীবাসীর পুনর্জন্ম নাই, কলি ও

ন গর্ভবাসসংসর্গঃ কাশীসংস্থিতিকারিণাম্ ।
ন কলিশ্চাত্র বাধেত কালো নৈব প্রবাধতে ॥ ১১২ ।
এনাংসি নাত্র বাধন্তে বিশ্বেশশরণার্থিনঃ ।
যত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষান্নাদবিন্দুকলাত্মকঃ ॥ ১১৩ ।
ধ্বনিরূপীহ তত্রাস্তি প্রণবো মন্ত্রবিগ্রহঃ ।
অতো বিগ্রহবন্তোত্র সন্তি বেদা বিনিশ্চিতম্ ॥ ১১৪ ।
সরস্বতী সরিদ্রূপা স্থতঃ শাস্ত্রনিকেতনম্ ।
আনন্দকাননং সর্ব্বং ধর্ম্মশাস্ত্রকৃতালয়ম্ ॥ ১১৫ ।
যাবন্তো দিবি বৈ দেবাস্তাবন্তোত্র মৃষা ন হি ।
নীরাজয়ন্তি বিশ্বেশং রাত্রৌ রাত্রৌ সদাহয়ঃ ॥ ১১৬ ।
স্বফণামণিদীপৈশ্চ প্রাপ্য কাশীং রসাতলাৎ ।
সমুদ্রাঃ সর্ব্বএবাত্র কামধেনু ব্রজান্বিতাঃ ॥ ১১৭ ।
পঞ্চপীযূষধারাভির্ব্বিশ্বেশংস্নপয়ন্তি হি ।
মন্দারঃ পারিজাতশ্চ সন্তানো হরিচন্দনঃ ॥ ১১৮ ।

কাল ভয়ও নাই, কারণ বিশ্বেশ্বরের শরণাগত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কোন প্রকার পাপ সঞ্চার নাই। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর যে স্থানে নাদ বিন্দুরূপে বিরাজমান, এবং প্রণব যেখানে ধ্বনিরূপে বিরাজমান, বেদ চতুষ্টয় যে, সেখানে মূর্ত্তিমান থাকিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ১০৯—১১৪ ॥ সরস্বতী এই আনন্দ-কাননে বিরাজমান থাকায় ইহা সকলই ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলয় হইয়াছে ॥ ১১৫ ॥ এই বারাণসীই সমস্ত সুরলোকের স্থান; নাগগণ নাগলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতি রজনী যোগে সমুজ্জল মণিময় দীপরশ্মি দ্বারা বিশ্বেশ্বরের নিরাজন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। কামধেনুর সহিত সমস্ত সমুদ্র কাশীতে সমাগম পূর্ব্বক পিযুষ ধারায় বিশ্বেশ্বরকে অভিষেক করেন। দেবলোকস্থ মন্দার পারিজাত, সন্তান হরিচন্দন ও কল্পতরু এবং যোগীগণ সর্ব্বদা এই স্থানে আসিয়া কাশী-

কল্পদ্রুমশ্চ পঞ্চৈতে তরুভিঃ সহ সর্ব্বদা॥ ১১৯।
সর্ব্বে সুরনিকায়াশ্চ সর্ব্বএব মহর্ষয়ঃ।
যোগিনঃ সর্ব্বএবাত্র কাশীনাথমুপাসতে॥ ১২০।
বিদ্যানাং সদনং কাশী কাশী লক্ষ্ম্যাঃ পরালয়ঃ।
মুক্তিক্ষেত্রমিদং কাশী কাশী সর্ব্বাত্রয়ী ময়ী॥ ১২১।
ইতিশ্রুত্বা মুনিবরঃ পারাশর্য্যো মহাতপাঃ।
এবং বভাষে তান্ শিষ্যান্ পুনঃ শ্লোকং পঠন্ত্বমুম্॥১২২।
শিষ্যা উচুঃ বিদ্যানাঞ্চাশ্রয়ঃ কাশী কাশীলক্ষ্ম্যাঃ।
পরালয়ঃ মুক্তিক্ষেত্রমিদং কাশী কাশী সর্ব্বাত্রয়ীময়ী॥১২৩

স্কন্দ উবাচ।

নিশম্যেতি তদা ব্যাসঃ ক্রোধান্ধী কৃতলোচনঃ।
ক্ষুৎ কৃশানুজ্জ্বলন্মূর্ত্তিঃ কাশীংসপিতি কুম্ভজ॥ ১২৪।

নাথের উপাসনা করেন॥ ১১৬—১২০॥ হে গুরো! কাশীই সকল বিদ্যার আধার, কাশীই মোক্ষলক্ষ্মীর নিকেতন, কাশীই মুক্তির হেতু এবং কাশীই বেদ চতুষ্টয়ের অনুরূপ॥১২০॥

তখন পরাশর নন্দন মহর্ষি বেদ ব্যাস শিষ্যগণের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! এই শ্লোক পুনর্ব্বার পাঠ কর। শিষ্যগণ গুরুর আজ্ঞানুসারে পুনরায় শ্লোক পাঠ করিল যথা "কাশীই সমস্ত বিদ্যার আধার, কাশীই মোক্ষ লক্ষ্মীর আবাস ভূমি, কাশীই মুক্তি ক্ষেত্র এবং কাশীই সর্ব্ববেদ স্বরূপ"॥ ১২২॥ ১২৩॥

এদিকে স্কন্দ অগস্তিকে কহিলেন, হে মুনিবর! মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যমুখে কাশীর এইরূপ প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ঙ্কর ক্রোধভরে আরক্তলোচনে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করত কাশীর প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন যে এই কাশীধামে কাহার যেন ত্রৈপুরুষী বিদ্যা ও ত্রৈপুরুষীধন সম্পত্তি এবং ত্রৈপুরুষী শক্তি কদাচ না হয় এবং এই কাশীবাসী

ব্যাস উবাচ।

মাভূত্ত্রৈ পুরুষীবিদ্যা মাভূত্ত্রৈ পূরুষং ধনম্।
মাভূত্ত্রৈ পুরুষীমুক্তিঃ কাশীং ব্যাসো শপন্নিতি॥ ১২৫।
গর্ব্বঃ পরোত্র বিদ্যানাং ধনগর্ব্বোত্র বৈমহান্।
মুক্তিগর্ব্বেণ নো ভিক্ষাং প্রযচ্ছন্তঃত্র বাসিনঃ॥ ১২৬।
ইতি কৃত্বা মতিংব্যাসঃ কাশ্যাংশাপমদাত্তদা।
দত্বাপি শাপং সমুনির্ভিক্ষিতুং ক্রোধবান্ যযৌ॥ ১২৭।
প্রতিগেহং ত্বরাযুক্তঃ প্রবিশন্ব্যোমদত্ত দৃক্।
বভ্রাম নগরীং সর্বাংক্বাপিভৈক্ষং নলব্ধবান্॥ ১২৮।
অংশুমালিন মাবীক্ষ্যমনাগ্লোহিতমণ্ডলম্।
ভিক্ষাপাত্রং পরিক্ষিপ্যনির্যযাবাশ্রমং প্রতি॥ ১২৯।
অথ গচ্ছন্মহাদেব্যা গৃহাদ্বারি নিষন্নযা।
প্রাকৃতস্ত্রীস্বরূপিণ্যা ভিক্ষায়ৈ প্রার্থিতোতিথিঃ॥ ১৩০।

মানবগন বিদ্যা গর্ব্বে ধন গর্ব্বে এবং মুক্তি গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যেন আর কাহাকেও কখন ভিক্ষা প্রদান না করে। মহর্ষি বেদব্যাস কাশীপুরীকে এইরূপে অভিসপ্ত করিয়া ক্রোধ পুর্ণ হৃদয়ে পুনরায় ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। তিনি উর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া অতিবেগে বারাণসীর দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি কণামাত্র ভিক্ষা লাভ কবিতে পারিলেন না॥ ১২৪—১২৮॥ তদনন্তর ব্যাসদেব ভাস্করকে ঈষৎ লোহিতবর্ণ দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন, বেলা অবসান হইয়াছে, তখন আর কি করিবেন, হস্তস্থ ভিক্ষাভাজন পাত্র দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন॥ ১২৯॥ তখন ব্যাসের গৃহ দ্বার সঞ্চারিণী সামান্য রমণীবেশ ধারিণী ভবানী ব্যাসকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রার্থনা বাক্যে কহিলেন, হে ভগবন! আমি বহুতর সন্ধান করিয়াও কুত্রাপি কোন ভিক্ষুককে নয়ন গোচর করিলাম না। হে প্রভো! আমার স্বামী অতিথি সংকার না করিয়া আহার করেন না আমার গৃহপতি বৈশ্বদেবাদি

গৃহী উবাচ।

ভগবন্ ভিক্ষুকাস্তাবদদ্য দৃষ্টা ন কুত্রচিৎ।
অসৎ কৃত্যাতিথিং নাথো ন মে ভোক্ষ্যতি কর্হিচিৎ॥১৩১
বৈশ্বদেবাদিককর্ম্ম কৃত্বা গৃহপতির্মম।
প্রতীক্ষেতাতিথিপথং তস্মাত্ত্বমতিথির্ভব॥ ১৩২।
বিনাতিথিং গৃহস্থো যস্ত্বন্নমেকো নিষেবতে।
নিষেবতেঘং স পরং সহিতঃ স্বপিতামহৈঃ॥ ১৩৩।
তস্মাত্ত্বরিতমায়াহি কুরু মে পত্যুরীহিতম্।
গার্হস্থ্যং সফলং কর্ত্তুমিচ্ছতোঽতিথিপূজনাৎ॥ ১৩৪।
ইতিশ্রুত্বা গতামর্ষো ব্যাসস্তামাহ বিস্মিতঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভদ্রে কা ত্বং কুতঃ প্রাপ্তা পূর্ব্বং দৃষ্টা ন কুত্রচিৎ॥ ১৩৫।
মন্যে ধর্ম্মময়ী মূর্ত্তিঃ কাপি ত্বং শুচিমানসা।
ত্বদ্দর্শনাৎপরাং প্রীতিং সম্প্রাপ্তাণীন্দ্রিয়াণিমে॥ ১৩৬।

মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া কলাপ সমাধানন্তর অতিথির প্রতীক্ষা করিতেছেন অতএব হে দ্বিজ! অদ্য তুমি তাঁহার আতিথ্য-গ্রহন কর। ॥ ১৩১—১৩২॥ অতিথি সৎকার না করিয়া যে ব্যক্তি লোভবশতঃ আত্মোদর পুরণ করে পিতৃ পিতামহের সহিত তাহার পাপ রাশি ভক্ষণ করা হয়। অতএব হে দ্বিজবর! সত্বর আগমন পূর্ব্বক মদীয় স্বামীর আতিথ্য স্বীকার কর, এবং তথায় গার্হস্থ ধর্ম্মের নিয়ম রক্ষা ও আমার স্বামির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর॥ ১৩৩—১৩৪॥ তখন মহর্ষি ব্যাস দেবীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রশান্ত মানসে প্রফুল্ল বদনে কহিলেন হে ভদ্রে। তুমি কে! কোথায় হইতেই বা আগমন করিলে? আমি ইতি পূর্ব্বে তোমাকে কুত্রাপি দর্শন করি নাই॥১৩৫॥ হে শুচিমানসে! আমার বোধ হয় তুমি ধর্ম্মের প্রতি মূর্ত্তি। তোমাকে দর্শণ করিয়া আমার

ত্বংসুধৈব ভবেৎ প্রায়ঃ সর্ব্বাবয়বসুন্দরি।
মন্দরাঘাতসন্ত্রাসাত্ত্যক্তক্ষীরার্ণবস্থিতিঃ॥ ১৩৭।
কলা সুধাকরস্যাথ কুহূরাহুভয়ার্দ্দিতা।
সীমন্তিনীস্বরূপেণ তিষ্ঠেঃ কাশ্যামনির্ভয়া॥ ১৩৮।
অথবা কমলাসি ত্বং বিহায় কমলালয়ম্।
নিশি সংকোচিনং কাশ্যাং বিকাশিন্যাংবসেঃ সদা॥১৩৯
কিম্বা তু করুণামূর্ত্তিরিহ কাশিনিবাসিনাম্।
সর্ব্বদুঃখৌঘহরিণী পরানন্দপ্রদায়িনী॥ ১৪০।
বারাণস্যাঃ কিমথ বাধিষ্টাত্রী দেবতা ন্নু।
কিম্বা নির্ব্বাণলক্ষ্মীস্ত্বং যা কাশ্যাং পরিগীয়তে॥ ১৪১।
স্বপাকং যায়জ কম্বা প্রান্তেহলংকুর্ব্বতী সমম্।
মদ্ভাগ্যং বা পরিণতমেতদ্‌যোষিৎস্বরূপতঃ॥ ১৪২।

ইন্দ্রিয় সকল পরম প্রীতি লাভ করিল॥ ১৩৬॥ হে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! যে সুধা ক্ষীরোদ মন্থনের সময় মন্দরাঘাত ভয়ে ভীত হইয়া ধরাধামে আগমন করিয়াছে, সেই সুধাই কি তোমার স্বরূপে এই স্থানে অবস্থান করিতেছে॥ ১৩৭॥ আমার বোধ হয় কলানিধির কলাই রাহু ও অমার ভয়ে সন্ত্রাসিত হইয়া তোমার স্বরূপে নির্ভয়ে কাশীতে বিরাজ করিতেছে॥ ১৩৮॥ অথবা কমলা যামিনী যোগে কমলবনকে শ্রীভ্রষ্ট দেখিয়া সদা শোভমান এই কাশীধাম আশ্রয় করিয়াছেন॥ ১৩৯॥ অথবা তুমি কাশী-বাসিদিগের সর্ব্বদুঃখ হারিণী ও পরমানন্দ প্রদায়িনী সাক্ষাৎ দয়ারূপে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ॥ ১৪০॥ অথবা তুমি এই বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিম্বা কাশীতে যাঁহাকে নির্ব্বাণ লক্ষ্মী বলিয়া কীর্ত্তন করে সেই লক্ষ্মীই কি তুমি॥ ১৪১॥ যাঁহার নিকট কি চণ্ডাল, কি যাগশীল সকলেই তুল্য গতি লাভ করে আমার সৌভাগ্যবলে কি অদ্য সেই দেবীকে প্রতক্ষ করিলাম॥ ১৪২॥ হে দেবি!

অথ বা সা ভবেন্মূ্যনং যা ক্ষেত্রে পরিগীয়তে।
ভক্তপোতপ্রদা ভক্ত্যা ভবানী ভবনাশিনী ॥ ১৪৩।
সর্ব্বথৈব ন নারী ত্বং নাসুরী নৈব কিন্নরী।
বিদ্যাধরী ন নো নাগী নো গন্ধর্ব্বী ন যক্ষিণী ॥ ১৪৪।
ত্বমিষ্টদেবতৈবাসি কাচিন্মে মোহহারিণী।
কেয়ং চিন্তাথ বা মেঽত্র কাচিত্ত্বং ভবসুন্দরি ॥ ১৪৫।
পরবানস্ম্যহং জাতস্তব দর্শনতোঽধুনা।
অবশ্যমেব কর্ত্তাস্মি তবাদেশ্যং তদাদিশ ॥ ১৪৬।
একং তপোব্যয়ং হিত্বা কারয়িষ্যসি যৎপুনঃ।
তদেবাহং করিষ্যামি বিধেয়ঃ শুভলোচনে ॥ ১৪৭।
ন বচস্ত্বাদৃশীনাং হি মহত্ত্বং হাপয়েৎ সতাম্।
পরন্ত্বং কাসি সুভগে সত্যং ব্রূহি মমাগ্রতঃ ॥ ১৪৮।
অথ বা ত ব দেহেস্মিন্ ক্বাসত্যং নির্ম্মলেক্ষণে।
ইতি পৃষ্টাহ মুনিনা সা বিশ্বায়ুর্ঘটোদ্ভব ॥ ১৪৯।

তুমি কি ভক্তজন নিস্তারিণী দুস্তর ভবসাগরের ভেলা রূপিণী ভবানী তুমি সামান্যনারী নহ, বিদ্যাধরিও নহ। তুমি নাগকন্যা গন্ধর্ব্ব কন্যা মাদৃশ বা যক্ষকন্যা নহ। তুমি মূঢ় ব্যক্তির মোহবিনাশিনী ইষ্টদেবতা স্বরূপিণী হে দেবি! হে সুন্দরি আর আমার চিন্তা কি? তোমার সন্দর্শন লাভে আমি চরিতার্থ হইলাম। অতএব হে সুলোচনে! তোমার কোন আদেশ প্রতি পালন করিতে হইবে বল ॥ ১৪৩—১৪৬ ॥ যদ্যপি আমার তপস্যার কোন রূপ বিঘ্ন না হয় তাহা হইলে তুমি যেরূপ আদেশ করিবে আমি তাহাই প্রতিপালন করিব ॥ ১৪৭ ॥ আমি তোমার ন্যায় রমণীর বাক্যে কোন প্রকার অনাদর করিব না, অতএব হে সুভগে! আমার নিকট সত্য করিয়া বল তুমি কে? অথবা তোমার এই পরম পবিত্র দেহে জঘন্য অসত্য বাক্যের স্থান পাইবার সম্ভাবনা কি? ॥ ১৪৮—১৪৯ ॥

অত্রত্যস্যৈব হি মুনে গৃহিণী গৃহমেধিনঃ।
নিত্যং বীক্ষে চরন্তং ত্বাং ভিক্ষাং শিষ্যগণৈর্বৃতম্ ॥১৫০।
ত্বমেব মান্যো জানীষে জানে ত্বামহমেব হি।
তপস্বিন্ কিম্বহূক্তেন যাবন্নাস্তং ব্রজেদ্রবিঃ ॥ ১৫১।
প্রাণনাথস্য মে তাবদাতিথ্যং সফলং কুরু।
তচ্ছ্রুত্বা স মুনিঃ প্রাহ বিনয়ানতকন্ধরঃ ॥ ১৫২।

ব্যাস উবাচ।

অস্তি মে নিয়মঃ কশ্চিৎ স সিদ্ধিং চেদ্ব্রজেৎ শুভে।
একভিক্ষাং তদাহং তু করিষ্যে নান্যথা পুনঃ ॥ ১৫৩।
তপস্ব্যুদীরিতং শ্রুত্বা সা প্রোবাচ বচস্ততঃ।
অবিশঙ্কম্বদ মুনে কস্তেঽস্তি নিয়মঃ সুধীঃ ॥ ১৫৪।
মম ভর্ত্তুঃ প্রসাদেন কিঞ্চিন্ন্যূনং যতোঽত্র ন।
ইতি শ্রুত্বা প্রহৃষ্টাত্মা স তামাহ তপোধনঃ ॥ ১৫৫।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! তখন বিশ্ববীজ স্বরূপিণী ভবানী মহর্ষি ব্যাস দেবকে কহিলেন হে মুনে! সত্য কহিতেছি আমি এতন্নগরীস্থ কোন গৃহস্থের গৃহিণী, আমি দেখি তুমি প্রত্যহ শিষ্য মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া এই পুরীমধ্যে পর্য্যটন করিয়া থাক। হে তপস্বিন্! আমি কে তাহা তুমি জান না, কিন্তু তোমাকে আমি বিশেষ রূপ জ্ঞাত আছি। হে মুনিসত্তম! আর বৃথা আলাপের প্রয়োজন নাই, রবির অস্ত গমনের পূর্ব্বে আমার প্রাণ নাথের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ কর ॥ ১৫০—১৫২ ॥

দেবীর এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর মহর্ষি ব্যাসদেব বিনম্র বদনে কহিলেন, হে শুভে! আমার একটী নিয়ম আছে, আমি একবার মাত্র ভিক্ষা করিয়া থাকি, তদ্বিষয়ে তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে।
তাপসের এতদ্বচন শ্রবন করিয়া দেবী কহিলেন, হে মহামতে তপোধন! তোমার কি নিয়ম আছে, নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা আমার নিকট বল। আমার

অযুতং মম শিষ্যা যে তৈঃ সপংক্তিমহং বৃণে।
অস্তং যাবন্ন যাত্যর্কস্তাবদ্ভোক্ষ্যেঽন্যথা নহি ॥ ১৫৬।
নিশম্যেতি প্রহৃষ্টাস্যা সা প্রোবাচ মুনিন্ততঃ।
কিম্বি লম্বেন তৎ যাহি সর্ব্বান্ শিষ্যান্ সমাহ্বয় ॥ ১৫৭।
পুনঃ প্রাহ স তাং সাধ্বী ত্বেতাবৎ সিদ্ধিরস্তি তে।
যেন তৃপ্তিং গমিষ্যন্তি মচ্ছিষ্যাঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ১৫৮।
স্মিত্বাথ সা ব্রবীত্তং তু মুনে ভর্ত্তুরনুগ্রহাৎ।
সিদ্ধমেব সদৈবাস্তে সর্ব্বং তাবন্মমালয়ে ॥ ১৫৯।
যাবতার্থিজনস্তৃপ্তিমেতি সর্ব্বোপি সর্ব্বশঃ।
বয়ন্ন তাদৃক্ মহিলা ভর্তৃসন্দেহ কারিকাঃ ॥ ১৬০।
আয়াতোর্থী যদাগেহে সিদ্ধং কার্য্যংতদৈব হি।
পরিপূর্ণা দিশঃ সর্ব্বাঃ পরিপূর্ণা মনোরথাঃ ॥ ১৬১।
পরিপূর্ণং গৃহং সর্ব্বং পত্যুঃ পাদপ্রসাদতঃ।
যাহি তূর্ণং সমায়াহি যাবদন্নার্থিভিঃ সহ ॥ ১৬২।

পতির প্রসাদাৎ আমার গৃহে কোন প্রকার অভাব নাই। তখন ব্যাস উত্তর করিলেন, হে দেবি! আমি দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে মিলিত হইয়া সূর্য্যাস্তের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত আহার করি। দেবী কহিলেন, তবে আর বিলম্ব কেন, তোমার শিষ্য গণকে আহ্বান করিয়া সত্বর আমার সহিত আগমন কর। তখন তপোধন কহিলেন, হে শুভে! তুমি অন্নাদি দ্বারা আমাদের যেরূপ পরিতৃপ্ত করিবে, তাহার অনুরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫৩—॥ ১৫৮ ॥ দেবী স্মিতবদনে কহিলেন হে মুনিবর পতির অনুগ্রহে আমার আলয়ে কোন প্রকার সিদ্ধির অপ্রতুল নাই ॥ ১৫৯ ॥ স্বামীকে চিন্তা করিতে হয় এরূপ কার্য্যের ভার গ্রহন করি না, আমি সে প্রকৃতির মহিলা নহি, অতিথি গৃহে আসিলেই গৃহীর সমস্ত কর্ম্ম সফল হয়। দিক প্রসন্ন হয় ও সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়। পতির অনুগ্রহে আমার গৃহে সকলই প্রচুর অতএব

পতির্মে বহুকালীনঃ কালং ন সহতে চিরম্।
প্রিয়াতিথিঃ প্রিয়ত মস্তদাতিথ্যসমৃদ্ধয়ে॥ ১৬৩।
আসু গত্বা সমাগচ্ছ যাবন্নাস্তমিতো রবিঃ।
ইতি প্রহৃষ্টস্ত্বরিতঃ শিষ্যানাহূয় সর্ব্বতঃ॥ ১৬৪।
আগত্য তাং পুনঃ প্রাহ দৃষ্ট্বা তন্মার্গলোচনাম্।
মাতঃ সর্ব্বে সমায়াতাস্ত্বরি তদ্দেহি ভোজনম্॥ ১৬৫।
অস্তাচলং হি সময়া সমিয়াদেষ ভাস্করঃ।
ইত্যুক্ত্বা মন্দিরস্যান্তর্বিবিশুস্তে তপোধনাঃ॥ ১৬৬।
তন্মণ্ডপমণিজ্যোতি স্তত্যাহিতদিনশ্রিয়ঃ।
যাবদ্গচ্ছন্তি তৎসৌধমধ্যমাশু তপস্বিনঃ॥ ১৬৭।
পাদৌ প্রক্ষাল্য তাবত্তে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সমর্চ্চ্যচ।
কতিচিৎপরিবিষ্টান্না ভোক্তুমেবোপবেশিতাঃ॥ ১৬৮।

শিষ্যগণের সহিত সত্বরে আমার গৃহে গমন কর আর বিলম্ব করিও না। আমার পতি অতিশয় প্রাচীন তিনি আর অধিক কাল প্রতীক্ষা করিতে সমর্থ নহেন আমার প্রিয়তম অতিশয় অতিথি প্রিয়, অতএব আতিথ্য দানের নিমিত্ত তুমি সশিষ্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমার গৃহে গমন কর॥ ১৬০—১৬৪॥ অনন্তর দেবীর বচনানুসারে হৃষ্টমানসে ব্যাস সমস্ত শিষ্য সমভিব্যাহারে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মাতঃ সকলেই আগমন করিয়াছেন শীঘ্র অন্ন প্রদান কর, ঐ দেখ রবির অস্তাচল চুড়াবলম্বন সময় সমুপস্থিত॥ ১৬৫—১৬৬॥ এই কথা বলিতে বলিতে সকলেই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা সকলেই মন্দির মধ্যস্থ মণিসকলের জ্যোতিতে মধ্যাহ্ন কালীন দিবাকরের ন্যায় শ্রীধারণ করিলেন॥ ১৬৭॥ তখন কেহ বা পাদ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন, কেহবা অন্ন নিবেদন করিতে লগিলেন, কেহবা অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন, কেহবা ভোজনার্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কেহবা উপাদেয় বিবেচনা করিয়া একদৃষ্টে অন্নের দিকে

তদ্দিব্যপাকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা তদ্দৃষ্টয়ঃ ক্ষণাৎ।
পরাং তৃপ্তি মুপাগচ্ছন্ ঘ্রাণন্যা মোদরাজিভিঃ॥ ১৬৯।
অতি তৃপ্তিং সমাপন্নাস্তে তদন্ন নিষেবণাৎ।
আচান্তাশ্চন্দনৈঃ স্রগিভ্রম্বরৈঃ পরিভূষিতাঃ॥ ১৭০।
অথ সান্ধ্যংবিধিং কৃত্বা প্রোপবিশ্য তদগ্রতঃ।
অভিনন্দ্য মহাশীর্ভির্যাবদ্গন্তুং প্রচক্রমুঃ॥ ৭১।
তাবদ্বৃদ্ধ গৃহস্থেন গৃহিণী সা কটাক্ষিতা।
পপ্রচ্ছ তীর্থে বসতাং কো ধর্ম্মো মুখ্যএবহি॥ ১৭২।
তথাতদনুসারেণ তীর্থে বর্ত্তামহে বয়ম্।
সর্ব্বধর্ম্ম বিদাংশ্রেষ্ঠঃ শ্রুত্বা তদ্গৃহিণীবচঃ॥ ১৭৩।
তদাদরসুধাক্লিন্নমহান্নস্বাদুতর্পিতঃ।
প্রত্যুবাচ মুনির্ব্যাসঃ স্মিত্বা তাং সর্ববিত্তমাম্॥ ১৭৪।

চাহিয়া রহিলেন। এবং কেহবা সৌগন্ধ আঘ্রাণ মাত্রেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ঐরূপে সকলে আহারান্তে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আচমন করিলেন এবং কলেবরে স্রকচন্দনাদি বিলেপ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন॥ ১৬৮—১৭০॥ অনন্তর সায়ং সন্ধ্যা সমাপনান্তে গৃহস্বামীর সমীপস্থ হইয়া আশীর্ব্বাদ বাক্যে তাহাকে অভিবাদন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিতে লাগিলেন॥ ১৭১॥ ইতিমধ্যে গৃহস্থ গৃহিণীর প্রতি কটাক্ষ করিলেন। চতুরা গৃহিণী তখন গৃহস্থের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মহর্ষিরে কহিলেন, হে ঋষিরাজ! বলদেখি, তীর্থসেবি দিগের কোন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, আমরা তোমার নিকট তাহার তথ্য অবগত হইয়া তদনুসারে সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিব॥ ১৭২—১৭৩॥ সমাদর রূপ সুধাসিক্ত দেবীর প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণে পরমাপ্যায়িত মহর্ষি ব্যাস তখন ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! হে মহামিষ্টান্ন-মানদে! হে বিমল-মানসে! তুমি যেরূপ পরিচর্য্যা করিয়াছ তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যখন তুমি পতিব্রতা, তখন

ব্যাস উবাচ।

স্বচ্ছান্তঃ করণে মাতর্ম্মহামিষ্টান্নমানদে।
সএষ ধর্ম্মো নান্যোস্তি যত্ত্বয়া পরিচর্য্যতে॥ ১৭৫।
ত্বমেব ধর্ম্মং জানাসি পতি সুশ্রূষণেরতা।
যদি পৃচ্ছসি মাং সত্যং তদাকিঞ্চন বচ্মি তে॥ ১৭৬।
বক্তব্যমেব পৃষ্টেন মনাগপি বিজানতা।
স এব ধর্ম্মঃ শুভগে নান্যো ধর্ম্মোস্তি কশ্চন॥ ১৭৭।
যেনৈষ তোষমায়াতি তব ভর্ত্তা চিরন্তনঃ॥ ১৭৮।

গৃহিণ্যুবাচ।

অয়ং ধর্ম্মো ভবেন্ন্যূনং ক্রিয়তে চ স্বশক্তিতঃ।
সাধারণানি ধর্ম্মাণি সংপৃচ্ছে তানি মে বদ॥ ১৭৯।

ব্যাস উবাচ।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং পরোৎকর্ষ সহিষ্ণুতা।
বিচার্য্যকারিতা নিত্যং স্বধিশ্ম্যোদয়চিন্তনম্॥ ১৮০॥

তোমার অবিদিত কোন ধর্ম্মই নাই। যদি প্রশ্ন করিলে তবে যথা কথঞ্চিৎ কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ১৭৪—১৭৬॥ হে শুভগে! ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন করিলে স্বল্পধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি যতদূর জ্ঞাত আছে তদুপদেশ দ্বারা প্রশ্নকারির আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিবে, ইহাও একটী ধর্ম্ম। তোমার পক্ষে তোমার প্রাচীন পতির সেবা ও তাঁহাকে সন্তোষ রাখা ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম নাই॥ ১৭৭॥ ১৭৮॥

দেবী কহিলেন, হে মুনে! এ সামান্য ধর্ম্ম আমি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছি এবং যথাশক্তি প্রতিপালন ও করিয়া থাকি। তুমি অন্যবিধ কোন ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান কর॥ ১৭৯॥

ব্যাস কহিলেন, প্রিয় বচন প্রয়োগ, পরোৎকর্ষ সহিষ্ণুতা, সদসদ বিবেচনা, জ্ঞানোপায় চিন্তা, এই সকলই প্রধান ধর্ম্ম॥ ১৮০॥

গৃহস্থ উবাচ।

এষু ধর্ম্মেষু কোবিদ্বংস্ত্বয়ি কোঽস্তীহ তদ্বদ।
ততঃ স্থগিতবদ্ব্যাসস্তস্থৌ কিঞ্চিন্ন চোক্তবান্ ॥ ১৮১।
ততঃ পুনর্গৃহস্থেন স হি প্রোক্তস্তপোধনঃ।
যদ্যেত এব বৈ ধর্ম্মাস্ত্বয়া যে প্রতিপাদিতাঃ ॥ ১৮২।
তদ্দান্ততাতবৈবৈক্ষি দানং শাপস্য চোত্তমম্।
ত্বয্যেব হি দয়া সম্যক্ ধৈর্য্যং ত্বয্যেব চোত্তমম্ ॥ ১৮৩।
ত্বয়ি সম্ভাবনাস্ত্যেব কামক্রোধবিনিগ্রহে।
ত্বমেব সম্যক্ জানীষে বক্তুং চোদ্বেগবর্জ্জিতম্ ॥ ১৮৪।
ত্বয্যেব সম্যক্ দৃশ্যেত পরোৎকর্ষসহিষ্ণুতা।
বিচার্য্যকারিতায়াশ্চ ত্বমেব নিলয়ো মহান্ ॥ ১৮৫।
স্বস্যধিস্ম্যস্য চ ভবান্ চিন্তয়েদ্ধৃদয়ং ধ্রুবম্।
মমৈকং ব্রূহি ভো বিদ্বন্ শাপং দদ্যাচ্চ যঃ ক্রুধা ॥ ১৮৬।
অলভন্ স্বার্থসংসিদ্ধিমভাগ্যাত্তস্য কস্য সঃ ॥ ১৮৭।

গৃহস্থ কহিলেন, এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন্‌টী তোমাতে বিদ্যমান আছে। মহর্ষি গৃহস্থের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া একবারে নিস্তব্ধ ও অবাক্ হইয়া থাকিলেন ॥ ১৮১ ॥

গৃহস্থ পুনরায় কহিলেন, হে মুনিবর! তুমি ইতিপূর্ব্বে যে যে বিষয়কে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিলে সেই সকল ধর্ম্ম, দান, দয়া, ধৈর্য্য, কামক্রোধাদির নিগ্রহ, প্রিয় ভাষিত্ব, পরোৎকর্ষ, সহিষ্ণুতা, বিচাদক্ষতা এবং জ্ঞানোপায় চিন্তা সমস্তই তোমাতে বিদ্যমান আছে, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি ভাগ্য-দোষে ভোগ-বঞ্চিত হইয়া যদি কেহ অভিশাপ প্রদান করে তবে সেই অভিশাপ কাহার পক্ষে প্রতিফলিত হয়? ১৮২—১৮৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

যঃ স্বার্থসিদ্ধিমলভন্নভাগ্যাচ্ছপতি ক্রুধা।
স শাপঃ প্রত্যুত ভবেচ্ছপ্তুরেবাবিবেকিনঃ ॥ ১৮৮।

গৃহস্থ উবাচ।

ভবতা ভ্রমতা বিপ্র নাপ্তা ভিক্ষা যদাপ্যহো।
তদাপরাদ্ধং কিমিহ বরাকৈঃ ক্ষেত্রবাসিভিঃ ॥ ১৮৯।
তপস্বিন্ শৃণু মে বাক্যং রাজধান্যাং মমেহ যঃ।
ঋদ্ধিং দ্রষ্টুং ন শক্নোতি পরিশপ্তঃ স এব হি ॥১৯০।
অদ্যপ্রভৃতি ন ক্ষেত্রে মদীয়ে শাপবর্জ্জিতে।
আবস ক্রোধন মুনে ন বাসে যোগ্যতাত্র তে ॥ ১৯১।
ইদানীমেব নির্গচ্ছ বহিঃ ক্ষেত্রাদিতো ভব।
তদ্বিধানাং ন যোগ্যং মে ক্ষেত্রমোক্ষৈকসাধনম্ ॥১৯২।
অত্রাল্পমপি যদ্দৌষ্ট্যং কৃতং মৎ ক্ষেত্রবাসিনাম্।
তদ্দৌষ্ট্যস্য পরীপাকো রুদ্রপৈশাচ্যমেব হি ॥ ১৯৩।

ব্যাস উত্তর করিলেন, স্বার্থ-সিদ্ধিতে বঞ্চিত হইয়া ক্রোধবশতঃ যিনি অন্যের প্রতি শাপ প্রদান করেন, সেই অবিবেকী অভিশাপদাতাই সেই শাপের প্রতিফল ভোগ করিতে বাধ্য হন ॥ ১৮৮ ॥

গৃহস্থ কহিলেন, হে মুনিবর! কি আশ্চর্য্য! তুমি ভাগ্যদোষে ভিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া কি নিমিত্ত নির্দ্দোষী ক্ষেত্রবাসিগণকে অভিসম্পাৎ করিলে? ১৮৯ ॥ হে তপস্বিন্! যে নির্ব্বোধ আমার এই রাজধানীর সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া ঈর্ষাপরায়ণ হইবে, সে অভিসম্পাত বর্জ্জিত আমার এই ক্ষেত্র মধ্যে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে। অতএব তুমি এই ক্ষণেই ক্ষেত্রবহির্ভাগে গমন কর। মোক্ষের নিদান আমার এই পুরী তোমার বাসের উপযুক্ত নহে। ১০০—১৯২ ॥ আমার ক্ষেত্রবাসিগণের বিরুদ্ধে যদ্যপি কেহ সামান্য মাত্র অনিষ্টাচরণ করে, সেই অপরাধে তাহাকে রুদ্রপিশাচযোনি প্রাপ্ত হইতে হয় ॥ ১৯৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বেপমানঃ স পরিশুষ্কোষ্ঠতালুকঃ।
জগাম শরণং গৌরীং লুঠংস্তচ্চরণাগ্রতঃ॥ ১৯৪।
উবাচ চ বচো মাতস্ত্রাহি ত্রাহি ভৃশং রুদন্।
অনাথস্ত্বং সনাথোঽহং বালিশস্তববালকঃ॥ ১৯৫।
শরণাগতং সন্ত্রাহি রক্ষ মাং শরণাগতম্।
বহূনামাগসাঙ্গেহমস্মাকং দুষ্টমানসম্॥ ১৯৬।
শম্ভুশাপোঽন্যথা কর্ত্তুং ভবত্যাপি ন শক্যতে।
অহঞ্চ শরণাযাতস্তদেকং ক্রিয়তাং শিবে॥ ১৯৭।
প্রত্যষ্টমি সদা ক্ষেত্রে প্রতিভূতঞ্চ পার্ব্বতি।
দিশ প্রবেশনাদেশং নেশস্ত্বদ্বাক্যলঙ্ঘকঃ॥ ১৯৮।
ইত্যুক্তা তেন মুনিনা ভবানী করুণাজনিঃ।
মুখং মহেশিতুর্বীক্ষ্য তথেত্যাহ তদাজ্ঞয়া॥ ১৯৯।
অথান্তর্হিতবন্তৌ তৌ শিবৌ ক্ষেত্রশিবংকরৌ।
ব্যাসোপি নির্যযৌ ক্ষেত্রাৎ স্বাপরাধঞ্চ সংবদন্॥২০০।

বিশ্বেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণে ব্যাস কম্পিত কলেবর হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। তখন তিনি ধরালুণ্ঠন পূর্ব্বক গৌরীর চরণে নিপতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে জননি! শরণাগত এই মূর্খ সন্তানকে রক্ষা কর। হে মাত! আমি বহু দোষে দোষী ও বহু অপরাধে অপরাধী, বিপন্ন ও শরণাপন্ন তোমার এই পুত্রকে রক্ষা কর॥ ১৯৪—১৯৬॥ হে দেবি! শম্ভুর শাপ সংহার করিবার শক্তি তোমারও নাই অতএব হে শিবে! আমি তোমার শরণাপন্ন, আমার এই নিবেদন, অনুমতি করুন আমি যেন প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে বারাণসী প্রবেশ করিতে পারি॥ ১৯৭—১৯৮॥ তখন করুণাময়ী ভবানী ব্যাসের হিতার্থ মহেশ্বরের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ব্যাসকে "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহারা উভয়েই তথা হইতে

অহোরাত্রং স পশ্যন্ বৈ ক্ষেত্রং দৃষ্টেরদূরগম্।
প্রাপ্যাষ্টমীঞ্চ ভূতাঞ্চ মধ্যে ক্ষেত্রং সদা বিশেৎ॥ ২০১।
লোলার্কাদগ্নিদিগ্‌ভাগে স্বর্ধুনী পূর্ব্ব রোধসি।
স্থিতোহদ্যাপি পশ্যেৎ স কাশীপ্রাসাদরাজিকাম্॥২০২।

স্কন্দ উবাচ।

ইত্থং কুম্ভজ স ব্যাসঃ ক্ষেত্রে শাপং প্রদাস্যতি।
ক্ষেত্রশাপপ্রদানাচ্চ বহির্যাস্যতি তৎক্ষণাৎ॥ ২০৩।
অতএবাবিমুক্তস্য ক্ষেত্রস্য শুভশংসিনঃ।
ভবিষ্যতি শুভং নিত্যং অন্যথা ত্বন্যথৈব হি॥ ২০৪।
শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং ব্যাসশাপবিমোক্ষণম্।
মহাদুর্গোপসর্গেভ্যো ভয়ং তস্য ন কুত্রচিৎ॥ ২০৫।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ব্যাসশাপবিমোক্ষণং নাম ষণ্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাসও আত্মকৃত অপরাধের বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিদূরে অবস্থান করিয়া অহোরাত্র লোচনানন্দদায়িনী বারাণসী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে বারাণসীতে আগমন করিতেন॥১৯৯—২০১॥ তিনি লোলার্কের বহ্নিকোণে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বদিক ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক অদ্যাপিও বারাণসীর প্রাসাদ রাজীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন॥ ২০২॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ব্যাসদেব এইরূপে কাশীকে অভিসম্পাৎ করিয়া তৎপ্রতিফল স্বরূপ তৎক্ষণাৎ কাশীবাসে বঞ্চিত হইলেন॥ ২০৩॥ যিনি অবিমুক্ত ক্ষেত্র এই কাশীধামের শুভ কামনা করেন তাঁহার সর্ব্বথা কল্যান লাভ হইয়া থাকে। তদ্বিপরীতাচরণের ফলও বিপরীত হয়॥ ২০৪॥ যিনি ব্যাস-শাপ-বিমোচন নামক এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিবেন তাঁহাকে কোন প্রকার সঙ্কট অথবা উপসর্গ হইতে ভীত হইতে হইবে না॥২০৫॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ব্যাস-শাপ-বিমোচন নাম ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

সপ্তাধিকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

এতদ্ভবিষ্যং শ্রুত্বাহং ব্যাসস্য শিবনন্দন।
আশ্চর্য্যভাজনং জাতস্তীর্থানি কথয়াধুনা॥ ১।
আনন্দকাননে যানি যত্র সন্তি ষড়ানন।
তানি লিঙ্গস্বরূপাণি সমাচক্ষ্ব মমাগ্রতঃ॥ ২।

স্কন্দ উবাচ।

অয়মেব হি বৈ প্রশ্নো দেব্যৈ দেবেন ভো তদা।
যাদৃশঃ কথিতো বচ্মি তাদৃশং শৃণু কুম্ভজ॥ ৩।

দেব্যুবাচ।

যানি যানি হি তীর্থানি যত্র যত্র মহেশ্বর।
তানি তানীহ মে কাশ্যাং তত্র তত্র বদ প্রভো॥ ৪।

সপ্তাধিকনবতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে শিবনন্দন ষড়ানন! আমি তোমার মুখে মহর্ষি বেদব্যাসের ভবিষ্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম এক্ষণে তীর্থ সকল কীর্ত্তন কর॥ ১॥ হে ষড়ানন! আনন্দকানন কাশীধামে যে সকল লিঙ্গ আছেন তুমি তত্তাবতের স্বরূপ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর॥ ২॥ স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! পুরাকালে দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর দেবীকৃত এই প্রশ্নের উত্তরে যেরূপ কহিয়াছিলেন, সেই সকল আমি অবিকল তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩॥

দেবী কহিলেন, হে মহেশ্বর! এই বারাণসীর যে যে স্থানে যে যে তীর্থ আছে, হে প্রভো! তুমি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। মহেশ্বর কহি-

দেবদেব উবাচ।

শৃণু দেবি বিশালাক্ষি তীর্থং লিঙ্গমুদাহৃতম্।
জলাশয়েপি তীর্থাখ্যা জাতা মূর্ত্তিপরিগ্রহাৎ॥ ৫।
মূর্ত্তয়ো ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্কশিববিঘ্নেশ্বরাদিকাঃ।
লিঙ্গং শৈবমিতিখ্যাতং যত্রৈতত্তীর্থমেব তৎ॥ ৬।
বারাণস্যাং মহাদেবঃ প্রথমং তীর্থমুচ্যতে।
তদুত্তরে মহাকূপঃ সারস্বতপদপ্রদঃ॥ ৭।
ক্ষেত্রপূর্ব্বোত্তরে ভাগে তদ্দৃষ্টং পশুপাশহৃৎ।
তৎপশ্চাদ্বিগ্রহবতী পূজ্যা বারাণসী নরৈঃ॥ ৮।
সা পূজিতা প্রযত্নেন সুখবস্তিপ্রদা সদা।
মহাদেবস্য পূর্ব্বেণ গোপ্রেক্ষং লিঙ্গমুত্তমম্॥ ৯।
তদ্দর্শনাৎ ভবেৎ সম্যক্ গোদানজনিতং ফলম্।
গোলোকাৎ প্রেষিতা গাবঃ পূর্ব্বং যচ্ছম্ভুনা স্বয়ম্॥১০।

লেন, হে বিশালাক্ষি! মূর্ত্তি সকলের অধিষ্ঠান হেতু জলাশয় প্রভৃতি যেরূপে তীর্থ হয়, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৪—৫॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অর্ক এবং গণপতি এই সমস্ত মূর্ত্তিই কাশীতে শিব লিঙ্গ এবং তীর্থ রূপে পরিখ্যাত॥ ৬॥ কাশীতে প্রথম মহাদেব তীর্থ। তাহার উত্তরে সারস্বতপদপ্রদ মহাকূপ॥ ৭॥ ক্ষেত্রের পূর্ব্বোত্তর ভাগে পশুপাশবিনাশন মহাদেব লিঙ্গ; তাহাঁর পশ্চিমে বিগ্রহবতী বারাণসী মূর্ত্তি, তিনি সকলের পূজনীয়॥ ৮॥ ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলে সুখৈশ্বর্য্য লাভ হয়। মহাদেবের পূর্ব্বভাগে গোপ্রেক্ষ নামক মহা লিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে গোদান জন্য পুণ্য লাভ হয়॥ ৯॥ পূর্ব্বকালে শম্ভু কর্ত্তৃক অসংখ্য গো বারাণসীতে প্রেরিত হয়, ইহাতেই গোপ্রেক্ষ লিঙ্গের আবির্ভাব॥ ১০॥

বারাণসীং সমায়াতা গোপ্রেক্ষং তত্ততঃ স্মৃতম্।
গোপ্রেক্ষাদ্দক্ষিণে ভাগে দধীচীশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ১১।
তদ্দর্শনাৎ ভবেৎ পুংসাং ফলং যজ্ঞসমুদ্ভবম্।
অত্রীশ্বরস্তু তৎ প্রাচ্যাং মধুকৈটভপূজিতম্ ॥ ১২।
লিঙ্গং দৃষ্ট্বা প্রযত্নেন বৈষ্ণবং পদমৃচ্ছতি।
গোপ্রেক্ষাৎ পূর্ব্বদিগ্ভাগে লিঙ্গং বৈ বিজ্বরং স্মৃতম্ ॥১৩
তস্য সম্পূজনান্ মর্ত্ত্যো বিজ্বরো জায়তে ক্ষণাৎ।
প্রাচ্যাং বেদেশ্বরস্তস্য চতুর্বেদফলপ্রদঃ ॥ ১৪।
বেদেশ্বরাদুদীচ্যান্তু ক্ষেত্রজ্ঞশ্চাদিকেশবঃ।
দৃষ্টং ত্রিভুবনং সর্ব্বং তস্য সন্দর্শনাদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৫।
সঙ্গমেশ্বরমালোক্য তৎপ্রাচ্যাং জায়তেঽনঘঃ।
চতুর্মুখেন বিধিনা তৎপূর্ব্বেণ চতুর্মুখম্ ॥ ১৬।
প্রয়াগসংজ্ঞকং লিঙ্গং অর্চ্চিতং ব্রহ্মলোকদম্।
তত্র শান্তিকরী গৌরী পূজিতা শান্তিকৃদ্ভবেৎ ॥ ১৭।

গোপ্রেক্ষের দক্ষিণ ভাগে দধীচীশ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করিলে যজ্ঞ ফল লাভ হয়.॥ ১১ ॥ তৎপূর্ব্বভাগে মধুকৈটভ পূজিত অত্রীশ্বর লিঙ্গ, তদ্দর্শনে বিষ্ণুলোক লাভ হয় ॥ ১২ ॥ গোপ্রেক্ষের পূর্ব্বদিকে বিজ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে পূজা করিলে মানবগণ বিগত জ্বর হয় ॥ ১৩ ॥ তৎপূর্ব্বভাগে চতুর্ব্বেদফল-প্রদ বেদেশ্বর লিঙ্গ। তদুত্তরে ক্ষেত্রজ্ঞ আদিকেশব লিঙ্গ, তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে ভুবনত্রয় দর্শনের ফল লাভ হয় ॥ ১৪—১৫ ॥ তৎপূর্ব্বদিকে পাপহর সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গ, তদ্দর্শনে নরগণের সমস্ত পাপ বিমোচন হয়। তৎপূর্ব্বদিকে চতুর্ম্মুখ-প্রতিষ্ঠিত চতুর্ম্মুখ এবং প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গ, তদুভয়ের পূজা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। তৎসমীপে শান্তিকরী গৌরী বিরাজমানা, তাঁহার পূজা করিলে সমস্ত বিঘ্ন বিঘাত হইয়া থাকে ॥ ১৬—১৭ ॥ বরণার পূর্ব্বতটে

বরণায়াস্তটে পূর্ব্বে পূজ্যং কুন্তীশ্বরং নৃভিঃ।
তৎ পূজনাৎ প্রজায়ন্তে পুত্রা নিজকুলোজ্জ্বলাঃ ॥ ১৮ ।
কুন্তীশ্বরাদুত্তরতস্তীর্থং বৈ কাপিলো হ্রদঃ।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ বৃষভধ্বজপূজনাৎ ॥ ১৯ ।
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলং ত্ববিকলং ভবেৎ।
রৌরবাদিষু যে কেচিৎ পিতরঃ কোটিসম্মিতাঃ ॥ ২০ ।
তত্র শ্রাদ্ধে কৃতে পুত্রৈঃ পিতৃলোকে প্রযান্তি তে।
আনুসূয়েশ্বরং লিঙ্গং গোপ্রেক্ষাদুত্তরে মুনে ॥ ২১ ।
তদ্দর্শনাৎ ভবেৎ স্ত্রীণাং পাতিব্রত্যফলং স্ফুটম্।
তল্লিঙ্গপূর্ব্বদিগ্‌ভাগে পূজ্যঃ সিদ্ধিবিনায়কঃ ॥ ২২ ।
যাং সিদ্ধিং যঃ সমীহেত স তামাপ্নোতি তন্নতেঃ।
হিরণ্যকশিপোর্লিঙ্গং গণেশাৎ পশ্চিমে ততঃ ॥ ২৩ ।
হিরণ্যকূপস্তত্রাস্তি হিরণ্যাখসমৃদ্ধিকৃৎ ॥ ২৪ ।

কুন্তীশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার পূজা করিলে কুলোজ্জ্বল পুত্র লাভ করিতে পারা যায় ॥ ১৮ ॥ কুন্তীশ্বরের উত্তরদিক ভাগে কাপিলহ্রদ তীর্থ ও বৃষভধ্বজ লিঙ্গ। তথায় পূজা করিলে নিশ্চয়ই রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তথায় শ্রাদ্ধ করিলে রৌরব নরকস্থ কোটী পূর্ব্বপুরুষগণ পিতৃলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন ॥১৯—২০॥ স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গোপ্রেক্ষের উত্তরদিক ভাগে আনুসূয়েশ্বর লিঙ্গ, তদ্দর্শনে স্ত্রীগণের পাতিব্রত্যের ফল লাভ হয়। তাঁহার পূর্ব্বদিকে সিদ্ধিবিনায়ক, তিনি অবশ্য পূজনীয়। ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায় ॥ ২১—২২ ॥ সিদ্ধিবিনায়ক গণেশের পশ্চিমে হিরণ্যকশিপু লিঙ্গ এবং হিরণ্যকূপ আছে; ঐ কূপে স্নান ও ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে হিরণ্য লাভ হয় ॥ ২৩—২৪ ॥

মুণ্ডাসুরেশ্বরং লিঙ্গং তৎ প্রতীচ্যাঞ্চ সিদ্ধিদম্।
অভীষ্টদন্তু নৈঋত্যাং গোপ্রেক্ষাদ্বৃষভেশ্বরম্॥ ২৫।
মুনে স্কন্দেশ্বরং লিঙ্গং মহাদেবস্য পশ্চিমে।
তল্লিঙ্গপূজনান্নৃণাং ভবেন্মম সলোকতা॥ ২৬।
তৎ পার্শ্বতো হি শাখেশো বিশাখেশশ্চ তত্র বৈ।
নৈগমেয়েশ্বরস্তত্র যেন্যে নন্দ্যাদয়ো গণাঃ॥ ২৭।
তেষামপি হি লিঙ্গানি তত্র সন্তি সহস্রশঃ।
তদ্দর্শনাদ্ভবেৎ পুংসাং তত্তদ্গাণসলোকতা॥ ২৮।
নন্দীশ্বরাৎ প্রতীচ্যাঞ্চ শিলাদেশঃ কুধীহরঃ।
মহাবলপ্রদস্তত্র হিরণ্যাক্ষেশ্বরঃ শুভঃ॥ ২৯।
তদ্দক্ষিণেঽট্টহাসাখ্যং লিঙ্গং সর্ব্বসুখপ্রদম্।
প্রসন্নবদনেশাখ্যং লিঙ্গং তস্যোত্তরে শুভম্॥ ৩০।
প্রসন্নবদনস্তিষ্ঠেদ্ভক্তস্তদ্দর্শনাচ্ছুভাৎ।
তদুত্তরে প্রসন্নোদং কুণ্ডং নৈর্ম্মল্যদং নৃণাম্॥ ৩১।

তৎপশ্চিমে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মুণ্ডাসুরেশ্বর লিঙ্গ। গো-প্রেক্ষের নৈঋত কোণে সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ বৃষভেশ্বর লিঙ্গ॥ ২৫॥ স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! মহাদেবের পশ্চিমে স্কন্দেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার পূজা করিলে মদীয় লোক প্রাপ্ত হয়॥ ২৬॥ তৎপশ্চিমে শাখেশ্বর, বিশাখেশ্বর ও নৈগমেয়েশ্বর লিঙ্গ। নন্দী প্রভৃতি প্রমথগণও তথায় বিরাজমান আছেন এবং তাঁহাদের চতুঃপার্শ্বে সহস্র সহস্র অন্যান্য লিঙ্গও আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে গণপদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়॥ ২৭॥ ২৮॥ নন্দীশ্বরের পশ্চিমে কুমতি-বিনাশন শিলাদেশ্বর ও মহাবলপ্রদ সর্ব্ব শুভময় হিরণ্যাখ্যেশ্বর লিঙ্গ॥ ২৯॥ তদ্দক্ষিণে সর্ব্ব সুখপ্রদ অট্টহাস লিঙ্গ, তাঁহার উত্তরে প্রসন্নবদন ঈশ্বরাখ্য লিঙ্গ। ভক্তি-ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তগণের চিত্ত প্রসন্ন হয়॥ ৩০॥ তাহার উত্তরে পবিত্র বারিপূর্ণ এক কুণ্ড আছে। তথায় স্নান করিলে নরগণের সমস্ত

প্রতীচ্যামট্টহাসস্য মিত্রাবরুণনামনী।
লিঙ্গে তল্লোকদে পূজ্যে মহাপাতকহারিণী॥ ৩২।
নৈঋর্ত্যাঞ্চাট্টহাসস্য বৃদ্ধবাসিষ্ঠসংজ্ঞকম্।
লিঙ্গং তৎ পূজনাৎ পুংসাং জ্ঞানমুৎপদ্যতে মহৎ॥ ৩৩।
বসিষ্ঠেশসমীপস্থঃ কৃষ্ণেশো বিষ্ণুলোকদঃ।
তদ্যাম্যাং যাজ্ঞবল্ক্যেশো ব্রহ্মতেজো বিবর্দ্ধনঃ॥ ৩৪।
প্রহ্লাদেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য তৎ পশ্চাদ্ভক্তিবর্দ্ধনম্।
স্বয়ং লীনঃ শিবো যত্র ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া॥ ৩৫।
অতঃ স্বর্লীনং তৎ পূর্ব্বে লিঙ্গং পূজ্যং প্রযত্নতঃ।
সদৈব জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমানন্দমিচ্ছতাম্।
যা গতির্বিহিতা তেষাং স্বর্লীনে সা তনুত্যজাম্॥ ৩৬।
বৈরোচনেশ্বরং লিঙ্গং স্বর্লীনাৎ পুরতঃ স্থিতম্।
তদুত্তরে বলীশঞ্চ মহাবলবিবর্দ্ধনম্॥ ৩৭।

পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যায়॥ ৩১॥ স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণ-নন্দন! অট্টহাসের পশ্চিমে স্বনামখ্যাত সর্ব্ব-পাপ-নাশন একটি লিঙ্গ আছেন, তাঁহার পূজা করিলে সালোক্য মুক্তি লাভ হয়॥৩২॥ অট্টহাসেশ্বরের নৈঋতে বৃদ্ধ বশিষ্ঠেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার পূজা করিলে মানবগণ নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ৩৩॥ তৎসমীপে বিষ্ণুলোক-প্রদ কৃষ্ণেশ্বর লিঙ্গ। কৃষ্ণেশ্বরের দক্ষিণে ব্রহ্মতেজ-বিবর্দ্ধন যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার পশ্চিমে ভক্তিবর্দ্ধন প্রহ্লাদেশ্বর লিঙ্গ। ভক্তগণের কামনানুসারে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সেই লিঙ্গে বিলীন হইয়া আছেন। প্রহ্লাদেশ্বরের পূর্ব্বদিকে স্বর্লীনেশ্বর লিঙ্গ, মোক্ষ আকাঙ্ক্ষী জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তিনি অবশ্য পূজনীয়। তাঁহার পূজা করিলে কাশী-মৃত্যু তুল্য ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায়॥৩৪—৩৬॥ তাঁহার পুরোভাগে বৈরোচনেশ্বর লিঙ্গ, তদুত্তরে মহাবল-বিবর্দ্ধন বলীশ্বর লিঙ্গ, তৎসমীপে সর্ব্বকামপ্রদ বাণেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার পূজা করা উচিত। তৎসমীপে চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ, চন্দ্রেশ্বরের

তত্রৈব লিঙ্গং বাণেশং পূজিতং সর্ব্বকামদম্।
চন্দ্রেশ্বরস্য পূর্ব্বেণ লিঙ্গং বিদ্যেশ্বরাভিধম্॥ ৩৮।
সর্ব্বা বিদ্যাঃ প্রসন্নাঃ স্যুস্তস্য লিঙ্গস্য সেবনাৎ।
তদ্দক্ষিণে তু বীরেশো মহাসিদ্ধিবিধায়কঃ॥ ৩৯।
তত্রৈব বিকটা দেবী সর্ব্বদুঃখৌঘমোচনী।
পঞ্চমুদ্রং মহাপীঠং তদ্যোয়ং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥ ৪০।
তত্র জপ্তা মহামন্ত্রাঃ ক্ষিপ্রং সিধ্যন্তি নান্যথা।
তৎ পীঠে বায়ুকোণে তু সম্পূজ্যঃ সগরেশ্বরঃ॥ ৪১।
তদর্চ্চনাদশ্বমেধফলং স্ববিকলং ভবেৎ।
তদীশানে চ বালীশস্তির্য্যগ্যোনিনিবারকঃ॥ ৪২।
মহাপাপৌঘবিধ্বংসী সুগ্রীবেশস্তদুত্তরে।
হনুমদীশ্বরস্তত্র ব্রহ্মচর্য্যফলপ্রদঃ॥ ৪৩।
মহাবুদ্ধিপ্রদস্তত্র পূজ্যো জাম্ববতীশ্বরঃ।
আশ্বিনেয়েশ্বরৌ পূজ্যৌ গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে তটে॥ ৪৪।

পূর্ব্বদিকে বিদ্যেশ্বর-লিঙ্গ। তাঁহার সেবা করিলে সমস্ত বিদ্যা লাভ হয়। তদ্দক্ষিণে বীরেশ্বর লিঙ্গ, তিনি ভক্তগণের সিদ্ধি দাতা॥ ৩৭—৩৯॥ তৎসমীপে সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী বিকটা দেবী বিরাজমানা। তন্নিকটে সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ পঞ্চমুদ্রা পীঠ। যাঁহারা এই পীঠে মহামন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হন। এই পীঠের বায়ু দিক্‌ভাগে পরম পূজনীয় সগরেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তাঁহার ঈশানদিকে বালীশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার পূজা করিলে কোন প্রকার নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না॥ ৪০—৪২॥ তাঁহার উত্তর দিক্‌ভাগে মহা পাপ ধ্বংশকারী সুগ্রীবেশ্বর লিঙ্গ; তৎসমীপে হনুমৎ প্রতিষ্ঠিত হনুমদীশ্বর লিঙ্গ; তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ হয়॥ ৪৩॥ তৎসমীপে মহাবুদ্ধিপ্রদ জাম্ববতীশ্বর লিঙ্গ, তিনি অবশ্য পূজ-

তদুত্তরে ভদ্রহ্রদো গবাং ক্ষীরেণ পূজিতঃ।
কপিলানাং সহস্রেণ সম্যক্ দত্তেন যৎ ফলম্ ॥ ৪৫ ।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ স্নাতো ভদ্রহ্রদে ধ্রুবম্ ।
পূর্ব্বভাদ্রপদাযুক্তা পৌর্ণমাসী যদা ভবেৎ ।
তদা পুণ্যতমঃ কালো বাজিমেধফলপ্রদঃ ॥ ৪৬ ।
হ্রদপশ্চিমতীরে তু ভদ্রেশ্বরবিলোকনাৎ ।
গোলোকং প্রাপ্নুয়াত্তস্মাৎ পুণ্যান্নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ।
ভদ্রেশ্বরাদ্ যাতুধান্যামুপশান্তশিবো মুনে ।
তস্য লিঙ্গস্য সংস্পর্শাৎ পরাং শান্তিং সমৃচ্ছতি ॥ ৪৮ ।
উপশান্তং শিবং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা জন্মশতার্জ্জিতম্ ।
ত্যজেদশ্রেয়সো রাশিং শ্রেয়োরাশিঞ্চ বিন্দতি ॥ ৪৯ ।
তদুত্তরে চ চক্রেশো যোনিচক্রনিবারকঃ ।
তদুত্তরে চক্রহ্রদো মহাপুণ্যবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৫০ ।

নীয়। ভাগীরথীর পশ্চিম তটে অশ্বিনেয়েশ্বর লিঙ্গ, তিনি মানবগণের অবশ্য পূজনীয় ॥ ৪৪ ॥ তদুত্তরে ভদ্রহ্রদ তীর্থ, গোক্ষীর দ্বারা তথায় পূজা করিলে মানবগণের নিশ্চয়ই সহস্র কপিলা গো দানের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥৪৫॥ পৌর্ণমাসীর সহিত পূর্ব্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের যোগকালীন এই হ্রদে স্নান ও তথায় বিহিতরূপ পূজাদি করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ভদ্রেশ্বর হ্রদের পশ্চিম তীরে ভদ্রেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করিলে জীবের গোলোক বাস হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ ভদ্রেশ্বরের নৈঋৎ কোণে উপশান্ত নামে এক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে স্পর্শ করিলে অসীম শান্তি লাভ হইয়া থাকে এবং দর্শন করিলে শত জন্মার্জ্জিত অশুভ শান্তি ও রাশি রাশি শ্রেয়ো লাভ হয় ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ উপশান্ত শিবের উত্তরদিক্ ভাগে জন্ম-নিবারণ চক্রীশ্বর লিঙ্গ। তদুত্তরে মহাপুণ্য-বিবর্দ্ধন চক্রহ্রদ। এই হ্রদে স্নান ও সংযত চিত্তে চক্রেশ্বরের পূজা করিলে শিব সাযুজ্য প্রাপ্তি হয় ॥ ৫০ ॥

স্নাত্বা চক্রহ্রদে মর্ত্ত্যশ্চক্রেশং পরিপূজ্য চ।
শিবলোকমবাপ্নোতি ভাবিতে নান্তরাত্মনা ॥ ৫১।
তন্নৈঋতে চ শূলেশো দ্রষ্টব্যশ্চ প্রযত্নতঃ।
শূলং তত্র পুরা ন্যস্তং স্নানার্থং বরবর্ণিনি ॥ ৫২।
হ্রদস্তত্র সমুৎপন্নঃ শূলেশস্যাগ্রতো মহান্ ॥ ৫৩।
স্নানং কৃত্বা হ্রদে তত্র দৃষ্ট্বা শূলেশ্বরং বিভুম্।
রুদ্রলোকং নরা যান্তি ত্যক্ত্বা সংসারগহ্বরম্ ॥ ৫৪।
তৎ পূর্ব্বতো নারদেন তপস্তপ্তং মহত্তরম্।
লিঙ্গঞ্চ স্থাপিতং শ্রেষ্ঠং কুণ্ডঞ্চাপি শুভং কৃতম্ ॥ ৫৫।
তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বৈ নারদেশ্বরম্।
সংসারাব্ধিং মহাঘোরং সন্তরেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৬।
নারদেশ্বরপূর্ব্বেণ দৃষ্ট্বা বভ্রাতকেশ্বরম্।
নির্ম্মলাং গতিমাপ্নোতি পাপৌঘঞ্চ বিমুঞ্চতি ॥ ৫৭।

দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর মহাদেবীকে কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! চক্রেশ্বরের নৈঋৎ কোণে শূলেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করা মানবগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরাকালে এই স্থলে ভক্তগণের হিতার্থ আমার শূল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতেই শূলেশ্বরের পুরোভাগে এই হ্রদের উৎপত্তি হয়। এই কূপে স্নান ও শূলেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে গভীর এই সংসার গহ্বর উত্তীর্ণ হইয়া মানবগণ রুদ্রাবাসে বাস করিতে সমর্থ হয় ॥ ৫১—৫৪ ॥ মহর্ষি নারদ তাহার পূর্ব্ব ভাগে অতি কঠোর দুঃসাধ্য তপশ্চারণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ ও পরম পবিত্র কুণ্ড স্থাপন করেন। এই কুণ্ডে স্নান ও নারদেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে অপার সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ নারদেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে বভ্রাতকেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করিলে সমস্ত পাপ বিধ্বংসিত হইয়া যায় এবং উত্তমা গতিও লাভ করিতে পারা যায় ॥ ৫৭ ॥

তদগ্রে তাম্রকুণ্ডঞ্চ তত্র স্নাতো ন গর্ভভাক্।
বিঘ্নহর্ত্তা গণাধ্যক্ষস্তদ্বায়ব্যে সুবিঘ্নহৃৎ॥ ৫৮।
তত্র বিঘ্নহরং কুণ্ডং তত্র স্নাতো ন বিঘ্নভাক্।
অনারকেশ্বরং লিঙ্গং তদুদর্ক্দিশি চোত্তমম্॥ ৫৯।
কুণ্ডঞ্চানারকাখ্যং বৈ তত্র স্নাতো ন নারকী।
বরণায়াস্তটে রম্যে বরণেশস্তদুত্তরে॥ ৬০।
তত্র পাশুপতঃ সিদ্ধস্ত্র্যক্ষপাদো মহামুনে।
অনেনৈব শরীরেণ শাশ্বতীং সিদ্ধিমাগতঃ॥ ৬১।
তৎ পশ্চিমে চ শৈলেশঃ পরনির্ব্বাণকামদঃ।
কোটীশ্বরস্তু তদ্যাম্যাং লিঙ্গং শাশ্বতসিদ্ধিদম্॥ ৬২।
কোটিতীর্থে হ্রদে স্নাত্বা কোটীশং পরিপূজ্য চ।
গবাং কোটিপ্রদানস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ ৬৩।
মহাশ্মশানস্তম্ভোঽস্তি কোটীশাদ্বহ্নিদিগ্স্থিতঃ।
তস্মিং স্তম্ভে মহারুদ্রস্তিষ্ঠতে চোময়া সহ॥ ৬৪।

তাঁহার পুরোভাগে তাম্রকুণ্ড তীর্থ। তথায় স্নান করিলে জীবের আর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তাহার বায়ুকোণে বিঘ্নহারী গণাধ্যক্ষ আছেন। তৎসমীপ দেশে বিঘ্নহর কুণ্ড আছে; তথায় স্নান করিলে কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। তদুত্তরে পরমপাবন অনারকেশ্বর লিঙ্গ, তৎসমীপে অনারক নামে কুণ্ড, তথায় স্নান করিলে নরগণকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বরণার রমণীয় তটে অনারকেশ্বরের উত্তরে বরণেশ্বর লিঙ্গ, তৎসমীপে পাশুপতগণ, সিদ্ধগণ এবং জ্ঞানিগণ শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ করেন॥ ৫৮—৬১॥ তাহার পশ্চিমে পরম নির্ব্বাণ কামপ্রদ শৈলেশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ কোটীশ্বর লিঙ্গ। কোটী তীর্থ হ্রদে স্নান করিয়া কোটীশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে কোটী গোদানের ফল লাভ হয়॥ ৬২॥ ৬৩॥ কোটীশ্বরের বহ্নিকোণে মহাশ্মশান স্তম্ভ। তথায় উমার সহিত মহারুদ্র অবস্থান করেন॥ ৬৪॥

তং স্তম্ভং সমলঙ্কৃত্য নরস্তৎ পদমাপ্নুয়াৎ।
তত্রৈব তীর্থং পরমং কপালেশসমীপতঃ॥ ৬৫।
কপালমোচনং নাম তত্র স্নাতোঽশ্বমেধভাক্।
ঋণমোচনতীর্থন্তু তদুদগ্দিশি শোভনম্॥ ৬৬।
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা মুক্তো ভবতি চর্ণতঃ।
তত্রৈবাঙ্গারকং তীর্থং কুণ্ডঞ্চাঙ্গারনির্ম্মলম্॥ ৬৭।
স্নাত্বাঙ্গারকতীর্থে তু ভবেদ্ভূয়ো ন গর্ব্ভভাক্।
অঙ্গারবারযুক্তায়াং চতুর্থ্যাং স্নাতি যো নরঃ।
ব্যাধিভির্নাভিভূয়েত ন চ দুঃখী কদাচন॥ ৬৮।
বিশ্বকর্ম্মেশ্বরং লিঙ্গং জ্ঞানদঞ্চ তদুত্তরে।
মহামুণ্ডেশ্বরং লিঙ্গং তস্য দক্ষিণতঃ শুভম্॥ ৬৯।
কূপঃ শুভোদনামাপি স্নাতব্যং তত্র নিশ্চিতম্।
তত্র মুণ্ডময়ী মালা ময়া ক্ষিপ্তাতিশোভনা॥ ৭০।

যাহারা সেই স্তম্ভ মণিময় রত্নাদিতে সুসজ্জিত করিয়া দেন, তাহাদের রুদ্র লোকে বাস হয়। তৎসমীপে কপালেশ্বর লিঙ্গ, সেই লিঙ্গের অনতিদূরে কপাল মোচন তীর্থ; তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তদুত্তরে পরম পবিত্র ঋণ-মোচন তীর্থ, তথায় স্নান করিলে মানবগণ ঋণ হইতে মুক্ত হয়॥ ৬৫—৬৭॥ তৎসমীপে আঙ্গার তীর্থ ও অঙ্গার কুণ্ড। তাঁহাতে স্নান করিলে পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। মঙ্গলবার যুক্ত চতুর্থী তিথিতে তথায় স্নান করিলে কোন প্রকার ব্যাধি বা দুঃখে অভি-ভূত হইতে হয় না॥ ৬৮॥ তদুত্তরে জ্ঞানপ্রদ বিশ্বকর্ম্মেশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে শুভপ্রদ মহামুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ। এই লিঙ্গ সমীপে পরম পবিত্র একটী কূপ আছে, তথায় স্নান করা অতীব আবশ্যক। শম্ভু কহিলেন, হে দেবি! আমি পুরা-কালে এই কুণ্ডে অতি সুশোভন মুণ্ডমালা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহাতেই

মহামুণ্ডা ততো দেবী সমুৎপন্নাঘহারিণী।
খট্বাঙ্গঞ্চ ধৃতং তত্র খট্বাঙ্গেশস্ততোঽভবৎ ॥ ৭১।
নিষ্পাপো জায়তে মর্ত্ত্যো খট্বাঙ্গেশবিলোকনাৎ।
ভুবনেশস্ততো যাম্যাং কুণ্ডঞ্চ ভুবনেশ্বরম্ ॥ ৭২।
তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাতো ভুবনেশো ভবেন্নরঃ।
তদ্‌যাম্যাং বিমলেশশ্চ কুণ্ডঞ্চ বিমলোদকম্ ॥ ৭৩।
তত্র স্নাত্বা বিলোক্যেশং বিমলো জায়তে নরঃ।
তত্র পাশুপতঃ সিদ্ধস্ত্র্যম্বকো নাম নামতঃ ॥ ৭৪।
অনেনৈব শরীরেণ রুদ্রলোকমবাপ্তবান্।
ভৃগোরায়তনং তস্য পশ্চিমেঽতীব পুণ্যদম্ ॥ ৭৫।
বিধি পূর্ব্বং তদভ্যর্চ্চ্য প্রাপ্নুয়াচ্ছিবমন্দিরম্।
শুভেশ্বরশ্চ তদ্‌যাম্যাং মহাশুভফলপ্রদঃ ॥ ৭৬।
তত্র সিদ্ধঃ পাশুপতঃ কপিলর্ষির্মহাতপাঃ।
তত্রাস্তি হি গুহা রম্যা কপিলেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৭৭।

সর্ব্ব পাপ বিনাশিনী মহামুণ্ডা দেবীর আবির্ভাব হয়। তথায় খট্বাঙ্গধারী খট্বাঙ্গেশ্বর লিঙ্গ আছেন। যাহারা এই লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাদের কোন প্রকার পাপে অভিভূত হইতে হয় না ॥ ৬৯—৭১ ॥ তদ্দক্ষিণে ভুবনেশ্বর লিঙ্গ। ভুবনেশ্বর কুণ্ডে স্নান করিলে নরগণ ভুবনেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥ তদ্দক্ষিণে বিমলোদক কুণ্ড ও তৎসমীপে বিমলেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণ বিমলান্তকরণ হইয়া থাকেন ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥ ইতিপূর্ব্বে ত্র্যম্বক নামক পাশুপতগণ ও সিদ্ধগণ এই কুণ্ডে স্নান ও এই লিঙ্গ দর্শন করিয়া এই পার্থিব শরীরেই রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥ তৎপশ্চিমে পুণ্যপ্রদ ভার্গব প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ, তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে শিবধাম লাভ হয় ॥ ৭৬ ॥ তদ্দক্ষিণে শুভ ফলপ্রদ শুভেশ্বর লিঙ্গ। তৎসমীপে সিদ্ধগণ, পাশুপতগণ, কপিল প্রভৃতি মহাতপা ঋষিগণ অবস্থান করেন ॥ ৭৭ ॥

তাং গুহাং প্রবিশেদ্ যো বৈ ন স গর্ভে বিশেৎ ক্বচিৎ।
তত্র যজ্ঞোদকূপোঽস্তি বাজিমেধফলপ্রদঃ॥ ৭৮।
ওঙ্কার এষ এবাসাবাদিবর্ণময়াত্মকঃ।
মৎস্যোদর্য্যুত্তরে কূলে নাদেশস্ত্বহমেব চ॥ ৭৯।
নাদেশঃ পরমং ব্রহ্ম নাদেশঃ পরমাগতিঃ।
নাদেশঃ পরমং স্থানং দুঃখসংসারমোচনম্॥ ৮০।
কদাচিত্তস্য দেবস্য দর্শনে যাতি জাহ্নবী।
মৎস্যোদরী সা কথিতা স্নানং পুণ্যৈরবাপ্যতে॥ ৮১।
মৎস্যোদরী যদা গঙ্গাপশ্চিমে কপিলেশ্বরম্।
সমায়াতি মহাদেবি তদা যোগঃ সুদুর্ল্লভঃ॥ ৮২।
উদ্দালকেশ্বরং লিঙ্গং উদীচ্যাং কপিলেশ্বরাৎ।
তদ্দর্শনেন সংসিদ্ধিঃ পরা সর্ব্বৈরবাপ্যতে॥ ৮৩।

ইহার অনতিদূরেই কপালেশ্বর লিঙ্গ, তৎসমীপে একটী রমণীয় গুহা আছে, ঐ গুহায় প্রবেশ করিলে মানবগণকে আর গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না॥ ৭৮॥ উক্ত গুহা সমীপে যজ্ঞোদ কূপ। এই কুণ্ড সমীপে সমস্ত বর্ণের আদিভূত ওঙ্কার স্বরূপ লিঙ্গ আছেন। ঐ কূণ্ডে স্নান ও ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ৭৯॥

মহেশ্বর মহাদেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবি! মৎস্যোদরীর উত্তর কুলে আমি নাদেশ্বর রূপে অবস্থান করিয়া থাকি, নাদেশ্বরই পরম ব্রহ্ম নাদেশ্বরই পরম গতি, নাদেশ্বরই জীবগণের পরম গতিপ্রদ এবং নাদেশ্বরই সংসারের সমস্ত দুঃখ সংহারকারী॥৮০॥ হে দেবি! যখন জাহ্নবী এই নাদেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য এই স্থানে সমাগত হন ও মৎস্যোদরী যখন কপিলেশ্বরকে সন্দর্শনার্থ কপিলেশ্বর সন্নিহিতা হন, তখন পরস্পরের সমবায় হেতু দুর্লভ যোগ উপস্থিত হয়॥ ৮১॥ ৮২॥ কপিলেশ্বরের উত্তরাংশে উদ্দালকেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করিলে পরমাসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে॥ ৮৩॥

তদুত্তরে বাস্কুলীশং লিঙ্গং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদম্।
বাস্কুলীশাদ্দক্ষিণতো লিঙ্গং বৈ কৌস্তুভেশ্বরম্ ॥ ৮৪
তস্যার্চ্চনেনরত্নৌঘৈর্ন বিযুজ্যেত কর্হিচিৎ।
শঙ্কুকর্ণেশ্বরং লিঙ্গং কৌস্তুভেশ্বরদক্ষিণে ॥ ৮৫।
সংসেব্য পরমং জ্ঞানং লভেদদ্যাপি সাধকঃ॥
অঘোরেশো গুহাদ্বারি কূপস্তস্যোত্তরে শুভঃ ॥ ৮৬।
অঘোরোদ ইতি খ্যাতো বাজিমেধফলপ্রদঃ।
গর্গেশো দমনেশশ্চ তত্র লিঙ্গদ্বয়ং শুভম্ ॥ ৮৭।
অনেনৈবেহ দেহেন যত্র তৌ সিদ্ধিমাপতুঃ।
তল্লিঙ্গয়োঃ সমর্চ্চাতঃ সিদ্ধির্ভবতি বাঞ্ছিতা ॥ ৮৮।
তদ্দক্ষিণে মহাকুণ্ডং রুদ্রাবাস ইতি স্মৃতম্।
তত্র রুদ্রেশমভ্যর্চ্চ্য কোটিরুদ্রফলং লভেৎ ॥ ৮৯।

... কাপালেশ্বরমানন্দ... ॥ ...

তাহার উত্তরে সর্ব্ব সিদ্ধি প্র... ...ন বাস্কুলীশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে কৌস্তুভেশ্বর

সর্ব্ব পাঁপ বিনাশিনী স...

লিঙ্গ। তাহার অর্চ্চনা করিলে কদাচ রত্নহীন হইতে হয় না ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ কৌস্তুভেশ্বরের দক্ষিণে শঙ্কুকর্ণেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার সেবা করিলে সাধকগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। প্রাগুক্ত রমণীয় গুহা দ্বারে অঘোরেশ্বর লিঙ্গ, এই লিঙ্গের উত্তরে অঘোরদ নামে সুপবিত্র কূপ আছে, সেই কূপে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ তৎসমীপে গর্গ প্রতিষ্ঠিত, গর্গেশ্বর, ও দম প্রতিষ্ঠিত দমনেশ্বর লিঙ্গ। পুরাকালে গর্গ ও দম এই লিঙ্গ দ্বয়ের উপাসনা করিয়া ইহ শরীরেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গ দ্বয়ের অর্চ্চনায় ভক্তগণ বাঞ্ছানুরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। তদ্দক্ষিণে রুদ্রনামে মহা কুণ্ড। তৎসমীপস্থ রুদ্রেশ্বরকে যিনি অর্চ্চনা করেন, তিনি কোটি রুদ্রসূক্ত মন্ত্র জপের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥

চতুর্দ্দশী যদাপর্ণে রুদ্রনক্ষত্রসংযুতা।
তদা পুণ্যতমঃ কালস্তস্মিন্ কুণ্ডে মহাফলঃ॥ ৯০॥
রুদ্রকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা রুদ্রেশ্বরং বিভুম্।
যত্র তত্র মৃতো বাপি রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯১॥
রুদ্রস্য নৈঋর্তে ভাগে লিঙ্গং তত্র মহালয়ম্।
তদগ্রে পিতৃকূপোঽস্তি পিতৃণামালয়ঃ পরঃ॥ ৯২॥
তত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা পিণ্ডান্ কূপে পরিক্ষিপেৎ।
একবিংশকুলোপেতঃ শ্রাদ্ধকৃদ্রুদ্রলোকভাক্॥ ৯৩॥
তত্র বৈতরণী নাম দীর্ঘিকা পশ্চিমাননা।
তস্যাং স্নাতো নরো দেবি নরকং নৈব গচ্ছতি॥ ৯৪॥
বৃহস্পতীশ্বরং লিঙ্গং রুদ্রকুণ্ডাচ্চ পশ্চিমে।
গুরুপুষ্যাসমাযোগে দৃষ্ট্বা দিব্যাং লভেদ্গিরম্॥ ৯৫॥
রুদ্রাবাসাদ্দক্ষিণতঃ কামেশং লিঙ্গমুত্তমম্।
তদ্দক্ষিণে মহাকুণ্ডং স্নানাচ্চিন্তিতকামদম্॥ ৯৬॥

শম্ভু কহিলেন, হে অপর্ণে! চতুর্দ্দশী সহ আর্দ্রানক্ষত্র যোগের সময় এই রুদ্র কুণ্ডে স্নান ও রুদ্রেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে নরগণ যে কোন স্থানে এই পার্থিব লীলা সম্বরণ করুক না কেন, চরমে রুদ্রলোক প্রাপ্তিরূপ পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারে॥ ৯০॥ ৯১॥ রুদ্রদেবের নৈঋতভাগে মহালয় নামে লিঙ্গ ও তদগ্রে পিতৃ কূপ। এই রুদ্রকূপে স্নান, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান করিলে শ্রাদ্ধ কর্ত্তার এক বিংশতি পুরুষের সহিত রুদ্রধাম লাভ হয়॥ ৯২॥ ৯৩॥ তৎসমীপে বৈতরণী নামে পশ্চিমবাহিনী একটী দীর্ঘিকা আছে, তাহাতে স্নান করিলে নরগণকে নরকে গমন করিতে হয় না॥ ৯৪॥ রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমে বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গ। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত গুরুবাসরে তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তগণ বাক্‌পটুতা লাভ করিতে পারে॥ ৯৫॥ রুদ্রবাসের দক্ষিণে অনুত্তম কামেশ্বর লিঙ্গ; তদ্দক্ষিণস্থ মহাকুণ্ডে স্নান করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ

চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যাং তত্র যাত্রা চ কামদা।
নলকূবরলিঙ্গঞ্চ প্রাচ্যাং কামেশ্বরাচ্ছুভম্॥ ৯৭।
তদগ্রে পাবনঃ কূপো ধনধান্যসমৃদ্ধিদঃ।
নরকূবরপূর্ব্বেণ সূর্য্যাচন্দ্রমসেশ্বরৌ॥ ৯৮।
অজ্ঞানধ্বান্তপটলীং হরতস্তৌ সমর্চ্চিতৌ।
তদ্দক্ষিণেধ্বকেশশ্চ দৃষ্টো মোহবিনাশনঃ॥ ৯৯।
তত্র সিদ্ধীশ্বরং লিঙ্গং মহাসিদ্ধিসমর্পকম্।
তত্রৈব মণ্ডলেশশ্চ মণ্ডলেশপদপ্রদঃ॥ ১০০।
কামকুণ্ডস্য পূর্ব্বেণ চ্যবনেশঃ সমৃদ্ধিদঃ।
তত্রৈব সনকেশশ্চ রাজসূয়ফলপ্রদঃ॥ ১০১।
সনৎকুমারলিঙ্গঞ্চ তৎ পশ্চাদ্যোগসিদ্ধিকৃৎ।
তদুত্তরে সনন্দেশো মহাজ্ঞানসমর্থকঃ॥ ১০২।

হয়। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে তথায় বার্ষিকী যাত্রা করিলে ভক্তগণ বাঞ্ছানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়॥ ৯৭॥ শুভ প্রদ কামেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্ব দিকে নল কুবর লিঙ্গ এই লিঙ্গের পূরোভাগে ধন ধান্য সমৃদ্ধি-প্রদ এক পবিত্র কূপ আছে। নলকুবর লিঙ্গের পূর্ব্বভাগে চন্দ্রেশ্বর ও সূর্য্যেশ্বর লিঙ্গ। এই লিঙ্গদ্বয়ের পূজা করিলে নরের অজ্ঞানতারূপ তিমিরজাল বিদূরিত হইয়া যায়। ইহার দক্ষিণে মোহ-বিনাশন অধ্বকেশ্বর লিঙ্গ। তথায় মহাসিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধীশ্বর নামে আর একটী লিঙ্গ আছেন। তৎসমীপে সার্ব্বভৌমপদপ্রদ মণ্ডলেশ্বর লিঙ্গ॥ ৯৮—১০০॥ কামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে সর্ব্ব সমৃদ্ধিপ্রদ চ্যবনেশ্বর লিঙ্গ। তৎসমীপদেশে রাজসূয়পদ-প্রদ সনকেশ্বর লিঙ্গ। ইহার পশ্চিমে যোগ সিদ্ধিদ সনৎ কুমারেশ্বর লিঙ্গ। তদুত্তরে মহাজ্ঞান দাতা সনন্দেশ্বর লিঙ্গ। পাশুপত মন্ত্র দীক্ষা লাভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর সদাচরণে যে ফল লাভ হয়, কুণ্ডেশ লিঙ্গ দর্শনে তৎ ফল লাভ হইয়া থাকে। তদ্দক্ষিণস্থ

তৎ যাম্যামাহুতীশশ্চ দৃষ্টো হোমফলপ্রদঃ।
তদ্‌যাম্যাং পুণ্যজনকং লিঙ্গং পঞ্চশিখেশ্বরম্ ॥ ১০৩।
মার্কণ্ডেয়হ্রদস্তস্য পশ্চিমে পুণ্যবর্দ্ধনঃ।
তস্মিন্ হ্রদে নরঃ স্নাত্বা কিন্তু য়ঃ পরিশোচতি ॥ ১০৪।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ ভবেদক্ষয়পুণ্যদং।
তদুত্তরে চ কুণ্ডেশঃ সর্ব্বসিদ্ধৈর্নমস্কৃতঃ ॥ ১০৫।
দীক্ষাং পাশুপতীং লব্ধ্বা দ্বাদশাব্দেন যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে বিপ্র মর্ত্ত্যঃ কুণ্ডেশদর্শনাৎ ॥ ১০৬।
মার্কণ্ডেয়হ্রদাৎ পূর্ব্বং শাণ্ডিল্যেশঃ সুপুণ্যদঃ।
তৎ পশ্চিমে চ চণ্ডেশশ্চণ্ডাংশুগ্রহণাঘহৃৎ ॥ ১০৭।
দক্ষিণে চ কপালেশাৎ কুণ্ডং শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞিকম্।
তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা দাতাস্যাচ্ছ্রীপ্রভাবতঃ ॥ ১০৮।
মহালক্ষ্মীশ্বরং লিঙ্গং তস্য কুণ্ডস্য সন্নিধৌ।
মহালক্ষ্মীং সমভ্যর্চ্চ্য স্নাতস্তৎ কুণ্ডবারিষু ॥ ১০৯।

আহুতীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে যজ্ঞীয় হোম কার্য্যের ফল লাভ হয়। তাহাঁর দক্ষিণ দিকে পুণ্যপ্রদ শিখেশ্বর লিঙ্গ। এই লিঙ্গের পশ্চিমে পুণ্য-বর্দ্ধন মার্কণ্ডেয় হ্রদ। সেই কুণ্ডে স্নান করিলে শোকে অভিভূত হইতে হয় না এবং তথায় দান করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়। তদুত্তরে কুণ্ডেশ লিঙ্গ মার্কণ্ডেয় হ্রদের পূর্ব্বদিকভাগে পুণ্য-প্রদ শাণ্ডিল্যেশ্বর লিঙ্গ এবং তৎ পশ্চিমে চণ্ডেশ্বর লিঙ্গ। এই লিঙ্গ রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় পাপ সকলকে বিদূরিত করিয়া দেন ॥ ১০৭ ॥ কপালেশ্বরের দক্ষিণে শ্রীকণ্ঠ-কুণ্ড। তথায় স্নান দান করিলে ভক্তগণ প্রতিভা সম্পন্ন হইতে পারে ॥ ১০৮ ॥ সেই কুণ্ড সমীপে মহালক্ষ্মীশ্বর লিঙ্গ! যাঁহারা উক্ত কুণ্ডে স্নান করিয়া এই লিঙ্গের পূজা করেন অমরাঙ্গনাগণ চামর হস্তে তাঁহাদের সেবা করেন ॥ ১০৯ ॥

চামরাসক্তহস্তাভির্দিব্যস্ত্রীভিশ্চ বীজ্যতে।
যদা মৎস্যোদরীং যান্তি স্বর্গলোকাদ্দিবৌকসঃ।
তদা তেনৈব মার্গেণ যান্তি স্ত্রীভির্বৃতাঃ সুখম্ ॥ ১১০ ।
স্বর্গদ্বারমতঃ খ্যাতং তৎ স্থানং মুনিসত্তম।
তৎ কুণ্ডদক্ষিণে ভাগে লিঙ্গং ব্রহ্মপদপ্রদম্ ॥ ১১১ ।
গায়ত্রীশ্বরসাবিত্রীশ্বরৌ পূজ্যৌ প্রযত্নতঃ।
মৎস্যোদর্য্যাস্তটে রম্যে লিঙ্গং সত্যবতীশ্বরম্ ॥ ১১২ ।
তয়োঃ পূর্ব্বেণ সম্পূজ্যং তপঃ শ্রীপরিবর্দ্ধনম্।
উগ্রেশ্বরং মহালিঙ্গং লক্ষ্মীশাৎ পূর্ব্বদিক্ স্থিতম্ ॥১১৩।
জাতিস্মরো ভবেন্মর্ত্ত্যস্তল্লিঙ্গস্য সমর্চ্চনাৎ।
তদ্দক্ষিণে চোগ্রকুণ্ডং স্নানাৎ কনখলাধিকম্ ॥ ১১৪ ।
করবীরেশ্বরং লিঙ্গং তস্য কুণ্ডস্য পশ্চিমে।
তস্য দর্শনতঃ পুংসাং জায়তে রোগসংক্ষয়ঃ ॥ ১১৫ ।
তদ্বায়ব্যে মরীচীশং কুণ্ডঞ্চাঘৌঘনাশনম্।
তৎ পশ্চাচ্চেন্দ্রকুণ্ডঞ্চ লিঙ্গং চন্দ্রেশ্বরং মুনে ॥ ১১৬ ।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! দেবগণ দেবাঙ্গনা সহ দেবলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎস্যোদরীতে স্নান ও তদ্দর্শনে স্বর্গ হইতেও সমধিক সুখ অনুভব করেন, তজ্জন্যই ইহার অন্য নাম স্বর্গদ্বার ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥ তদ্দক্ষিণে ব্রহ্মপদ লিঙ্গ, তৎসমীপে গায়ত্রীশ্বর ও সাবিত্রীশ্বর লিঙ্গ। ইহারা মানবগণের অবশ্য পূজনীয় ॥ ১১২ ॥ মৎস্যোদরীর রমণীয় তটে এবং এই লিঙ্গ দ্বয়ের পূর্ব্বে তপঃশ্রী-পরিবর্দ্ধন সত্যবতীশ্বর লিঙ্গ। লক্ষ্মীশ্বরের পূর্ব্বদিকে উগ্রেশ্বর নামে মহালিঙ্গ, সেই লিঙ্গের পূজা করিলে মানবগণ জাতীস্মরত্ব লাভ করিতে পারেন। তদ্দক্ষিণে উগ্রকুণ্ড, তাহাতে স্নান করিলে হরিদ্বার দর্শনের পুণ্য লাভ করিতে পারা যায় ॥ ১১৩ ॥ ১১৪ ॥ সেই কুণ্ডের পশ্চিমে করবীরেশ্বর লিঙ্গ তদ্দর্শনে সর্ব্ব প্রকার আরোগ্য লাভ হয় ॥ ১১৫ ॥ তাহার বায়ুকোণে

ইন্দ্রেশাদ্দক্ষিণে ভাগে শুভাকর্কোটবাপিকা।
তত্র বাপীজলে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কর্কোটকেশ্বরম্ ॥ ১১৭।
নাগানামাধিপত্যন্তু জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
তৎ পশ্চাদ্দমিচণ্ডীশো ব্রহ্মহত্যাহরো হরঃ ॥ ১১৮।
তদ্দক্ষিণে মহাকুণ্ডং রুদ্রলোকফলপ্রদম্।
তৎ পশ্চিমে মহালিঙ্গং অগ্নীশ ইতি বিশ্রুতম্ ॥ ১১৯।
আগ্নেয়ং নাম কুণ্ডঞ্চ তৎ পূর্ব্বেগ্নিসলোকদম্।
আগ্নেয়েশ্বরতঃ প্রাচ্যাং কুণ্ডং তদ্দক্ষিণে শুভম্ ॥১২০।
তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা স্বর্গে বসতি পূর্ব্বজৈঃ।
তৎপ্রাচ্যাং বালচন্দ্রেশশ্চন্দ্রলোকগতিপ্রদঃ ॥ ১২১।
পরিতো বালচন্দ্রেশং গণলিঙ্গান্যনেকশঃ।
বিলোক্য তানি লিঙ্গানি গাণপত্যং পদং লভেৎ ॥১২২।
বালচন্দ্রসমীপে তু কূপঃ পিতৃগণপ্রিয়ঃ।
তত্র শ্রাদ্ধপ্রদঃ স্নাত্বা পিতৃন্ সপ্তাত্র তারয়েৎ ॥ ১২৩।

পাপনাশন মরিচীশ্বর লিঙ্গ। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! এই লিঙ্গের পশ্চিমে ইন্দ্র হ্রদ এবং ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান। তদ্দক্ষিণে কর্কোট বাপিকা তাহাতে স্নান এবং কর্কোটেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে নাগাধিপত্য লাভ হয়। তৎপশ্চিমে দৃমী চণ্ডীশ্বর লিঙ্গ। তদুপাসনায় ব্রহ্ম হত্যাদি পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় ॥ ১১৬—১১৮ ॥ তদ্দক্ষিণে স্বনাম প্রসিদ্ধ মহাকুণ্ড, তাহাতে স্নান করিলে রুদ্র লোকে বাস হয়। তৎসমীপে অগ্নীশ্বর নামে মহালিঙ্গ ও আগ্নেয় কুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান ও অগ্নীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে অগ্নি লোক প্রাপ্তি হয়। আগ্নেয়েশ্বরের দক্ষিণে অনুপকুণ্ড; তাহাতে স্নান করিলে পূর্ব্ব পুরুষের সহিত স্বর্গে বসতি হয়। তৎপূর্ব্বদিকে চন্দ্র লোক প্রদ বালচন্দ্রেশ্বর। তৎসমীপে অন্যান্য বহুতর লিঙ্গ আছেন, তাহাদিগকে দর্শন করিলে গানপত্য পদ লাভ করিতে পারা যায় ॥ ১১৯—১২২ ॥ বাল-

তদব্ধোঃ পূর্ব্বতো লিঙ্গং পুণ্যং বিশ্বেশ্বরাহ্বয়ম্।
বিশ্বেশ্বরস্য পূর্ব্বেণ বৃদ্ধকালেশ্বরো হরঃ ॥ ১২৪।
কালোদো নাম কূপোঽস্তি তদগ্রে সর্ব্বরোগহৃৎ।
যৈস্তু তত্রোদকং পীতং স্ত্রীভিঃ পুংভিঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥১২৫।
ন তেষাং পরিবর্ত্তোঽত্র কল্পকোটিশতৈরপি।
তৎ পীত্বা জন্মবন্ধোত্থাদ্ভয়ান্ মুচ্যেত মানবঃ ॥ ১২৬।
তত্র কূপে তু যদ্দত্তং দানং শিবরতাত্মনাম্।
সংবর্ত্তেঽপি ন তস্যাস্তি নাশঃ কলশসম্ভব ॥ ১২৭।
খণ্ডস্ফুটিতসংস্কারং তত্র কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
তে রুদ্রলোকমাসাদ্য মোদন্তে সুখিনঃ সদা ॥ ১২৮।
কালেশাদ্দক্ষিণে ভাগে মৃদ্বীশস্ত্বপমৃত্যুহৃৎ।
লিঙ্গং দক্ষেশ্বরাহ্বঞ্চ ততঃ কূপাদুদগ্দিশি ॥ ১২৯।
অপরাধসহস্রন্তু নশ্যেত্তস্য সমর্চ্চনাৎ ॥ ১৩০।

চন্দ্রেশ্বর সমীপে পিতৃলোক প্রীতিপ্রদ একটী কূপ বিদ্যমান আছে, তথায় স্নান ও পিণ্ডদান করিলে সপ্তম পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় ॥ ১২৩ ॥ সেই কূপের পূর্ব্বদিকে পুণ্যপ্রদ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ, তৎপশ্চিমে বৃদ্ধ কালেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার পুরোভাগে সর্ব্বরোগ শান্তিকর কালোদ নামে কূপ আছে। স্ত্রী বা পুরুষই হউক, তাহার উদক পান করিলে কাশীর পরিবর্ত্তে স্থানান্তরে বাস করিতে হয় না এবং তাহাদের জন্ম মৃত্যুরও ভয় থাকে না ॥ ১২৪—১২৬ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে ষড়ানন! যদ্যপি কোন ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত এই কূপ সমীপে যথাশক্তি কোন বস্তু দান করে, তদ্দানফল প্রলয় কালেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ॥ ১২৭ ॥ তথায় যে ব্যক্তি খণ্ড স্ফুটিত সংস্কার করে তিনি পরম সুখে রুদ্রলোকে বাস করেন ॥ ১২৮ ॥ কালেশ্বরের দক্ষিণে মৃত্যুভয় হারী মৃদ্বীশ্বর লিঙ্গ। প্রাগুক্ত কূপের উত্তরদিকে বিশ্বেশ্বরাখ্য লিঙ্গ। তাঁহার পূজা করিলে সহস্র সহস্র অপরাধও বিধ্বংশিত হইয়া যায় ॥১২৯—

মহাকালেশলিঙ্গঞ্চ দক্ষেশাৎ পূর্ব্বতো মহৎ।
মহাকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা মহাকালন্তু যোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ১৩১।
অর্চ্চিতং তেন বৈ তত্র জগদেতচ্চরাচরম্।
অন্তকেশ্বরমালোক্য তৎযাম্যাং নান্তকস্যভীঃ॥ ১৩২।
হস্তিপালেশ্বরং লিঙ্গং তস্য দক্ষিণতো মুনে।
তস্য পূজনতো যাতি পুণ্যং বৈ হস্তিদানজম্ ॥ ১৩৩।
তত্রৈরাবতকুণ্ডঞ্চ লিঙ্গমৈরাবতেশ্বরম্।
তল্লিঙ্গমর্চ্চয়ন্ মর্ত্ত্যো ধনধান্যসমৃদ্ধিভাক্॥ ১৩৪।
তদ্দক্ষিণে শ্রেয়সে চ লিঙ্গং স্যান্মালতীশ্বরম্।
হস্তীশ্বরাদুত্তরে তু জয়ন্তেশো জয়প্রদঃ॥ ১৩৫।
বন্দীশ্বরো মহাকালকুণ্ডাদুত্তরতঃ শুভঃ।
বন্দিকুণ্ডঞ্চ বিখ্যাতং বারাণস্যাং মহাযশ্চৎ॥ ১৩৬।
তত্র স্নানেন দানেন শ্রাদ্ধেনাক্ষয়মশ্নুতে।
ধন্বন্তরীশ্বরং লিঙ্গং কুণ্ডং তন্নাম চৈব হি॥ ১৩৭।

১৩০॥ দক্ষেশ্বরের পূর্ব্বদিকে মহাকালেশ্বর নামে মহালিঙ্গ। তত্রস্থ মহাকুণ্ডে স্নান করিয়া মহাকালেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে জগতের সমস্ত দেবের অর্চ্চনা করা হয়। তদ্দক্ষিণে কালভয় নিবারণ অন্তকেশ্বর লিঙ্গ॥ ১৩১॥ ১৩২॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! অন্তকেশ্বরের দক্ষিণে হস্তী পালেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার পূজা করিলে হস্তী দানের ফল লাভ হয়॥ ১৩৩॥ এখানে ঐরাবত নামে আর একটী লিঙ্গ আছে। তাঁহার পূজা করিলে ধন ধান্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১৩৪॥ ইহাঁর দক্ষিণে স্থিত মালতীশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে মানবগণের সমস্ত মঙ্গল লাভ হয়। হস্তীশ্বরের উত্তরাংশে জয়প্রদ জয়ন্তেশ্বর লিঙ্গ। মহাকালের উত্তরে শুভপ্রদ বন্দীশ্বর লিঙ্গ। তৎসমীপে বিখ্যাত বন্দী কুণ্ডে স্নান দান ও শ্রাদ্ধের ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। তথায় ধন্বন্তরীশ্বর লিঙ্গ

তস্য লিঙ্গস্য নামান্যৎ কুণ্ডনামান্যদেব হি।
তুঙ্গেশ্বরং লিঙ্গনামকুণ্ডং বৈদ্যেশ্বরাভিধম্ ॥ ১৩৮ ।
সুধাময্যো মহৌষধ্যঃ ক্ষিপ্তাস্তত্র মহাধিয়ঃ।
তৎ কুণ্ডস্নানতস্তস্মাত্তল্লিঙ্গপরিবীক্ষণাৎ।
নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে সহ পাপৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ১৩৯ ।
তদুত্তরে হৃষীকেশঃ সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ।
শিবেশ্বরঃ শিবকরস্তুঙ্গনাম্নশ্চ দক্ষিণে ॥ ১৪০ ।
যমদগ্নীশ্বরং লিঙ্গং শিবেশাদ্দক্ষিণে শুভম্।
তৎ পশ্চিমে ভৈরবেশঃ কূপস্তস্যোত্তরে শুভঃ ॥ ১৪১ ।
তদুদস্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ।
তৎ কূপপশ্চিমে ভাগে সুকেশো যোগসিদ্ধিদঃ ॥ ১৪২ ।
তন্নৈঋত্যাঞ্চ ব্যাসেশঃ কূপশ্চ বিমলোদকঃ।
ব্যাসকূপে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা সুরান্ পিতৃন্ ॥ ১৪৩ ।

ও তৎসমীপে ধন্বন্তরী হ্রদ ॥ ১৩৫—১৩৭ ॥ এই লিঙ্গের অন্য নাম তুঙ্গেশ্বর ও এই কুণ্ডের অন্য একটী নাম বৈদ্যেশ্বর কুণ্ড। পুরাকালে কতকগুলি মহানুভব ব্যক্তি এই কুণ্ডে সুধাময়ী মহৌষধি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডে স্নান ও এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মহাব্যাধি ও মহাপাপ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৩৮ ॥ ১৩৯ ॥ ইহার উত্তরে সর্ব্ব ব্যাধিহর হৃষিকেশ লিঙ্গ। তুঙ্গেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে শিব বিধায়ক শিবেশ্বর লিঙ্গ ॥ ১৪০ ॥ শিবেশ্বরের দক্ষিণে শুভপ্রদ যমদগ্নীশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার পশ্চিমে ভৈরবেশ্বর এবং তদুত্তর ভাগে মহা মঙ্গলময় একটী হ্রদ আছে। এই হ্রদের জল স্পর্শমাত্র নিখিল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। এই হ্রদের পশ্চিম ভাগে যোগ সিদ্ধিপ্রদ সুকেশেশ্বর লিঙ্গ ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥ ইহার নৈঋত কোণে ব্যাসেশ্বর লিঙ্গ ও নির্ম্মলোদক কূপ। ব্যাস কূপে স্নান করিয়া সুরলোক ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলে ভক্তগণ ইচ্ছামত যে কোন লোকে বাস করিবার অধিকারী হয়। ব্যাস

অক্ষয়ং লভতে লোকং যত্র কুত্রাভিকাঙ্ক্ষিতম্ ।
ব্যাসতীর্থাৎ পশ্চিমতো ঘণ্টাকর্ণো হ্রদো মহান্ ॥ ১৪৪ ।
ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নাত্বা ব্যাসেশ পরিদর্শনাৎ ।
যত্র তত্র মৃতো বাপি বারাণস্যাং মৃতো ভবেৎ ॥ ১৪৫ ।
ঘণ্টাকর্ণসমীপে তু পঞ্চচূড়াপ্সরঃ সরঃ ।
পঞ্চচূড়াজলে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবন্তমীশ্বরম্ ॥ ১৪৬ ।
স্বর্গলোকং নরো যাতি পঞ্চচূড়াপ্রিয়ো ভবেৎ ।
গৌরীকূপস্ততো বাচ্যাং সর্ব্বজাড্যবিনাশনঃ ॥ ১৪৭ ।
পঞ্চচূড়োত্তরে ভাগে তীর্থঞ্চাশোকসংজ্ঞিতম্ ।
মন্দাকিনী মহাতীর্থং তদুদীচ্যাং মহাঘহৃৎ ॥ ১৪৮ ।
স্বর্গলোকেপি সা পুণ্যা কিং পুনর্মানবে মুনে ।
তদুত্তরে মধ্যমেশো মধ্যে ক্ষেত্রং স্বপিত্যহো ॥ ১৪৯ ।
তত্র জাগরণং কৃত্বা শোকাষ্টম্যাং মধৌ নরঃ ।
ন জাতু শোকং লভতে সদানন্দময়ো ভবেৎ ॥ ১৫০ ।

তীর্থের পশ্চিমে অতি মহৎ ঘন্টাকর্ণ হ্রদ। ঘণ্টাকর্ণ হ্রদে স্নান করিয়া ব্যাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে যে কোন স্থানে মৃত্যু হউক না কেন বারাণসী মৃত্যুর ফললাভ হয় ॥ ১৪৩—১৪৫ ॥ ঘণ্টাকর্ণসমীপে পঞ্চ চূড়া নাম্নী স্বর্গ বেশ্যা প্রতিষ্ঠিত একটী হ্রদ আছে। পঞ্চচূড়া হ্রদে স্নান করিয়া পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবনান্তে স্বর্গ বাস ও পঞ্চচূড়ার প্রীতি লাভ করিতে পারা যায়। তদ্দক্ষিণে জড়তাবিনাশন গৌরী কূপ ॥ ১৪৬ ॥ ১৪৭ ॥ পঞ্চচূড়া হ্রদের উত্তর ভাগে অশোক তীর্থ। তাহার উত্তরদিকে মহাপাপ-নাশিনী মন্দাকিনী মহাতীর্থ ॥ ১৪৮ ॥ হে মুনিবর! যে মন্দাকিনী স্বর্গে বিরাজমান থাকায় সুরলোক পবিত্র হইয়াছে, তিনি যে ইহলোকে মানবগণের সর্ব্বপাপ নাশিনী হইবেন তাহার আশ্চর্য্য কি ? মন্দাকিনী তীর্থের উত্তরাংশে মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ। বারাণসীর মধ্যস্থলে বিরাজমান। চৈত্র মাসের অশোক অষ্টমী তিথিতে

মুক্তিক্ষেত্রপ্রমাণঞ্চ ক্রোশং ক্রোশঞ্চ সর্ব্বতঃ।
আরভ্য লিঙ্গাদস্মাচ্চ পুণ্যদাম্মধ্যমেশ্বরাৎ॥ ১৫১।
এতদেব সদা প্রাহুঃ সর্ব্বে বৈ প্রপিতামহাঃ।
কশ্চিদস্মৎ কুলে জাতো মন্দাকিন্যা জলাপ্লুতঃ॥ ১৫২।
ভোজয়েৎ প্রয়তো বিপ্রান্ যতীন্ পাশুপতানপি।
মন্দাকিন্যাং নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বৈ মধ্যমেশ্বরম্॥ ১৫৩।
একবিংশৎকুলোপেতো রুদ্রলোকে বসেচ্চিরম্।
মধ্যমেশাদবাচ্যাঞ্চ বিশ্বেদেবেশ্বরঃ শুভঃ॥ ১৫৪।
তদর্চ্চনাদর্চ্চিতাস্যুর্বিশ্বেদেবাস্ত্রয়োদশ।
তৎ পূর্ব্বে বীরভদ্রেশো মহাবীরপদপ্রদঃ॥ ১৫৫।
ভদ্রদা ভদ্রকালী চ তস্য দক্ষিণতঃ শুভা।
ভদ্রকালহ্রদো নাম তত্রাতীব শুভপ্রদঃ॥ ১৫৬।
আপস্তম্বেশ্বরং লিঙ্গং তৎ প্রাচ্যাং জ্ঞানদং পরম্।
তদুত্তরে পুণ্যকূপস্তৎ পশ্চাচ্ছৌনকো হ্রদঃ॥ ১৫৭।

তথায় রাত্রি জাগরণ করিলে নরগণ শোক মোহ বিবর্জ্জিত হইয়া সদানন্দে কাল যাপন করিতে পারে॥ ১৪৯॥ ১৫০॥ তটেশ্বর লিঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ পর্য্যন্ত মুক্তিক্ষেত্র কাশীক্ষেত্রের এক এক ক্রোশ পরিমিত স্থান এক একটী লিঙ্গাধিষ্ঠানে পবিত্র হইয়াছে॥ ১৫১॥ পূর্ব্ব পুরুষগণ সর্ব্বদা এই কামনা করেন, যেন আমাদের বংশের কোন ব্যক্তি মন্দাকিনী জলে স্নান, মধ্যমেশ্বর দর্শন এবং পাশুপত ব্রতাচারি ব্রাহ্মণগণকে যথেচ্ছ ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন। তাহা হইলে সেই পুণ্যাত্মা এক বিংশতি পূর্ব্ব পুরুষের সহিত রুদ্রাবাসে বাস করিবার অধিকারী হয়॥ ১৫২—১৫৪॥ মধ্যমেশ্বরের দক্ষিণে শুভপ্রদ বিশ্বদেবেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার অর্চ্চনা করিলে ত্রয়োদশ বিশ্বদেবের অর্চ্চনার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপুর্ব্বভাগে মহাবীর পদপ্রদ বীরভদ্রেশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে সদা শুভপ্রদা ভদ্রকালী বিরাজমানা

হ্রদপশ্চিমতো লিঙ্গং শৌনকেশং সুধীপ্রদম্।
হ্রদে তত্র নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বৈ শৌনকেশ্বরম্ ॥ ১৫৮।
জ্ঞানং তৎ সংলভেদ্দিব্যং যেন মৃত্যুং তরত্যসৌ।
তদ্দক্ষিণে জম্বুকেশস্তির্য্যক্‌যোনিনিবারকঃ ॥ ১৫৯।
তদুত্তরে মতঙ্গেশো গানবিদ্যাপ্রবোধকঃ।
মতঙ্গেশস্য বায়ব্যে নানা লিঙ্গানি সর্ব্বতঃ ॥ ১৬০।
মুনিভিঃ স্থাপিতানীহ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদানি চ।
ব্রহ্মরাতেশ্বরং লিঙ্গং মতঙ্গেশাচ্চ দক্ষিণে ॥ ১৬১।
তল্লিঙ্গদর্শনাদায়ুর্নান্তরাচ্ছিদ্যতে ক্বচিৎ।
তত্রাজ্যপেশ্বরং লিঙ্গং পিতৃলিঙ্গান্যনেকশঃ।
তল্লিঙ্গসেবয়া সর্ব্বে তুষ্যন্তি প্রপিতামহাঃ ॥ ১৬২।
তদ্দক্ষিণে সিদ্ধকূপঃ সিদ্ধাঃ সন্তি সহস্রশঃ।
বায়ুরূপাস্তু যে সিদ্ধা যে সিদ্ধাভানুরশ্মিগাঃ ॥ ১৬৩।

তৎসমীপে মঙ্গলময় ভদ্রকাল হ্রদ ॥ ১৫৫ ॥ ১৫৬ ॥ তৎপূর্ব্বদিকে জ্ঞানদাতা আপস্তম্বেশ্বর লিঙ্গ। তদুত্তরে পুণ্য কূপ এবং তাহার পশ্চিমে শৌনিক হ্রদ ॥ ১৫৭ ॥ এই হ্রদের পশ্চিমে তত্ত্বজ্ঞান-প্রদ শৌনকেশ্বর লিঙ্গ। শৌনক হ্রদে স্নান করিয়া শৌনকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মোক্ষসাধন নির্ম্মল জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। তাহার দক্ষিণে জম্বুকেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার পূজা করিলে তীর্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৫৮ ॥ ১৫৯ ॥ তদুত্তরে সঙ্গীত শক্তিপ্রদ মতঙ্গেশ্বর লিঙ্গ। ইহার বায়ুকোণে মুনিগণ প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বসিদ্ধি প্রদ আরও অনেক লিঙ্গ আছেন। মতঙ্গেশ্বরের দক্ষিণে ব্রহ্মরাতেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তগণ চিরঞ্জীবিত্ব লাভ করে। এই স্থানে আজ্য-পেশ্বর ও বহুসংখ্যক অন্যান্য পিতৃ লিঙ্গ আছেন, তাঁহাদিগের সেবা করিলে পূর্ব্ব পুরুষগণ পরমাতৃপ্তি লাভ করেন ॥ ১৬০—১৬২ ॥ ইহার দক্ষিণে সিদ্ধ কূপ। তথায় বায়ুরূপী ও সূর্য্যরশ্মি সন্নিভ সহস্র সিদ্ধ অবস্থান করিতেন।

তৈঃ স্থাপিতন্তু যল্লিঙ্গং তৎ সিদ্ধেশ্বরমীরিতম্।
তস্য সন্দর্শনাদেব সর্ব্বাঃ স্যুঃ সিদ্ধয়োঽমলাঃ ॥ ১৬৪।
তৎ পশ্চিমে সিদ্ধবাপী পীতা স্নাতা চ সিদ্ধিদা।
প্রাচ্যাঞ্চ সিদ্ধকূপাদ্বৈ লিঙ্গং ব্যাঘ্রেশ্বরাভিধম্ ॥ ১৬৫।
তল্লিঙ্গদর্শনান্নৃণাং ন ভয়ং ব্যাঘ্রচৌরজম্।
জ্যেষ্ঠেশ্বরঞ্চ তদ্যাম্যাং জ্যেষ্ঠস্থানেতিসিদ্ধিদম্ ॥ ১৬৬।
তদ্দক্ষিণে মুদাং ধাম লিঙ্গং প্রহসিতেশ্বরম্।
তদুত্তরে নিবাসেশঃ কাশীবাসফলপ্রদঃ ॥ ১৬৭।
চতুঃ সমুদ্রকূপোঽস্তি তত্রাব্ধি স্নানপুণ্যদঃ।
জে ষ্ঠা দেবী তু তত্রাস্তি নতা জ্যেষ্ঠপদপ্রদা ॥ ১৬৮।
অবাচ্যাং ব্যঘ্রলিঙ্গাচ্চ লিঙ্গং চণ্ডীশ্বরাভিধম্।
তদুত্তরে দণ্ডখাতং সরঃ পিতৃমুদাবহম্ ॥ ১৬৯।

তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ, সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত। সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে নির্ম্মলা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ তৎপশ্চিমে স্থিত সিদ্ধ বাপিতে স্নান ও তাহার জল পান করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বদিকে সিদ্ধি কূপ। তথায় ব্যাঘ্রেশ্বর নামে একটী লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্যাঘ্র বা চৌর্য্য ভয় থাকে না। তদ্দক্ষিণে জ্যেষ্ঠ স্থানে অতি সিদ্ধি প্রদ জ্যেষ্ঠেশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে মহানন্দৈক ধাম প্রহসিতেশ্বর লিঙ্গ। তদুত্তরে নিবাসেশ্বর। তাঁহাকে দর্শন করিলে চির কাশীবাসের ফল লাভ হয় ॥ ১৬৫—১৬৭ ॥ তথায় সমুদ্রাবগাহন ফলোপধায়ক চতুঃসমুদ্র কূপ। এই স্থানে জ্যেষ্ঠাদেবী বিরাজমানা, তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলে শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়। ব্যাঘ্রলিঙ্গের দক্ষিণে চণ্ডীশ্বর লিঙ্গ। তত্রস্থ পিতৃলোক প্রীতিকর পরম পবিত্র দণ্ডখাত সরোবরে গ্রহণান্তে স্নান করিলে প্রচুর পুণ্যলাভ হয়। এই স্থানেই জৈগিষব্য নামে গুহা ও তন্নামধেয় লিঙ্গ

গ্রহণানন্তরে স্নানং দণ্ডখাতেতি পুণ্যদম্।
জৈগীষব্যগুহা তত্র তত্র লিঙ্গং তদাহ্বয়ম্॥ ১৭০।
ত্রিরাত্রোপোষিতস্তত্র জ্ঞানং লভ্যেত নির্ম্মলম্।
মহাপুণ্যপ্রদং লিঙ্গং তৎ পশ্চাদ্দেবলেশ্বরম্॥ ১৭১।
শতকালস্তৎসমীপে শতং কালানুমাপতিঃ।
তল্লিঙ্গাবির্ভবে কাশ্যাং কালয়ামাস কুম্ভজ॥ ১৭২।
তল্লিঙ্গদর্শনাদায়ুঃ শতবর্ষাণ্যখণ্ডিতম্।
শাতাতপেশস্তদ্যাম্যাং মহাজয়ফলপ্রদঃ॥ ১৭৩।
তৎপশ্চিমে হেতুকেশো হেতুভূতো মহাফলে।
তদ্দক্ষিণে ক্ষয়াদেশো মহাজ্ঞানপ্রবর্ত্তকঃ॥ ১৭৪।
তদগ্রে চ কণাদেশস্তত্র পুণ্যোদকঃ প্রহিঃ।
স্নাত্বা কাণাদকূপে যঃ কণাদেশং সমর্চ্চয়েৎ॥ ১৭৫।
ন ধনেন ধান্যেন ত্যজ্যতে স কদাচন।
তস্য দক্ষিণতো দৃশ্যো ভূতীশো ভূতিকৃৎ সতাম্॥১৭৬।

আছেন। তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত ত্রি রাত্রি উপবাস করিলে নির্ম্মল জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পশ্চিমে মহাপুণ্য প্রদ দেবলেশ্বর লিঙ্গ। হে কুম্ভ-যোনে! দেবনেশ্বর লিঙ্গের সমীপদেশে শতকাল নামে অপর একটী মহা-লিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে শতবর্ষ পরিমিত পরমায়ু লাভ হয় সন্দেহ নাই। তদ্দক্ষিণে মহাজয় প্রদ শতাতপেশ্বর লিঙ্গ। তৎপশ্চিমে মহাফলের হেতুভূত হেতুকেশ্বর। তদ্দক্ষিণে মহাজ্ঞান প্রবর্ত্তক অক্ষয়াদেশ লিঙ্গ॥ ১৬৮—১৭৪॥ তদগ্রে কণাদেশ্বর এবং পুণ্যোদক কণাদ হ্রদ। কণাদ হ্রদে স্নান করিয়া কণাদেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে ধন ধান্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইতে পারা যায়। তদ্দক্ষিণে সাধুগণের ঐশ্বর্য্যপ্রদ সাক্ষাৎ ভূতীশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন॥ ১৭৫—১৭৬॥ তৎপশ্চিমে পাপনাশন আষাঢ়ীশ্বর এবং তৎ

তৎপশ্চিমেঘসংহর্ত্তৃ আষাঢ়ীশ্বরসংজ্ঞিতম্।
দুর্ব্বাসেশশ্চ তৎ পূর্ব্বে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিকৃৎ॥ ১৭৭।
তদ্‌যাম্যাং ভারভূতেশঃ পাপভারাপহারকঃ।
ব্যাসেশ্বরস্য পূর্ব্বেণ দ্বৌ শঙ্খলিখিতেশ্বরৌ।
তৌ দৃশ্যৌ যত্নতঃ কাশ্যাং মহাজ্ঞানপ্রবর্ত্তকৌ॥ ১৭৮।
যৎ সমাপ্যাপ্যতে পুণ্যং নিষ্ঠা পাশুপতব্রতম্।
তদাপ্যতেত্র বিশ্বেশ সকৃদ্দীক্ষণতঃ ক্ষণাৎ॥ ১৭৯।
তদীশানেব ধূতেশো যোগজ্ঞানপ্রবর্ত্তকঃ।
তীর্থঞ্চৈবাবধূতেশং সর্ব্বকল্মষনাশকৃৎ॥ ১৮০।
অবধূতেশ্বরাৎ পূর্ব্বে লিঙ্গং পশুপতীশ্বরম্।
তল্লিঙ্গসেবয়া পুংসাং পশুপাশবিমোক্ষণম্॥ ১৮১।
তদ্দক্ষিণে গোভিলেশো মহাভিলষিতপ্রদঃ।
জীমূতবাহনেশশ্চ তৎ পশ্চাল্লিঙ্গমুত্তমম্॥ ১৮২।

পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বকামপ্রদ দুর্ব্বাশেশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে পাপভারাপহারক ভার ভূতেশ্বর লিঙ্গ। ব্যাসেশ্বরের পূর্ব্বভাগে শঙ্খেশ্বর ও লিখিতেশ্বর নামে অপর দুইটী লিঙ্গ আছেন। ভক্তি সহকারে তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। নিষ্ঠার সহিত নিয়ম পূর্ব্বক পাশুপত ব্রতাচরণ করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, শঙ্খেশ্বর ও লিখিতেশ্বর লিঙ্গদ্বয়কে দর্শন করিলে তাদৃশ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে॥ ১৭৭—১৭৯॥ ইহার ঈশান দিকে যোগজ্ঞান প্রদায়ক অবধূতেশ্বর লিঙ্গ ও সর্ব্ব পাপ বিনাশন অবধূত হ্রদ ॥১৮০॥ অবধূতেশ্বরের পূর্ব্বভাগে পশুপতীশ্বর লিঙ্গ। এই লিঙ্গ সেবনে পশুপাশ বিমোচিত হয়॥ ১৮১॥ তদ্দক্ষিণে মহাভিলষিত প্রদ গোভিলেশ্বর লিঙ্গ। অত্যুত্তম জীমূত বাহনেশ্বর লিঙ্গ ইহারাই পশ্চিম দেশে অবস্থান করিতেছেন। এই লিঙ্গের সেবা করিলে বিদ্যাধর পদ লাভ করিতে পারা যায়। এই স্থানেই

বিদ্যাধরপদপ্রাপ্তিস্তল্লিঙ্গপরিসেবনাৎ।
ময়ূখার্কঃ পঞ্চনদে গভস্তীশশ্চ তত্র বৈ ॥ ১৮৩।
দধিকল্পহ্রদো নাম তদুদীচ্যাং মহাপ্রহিঃ।
দুর্ল্লভং তৎ প্রহি স্নানং দুর্ল্লভঞ্চ তদীক্ষণম্ ॥ ১৮৪।
গভস্তীশোত্তরে ভাগে দধিকল্পেশ্বরো হরঃ।
নরস্তমাশু সংবীক্ষ্য কল্পং ত্র্যক্ষপুরে বসেৎ ॥ ১৮৫।
গভস্তীশাদ্দক্ষিণে তু মঙ্গলাং মঙ্গলালয়াম্।
উদ্দিশ্য মঙ্গলাং গৌরীং ভোজয়েদ্দ্বিজদম্পতী ॥ ১৮৬।
অলঙ্কৃত্য যথাশক্তি তৎ পুণ্যান্তো ন কর্হিচিৎ।
ক্ষিতিপ্রদক্ষিণফলা মঙ্গলৈকাপ্রদক্ষিণা ॥ ১৮৭।
বদনপ্রেক্ষণা দেবীং মুখপ্রেক্ষ্যেশ্বরোত্তরে।
মঙ্গলায়াঃ সমীপে তু সর্ব্বসিদ্ধিকরী শিবা ॥ ১৮৮।
লিঙ্গেত্বষ্ট্রীশবৃত্তেশৌ মুখপ্রেক্ষোত্তরে শুভে।
স হেমভূমিদানস্য ফলং দর্শনতস্তয়োঃ ॥ ১৮৯।

পঞ্চনদতীর্থে ময়ূখার্কেশ্বর ও গভস্তীশ্বর নামে লিঙ্গদ্বয় বিরাজমান আছেন। ইহার উত্তরে দধিকল্প হ্রদ। ইহার দর্শন ও ইহাতে স্নান সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না ॥ ১৮২—১৮৪ ॥ দধিকল্পেশ্বর লিঙ্গ গভস্তীশ্বরের উত্তর দিকে। এই লিঙ্গ দর্শনে নিশ্চয়ই হরধামে বাস হয় ॥ ১৮৫ ॥ গভস্তীশ্বরের দক্ষিণে সর্ব্ব মঙ্গলালয়া মঙ্গলা দেবী। এই স্থানে তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত দ্বিজ দম্পতীকে ভোজন দানে পরিতৃপ্ত করিয়া তাহাদিগকে যথাশক্তি অলঙ্কার প্রদান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয় এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলে সমগ্র ক্ষিতি প্রদক্ষিণের ফল হয় ॥ ১৮৬ ॥ ১৮৭ ॥ মুখ প্রেক্ষেশ্বরের উত্তরে বদন প্রেক্ষণা দেবী এবং মঙ্গলা দেবীর সমীপে সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী শিবা দেবী ॥ ১৮৮ ॥ মুখ-প্রেক্ষেশ্বরের উত্তরে ত্বষ্ট্রীশ্বর ও বৃত্তেশ্বর লিঙ্গদ্বয়। এই দুই লিঙ্গ দর্শন

তদুত্তরে চর্চ্চিকায়া দেব্যাঃ সংদর্শনং শুভম্।
রেবতেশ্বরলিঙ্গঞ্চ চর্চ্চিকাগ্রেণ শান্তিকৃৎ ॥ ১৯০।
মহাশুভায়তস্যাগ্রে লিঙ্গং পঞ্চনদেশ্বরম্।
মঙ্গলোদো মহাকূপো মঙ্গলাপশ্চিমে শুভঃ ॥ ১৯১।
উপমন্যোর্ম হালিঙ্গং মঙ্গলা পশ্চিমে শুভম্।
ব্যাঘ্রপাদেশ্বরং লিঙ্গং তৎ পশ্চাদ্ব্যাঘ্রভীতিহৃৎ ॥১৯২।
নৈঋর্ত্যাঞ্চ গভস্তীশাচ্ছশাঙ্কেশোঽঘসঙ্ঘহৃৎ।
তৎপশ্চিমে চৈত্ররথং লিঙ্গং দিব্যগতিপ্রদম্ ॥ ১৯৩।
রেবতেশাৎ পশ্চিমতো জৈমিনীশো মহাঘহৃৎ।
তত্র লিঙ্গান্যনেকানি ঋষীণামৃষিসত্তম ॥ ১৯৪।
জৈমিনেশাচ্চ বায়ব্যে লিঙ্গং বৈ রাবণেশ্বরম্।
ন তদ্দর্শনতঃ পুংসাং রাক্ষসানাং মহাভয়ম্ ॥ ১৯৫।
তদ্দক্ষিণে বরাহেশো মাণ্ডব্যেশস্ততো যমে।
তদ্দক্ষিণে প্রচণ্ডেশো যোগেশো দক্ষিণে ততঃ ॥ ১৯৬।

করিলে স্বর্গ ও ভূমি দানের ফল হয় ॥ ১৮৯ ॥ তদুত্তরে মঙ্গলময়ী চর্চ্চিকা দেবী। ইহার পুরোভাগে সর্ব্বশান্তি-বিধায়ক রেবতেশ্বর লিঙ্গ ॥ ১৯০ ॥ ইহার পুরোভাগে শুভপ্রদ পঞ্চনদেশ্বর লিঙ্গ। মঙ্গলা দেবীর পশ্চিমে শুভপ্রদ মঙ্গলময় মহাকূপ ও উপমন্যেশ্বর মহালিঙ্গ। এই লিঙ্গের পশ্চিমে ব্যাঘ্র-ভিতীনিবারক ব্যাঘ্রেশ্বর লিঙ্গ। বহুপাপ-নাশন শশাঙ্কেশ্বর লিঙ্গ গভস্তীশ্বরের নৈঋত ভাগে স্থিত। ইহার পশ্চিমে দিব্যগতিপ্রদ চৈত্ররথেশ্বর লিঙ্গ ॥ ১৯১—১৯৩ ॥ রেবতেশ্বরের পশ্চিমে মহাপাপনাশন জৈমিনীশ্বর লিঙ্গ। হে ঋষিবর! এই স্থানে আরও অনেকানেক লিঙ্গ আছেন ॥ ১৯৪ ॥

জৈমিনীশ্বরের বায়ুকোণস্থ রাবণেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে রাক্ষস-ভয় বিদূরিত হয়। তদ্দক্ষিণে বরাহেশ্বর এবং বরাহেশ্বরের দক্ষিণে মাণ্ডব্যেশ্বর লিঙ্গ। ইঁহার দক্ষিণে প্রচণ্ডেশ্বর এবং তদ্দক্ষিণে যোগেশ্বর লিঙ্গ ॥ ১৯৫—১৯৬॥ যোগে-

তদ্দক্ষিণে চ ধাতেশঃ সোমেশশ্চ তদগ্রতঃ।
তন্নৈঋ্ত্যাং কনকেশো মহাকনকদঃ সতাম্ ॥ ১৯৭ ।
তদুত্তরে পাণ্ডবানাং পঞ্চলিঙ্গানি সন্মুদে।
সম্বর্ত্তেশস্তদগ্রে চ শ্বেতেশস্তস্য পশ্চিমে ॥ ১৯৮ ।
তৎপশ্চাৎ কলশেশশ্চ লিঙ্গং কালাভয়প্রদম্।
কালেন পাশিতে শ্বেতে মুনে কুম্ভাৎ সমুত্থিতম্ ॥১৯৯।
চিত্রগুপ্তেশ্বরং লিঙ্গং তদুদীচ্যামঘাপহম্।
চিত্রগুপ্তেশ্বরাৎ পশ্চাদ্‌যো দৃঢ়েশো মহাফলঃ ॥ ২০০ ।
কলশেশাদবাচ্যাঞ্চ গ্রহেশো লিঙ্গমুত্তমম্।
গ্রহবাধাং শময়তি তল্লিঙ্গপরিলোকনম্ ॥ ২০১ ।
চিত্রগুপ্তেশ্বরাৎ পশ্চাৎ যদৃচ্ছেশো মহাফলঃ।
উতথ্য বামদেবেশং লিঙ্গং যাম্যাং গ্রহেশ্বরাৎ ॥ ২০২ ।
কম্বলাশ্বতরেশৌ চ তস্য দক্ষিণতঃ শুভে।
তত্রৈব নির্ম্মলং লিঙ্গং নলকূবরপূজিতম্ ॥ ২০৩ ।

শ্বরের দক্ষিণে ধাতেশ্বর এবং তদগ্রে সোমেশ্বর লিঙ্গ। ইহাঁর নৈঋৎ কোণে কণকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে ভক্তগণ প্রচুর স্বর্ণ লাভ করিয়া থাকেন ॥১৯৭॥ তদুত্তরে সাধুগণের প্রীতিপ্রদ পঞ্চ পাণ্ডব-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চ লিঙ্গ। ইহাঁর পুরোভাগে সম্বর্ত্তেশ্বর ও তৎপশ্চিমে শ্বেতেশ্বর লিঙ্গ ॥ ১৯৮ ॥ কালভয়-নিবারণ কলশেশ্বর লিঙ্গ শ্বেতেশ্বরের পশ্চিম ভাগে স্থিত। তিনি কুম্ভ হইতে উৎপন্ন এবং নরের কালপাশ ছেদ করেন ॥ ১৯৯ ॥ তদুত্তরে পাপহারী চিত্রগুপ্তেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার পশ্চিমে দৃঢ়েশ্বর লিঙ্গ। ইনি ভক্তগণকে মহাফল দান করিয়া থাকেন। অনুত্তম গ্রহেশ্বর লিঙ্গ কলশেশ্বরের উত্তরাংশে স্থিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্ববিধ গ্রহ শান্তি হয় ॥ ২০০—২০১ ॥ তৎপশ্চিমে মহা ফলপ্রদ যদৃচ্ছেশ্বর লিঙ্গ। গ্রহেশ্বরের দক্ষিণে উতথ্য বামদেবেশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে শুভপ্রদ কম্বলেশ্বর ও অশ্বতরেশ্বর লিঙ্গ দ্বয়। ইহাঁরই সমীপদেশে

তদ্‌যাম্যাং মণিকর্ণীশং তদুদক্ পলিতেশ্বরম্।
জরাহরঞ্চ তত্রৈব তৎপশ্চাৎ পাপনাশনম্॥ ২০৪।
তৎপশ্চিমে নির্জরেশস্তন্নৈঋর্ত্যাং পিতামহঃ।
পিতামহস্রোতিকা চ তত্র শ্রাদ্ধং মহাফলম্॥ ২০৫।
তদ্‌যাম্যাং বরুণেশশ্চ বাণেশস্তস্য দক্ষিণে।
পিতামহস্রোতিকায়াং কুষ্মাণ্ডেশস্তু সিদ্ধিকৃৎ॥ ২০৬।
তৎপূর্ব্বতো রাক্ষসেসো গঙ্গেশস্তস্য দক্ষিণে।
তদুত্তরে নিম্নগেশাঃ সন্তি লিঙ্গান্যনেকশঃ॥ ২০৭।
বৈবস্বতেশ্বরস্তত্র যমলোকনিবারকঃ।
তৎপশ্চাদদিতীশশ্চ চক্রেশস্তস্য চাগ্রতঃ॥ ২০৮।
তদগ্রে কালকেশাখ্যো দৃষ্ট প্রত্যয়কৃৎ পরঃ।
ছায়া সংদৃশ্যতে তত্র নিষ্পাপস্তদবেক্ষণাৎ॥ ২০৯।
তদগ্রে তারকেশশ্চ তদগ্রে স্বর্ণভারদঃ।
তদুত্তরে মরুত্তেশঃ শক্রেশশ্চ তদগ্রতঃ॥ ২১০।

নলকুবর-পূজিত এক অতি পবিত্র লিঙ্গ আছেন॥ ২০২—২০৩॥ তাঁহার দক্ষিণে মণিকর্ণীশ্বর এবং তাঁহার উত্তরে জরাহরণ পলিতেশ্বর লিঙ্গ। ইহাঁরই পশ্চিমে পাপ-নাশন মহা লিঙ্গ। পাপ-নাশনের পশ্চিমে নির্জ্জরেশ্বর লিঙ্গ। পিতামহেশ্বর নির্জ্জরেশ্বরের নৈঋৎ কোণে স্থিত। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে মহা ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায়॥ ২০৪—২০৫॥ তদ্দক্ষিণে বরুণেশ্বর এবং বরুণেশ্বরের দক্ষিণে বাণেশ্বর লিঙ্গ। পিতামহেশ্বরের সমীপে সিদ্ধি-প্রদ কুষ্মাণ্ডেশ্বর লিঙ্গ॥ ২০৬॥ তৎপূর্ব্বে রাক্ষসেশ্বর এবং তদ্দক্ষিণে গঙ্গেশ্বর লিঙ্গ। ইহাঁর উত্তরে নিম্নগেশ্বর প্রভৃতি বহু সংখ্যক লিঙ্গ আছেন॥ ২০৭॥ এই স্থানেই যমলোক-নিবারক বৈবশ্বতেশ্বর লিঙ্গ। তৎপশ্চিমে অদিতীশ্বর এবং তদগ্রে চক্রেশ্বর লিঙ্গ। তদগ্রে প্রত্যক্ষ ফলদাতা অলকেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার ছায়া মাত্র দর্শনে মানব নিষ্পাপ দেহ হয়॥ ২০৮—২০৯॥ তাঁহার অগ্রে প্রচুর স্বর্ণদাতা

তদ্দক্ষিণে চরন্তেশস্তত্রৈব চ শশীশ্বরঃ।
তদুত্তরে লোকপেশাস্তত্র লিঙ্গান্যনেকশঃ॥ ২১১।
নাগগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং কিন্নরাপ্সরসামপি।
দেবর্ষিগণবৃন্দানাং নানাসিদ্ধিকরাণ্যপি॥ ২১২।
শক্রেশাদ্দক্ষিণে ভাগে ফাল্গুনেশো মহাঘহৃৎ।
মহাপাশুপতেশশ্চ তদ্‌যাম্যাং শুভকৃৎ পরঃ॥ ২১৩।
তৎপশ্চিমে সমুদ্রেশ ঈশানেশস্তদুত্তরে।
তৎপূর্ব্বে লাঙ্গলীশশ্চ সর্ব্বসিদ্ধিসমর্পকঃ॥ ২১৪।
রাগদ্বেষবিনির্মুক্তাঃ সিদ্ধিং যান্তি চ পূজকাঃ।
তেষাং মোক্ষো ময়াখ্যাতো ন তু তে দেবি মানবাঃ॥২১৫।
মধুপিঙ্গশ্বেতকেতু লাঙ্গলীশে তপস্বিনৌ।
অনেনৈব শরীরেণ জগ্মতুঃ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥ ২১৬।

তারকেশ্বর মহা লিঙ্গ। তাঁহার উত্তরে মরুত্তেশ্বর এবং তদগ্রে শক্রেশ্বর লিঙ্গ। রন্তেশ্বর লিঙ্গ শক্রেশ্বরের দক্ষিণ দেশে স্থিত এবং ইহাঁরই সমীপদেশে চান্দ্রেশ্বর লিঙ্গ। তদুত্তরে লোকপালেশ্বর এবং নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সর, দেব, ঋষি ও গণ সমূহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনেকানেক সিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ আছেন॥ ॥ ২১০—২১২॥ শক্রেশ্বরের দক্ষিণে মহা মহা পাপ-বিমোচন ফাল্গুনেশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে মহা মঙ্গলময় পাশুপতেশ্বর লিঙ্গ। তৎপশ্চিমে সমুদ্রেশ্বর এবং তদুত্তরে ঈশানেশ্বর লিঙ্গ। তৎপূর্ব্বভাগে সর্ব্ব সিদ্ধি-বিধায়ক লাঙ্গুলীশ্বর লিঙ্গ॥ ২১৩—২১৪॥

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে দেবি! যাঁহারা রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া ভক্তি ভাবে এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন, জীবন্মুক্ত সেই মানবগণ অনায়াসে সর্ব্বথা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন॥ ২১৫॥ এই লাঙ্গুলীশ্বর লিঙ্গের তপস্যা করিয়াই মধুপিঙ্গ ও শ্বেতকেতু এই শরীরেই অনুত্তমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই

তত্রৈব নকুলীশশ্চ কপিলেশশ্চ তত্র বৈ।
রহস্যং পরমজ্ঞোভৌমম ব্রতনিষেবিণৌ ॥ ২১৭ ।
তৎসন্নিধৌ প্রতিকেশস্তত্র প্রীতির্ম্ম প্রিয়ে।
তত্রোপবাসাদেকস্মাৎ ফলমব্দশতাধিকম্‌ ॥ ২১৮ ।
একং জাগরণং কৃত্বা প্রীতিকেশ উপোষিতঃ।
গণত্বপদবীতস্য নিশ্চিতা মম পর্ব্বণি ॥ ২১৯ ।
দেবস্য দক্ষিণে ভাগে তত্র বাপী শুভোদকা।
তদম্বুপ্রাশনং নৃণাং অপুনর্ভবহেতবে ॥ ২২০ ।
তজ্জলাৎ পশ্চিমে ভাগে দণ্ডপাণিঃ সদাবতি।
তৎপ্রাচ্যবাচ্যুত্তরস্যাং তারঃ কালঃ শিলাদজঃ ॥ ২২১ ।
লিঙ্গত্রয়ং হৃদজে যচ্ছ্রদ্ধয়া পীতমর্পয়েৎ।
যৈস্তত্র তজ্জলং পীতং কৃতার্থাস্তে নরোত্তমাঃ ॥ ২২২ ।

স্থানেই নকুলেশ্বর ও কপিলেশ্বর নামে অপর দুইটী লিঙ্গ আছেন। পাশুপত ব্রতাচারিরাই এই দুই লিঙ্গের রহস্যভেদে সমর্থ ॥ ২১৬—২১৭ ॥ হে প্রিয়ে! ইহাঁদেরই সমীপদেশে প্রীতিকেশ্বর লিঙ্গ। যাঁহারা এই লিঙ্গের পূজা করেন আমি তাঁহাদের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হই। যে সকল পুণ্যবান এই লিঙ্গের প্রীত্যর্থ অহোরাত্রি উপবাস করেন, শতবর্ষ পরিমিত কাল তাঁহারা সেই উপবাসের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা শিবচতুর্দ্দশীতে এই লিঙ্গোদ্দেশে উপবাস করিয়া রাত্রিজাগরণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার গণত্ব পদ লাভ করেন ॥ ২১৮—২১৯ ॥ এই লিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে স্থিত পুণ্যসলিলা বাপীর জল পান করিলে পুনর্ব্বার ভবদর্শন করিতে হয় না ॥ ২২০ ॥ দণ্ডপাণি এই বাপীর পশ্চিমদিক, তারকেশ্বর পূর্ব্বদিক, কালেশ্বর দক্ষিণদিক এবং নন্দীকেশ্বর উত্তরদিক রক্ষা করিতেছেন। শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে যাহারা এই বাপীর জল পান করিতে ইচ্ছা করে, উল্লিখিত বাপী-রক্ষক লিঙ্গগণ তাহাদিগকেই প্রদান করেন। যে সকল নরোত্তম এই বাপীর জল পান করেন,

অবিমুক্তসমীপেঽর্চ্চ্যো মোক্ষেশো মোক্ষবুদ্ধিদঃ।
করুণেশো দয়াধাম তদুদীচ্যাং সমর্চ্চয়েৎ॥ ২২৩।
স্বর্ণাক্ষেশস্তু তৎপ্রাচ্যাং জ্ঞানদস্তস্য চোত্তরে।
সৌভাগ্যগৌরী সম্পূজ্যা বহুসৌভাগ্যসম্পদে॥ ২২৪।
বিশ্বেশাদ্দক্ষিণে ভাগে নিকুম্ভেশঃ প্রযত্নতঃ।
ক্ষেত্রক্ষেমকরঃ পূজ্যস্তৎ পশ্চাদ্বিঘ্ননায়কঃ॥ ২২৫।
সর্ব্ববিঘ্নশ্ছিদভ্যর্চ্চ্যশ্চতুর্থ্যাস্তু বিশেষতঃ।
বিরূপাক্ষো নিকুম্ভেশাদ্বহ্নৌ পূজ্যঃ সুসিদ্ধিদঃ॥ ২২৬।
তদ্দক্ষিণে চ শুক্রেশঃ পুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধনঃ।
তদুদীচ্যাং মহালিঙ্গং দেবযানীশ্বরাভিধম্॥ ২২৭।
শুক্রেশাদগ্রতঃ পূজ্যঃ কচেশ ইতি সংজ্ঞিতঃ।
শুক্রকূপমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ॥ ২২৮।

তাঁহাদেরই মানব জন্ম সার্থক॥ ২২১—২২২॥ অবিমুক্তক্ষেত্র সমীপে মোক্ষবুদ্ধিপ্রদ মোক্ষেশ্বর লিঙ্গ নরগণের অবশ্য পূজনীয়। তদুত্তরে করুণাময় করুণেশ্বর লিঙ্গের পূজা করা অত্যাবশ্যক। তাঁহার পূর্ব্বদিকে জ্ঞানদ স্বর্ণাক্ষেশ্বর এবং তদুত্তরে সৌভাগ্য-নিদান সৌভাগ্য গৌরী বিরাজিতা॥ ২২৩—২২৪॥ বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে নিকুম্ভেশ্বর লিঙ্গ। তিনি কাশীক্ষেত্রের মঙ্গল-বিধায়ক, অতএব যত্ন সহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত। ইহাঁর পশ্চিমে সর্ব্ব বিঘ্ন-হর বিঘ্ননায়ক লিঙ্গ। চতুর্থীর দিবসে তাঁহার পূজায় বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। নিকুম্ভেশ্বরের অগ্নিকোণে সিদ্ধিপ্রদ বিরূপাক্ষেশ্বর লিঙ্গ অতীব পূজনীয়॥ ২২৫—২২৬॥ তদ্দক্ষিণে পুত্রপৌত্র-বিবর্দ্ধন শুক্রেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার দক্ষিণে দেবযানীশ্বর মহা লিঙ্গ। শুক্রেশ্বরের পুরোভাগে কচেশ্বর লিঙ্গের পূজা করা আবশ্যক। শুক্র লিঙ্গ সমীপস্থ শুক্র হ্রদে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ২২৭—২২৮॥ শুক্রেশ্বরের

ভবানীশৌ নমস্যৌ চ শুক্রেশাৎ পশ্চিমে শুভৌ।
ভক্তপোতপ্রদৌ তৌ তু নিজভক্তস্য সর্ব্বদা॥ ২২৯।
অলর্কেশঃ সমভ্যর্চ্চ্যঃ শুক্রেশাৎ পূর্ব্বদিক্‌স্থিতঃ।
মদালসেশ্বরস্তত্র তৎপূর্ব্বে সর্ব্ববিঘ্নহৃৎ॥ ২৩০।
গণেশ্বরেশ্বরং লিঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিকরং পরম্।
হত্বা লঙ্কেশ্বরং বিপ্র রঘুনাথপ্রতিষ্ঠিতম্॥ ২৩১।
তল্লিঙ্গস্পর্শনাদাশু ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতি।
মহাপুণ্যপ্রদং চান্যত্তত্রার্চ্চ্যং ত্রিপুরান্তকম্॥ ২৩২।
দত্তাত্রেয়েশ্বরং লিঙ্গং তস্য পশ্চিমতঃ শুভম্।
তদ্‌যাম্যাং হরিকেশেশো গোকর্ণেশস্ততঃ পরম্॥২৩৩।
সরস্তদগ্রে পাপঘ্নং তৎপশ্চাচ্চ ধ্রুবেশ্বরঃ।
তদগ্রে ধ্রুবকুণ্ডঞ্চ পিতৃপ্রীতিকরং পরম্॥ ২৩৪।
তদুত্তরে পিশাচেশঃ পৈশাচ্যপদহারকঃ।
পিত্রীশস্তৎযমদিশি পিতৃকুণ্ডং তদগ্রতঃ॥ ২৩৫।

পশ্চিমে ভবানী-শঙ্করকে ভক্তিভাবে পূজা করিলে অনায়াসে দুস্তর ভবসাগর পার হইতে পারা যায় সন্দেহ নাই॥ ২২৯॥ শুক্রেশ্বরের পূজা করা আবশ্যক। তৎপূর্ব্বে সর্ব্ব বিঘ্নহর মদালসেশ্বর লিঙ্গ॥ ২৩০॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! রাবণ বধ করিয়া রঘুবংশাবতংশ রামচন্দ্র এই স্থানে সর্ব্ব সিদ্ধিকর গণেশ্বরেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন॥ ২৩১॥ এই লিঙ্গ স্পর্শ মাত্র ব্রহ্মহত্যাদি জনিত মহা পাপও বিদূরিত হইয়া যায়। তৎ-সমীপে মহা পুণ্যপ্রদ ত্রিপুরান্তক লিঙ্গ নরের অবশ্য পূজনীয়॥ ২৩২॥ তৎ-পশ্চিমে পরমার্থদ দত্তাত্রেয়েশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে হরিকেশেশ্বর এবং তৎ-পশ্চাৎ গোকর্ণেশ্বর লিঙ্গ॥ ২৩৩॥ ইহাঁর পুরোভাগে সর্ব্ব পাপঘ্ন একটী সরোবর আছে। এই সরোবরের পশ্চিমে ধ্রুবেশ্বর লিঙ্গ ও পিতৃলোক তৃপ্তি-কর ধ্রুব কুণ্ড॥ ২৩৪॥ ধ্রুব কুণ্ডের উত্তরে পিশাচেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা

তত্র শ্রাদ্ধ কৃতাং পুংসাং তুষ্যেয়ুঃ প্রপিতামহাঃ।
অগ্রে ধ্রুবেশাত্তারেশো বৈদ্যনাথঃ স এব হি॥ ২৩৬।
তন্নৈঋর্ত্যাং মনো লিঙ্গং বংশবৃদ্ধিকরং পরম্।
প্রিয়ব্রতেশ্বরং লিঙ্গং বৈদ্যনাথপুরোগতম্॥ ২৩৭।
তদ্‌যাম্যাং মুচুকুন্দেশস্তৎ পার্শ্বে গৌতমেশ্বরঃ।
তৎপশ্চিমেন ভদ্রেশস্তদ্‌যাম্যাং ঋষ্যশৃঙ্গিণঃ॥ ২৩৮।
ব্রহ্মেশস্তৎ পুরাস্তাচ্চ পর্জ্জন্যেশস্তদীশগঃ॥
তৎপ্রাচ্যাং নহুষেশশ্চ বিশালাক্ষী চ তৎ পুরঃ॥২৩৯।
বিশালাক্ষীশ্বরং লিঙ্গং তত্রৈব ক্ষেত্রবিঘ্নদম্।
জরাসন্ধেশ্বরং লিঙ্গং তদ্‌যাম্যাং জ্বরনাশনম্॥ ২৪০।
তৎ পুরস্তাদ্ধিরণ্যাক্ষলিঙ্গং পূজ্যং হিরণ্যদম্।
তৎপশ্চিমে গয়াধীশস্তৎ প্রতীচ্যাং ভগীরথঃ॥ ২৪১।

করিলে পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না। তদ্দক্ষিণে পিত্রীশ্বর লিঙ্গ ও তদগ্রে পিতৃকুণ্ড॥ ২৩৫॥ এখানে শ্রাদ্ধাদি করিলে পূর্ব্বপুরুষগণ পরম তৃপ্তি লাভ করেন। ধ্রুবেশ্বরের পুরোভাগে প্রণবেশ্বর লিঙ্গ। ইঁহারই অন্য একটী নাম বৈদ্যনাথ॥ ২৩৬॥ এই লিঙ্গের নৈঋত ভাগে বংশ-বৃদ্ধিকর মনু-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ। বৈদ্যনাথের পুরোভাগে প্রিয়ব্রতেশ্বর॥ ২৩৭॥ তদ্দক্ষিণে মুচুকুন্দেশ্বর এবং তৎপার্শ্বে গৌতমেশ্বর লিঙ্গ। এই লিঙ্গের পশ্চিমে ভদ্রেশ্বর এবং ভদ্রেশ্বরের দক্ষিণে ঋষ্যশৃঙ্গেশ্বর লিঙ্গ॥ ২৩৮॥ ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ এই লিঙ্গের পুরোভাগে স্থিত। ইহার ঈশানকোণে পর্য্যন্যেশ্বর এবং তাহার পূর্ব্বদিকে নহুষেশ্বর লিঙ্গ। দেবী বিশালাক্ষী এই লিঙ্গের পুরোভাগে বিরাজিতা আছেন॥ ২৩৯॥ বিশালাক্ষী দেবীর সমীপে ক্ষেত্রবিঘ্নহর বিশালাক্ষীশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে জ্বরনাশন জরাসন্ধেশ্বর লিঙ্গ॥ ২৪০॥ অবশ্য পূজনীয় হিরণ্যপ্রদ হিরণ্যাক্ষেশ্বর লিঙ্গ, এই লিঙ্গের পুরোভাগে অধিষ্ঠিত। তৎপশ্চিমে

তদগ্রে চ দিলীপেশো ব্রহ্মেশাৎ পশ্চিমে মুনে।
তত্র লিঙ্গং সকুণ্ডঞ্চ স্নাতুরিষ্টফলপ্রদম্ ॥ ২৪২।
তত্র বিশ্বাবসোর্লিঙ্গং মুণ্ডেশস্তত্র পূর্ব্বতঃ।
তদ্দক্ষিণে বিধীশশ্চ তদ্‌যাম্যাং বাজিমেধকঃ ॥ ১৪৩
দশাশ্বমেধিকে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তল্লিঙ্গমুত্তমম্।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৪৪।
তদুত্তরে মাতৃতীর্থং স্নাতুর্জন্মভয়াপহৃৎ।
তত্র স্নানন্তু যঃ কুর্য্যান্নারী বা পুরুষোপি বা ॥ ২৪৫।
ঈপ্সিতং ফলমাপ্নোতি মাতৃণাঞ্চ প্রসাদতঃ।
দক্ষিণে তব কুণ্ডাচ্চ পুষ্পদন্তেশ্বরঃ পরঃ ॥ ২৪৬।
তদগ্নিদিশি দেবর্ষিগণলিঙ্গান্যনেকশঃ।
পুষ্পদন্তাদ্দক্ষিণতঃ সিদ্ধীশঃ পরসিদ্ধিদঃ ॥ ২৪৭।

গয়াধীশ এবং তৎ পূর্ব্বদিক্‌ভাগে ভগীরথেশ্বর লিঙ্গ ॥ ২৪১ ॥ দিলীপেশ লিঙ্গ ইহার পুরোভাগে স্থিত এবং দিলীপেশের পশ্চিমে ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শন ও তৎসমীপস্থ কুণ্ডে স্নান করিলে অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪২ ॥ এই স্থানেই বিশ্বাবসু লিঙ্গ। তৎপুরোভাগে মুণ্ডেশ্বর এবং তদ্দক্ষিণে বিধীশ্বর এবং তাহার দক্ষিণে অশ্বমেধকেশ্বর লিঙ্গ। দশাশ্বমেধ তীর্থে স্নান করিয়া এই লিঙ্গ দর্শন করিলে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ২৪৩ ॥ ২৪৪ ॥ তদুত্তরস্থ মাতৃতীর্থে স্নান করিলে পুনরায় মাতৃগর্ভে বাস করিতে হয় না এবং পুরুষই হউক বা নারীই হউক, মাতৃগণ প্রসাদাৎ বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারে ॥ ২৪৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! তোমার কুণ্ডের দক্ষিণে অনুত্তম পুষ্পদন্তেশ্বর এবং তদগ্নিকোণে দেব ঋষি ও গণ প্রতিষ্ঠিত অনেকানেক লিঙ্গ আছেন। পুষ্পদন্তেশ্বরের দক্ষিণে পরম সিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধীশ্বর লিঙ্গ। উপক্ষোপচারে এই

পঞ্চোপচারপূজাতঃ স্বপ্নে সিদ্ধিং পরাং দিশেৎ।
রাজ্যপ্রাপ্তির্ভবেৎ পুংসাং হরিশ্চন্দ্রেশসেবয়া॥ ২৪৮।
তৎপশ্চিমে নৈর্ঋতেশোঽঙ্গিরসেশস্ততো যমে।
তদ্দক্ষিণে চ ক্ষেমেশশ্চিত্রাঙ্গেশস্ততো যমে॥ ২৪৯।
তদ্দক্ষিণে চ কেদারো রুদ্রানুচরতাপ্রদঃ।
চন্দ্রসূর্য্যান্বয়ৈর্ভূপৈঃ কেদারাদ্দক্ষিণাপথে॥২৫০।
প্রতিষ্ঠিতানি লিঙ্গানি শতশোঽথসহস্রশঃ।
লোলার্কাদ্দক্ষিণাশায়াং সর্ব্বাশাপূরকোঽর্চ্চিতঃ॥ ২৫১।
করন্ধমেশ্বরং লিঙ্গং তৎপ্রতীচ্যাং মহাফলম্।
তৎপশ্চিমে মহাদুর্গা মহাদুর্গপ্রভঞ্জনী॥ ২৫২।
শুষ্কেশ্বরঞ্চ তদ্‌যাম্যাং শুষ্কয়া সরিতার্চ্চিতম্।
জনকেশস্তৎপ্রতীচ্যাং শঙ্কুকর্ণস্তদুত্তরে॥ ২৫৩।
মহাসিদ্ধীশ্বরং লিঙ্গং তৎপ্রাচ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
সিদ্ধকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা সিদ্ধেশ্বরং মহৎ॥ ২৫৪।

লিঙ্গের পূজা করিলে স্বপ্নে সিদ্ধি লাভ হয়। তৎসমীপদেশস্থ হরিশ্চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গের সেবা করিলে রাজ্য লাভ হয়॥ ২৪৬—২৪৮॥ তৎপশ্চিমে নৈঋতেশ্বর এবং তদ্দক্ষিণে অঙ্গিরসেশ্বর লিঙ্গ। এই লিঙ্গের দক্ষিণে ক্ষেমেশ্বর এবং তদ্দক্ষিণে চিত্রাঙ্গেশ্বর লিঙ্গ॥ ২৪৯॥ রুদ্রপদপ্রদ কেদারেশ্বর লিঙ্গ এই লিঙ্গের দক্ষিণে স্থিত। কেদারেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপগণ প্রতিষ্ঠিত শত সহস্র লিঙ্গ আছেন। লোলার্কের দক্ষিণে সর্ব্বাশাপূরক অর্কবিনায়ক লিঙ্গ। তৎপশ্চিমে মহাফলপ্রদ করন্ধেশ্বর লিঙ্গ এবং তাঁহার পশ্চিমে মহাদুর্গতিনাশিনী মহাদুর্গা দেবি বিরাজিতা॥ ২৫০—২৫২॥ তদ্দক্ষিণস্থ অসি নদীতটে শুষ্কেশ্বর লিঙ্গ সর্ব্বথা অর্চ্চনীয়। তৎপশ্চিমে জনকেশ্বর ও তদুত্তরে শঙ্কুকর্ণেশ্বর লিঙ্গ॥ ২৫৩॥ তাঁহাদের পূর্ব্বদিকে সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ মহাসিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ। এই স্থানে সিদ্ধ কুণ্ডে স্নান করিয়া সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন

সর্ব্বাসামেব সিদ্ধীনাং পারং গচ্ছতি মানবঃ।
শঙ্কুকর্ণেশ বায়ব্যে লিঙ্গং বাড়ব্যসংজ্ঞিতম্॥ ২৫৫।
তদগ্রে চ বিভাণ্ডেশঃ কহোলেশস্তদুত্তরে।
তত্র দ্বারেশ্বরং লিঙ্গং দেবী দ্বারেশ্বরী শুভা॥ ২৫৬।
তৎ পূজনাদ্ভবেৎ সিদ্ধিরানন্দারণ্যবস্তিদা।
রক্ষকাশ্চ গণাস্তত্র নানারূপায়ুধা মুনে॥ ২৫৭।
তত্রৈব হরিদীশঞ্চ লিঙ্গং কাত্যায়নং ততঃ।
তৎপার্শ্বে জাঙ্গলেশশ্চ তৎপশ্চান্মুকুটেশ্বরঃ॥ ২৫৮।
তত্রৈব কুণ্ডং বিমলং সর্ব্বযাত্রাফলপ্রদম্।
স্নাত্বা মুকুটকুণ্ডে চ দৃষ্ট্বা বৈ মুকুটেশ্বরম্॥ ২৫৯।
যাত্রয়া সর্ব্বলিঙ্গানাং যৎ ফলং তদবাপ্যতে।
তপসশ্চাপি যোগস্য সিদ্ধিদাসাবনীপরা॥ ২৬০।

করিলে ভক্তগণ সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। বাড়ব্য লিঙ্গ শঙ্কুকর্ণের বায়ুকোণে স্থিত॥ ২৫৪॥ ২৫৫॥ তদগ্রে বিভাণ্ডেশ্বর এবং তদুত্তরে কহোলেশ্বর লিঙ্গ। এই স্থানেই দ্বারেশ্বর লিঙ্গ ও শুভঙ্করী দ্বারেশ্বরী দেবীর অধিষ্ঠান, তাঁহাদের পূজা করিলে পরমাসিদ্ধি ও নির্ব্বিঘ্নে কাশী বাস লাভ হয়॥ ২৫৬॥ ২৫৭॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! অস্ত্র শস্ত্রধারী অসংখ্য রাক্ষস ও রুদ্রচর এই স্থান রক্ষা করিতেছেন। এই স্থানেই হরিদীশ্বর ও কাত্তায়নেশ্বর নামে আর দুইটী লিঙ্গ আছেন। ইঁহাদেরই পার্শ্বভাগে জাঙ্গলেশ্বর এবং তৎপশ্চিমে মুকুটেশ্বর। এই স্থলেই মুকুট কুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া মুকুটেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে বার্ষিকী যাত্রার ফল লাভ করিতে পারা যায়। হে মুনিবর! পুরাকালে দেবাদিদেব, মহাদেবিকে বলিয়াছিলেন, হে দেবি! পঞ্চক্রোশময়ী বারাণসীর এই উত্তরাংশ অসংখ্য সিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গের অধিষ্ঠান ভূমি হওয়াতেই আমার অতিশয় প্রিয় ও প্রীতিপ্রদ। হে প্রিয়ে! জগতের উৎপত্তি, কি স্থিতি,

মুনে শতং সহস্রাণি তত্র লিঙ্গানি সিদ্ধয়ে।
একাদিগুত্তরা দেবি বারাণস্যাং প্রিয়া মম॥ ২৬১।
তত্রাপি পঞ্চায়তনে রতির্মে নিতরাং প্রিয়ে।
উৎপত্তিস্থিতিকালেঽপি তত্রাহং সর্ব্বদাস্থিতঃ॥ ২৬২।
এবং যস্তু বিজানাতি ন স পাপৈঃ প্রলিপ্যতে।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ত্রিসত্যং নান্যতঃ প্রিয়ে॥২৬৩
শীঘ্রং তত্রৈব গন্তব্যং যদিচ্ছেন্মামকং পদম্।
উদ্দেশমাত্রং লিঙ্গানি কথিতানি ময়া মুনে॥ ২৬৪।
দ্বিস্ত্রিঃ কৃত্বঃ স্থাপিতানি ভক্ত্যা লিঙ্গানি কানিচিৎ।
ন তানি পুনরুক্তানি শ্রদ্ধয়ার্চ্চ্যানি সর্ব্বতঃ॥ ২৬৫।
এতানি যানি লিঙ্গানি যানি কুণ্ডানি যেঽব্ধবঃ।
যাবাপ্যস্তানি সর্ব্বাণি শ্রদ্ধেয়ানি মনীষিভিঃ॥ ২৬৬।

সকল সময়েই আমি এই স্থানে বিরাজিত। প্রলয়কালেও এস্থান পরিত্যাগ করি না। যাঁহারা আমার এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত, হে প্রাণাধিকে! আমি তোমাকে ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছি, সেই পুণ্যাত্মাগণকে কোনরূপ পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। যাঁহারা আমার পদ প্রাপ্তির অভিলাষী, তাঁহাদের এই স্থলে গমন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥ ২৫৮—২৬৩॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! তোমার উদ্দেশে আমি যে সকল লিঙ্গ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম তদ্ব্যতীত ভক্তগণ-প্রতিষ্ঠিত আরও অসংখ্য লিঙ্গ আছেন। কোন ভক্ত দুই বার, কেহ বা তিনবার কাশীতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুনুরুক্তি নিবারণার্থ সে সকল লিঙ্গের উল্লেখ করিলাম না, কিন্তু সকল লিঙ্গই শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনীয়। কাশীস্থ সকল লিঙ্গই শ্রদ্ধা সহকারে দর্শন এবং সমস্ত কুণ্ড, কূপ ও বাপীতে ভক্তি সহকারে স্নান তর্পণাদি করা জ্ঞানিগণের অত্যাবশ্যক। এই সকল লিঙ্গ দর্শনে ও তীর্থস্নানে যথাবিধানে ফললাভ হইয়া থাকে। কাশী পুরীতে যে কত লিঙ্গ, কত সরোবর,

এতেষাং দর্শনাৎ স্নানাৎ ফলমুত্তরোত্তরম্।
অত্রত্যানাঞ্চ লিঙ্গানাং কূপানাং সরসামপি॥ ২৬৭।
বাপীনাঞ্চাপি মূর্ত্তীনাং কঃ সংখ্যাতুং প্রভুর্ভবেৎ।
আনন্দকাননস্থানি তৃণান্যপি পরং বরম্॥ ২৬৮।
দিবৌকসোপি নান্যত্র যৎ পুনর্জন্মভাজনম্।
সর্ব্বলিঙ্গময়ী কাশী সর্ব্বতীর্থৈকজন্মভূঃ॥ ২৬৯।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্দাত্রী দৃষ্টা দেহান্তসেবিতা।
মম প্রিয়তমা দেবি ত্বমেব তপসো বলাৎ॥ ২৭০।
স্বভাবতস্ত্বিয়ং কাশীসুখবিশ্রামভূর্মম।
যে কাশ্যা নাম গৃহ্ণন্তি যেনুমোদন্ত এব হি॥ ২৭১।
তে মে শাখবিশাখাভাঃ স্কন্দনন্দিগজাস্যবৎ।
তএব ভক্তা মে দেবি তএব মম সেবকাঃ॥ ২৭২।
মুমুক্ষবস্ত এবাত্র যে চানন্দবনৌকসঃ।
তপস্তপ্তং মহত্তৈস্তু কৃতং তৈস্তু মহাব্রতম্॥ ২৭৩।

কত কূপ, কত বাপী এবং কত দেবিমূর্ত্তি আছে, কাহার সাধ্য তাহার সংখ্যা করিতে পারে॥ ২৬৪—২৬৮॥ হে দেবি! যে স্থানে মৃত্যু হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সর্ব্বত্র লিঙ্গময়ী, সর্ব্বতীর্থ জন্মভূমি, জীবনে স্বর্গসুখ এবং জীবনান্তে মোক্ষদায়িনী এই বারাণসীক্ষেত্রের তৃণ হওয়া বরং প্রার্থনীয়, অন্যত্র দেব পদ প্রাপ্তি তাদৃশ পুণ্যজনক নহে। হে প্রিয়ে! আমি তপস্যাবলেই তোমাকে এবং আমার সর্ব্বসুখ বিশ্রাম ভূমি স্বভাবসুন্দরী প্রিয়তমা এই বারাণসীকে প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ২৬৯—২৭১॥ হে দেবি! যাঁহারা কাশীনাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পরমানন্দে কালক্ষয় হয়। শাখ, বিশাখ, স্কন্দ, নন্দী, ও গজাননের ন্যায় সেই সকল মহাত্মা আমার পরম প্রিয়। আনন্দ-কানন কাশীর সেবা করিলে আমার সেবা করা হয়, কাশীর প্রতি ভক্তিমানেরাই আমার ভক্ত এবং আমি তাহাদিগকে মুক্তি বিধান করি। কাশীবাসই মহা-

তৈশ্চ দত্তং মহাদানং যে চানন্দবনৌকসঃ।
তে স্নাতসর্ব্বতীর্থা বৈ তেঽখিলাধ্বরদীক্ষিতাঃ ॥ ২৭৪ ।
তেচীর্ণ সর্ব্বধর্ম্মা হি যে চানন্দবনৌকসঃ।
সুরাসুরোরগনরা ভূমিভারায় তেঽখিলাঃ ॥ ২৭৫ ।
বয়স্যপীহ চরমে যেনানন্দবনৌকসঃ।
অন্ত্যজোঽপি বরঃ কাশ্যাং নান্যত্র শ্রুতিপারগঃ।
সংসারপারগঃ পূর্ব্বস্ত্বন্ত্যশ্চান্ত্যজতোঽপ্যধঃ ॥ ২৭৬ ।
স এব ন্যূনং সর্ব্বজ্ঞঃ স এব হ্যধিকেক্ষণঃ।
যঃ পার্থিবীং তনুং হিত্বা কাশ্যান্ধত্তে সুধাময়ীম্ ॥২৭৭।
শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং সর্ব্বতীর্থরহস্যবৎ।
কাশীদর্শনজং পুণ্যং প্রাপ্নোতি নিয়তং নরঃ ॥ ২৭৮ ।
যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং প্রাতঃ প্রাতর্দ্দিনে দিনে।
দৃষ্টানি তেন সর্ব্বাণি তীর্থান্যেতানি নান্যথা ॥ ২৭৯ ।

তপ, কাশীবাসই মহাব্রত এবং কাশীবাসই মহাদান। কাশীবাসে নিখিল তীর্থ স্নানের ফল হয়, কাশীবাসে সকল যজ্ঞ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয় এবং কাশীবাসে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাচরণের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কি সুর, কি অসুর, কি উরগ, কি নর, যে পরিনতবয়সে কাশীবাস না করে, তাহার জন্মধারণ কেবল ধরিত্রীকে কষ্ট দিবার জন্য। হে দেবি! অন্যত্র বেদপরায়ন হওয়া অপেক্ষা কাশীতে ইতর প্রাণী হওয়া সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। হে প্রিয়ে! এই অনিত্য পার্থিব তনু পরিত্যাগ পুরঃসর সুধাময়ী নির্ম্মল তনু লাভের একমাত্র সাধন বারাণসী বাস যাহার ভাগ্যে ঘটে, অন্ত্যজ প্রাণী হইলেও সে সংসার পারগ দ্বিজ হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। সেই ব্যক্তিই যথার্থ সর্ব্বজ্ঞ এবং সেই যথার্থ বহুদর্শী ॥ ২৭২—২৭৭ ॥ সর্ব্ব তীর্থ রহস্যময় এই পবিত্র অধ্যায় যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার কাশী দর্শন জনিত মহা পুণ্য লাভ হয় এবং যিনি ইহা প্রত্যহ পাঠ করেন, তাঁহার এই সমস্ত তীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়, তদ্বিষয়ে

সর্ব্বলিঙ্গময়াধ্যায়ং যোঽমুং নিত্যং জপেৎ সুধীঃ।
ন তং যমো ন তং দূতাঁনৈনমংহোপি বাধতে॥ ২৮০।
ব্রহ্মযজ্ঞফলং তস্য জায়তে সুকৃতাত্মনঃ।
যো জপেদমুমধ্যায়ং শুচিস্তদ্গতমানসঃ॥ ২৮১।
স স্নাতঃ সর্ব্বকুণ্ডেষু সর্ব্ববাপ্যম্বুপঃ স চ।
সর্ব্বলিঙ্গার্চ্চকঃ সোত্র যোঽমুমধ্যায়মাজপেৎ॥ ২৮২।
কিমন্যৈর্বহুভিঃ স্তোত্রৈরতিস্তোকফলপ্রদৈঃ।
মৎ প্রেমবদ্ভিরধ্যায়ো জপ্তব্যোয়ং মহাফলঃ॥ ২৮৩।
মহাদানেষু দত্তেষু যৎ ফলং প্রাপ্যতেঽত্র বৈ।
সকৃজ্জপান্ মহাধ্যায়াদমুষ্মাত্তৎ সমাপ্যতে॥ ২৮৪।
স্নাত্বা সর্ব্বাণি তীর্থানি দৃষ্টা লিঙ্গান্যনেকশঃ।
যৎ ফলং লভ্যতে মর্ত্ত্যৈস্তদেতজ্জপনাদ্ধ্রুবম্॥ ২৮৫।
ইদমেব তপোত্যুগ্রং অয়মেব জপো মহান্।
কাশীলিঙ্গাবলীনামাধ্যায়ো জপ্যেত যন্মুনে॥ ২৮৬।

অনুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ২৭৮॥ ২৭৯॥ যে সুবুদ্ধি সর্ব্বলিঙ্গময় এই অধ্যায় জপ করেন, যম, যমদূত বা কোন প্রকার পাপ তাঁহাকে উৎপীড়নে সমর্থ হয় না। যে মহাত্মা শুদ্ধাচারী হইয়া তদ্গতচিত্তে এই অধ্যায় জপ করেন, তিনি সমস্ত ব্রহ্মযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন॥ ২৮০॥ ২৮১॥ যিনি এই অধ্যায় জপ করেন, তাঁহার সকল লিঙ্গের অর্চ্চনা, সকল কুণ্ডে স্নান এবং সকল বাপীর অম্বুপানের ফল লাভ হয়॥ ২৮২॥ যাঁহারা আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী, অল্প মন্ত্র ফলপ্রদ অন্যবিধ স্তোত্রের তাহাদের আবশ্যকতা কি? এই অধ্যায় জপ করিলেই তাঁহারা মহাফল প্রাপ্ত হইবেন॥ ২৮৩॥ মহাদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই অধ্যায় জপ করিলে তৎসমফল অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়॥ ২৮৪॥ সর্ব্বতীর্থে স্নান এবং নিখিল লিঙ্গ দর্শনে যে ফল, এই অধ্যায় জপে নিশ্চয় সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ২৮৫॥ লিঙ্গ মাহাত্ম্য পরি

মম দ্রুহে নাস্তিকায় বেদনিন্দারতায় চ।
ন দাতব্যো ন দাতব্যো ন দাতব্যো জপস্ত্বয়ম্ ॥ ২৮৭।
অধ্যায়স্যাস্য জপনাৎ পাপং ব্রহ্মবধোদ্ভবম্।
অগম্যাগমনঞ্চাপি তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্ ॥ ২৮৮।
গুরুদারাভিচারোত্থং হেমস্তেয়সমুদ্ভবম্।
মাতাপিতৃবধাজ্জাতং গোভ্রূণহননোদ্ভবম্ ॥ ২৮৯।
মহাপাপানি পাপানি জ্ঞাতাজ্ঞাতানি ভূরিশঃ।
উপপাপানি পাপানি মনোবাক্কায়জান্যপি ॥ ২৯০।
বিলয়ং যান্ত্যশেষাণি নিঃসন্দেহং মমাজ্ঞয়া।
পুত্রান্ পৌত্রান্ ধনং ধান্যং কলত্রং ক্ষেত্রমেব চ ॥২৯১।
মনঃ সমীহিতং সর্ব্বং স্বর্গং মোক্ষং সুখান্যপি।
জপ্ত্বাধ্যায়মিমং বিদ্বান্ প্রাপ্স্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯২।
ইতি যাবৎ সমাখ্যাতি দেবো দেবীপুরঃ কথাম্।
তাবন্নন্দী সমাগত্য প্রণম্যেতি ব্যজিজ্ঞপৎ ॥ ২৯৩।

পূরিত এই পবিত্র অধ্যায়ের জপই মহাজপ এবং ইহাই মহা তপস্যা ॥ ২৮৬ ॥ হে দেবি! নিয়ত আমারি নিন্দাবাদ রত, মূঢ় নাস্তিকের নিকট কদাচ এই অধ্যায় পাঠ করিবে না ॥ ২৮৭ ॥ এই অধ্যায় জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা, অগম্যা গমন, অভক্ষ্য ভক্ষন, গুরুপত্নী হরণ, সুবর্ণাপহরণ, পিতৃমাতৃ হত্যা, গো হত্যা, ভ্রূণ হত্যা, এবং উপপাতক জনিত সর্ব্ববিধ জ্ঞাতাজ্ঞাত বা কায়মনোবাক্ কৃত পাপ নিশ্চয়ই আমার আজ্ঞায় বিদূরিত হইয়া যায়। এই অধ্যায় জপ করিলে পুত্র, পৌত্র, ধন, ধান্য, কলত্র, ক্ষেত্র, স্বর্গমোক্ষ এবং অভীষ্টানুরূপ সুখ বা অন্য কোন বস্তু অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায় সন্দেহ নাই ॥ ২৮৮—২৯২ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! দেবাদিদেব ও দেবী ভগবতী যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন নন্দী তথায় আগমন পূর্ব্বক নিবেদন

জাতা পরিসমাপ্তিশ্চ মহাপ্রাসাদনির্ম্মিতেঃ।
সজ্জীকৃতো রথশ্চায়ং ব্রহ্মাদ্যা মিলিতাঃ সুরাঃ॥ ২৯৪
তার্ক্ষ্যগঃ পুণ্ডরীকাক্ষো দ্বারি তিষ্ঠতি সানুগঃ।
প্রতীক্ষমাণোঽবসরং পুরস্কৃত্য মুনীশ্বরান্॥ ২৯৫।
চতুর্দ্দশসু লোকেষু যে যে তিষ্ঠন্তি সুব্রতাঃ।
তে নিশম্যাদ্য মিলিতাঃ প্রাবেশিকমহোৎসবম্॥ ২৯৬

স্কন্দ উবাচ।

ইতি নন্দিবচঃ শ্রুত্বা দেবো দেবীসমাযুতঃ।
দিব্যং রথং সমারুহ্য নির্জগাম ত্রিবিষ্টপাৎ॥ ২৯৭।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ক্ষেত্রতীর্থবর্ণনং নাম
সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

করিল, হে প্রভো! তোমার অনুমত্যনুসারে কাশীতে মহাপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি রথসজ্জা করিয়াছি। দেবগণ-পরিবৃত ব্রহ্মা, মুনিগণ-পরিবেষ্টিত পুণ্ডরীকাক্ষ, তার্ক্ষ এবং চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ মহাব্রত মহাত্মাগণ তোমার কাশীগমনে মহানন্দিত হইয়া দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে মুনিবর! নন্দীর এই বাক্য শ্রবণে মহাদেব তৎক্ষণাৎ দেবী সহ দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক কাশী যাত্রা করিলেন॥ ২৯৩—২৯৭॥

ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণে কাশীখণ্ডে ক্ষেত্র তীর্থ বর্ণন
নাম সপ্তাধিকনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু সূত মহাভাগ যথা স্কন্দেন ভাষিতঃ।
মহামহোৎসবঃ শম্ভোঃ পৃচ্ছতে কুম্ভসম্ভবে॥ ১।

স্কন্দ উবাচ।

নিশাময় মহাপ্রাজ্ঞ শম্ভুপ্রাবেশিকীং কথাম্।
ত্রৈলোক্যানন্দজননীং মহাপাতকতর্জ্জনীম্॥ ২।
মন্দরাদাগতঃ শম্ভুশ্চৈত্রে দমনপর্ব্বণি।
প্রাপ্যাপ্যানন্দগহনমিতশ্চেতশ্চচার হ॥ ৩।
মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসেথ প্রাসাদে সিদ্ধিমাগতে।
দেবো বিরজসঃ পীঠাদন্তর্গেহং বিবেশ হ॥ ৪।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, হে সূত! হে মহাভাগ! হে মহাপ্রাজ্ঞ! বিশ্বেশ্বরের কাশী গমনোপলক্ষে যে মহা মহোৎসব হইয়াছিল, তদ্বিবরণ স্কন্দদেব অগস্তির নিকট যে প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, মহাপাতক-নাশিনী ত্রৈলোক্যানন্দ-জননী সেই কাশী প্রবেশ-রূপিণী কথা আমি তোমার নিকট অবিকল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥ ২॥

বিশ্বেশ্বর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয়া ত্রয়োদশী দিবসে মন্দরাচল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনন্দ-কানন কাশীধাম পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং বিলাসভবন স্বকীয় প্রাসাদ দর্শনে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশার্থ শুভদিন প্রতীক্ষায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত ত্রিলোচন পীঠে অবস্থান পূর্ব্বক পুরীর ইতস্ততঃ

ঊর্জ্জশুক্লপ্রতিপদি বুধরাধাসমাযুজি।
চন্দ্রে সপ্তমরাশিস্থে শেষেষূচ্চ গ্রহেষু চ॥ ৫।
বাদ্যমানেষু বাদ্যেষু প্রসন্নাসু হরিৎসু চ।
ব্রাহ্মণানাং শ্রুতিরবনাক্রুতান্যরবান্তরে॥ ৬।
প্রতিশব্দিতভূর্লোকভুবর্লোকান্তরাধ্বনি।
সর্ব্বং প্রমুদিতঞ্চাসীচ্ছম্ভোঃ প্রাবেশিকোৎসবে॥ ৭।
জগুর্গন্ধর্ব্বনিকরা ননৃতুশ্চাপ্সরো গণাঃ।
চারণাস্তু স্তুতিঃ কুর্য্যুর্জহৃষুর্দেবতা গণাঃ॥ ৮।
ববুর্গন্ধবহা বাতা ববৃষুঃ কুসুমৈর্ঘনাঃ।
সর্ব্বে মঙ্গলনেপথ্যাঃ সর্ব্বে মঙ্গলভাষিণঃ॥ ৯।
স্থাবরা জঙ্গমাঃ সর্ব্বে জাতা আনন্দমেদুরাঃ।
সুরাসুরেষু সর্ব্বেষু গন্ধর্ব্বেষূরগেষু চ॥ ১০।
বিদ্যাধরেষু সাধ্যেষু কিন্নরেষু নরেষু চ।
স্ত্রীপুং জাতেষু সর্ব্বেষু রেজুশ্চত্বার এব চ॥ ১১।
নিস্প্রত্যূহঞ্চ নিতরাং পুরুষার্থাঃ পদে পদে।
ধূপধূমভরৈর্ব্যোম যদ্রক্তন্তু তদা মুনে॥ ১২।

পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। পরে গ্রহগণ তুঙ্গস্থ হইলে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্দিবসে বুধবাসরে, অনুরাধা নক্ষত্রযোগে সপ্তমচন্দ্রে শ্রীমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তখন নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। বেদধ্বনি ভূলোক ভবলোক পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হওয়ায় শব্দান্তর শ্রুতিগোচর হইল না। দিক্ চতুষ্টয় এবং সমুদয় প্রাণী প্রসন্নভাব ধারণ করিল॥ ৩—৭॥ তখন গন্ধর্ব্বগণ গান, অপ্সরাগণ নৃত্য, চরগণ স্তুতিপাঠ এবং দেবতাগণ পরমানন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহন ও মেঘ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্ব এবং প্রাণী-মাত্রে পরম পুলকিত হইয়া মঙ্গলালাপে নিযুক্ত হইল। তখন সুর, অসুর,

নাদ্যাপি নীলিমানং তং পরিত্যজতি কর্হিচিৎ।
নীরাজনায় যে দীপাস্তদা সর্ব্বে প্রবোধিতাঃ॥ ১৩।
তেষাং জ্যোতীংষি খেঽদ্যাপি রাজন্তে তারকাছলাৎ।
প্রতিসৌধং পতাকাশ্চ নানাকারা বিচিত্রিতাঃ॥ ১৪।
রম্যধ্বজপ্রভাধৌতা রেজুঃ প্রতিশিবালয়ম্।
ক্বচিদ্গায়ন্তি গীতজ্ঞাঃ ক্বচিন্নৃত্যন্তি নর্ত্তকাঃ॥ ১৫।
চতুর্বিধানি বাদ্যানি বাদ্যন্তে চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
প্রত্যধ্বং চন্দনরসচ্ছটাপিচ্ছিলভূময়ঃ॥ ১৬।
হরিতশ্বেতমাঞ্জিষ্ঠনীলপীতবহুপ্রভাঃ।
প্রত্যঙ্গণং শুভাকারা রঙ্গমালাশ্চ কাশিরে॥ ১৭।
রত্নকুট্টিমভূভাগা গোপুরাগ্রেষু রেজিরে।
সুধোজ্জ্বলা হর্ম্ম্যমালাঃ সৌধনাম প্রপেদিরে॥ ১৮।
অচেতনান্যপি তদা চেতনানীব সম্বভুঃ।
যানি কানীহ কীর্ত্ত্যন্তে মঙ্গলানি ঘটোদ্ভব॥ ১৯।

গন্ধর্ব্ব, উরগ, বিদ্যাধর, নর, কিন্নর এবং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে করতলস্থ দর্শন করিয়াছিলেন॥ ৮—১২॥ হে মুনিবর! তাৎকালিক ধূপ-রাজি সমুত্থিত মহাধূম রাশিই অদ্যাপি গগণকে নীলিমালঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে এবং বিশ্বেশ্বরের নীরাজনা জন্য তৎকালে যে সকল দীপ প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল তারকাচ্ছলে সেই সকলের জ্যোতি অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছে। বিশ্বেশ্বর সমাগমে রম্যধ্বজ প্রভাধৌত বিচিত্র পতাকা সকল কাশীস্থ প্রতিসৌধে শোভা পাইতে লাগিল। কোন স্থলে গায়কেরা গান, কোন স্থলে নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে লাগিল এবং কোথাও বা চতুর্ব্বিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। পুরীস্থ পথসকল চন্দন চর্চ্চিত হওয়ায় পিচ্ছিল হইয়া উঠিল। শ্বেত, পীত, নীল, হরিৎ ও রক্তিম আভাযুক্ত মনোহর মাল্যরাজী প্রতি প্রাঙ্গনে এবং রত্ন কুট্টীম সকল প্রতি

তেষামেব হি সর্ব্বেষাং তত্র জন্মাদিবাভবৎ।
আগত্য দেবদেবোথ মুক্তিমণ্ডপমাবিশৎ ॥ ২০।
অথাভিষিক্তশ্চতুরাননেন মহর্ষিবৃন্দৈঃ সহ দেবদেবঃ।
শুভাসনস্থঃ সহিতো ভবান্যা
কুমারবৃন্দৈঃ পরিতো বৃতশ্চ ॥ ২১।
রত্নৈরসংখ্যৈর্বহুভির্দুকূলৈর্মাল্যৈর্বিচিত্রৈর্লসদিষ্টগন্ধৈঃ।
অপূপুজন্দেব গণা মহেশং
তদা মুদা তে চ মহোরগেন্দ্রাঃ ॥ ২২।
রত্নাকরৈশ্চাপি গিরীন্দ্রবর্য্যৈর্যথা
স্বমন্যৈরপি পুণ্যধীভিঃ।
সম্পূজিতঃ কুম্ভজ তত্র শম্ভুর্নী-
রাজিতো মাতৃগণৈরথেশঃ ॥ ২৩।
সন্তোষ্য সর্ব্বান্ প্রমথং মুনীন্দ্রান্
স্বৈঃ স্বৈর্হৃদিস্থৈশ্চ চিরাভিলাষৈঃ।
ব্রহ্মাণমাভাষ্য শিবোথ বিষ্ণুং
জগাদ সর্ব্বামরবৃন্দবন্দ্যঃ ॥ ২৪।

পুরদ্বারে শোভা পাইতে লাগিল। তখন বারাণসীস্থ যাবতীয় ভবনই রাজ-ভবনরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে ঘটোদ্ভব! মাঙ্গল্য-সূচক যে সকল পদার্থের কথা কহিলাম, অচেতন হইলেও সে সকল তখন সচেতন পদার্থ বলিয়া বোধ হইয়াছিল ॥ ১৩—২০ ॥

ভগবান ভবানীপতি এইরূপে মহা সমারোহে মুক্তিমণ্ডপে প্রবেশ করিলে পর, মহর্ষিগণের সহিত চতুরানন ব্রহ্মা, অসংখ্য রত্ন, বহুমূল্য বিচিত্র দুকূল ও সুগন্ধ মাল্য দ্বারা ভগবতী ভবানী ও কুমারদ্বয় সহ সুখাসীন দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরকে যথাবিহিত অভিষেক করিলেন। হে কুম্ভযোনে! অনন্তর দেব-

ইতো নিষীদেতি সম্মানপূর্ব্বং
ত্বং মে সমস্তপ্রভুতৈকহেতুঃ।
দূরেপি তিষ্ঠন্নিকটস্থমেব ত্বত্তো
ন কশ্চিন্ মম কার্য্যকর্ত্তা ॥ ২৫।
ত্বয়া দিবোদাস নরেন্দ্রবর্য্যঃ
সদুপদেশৈশ্চ তথোপদিষ্টঃ।
যথা স সিদ্ধিং পরমামবাপ
সমীহিতং মে নিখিলঞ্চ সিদ্ধং ॥ ২৬।
বিষ্ণো বরং ব্রূহি য ঈপ্সিতস্তে
নাদেয়মত্রাস্তি কিমপ্যহো তে।
ইদং ময়ানন্দবনং যদাপ্তং
হেতুস্ত্ত তত্র ত্বমসৌ গণেশঃ ॥ ২৭।

গণ, নাগগণ, রত্নাকর, গিরীন্দ্রবর এবং পুণ্যশীল ভক্তগণ পরমানন্দে বারম্বার বিশ্বেশ্বরকে পূজা করিতে লাগিলেন ও মাতৃকাগণ যথাবিহিত তাঁহার আরতি করিতে লাগিল। তখন মহেশ্বর মুনীন্দ্রাদি-প্রমুখ সমাগত যাবতীয় ভক্তগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদানে চরিতার্থ করিয়া ব্রহ্মার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর অমরগণের পূজনীয় বিশ্বেশ্বর বিহিত সম্মান-পুরঃসর বিষ্ণুকে নিকটে উপবেশন করিতে কহিয়া বলিলেন, হে হৃষীকেশ! তুমিই আমার এই সমস্ত বিভবের নিদান। তুমি দূরে থাকিলেও আমার নিকটস্থ। তুমি ভিন্ন এমত কার্য্য-কুশল আর কে আছে। তোমার সদুপ-দেশেই নরেন্দ্র দিবোদাস পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন এবং আমিও পূর্ণ মনোরথ হইলাম। অতএব হে বিষ্ণো! তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। যেখানে মৃত্যু হইলে আর জন্ম পরি-গ্রহ করিতে হয় না, ব্রহ্মজ্ঞানের আকর স্বরূপ পরম সুখ নিদান বারাণসী হইতে আমার অধিকতর প্রিয় বস্তু ত্রিভুবনে আর কিছুই নাই। হে নারায়ণ!

ন মে প্রিয়ং কিঞ্চ ন বিষ্টপত্রয়ে
তথা যথেয়ং পরসৌখ্যভূমিঃ।
বারাণসী ব্রহ্মরসায়নস্য
খনির্জনির্যত্র ন দীর্ঘশায়িনাম্ ॥ ২৮।
শ্রুত্বেতি বাক্যং জগদীশিতুশ্চ
প্রোবাচ বিষ্ণুর্বরদং মহেশম্।
যদি প্রসন্নোসি পিনাকপাণে
তদাপদাদ্দূরমহং ন তে স্যাম্ ॥ ২৯।
শ্রুত্বেতি বাক্যং মধুসূদনস্য
জগাদ তুষ্টো নিতরাং পুরারিঃ।
সদা মুরারে মম সন্নিধৌ ত্বং
তিষ্ঠ স্বনির্ব্বাণরমাশ্রয়েত্র ॥ ৩০।
আদাবনারাধ্য ভবন্তমত্র যো
মাং ভজিষ্যত্যপি ভক্তিযুক্তঃ।
সমীহিতং তস্য নসেৎস্যতি
ধ্রুবং পরাৎপরান্ মেম্বুজ চক্রপাণে ॥ ৩১।

আনন্দ-কানন সেই কাশীধাম আমি কেবল তোমার এবং গণেশের গুণেই প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২১—২৮ ॥

জগৎপতি মহেশ্বরকে বরদানে উদ্যত দেখিয়া বিষ্ণু কহিলেন, হে পিনাক-পাণে! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন, আমি তোমার ঐ পাদপদ্মের অন্তরে না থাকি। মধুসূদনের এই বাক্যে ত্রিপুবারি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মুরারে! নির্ব্বাণলক্ষ্মীর বাস ভবন এই কাশীধামে তুমি সর্ব্বদা আমার নিকট থাকিবে। হে পদ্মাক্ষ! প্রথমতঃ তোমার আরাধনা না করিয়া যাহারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে, ভক্তিযুক্ত হইলেও, হে চক্রপাণি! পরাৎপর যে আমি, আমা হইতে নিশ্চয়ই তাহারা

সর্ব্বত্র সৌখ্যং মম মুক্তিমণ্ডপে
সন্নিষ্ঠমানস্য ভবেদিহাচ্যুত।
ন তত্তু কৈলাসগিরৌ সুনির্ম্মলে
ন ভক্তচেতস্যপি নিশ্চলশ্রিয়ি॥ ৩২।
নিমেষমাত্রং স্থিরচিত্তবৃত্তয়-
স্তিষ্ঠন্তি যে দক্ষিণমণ্ডপেত্র মে।
অনন্যভাবা অপি গাঢ়মানসা
ন তে পুনর্গর্ভদশামুপাসতে॥ ৩৩।
সংস্নায় যে চক্রসরস্যগাধে
সমস্ততীর্থৈক শিরোবিভূষণে।
ক্ষণং বিশন্তীহ নিরীহমানসা
নিরেনসস্তে মম পার্ষদা হি॥ ৩৪।
স্মরন্তি যে মামপবর্গমণ্ডপে
কিঞ্চিৎ যথাশক্তি দদত্যপি স্বম্।
শৃণ্বন্তি পুণ্যাশ্চ কথাঃ ক্ষণং
স্থিরাস্তে কোটিগোদানফলং ভজন্তি॥ ৩৫।

সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না। হে অচ্যুত! আমার এই মুক্তিমণ্ডপে সর্ব্বত্র অনুক্ষণ সুখশান্তি বিরাজ করিতেছে, এরূপ সুখ, সুরম্য কৈলাসেও নাই এবং মুমুক্ষু ভক্ত হৃদয়েও নাই। অনন্যভাবাপন্ন স্থিরচিত্ত ব্যক্তি যদি নিমেষমাত্র গাঢ় ভক্তির সহিত আমার এই মুক্তিমণ্ডপে অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহাকে আর গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যাহারা সর্ব্ব তীর্থ শিরোমণি চক্র সরোবরে অবগাহন করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন করে, আমি তাহাদিগকে সালোক্য মুক্তি প্রদান করি। যাহারা মুক্তিমণ্ডপে আমার উপাসনা করিয়া যথাশক্তি অর্থ দানানন্তর পুণ্য কথা শ্রবণ করে, তাহাদের কোটি গো দানের ফল লাভ হয়। হে উপেন্দ্র!

উপেন্দ্রতপ্তানি তপাংসি তৈশ্চিরং
স্নাতা হি তে চাখিলতীর্থসাধকৈঃ।
স্নাত্বেহ যে বৈ মণিকর্ণিকাহ্রদে
সমাসতে মুক্তিরমাশ্রয়েক্ষণম্ ॥ ৩৬।
তীর্থানি সন্তীহ পদে পদে হরে
তুল্যা ক্ব তেষাং মণিকর্ণিকায়াঃ।
কতীহ নো সন্তি শুভাশ্চ মণ্ডপাঃ
পরং পরো মুক্তিরমাশ্রয়োয়ম্ ॥ ৩৭।
কৈবল্যমণ্ডপস্যাস্য ভবিষ্যে দ্বাপরে হরে।
লোকে খ্যাতির্ভবিত্রীযমেষকুক্কুটমণ্ডপঃ ॥ ৩৮।

হরিরুবাচ।

ভালনেত্র সমাখ্যাহি কথং নির্ব্বাণমণ্ডপঃ।
তথা খ্যাতিমসৌ গন্তা যথা দেবেন ভাষিতম্ ॥ ৩৯।

দেবদেব উবাচ।

মহানন্দো দ্বিজো নাম ভবিষ্যোত্র চতুর্ভুজ।
অগ্রে বেদী সমাচারস্ত্যক্ততীর্থং প্রতিগ্রহঃ ॥ ৪০।

বিবিধ তপশ্চারণ ও চিরকাল অসংখ্য তীর্থে স্নান করিয়া নিখিল তীর্থ সাধক গণ যে ফল প্রাপ্ত হন, একবারমাত্র মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া ক্ষণকালমাত্র কাশীবাসেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকেন। হে হরে! বারাণসীতে পদে পদে অসংখ্য তীর্থ আছে, কিন্তু কেহই মণিকর্ণিকার তুল্য নহে। পরম্পরা মুক্তি-বিধায়ক অনেক পবিত্র ক্ষেত্র আছে, কিন্তু মণিকর্ণিকাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। দ্বাপরে আমার এই কৈবল্য মণ্ডপ কুক্কুটমণ্ডপ নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ২৯—৩৮ ॥

হরি কহিলেন, হে ত্রিলোচন! তুমি কহিলে, যে এই কৈবল্য মণ্ডপ যুগভেদে কুক্কুট মণ্ডপ নামে বিখ্যাত হইবে, তাহা কি প্রকার শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩৯ ॥ হরির এই বাক্যে দেবাদিদেব মহাদেব কহিলেন, হে চতুর্ভুজ!

অদাম্ভিকোঽক্রূরমনাঃ সদৈবাতিথিবল্লভঃ।
অথ যৌবনমাসাদ্য পিতর্য্যুপরতে স হি ॥ ৪১।
বিষমেষুশরৈস্তীব্রৈঃ কারিতস্ত্বপদে পদম্।
জহার কস্যচিদ্ভার্য্যাং মৈত্রীং কৃত্বা তু তেন বৈ ॥ ৪২।
তয়া চ প্রেরিতোঽপেয়ং পপৌ চাপি বিমোহিতঃ।
অভক্ষভক্ষণরুচিরভূন্ মদনমোহিতঃ ॥ ৪৩।
বৈষ্ণবান্ ধনিনো দৃষ্ট্বা ক্ষণং বৈষ্ণববেশভৃৎ।
শৈবান্নিন্দতি মূঢ়াত্মা নরকত্রাণকারণম্ ॥ ৪৪।
শিবভক্তান্ সমালোক্য কিঞ্চিচ্চ পরিদিৎসুকান্।
গর্হয়েদ্বৈষ্ণবান্ সর্ব্বান্ শৈবলিঙ্গোপজীবকঃ ॥ ৪৫।
ইতি পাষণ্ডধর্ম্মজ্ঞঃ সন্ধ্যাস্নানপরাঙ্মুখঃ।
বিশালতিলকঃ স্রগ্বী শুদ্ধধৌতাম্বরোজ্জ্বলঃ ॥ ৪৬।
শিখী চোপগ্রহকরঃ সর্ব্বেভ্যোঽসৎপ্রতিগ্রহী।
তস্যাপত্যদ্বয়ং জাতমুন্মত্তপথবর্ত্তিনঃ ॥ ৪৭।

আমি তোমাকে সেই ভবিষ্য বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। মহানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ কাশীতে জন্মগ্রহণ করিবেন। ঋগ্বেদী সেই দ্বিজ প্রথমতঃ সদাচারী, অপ্রতিগ্রাহী, অদাম্ভিক, অক্রূর এবং অতিথি সৎকার নিরত হইবেন। অনন্তর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে যৌবন-সুলভ ইন্দ্রিয় চাপল্য প্রপীড়িত কুপথগামী সেই দ্বিজ কোন মিত্রের ভার্য্যা হরণ করিবে এবং তাহার প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া অভক্ষ ভক্ষণ রুচি, সুরাপানোন্মত্ত ও মদনমোহিত হইবে ॥ ৪০—৪৩ ॥ সেই দুরাত্মা অর্থ প্রাপ্তির আশয়ে বৈষ্ণব ধনীগণের নিকট বৈষ্ণব বেশ ধারণ পূর্ব্বক নরকত্রাণ-কারণ যে শিব, তাঁহার ভক্তগণের নিন্দায় এবং শৈবগণের নিকট শৈব বেশ ধারণ ও লিঙ্গারাধন-তৎপর হইয়া বৈষ্ণবগণের নিন্দায় নিরত হইবেন ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ সন্ধ্যা, স্নান-পরাঙ্মুখ পাষণ্ড-ধর্ম্ম সেই ভণ্ডদ্বিজ, বিশাল তিলক, শুদ্ধধৌত অত্যুজ্জ্বল বসন, ও মস্তকে শিখা ধারণ করিবেন এবং সর্ব্বদা পর প্রত্যাশী হইয়া নীচ ও অসৎ প্রতিগ্রাহী

এবং তস্য প্রবৃত্তস্য কশ্চিৎ পর্ব্বতদেশতঃ।
সমাগমিষ্যতি ধনী তীর্থযাত্রার্থসিদ্ধয়ে॥ ৪৮।
স্নাত্বা স চক্রসরসি কথয়িষ্যতি চেতি বৈ।
অহমস্মি ধনং দিৎসুর্জাত্যা চাণ্ডালসত্তমঃ॥ ৪৯।
অস্তি কশ্চিৎ প্রতিগ্রাহী যস্মৈ দদ্যামহং ধনম্।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৈশ্চিচ্চাঙ্গুলিসংজ্ঞয়া॥ ৫০।
উদ্দিষ্ট উপবিষ্টোসৌ যো জপেদ্ধ্যানমুদ্রয়া।
এষ প্রতিগ্রহং ত্বত্তো গ্রহীষ্যতি ন চেতরঃ॥ ৫১।
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা স গত্বা তৎসমীপতঃ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাথ তং বভাষে তদান্ত্যজঃ॥ ৫২।
মামুদ্ধর মহাবিপ্র তীর্থং মে সফলীকুরু।
কিঞ্চিদ্বস্ত্বস্তি মে তত্ত্বং গৃহাণানুগ্রহং কুরু॥ ৫৩।
অথাক্ষমালিকাং কর্ণে কৃত্বা ধ্যানং বিসৃজ্য চ।
কিয়দ্ধনং তবাস্তীহ পপ্রচ্ছ করসংজ্ঞয়া॥ ৫৪।

হইবেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে অন্যায় পথবর্ত্তী এই দ্বিজের দুইটী পুত্র জন্মিবে। অনন্তর একদা পর্ব্বত প্রদেশ হইতে কোন ধনী তীর্থ যাত্রা সিদ্ধির নিমিত্ত কাশীতে আগমন করিয়া চক্রতীর্থে স্নান পূর্ব্বক তত্তীর্থবাসীগণকে উদ্দেশ করিয়া কহিবে, আমি চণ্ডাল, বহু ধন দানে অভিলাষী, এখানে এমন কেহ আছেন, যিনি চণ্ডালের দান প্রতিগ্রহ করেন। তাহার সেই বাক্য শ্রবণে নিকটস্থ কেহ অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা ধ্যানাবলম্বনে জপাশক্ত সেই ভণ্ডদ্বিজকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিবে, এই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ তোমার দান গ্রহন করিবে না। তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই চণ্ডাল সেই দ্বিজের নিকট গমন ও তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া কহিবে, হে দ্বিজবর! আমি কিঞ্চিৎ অর্থ আনয়ন করিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাকে উদ্ধার ও আমার তীর্থযাত্রা সফল কর। তৎশ্রবণে সেই

তচ্চ সংজ্ঞাং স বৈ বুধ্বা প্রোবাচাতিপ্রহৃষ্টবৎ।
সন্তুপ্তির্যাবতা তে স্যাত্তাবদ্দাস্যামি নান্যথা ॥ ৫৫।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ত্যক্ত্বা মৌনমুবাচ হ।
সানন্দঃ স মহানন্দো নিস্পৃহোস্মি প্রতিগ্রহে ॥ ৫৬।
পরং তেঽনুগ্রহার্থন্তু করিষ্যামি প্রতিগ্রহম্।
কিঞ্চ মে বচনং ত্বঞ্চেৎ করিষ্যস্যুত্তমোত্তম ॥ ৫৭।
যাবদস্ত্যখিলং বিত্তং তন্মধ্যে ন্যস্য কস্যচিৎ।
ন স্তোকমপি দাতব্যং তদাদাস্যামি নান্যথা ॥ ৫৮।

চাণ্ডাল উবাচ।

যাবদস্তি ময়া নীতং বিশ্বেশ প্রীতয়ে বসু।
তাবত্তুভ্যং প্রদাস্যামি বিশ্বেশস্ত্বং যতো মম ॥ ৫৯।
যে বসন্তীহ বিশ্বেশরাজধান্যাং দ্বিজোত্তম।
ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রা জন্তুমাত্রা বিশ্বেশাংশাস্তএব হি ॥ ৬০।
পরোদ্ধরণশীলা যে যে পরেচ্ছাপ্রপূরকাঃ।
পরোপকৃতিশীলা যে বিশ্বেশাংশাস্তএব হি ॥ ৬১।

দ্বিজ ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষমালা কর্ণে সংস্থাপিত করিয়া কর সঙ্কেতে কহিবে, তোমার কি পরিমাণ ধন আছে। তখন সেই চণ্ডাল হৃষ্টচিত্ত সেই দ্বিজকে কহিবে, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! যাহাতে তোমার পরিতৃপ্তি হয় আমি তৎপরিমিত ধনই তোমাকে দান করিব, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্বেশ্বরের প্রীত্যর্থ আমি যাহা কিছু আনয়ন করিয়াছি, তৎসমস্তই তোমাকে তৎস্বরূপ জ্ঞানে অর্পণ করিব। যেহেতু, হে দ্বিজোত্তম! বিশ্বেশ্বর রাজধানী এই বারাণসীতে যাঁহারা বাস করেন, কি সূক্ষ্ম, কি স্থূল, পদার্থ মাত্রই সেই দেবাদিদেবের অংশ। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! পরপরিত্রান, পরবাসনা পূরণ ও পরোপকার ব্রতপরায়ণ ব্যক্তিরাই প্রকৃত প্রস্তাবে কাশীতে বিশ্বেশ্বরের অংশ। এই

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেন্দ্রিয়মানসঃ।
উবাচ পার্ব্বতীয়ং তং সোঽগ্রজন্মান্ত্যজং তদা॥ ৬২।
আয়াহি দর্ভানাদেহি কুরুৎসর্গং ত্বরান্বিতঃ।
তথেতি স চকারাশু পার্ব্বতীয়ো মহামনাঃ॥ ৬৩।
বিশ্বেশঃ প্রীয়তাঞ্চেতি প্রোচ্যযাতো যথাগতঃ।
স চ দ্বিজো দ্বিজৈরন্যৈর্ধিক্কৃতোপি বসন্নিহ॥ ৬৪।
বহির্নির্গতমাত্রস্তু বহুভিঃ পরিভূয়তে।
চাণ্ডালব্রাহ্মণশ্চৈষ চাণ্ডালাত্তধনস্ত্বসৌ॥ ৬৫।
অসাবেব হি চাণ্ডালঃ সর্ব্বলোকবহিষ্কৃতঃ।
ইত্থং তমনুধাবন্তি থূৎ কুর্ব্বন্তঃ পরিতো হরে॥ ৬৬।
স চ তদ্ভয়তো গেহাৎ কাকভীতদিবান্ধবৎ।
ন নিঃসরেৎ ক্বচিদপি লজ্জাকৃতিনতাস্যকঃ॥ ৬৭।

বাক্যশ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই দ্বিজ, পর্ব্বতনিবাসী সেই চণ্ডালকে কহিবেন, তুমি সত্বর কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক ধন উৎসর্গ কর। তখন পর্ব্বতবাসী মহামতি সেই চণ্ডাল তদাজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক "বিশ্বেশ্বর তুমি প্রীতিযুক্ত হও" এতাবন্মাত্র বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবে॥ ৪৬—৬৩॥ অন্যান্য দ্বিজগণ অসৎপ্রতিগ্রাহী সেই দ্বিজকে ধিক্কার প্রদান করিতে থাকিবে। কিন্তু সে তথাচ স্থান পরিত্যাগ করিবে না। নগরের মধ্যে সকলের নিকটেই তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে। এবং চণ্ডালের নিকট ধন পরিগ্রহ করাতে কর্ম্মদোষে, দ্বিজের চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির পর, তাহাকে যে কেবল সমাজচ্যুত হইতে হইবে, এমত নহে, সে যখন যাহার নয়নপথে পতিত হইবে, তখনই তাহারা তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাকে থুৎকার প্রদান করিবে॥ ৬৪—৬৬॥ তখন লজ্জায় সেই দ্বিজাধম বিনম্রবদনে কাকভীত দিবান্ধ পেচকের ন্যায় সর্ব্বদা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে থাকিবেন, বহির্নিঃসরণের

স একদা সম্প্রধার্য্য গৃহিণ্যা লোকদূষিতঃ।
জগাম কীকটান্দেশাংস্ত্যক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্॥ ৬৮॥
মধ্যে মার্গং সমাগচ্ছন্ বৈলক্ষিতস্তু সকাঞ্চনঃ।
অপি কার্পটিকান্তস্থঃ স রুদ্ধো মার্গরোধিভিঃ॥ ৬৯॥
নীত্বা তে তং অরণ্যানীং তস্করাঃ সপরিচ্ছদম্।
উল্লুণ্ঠ্য ধনমাদায় সমালোচ্য পরস্পরম্॥ ৭০॥
প্রোচুর্ভূরিধনঞ্চৈতজ্জীর্য্যত্যস্মিন্নজীবতি।
অসৌ ধনী প্রযত্নেন বধ্যঃ স পরিচারকঃ॥ ৭১॥
সম্প্রধার্য্যেতি তে প্রাহুঃ স্মর্ত্তব্যং স্মরপান্থিক।
ত্বাং বয়ং ঘাতয়িষ্যামো নিশ্চিতং সপরিচ্ছদম্॥ ৭২॥
নিশম্যেতি মনস্যেব কথয়ামাস স দ্বিজঃ।
অহো প্রতিগৃহীতং মে যদর্থং বসু ভূরিশঃ॥ ৭৩॥

সাধ্য থাকিবে না। ৬৭॥ সেই দ্বিজ একদিন মনে মনে অবধারণ করিবে যে সমাজে এইরূপ নিন্দনীয় হইয়া বাস করা অপেক্ষা অন্যত্র গমন করা বিধেয়। এইরূপ স্থির করিয়া বারাণসী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অবিদ্যার সহিত গয়াপ্রদেশে গমন করিবে। পথিমধ্যে দুষ্টাশয় প্রহরীগণ তাহার সহিত অর্থ আছে এই বিষয় অবগত হইয়া অন্যান্য তীর্থ সেবিগণের মধ্যবর্ত্তী হইলেও তাহার পথরোধ করিবে এবং তাহাকে সস্ত্রীক অরণ্য মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার সমস্ত ধন লুণ্ঠনপূর্ব্বক পরস্পর কহিতে থাকিবে, এ ব্যক্তি জীবিত থাকিতে আমরা কখনই নিরাপদে এই ভূরিধন ভোগ করিতে পারিব না, অতএব পরিজন সহিত ইহাকে বধকরাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপ স্থির করিয়া তাহাকে কহিবে হে পথিক্। পরিজনের সহিত নিশ্চয়ই আমরা তোমার বধ সাধন করিব, অতএব এই সময় ইষ্ট চিন্তা কর॥ ৬৮—৭২॥ তস্করগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দ্বিজ মনে মনে কহিবে, অহো! যে অর্থ গ্রহণে সমাজচ্যুত হইলাম, সে অর্থ নষ্ট হইল, যাহাদের জন্য সেই অর্থ গ্রহণ

কুটুম্বমপি তৎ নষ্টং নষ্টশ্চাপি প্রতিগ্রহঃ।
জীবিতঞ্চাপি মে নষ্টং নষ্টা কাশীপুরীস্থিতিঃ॥ ৭৪।
যুগপৎ সর্ব্বমেবাশু নষ্টং দুর্ব্বুদ্ধিচেষ্টয়া।
ন কাশ্যাং মরণং প্রাপ্তং তস্মাদ্দুষ্টপ্রতিগ্রহাৎ॥ ৭৫।
প্রান্তে কুটুম্বস্মরণাত্তথা কাশীস্মৃতেরপি।
চৌরৈর্হতোঽপি স তদা কীকটে কুক্কুটোঽভবৎ॥ ৭৬।
সা কুক্কুটীসুতৌ তৌ তু তাম্রচূড়ত্বমাপতুঃ।
প্রান্তে কাশীস্মরণতো জাতা জাতিস্মৃতিঃ পরা॥ ৭৭।
ইত্থং বহুতিথে কালে গতে কার্পটিকোত্তমাঃ।
তস্মিন্নেবাধ্বনিপ্রাপ্তা চত্বারো যত্র কুক্কুটাঃ॥ ৭৮।
বারাণস্যাঃ কথাং প্রোচ্চৈঃ কুর্ব্বন্তোঽন্যোন্যমেব হি।
কাশীকথাং সমাকর্ণ্য তদা তে চরণায়ুধাঃ॥ ৭৯।
জাতিস্মৃতিপ্রভাবেন তৎসঙ্গে ন তু নির্গতাঃ।
তৈশ্চ কার্পটিকশ্রেষ্ঠৈঃ পথি দৃষ্টা কৃপালুভিঃ॥ ৮০।

করিলাম, আমার সেই কুটুম্বগণ ও বিনষ্ট হইল এবং তৎসঙ্গে আমি ও জীবন হারাইলাম। দুর্ব্বুদ্ধিবশত নীচ প্রতিগ্রাহী হইয়া আমি কাশীমৃত্যু হইতে বঞ্চিত হইলাম, আমার এককালে সকল নষ্ট হইল। এইরূপ খেদ করিয়া অন্তিম সময় পরিজনবর্গ ও বারাণসী স্মরণ পূর্ব্বক দস্যুহস্তে সেই দ্বিজ নিধন প্রাপ্ত হইবে এবং কালক্রমে গয়াপ্রদেশে সস্ত্রীক পুত্রগণ সমভিব্যাহারে কুক্কুট যোনি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মৃত্যুকালীন কাশী স্মরণ করিবে বলিয়া জাতীস্মর হইবে॥ ৭৩—৭৭॥ যে স্থানে এই কুক্কুট সকল ক্রীড়া করিবে তথায় কতকগুলি কার্পটিক বারাণসী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে। এই কুক্কুটগণ তৎ-শ্রবণে জাতীস্মরত্ব প্রভাবে তাহারা এই কার্পটীকগণ সমভিব্যাহারে কাশী গমন করিবে। কার্পটীকগণ এই কুক্কুটগণকে পশ্চাধাবিত দেখিয়া তণ্ডুলকণা

তন্দুলাদিপরিক্ষেপৈঃ প্রপিতাঃ ক্ষেত্রমুত্তমম্।
তে তু ক্ষেত্রং সমাসাদ্য চত্বারশ্চরণায়ুধাঃ ॥ ৮১।
চরিষ্যন্তোঽত্র পরিতো মুক্তিমণ্ডপমুত্তমম্।
জিতাহারান্ সনিয়মান্ কামক্রোধপরাঙ্মুখান্ ॥ ৮২।
শৃণ্বতো মৎ কথালাপান্ লোভমোহবিবর্জ্জিতান্।
স্বধুনীস্নানসংক্লিন্ন সুনির্ম্মলশিরোরুহান্ ॥ ৮৩।
মন্নামোচ্চারণপরান্ মৎ কথার্পিতসুশ্রুতীন্।
মদ্দত্তচিত্তসদ্বৃত্তীন্ দৃষ্ট্বা ক্ষেত্রনিবাসিনঃ ॥ ৮৪।
মানয়ামাসুরথ তান্ কুক্কুটান্ সাধুবর্ত্মনঃ।
প্রাক্তনাদ্বাসনাযোগাৎ সম্প্রধার্য্য পরস্পরম্।
ক্রমেণাহারমাকুঞ্চ্য প্রাণাং স্ত্যক্ষ্যন্তি চাত্র বৈ ॥ ৮৫।
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং বিষ্ণো তে মদনুগ্রহাৎ।
বিমানমধিরুহ্যাশু কৈলাসং প্রাপ্য মৎপদম্ ॥ ৮৬।
নির্ব্বিশ্য সুচিরং কালং দিব্যান্ ভোগাননুত্তমান্।
ততোত্র জ্ঞানিনো ভূত্বা মুক্তিং প্রাপ্স্যন্তি শাশ্বতীম্ ॥৮৭।

বিকীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভন প্রদর্শনে কাশীতে লইয়া যাইবে। এই কুক্কুটগণ কাশীতে আমার মুক্তিমণ্ডপে বিচরণ করিবে। লোভাদি বিবর্জ্জিত, জিতাহার, জিতেন্দ্রিয় ও নিরাহারী হইয়া তাহারা আমার প্রসঙ্গ শ্রবণ ও ভাগীরথীতে স্নান করিয়া দেহের পবিত্রতা লাভ করিবে। কাশীবাসীগণ তাহাদিগকে সাধুপথবর্ত্তী, সর্ব্বদা আমার নাম উচ্চারণ, আমার কথাদি শ্রবণ ও চিত্তবৃত্তি আমাতে ক্ষেপণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে। হে কেশব! ক্রমে অনাহারী হইয়া প্রাক্তন বাসনাযোগে এই কুক্কুট চতুষ্টয় কাশী মৃত্যুলাভ করিয়া পুষ্পরথে আরোহণ পূর্ব্বক কৈলাসে গমন করিয়া আমার পদ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর মমলোকে অসংখ্য কালব্যাপী পরম সুখ

তেতো লোকাস্তদারভ্য কথয়িষ্যন্তি সর্ব্বতঃ।
মুক্তিমণ্ডপনাম্নৈতদেষ কুক্কুটমণ্ডপঃ॥ ৮৮।
চরিত্রমপি বৈ তেষাং যে স্মরিষ্যন্তি মানবাঃ।
মুক্তিমণ্ডপমাসাদ্য শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যন্তি তেঽপি হি॥ ৮৯।
ইতি যাবৎ কথাং শম্ভুর্ভবিষ্যামগ্রতো হরেঃ।
অকরোত্তুমুলো নাদো ঘণ্টানাং তাবদুদ্গতঃ॥ ৯০।
অথ নন্দিনমাহূয় দেবদেব উমাধবঃ।
প্রোবাচ নন্দিন্ বিজ্ঞায়াগত্য ব্রূহি কুতো রবঃ॥ ৯১।
অথ নন্দী সমাগত্য প্রোবাচ বৃষভধ্বজম্।
নমস্কৃত্য প্রহৃষ্টাস্যঃ প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ॥ ৯২।

নন্দ্যুবাচ।

দেবদেব ত্রিনয়ন কিমপূর্ব্বং ব্রবীমি তে।
মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসোঽত্র কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সমর্চ্চ্যতে॥৯৩।

ভোগ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবে॥ ৭৮—৮৭॥ হে বিষ্ণো! তদবধি আমার এই মুক্তি মণ্ডপ জগতীতলে কুক্কুট মণ্ডপ নামে বিখ্যাত হইবে। এই কুক্কুট মণ্ডপাখ্যান যিনি শ্রবণ করিবেন তিনি মুক্তি মণ্ডপে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রেয়ো লাভ করিবেন। হরিসমীপে শম্ভু যখন এই সকল কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে তুমুল ঘণ্টানাদ সমুত্থিত হইল। তখন ভবানীপতি বিশ্বেশ্বর কি কারণে এবং কোথা হইতে এই রব উত্থিত হইল, এই বিষয় নন্দীকে জানিয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। নন্দী সংবাদ আনয়ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রহৃষ্টমানসে বিশ্বেশ্বরকে প্রণতি পূর্ব্বক কহিল, হে দেবদেব! হে ত্রিলোচন! সে অপূর্ব্ব বিষয়ের কথা আপনাকে কি কহিব, সাধু পুরুষগণ মোক্ষ লক্ষ্মীর উপাসনা করিতেছেন। তখন শম্ভু কহিলেন "তাহাদের বাসনা

অথ স্মিত্বা ব্রবীচ্ছম্ভুঃ সিদ্ধং নস্তু সমীহিতম্।
উত্থায় দেবদেবেশঃ সহ দেব্যা সুমঙ্গলঃ॥ ৯৪।
ব্রহ্মণা হরিণা সার্দ্ধং ততোঽগাদ্রঙ্গমণ্ডপম্।

স্কন্দ উবাচ।

শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং পরমানন্দকারণম্।
নরঃ পরাং মুদং প্রাপ্য কৈলাসং প্রাপ্স্যতি ধ্রুবম্॥৯৫।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে মুক্তিমণ্ডপগমনং নামাষ্টনবতিতমোধ্যায়ঃ।

পূর্ণ হউক" এই কথা বলিয়া মঙ্গল মূর্ত্তি সেই মহাদেব দেবীর সহিত ও ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সমভিব্যাহারে মুক্তি মণ্ডপে গমন করিলেন॥ ৮৮—৯৪।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য পরমানন্দদায়ক এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে নরগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া কৈলাসপুরী লাভ করিতে পারিবে॥ ৯৫॥

ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণে কাশীখণ্ডে মুক্তিমণ্ডপ নাম অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ॥

শৃণু সূত যথা প্রোক্তং কুম্ভজে শরজন্মনা।
দেবদেবস্য চরিতং বিশ্বেশস্য পরাত্মনঃ॥ ১।

অগস্ত্য উবাচ।

সেনানীঃ কথয় ত্বং মে ততো নির্ব্বাণমণ্ডপাৎ।
নির্গত্য দেবো দেবেন্দ্রৈঃ সহিতঃ কিং চকার হ॥ ২।

স্কন্দ উবাচ।

মুক্তিমণ্ডপতঃ শম্ভুর্ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমঃ।
শৃঙ্গারমণ্ডপং প্রাপ্য যচ্চকার বদামি তৎ॥ ৩।
প্রাঙ্মুখস্তূপবিশ্যেশঃ সহাস্মাভিঃ সহেশয়া।
ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতঃ সব্যে বামপার্শ্বেঽথ শার্ঙ্গিণা॥ ৪।

নবনবতিতম অধ্যায়।

মহামুনি বেদব্যাস সূতকে কহিলেন, হে লোমহর্ষণ! স্কন্দ অগস্তি সম্বাদ বিষয়িণী অতি বিচিত্র লিঙ্গ মাহাত্ম্যরূপ কাহিনী সকল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥ অগস্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যড়ানন! মহেশ্বর মুক্তি মণ্ডপ পরিহার পূর্ব্বক ত্রিদশমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া শৃঙ্গার মণ্ডপে প্রবেশ করিলে পর তাঁহাদের পরস্পর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ২॥ ৩॥

স্কন্দ কহিলেন, বিশ্বেশ্বর দারাপত্য সহ পূর্ব্বাস্য হইয়া তথায় সমুপবিষ্ট হইলে তাঁহার বামে ব্রহ্মা, দক্ষিণে বিষ্ণু ও দেবর্ষিগণ উপবেশন করিলেন।

বীজ্যমানো মহেন্দ্রেণ ঋষিভিঃ পরিতো বৃতঃ।
গণৈঃ পৃষ্ঠপ্রদেশস্থৈর্জোষং তিষ্ঠদ্ভিরাদরাৎ ॥ ৫ ।
উদায়ুধৈঃ সেব্যমানশ্চাবসম্মানভূরিভিঃ।
ব্রহ্মণে বিষ্ণবে শম্ভুঃ পাণিমুৎক্ষিপ্য দক্ষিণম্ ॥ ৬ ।
দর্শয়ামাস দেবেশো লিঙ্গং পশ্যত পশ্যত।
ইদমেব পরং জ্যোতিরিদমেব পরাৎ পরম্ ॥ ৭ ।
ইদমেব হি মে রূপং স্থাবরঞ্চাতিসিদ্ধিদম্।
এতে পাশুপতাঃ সিদ্ধা আবালব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৮ ।
জিতেন্দ্রিয়াস্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চার্থজ্ঞাননির্ম্মলাঃ।
ভস্মকূটশয়াদান্তাঃ সুশীলা ঊর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৯ ।
লিঙ্গার্চ্চনরতা নিত্যমনন্যেন্দ্রিয়মানসাঃ।
সদৈব বারুণাগ্নেয় স্নানদ্বয় সুনির্ম্মলাঃ ॥ ১০ ।
কন্দমূলফলাহারাঃ পরতত্ত্বার্পিতেক্ষণাঃ।
সত্যবন্তো জিতক্রোধা নির্ম্মোহা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ১১ ।
নিরীহা নিষ্প্রপঞ্চাশ্চ নিরাতঙ্কা নিরাময়াঃ।
নির্দম্ভা নিরুপায়াশ্চ নিঃসঙ্গা নির্ম্মলাশয়াঃ ॥ ১২ ।

গণ গণ স্ব স্ব অস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎভাগে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। দেবরাজ সুচারুরূপে চামর বীজন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিশ্বেশ্বর একটী অনাদিলিঙ্গকে নির্দ্দেশ করিয়া হরি ও বিরিঞ্চিকে কহিলেন, হে কমলযোনে! হে চক্রপাণে! সম্মুখবর্ত্তী ঐ যে অনাদিলিঙ্গ প্রত্যক্ষ করিতেছ উনি পরম জ্যোতির্ম্ময়। উনি পরাৎপর, স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক, আমার স্বরূপ এবং উনিই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, আর এই যে, পাশুপত শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণকে দেখিতেছ, ইহারা সকলেই বাল ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, রুদ্রভক্ত, মহা তাপস, বেদপুরাণ ও ইতিহাসের তত্ত্বজ্ঞ, সিদ্ধ, শমদমাদিগুণে সমলঙ্কৃত, সংযতাত্মা, লিঙ্গার্চ্চন-নিরত, ত্রিষবণ-স্নান ও বিভূতি ভূষণে সমধিক পবিত্র, সত্য

পুষ্পমাত্রপ্রদানাচ্চ চুলুকোদকপূর্ব্বকম্।
শতসৌবর্ণিকং পুণ্যং লভতে ভক্তিযোগতঃ ॥ ২৭।
পূজামাত্রং বিধায়াস্য লিঙ্গরাজস্য ভক্তিতঃ।
সহস্রহেমকমলপূজাফলমবাপ্যতে ॥ ২৮।
বিধায় মহতীং পূজাং পঞ্চামৃতপুরঃসরাম্।
অস্য লিঙ্গস্য লভতে পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৯।
বস্ত্রপূতজলৈর্লিঙ্গং স্নাপয়িত্বা মমামরঃ।
লক্ষাশ্বমেধজনিতং পুণ্যমাপ্নোতি সত্তমঃ ॥ ৩০।
সুগন্ধচন্দনরসৈর্লিঙ্গমালিপ্য ভক্তিতঃ।
আলিপ্যতে সুরস্ত্রীভিঃ সুগন্ধৈর্যক্ষকর্দ্দমৈঃ ॥ ৩১।
সামোদ ধূপদানৈশ্চ দিব্যগন্ধাশ্রয়ো ভবেৎ।
ঘৃতদীপপ্রবোধৈশ্চ জ্যোতীরূপবিমানগঃ ॥ ৩২।
কর্পূরবর্ত্তিদীপেন সকৃদ্দত্তেন ভক্তিতঃ।
কর্পূরদেহগৌরশ্রীর্ভবেদ্ভালবিলোচনঃ ॥ ৩৩।

রাজসূয়যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ইহাকে এক গণ্ডূষ জল ও একটি পুষ্পদান করিলে শত স্বর্ণ পুষ্পদানের ফল পাওয়া যায় ॥ ২৭ ॥ যথোপচারে ভক্তি সহকারে ইহার পূজা করিলে সহস্র স্বর্ণ পুষ্প প্রদানের ফল পাওয়া যায় ॥ ২৮ ॥ পঞ্চামৃত দ্বারা পূজা করিলে ইহাঁর অনুগ্রহে চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারা যায়। বস্ত্রপূত জলে ইহাঁর অভিষেক করিলে লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ সুচারুচন্দনে সুগন্ধি ধূপে, এবং ঘৃত সংযুক্ত প্রদীপে যিনি এই লিঙ্গের পূজা করেন, ইনি তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় বিমান প্রদান করেন এবং দেবাঙ্গনাগণ ও তদীয় অঙ্গের দিব্য গন্ধ সম্পাদনার্থ অগুরু কর্পূর পূরিত কস্তূরিকা ও সুচারুচন্দন প্রদান করেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ প্রদীপ্ত কর্পূরবর্ত্তির আলোকে ইহাঁকে পরিতৃপ্ত করিলে ও বিবিধ নৈবেদ্য প্রদান করিলে ঐ নৈবিদ্যের কণাকণে কর্পূরবৎ সুভ্র কলে-

দত্ত্বা নৈবেদ্যমাত্রন্তু সিক্‌থে সিক্‌থে যুগং যুগম্।
কৈলাসাদ্রৌবসেদ্ধীমান্ মহাভোগসমন্বিতঃ॥ ৩৪।
বিশ্বেশে পরমান্নং যো দদ্যাৎ সাজ্যং সশর্করম্।
ত্রৈলোক্যং তর্পিতং তেন সদেব পিতৃমানবম্॥ ৩৫।
মুখবাসন্তু যো দদ্যাদ্দর্পণং চারুচামরম্।
উল্লোচং সুখপর্য্যঙ্কং তস্য পুণ্যফলং মহৎ॥ ৩৬।
সংখ্যাসাগররত্নানাং কথঞ্চিৎ কর্ত্তুমিষ্যতে।
মুখবাসাদিদানস্য কঃ সংখ্যামত্র কারয়েৎ॥ ৩৭।
পূজোপকরণদ্রব্যং যো ঘণ্টাগড়ুরাদিকম্।
ভক্ত্যা মে ভবনে দদ্যাৎ স বসেদত্র মেন্তিকে॥ ৩৮।
যো গীতবাদ্যনৃত্যানামেকং মৎপ্রীতয়েঽব্যধাৎ।
তস্যাগ্রতো দিবারাত্রং ভবেত্তৌর্য্যত্রিকং মহৎ॥ ৩৯।
চিত্রলেখনকর্ম্মাদিপ্রসাদে মেঽত্র কারয়েৎ।
যঃ সচিত্রান্ মহাভোগান্ ভুংক্তে মৎপুরতস্থিতঃ॥ ৪০।

ঘর ও ত্রিলোচনত্ব লাভ করিয়া যুগে২ কৈলাসধামে বাস করিতে পারা যায়॥ ৩৩॥ ৩৪॥ ইহাঁকে ঘৃতশর্করার সহিত পায়স প্রদান করিলে দেবলোক, পিতৃলোক ও মর্ত্তলোক প্রভৃতি সকলকেই পরিতৃপ্ত করা হয়॥ ৩৫॥ ইহাঁর প্রীতির নিমিত্ত মুখবাসাদি প্রদত্ত হইলে তজ্জন্য যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না। বরং রত্নাকরের রত্নেরও সংখ্যা হইতে পারে কিন্তু ইহার সংখ্যা হয় না॥ ৩৬॥ ৩৭॥ ইহাঁকে গরুড়প্রতি মূর্ত্তি লাঞ্ছিত ঘন্টা ও অন্যান্য পূজোপকরণ প্রদান করিলে সেই দাতার হরধামে বাস হয়॥ ৩৮॥ নৃত্য গীত অথবা বাদ্য দ্বারা যিনি ইহাঁর তুষ্টিসম্পাদন করেন, আমি তাহাকে মনোহর তৌর্য্যত্রিক নিনাদে সদা পরিতৃপ্ত করি॥ ৩৯॥ যিনি বিচিত্র ব্যাপারে এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের প্রাসাদ বিচিত্ররূপে চিত্রিত করেন,

সকৃদ্বিশ্বেশ্বরং নত্বা মধ্যে জন্মসুধীর্নরঃ।
ত্রৈলোক্যবন্দিতপদো জায়তে বসুধাপতিঃ॥ ৪১।
যস্তু বিশ্বেশ্বরং দৃষ্ট্বা হ্যন্যত্রাপি বিপদ্যতে।
তস্য জন্মান্তরে মোক্ষো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৪২।
বিশ্বেশাখ্যা তু জিহ্বাগ্রে বিশ্বনাথকথা শ্রুতৌ।
বিশ্বেশশীলনং চিত্তে যস্য তস্য জনিঃ কুতঃ॥ ৪৩।
লিঙ্গং মে বিশ্বনাথস্য দৃষ্ট্বা যশ্চানুমোদতে।
স মে গণেষু গণ্যেত মহাপুণ্যবলাশ্রিতঃ॥ ৪৪।
নিত্যং বিশ্বেশ বিশ্বেশ বিশ্বনাথেতি যো জপেৎ।
ত্রিসন্ধ্যং তং সুকৃতিনং জপাম্যহমপি ধ্রুবম্॥ ৪৫।
মমাপীদং মহালিঙ্গং সদা পূজ্যতমং সুরাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজ্যং দেবর্ষিমানবৈঃ॥ ৪৬।
যৈর্ন বিশ্বেশ্বরো দৃষ্টো যৈর্ন বিশ্বেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
কৃতান্তদূতৈস্তে দৃষ্টাস্তৈঃ স্মৃতা গর্ভবেদনা॥ ৪৭।

আমি তাহাকে বিচিত্র স্বীয় ধাম প্রদান করিয়া পরম সুখী করি॥ ৪০॥ যিনি বিশুদ্ধচিত্তে ভক্তিভাবে ইহাঁকে একবারমাত্র প্রণাম বা দর্শন করেন, ধন সম্পত্তি কি মান সম্পত্তি এবং মোক্ষ সম্পত্তি ও তাহার পক্ষে দুর্লভ হয় না॥ ৪১॥ ৪২॥ যিনি বিশ্বেশ্বর নাম সর্ব্বদা মুখে কীর্ত্তন করেন ও শ্রবণে শ্রবণ করেন এবং যিনি হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরের রূপ অনুক্ষণ ধ্যান করেন তাহার আবার জন্ম কোথায়॥ ৪৩॥ যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে হে বিশ্বনাথ! হে বিশ্বেশ্বর এই মন্ত্র জপ করে এবং যিনি ইহাঁকে প্রতিক্ষণ ধ্যান করেন, আমি তাহাকে অত্যুৎকৃষ্ট গণত্বপদ প্রদানপূর্ব্বক তাহারই নাম ত্রিসন্ধ্যা জপ করিয়া থাকি॥ ৪৪॥ ৪৫॥ মানবাদি ঋষিগণ এবং দেবগণেরও অবশ্য পূজনীয় এই লিঙ্গকে যাহারা স্মরণ বা দর্শন না করে, তাঁহাদিগকেই বারম্বার

যৈরিদং প্রণতং লিঙ্গং প্রণতাস্তে সুরাসুরৈঃ।
যস্যৈকেন প্রণামেণ দিক্‌পালপদসম্পকম্ ॥ ৪৮ ।
দিক্‌পালপদতঃ পাতঃ পাতঃ শিবনতেন হি ।

শৃণ্বন্তু দেবর্ষিগণাঃ সমস্তাস্তথ্যং
ব্রুবে তচ্চ পরোপকৃত্যৈ ।
ন ভূর্ভুবঃ স্বর্গমহর্জ্জনান্তর্বিশ্বেশ
তুল্যং কচিদস্তি লিঙ্গম্ ॥ ৪৯ ।
ন সত্যলোকে ন তপস্যহোসুরা
বৈকুণ্ঠকৈলাসরসাতলেষু ।
তীর্থং কচিদ্বৈ মণিকর্ণিকাসমং
লিঙ্গঞ্চ বিশ্বেশ্বরতুল্যমন্যৎ ॥ ৫০ ।
ন বিশ্বনাথস্য সমং হি লিঙ্গং
ন তীর্থমন্যন্মণিকর্ণিকাতঃ ।
তপোবনং কুত্রচিদস্তি নান্য-
চ্ছুভং মমানন্দবনেন তুল্যম্ ॥ ৫১ ।

জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক কাল কবলে পতিত হইতে হয় ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ হে দেবগণ! এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের আশ্চর্য্য মহিমা, ইহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি আর ত্রিলোক মধ্যে নাই। ভূলোকে নাই, তপোলোকে নাই, সত্যলোকে নাই, কৈলাসে নাই, বৈকুণ্ঠে নাই, রসাতল মধ্যেও নাই, ইহাঁর দর্শনে দিক্‌পালগণের পদ হইতেও উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিয়া দেবগণেরও নমস্য হইতে পারা যায় ॥ ৪৮—৫০ ॥ হে দেবগণ! ঐ বিশ্বনাথের সমান আশ্চর্য্য মহিমা সম্পন্ন লিঙ্গ ও মণিকর্ণিকা তুল্য তীর্থ এবং আনন্দবন তুল্য পরম পবিত্র তপোবন আর কুত্রাপি নাই। অতএব হে দেবগণ! তন্নিমিত্তই

বারাণসী তীর্থময়ী সমস্তা,
যস্যাস্তু নামাপি হি তীর্থতীর্থম্।
তত্রাপি কাচিন্মম সৌখ্যভূমি-
র্মহাপবিত্রা মণিকর্ণিক্যসৌ ॥ ৫২।
স্থানাদমুষ্মান্ মম রাজসৌধাৎ
প্রাচ্যাং মনাগীশসমাশ্রিতায়াম্।
সব্যেপসব্যে চ করাঃ ক্রমেণ
শতত্রয়ী চাপি শতদ্বয়ী চ ॥ ৫৩।
হস্তাঃ শতং পঞ্চসুরাপগায়া
মুদীচ্যবাচ্যোর্মণিকর্ণিকেয়ম্।
সারস্ত্রিলোক্যাঃ পরলোকভূমির্যৈঃ
সেবিতা তে মম হৃচ্ছয়া হি ॥ ৫৪।
অস্মিন্ মমানন্দবনে যদেত-
ল্লিঙ্গং সুধাধামসুধাধাম ধাম।
আসপ্তপাতালতলাৎ স্বয়ম্ভু
সমুত্থিতং ভক্তকৃপাবশেন ॥ ৫৫।

আমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এই কাশী ও মণিকর্ণিকায় সর্ব্বদা সুখে অবস্থান করি ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

হে দেবগণ! আমার রাজভবনের বামদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্বোত্তর কোণে দ্বিশত ও ত্রিশত হস্তোত্তরবর্ত্তি ভাগীরথীর দক্ষিণোত্তর পঞ্চশত হস্ত পরিমিত স্থানকেই মণিকর্ণিকা বলা যায় উহা ব্রহ্মাদি দেবতারও পরম প্রীতিকর এবং ত্রৈলোক্যের সার যাহাঁরা ইহাঁর সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি আমি সদা প্রসন্নভাব অবলম্বন করি ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ আর ঐ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ উনি সপ্ত পাতাল বিদারণ পূর্ব্বক স্বয়ংই এই আনন্দবনে আবির্ভূত হইয়াছেন,

যেস্মিন্ জনাঃ কৃত্রিমভাববুদ্ধ্যা
লিঙ্গং ভজিষ্যন্তি চ হেতুবাদৈঃ।
তেষাং হি দণ্ডঃ পর এষ এব
ন গর্ভবাসাদ্বিরমন্তি তে ধ্রুবম্॥ ৫৬।
যৎ যদ্ধিতং স্বস্য সদৈব
তত্তল্লিঙ্গেত্র দেয়ং মম ভক্তিমদ্ভিঃ।
ইহাপ্যমুত্রাপি ন তস্য সংক্ষয়ো
যথেহ পাপস্য কৃতস্য পাপিভিঃ॥ ৫৭।
দূরস্থিতৈরপ্যধিবুদ্ধিভির্বৈ-
র্লিঙ্গং সমারাধি মমেদমত্র।
ময়ৈব দত্তৈঃ শুভবস্তুজাতৈ-
র্নিঃশ্রেয়সঃ শ্রীর্বরয়েৎ সতস্তান্॥ ৫৮।
শৃণুষ্ব বিষ্ণো শৃণু সৃষ্টিকর্ত্তঃ
শৃণ্বন্তু দেবর্ষিগণাঃ সমস্তাঃ।
ইদং হি লিঙ্গং পরসিদ্ধিদং
সতাম্ভেদো মনাগত্র ন মৎসকাশতঃ॥ ৫৯।

উনি ভক্তগণের মনোভীষ্ট দাতা এবং উহার প্রভা দ্বারকা পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ॥ ৫৫ ॥ ইহাঁর অসীম মহিমায় সন্দিহান হইয়া যিনি কৃত্রিম ভক্তিতে ইহাঁকে ভজনা করেন, তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়॥ ৫৬॥ ইহাঁর প্রীতির নিমিত্ত আত্মাভিপ্রেত দ্রব্য দান করিলে তজ্জন্য যে পুণ্য জন্মে একেবারে তাহা চিরকালের নিমিত্ত অক্ষয় হয়। দূর হইতেও ইহাঁর গুনানুকীর্ত্তন করিলে অঙ্কলক্ষ্মীর ন্যায় মোক্ষলক্ষ্মী সেই মহাত্মার বশবর্ত্তিনী হয়॥ ৫৭॥৫৮॥ বিশ্বেশ্বর ঐ রূপে লিঙ্গ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবর্ষিগণ! হে চতুরানন! হে মধুসূদন! এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ কাশী মধ্যে মৎস্বরূপে সদা বিদ্যমান। আমার সহিত ইহার কিছুমাত্র প্রভেদের

অস্মিন্ হি লিঙ্গেঽখিলসিদ্ধিসাধনে
সমর্পিতং যৈঃ সুকৃতার্জ্জিতং বসু।
তেভ্যোতিমাত্রাখিলসৌখ্যসাধনং
দদামি নির্ব্বাণপদং সুনির্ভয়ম্ ॥ ৬০।
উৎক্ষিপ্য বাহুং ত্বসকৃদ্ ব্রবীমি
ত্রয়ী ময়েঽস্মিন্ ত্রয়মেব সারম্।
বিশ্বেশলিঙ্গং মণিকর্ণিকাম্বু
কাশীপুরী সত্যমিদং ত্রিসত্যম্ ॥ ৬১ ॥
উত্থায় দেবোথ সশক্তিরীশ-
স্তস্মিন্ হি লিঙ্গে কৃতচারুপূজঃ।
যযৌ লয়ং তে চ সুরা জয়েতি
জয়েতি চোক্ত্বা নুনুবুস্তমীশম্ ॥ ৬২।

স্কন্দ উবাচ।

ক্ষেত্রস্য মৈত্রাবরুণে বিমুক্তস্য মহামতে।
প্রভাবস্যৈকদেশোয়ং কথিতঃ কল্মষাপহঃ ॥ ৬৩।

আশঙ্কা করিও না ॥ ৫৯ ॥ তিনি পুনরায় কহিলেন, সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত যিনি বিশ্বেশ্বর লিঙ্গকে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দান করেন, আমি তাঁহাকে পরমানন্দের নিদান অভয় মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকি ॥ ৬০ ॥ ইহ সংসারে এই বিশ্বেশ্বর ও মণিকর্ণিকা এবং কাশীপুরীই সার ॥ ৬১ ॥ তখন বিশ্বেশ্বর ঐরূপে লিঙ্গ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া নিজ সীমন্তিনী শিবানী সহ ঐ অনাদি-লিঙ্গের পূজা করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই লিঙ্গেই লয়প্রাপ্ত হইলেন। দেবর্ষিগণ তদ্দর্শনে মঙ্গলমধুর গানে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

এদিকে স্কন্দ অগস্তিকে কহিলেন, হে মিত্রাবরুণ নন্দন! হে মহামতে! আমি তোমাকে কাশীবিরহে সন্তাপিত দর্শন করিয়া যথাশক্ত্যনুসারে সমস্ত

তবাগ্রে তু যথা বুদ্ধি কাশীবিশ্লেষতাপিনঃ।
অচিরেণৈব কালেন কাশীং প্রাপ্স্যনুত্তমাম্ ॥ ৬৪।
অস্তাচলস্য শিখরং প্রাপ্তবানেষ ভানুমান্।
তবাপি হি মমাপ্যেষ মৌনস্য সময়োঽভবৎ ॥ ৬৫।

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বেতি স মুনিঃ সূত সন্ধ্যোপাস্ত্যৈ বিনির্গতঃ।
প্রণম্যোমেয়মুস্কন্দলোপামুদ্রাসমন্বিতঃ ॥ ৬৬।
রহস্যং পরিবিজ্ঞায় ক্ষেত্রস্য শশিমৌলিনঃ।
অগস্ত্যো নিশ্চিতমনাঃ শিবধ্যানপরো ভবেৎ ॥ ৬৭।
আনন্দকাননস্যেহ মহিমানং মহত্তরম্।
কোত্র বর্ণয়িতুং শক্তঃ সূত বর্ষশতৈরপি ॥ ৬৮।
যথা দেব্যৈ সমাখ্যায়ি শিবেন পরমাত্মনা।
তথা স্কন্দেন কথিতং মাহাত্ম্যং কুম্ভসম্ভবে ॥ ৬৯।

কল্মষনাশন যে কাশীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা যৎসামান্য, কিন্তু ইহার প্রভাবেই অচিরকাল মধ্যেই পুনরায় তোমার কাশী সাক্ষাৎকার হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ হে মুনিবর! ঐ দেখ সংপ্রতি শিথিলকর হইয়াই যেন দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিতেছেন, এক্ষণে পরস্পরের মৌনাবলম্বনের সময় সমুপস্থিত ॥ ৬৫ ॥ এদিকে মহর্ষি ব্যাসদেব সূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত মুনিশ্রেষ্ঠ! অগস্ত্য স্কন্দের ঐ সকল বাক্যাবসানে লোপামুদ্রা সহ উমাকুমারকে প্রণাম করিয়া সায়ংকালোচিত সন্ধ্যোপাসনার্থ যাত্রা করিলেন ॥ ৬৬ ॥ হে সূত! অগস্তি স্কন্দমুখে চন্দ্রশেখর বিশ্বেশ্বরের অবিমুক্ত ক্ষেত্রের অসীম মহিমা শ্রবণ গোচর করিয়া তদ্গতচিত্তে তদবধি বিশ্বেশ্বরের ধ্যান পরায়ণ হইলেন ॥ ৬৭ ॥

হে লোমহর্ষণ! আনন্দ-কানন বারাণসীর মহিমা অতিশয় বিপুল এমন কি শত বৎসর যাবৎ পরিকীর্ত্তিত হইলেও তাহা শেষ করা সুকঠিন ॥ ৬৮ ॥ বিশ্বেশ্বর যাহা দেবীর নিকট, স্কন্দ যাহা অগস্তির নিকট, কীর্ত্তন করিয়াছিলেন

তবাগ্রে চ সমাখ্যাতং শুকাদীনাঞ্চ সত্তম।
ইদানীং প্রষ্টুকামোসি কিং তৎ পৃচ্ছ বদামি তে॥ ৭০
শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং সর্ব্বকল্মষনাশনম্।
সমস্তচিন্তিতফলপ্রদং মর্ত্ত্যোঽভবেৎ কৃতী॥ ৭১।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বিশ্বেশ্বরলিঙ্গমহিমাখ্যো নাম নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

আমি তোমার নিকট তাহাই অবিকল কীর্ত্তন করিলাম, হে সূত! এক্ষণে তোমার মনে অপর কোন বিষয় শ্রবণ করিবার বাসনা থাকে বল, তোমার শুশ্রূষা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। ৬৯॥ ৭০॥ অশেষ কল্মষনাশন সর্ব্ব প্রকার অভিপ্রেতার্থ সাধন পরম পবিত্র এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে পরমজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়॥ ৭১॥

ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণে কাশীখণ্ডে বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ মহিমা নাম নবনবতিতম অধ্যায়।

শততমোঽধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

ইদং স্কান্দমহং শ্রুত্বা কাশীখণ্ডমনুত্তমম্ ।
নিতরাং পরিতৃপ্তোস্মি হৃদি চাপি বিধারিতম্ ॥ ১ ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং তথা মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
পারাশর্য্য সমাচক্ষ্ব যথাপূর্ব্বমিদং ভবেৎ ॥ ২ ।

ব্যাস উবাচ ।

সূতাবধেহি ধর্ম্মাত্মন্ জাতুকর্ণ্য নিশাময় ।
শুকবৈশম্পায়নাদ্যাঃ শৃণ্বন্ত্বপি চ বালকাঃ ॥ ৩ ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং মাহাত্ম্যঞ্চাপি খণ্ডজম্ ।
প্রবক্ষ্যাম্যঘনাশায় মহাপুণ্যপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ৪ ।
বিন্ধ্যনারদসম্বাদঃ প্রথমে পরিকীর্ত্তিতঃ ।
সত্যলোকপ্রভাবশ্চ দ্বিতীয়ে সমুদাহৃতঃ ॥ ৫ ।

শততম অধ্যায় ।

মহামতি সূত ব্যাসদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভো ! আমি তোমার মুখে অবিমুক্তক্ষেত্র মাহাত্ম্য ও তত্রত্য লিঙ্গ সকলের অনন্ত মহিমা শ্রবণগোচর করিয়া যাহার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলাম। এক্ষণে অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক অনুক্রমণিকা অধ্যায় কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল পূর্ণ কর ॥ ১ ॥ ২ ॥ তখন মহর্ষি বেদব্যাস সূতমুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া শুক বৈশম্পায়ন প্রভৃতি পরিবেষ্টিত সূতকে সম্বোধন বাক্যে কহিলেন, হে লোমহর্ষণ ! পরম পুণ্যৈক-নিকেতন সর্ব্ব কল্মষনাশন অনুক্রমণিকা অধ্যায় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ এই গ্রন্থের প্রথমা-

অগস্তেরাশ্রমপদে দেবানামাগমস্ততঃ ।
পতিব্রতাচরিত্রঞ্চ প্রস্থানং কৌম্ভসম্ভবম্ ॥ ৬ ।
তীর্থপ্রশংসা চ ততঃ সপ্তপুর্য্যস্ততঃ স্মৃতাঃ ।
সংযমিন্যাঃ স্বরূপঞ্চ ব্রধ্নলোকস্ততঃ পরম্ ॥ ৭ ।
ইন্দ্রাগ্ন্যোর্লোকসম্প্রাপ্তিস্ততশ্চ শিবশর্ম্মণঃ ।
অগ্নেঃ সমুদ্ভবস্তস্মাৎ ক্রব্যাদ্বরুণসম্ভবঃ ॥ ৮ ।
গন্ধবত্যলকাপুর্য্যোরীশয়োস্তু সমুদ্ভবঃ ।
চন্দ্রলোকপরিপ্রাপ্তিঃ শিবশর্ম্ম দ্বিজন্মনঃ ॥ ৯ ।
উড়ুলোককথা তস্মাত্ততঃ শুক্রসমুদ্ভবঃ ।
মাহেয় গুরুসৌরীণাং লোকানাং বর্ণনং ততঃ ॥ ১০ ।
সপ্তর্ষীণাং ততো লোকা ধ্রুবস্য চ তপস্ততঃ ।
ততো ধ্রুবপদপ্রাপ্তির্ধ্রুবলোকস্থিতিস্ততঃ ॥ ১১ ।
দর্শনং সত্যলোকস্য তস্য বৈ শিবশর্ম্মণঃ ।
চতুর্ভুজাভিষেকশ্চ নির্ব্বাণং শিবশর্ম্মণঃ ॥ ১২ ।

ধ্যায়ে বিন্ধ্যনারদ সম্বাদ ; দ্বিতীয়ে সত্যলোক বর্ণন ; তৃতীয়ে দেবগণের অগস্তির আশ্রমে সমাগম। চতুর্থে পাতিব্রত্য বিবরণ ; পঞ্চমে অগস্তির কাশী হইতে প্রস্থান ; ষষ্ঠে তীর্থ প্রশংসা ; সপ্তমে সপ্তপুরী বর্ণন ; অষ্টমে যমপুরী বর্ণন ; নবমে সূর্য্যলোক বর্ণন ; দশমে শিবশর্ম্মার বিবরণ এবং ইন্দ্র ও অগ্নি লোক বর্ণন ; একাদশে অগ্নি, দ্বাদশে ক্রব্যাদ ও ত্রয়োদশে বরুণ, কুবের ও বায়ুপুরী বর্ণন ; চতুর্দ্দশে শিব শর্ম্মার চন্দ্রলোক দর্শন ॥ ৫—৯ ॥ পঞ্চদশে নক্ষত্র লোক বর্ণন ; ষোড়শে শুক্রের উৎপত্তি ; সপ্তদশে শনিমঙ্গল ও বৃহস্পতিলোক বর্ণন ॥ ১০ ॥ অষ্টাদশে সপ্তর্ষিলোক বর্ণন ; উনবিংশতিতে ধ্রুবের তপস্যা ; বিংশতিতে তাঁহার বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি ; একবিংশতিতে তাঁহার স্বকীয়লোকে স্থিতি ॥ ১১ ॥ দ্বাবিংশতিতে শিবশর্ম্মার সত্যলোক প্রাপ্তি ; ত্রয়োবিংশতিতে চতুর্ভুজাভিষেক ; চতুর্বিংশতিতে শিবশর্ম্মার নির্ব্বাণ ॥১২॥

স্কন্দাগস্ত্যোশ্চ সম্বাদো মণিকর্ণ্যাঃ সমুদ্ভবঃ।
ততস্তু গঙ্গামাহাত্ম্যং ততো দশহরাস্তবঃ ॥ ১৩ ॥
প্রভাবশ্চাপি গঙ্গায়া গঙ্গানাম সহস্রকম্।
বারাণস্যাঃ প্রশংসাথ ভৈরবাবির্ভবস্ততঃ ॥ ১৪ ॥
দণ্ডপাণেঃ সমুদ্ভূতির্জ্ঞানবাপ্যুদ্ভবস্ততঃ।
আখ্যানঞ্চ কলাবত্যাঃ সদাচারস্ততঃ পরম্ ॥ ১৫ ॥
ব্রহ্মচারিপ্রকরণং ততঃ স্ত্রীলক্ষণানি চ।
কৃত্যাকৃত্যপ্রকরণমবিমুক্তেশবর্ণনম্ ॥ ১৬ ॥
ততো গৃহস্থধর্ম্মাশ্চ ততো যোগনিরূপণম্।
কালজ্ঞানং ততঃ প্রোক্তং দিবোদাসস্য বর্ণনম্ ॥ ১৭ ॥
কাশ্যাশ্চ বর্ণনং তস্মাৎ যোগিনীবর্ণনং ততঃ।
লোলার্কস্য সমাখ্যানমুত্তরার্ককথা ততঃ ॥ ১৮ ॥

পঞ্চবিংশতিতে স্কন্দ-অগস্তি সম্বাদ; ষড়্বিংশতিতে মণিকর্ণিকার উৎপত্তি; সপ্তবিংশতিতে গঙ্গামাহাত্ম্য ও দশহরা স্তুতি ॥ ১৩ ॥ অষ্টবিংশতিতে গঙ্গার আবির্ভাব; একোনত্রিংশৎ অধ্যায়ে গঙ্গার সহস্র নাম; ত্রিংশৎ অধ্যায়ে বারাণসীর প্রশংসা; একত্রিংশৎ অধ্যায়ে ভৈরব ও দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে দণ্ডপাণির আবির্ভাব ॥ ১৪ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়ে জ্ঞানবাপীর উৎপত্তি; চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়ে কলাবতীর উপাখ্যান; পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়ে সদাচার বর্ণন। ১৫ ॥ ষট্ত্রিংশৎ অধ্যায়ে ব্রহ্মচারি প্রকরণ; সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়ে কৃত্যাকৃত্য প্রকরণ; একোনচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে অবিমুক্তেশ বর্ণন ॥ ১৬ ॥ চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে গৃহস্থধর্ম্ম ও একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে যোগনিরূপণ; দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে কাল নিরূপণ; ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে দিবোদাসের বর্ণন ॥ ১৭ ॥ চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে কাশী ও পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে যোগিনী বর্ণন। ষট্চত্বারিংশৎ ও সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে লোলার্ক ও উত্তরার্ক বর্ণন ॥ ১৮ ॥

সাম্বাদিত্যস্য মহিমা দ্রুপদাদিত্যশংসনম্ ।
ততস্তু গরুড়াখ্যানমরুণার্কাদয়স্ততঃ ॥ ১৯ ।
দশাশ্বমেধিকং তীর্থং মন্দরাচ্চ গণাগমঃ ।
পিশাচমোচনাখ্যানং গণেশপ্রেষণং ততঃ ॥ ২০ ।
মায়াগণপতেশ্চাথ ঢুণ্ঢিপ্রাদুর্ভবস্ততঃ ।
বিষ্ণুমায়াপ্রপঞ্চোঽথ দিবোদাসবিসর্জ্জনম্ ॥ ২১ ।
ততঃ পঞ্চনদোৎপত্তির্বিন্দুমাধবসম্ভবঃ ।
ততো বৈষ্ণবতীর্থানাং মাহাত্ম্য পরিবর্ণনম্ ॥ ২২ ।
প্রয়াণং মন্দরাৎ কাশীং বৃষভধ্বজশূলিনঃ ।
জৈগীষব্যেন সম্বাদো জ্যেষ্ঠস্থানে মহেশিতুঃ ॥ ২৩ ।
ততঃ ক্ষেত্ররহস্যস্য কথনং পাপনাশনম্ ।
অথাতঃ কন্দুকেশস্য ব্যাঘ্রেশস্য সমুদ্ভবঃ ॥ ২৪ ।

অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে সাম্বাদিত্য, একোন পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দ্রুপদাদিত্য, পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে গরুড় এবং একপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে অরুণাদিত্যের উপাখ্যান ॥১৯॥ দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে অশ্বমেধ তীর্থ বর্ণন। ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে গণদেবতাগণের কাশী সমাগম। চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে পিশাচমোচন তীর্থ বর্ণন। পঞ্চ পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে গণেশের কাশী সমাগম ॥ ২০ ॥ ষট্ পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দিবোদাসের আবাসে মায়াবেশে গণেশের আগমন। সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে ঢুণ্ঢির প্রাদুর্ভাব। অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে বিষ্ণু মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কাশী হইতে দিবোদাসের স্থানান্তর গমন ॥ ২১ ॥ একোনষষ্টিতে পঞ্চনদ ও ষষ্ঠি অধ্যায়ে বিন্দুমাধবের বিবরণ। একষষ্টিতে বৈষ্ণব তীর্থের মহিমা কীর্ত্তন ॥ ২২ ॥ দ্বিষষ্টিতে মন্দর হইতে বিশ্বেশ্বরের কাশী সমাগম। ত্রিষষ্টিতে জৈগীষব্যের সহিত তাঁহার সম্মিলন ॥ ২৩ ॥ চতুঃষষ্টিতে ক্ষেত্রের রহস্য ; পঞ্চষষ্টিতে কন্দুকেশ্বর ও ব্যাঘ্রেশ্বরের উৎপত্তি বিবরণ। ষট্ষষ্টিতে শৈলেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন ; সপ্তষষ্টিতে

ততঃ শৈলেশ্বরকথা রত্নেশস্য চ দর্শনম্।
কৃত্তিবাসঃ সমুৎপত্তিস্ততশ্চায়তনাগমঃ ॥ ২৫।
দেবতানামধিষ্ঠানং দুর্গাসুরপরাক্রমঃ।
দুর্গায়া বিজয়শ্চাথ ততঃ ওঙ্কারবর্ণনম্ ॥ ২৬।
পুনরোঙ্কারমাহাত্ম্যং ত্রিলোচনসমুদ্ভবঃ।
ত্রিলোচনপ্রভাবোথ কেদারাখ্যানমেব চ ॥ ২৭।
ততো ধর্ম্মেশমহিমা ততঃ পক্ষিকথা শুভা।
ততো বিশ্বভুজাখ্যানং দুর্দ্দমস্য কথা ততঃ ॥ ২৮।
ততো বীরেশ্বরাখ্যানং বীরেশমহিমা পুনঃ।
গঙ্গাতীর্থৈশ্চ সংযুক্তা কামেশমহিমা ততঃ ॥ ২৯।
বিশ্বকর্ম্মেশমহিমা দক্ষযজ্ঞসমুদ্ভবঃ।
সত্যাদেহবিসর্গশ্চ ততো দক্ষেশ্বরোদ্ভবঃ ॥ ৩০।
ততো বৈ পার্ব্বতীশস্য মহিম্নঃ পরিকীর্ত্তনম্।
গঙ্গেশস্যাথ মহিমা নর্ম্মদেশসমুদ্ভবঃ ॥ ৩১।

রত্নেশ্বর দর্শন; অষ্টষষ্টিতে কৃত্তিবাসের উৎপত্তি। একোনসপ্ততিতে আয়তনে সমাগম ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ সপ্ততিতে দেবাধিষ্ঠান; একসপ্ততিতে দুর্গাসুর পরাক্রম; দ্বিসপ্ততিতে তাহার বিজয়। ত্রিসপ্ততিতে ওঙ্কারেশ্বরোৎপত্তি; চতুঃসপ্ততিতে তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন ॥ ২৬ ॥ পঞ্চসপ্ততিতে ত্রিলোচনোৎপত্তি। ষট্‌সপ্ততি অধ্যায়ে তাঁহার প্রাদুর্ভাব; সপ্তসপ্ততিতে কেদার আখ্যান ॥ ২৭ ॥ অষ্টসপ্ততি অধ্যায়ে ধর্ম্মেশ্বর মহিমা কীর্ত্তন। একোনাশীতিতে পক্ষিগণের প্রস্তাব, অশীতি অধ্যায়ে বিশ্বভুজার উপাখ্যান ও একাশীতিতে দুর্দ্দমাসুরের প্রস্তাব ॥২৮॥ দ্ব্যশীতিতে বীরেশ্বরোপাখ্যান; ত্র্যশীতিতে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন। চতুরশীতি অধ্যায়ে গঙ্গার তীর্থান্তর সংযোগ। পঞ্চাশীতিতে কালেশ্বর বিবরণ। ষড়শীতিতে বিশ্বকর্ম্মোপাখ্যান, সপ্তাশীতিতে দক্ষ যজ্ঞ বর্ণন। অষ্টাশীতিতে সতীর দেহত্যাগ, একোননবতিতে দক্ষেশ্বর উৎপত্তি ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ নবতিতে

সতীশ্বরসমুৎপত্তিরমৃতেশাদিবর্ণনম্।
ব্যাসস্য হি ভুজস্তম্ভো ব্যাসশাপবিমোক্ষণম্॥ ৩২।
ক্ষেত্রতীর্থকদম্বঞ্চ মুক্তিমণ্ডপসংকথা।
বিশ্বেশাবির্ভবশ্চাথ ততো যাত্রাপরিক্রমঃ॥ ৩৩।
এতদাখ্যানশতকং ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বখণ্ড শ্রুতেঃ ফলম্।
অনুক্রমণিকাধ্যায়েপ্যস্তি যাত্রাপরিক্রমঃ॥ ৩৪।

স্যূত উবাচ।

যাত্রাপরিক্রমং ব্রূহি জনানাং হিতকাময়া।
যথাবৎ সিদ্ধিকামানাং সত্যবত্যাঃ সুতোত্তমঃ॥ ৩৫।

ব্যাস উবাচ।

নিশাময় মহাপ্রাজ্ঞ লোমহর্ষণ বচ্মি তে।
যথা প্রথমতো যাত্রা কর্ত্তব্যা যাত্রিকৈর্মুদা॥ ৩৬।

পার্ব্বতীশ্বর মহিমা, একনবতিতে গঙ্গেশ্বর মহিমা ও দ্বিনবতিতে নর্ম্মদেশ্বর বিবরণ॥ ৩১॥ ত্রিনবতিতে সতীশ্বরোৎপত্তি, চতুর্নবতিতে অমৃতেশ্বর মহিমা, পঞ্চনবতিতে ব্যাসের ভুজস্তম্ভ ও ষন্নবতিতে ব্যাসের শাপ মোচন॥ ৩২॥ সপ্তনবতিতে ক্ষেত্রতীর্থাদির বিবরণ। অষ্টনবতিতে মুক্তিমণ্ডপোপাখ্যান, নবনবতিতে বিশ্বেশ্বরাবির্ভাব এবং শততম অধ্যায়ে যাত্রাপ্রকরণ॥ ৩৩॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমাধ্যায়োক্ত বিন্ধ্যনারদ সম্বাদ হইতে শেষ অধ্যায়োক্ত যাত্রাপ্রকরণ পর্য্যন্ত যথাক্রমে কীর্ত্তন করিয়া সূতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত! গ্রন্থোক্ত এই শতআখ্যান শ্রবণ করিলে সমুদয় খণ্ড বেদ শ্রবণের ফল জন্মে॥ ৩৪॥ ব্যাসের বাক্যাবসানে সূত বলিলেন, হে সত্যবতীনন্দন! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কাশী বিহারী অথচ সিদ্ধিলাভে তৎপর ব্যক্তিদিগের হিতার্থ স্কন্দ, অগস্তির নিকট যাত্রার বিষয় সকল যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি তাহাই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ৩৫॥ ৩৬॥

স চৈত্রমাসে সংস্নায় চক্রপুষ্করিণীজলে ।
সন্তর্প্য দেবান্ সপিতৄন্ ব্রাহ্মণাংশ্চ তথার্থিনঃ ॥ ৩৭ ।
আদিত্যং দ্রৌপদীং বিষ্ণুং দণ্ডপাণিং মহেশ্বরম্ ।
নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেদ্দ্রষ্টুং ঢুণ্ঢিবিনায়কম্ ॥ ৩৮ ।
জ্ঞানবাপীমুপস্পৃশ্য নন্দিকেশং ততোর্চ্চয়েৎ ।
তারকেশং ততোভ্যর্চ্চ্য মহাকালেশ্বরং ততঃ ॥ ৩৯ ।
ততঃ পুনর্দণ্ডপাণিমিত্যেষা পঞ্চতীর্থিকা ॥ ৪০ ।
দৈনন্দিনীবিধাতব্যা মহাফলমভীপ্সুভিঃ ।
ততো বৈশ্বেশ্বরীযাত্রা কার্য্যা সর্ব্বার্থসিদ্ধিদা ॥ ৪১ ।
দ্বিসপ্তায়তনানাঞ্চ কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ ।
কৃষ্ণাং প্রতিপদং প্রাপ্য ভূতাবধি যথাবিধি ॥ ৪২ ।
অথবা প্রতিভূতঞ্চ ক্ষেত্রসিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ ।
তত্তত্তীর্থকৃতস্নানস্তত্তল্লিঙ্গকৃতার্চ্চনঃ ॥ ৪৩ ।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস সূতের এই বাক্য শ্রবণে সানন্দমনে তাঁহাকে কহিলেন, হে লোমহর্ষণ! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, আমি স্কন্দোক্ত যাত্রার বিষয় সকল অবিকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৭ ॥ পরিধেয় বসন পরিবর্ত্তন না করিয়া চক্র পুষ্করিণী জলে অবগাহন, দেবতা ও পিতৃলোকের তর্পণ এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অর্থিগণকে যথাশক্তি দান দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি সাধন করিয়া আদিত্য, দ্রৌপদী, বিষ্ণু ও দণ্ডপাণি মহেশ্বরকে প্রণাম পূর্ব্বক ঢুণ্ঢিগণেশকে দর্শন করিবে ॥ ৩৮ ॥ তৎপরে জ্ঞানবাপীতে স্নান ও নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর ও মহাকালেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় দণ্ডপাণির পূজা করিবে। ইহার নাম পঞ্চতীর্থিকা যাত্রা। মহাফল প্রত্যাশী কাশীবাসীর পক্ষে ইহা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ তৎপরে বৈশ্বেশ্বরী যাত্রা। ইহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ অবধি কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত অথবা কেবল মাত্র চতুর্দ্দশীতে উল্লিখিত তীর্থে স্নান ও উল্লিখিত

দেবস্যাগ্রে তু যা বাপী তত্রোপস্পর্শনে কৃতে।
শুক্রেশ্বরং ততঃ পশ্যেত্তৎকূপবিহিতোদকঃ ॥ ৫৮ ।
দণ্ডখাতে ততঃ স্নাত্বা ব্যাঘ্রেশং পূজয়েত্ততঃ।
শৌনকেশ্বরকুণ্ডে তু স্নানং কৃত্বা ততোর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৯ ।
জম্বুকেশং মহালিঙ্গং কৃত্বা যাত্রামিমাং নরঃ।
ক্বচিন্ন জায়তে ভূয়ঃ সংসারে দুঃখসাগরে ॥ ৬০ ।
সমারভ্য প্রতিপদং যাবৎ কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী।
এতৎ ক্রমেণ কর্ত্তব্যান্যেতদায়তনানি বৈ ॥ ৬১ ।
ইমাং যাত্রাং নরঃ কৃত্বা ন ভূয়োপ্যভিজায়তে।
অন্যা যাত্রা প্রকর্ত্তব্যৈকাদশায়তনোদ্ভবা ॥ ৬২ ।
অগ্নীধ্রকুণ্ডে সুস্নাতঃ পশ্যেদাগ্নীধ্রমীশ্বরম্।
উর্ব্বশীশং ততো গচ্ছেত্ততস্তু নকুলীশ্বরম্ ॥ ৬৩ ।
আষাঢ়ীশং ততো দৃষ্ট্বা ভারভূতেশ্বরং ততঃ।
লাঙ্গলীশমথালোক্য ততস্তু ত্রিপুরান্তকম্ ॥ ৬৪ ।
ততো মনঃ প্রকামেশং প্রীতিকেশমথো ব্রজেৎ।
মদালসেশ্বরং তস্মাত্তিলপর্ণেশ্বরং ততঃ ॥ ৬৫ ।

করিতে হয় এবং তাহার অগ্রবর্ত্তী বাপীতে স্নান তর্পণ করিয়া শুক্রেশ্বর কূপে স্নান এবং শুক্রেশ্বরকে দর্শন করিতে হয় ॥৫৭॥৫৮॥ ইহার পর দণ্ডখাতে স্নান ও ব্যাঘ্রেশ্বরের পূজা করিয়া শৌনকেশ্বর কুণ্ডে স্নান ও শৌনকেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে হয় এবং সর্ব্বশেষে জম্বুকেশ্বরের পূজা করিয়া যাত্রা সমাপন করিতে হয়। এই যাত্রার অনুষ্ঠান করিলে জীবকে আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না ॥ ৫৯—৬১ ॥ অতঃপর একাদশ আয়তনী যাত্রা। এই যাত্রায় আগ্নীধ্রকুণ্ডে স্নান করিয়া যথাক্রমে আগ্নীধ্রেশ্বর, উর্ব্বশীশ্বর, নকুলীশ্বর, আষাঢ়ীশ্বর, ভারভূতেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, ত্রিপুরান্তক, মনঃপ্রকামেশ্বর, প্রীতিকেশ্বর, মদালসেশ্বর ও তিলপর্ণেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গার্চ্চনা করিতে হয় ॥ ৬২—

যাত্রৈকাদশলিঙ্গানামেষা কার্য্যা প্রযত্নতঃ ।
ইমাং যাত্রাং প্রকুর্ব্বাণো রুদ্রত্বং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৬৬ ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি গৌরীযাত্রামনুত্তমাং ।
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াং যা যাত্রা বিঘ্নবৃদ্ধিদা ॥ ৬৭ ।
গোপ্রেক্ষতীর্থে সুস্নায় মুখনির্ম্মালিকাং ব্রজেৎ ।
জ্যেষ্ঠাবাপ্যাং নরঃ স্নাত্বা জ্যেষ্ঠাং গৌরীং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৮ ।
সৌভাগ্যগৌরী সম্পূজ্যা জ্ঞানবাপ্যাং কৃতোদকৈঃ ।
ততঃ শৃঙ্গারগৌরীঞ্চ তত্রৈব চ কৃতোদকঃ ॥ ৬৯ ।
স্নাত্বা বিশালগঙ্গায়াং বিশালাক্ষীং ততো ব্রজেৎ ।
সুস্নাতো ললিতাতীর্থে ললিতামর্চ্চয়েত্ততঃ ॥ ৭০ ।
স্নাত্বা ভবানীতীর্থেথ ভবানীং পরিপূজয়েৎ ।
মঙ্গলা চ ততোভ্যর্চ্চ্য বিন্দুতীর্থে কৃতোদকৈঃ ॥ ৭১ ।
ততো গচ্ছেন্মহালক্ষ্মীং স্থিরলক্ষ্মীসমৃদ্ধয়ে ।
ইমাং যাত্রাং নরঃ কৃত্বা ক্ষেত্রেস্মিন্ মুক্তিজন্মনি ॥ ৭২ ।

৬৫ ॥ এই একাদশ লিঙ্গের প্রীতির নিমিত্ত এইরূপ যাত্রার অনুষ্ঠান করিলে রুদ্র পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥ হে সূত! সর্ব্বমঙ্গল-নিকেতন গৌরী যাত্রার বিবরণ বর্ণিতেছি শ্রবণ কর। শুক্লপক্ষীয়া তৃতীয়ার দিবসে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রথমতঃ গোপ্রেক্ষ তীর্থে স্নান করিয়া মুখনির্ম্মালিকা দেবীকে দর্শন করিয়া জ্যেষ্ঠাবাপীতে স্নান ও তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ তাহার পর জ্ঞানবাপীতে স্নান তর্পণ করিয়া সৌভাগ্য গৌরীর পূজা করিবে। শৃঙ্গারগৌরীকুণ্ডে স্নান তর্পণ ও তাহার অর্চ্চনা করিয়া বিশাল গঙ্গাতে স্নান ও বিশালাক্ষীকে দর্শন করিতে হয়। তদনন্তর ললিতাতীর্থে স্নান ও ললিতা দেবীকে অর্চ্চনা করা উচিত ॥ ৭০ ॥ ইহার পর ভবানীতীর্থে স্নান ও ভবানী দেবীর পূজা করিবে। অনন্তর বিন্দুতীর্থে স্নান তর্পণ ও মঙ্গলা দেবীকে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৭১ ॥ পরে মহালক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। তাঁহার পূজায় অচলা

ন দুঃখৈরভিভূয়েত ইহামুত্রাপি কুত্রচিৎ।
কুর্য্যাৎ প্রতিচতুর্থীহ যাত্রাং বিঘ্নেশিতুঃ সদা॥ ৭৩।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তদুদ্দেশাদ্দেয়া বৈ মোদকা মুদে।
ভৌমে ভৈরবযাত্রা চ কার্য্যা পাতকহারিণী॥ ৭৪।
রবিবারে রবের্যাত্রা ষষ্ঠ্যাং বা রবিসংযুজি।
তথৈব রবিসপ্তম্যাং সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ৭৫।
নবম্যামথবাষ্টম্যাং চণ্ডীযাত্রা শুভামতা।
অন্তর্গৃহস্য বৈ যাত্রা কর্ত্তব্যা প্রতিবাসরম্॥ ৭৬।
প্রাতঃস্নানং বিধায়াদৌ নত্বা পঞ্চবিনায়কান্।
নমস্কৃত্বাথ বিশ্বেশং স্থিত্বা নির্ব্বাণমণ্ডপে॥ ৭৭।
অন্তর্গৃহস্য যাত্রাং বৈ করিষ্যেঽঘৌঘশান্তয়ে।
গৃহীত্বা নিয়মঞ্চেতি গত্বাথ মণিকর্ণিকাম্॥ ৭৮।
স্নাত্বা মৌনেন চাগত্য মণিকর্ণীশমর্চ্চয়েৎ।
কম্বলাশ্বতরৌ নত্বা বাসুকীশং প্রণম্য চ॥ ৭৯।

কমলা লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা এই যাত্রার অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগকে আর কোনকালেই কোন প্রকার দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। এই ব্রতের অনুষ্ঠানে বিঘ্নেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে মোদক দান করিতে হয়। ৭২॥ ৭৩॥ অতঃপর মঙ্গলবারে সর্ব্বপাতকনাশন ভৈরব যাত্রা এবং সর্ব্ব বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত ষষ্ঠী বা সপ্তমীযুক্ত রবিবারে সূর্য্যোদ্দেশে যাত্রা করিতে হয়॥ ৭৪॥ ৭৫॥ অতঃপর সর্ব্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত অষ্টমী বা নবমী যোগে চণ্ডী যাত্রা করা উচিত। তৎপরে প্রতিবাসরে অন্তর্গৃহে যাত্রা করা কর্ত্তব্য॥ ৭৬॥ প্রাতঃস্নানানন্তর পঞ্চবিনায়কের অর্চ্চনা এবং বিশ্বেশ্বরকে বন্দনা করিয়া মুক্তি মণ্ডপে অবস্থান পূর্ব্বক এইরূপ সংকল্প করিবে যে 'আমি যাবতীয় পাপশান্তির নিমিত্ত অন্তর্গৃহে যাত্রানুষ্ঠান করিতেছি।' তদনন্তর মণিকর্ণিকায় স্নান ও মৌনাবলম্বন করিয়া মণিকর্ণীশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে কম্বলাশ্বতর ও

পর্ব্বতেশং ততো দৃষ্টা গঙ্গাকেশবমপ্যথ।
ততস্তু ললিতাং দৃষ্টা জরাসন্ধেশ্বরং ততঃ ॥ ৮০ ।
ততো বৈ সোমনাথঞ্চ বারাহঞ্চ ততো ব্রজেৎ।
ব্রহ্মেশ্বরং ততো নত্বা নত্বাগভস্তীশ্বরং ততঃ ॥ ৮১ ।
কশ্যপেশং নমস্কৃত্য হরিকেশবনং ততঃ।
বৈদ্যনাথং ততো দৃষ্টা ধ্রুবেশমথবীক্ষ্য চ ॥ ৮২ ।
গোকর্ণেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য হাটকেশমথো ব্রজেৎ।
অস্থিক্ষেপতড়াগঞ্চ দৃষ্টা বৈ কীকসেশ্বরম্ ॥ ৮৩ ।
ভারভূতং ততো নত্বা চিত্রগুপ্তেশ্বরং ততঃ।
চিত্রঘণ্টাং প্রণম্যাথ ততঃ পাশুপতীশ্বরম্ ॥ ৮৪ ।
পিতামহেশ্বরং গত্বা ততস্তু কলশেশ্বরম্।
চন্দ্রেশস্ত্বথ বীরেশো বিদ্যেশোগ্নীশ এব চ ॥ ৮৫ ।
নাগেশ্বরো হরিশ্চন্দ্রশ্চিন্তামণিবিনায়কঃ।
সেনাবিনায়কশ্চাথ দ্রষ্টব্যঃ সর্ব্ববিঘ্নহৃৎ ॥ ৮৬ ।
বশিষ্ঠবামদেবৌ চ মূর্ত্তিরূপধরাবুভৌ।
দ্রষ্টব্যৌ যত্নতঃ কাশ্যাং মহাবিঘ্নবিনাশিনৌ ॥ ৮৭ ।

বাস্কুকীশ্বরকে প্রণাম ও পর্ব্বতেশ্বর এবং গঙ্গেশ্বরকে দর্শন করিবে। অবশেষে ললিতা দেবী ও জরাসন্ধেশ্বরকে দর্শন করিতে হয় ॥ ৭৬—৮০ ॥

অনন্তর সোমনাথ, বারাহ, ব্রহ্মেশ্বর, গভস্তীশ্বর কশ্যপেশ্বর ও হরিকেশবকে প্রণাম ও বৈদ্যনাথ ও ধ্রুবেশ্বরকে দর্শন করিয়া গোকর্ণেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে হাটকেশ্বর, অস্থিক্ষেপ তড়াগ, কীকসেশ্বর ও ভারভূতেশ্বরকে দর্শন করিয়া চিত্রগুপ্তেশ্বর, চিত্রঘণ্টা ও পশুপতীশ্বরকে প্রণাম করিবে ॥ ৮১—৮৪ ॥ তৎপরে পিতামহেশ্বর, কলশেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, বীরেশ্বর, বিদ্যেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ্বর, হরিশ্চন্দ্র, চিন্তামণিনায়ক, সর্ব্ববিঘ্নহর সেনাবিনায়ক ও সমুদয় বিঘ্নের প্রশমনকারী বশিষ্ঠদেবকে দর্শন করিবে ॥ ৮৫—

সীমাবিনায়কঞ্চাথ করুণেশং ততো ব্রজেৎ।
ত্রিসন্ধ্যেশো বিশালাক্ষী ধর্ম্মেশো বিশ্ববাহুকা।
আশাবিনায়কশ্চাথ বৃদ্ধাদিত্যস্ততঃ পুনঃ॥ ৮৮।
চতুর্ব্বক্ত্রেশ্বরং লিঙ্গং ব্রাহ্মীশস্তু ততঃ পরঃ।
ততো মনঃ প্রকামেশ ঈশানেশস্ততঃ পরম্॥ ৮৯
চণ্ডীচণ্ডীশ্বরৌ দৃশ্যৌ ভবানীশঙ্করৌ ততঃ।
ঢুণ্ঢিং প্রণম্য চ ততো রাজরাজেশমর্চ্চয়েৎ॥ ৯০।
লাঙ্গলীশস্ততোভ্যর্চ্চ্য ততস্তু নকুলীশ্বরঃ।
পরান্নেশমথো নত্বা পরদ্রব্যেশ্বরং ততঃ॥ ৯১।
প্রতিগ্রহেশ্বরঞ্চাপি নিষ্কলঙ্কেশমেব চ।
মার্কণ্ডেয়েশমভ্যর্চ্চ্য তত অপ্সরসেশ্বরম্॥ ৯২।
গঙ্গেশোর্চ্চ্যস্ততো জ্ঞানবাপ্যাং স্নানং সমাচরেৎ।
নন্দিকেশং তারকেশং মহাকালেশ্বরং ততঃ॥ ৯৩।
দণ্ডপাণিং মহেশঞ্চ মোক্ষেশং প্রণমেত্ততঃ।
বীরভদ্রেশ্বরং নত্বা অবিমুক্তেশ্বরং ততঃ॥ ৯৪।
বিনায়কাংস্ততঃ পঞ্চ বিশ্বনাথং ততো ব্রজেৎ।
ততো মৌনং বিসৃজ্যাথ মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ॥ ৯৫।

৮৭॥ তৎপশ্চাৎ সীমাবিনায়ক, করুণেশ, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, বিশালাক্ষী, ধর্ম্মেশ্বর, বিশ্ববাহুকা, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্ব্বক্ত্রেশ্বর, ব্রাহ্মীশ্বর, মনঃপ্রকামেশ্বর, পরান্নেশ্বর, পরদ্রব্যেশ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, অপ্সরেশ্বর ও গঙ্গেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে জ্ঞান বাপীতে স্নান করিয়া নন্দিকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপানীশ্বর, মোক্ষেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, বিনায়ক ও বিশ্বনাথ লিঙ্গকে প্রণাম করিয়া মৌন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে। "হে প্রভো! আমার আচরিত এই অন্তর্গৃহ যাত্রায় যদি কোন প্রকার অঙ্গ

অন্তর্গৃহস্য যাত্রেয়ং যথাবৎযা ময়া কৃতা ।
ন্যূনাতিরিক্তয়া শম্ভুঃ প্রীয়তামনয়া বিভুঃ ॥ ৯৬ ।
ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ক্ষণং বৈ মুক্তিমণ্ডপে ।
বিশ্রম্য যায়াদ্ভবনং নিষ্পাপঃ পুণ্যবান্নরঃ ॥ ৯৭ ।
সম্প্রাপ্য বাসরং বিষ্ণোর্বিষ্ণুতীর্থেষু সর্ব্বতঃ ।
কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নেন মহাপুণ্যসমৃদ্ধয়ে ॥ ৯৮ ।
নভস্যপঞ্চদশ্যাঞ্চ কুলস্তম্ভং সমর্চ্চয়েৎ ।
দুঃখং রুদ্রপিশাচত্বং ন ভবেৎ যস্য পূজনাৎ ॥ ৯৯ ।
শ্রদ্ধাপূর্ব্বমিমা যাত্রাঃ কর্ত্তব্যাঃ ক্ষেত্রবাসিভিঃ ।
পর্ব্বস্বপি বিশেষেণ কার্য্যা যাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১০০ ।
ন বন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদ্বিনা যাত্রাং ক্বচিৎ কৃতী ।
যাত্রাদ্বয়ং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং প্রতিবাসরম্ ॥ ১০১ ।
আদৌ স্বর্গতরঙ্গিণ্যাস্ততো বিশ্বেশিতুর্ধ্রুবম্ ।
যস্য বন্ধ্যং দিনং যাতং কাশ্যাং নিবসতঃ সতঃ ॥ ১০২ ।

বৈগুণ্য বা অঙ্গের হানি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা পূর্ণ করুন" ॥৮৮—৯৬॥ মানবগণ মুক্তিমণ্ডপে অবস্থান পূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্রপাঠের ফলে আত্মাকে নিষ্পাপ জ্ঞান ও পরম পুণ্য লাভ করিয়া ভবনাভিমুখে গমন করিবে ॥৯৭॥ হরিবাসরে ও ভাদ্রমাসের পৌর্ণমাসীতে বিষ্ণু তীর্থে যাত্রা পূর্ব্বক কুলস্তম্ভের পূজা করিলে সমৃদ্ধিলাভে কোন প্রকার বাধা ঘটে না বা অত্যুৎকট রুদ্রপিশাচ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥ বিশেষতঃ ক্ষেত্রবাসিদিগের পক্ষে পর্ব্বের দিবসে শ্রদ্ধাসহকারে এই সকল যাত্রার অনুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক ॥ ১০০ ॥ পুণ্যবান ব্যক্তিগণের বিনা যাত্রায় বৃথা কালাতিপাত না করিয়া স্বর্গতরঙ্গীনিতে স্নান ও বিশ্বেশ্বর যাত্রানুষ্ঠান দ্বারা সময়ের সার্থকতা সম্পাদনে তৎপর থাকা উচিত ॥১০১॥ কাশীতে বাস করিয়া যাহারা এই সকল যাত্রানুষ্ঠান না করে, কেবল তাহাদিগেরই

নিরাশাঃ পিতরস্তস্য তস্মিন্নেব দিনেঽভবন্।
স দষ্টঃ কালসর্পেণ স দৃষ্টো মৃত্যুনা স্ফুটম্ ॥ ১০৩।
সমুষ্টস্তত্র দিবসে বিশ্বেশো যত্র নেক্ষিতঃ।
সর্ব্বতীর্থেষু সস্নৌ স সর্ব্বযাত্রাং ব্যধাৎ স চ ॥ ১০৪।
মণিকর্ণ্যান্তু যঃ স্নাতো যো বিশ্বেশং নিরৈক্ষত।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ।
দৃশ্যো বিশ্বেশ্বরো নিত্যং স্নাতব্যা মণিকর্ণিকা ॥ ১০৫।

ব্যাস উবাচ।

সূত স্কান্দমিদং শ্রুত্বা কাশীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
নরো ন নিরয়ং যাতি কৃত্বাপ্যঘসহস্রকম্ ॥ ১০৬।
স্নাত্বা সর্ব্বাণি তীর্থানি যচ্ছ্রেয়ঃ সমুপার্জ্জতে।
কাশীখণ্ডস্য শ্রবণাত্তৎ স্যাৎ সূত ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭।
দত্ত্বা দানানি সর্ব্বাণি কৃত্বা যজ্ঞাননেকশঃ।
যৎ পুণ্যং লভ্যতে মর্ত্তৈ্যস্তদেতচ্ছ্রবণাদ্ধ্রুবম্ ॥ ১০৮।

ঐ সকল দিন বিফল হয় এমন নহে, তাহাদের পিতৃপুরুষেরাও একবারে উদ্ধার বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়ে। আমি সত্য করিয়া বারম্বার কহিতেছি, বিশ্বেশ্বর-বৈমুখ সেই সকল নরাধম কাল সর্প কর্ত্তৃক সন্দষ্ট হইয়া তদ্দিবসেই মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়া থাকে ॥ ১০২—১০৪ ॥ কিন্তু যাঁহারা একমাত্র মণিকর্ণিকায় স্নান ও বিশ্বেশ্বরকে প্রত্যহ দর্শন করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সমস্ত যাত্রানুষ্ঠানের ফল হয়, তজ্জন্য দিন দিন বিশ্বেশ্বরের দর্শন করা উচিত ॥ ১০৫ ॥ ১০৬ ॥

ব্যাস কহিলেন, হে সূত! স্কন্দোক্ত অনুত্তম কাশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে সহস্র পাপসত্ত্বেও নরগণকে আর নরকে গমন করিতে হয় না ॥১০৭॥ ব্যাসদেব সূতকে পুনরায় কহিলেন, হে সূত! সমুদয় তীর্থস্নানে যেরূপ ফল হইয়া থাকে, একমাত্র কাশীখণ্ড শ্রবণে তৎ সমস্তই প্রাপ্ত হইতে পারা যায় সন্দেহ নাই ॥

তপ্ত্বা তপাংসি চোগ্রাণি প্রাপ্যতে যন্মহৎ ফলম্।
শ্রবণাদস্য খণ্ডস্য লভতে তন্ন সংশয়ঃ॥ ১০৯।
অধীত্য চতুরো বেদান্ সাঙ্গান্যৎ ফলমাপ্যতে।
কাশীখণ্ডং সমাকর্ণ্য তৎ ফলং লভ্যতে নরৈঃ॥ ১১০।
গয়ায়াং শ্রাদ্ধদানাচ্চ যথা তৃপ্যন্তি পূর্ব্বজাঃ।
তথৈতচ্ছ্রবণান্নৃণাং তৃপ্নুবন্তি পিতামহাঃ॥ ১১১।
তৈশ্চ সর্ব্বপুরাণানি শ্রুতানি স্থিরবুদ্ধিভিঃ।
কাশীখণ্ডং শ্রুতং যৈশ্চ সর্ব্বেষাং শ্রেয়সাং পদম্॥১১২।
শ্রুতাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাস্তৈর্মহাপুণ্যৈকরাশিভিঃ।
শ্রুতং যৈঃ স্থিরচেতোভিঃ কাশীমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ১১৩।
ইদমেব হি দেবেজ্যা পরমা পরিকীর্ত্তিতা।
জপেত্তৎ খণ্ডমখিলং শ্রোতব্যং শ্রদ্ধয়া দ্বিজাঃ॥ ১১৪।
শৃণুয়াদেকমপি য আখ্যানং কাশিখণ্ডজম্।
শ্রুতানি তেন সর্ব্বাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যসংশয়ঃ॥ ১১৫।

১০৮॥ মানবগণ অনেকানেক দান ও বহু বহু যজ্ঞ করিয়া যে পুণ্য লাভ করেন, একমাত্র কাশীখণ্ড শ্রবণে তৎ সমুদয়ই প্রাপ্ত হইতে পারা যায় ॥ ১০৯॥ অত্যুগ্র তপস্যায় যে রূপ পুণ্য জন্মে, কাশীখণ্ড শ্রবণ করিলে তৎসমুদয়ই লাভ হইয়া থাকে, সংশয় নাই॥ ১১০॥ বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিলে যদ্রূপ পুণ্য লাভ করিতে পারা যায়, কাশীখণ্ড শ্রবণ করিলেও তত্তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ১১১॥ গয়াশ্রাদ্ধে পিতৃ পুরুষদিগের যাদৃশী তৃপ্তি জন্মে, কাশীখণ্ড শ্রবণ করিলেও শ্রোতৃবর্গের পূর্ব্বপুরুষগণ তাদৃশী তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন॥ ১১২॥ পুরাণাদি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিলে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, অবিচলিতচিত্তে সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল অত্যুত্তম এই কাশীখণ্ড মাহাত্ম্য শ্রবণে তদ্রূপ ফল জন্মে, সন্দেহ নাই॥ ১১৩॥ ১১৪॥

হে দ্বিজগণ! বালকগণ! সমস্ত দেবতার পূজা ও মন্ত্র জপ করিলে

মহাধর্ম্মৈকজননং মহার্থপ্রতিপাদকম্।
কারণং সর্ব্বকামাপ্তেঃ কাশীখণ্ডমিদং স্মৃতম্ ॥ ১১৬।
এতচ্ছ্রবণতঃ পুংসাং কৈবল্যং নৈব দূরতঃ।
তুষ্যন্তি সর্ব্বে পিতরঃ শ্রুতৈস্তৈ তৎ খণ্ডমুত্তমম্ ॥ ১১৭।
প্রীণন্ত্য মর্ত্ত্যাঃ সর্ব্বেপি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
মুনয়ঃ পরিমোদন্তে মাদ্যন্তি সনকাদয়ঃ ॥ ১১৮।
হৃষ্টঃ সর্ব্বো ভবেদ্দেব ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ।
মহিমশ্রবণাদস্মাদ্বারাণস্যা ন সংশয়ঃ ॥ ১১৯।
য ইদং শ্রাবয়েদ্বিদ্বান্ সমস্তং ত্বর্দ্ধমেব বা।
পাদমাত্রং তদর্দ্ধমাত্রৈকং ব্যাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ১২০।
স নমস্যঃ প্রযত্নেন সম্পূজ্যস্ত্বিষ্টদেববৎ।
তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন বিশ্বেশপ্রীতয়ে সদা ॥ ১২১।
তস্মিন্ তুষ্টে হি সন্তুষ্টো বিশ্বেশো নাত্রসংশয়ঃ।
যত্রৈতৎ পঠ্যতে খণ্ডং পরানন্দসমাশ্রয়ম্ ॥ ১২২।

যদ্রূপ ফল হয়, কাশী মাহাত্ম্য শ্রবণে তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হইতে পারা যায় ॥ ১১৫ ॥ সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণের যদ্রূপ ফল, কাশীখণ্ডের প্রতি উপাখ্যান শ্রবণ করিলে তৎসম ফল লাভ করিতে পারা যায় ॥ ১১৬ ॥ কি দেবলোক, কি ঋষিলোক, কি পিতৃলোক, কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কাশীমাহাত্ম্য শ্রবণে সকলেই পরম পরিতৃপ্ত হন। ইহাই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের নিদান ॥ ১১৭ ॥ ১১৮ ॥

হে দেবগণ! কাশীর অপূর্ব্ব মহিমা। ইহা দেবতাদি চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের পরম প্রীতিকর। এই সকল মাহাত্ম্যের সম্পূর্ণাংশ বা পাদদ্বয় কি একপাদ বা পাদার্দ্ধ অথবা ইহার একটি বর্ণমাত্র যাহার নিকটে শ্রবণ করা যায়, তিনিই ইষ্টদেববৎ পূজ্য, তিনিই নমস্য এবং যাহা কিছু তাঁহাকে দান করা হয়, তাহাতেই বিশ্বেশ্বরের প্রীতি সাধন করা হয় ॥১১৯—১২১॥ যিনি এই সকল অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য পাঠ করেন বা পাঠ করান, এবং যিনি শ্রবণ করেন বা শ্রবণ করান, সেই

ন তত্র প্রভবেৎ কশ্চিদমঙ্গলসমুদ্ভবঃ।
য ইদং শৃণুয়াদ্বিদ্বান্ যশ্চেদং শ্রাবয়েৎ সুধীঃ॥ ১২৩।
যঃ পঠেদপি পুণ্যাত্মা তে সর্ব্বে রুদ্রমূর্ত্তয়ঃ।
য এতৎ পুস্তকং রম্যং লেখয়িত্বা সমর্পয়েৎ॥ ১২৪।
অখিলানি পুরাণানি তেন দত্তানি নান্যথা।
অত্রাখ্যানানি যাবন্তি শ্লোকা যাবন্ত এব হি॥ ১২৫।
তথা পদানি যাবন্তি বর্ণা যাবন্ত এব হি।
যাবন্ত্যপি চ মাত্রাণি যাবন্ত্যঃ পদপঙ্‌ক্তয়ঃ॥ ১২৬।
গুণে সূত্রাণি যাবন্তঃ যাবন্তঃ পটতন্তবঃ।
চিত্ররূপাণি যাবন্তি রম্য পুস্তকসংগ্রহে॥ ১২৭।
তাবৎ যুগসহস্রাণি দাতা স্বর্গে মহীয়তে।
এতদ্দ্বাদশকৃত্বো যঃ শৃণুয়াৎ খণ্ডমুত্তমম্॥ ১২৮।
ব্রহ্মহত্যাপি তস্যাশু নশ্যেচ্ছম্ভোরনুগ্রহাৎ।
অপুত্রঃ শৃণুয়াৎ যস্তু সুস্নাতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ১২৯।

মহাত্মা রুদ্রপদ প্রাপ্তির যোগ্য॥ ১২২॥ ১২৩॥ যিনি কাশীর বিচিত্র মাহাত্ম্য উত্তমরূপে লিপি নিবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণসাৎ করেন, গ্রন্থোক্ত আখ্যানাদির সংখ্যার সহস্রগুণ যুগপরিমাণে তিনি স্বর্গভোগ করেন এবং তাঁহার সমুদয় পুরাণ দান করার ফল হইয়া থাকে। সেই দাতা এই গ্রন্থে উল্লিখিত আখ্যান, শ্লোকপদ, পদপংক্তি, বর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় সংখ্যা এবং গুণগত সূত্রের সংখ্যা ও পটগত তন্তু সংখ্যার সহস্রগুণ যুগপরিমিত কাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বসতি করিতে পারেন॥ ১২৪—১২৭॥ সংকল্প পূর্ব্বক দ্বাদশবার কাশী মাহাত্ম্য শ্রবণগোচর করিলে বিশ্বেশ্বর প্রসাদাৎ ব্রহ্ম হত্যাদির পাপও তৎক্ষণাৎ বিধ্বংশিত হইয়া যায়॥ ১২৮॥ যিনি বিহিত স্নানে বিশুদ্ধ কলেবর ও একাগ্রচিত্ত হইয়া কাশীখণ্ড মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তিনি পুত্রমুখ দর্শনে চিরবঞ্চিত হইলেও বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে অপূর্ব্ব সন্তান লাভ করেন॥ ১২৯॥ হে সূত! এমন কি, যিনি যেরূপ কামনা করিয়া ইহা শ্রবণগোচর

তস্য পুত্রো ভবত্যেব শম্ভোরাজ্ঞাপ্রভাবতঃ।
কিং বহূক্তেন সূতে হ যস্য যস্য মনোরথঃ॥ ১৩০।
য়ো যস্ত্বন্তং স স সদা শ্রুত্বৈ তৎপ্রাপ্নুয়াৎ কৃতী।
শৃণুয়াদ্দূরদেশেপি যঃ কাশীখণ্ডমুত্তমম্॥ ১৩১।
স কাশীবাসপুণ্যস্য ভাজনং স্যাচ্ছিবাজ্ঞয়া।
এতচ্ছ্রবণতঃ পুংসাং সর্ব্বত্র বিজয়ো ভবেৎ।
সৌভাগ্যঞ্চাপি সর্ব্বত্র প্রাপ্নুয়ান্নির্ম্মলাশয়ঃ॥ ১৩২।
যস্য বিশ্বেশ্বরস্তুষ্টস্তস্যৈতচ্ছ্রবণে মতিঃ।
জায়তে পুণ্যযুক্তস্য মহানির্ম্মলচেতসঃ॥ ১৩৩।
সর্ব্বেষাং মঙ্গলানাঞ্চ মহামঙ্গলমুত্তমম্।
গৃহেপি লিখিতং পূজ্যং সর্ব্বমঙ্গলসিদ্ধয়ে॥ ১৩৪।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অনুক্রমণিকা নাম
শততমোঽধ্যায়ঃ।

করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন॥ ১৩০॥ আর যিনি দূর হইতেও এই অনুত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, সেই পুণ্যাত্মা বিশ্বেশ্বর প্রসাদাৎ কাশীবাসের ফল, সর্ব্বত্র জয় ও সৌভাগ্যশ্রী লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যাহারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ ও বিশ্বেশ্বরের কৃপাভাজন, সেই সকল মহাত্মা ব্যক্তিদিগেরই এই সকল মাহাত্ম্য বিষয়ে কৌতুহল জন্মিয়া থাকে॥ ১২৯—১৩৩॥ মহর্ষি ব্যাসদেব এইরূপ কাশীখণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সূতকে কহিলেন, হে সূত! অধিক কি বলিব, যে মহাত্মা এই গ্রন্থ গৃহে রক্ষা করিয়া নিত্য নিত্য পূজা করেন, তাঁহার ভবন পবিত্র হয় এবং তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে॥ ১৩৪॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অনুক্রমণিকা
নাম শততম অধ্যায়।

কাশীখণ্ডের উত্তরার্দ্ধের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

জগজ্জনন্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ পুরোঽগস্তে পুরারিণা।
যথাখ্যায়ি কথা পুণ্যা তথা তে কথয়াম্যহম্ ॥ ১।
পুরা মহীমিমাং সর্ব্বাং সসমুদ্রাদ্রিকাননাম্।
সসরিৎকাং সার্ণবাঞ্চ সগ্রামপুরপত্তনাম্ ॥ ২।
পরিভ্রম্য মহাতেজা মহামর্ষো মহাতপাঃ।
দুর্ব্বাসাঃ সংপরিপ্রাপ্তঃ শম্ভোরানন্দকাননম্ ॥ ৩।
বিলোক্যাক্রীড়মখিলং বহুপ্রাসাদমণ্ডিতম্।
বহুকুণ্ডতড়াগঞ্চ শম্ভোস্তোষমুপাগমৎ ॥ ৪।
পদে পদে মুনীনাঞ্চ জিতকালমহাভিয়াম্।
দৃষ্ট্বোটজানি রম্যাণি দুর্ব্বাসা বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ৫

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ত্রিপুরারি বিশ্বেশ্বর জগজ্জননী পার্ব্বতীর নিকটে যে পুণ্যময়ী কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ পুরাকালে মহাতেজস্বী ক্রোধস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা, সসাগরা, সপর্ব্বতা, সকাননা, সসরিদ্বরা, সার্ণবা, সগ্রামা, সপুর পত্তনা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক একদা শম্ভুর আনন্দ-কানন বারাণসীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ বহুপ্রাসাদ-মণ্ডিত বহুকুণ্ড ও বহুবাপী-পরিশোভিত শম্ভুর সেই আনন্দ-কাননের সমস্ত স্থান অবলোকন করিয়া তাঁহার মনে পরম পরিতোষ জন্মিল ॥ ৪ ॥ পদে পদে কালভয়বিজয়ী মুনি-

সর্ব্বর্ত্তুকুসুমান্ বৃক্ষান্ সুচ্ছায়স্নিগ্ধপল্লবান্।
সফলান্ সুলতাশ্লিষ্টান্ দৃষ্ট্বা প্রীতিমগান্ মুনিঃ ॥ ৬ ॥
দুর্ব্বাসাশ্চাতিহৃষ্টো ভূদ্দৃষ্ট্বা পাশুপতোত্তমান্।
ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গান্ জটাজটিতমৌলিকান্ ॥ ৭ ॥
কৌপীনমাত্রবসনান্ স্মরারিধ্যানতৎপরান্।
কক্ষীকৃতমহালাবূন্ হুড়ুৎকারজিতাম্বুদান্ ॥ ৮ ॥
করণ্ডদণ্ডপানীয়পাত্রমাত্রপরিগ্রহান্।
ক্বচিত্ত্রিদণ্ডিনো দৃষ্ট্বা নিঃসঙ্গান্নিঃপরিগ্রহান্ ॥ ৯ ॥
কালাদপি নিরাতঙ্কান্ বিশ্বেশশরণং গতান্।
ক্বচিদ্বেদরহস্যজ্ঞানাবাল্যব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১০ ॥
নিত্যং ভাগীরথীস্নানপরিপিঙ্গলমূর্দ্ধজান্।
বিলোক্য কাশ্যাং দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণান্ মুমুদেতরাম্ ॥ ১১ ॥
পশুষ্বপি চ যা তুষ্টির্মৃগেষ্বপি চ যাদৃশ্যতিঃ।
তির্য্যক্ষ্বপি চ যা হৃষ্টিঃ কাশ্যাং নান্যত্র সা স্ফুটম্ ॥ ১২ ॥

গণের রমণীয় কুটীর দর্শন করিয়া দুর্ব্বাসা বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৫ ॥ সর্ব্বত্র কুসুম-শোভিত ফল-ভারাবনত, সুস্নিগ্ধ, ছায়াপল্লব-সমন্বিত, সুন্দরলতা-পরিবেষ্টিত, মনোহর বৃক্ষ সকল দর্শন করিয়া মুনিবর পরম প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাসা বিভূতিবিভূষিত-গাত্র, জটাজাল-বিজড়িত-মস্তক, কৌপিনমাত্র পরিধান, শিবধ্যান-তৎপর, অলাবুকক্ষ, জলদ-নিনাদ বিনিন্দিত সামগান-ধ্বনিত, গভীরকণ্ঠ, করণ্ড-দণ্ড-পানপাত্রমাত্রপরিগ্রাহী পাশুপত গণকে নয়নগোচর করিয়া, পরমহৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥ ৭—৯ ॥ কোথাও নিঃসঙ্গ, নিষ্পরিগ্রহ, কালভয়-রহিত, বিশ্বেশশরণাগত, কায়মনোবাক-সংযত ত্রিদণ্ডী দণ্ডীগণকে দর্শন করিলেন। কোথাও বা বেদরহস্যজ্ঞ আবালব্রহ্মচারী, নিত্যভাগীরথীস্নায়ী, পিঙ্গল জটাধারী ব্রাহ্মণগণকে দর্শন পূর্ব্বক দুর্ব্বাসা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে কহিলেন, অহো ! কাশীতে গো-মহিষাদি

ইদং সুশ্রেয়সোবুষ্টিঃ ক্বামরেষু ত্রিবিষ্টপে।
যত্র ত্যেষ্বপি তির্য্যক্ষু পরমানন্দবর্দ্ধিনী ॥ ১৩।
বরমেতেঽপি পশব আনন্দবনচারিণঃ।
সদানন্দাঃ পুনর্দ্দেবা ন নন্দনবনাশ্রিতাঃ ॥ ১৪।
বরং কাশীপুরী বাসী ম্লেচ্ছোপি হি শুভায়তিঃ।
নান্যত্রত্যো দীক্ষিতোঽপি স হি মুক্তেরভাজনম্ ॥ ১৫।
বৈশ্বেশ্বরী পুরী চৈষা যথা মে চিত্তহারিণী।
সর্ব্বাপি ন তথা ক্ষোণী ন স্বর্গো নৈব নাগভূঃ ॥ ১৬।
স্থৈর্য্যং ববন্ধ ন ক্বাপি ভ্রমতো মে মনোগতিঃ।
সর্ব্বস্মিন্নপি ভূভাগে যথা স্থৈর্য্যমগাদিহ ॥ ১৭।
রম্যা পুরী ভবেদেষা ব্রহ্মাণ্ডাদখিলাদপি।
পরিষ্টুত্যেতি দুর্ব্বাসাশ্চেতোবৃত্তিমবাপ হ ॥ ১৮।

গ্রাম্য পশু, হরিণাদি অরণ্য-পশু এবং খেচর পক্ষী জাতিতে যেরূপ কান্তি ও পরিতুষ্টি দৃষ্টিগোচর হয় তাদৃশ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ॥ ১০ ॥ ১২ ॥ এই মোক্ষপ্রদায়িনী কাশীপুরী পশুপক্ষীগণের পক্ষে যেরূপ পরমানন্দ বর্দ্ধিনী, অমরাবতীও দেবগণের পক্ষে তাদৃশী আনন্দপ্রদায়িনী নহে ॥ ১৩ ॥ এই আনন্দ-কাননবিহারী পশুগণ যেরূপ সুখী, নন্দন-কাননাশ্রিত দেবগণ ও তাদৃশ সুখী নহেন ॥ ১৪ ॥ কাশীবাসী ম্লেচ্ছও শ্রেষ্ঠ। তাহারা পরিণামে যেমন সহজে শুভফল প্রাপ্ত হয়, অন্যত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিও তাদৃশ সহজে মুক্তিভাজন হয় না ॥ ১৫ ॥ এই বিশ্বেশ্বরপুরী যেমন আমার চিত্তহারিণী, স্বর্গমর্ত্ত পাতালে এতাদৃশ স্থান কুত্রাপি নাই ॥ ১৬ ॥ এই কাশীতে আমার চিত্তের যেরূপ স্থৈর্য্য লাভ হয়, সমস্ত পৃথিবী মধ্যে তাদৃশ স্থৈর্য্য কুত্রাপি লাভ হয় না ॥ ১৭ ॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এই কাশীপুরী পরম রমণীয় স্থান। মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপ কাশীমাহাত্ম্য আলোচনা করিয়া চিত্তের শান্তিলাভ করিলেন ॥১৮॥ অনন্তর সেই মহাতপা মহর্ষি বহুকাল তথায় তপস্যা করিলেন

তপ্যমানোপি হি তপঃ সুচিরং স মহাতপাঃ।
যদা নাপ ফলং কিঞ্চিচ্চুকোপ চ তদা ভৃশম্॥ ১৯।
ধিক্ চ মাং তাপসং দুষ্টং ধিক্ চ মে দুশ্চরন্তপঃ।
ধিক্ চ ক্ষেত্রমিদং শম্ভোঃ সর্ব্বেষাঞ্চ প্রতারকম্॥ ২০।
যথা ন মুক্তিরত্র স্যাৎ কস্যাপি করবৈ তথা।
ইতি শপ্তুং যদোদ্যুক্তঃ সঞ্জহাস তদা শিবঃ॥ ২১।
তত্র লিঙ্গমভূদেকং খ্যাতং প্রহসিতেশ্বরম্।
তল্লিঙ্গদর্শনাৎ পুংসামানন্দঃ স্যাৎ পদে পদে॥ ২২।
উবাচ বিস্ময়াবিষ্টো মনস্যেব মহেশিতা।
ঈদৃশেভ্যস্তপস্বিভ্যো নমোস্ত্বিতি পুনঃ পুনঃ॥ ২৩।
যত্রৈব হি তপস্যন্তি যত্রৈব বিহিতাশ্রমাঃ।
লব্ধপ্রতিষ্ঠা যত্রৈব তত্রৈবামর্ষিণো দ্বিজাঃ॥ ২৪।
মনাক্ চিন্তিতমাত্রন্তু চেল্লভন্তে ন তাপসাঃ।
ক্রুধা তদৈব জায়ন্তে হারিণ্যা তপসাং শ্রিয়ঃ॥ ২৫।

কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় না হওয়াতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি দুষ্ট তাপস, আমাকে ধিক্। আমার দুস্তর তপস্যাকেও ধিক্। শম্ভুর এই সর্ব্বজন-প্রতারক ক্ষেত্রকেও ধিক্। যাহাতে এই ক্ষেত্রে কাহারও মুক্তিলাভ না হয়, আমি তাহাই করিব। ১৯—২১॥ ক্রোধান্ধ মহর্ষি এইরূপ শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, সদাশিব ঈষদ্ধাস্য করিলেন। তৎকালে তথায় এক লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। সেই লিঙ্গ প্রহসিতেশ্বর নামে বিখ্যাত হইল। সেই লিঙ্গ দর্শনে মানবগণের পদে পদে আনন্দ লাভ হয়॥ ২২॥

অনন্তর বিশ্বেশ্বর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে কহিলেন, ঈদৃশ তপস্বীগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ ২৩॥ যে স্থানে তপস্যা করেন, যে স্থানে বিহিতাশ্রম হন এবং যে স্থানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন, দ্বিজগণ সেই স্থানের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন॥ ২৪॥ ক্ষণকালমাত্র চিন্তা করিয়া যদি ফলপ্রাপ্ত না হন,

তথাপি তাপসা মান্যাঃ স্বশ্রেয়ো বৃদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ।
অক্রোধনাঃ ক্রোধনা বা কাচিন্তা হি তপস্বিনাম্ ॥২৬।
ইতি যাবন্মহেশানো মনস্যেব বিচিন্তয়েৎ।
তাবত্তৎক্রোধজো বহ্নির্ব্যানশে ব্যোমমণ্ডলম্ ॥ ২৭।
তৎক্রোধানলধূমৌঘৈর্ব্যাপিতং যন্নভোঙ্গণম্।
তদ্দধাতি নভোদ্যাপি নীলিমানং মহত্তরম্ ॥ ২৮।
ততো গণাঃ পরিক্ষুব্ধাঃ প্রলয়ার্ণবনীরবৎ।
আঃ কিমেতৎ কিমেতদ্বৈ ভাষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৯।
গর্জ্জন্তস্তর্জ্জয়ন্তশ্চ প্রোদ্যতায়ুধপাণয়ঃ।
প্রমথাঃ পরিতস্তস্থুস্তে পরিতো ধাম শাম্ভবম্ ॥ ৩০।
কো যমঃ কোঽথ বা কালঃ কো মৃত্যুঃ কস্তথান্তকঃ।
কো বা বিধাতা কে লেখাঃ ক্রুদ্ধেষস্মাসু কঃ পরঃ ॥৩১।

তপস্বীগণ তাহা হইলেই তপশ্রীবিনাশন ক্রোধের বশীভূত হন ॥ ২৫ ॥ তথাপি নিজমঙ্গলাভিলাষী তাপসগণ সর্ব্বদা মাননীয়। ক্রোধীই হউন, অথবা অক্রোধীই হউন, তপস্বীগণের চিন্তা কি? ২৬ ॥ মহেশ্বর যৎকালে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে দুর্ব্বাসার ক্রোধোৎপন্ন বহ্নি গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥ তাঁহার ক্রোধানল-সম্ভূত ধূমরাশি নভোঙ্গন আচ্ছন্ন করাতে তদবধি নভোমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে ॥ ২৮ ॥ প্রমথগণ প্রলয়কালীন জলনিধির ন্যায় নীলবর্ণ ধূমরাশি দর্শন পূর্ব্বক সংক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এ কি! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ২৯ ॥ অনন্তর তাঁহারা তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শস্ত্রপাণি হইয়া বারাণসীধামের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। তদনন্তর কহিলেন, আমাদিগের ক্রোধের নিকটে যমই বা কে? কাল মৃত্যু বা অন্তকই বা কে? ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি-দেবগণ এবং বিষ্ণুই বা কে? আমরা জলের ন্যায় অগ্নি পান করিব। শিলাপর্ব্বত চূর্ণ করিব। নিমেষ মধ্যে সপ্তসমুদ্রকে মরুভূমি করিব। পাতালকে ঊর্দ্ধে

অগ্নিং পিবামো জলবচ্চূর্ণীকুর্ম্মোখিলান্ গিরীন্।
সপ্তাপি চার্ণবাংস্তূর্ণঙ্করবাম মরুস্থলীম্॥ ৩২।
পাতালঞ্চানয়ামোর্দ্ধমধোদধ্মোথবাদিবম্।
একমেব হি বা গ্রাসং গগনঙ্করবামহে॥ ৩৩।
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমথবা স্ফোটয়ামঃ ক্ষণেন হি।
আস্ফালয়ামো বান্যোন্যং কালং মৃত্যুঞ্চ তালবৎ॥ ৩৪।
গ্রসামো বাথ ভুবনং মুক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্।
যত্র মুক্তা ভবন্ত্যেব মৃতমাত্রেণ জন্তবঃ॥ ৩৫।
কুতোঽয়ং ধূমসম্ভারো জ্বালাবল্যঃ কুতস্ত্বমূঃ।
কো বা মৃত্যুঞ্জয়ং রুদ্রং নো বিদ্যান্ মদমোহিতঃ॥৩৬।
ইতি পারিষদাঃ শম্ভোর্ম্মহাভয়ভয়প্রদাঃ।
জল্পন্তঃ কম্পয়ামাসুঃ প্রাকারং গগনস্পৃশম্॥ ৩৭।
শকলীকৃত্য বহুশঃ শিলাবৎ প্রলয়ানলম্।
নন্দী চ নন্দিষেণশ্চ সোমনন্দী মহোদরঃ॥ ৩৮।
মহাহনুর্ম্মহাগ্রীবো মহাকালো জিতান্তকঃ।
মৃত্যুপ্রকম্পনো ভীমো ঘণ্টাকর্ণো মহাবলঃ॥ ৩৯।

আনয়ন করিব। স্বর্গপুরীকে অধোগামী করিব, গগণকে একগ্রাসে ভক্ষণ করিব, এবং ক্ষণকালমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিব। পরস্পরাঘাতে কাল ও মৃত্যুকে তালের ন্যায় দূরীভূত করিব। যে স্থানে মরণ মাত্রেই জীব মুক্তি লাভ করে, যদি সেই বারাণসীপুরী ভুবনমধ্যে না থাকিত, তাহা হইলে আমরা ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিতাম। কোথা হইতে এই ধূমরাশি সমুত্থিত হইল? কোথা হইতে এই জ্বালাবলী সমুৎপন্ন হইল? কোন্ মূঢ় মদমোহিত হইয়া রুদ্রদেব মৃত্যুঞ্জয়কে অবমাননা করিল? এইরূপ কল্পনা করিয়া নন্দী, নন্দীসেন, সোমনন্দী, মহোদর, মহাহনু, মহাগ্রীব, মহা-

ক্ষোভণোদ্রাবণো জৃম্ভী পঞ্চাস্যঃ পঞ্চলোচনঃ।
দ্বিশিরাস্ত্রিশিরাঃ সোমঃ পঞ্চহস্তো দশাননঃ॥ ৪০।
চণ্ডো ভৃঙ্গিরিটিস্তণ্ডী প্রচণ্ডস্তাণ্ডবপ্রিয়ঃ।
পিচিণ্ডিলঃ স্থূলশিরাঃ স্থূলকেশো গভস্তিমান্॥ ৪১।
ক্ষেমকঃ ক্ষেমধন্বা চ বীরভদ্রো রণপ্রিয়ঃ।
চণ্ডপাণিঃ শূলপাণিঃ পাশপাণিঃ কৃশোদরঃ॥ ৪২।
দীর্ঘগ্রীবোথ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গলঃ পিঙ্গমূর্দ্ধজঃ।
বহুনেত্রো লম্বকর্ণঃ খর্ব্বঃ পর্ব্বতবিগ্রহঃ॥ ৪৩।
গোকর্ণো গজকর্ণশ্চ কোকিলাখ্যো গজাননঃ।
অহং বৈ নৈগমেয়শ্চ বিকটাস্যো টট্টহাসকঃ॥ ৪৪।
শীরপাণিঃ শিবারাবো বৈণিকো বেণুবাদনঃ।
দুরাধর্ষো দুঃসহশ্চ গর্জ্জনো রিপুতর্জ্জনঃ॥ ৪৫।
ইত্যাদয়ো গণেশানাঃ শতকোটিদুরাসদাঃ।
কাশ্যাং নিবারয়ামাসুরপিপ্রাভঞ্জনীং গতিম্॥ ৪৬।

কাল, জিতান্তক, কালপ্রকম্পন, ভীম, ঘণ্টাকর্ণ, মহাবল, ক্ষোভন, দ্রাবন, জৃম্ভী, পঞ্চাস্য, পঞ্চলোচন, দ্বিশিরা, ত্রিশিরা, সোম, পঞ্চহস্ত, দশানন, চণ্ড, ভৃঙ্গীরিটি, তণ্ডী, প্রচণ্ড, তাণ্ডবপ্রিয়, পিচিণ্ডিল, স্থূলশিরা, স্থূলকেশ, গভস্তীমান, ক্ষেমক, ক্ষেমধন্বা, বীরভদ্র, রণপ্রিয়, চণ্ডপাণি, শূলপাণি, পাশপাণি, কৃশোদর, দীর্ঘগ্রীব, পিঙ্গাক্ষ, পিঙ্গল, পিঙ্গকেশ, বহুনেত্র, লম্বকর্ণ, খর্ব্ব, পর্ব্বতবিগ্রহ, গোকর্ণ, গজকর্ণ, কোকিলাক্ষ, গজানন, অহং, নৈগমেয়, বিকটাস্য, অট্টহাস, শীরপাণি, শিবারাব, বৈণিক, বেণুবাদন দুরাধর্ষ, দুঃসহ, গর্জ্জন, রিপু-তর্জ্জন প্রভৃতি শতকোটি মহাভয়প্রদ মহেশ্বর-পারিষদ প্রমথগণ সেই দুর্ব্বাসা-ক্রোধরূপ প্রলয়ানলকে শিলাবৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া গগণস্পর্শী প্রাকার

ক্ষুব্ধেষু তেষু বীরেষু চকম্পে ভুবনত্রয়ম্।
দুর্ব্বাসসশ্চ কোপাগ্নিজ্বালাভির্ব্যাকুলীকৃতম্॥ ৪৭।
তদা বিবিশতুঃ কাশ্যাং সূর্য্যচন্দ্রমসাবপি।
ন গণৈরকৃতানুজ্ঞৌ তত্তেজঃ শমিতপ্রভৌ॥ ৪৮।
নিবার্য্য প্রমথানীকমতিক্ষুব্ধমুমাধবঃ।
মদংশএব হি মুনীরানুসূয়েয় এষ বৈ॥ ৪৯।
অথো দুর্ব্বাসসো লিঙ্গাদাবিরাসীৎ কৃপানিধিঃ।
মহাতেজোময়ঃ শম্ভুর্ম্মুনিশাপাৎ পুরীমবন্॥ ৫০।
মাভূচ্ছাপো মুনেঃ কাশ্যাং নির্ব্বাণপ্রতিবন্ধকঃ।
ইত্যনুক্রোশতো দেবস্তস্য প্রত্যক্ষতাং গতঃ॥ ৫১।
উবাচ চ প্রসন্নোস্মি মহাক্রোধনতাপস।
বরয়স্ব বরঃ কস্তে ময়া দেয়ো বিশঙ্কিতঃ॥ ৫২।

কল্পনা পূর্ব্বক কাশীতে বায়ুগতি রোধ করিলেন॥ ৩০—৪৬॥ সেই বীরগণের আস্ফালনে এবং দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে ত্রিভুবন কম্পিত হইল। গণ কর্তৃক নিবারিত না হইলেও তত্তেজে স্ব স্ব তেজ প্রশমিত হওয়াতে চন্দ্র সূর্য্য কাশীতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই॥ ৪৭॥ ৪৮॥ বিশ্বেশ্বর সেই সংক্ষুব্ধ প্রমথগণকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, অনুসূয়া পুত্র এই মুনিবর দুর্ব্বাসা আমার অংশাবতার॥ ৪৯॥ এই কথা বলিয়া কৃপানিধি বিশ্বেশ্বর দুর্ব্বাসা লিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া, মুনিশাপ হইতে কাশীপুরী রক্ষা করিলেন॥ ৫০॥ অতঃপর কাশীতে এই মুনিশাপ যাহাতে মোক্ষ প্রতিবন্ধক না হয়, এইরূপ অবধারণ করিয়া কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর দুর্ব্বাশা সমীপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাক্রোধনতপস্বিন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তুমি নির্ভয়ে যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর॥ ৫১॥ ৫২॥

ততো বিলজ্জিতোঽগস্ত্যঃ শাপোদ্যতকরো মুনিঃ।
অপরাদ্ধং বহু ময়া ক্রোধান্ধেনেতি দুর্দ্ধিয়া ॥ ৫৩।
উবাচ চেতি বহুশো ধিঙ্মাং ক্রোধবশং গতম্।
ত্রৈলোক্যাভয়দাং কাশীং শপ্তুমুদ্যতচেতসম্ ॥ ৫৪।
দুঃখার্ণবং নিমগ্নানাং যাতায়াতেতি খেদিনাম্।
কর্ম্মপাশিতকণ্ঠানাং কাশ্যেকা মুক্তিসাধনম্ ॥ ৫৫।
সর্ব্বেষাং জন্তু জাতানাং জনন্যেকৈব কাশিকা।
মহামৃতস্তন্যদাত্রী নেত্রী চ পরমং পদম্ ॥ ৫৬।
জনন্যা সহ নো কাশী লভেদুপমিতিং ক্বচিৎ।
ধারয়েজ্জননীগর্ভে কাশী গর্ভাদ্বিমোচয়েৎ ॥ ৫৭।
এবম্ভূতান্তু যঃ কাশীমন্যোপি হি শপিষ্যতি।
তস্যৈব শাপো ভবিতা ন তু কাশ্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৫৮।
ইতি দুর্ব্বাসসো বাক্যং শ্রুত্বা দেবস্ত্রিলোচনঃ।
অতীব তুষিতো জাতঃ কাশীস্তবনলব্ধমুৎ ॥ ৫৯।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! বিশ্বেশ্বরকে দর্শন পূর্ব্বক শাপোদ্যত মহর্ষি দুর্ব্বাসা বিলজ্জিত হইয়া কহিলেন, হে বিশ্বেশ্বর! আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ক্রোধান্ধ হইয়া বহু অপরাধ করিয়াছি॥ ৫৩॥ মুনিবর দুর্ব্বাসা এইরূপ বহুতর অনুতাপ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে ভগবন্! আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া ত্রিলোকের অভয়প্রদায়িনী কাশীপুরীকে অভিসম্পাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, আমাকে ধিক্। এই কাশীপুরী দুঃখার্নবনিমগ্ন বারম্বার যাতায়াত-পরিক্ষিন্ন কর্ম্মপাশনিবদ্ধ প্রাণীগণের একমাত্র মুক্তিসাধিকা। এই কাশীপুরী সমস্ত জীবের জননী। এই কাশীপুরী মহামৃতস্তন্যদায়িনী এবং পরম পদপ্রদায়িনী॥ ৫৪—৫৬॥ জননীর সহিত কাশীর উপমা হয় না। জননী গর্ভে ধারণ করেন, কাশী গর্ভযন্ত্রণা বিমোচন করেন। এবম্ভূতা কাশীকে যদি অপর কেহ কখন অভিসম্পাৎ করে, তাহা হইলে সেই শাপ তাহার

যঃ কাশীং স্তৌতি মেধাবী যঃ কাশীং হৃদি ধারয়েৎ।
তেন তপ্তং তপস্তীব্রং তেনেষ্টং ক্রতুকোটিভিঃ ॥ ৬০ ।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য কাশীত্যক্ষরযুগ্মকম্‌।
ন তস্য গর্ভবাসঃ স্যাৎ ক্বচিদেব সুমেধসঃ ॥ ৬১ ।
যো মন্ত্রং জপতি প্রাতঃ কাশীবর্ণদ্বয়াত্মকম্‌।
স তু লোকদ্বয়ং জিত্বা লোকাতীতং ব্রজেৎ পদম্‌ ॥৬২।
আনুসূয়েয় তে জ্ঞানং কাশীস্তবনপুণ্যতঃ।
যথেদানীং সমুৎপন্নং তথা ন তপসঃ পুরা ॥ ৬৩ ।
মুনে ন মে প্রিয়স্তদ্বদ্দীক্ষিতো মম পূজকঃ।
যাদৃক্ প্রিয়তরঃ সত্যং কাশীস্তবনলালসঃ ॥ ৬৪ ।
তাদৃক্ তুষ্টির্ন মে দানৈস্তাদৃক্ তুষ্টির্ন মে মখৈঃ।
ন তুষ্টিস্তপসা তাদৃক্ যাদৃশী কাশিসংস্তবৈঃ ॥ ৬৫ ।

নিজেরই হইবে ; কাশীর কিছুই হইবে না ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥ দুর্ব্বাসার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশীস্তবনপ্রিয় ত্রিলোচন পরম সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, যে ব্যক্তি কাশীর স্তব করে এবং যে ব্যক্তি কাশীপুরীকে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহার বহুতর তীব্র তপস্যা এবং কোটি কোটি যজ্ঞের ফললাভ হয় ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ যে জ্ঞানবান ব্যক্তি জিহ্বাগ্রে কাশী এই অক্ষর-দ্বয় উচ্চারণ করে, কদাচ তাহার আর গর্ভবাস হয় না ॥ ৬১ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে বর্ণদ্বয়াত্মক কাশীমন্ত্র জপ করে সেই ব্যক্তি ইহ পর উভয় লোক জয় করিয়া লোকাতীত পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২ ॥ হে মহর্ষে! কাশীস্তবনফলে এক্ষণে তোমার যে জ্ঞান লাভ হইল, পূর্ব্বকৃত বহুতপস্যাতেও তাদৃশ জ্ঞানোৎপন্ন হয় নাই ॥ ৬৩ ॥ হে মুনে! আমি সত্য কহিতেছি, যাহারা কাশীর স্তব করে, তাহারা আমার যেমন প্রিয়, আমার পূজক এবং দীক্ষিত ব্যক্তিগণও তাদৃশ প্রিয়পাত্র নহে ॥ ৬৪ ॥ কাশীসংস্তবনে আমার যাদৃশী প্রীতি, দানে যজ্ঞে অথবা তপ-

আনন্দকাননং যেন স্তুতমেতৎ সুচেতসা।
তেনাহং সংস্তুতঃ সম্যক্ সর্ব্বৈঃ সূক্তৈঃ শ্রুতীরিতৈঃ॥৬৬।
তব কামাঃ সমৃদ্ধাঃ স্যুরানুস্মৃয়েয় তাপস।
জ্ঞানং তে পরমং ভাবি মহামোহবিনাশনম্ ॥ ৬৭।
অপরঞ্চ বরং ব্রূহি কিং দাতব্যং তবানঘ।
ত্বাদৃশা এব মুনয়ঃ শ্লাঘনীয়া যতঃ স তাম্ ॥ ৬৮।
যস্যাস্ত্যেব হি সামর্থ্যং তপসঃ ক্রুদ্ধতীহ সঃ।
কুপিতোপ্যসমর্থস্তু কিং কর্ত্তা ক্ষীণবৃত্তিবৎ ॥ ৬৯।
ইতি শ্রুত্বা পরিষ্টুত্য দুর্ব্বাসাঃ কৃত্তিবাসসম্।
বরঞ্চ প্রার্থয়ামাস পরিহৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ৭০।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ করুণাকর শঙ্কর।
মহাপরাধবিধ্বংসিন্নন্ধকারে স্মরান্তক ॥ ৭১।

স্যায় তাদৃশী প্রীতি হয় না॥ ৬৫॥ শুদ্ধচিত্তে এই আনন্দ-কাননে স্তব করিলে বেদোক্ত সমস্ত মন্ত্রে আমাকে স্তব করা হয়॥ ৬৬॥ হে তাপস! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তুমি মহামোহ-বিনাশন পরম জ্ঞান লাভ কর॥ ৬৭॥ হে অনঘ! তুমি অপর বর প্রার্থনা কর, তোমার ন্যায় মুনিগণই সমস্ত সাধু ব্যক্তির প্রশংসনীয়॥ ৬৮॥ হে মুনে! যাঁহার তপোবল আছে, তাঁহারই ক্রোধ শোভা পায়। যাহার সামর্থ নাই তাহার ক্রোধ হীনবৃত্তি কর্ত্তার ন্যায় নিষ্ফল॥ ৬৯॥

মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে কীর্ত্তিবাসের স্তব করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে করুণাসিন্ধো! হে শঙ্কর! হে মহাপরাধভঞ্জন! হে অন্ধকনিসূঁদন! হে স্মরহর! হে মৃত্যুঞ্জয়! হে উগ্র! হে ভূতনাথ! হে মৃড়ানীশ! হে ত্রিলোচন! হে নাথ! যদি আমাকে বরদানে প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা

মৃত্যুঞ্জয়োগ্রভূতেশ মৃড়ানীশ ত্রিলোচন।
যদি প্রসন্নো মে নাথ যদি দেয়ো বরো মম ॥ ৭২।
তদিদং কামদং নাম লিঙ্গমস্ত্বিহ ধূর্জ্জটে।
ইদঞ্চ পল্বলং মেঽত্র কামকুণ্ডাখ্যমস্তু বৈ ॥ ৭৩।

দেবদেব উবাচ।

এবমস্তু মহাতেজো মুনে পরমকোপন।
যত্ত্বয়া স্থাপিতং লিঙ্গং দুর্ব্বাসেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ৭৪।
তদেব কামকৃন্নৃণাং কামেশ্বরমিহাস্ত্বিতি।
যঃ প্রদোষে ত্রয়োদশ্যাং শনিবাসরসংযুজি ॥ ৭৫।
সংস্নাস্যতি নরো ধীমান্ কামকুণ্ডে ত্বদাস্পদে।
ত্বৎ স্থাপিতঞ্চ কামেশং লিঙ্গং দ্রক্ষ্যতি মানবঃ ॥ ৭৬।
স বৈ কামকৃতাদ্দোষাদ্ যামীং নাপ্স্যতি যাতনাম্।
বহবোপি হি পাপ্মানো বহুভির্জন্মভিঃ কৃতাঃ ॥ ৭৭।
কামতীর্থাম্বুসংস্নানাৎ যাস্যন্তি বিলয়ং ক্ষণাৎ।
কামাঃ সমৃদ্ধিমাপ্স্যন্তি কামেশ্বরনিষেবণাৎ ॥ ৭৮।

হইলে, হে ধূর্জ্জটে! কৃপা করিয়া এই বর দান কর যে, এই লিঙ্গের নাম কামদলিঙ্গ হউক এবং অত্রত্য জলাশয়েব নাম কামকুণ্ড হউক ॥ ৭০—৭৩ ॥ তখন বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে মহাতেজোস্বিন্! হে পরমকোপন! হে মুনে! যাহা তুমি প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে। তুমি যে দুর্ব্বাসেশ্বর লিঙ্গসংস্থাপন করিয়াছ, তাঁহার নাম সর্ব্বকামপ্রদ কামেশ্বর লিঙ্গ হইল ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ যে ব্যক্তি ত্রয়োদশীতিথিতে শনিবাসরে প্রদোষকালে কামকুণ্ডে স্নান করিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহাকে যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥ কামতীর্থে স্নান করিলে বহুজন্মার্জ্জিত বহুপাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যাইবে। কামেশ্বরের সেবা করিলে সমস্ত মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে ॥ ৭৮ ॥

স্কন্দ উবাচ।

ইতি দত্ত্বা বরান্ শম্ভুস্তল্লিঙ্গে লয়মাযযৌ।
তল্লিঙ্গারাধনাৎ কামাঃ প্রাপ্তা দুর্ব্বাসসা ভৃশং ॥ ৭৯।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কাশ্যাং কামেশ্বরঃ সদা।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন মহাকামাভিলাষুকৈঃ ॥ ৮০।
কামকুণ্ডকৃতস্নানৈর্মহাপাতকশান্তয়ে।
ইদং কামেশ্বরাখ্যানং যঃ পঠিষ্যতি পুণ্যবান্।
যঃ শ্রোষ্যতি চ মেধাবী তৌ নিষ্পাপৌ ভবিষ্যতঃ ॥৮১।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দুর্ব্বাসসোবরপ্রদানং
নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে এই রূপ বরপ্রদান করিয়া বিশ্বেশ্বর সেই লিঙ্গেই লয়প্রাপ্ত হইলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসাও সেই লিঙ্গের আরাধনায় সর্ব্বতোভাবে পূর্ণকাম হইলেন॥ ৭৯॥ হে অগস্ত্য! কাশীতে সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা কামেশ্বরের পূজা করা সর্ব্ব কামার্থীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ৮০॥ মহাপাপ শান্তির নিমিত্ত কামকুণ্ডে স্নান করিয়া যে পুণ্যবান এই কামেশ্বরাখ্যান পাঠ অথবা শ্রবণ করিবেন, তিনি নিষ্পাপ হইবেন॥ ৮১॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দুর্ব্বাসার বর প্রাপ্তি
নাম পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

বিশ্বকর্ম্মেশ্বরং লিঙ্গং যৎ কাশ্যাং প্রথিতং পরম্।
তস্য লিঙ্গস্য কথয় দেবদেব সমুদ্ভবম্ ॥ ১।

দেবদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথাং পাতকনাশিনীম্।
বিশ্বকর্ম্মেশলিঙ্গস্য প্রাদুর্ভাবং মনোহরম্ ॥ ২।
বিশ্বকর্ম্মাভবৎ পূর্ব্বং ব্রহ্মণস্ত্বপরাতনুঃ।
ত্বষ্টুঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো নিপুণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৩।
কৃতোপনয়নঃ সোথ বালো গুরুকুলে বসন্।
চকার গুরুশুশ্রূষাং ভিক্ষান্নকৃতভোজনঃ ॥ ৪।
একদা তদ্গুরুঃ প্রাহ প্রাবৃট্‌কালে সমাগতে।
কুরুটজং মদর্থং ত্বং যথা প্রাবৃট্ ন বাধতে ॥ ৫।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে বিশ্বেশ্বর! কাশীতে বিশ্বকর্ম্মেশ্বর নামে যে পরম-লিঙ্গ আছেন তুমি আমার নিকট তাঁহার উৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন কর ॥ ১ ॥ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে দেবি! আমি তোমার নিকট বিশ্বকর্ম্মেশ্বরের পাপ-নাশিনী মনোহারিণী কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ ত্বষ্টৃরপুত্র সর্ব্বকর্ম্ম দক্ষ বিশ্বকর্ম্মা পূর্ব্বে ব্রহ্মার অপরাতনু ছিলেন। ৩ ॥ তিনি কৃতো-পনয়ন হইয়া গুরুকুলে বাস পূর্ব্বক ভিক্ষান্নভোজী হইয়া গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ হন ॥ ৪ ॥ একদা বর্ষাকালে তাঁহার গুরু তাঁহাকে কহিলেন, বর্ষার বারি-ধারা নিবারণার্থ আমার নিমিত্ত একখানি কুটির নির্ম্মাণ কর ॥ ৫ ॥ তাহা যেন

যৎ কদাচিন্নভজ্যেত ন পুরাতনতাং ব্রজেৎ।
গুরুপত্ন্যাত্বভিহিতো রে ত্বাষ্ট্র কুরু কঞ্চুকম্ ॥ ৬।
মমাঙ্গযোগ্যং নো গাঢ়ং ন শ্লথঞ্চ প্রযত্নতঃ।
বিনৈব বাসসা চারুবাল্কলঞ্চ সদোজ্জ্বলম্ ॥ ৭।
গুরুপুত্রেণ চাজ্ঞপ্তো মমার্থং পাদুকে কুরু।
যদারূঢ়স্য মে পাদৌ ন পঙ্কঃ সংস্পৃশেৎ ক্বচিৎ ॥ ৮।
চর্ম্মাদিবন্ধনির্মুক্তে ধাবতো মে সুখপ্রদে।
খ্যাম্যাঞ্চ সঞ্চরে বারি স্থলভূমাবিবক্রতম্ ॥ ৯।
গুরুকন্যাপি তং প্রাহ ত্বাষ্ট্র মে শ্রবণোচিতে।
ভূষণে স্বেন হস্তেন কুরু কাঞ্চননির্ম্মিতে ॥ ১০।
কুমারীক্রীড়নীয়ানি কৌতুকানি চ দেহি মে।
দন্তিদন্তময়ান্যেব স্বহস্তরচিতানি চ ॥ ১১।
গৃহোপকরণং দ্রব্যং মুসলোলূখলাদিকম্।
তথা ঘটয় মেধাবিন্ যথাত্রুট্যতি ন ক্বচিৎ ॥ ১২।

কদাচ ভগ্ন না হয়, ও পুরাতন না হয়। গুরুপত্নী কহিয়াছিলেন, তুমি আমার নিমিত্ত একটী কঞ্চুক প্রস্তুত কর। তাহা যেন আমার গাত্রের উপযুক্ত হয়; অধিক স্থূল না হয় ও শিথিল না হয়। তাহাতে যেন বস্ত্র সম্পর্ক না থাকে, সমুজ্জ্বল বল্কলে তাহা যেন প্রস্তুত হয় ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ গুরুপুত্র কহিয়াছিলেন, আমার নিমিত্ত তুই খানি পাদুকা প্রস্তুত কর। তাহা পরিধান করিলে, আমার পদ যেন কদাচ কর্দ্দমসিক্ত না হয়। তাহাতে যেন চর্ম্মাদি বন্ধন না থাকে; তদ্দ্বারা গমনকালীন যেন সুখবোধ হয়। তাহা যেন জলে স্থলে নষ্ট না হয়। ৮ ॥ ৯ ॥ গুরুকন্যা কহিয়াছিলেন, হে ত্বাষ্ট্র! তুমি আমার নিমিত্ত স্বহস্তে সুবর্ণ কর্ণভূষণ প্রস্তুত কর ॥ ১০ ॥ গুরুর বালিকা-কন্যা কহিয়াছিল, তুমি আমার ক্রীড়াকৌতুকের নিমিত্ত অক্ষয়, হস্তী-দন্ত-নির্ম্মিত উদূখল মুসলাদি সমস্ত গৃহোপকরণ প্রস্তুত করিয়া দাও ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ আরও তুমি আমার

অক্ষালিতান্যপি যথা নিত্যং পীঠানি সত্তম।
উজ্জ্বলানি ভবন্ত্যেব স্থালিকাশ্চ তথা কুরু ॥ ১৩।
সূপকর্ম্মণ্যপি চ মাং প্রশাধি ত্বষ্টৃনন্দন।
যথাঙ্গুল্যো ন দহ্যন্তে পাকঃ স্যাচ্চ যথা শুভঃ ॥ ১৪।
একস্তম্ভময়ং গেহমেকদারু বিনির্ম্মিতম্।
তথা কুরু বরং ত্বাষ্ট্রে যত্রেচ্ছা তত্র ধারয়ে ॥ ১৫।
যে সহাধ্যায়িনোপ্যস্য বয়োজ্যেষ্ঠাশ্চ তেঽপি হি।
সর্ব্বে সর্ব্বং সমীহন্তে কর্ম্ম তৎকৃতমেব হি ॥ ১৬।
তথেতি স প্রতিজ্ঞায় সর্ব্বেষাং পুরতোঽদ্রিজে।
মধ্যে বনং প্রাবিশচ্চ মহাচিন্তাভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ১৭।
কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন জানাতি প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তেন বৈ।
সর্ব্বেষাং পুরতঃ সর্ব্বং করিষ্যামীতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৮।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কো মে সাহায্যমর্পয়েৎ।
বুদ্ধেরপি বনস্থস্য শরণং কং ব্রজামি চ ॥ ১৯।

নিমিত্ত একটী পাকস্থলী এবং কতিপয় উপবেশন পীঠ প্রস্তুত কর। তাহা যেন প্রক্ষালন না করিলেও সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকে এবং ভগ্ন না হয় ॥ ১৩ ॥ হে ত্বষ্টৃনন্দন! তুমি আমাকে এরূপ পাককার্য্য শিক্ষা দাও, যাহাতে রন্ধন সময়ে অঙ্গুলি দগ্ধ না হয় এবং রন্ধনও উপাদেয় হয় ॥ ১৪ ॥ হে তাষ্ট্র! তুমি আমাকে একদারুবিনির্ম্মিত এক স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটী সুন্দরগৃহ প্রস্তুত করিয়া দাও। তাহা যেন আমি স্বেচ্ছাক্রমে যথাতথা লইয়া যাইতে পারি। ১৫ ॥ বিশ্বকর্ম্মার বয়োজ্যেষ্ঠ সহাধ্যায়ীরাও তৎকৃত এক এক প্রকার শিল্প-দ্রব্য প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৬ ॥ হে অদ্রিতনয়ে! বিশ্বকর্ম্মা সকলের সমক্ষেই তত্তদ্বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ হে দেবি! তিনি সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিয়াছিলেন, যে আমি তত্তৎকার্য্য সম্পাদন করিব; কিন্তু প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের

অঙ্গীকৃত্য গুরোর্বাক্যং গুরুপত্ন্যা গুরোঃ শিশোঃ।
যো ন নিষ্পাদয়েন্মূঢ়ঃ স ভবেন্নিরয়ী নরঃ ॥ ২০ ।
গুরুশুশ্রূষণং ধর্ম্ম একো হি ব্রহ্মচারিণাম্।
অনিষ্পাদ্য তু তদ্বাক্যং কথং মে নিষ্কৃতির্ভবেৎ ॥ ২১ ।
গুরূণাং বাক্যকরণাৎ সর্ব্ব এব মনোরথাঃ।
সিধ্যন্তীতরথানৈব তস্মাৎ কার্য্যং হি তদ্বচঃ ॥ ২২ ।
কথং তদ্বচসঃ সিদ্ধিং প্রাপ্স্যাম্যত্র বনে স্থিতঃ।
কশ্চ মেঽত্র সহায়ী স্যাদ্ধিষণা দুর্ব্বলস্য বৈ ॥ ২৩ ।
আস্তাং গুরুকথা দূরং যোঽন্যস্যাপি লঘোরপি।
ওমিত্যুক্ত্বা ন কুরুতে কার্য্যং সোথ ব্রজত্যধঃ ॥ ২৪ ।
কথমেতানি কর্ম্মাণি করিষ্যেঽজ্ঞোঽসহায়বান্।
অঙ্গীকৃতানি তদ্ভীত্যা নমস্তে ভবিতব্যতে ॥ ২৫ ।

কিছুতেই অভিজ্ঞাত ছিলেন না ॥ ১৮ ॥ সুতরাং চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি করিব কোথায় গমন করিব! কে আমার সাহায্য করিবে, আমি বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; এস্থানে কাহার শরণাপন্ন হইব! কে আমাকে তত্তৎকার্য্যসাধনে বুদ্ধি দান করিবে! ১৯ ॥ তিনি আরও চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি গুরুপত্নীর নিকটে এবং গুরুপুত্রের নিকটে অঙ্গীকার করিয়া নিষ্পাদনে বিমুখ হয়, সেই মূঢ় নিরয়গামী হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ গুরুশুশ্রূষাই ব্রহ্মচারীগণের একমাত্র পরম ধর্ম্ম। তৎকার্য্য নিষ্পাদন না করিলে কিরূপে নিষ্কৃতিলাভ হইবে? ২১ ॥ গুরুবাক্যপালন করিলে সমস্ত মনোরথ সুসিদ্ধ হয়, তাহার অন্যথা নাই; অতএব গুরুবাক্য পালন করা সর্ব্বতো-ভাবেই উচিত ॥ ২২ ॥ আমি বনবাসী হইয়া কিরূপে তাঁহাদিগের বাক্য পালন করিব। আমি হীনবুদ্ধি, এস্থানে কে আমার সহায় হইবে ॥ ২৩ ॥ গুরুবাক্য দূরে থাকুক, সামান্য লোকের বাক্যেও অঙ্গীকার করিয়া পালন করিতে না পারিলে অধোগতি হয় ॥ ২৪ ॥ অজ্ঞ ও অসহায় হইয়া কিরূপে

যাবদিত্থং চিন্তয়তি স ত্বাষ্ট্রো বনমধ্যগঃ।
তাবত্তদৈব সম্প্রাপ্তস্তেনৈকোঽদর্শি তাপসঃ॥ ২৬।
অথ নত্বা স তং প্রাহ বনে দৃষ্টং তপস্বিনম্।
কো ভবান্ মানসং মে যো নিতরাং সুখয়ত্যহো॥ ২৭।
ত্বদ্দর্শনেন মে গাত্রং চিন্তাসন্তাপতাপিতম্।
হিমানী গাহনেনেব শীতলং ভবতি ক্ষণম্॥ ২৮।
কিং ত্বং মে প্রাক্তনং কর্ম্মপ্রাপ্তং তাপসরূপধৃক্।
অথবা করুণাবার্দ্ধিরাবির্ভূতঃ শিবো ভবান্॥ ২৯।
সোসি সোসি নমস্তুভ্যমুপদেশেন যুঙ্ক্ষ্ব মাম্।
গুরূক্তং গুরুপত্ন্যুক্তং গুর্ব্বপত্যোক্তমেব চ॥ ৩০।
কথং কর্ত্তুমহং শক্তঃ কর্ম্ম তত্র দিশাদ্ভুতম্।
কুরু মে বুদ্ধিসাহায্যং নির্জ্জনে বন্ধুতাঙ্গতঃ॥ ৩১।

আমি গুরুবাক্য প্রতিপালন করিব। হে ভবিতব্য! সেই ভয়েই আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি॥ ২৫॥ বিশ্বকর্ম্মা যৎকালে বনমধ্যে এরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে সহসা বনমধ্যে একজন তপস্বীকে দর্শন করিলেন॥ ২৬॥ সেই তপস্বীকে নমস্কার করিয়া বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আপনা হইতেই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে স্থির করিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি॥ ২৭॥ হে মহাত্মন্! আপনাকে দর্শন করিয়া আমার চিন্তা-সন্তপ্ত গাত্র যেন তুষারে অবগাহনের ন্যায় সুশীতল হইল॥ ২৮॥ আপনি কি আমার প্রাক্তন কর্ম্ম? অথবা স্বয়ং করুণাসিন্ধু বিশ্বেশ্বর তাপসরূপ ধারণ পূর্ব্বক আমার সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন? ২৯॥ হে মহাভাগ! আপনি যিনিই হউন, আপনাকে নমস্কার। আমি কিরূপে গুরুবাক্য, গুরুপত্নী বাক্য এবং গুরুপুত্র বাক্য পালন করিতে সমর্থ হই, কৃপা করিয়া আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন॥ ৩০॥ ৩১॥ সেই তাপস বনমধ্যে ব্রহ্মচারীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক করুণার্দ্র-চিত্ত হইয়া

ইত্যুক্তস্তেন স বনে তাপসো ব্রহ্মচারিণা।
কারুণ্যপূর্ণহৃদয়ো যথোক্তমুপদিষ্টবান্ ॥ ৩২।
য আপ্তত্বেন সংপৃষ্টো দুর্ব্বুদ্ধিং সংপ্রযচ্ছতি।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩৩।

তাপস উবাচ।

ব্রহ্মচারিন্ শৃণু ব্রূয়াং কিমদ্ভুততরন্ত্বিদম্।
বিশ্বেশানুগ্রহাদ্ব্রহ্মাপ্যভবৎ সৃষ্টিকোবিদঃ ॥ ৩৪।
যদি ত্বং ত্বাষ্ট্র সর্ব্বজ্ঞং কাশ্যামারাধয়িষ্যসি।
ততস্তে বিশ্বকর্ম্মেতি নাম সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৩৫।
বিশ্বেশানুগ্রহাৎ কাশ্যামভিলাষা ন দুর্ল্লভাঃ।
সুলভো দুর্ল্লভোপ্যত্র যত্র মোক্ষস্তনুত্যজাম্ ॥ ৩৬।
সৃষ্টেঃ করণসামর্থ্যং সৃষ্টিরক্ষা প্রবীণতা।
বিধিনা বিষ্ণুনা প্রাপি বিশ্বেশানুগ্রহাৎ পরাৎ ॥ ৩৭।
যাহি বৈশ্বেশ্বরং সদ্মপদ্ময়া সমধিষ্ঠিতম্।
নির্ব্বাণসংজ্ঞয়া বাল যদেচ্ছেঃ স্বান্মনোরথান্ ॥ ৩৮।

যথোক্তবিষয়ের উপদেশ দান করিলেন। কহিলেন, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে যে ব্যক্তি আত্মীয়ব্যক্তিকে দুর্ব্বুদ্ধি প্রদান করে, সেই পাপাত্মার অনন্ত-কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস হয় ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ হে ব্রহ্মচারিন্! আমি একটী অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তুমি যদি কাশীতে বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর, তাহা হইলে তোমার বিশ্বকর্ম্মা নাম সার্থক হইবে ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ কাশীতে বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে কোন প্রকার অভিলাষই দুর্লভ থাকে না। তাঁহার অনুগ্রহে সুদুর্লভ বস্তুও সুলভ হয়, তাঁহার অনুগ্রহে জীবগণ তথায় দেহত্যাগমাত্রেই মুক্তিলাভ করে ॥ ৩৬ ॥ বিশ্বেশ্বরের পরম অনুগ্রহে বিধাতা জগৎ-সৃজনে এবং বিষ্ণু জগৎ-পালনে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ হে ব্রহ্মচারিন্!

স হি সর্ব্বপ্রদঃ শম্ভুর্যাচিতশ্চোপমন্যুনা।
পয়ো মাত্রং দদৌ তস্মৈ সর্ব্বং ক্ষীরাব্ধিমেব চ ॥ ৩৯।
আনন্দকাননে শম্ভোঃ কিং কিং কেন ন লভ্যতে।
যত্র বাসকৃতাং পুংসাং ধর্ম্মরাশিঃ পদে পদে ॥ ৪০ ।
স্বধুনীস্পর্শমাত্রেণ মহাপাতকসন্ততিঃ।
যত্র সংক্ষয়তি ক্ষিপ্রং তাং কাশীং কো ন সংশ্রয়েৎ॥৪১।
ন তাদৃক্ কর্ম্মসম্ভারো লভ্যতে ক্রতুকোটিভিঃ।
যাদৃক্ বারাণসী বীথীসঞ্চারেণ পদে পদে ॥ ৪২।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদ্যত্রাস্তি মনোরথঃ।
তদা বারাণসীং যাহি যাহি ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ॥ ৪৩।
সর্ব্বকামফলপ্রাপ্তিস্তদৈবস্যাদ্ধ্রুবং নৃণাম্।
যদৈব সর্ব্বদঃ সর্ব্বঃ কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরঃ শ্রিতঃ ॥ ৪৪।
স তাপসোক্তমাকর্ণ্য ত্বাষ্ট্র ইত্থং সুহৃষ্টবান্।
কাশীসম্প্রাপ্ত্যুপায়ঞ্চ তমেব সমপৃচ্ছত ॥ ৪৫।

যদি মনোরথ সিদ্ধ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে নির্ব্বাণলক্ষ্মী সমধিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বরের নিকেতনে গমন কর ॥ ৩৮ ॥ ভক্তগণ যাহা প্রার্থনা করে, বিশ্বেশ্বর তৎসমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাকে বিন্দুমাত্র দুগ্ধ প্রদান করিলেও ক্ষীরসমুদ্র তুল্য হয় ॥ ৩৯ ॥ শম্ভুর আনন্দ-কাননে কোন্ বস্তু লাভ না হয় ॥ ৪০ ॥ যথায় ভাগীরথী নীর-স্পর্শমাত্র সমস্ত পাপসন্ততি ক্ষয় হইয়া যায়, কোন্ ব্যক্তি সেই কাশীপুরী আশ্রয় করিতে বাঞ্ছা না করে? ৪১॥ বারাণসীর বর্ত্ম সঞ্চারে যাদৃশ ফল হয়, কোটি যজ্ঞের অনুষ্ঠানেও তাদৃশ ফল হয় না ॥ ৪২ ॥ হে দ্বিজবর! যদি ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ত্রৈলোক্য-পাবনী কাশীপুরীতে যাত্রা কর ॥৪৩॥ যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদা শুভপ্রদ বিশ্বেশ্বরের আশ্রিত, তাহাদিগের সর্ব্বকামার্থ লাভ হয় ॥ ৪৪ ॥ বিশ্বকর্ম্মা সেই তপস্বীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া

त्वाष्ट্র উবাচ।

ত্বাষ্ট্র উবাচ।

তদানন্দবনং শম্ভোঃ ক্বাস্তি তাপসসত্তম।
যত্র নো দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ সাধকানাং ত্রয়ীস্থিতম্ ॥ ৪৬।
স্বর্গে বা মর্ত্ত্যলোকে বা বলিসদ্মনি বা মুনে।
ক্ব তদানন্দগহনং যত্রানন্দপয়োব্ধিজা ॥ ৪৭।
যত্র বিশ্বেশ্বরো-দেবো বিশ্বেষাং কর্ণধারকঃ।
ব্যাচষ্টে তারকং জ্ঞানং যেন তন্ময়তাং যযুঃ ॥ ৪৮।
সুলভা যত্র নিয়তমানন্দবনচারিণঃ।
অপি নৈঃশ্রেয়সী লক্ষ্মীঃ কিমন্যেঽল্পমনোরথাঃ ॥ ৪৯।
কস্তাং মাং প্রাপয়েচ্ছম্ভোঃ কথং যামি তথা বদ।
স তপস্বীতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতম্ ॥ ৫০।
প্রাহাগচ্ছ নয়ামি ত্বাং যিযাসুরহমপ্যহো।
দুর্ল্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং যদি কাশী ন সেবিতা ॥ ৫১।

তাঁহাকে কাশীপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে তাপস-সত্তম! যে স্থানে সাধকগণের কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না, সেই ত্রিলোকস্থিতি স্থান শম্ভুর আনন্দ-কানন কোথায়? ৪৬ ॥ স্বর্গমর্ত্তরসাতলের মধ্যে আনন্দ-লক্ষ্মীর আবাস স্থান, সেই আনন্দ-কানন কোথায়? ৪৭ ॥ যে স্থানে বিশ্ব-কর্ণধার বিশ্বেশ্বর বিরাজ করেন, যে স্থানে তিনি তন্ময়ত্ব লাভের হেতু তারকমন্ত্র উপদেশ করেন, সেই আনন্দ-কানন কোথায়? ৪৮ ॥ হে তপস্বিন্! সামান্য মনোরথ দূরে থাকুক, যে স্থানে আনন্দ-বনচারীগণের নির্ব্বাণলক্ষ্মী সুলভ, সেই নির্ব্বাণধাম বারাণসীধাম কোথায়? ৪৯ ॥ কিরূপে আমি শম্ভুর আনন্দ-কানন প্রাপ্ত হইব এবং কিরূপেই বা তথায় গমন করিব আপনি কৃপা করিয়া নির্দ্দেশ করুন ॥ ৫০ ॥ তপস্বী, বিশ্বকর্ম্মার এই সকল শ্রদ্ধান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজবর! আইস, আমিই তোমারে তথায় লইয়া যাই-

পুনঃ ক নৃত্বং শ্রেয়োভূঃ ক কাশী কর্ম্মবন্ধহৃৎ।
বৃথাগতে হি মানুষ্যে কাশীপ্রাপ্তিবিবর্জ্জনাৎ॥ ৫২।
আয়ুষ্যঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বমেব বৃথাগতম্।
অতোহহং সফলীকর্ত্তুং মানুষ্যঞ্চাতিচঞ্চলং॥ ৫৩।
যাস্যামি কাশীমায়াহি মায়াং হিত্বা ত্বমপ্যহো।
ইতি তেন সহ ত্বাষ্ট্রো মুনিনাতিকৃপালুনা॥ ৫৪।
পুরীং বৈশ্বেশ্বরীং প্রাপ্তো মনঃ স্বাস্থ্যমবাপ চ।
ততঃ প্রাপয্য তাং কাশীং তাপসঃ ক্বাপ্যতর্কিতম্॥৫৫।
জগাম কুম্ভসম্ভূত স ত্বাষ্ট্রোপীত্যমন্যত।
অবশ্যং স হি বিশ্বেশঃ সর্ব্বেষাং চিন্তিতপ্রদঃ॥ ৫৬।
সৎপথস্থিরবৃত্তীনাং দূরস্থোপি সমীপগঃ।
যস্মিন্ প্রসন্নদৃক্ ত্র্যক্ষস্তন্দবিষ্ঠমপি ধ্রুবম্।
মুনে দিষ্টং করোত্যেব স্বয়ং বত্মো্পদেশয়ন্॥ ৫৭।

তেছি; আমিও কাশী গমনে অভিলাষী, দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যে কাশীসেবা না করে তাহার মনুষ্য জন্মের কল্যাণ লাভ সম্ভাবনা কোথায়? কর্ম্ম-বন্ধন-নাশিনী কাশী প্রাপ্তি বিবর্জ্জিত ব্যক্তির জন্মই বৃথা॥ ৫১॥ ৫২॥ হে দ্বিজ! আমার ভবিষ্য শুভসূচক করচরণাদি রেখা এবং শুভ যোগ ও শুভ-তারা সমস্তই বৃথাগত হইয়াছে, অতএব আমি এই ক্ষণ-ভঙ্গুর মনুষ্য জীবন সফল করিবার জন্য কাশী গমন করিব। তুমিও মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা সেই পরম কৃপালু মুনির সহিত বিশ্বেশ্বর পুরীতে গমন করিয়া মানসের স্থৈর্য্যলাভ করিলেন। হে অগস্ত্য! বিশ্বকর্ম্মাকে কাশীপুরীতে উপনীত করিয়া সেই তাপস অতর্কিত ভাবে প্রস্থান করিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! ইনিই সেই সকলের চিন্তিতপ্রদ স্বয়ং বিশ্বেশ্বর। যাহারা সর্ব্বদা সৎ-পথাবলম্বী, বিশ্বেশ্বর তাহাদিগের দূরস্থ

ক্বাহং তত্র বনে বালশ্চিন্তাকুলিতমানসঃ।
ক্ব তাপসঃ স যো মাং বৈ সূপদিশ্যেহ চানয়ৎ ॥ ৫৮।
খেলোঽয়মস্য ত্র্যক্ষস্য যস্য ভক্তস্য কুত্রচিৎ।
ন দুর্ল্লভতরং কিঞ্চিদহো ক্বাহং ক্ব কাশিকা ॥ ৫৯।
নারাধিতো ময়া শম্ভুঃ প্রাক্তনে জন্মনি ক্বচিৎ।
শরীরিত্বানুমানেন জ্ঞাতমেতদসংশয়ম্ ॥ ৬০।
অস্মিন্ জন্মনি বালত্বান্নৈবারাধিতঃ স্ফুটম্।
প্রত্যক্ষমেব মেবৈতৎ কুতোঽনুগ্রহধীর্ম্ময়ি ॥ ৬১।
অজ্ঞাতং গুরুভক্তির্মে হেতুঃ শম্ভুপ্রসাদনে।
যয়েহানুগৃহীতোস্মি বিশ্বেশেন কৃপালুনা ॥ ৬২।
অথবা কারণাপেক্ষস্ত্র্যক্ষস্ত্বিতরদেববৎ।
রঙ্কমপ্যনুগৃহ্লাতি কেবলং কারণং কৃপা ॥ ৬৩।

হইলেও নিকটস্থ হন। বিশ্বেশ্বর যাঁহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, অতি দুর্গম পথও তাঁহার পক্ষে সুগম হয় ॥ ৫৩—৫৭ ॥ আমি বালক, আমি চিন্তাকুলিতচিত্তে বনে বসিয়াছিলাম, যে তাপস কৃপা করিয়া সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমাকে এখানে আনয়ন করিলেন তিনি এক্ষণে কোথায়? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ সমস্তই ত্রিলোচনের ক্রীড়া, তাঁহার ভক্তগণের কুত্রাপি কিছুই দুর্লভ থাকে না। অহো! আমিই বা কোথায় এবং এই দুষ্প্রাপ্য কাশীলাভই বা কোথায়? ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ বিশ্বেশ্বর আছেন ইহা মনে করিয়া কোন জন্মেও আমি তাঁহার আরাধনা করি নাই, আমার প্রতি তাঁহার কৃপা অসম্ভব ইহা আমি নিঃসংশয়ে পরিজ্ঞাত আছি। এজন্মে এক্ষণে আমি বালক অতএব স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি, আদৌ তাঁহার আরাধনা করি নাই। আমার প্রতি তাঁহার কিরূপে অনুগ্রহ হইল ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥ আমি বুঝিতে পারিতেছি বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ লাভের হেতুই আমার গুরুভক্তি। যে প্রভাবে আমি কৃপালু বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিলাম ॥ ৬২ ॥ অথবা

যদি নো মপ্যনুক্রোশঃ কথং তাপসসঙ্গতিঃ।
তদ্রূপেণ স্বয়ং শম্ভুরানিনায়েহ মাং ধ্রুবম্॥ ৬৪।
ন দানানি ন বৈ যজ্ঞা ন তপাংসি ব্রতানি চ।
শম্ভোঃ প্রসাদহেতুর্নি কারণং তৎকৃপৈব হি॥ ৬৫।
দয়ামপি তদা কুর্য্যাদসৌ বিশ্বেশ্বরঃ পরাম্।
যদাশ্রুত্যক্তমধ্বানং সদ্ভিঃক্ষুণ্ণং ন সন্ত্যজেৎ॥ ৬৬।
অনুক্রোশং সমর্থ্যেতি স ত্বাষ্ট্রঃ শাম্ভবং শুচিঃ।
সংস্থাপ্য লিঙ্গমীশস্যারাধয়ৎ স্বস্থমানসঃ॥ ৬৭।
আনীয় পুষ্পসম্ভারমার্ত্তবং কাননাদ্বহু।
স্নাত্বাভ্যর্চ্চয়তীশানং কন্দমূলফলাশনঃ॥ ৬৮।
ইত্থং ত্বষ্টুস্তনূজস্য লিঙ্গারাধনচেতসঃ।
ত্রিহায়নাৎ প্রসন্নোভূত্তস্যেশঃ করুণানিধিঃ॥ ৬৯।

দেবগণ যেমন দরিদ্রকে অনুগ্রহ করেন, বিশ্বেশ্বরও এই স্থলে তদ্রূপ আমার প্রতি অনুগ্রহের কারণ, বাস্তবিক তাঁহার প্রসন্নতা লাভের প্রতি তাঁহার কৃপাই একমাত্র কারণ। আমার প্রতি যদি বিশ্বেশ্বরের কৃপা না হইবে তাহা হইলে বনমধ্যে তাপস সঙ্গই বা কিরূপে সংঘটিত হইল। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই তাপসরূপ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন॥ ৬৩॥ ৬৪॥ দান, যজ্ঞ, ব্রত ও তপস্যা ইহার কিছুই শম্ভুর প্রসন্নতা লাভের কারণ নহে, কেবল একমাত্র তাঁহার কৃপাই তাঁহার প্রসন্নতা লাভের কারণ॥ ৬৫॥ যাহারা সাধুসেবিত বেদমার্গ পরিত্যাগ না করে, বিশ্বেশ্বর তাহাদিগের প্রতি পরম দয়া করেন। হে অগস্ত্য! বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বেশ্বরের দয়া লাভ করিয়া একটী লিঙ্গ সংস্থাপন পূর্ব্বক নিশ্চল-মানসে তাঁহার আরাধনায় তৎপর হইলেন॥ ৬৬॥ ৬৭॥ তিনি কন্দমূল-ফলাশী হইয়া প্রতিদিন কানন হইতে বহু সুগন্ধি পুষ্প চয়ন-পূর্ব্বক স্নানানন্তর বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিতেন। লিঙ্গ আরাধন-তৎপর বিশ্বকর্ম্মার এইরূপ ভক্তি দর্শন

তস্মাদেব হি লিঙ্গাচ্চ প্রাদুর্ভূয় ভবোঽব্রবীৎ।
বরং বরয় রে ত্বাষ্ট্র দৃঢ়ভক্ত্যানয়া তব ॥ ৭০ ।
প্রসন্নোস্মি ভৃশং বাল গুর্ব্বর্থকৃতচেতসঃ।
গুরুণা গুরুপত্ন্যা চ গুর্ব্বপত্যদ্বয়েন চ ॥ ৭১ ।
যথার্থিতং তথা কর্ত্তুং তে সামর্থ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৭২ ।
অন্যান্ বরাংশ্চ তে দদ্যাং ত্বাষ্ট্র তুষ্টস্ত্বদর্চ্চয়া।
তান্ শৃণুষ্ব মহাভাগ লিঙ্গস্যাস্যাদ্ভুতশ্রিয়ঃ ॥ ৭৩ ।
ত্বং সুবর্ণাদি ধাতূনাং দারুণাং দৃষদামপি।
মণীনামপি রত্নানাং পুষ্পাণামপি বাসসাম্ ॥ ৭৪ ।
কর্পূরাদিসুগন্ধীনাং দ্রব্যাণামপ্যপামপি।
কন্দমূলফলানাঞ্চ দ্রব্যাণামপি চ ত্বচাম্ ॥ ৭৫ ।
সর্ব্বেষাং বস্তুজাতানাং কর্ত্তুং কর্ম্ম প্রবেৎস্যসি।
যস্য যস্য রুচির্যত্র সদ্মদেবালয়াদিষু ॥ ৭৬ ।

করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে করুণাসিন্ধু বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ লিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন, হে ত্বষ্টৃনন্দন! তোমার এই দৃঢ় ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। হে বৎস! তোমার গুরুভক্তি দর্শনে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার গুরু, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র ও গুরুকন্যাগণ যে যে দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিয়াছেন, তৎসমস্ত প্রস্তুত করিতে তোমার সামর্থ্য হইবে। হে ত্বাষ্ট্র! তুমি এই অপূর্ব্ব লিঙ্গের যেরূপ অর্চ্চনা করিয়াছ, তাহাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব হে মহাভাগ! তোমাকে আমি অন্য বরপ্রদান করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬৮—৭৩ ॥ হে ত্বষ্টৃনন্দন! সুবর্ণাদি ধাতু, দারু, প্রস্তর, মণি, রত্ন, পুষ্প, বস্ত্র, কর্পূরাদি সুগন্ধিদ্রব্য, জল, কন্দমূল, ফল ও বল্কল প্রভৃতি সমস্তই তুমি সৃজন করিতে সমর্থ হইবে। যাহার যাহা অভিরুচি, তাহার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত গৃহ ও দেবালয় প্রভৃতি সমস্তই তুমি নির্ম্মাণ করিতে

তস্য তস্যেহ তুষ্ট্যৈ ত্বং তথা কর্ত্তুং প্রবেৎস্যসি।
সর্ব্বনেপথ্যরচনা সর্ব্বাসূপস্য সংস্কৃতীঃ ॥ ৭৭।
সর্ব্বাণি শিল্পিকার্য্যাণি তৌর্য্যত্রিকমথাপি চ।
সর্ব্বং জ্ঞাস্যসি কর্ত্তুং ত্বং দ্বিতীয় ইব পদ্মভূঃ ॥ ৭৮।
নানাবিধানি যন্ত্রাণি নানায়ুধবিধানকম্।
জলাশয়ানাং রচনাঃ সুদুর্গরচনাস্তথা ॥ ৭৯।
তাদৃক্কর্ত্তুং পুরা বেৎসি যাদৃক্ নান্যোঽধিয়াস্যতি।
কলাজাতং হি সর্ব্বং ত্বমবযাস্যসি মে বরাৎ ॥ ৮০।
সর্ব্বৈন্দ্রজালিকী বিদ্যা ত্বদধীনা ভবিষ্যতি।
সর্ব্বকর্ম্মসু কৌশল্যং সর্ব্ববুদ্ধিবরিষ্ঠতাম্ ॥ ৮১।
সর্ব্বেষাঞ্চ মনোবৃত্তিং ত্বং জ্ঞাস্যসি বরান্মম।
কিং বহূক্তেন যৎ স্বর্গে যৎ পাতালে যদত্র চ ॥ ৮২।
অতিলোকোত্তরং কর্ম্ম তৎ সর্ব্বং বেৎস্যসি স্বয়ম্।
বিশ্বেষাং বিশ্বকর্ম্মাণি বিশ্বেষু ভুবনেষু চ।
যতো জ্ঞাস্যসি তন্নাম বিশ্বকর্ম্মেতি তেঽনঘ ॥ ৮৪।

সমর্থ হইবে। সমস্ত সজ্জা রচনা, সর্ব্বপ্রকার রন্ধন কার্য্য, সমস্ত শিল্প কার্য্য এবং নৃত্যগীতাদি পরিজ্ঞাত হইয়া দ্বিতীয় পদ্মযোনির ন্যায় তুমি সামর্থ্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭৪—৭৮ ॥ তুমি সর্ব্বাগ্রে যেরূপ নানাবিধ যন্ত্র, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, জলাশয় রচনা ও উত্তম দুর্গ রচনা করিবে, অপরে সেরূপ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি আমার বরে সমস্ত কলাশাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৭৯॥ ৮০ ॥ সমস্ত ঐন্দ্রজালিকবিদ্যা তোমার অধীন হইবে। তুমি আমার বরে শ্রেষ্ঠবুদ্ধি কৌশলে সমস্ত কর্ম্মের কৌশল এবং সমস্ত লোকের মনোবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। তুমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৮১—৮৩ ॥ বিশ্বসংসারের সমস্ত কর্ম্মই তুমি সাধন করিতে পারিবে, এই নিমিত্ত তোমার নাম বিশ্বকর্ম্মা হইল ॥ ৮৪ ॥ হে

অপরঃ কো বরো দেয়স্তব তং প্রার্থয়স্মহো।
তবাদেয়ং ন মে কিঞ্চিল্লিঙ্গার্চ্চনরতস্য হি॥ ৮৫।
অন্যত্রাপি হি যো লিঙ্গং সমর্চ্চয়তি সন্মতিঃ।
তস্যাপি বাঞ্ছিতং দেয়ং কিং পুনর্যো বিকাশিকম্॥৮৬।
যেন কাশ্যাং সমভ্যর্চ্চি যেন কাশ্যাং প্রতিষ্ঠিতম্।
যেন কাশ্যাং স্তুতং লিঙ্গং স মে রূপায় দর্পণঃ॥ ৮৭।
তত্ত্বং স্বচ্ছোসি মুকুরো মম নেত্রত্রয়স্য হি।
কাশ্যাং লিঙ্গার্চ্চনাত্ত্বাষ্ট্র বরং বরয় সুব্রত॥ ৮৮।
কাশ্যাং যো রাজধান্যাং মে হিত্বা মামন্যমর্চ্চয়েৎ।
স চ একোল্পধীর্মূঢ়োঽল্পতুষ্টির্মুক্তিবর্জ্জিতঃ॥ ৮৯।
তদানন্দবনেহ্যত্র সমর্চ্চ্যোহহং মুমুক্ষুভিঃ।
দ্রুহিণোপেন্দ্রচন্দ্রেন্দ্রৈরিহান্যো ন সমর্চ্চ্যতে॥ ৯০।

ত্বাষ্ট্র! অপর কোন্ বর লাভ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, শীঘ্র প্রার্থনা কর। তুমি লিঙ্গার্চ্চন তৎপর, অতএব তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। ৮৫॥ হে বিশ্বকর্ম্মন্! অন্যত্রেও যে ব্যক্তি লিঙ্গার্চ্চনা করে, আমি তাহাকেও বাঞ্ছিত ফল প্রদান করি। কাশীতে লিঙ্গার্চ্চন ফলের কথা আর কি কহিব॥ ৮৬॥ যে ব্যক্তি কাশীতে লিঙ্গার্চ্চনা করে, যে ব্যক্তি কাশীতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, যে ব্যক্তি কাশীতে লিঙ্গের স্তুতি করে, সেই ব্যক্তি আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৮৭॥ হে সুব্রত! কাশীতে লিঙ্গার্চ্চনা করাতে তুমি আমার ত্রিনেত্রের স্বচ্ছমুকুর স্বরূপ হইয়াছ। অতএব বর গ্রহণ কর॥৮৮॥ মদীয় রাজধানী এই কাশীতে যে ব্যক্তি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে, সেই অল্পবুদ্ধি মূঢ় অপূর্ণমনোরথ হইয়া মুক্তিবিবর্জ্জিত হয়॥ ৮৯॥ এই আনন্দ-কাননে আমিই সমস্ত মোক্ষাভিলাষিগণের অর্চ্চনীয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর

যথানন্দবনং প্রাপ্য ত্বং মামর্চ্চিতবানসি।
তথান্যে পুণ্যকর্ম্মাণো মামভ্যর্চ্চ্যৈব মামিতাঃ ॥ ৯১।
অনুগ্রাহ্যোঽসি নিতরাং ততো বরয় দুর্ল্লভম্।
শ্রাণিতং তদবৈ হি ত্বং বদমাচিরয় স্বভো ॥ ৯২।

বিশ্বকর্ম্মোবাচ।

ইদং যৎ স্থাপিতং লিঙ্গং ময়াজ্ঞেনাপি শঙ্কর।
তল্লিঙ্গমন্যেপ্যারাধ্য সন্তু সদ্বুদ্ধিভাজনম্ ॥ ৯৩।
অন্যচ্চ নাথ প্রার্থ্যোসি তচ্চ বিশ্রাণয়িষ্যসি।
ভবান্ ময়া বিনির্ম্মাপয়িতাস্বং প্রসাদং কদা ভব ॥ ৯৪।

দেবদেব উবাচ।

এবমস্তু যদুক্তং তে তব লিঙ্গসমর্চ্চকাঃ।
সদ্বুদ্ধিভাজনং বৈ স্যুঃ স্যুশ্চ নির্ব্বাণদীক্ষিতাঃ ॥ ৯৫।

কাহারও অর্চ্চনা করেন না ॥ ৯০ ॥ তুমি যেরূপ কাশীলাভ করিয়া আমার অর্চ্চনা করিলে, অপরাপর পুণ্যবানেরাও সেইরূপ আমার অর্চ্চনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯১ ॥ হে ত্বাষ্ট্র! তুমি আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছ। অতএব অভিমত বর প্রার্থনা কর। তোমাকে আমার সমস্তই প্রদত্ত হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া অবিলম্বে বর গ্রহণ কর ॥ ৯২ ॥

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, হে শঙ্কর! আমি অজ্ঞ, আমি যে লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছি, যাহারা সেই লিঙ্গের আরাধনা করিবে, তাহারাও যেন নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করে ॥ ৯ ॥ হে নাথ! তোমার নিকট আমি আর একটী বর প্রার্থনা করিতেছি। যদি কৃপা হয়, তাহা হইলে আমি তোমার একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করি ॥ ৯৪ ॥

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। যাহারা তোমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গার্চ্চনা করিবে, তাহারা বিমল বুদ্ধি

যদা চ রাজা ভবিতা দিবোদাসো বিধের্বরাৎ।
তদা মে বচনাভাত প্রসাদং মে বিধাস্যতি ॥ ৯৬।
নবীকৃত্য পুনঃ কাশী নির্বিষ্টা তেন ভূভুজা।
গণেশমায়য়া রাজ্যাৎ পরিনির্বিষ্টচেতসা ॥ ৯৭।
বিষ্ণোঃ সদুপদেশাচ্চ মামেব শরণং গতঃ।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীঃ প্রাপ্তেহ হিত্বা রাজ্যশ্রিয়ঞ্চলাম্ ॥ ৯৮।
বিশ্বকর্ম্মন্ ব্রজ গুরোঃ শাসনায় যতস্ব চ।
গুরুভক্তিকৃতো যস্মান্ মদ্ভক্তানাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৯।
যে গুরুঞ্চাবমন্যন্তে তেঽবমান্যা ময়াপ্যহো।
তস্মাদ্গুরূপদিষ্টং হি কুরু শিষ্যসমীহিতম্ ॥ ১০০।
তত আগত্য মে পার্শ্বং যাবন্নির্ব্বাণমেষ্যসি।
তাবৎ স্থাস্যসি শুদ্ধাত্মা দেবানাং হিতমাচরন ॥ ১০১।
তবাত্র লিঙ্গে সততং স্থাস্যাম্যহমভীষ্টদঃ।
অস্য লিঙ্গস্য ভক্তানাং নির্ব্বাণশ্রীরদূরতঃ ॥ ১০২।

লাভ করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৯৫ ॥ হে বৎস! বিধাতার বরে দিবোদাস যখন কাশীপুরীর রাজা হইয়া কাশীতে প্রবিষ্ট হইবেন এবং গণেশের মায়ায় বিস্মিত হইয়া বিষ্ণুর সদুপদেশে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন আমার অনুগ্রহে নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, তৎকালে তুমি পুনরায় এই কাশীপুরী নূতন করিয়া আমার আদেশে আমার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে ॥ ৯৬—৯৮ ॥ হে বিশ্বকর্ম্মন্! এক্ষণে তুমি গুরুবাক্যপালনার্থ গমন কর। যাহারা গুরুভক্ত, তাহারা আমারও ভক্ত ॥ ৯৯ ॥ যাহারা গুরুর অবমাননা করে, তাহারা আমার পরিত্যাজ্য। অতএব হে বৎস! তুমি গুরুর আদেশ প্রতিপালন কর ॥ ১০০ ॥ অনন্তর গুরুবাক্য প্রতিপালন করিয়া দেবগণের ইষ্টসাধন পূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবে ॥ ১০১ ॥ তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গে আমি সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তগণের অভীষ্ট সিদ্ধ

অঙ্গারেশাদুদীচ্যাং যে ত্বল্লিঙ্গস্য সমর্চ্চকাঃ।
তেষাং মনোরথা বাপ্তির্ভবিষ্যতি পদে পদে ॥ ১০৩।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবস্ত্বাষ্ট্রোপি গুরুমাপ্তবান্।
গুরোঃ সমীহিতং ভূরি বিধায় স গৃহান্ যযৌ ॥ ১০৪।
গৃহেঽপি মাতাপিতরৌ সন্তোষ্য নিজকর্ম্মণা।
তদুক্তাজ্ঞাং সমাধায় পুনঃ কাশীং সমাযযৌ ॥ ১০৫।
স্বলিঙ্গারাধনাসক্তো নাদ্যাপি ত্বষ্টৃনন্দনঃ।
কাশীং ত্যজতি মেধাবী সর্ব্বদেবপ্রিয়ং চরন্ ॥ ১০৬।

ঈশ্বর উবাচ।

পৃষ্টানি যানি লিঙ্গানি ত্বয়া দেবি গিরীন্দ্রজে।
কাশীমুক্তৌ সমর্থানি তান্যুক্তানি ময়া তব ॥ ১০৭।

করিব। এই লিঙ্গের ভক্তগণের নির্ব্বাণলক্ষ্মী অদূরবর্ত্তিনী হইবে ॥ ১০২ ॥ অঙ্গারেশ্বরের উত্তরে যাহারা তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, পদে পদে তাহাদিগের মনোরথ সিদ্ধি হইবে ॥ ১০৩ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! বিশ্বেশ্বর এই সকল কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন, বিশ্বকর্ম্মাও গুরুসমীপে গমন করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন ॥ ১০৪ ॥ কিছুকাল গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক স্বকীয় কার্য্য নৈপুণ্যে মাতাপিতার পরিতোষ সাধন ও তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া পুনরায় কাশীতে আগমন করিলেন ॥ ১০৫ ॥ তথায় তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের আরাধনায় আসক্ত হইয়া দেবগণের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছেন, অদ্যাপি তিনি কাশী পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ১০৬ ॥ হে ঘটোদ্ভব! অনন্তর বিশ্বেশ্বর পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবি! কাশীতে মুক্তি দাতা যে সমস্ত লিঙ্গের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ১০৭ ॥ ওঙ্কারেশ্বর, ত্রিবিষ্টপ, মহা-

লিঙ্গমোঙ্কারসংজ্ঞঞ্চ তথা দেবং ত্রিবিষ্টপম্।
মহাদেবঃ কৃত্তিবাসা রত্নেশশ্চন্দ্রসংজ্ঞকঃ॥ ১০৮।
কেদারশ্চাপি ধর্ম্মেশস্তথা বীরেশ্বরাভিধঃ।
কামেশ বিশ্বকর্ম্মেশৌ মণিকর্ণীশ্বরস্তথা॥ ১০৯।
মমার্চ্চ্যমবিমুক্তাখ্যং ততো দেবি মমাখ্যকম্।
বিশ্বনাথেতি বিশ্বস্মিন্ প্রথিতং বিশ্বসৌখ্যদম্॥ ১১০।
অবিমুক্তং সমাসাদ্য যেন বিশ্বেশ্বরোর্চ্চিতঃ।
ন তস্যাস্তি পুনর্জন্ম কল্পকোটিশতেষ্বপি॥ ১১১।
অষ্টৌ মাসান্ বিহারঃ স্যাদ্ যতীনাং সংযতাত্মনাম্।
একত্র চতুরো মাসানব্দং নাবাস ইষ্যতে॥ ১১২।
অবিমুক্তে প্রবিষ্টানাং বিহারো নৈব যুজ্যতে।
মোক্ষোপ্যসংশয়শ্চাত্র তস্মাত্ত্যাজ্যা ন কাশিকা॥ ১১৩।
আনন্দকাননং হিত্বা নান্যদ্ গচ্ছেত্তপোবনম্।
তপো যোগশ্চ মোক্ষশ্চ যতোত্রৈব মদাশ্রয়াৎ॥ ১১৪।

দেব, কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণীশ্বর, আমার অর্চ্চনীয় অবিমুক্তেশ্বর এবং বিশ্ববিখ্যাত, সর্ব্ব-সৌখ্যপ্রদ, বিশ্বপালক আমার স্বনাম প্রসিদ্ধ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ॥ ১০৮—১১০॥ হে দেবি! অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমন করিয়া যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করে, শতকোটিকল্পেও তাহার পুনর্জন্ম হয় না॥ ১১১॥ সংযতাত্মা যতিগণের অষ্টমাস বিহার এবং চারিমাস একত্র বাস বিধিসিদ্ধ। এক বৎসর কাল তাঁহারা কদাচ একত্র বাস করিবেন না। কিন্তু অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রবিষ্ট যতিগণের বিহার নাই। কাশীতে নিঃসংশয়ই মোক্ষলাভ হয়; অতএব কাশী কদাচ তাঁহাদিগের পরিত্যাজ্য নহে॥ ১১২॥ ১১৩॥ আনন্দ-কানন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের অন্য তপোবনে গমন করা বিধিসিদ্ধ নহে। যেহেতু, তপস্যা, যোগ ও মোক্ষ সমস্তই আমার আশ্রয়ে লাভ হয়। ১১৪॥

কৃপয়া সর্ব্বজন্তূনাং ক্ষেত্রমেতন্ ময়াকৃতম্।
অবশ্যমেব সিদ্ধ্যন্তি ক্ষেত্রেঽস্মিন্ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১১৫।
অতীতং বর্ত্তমানঞ্চ জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতম্।
যদেনস্তল্লয়ং যায়াদানন্দবনবীক্ষণাৎ॥ ১১৬।
অত্যুগ্রৈশ্চ তপোভির্যন্মহাদানৈর্মহাব্রতৈঃ।
নিয়মৈশ্চ যমৈঃ সম্যক্ স্বযোগেন মহামখৈঃ॥ ১১৭।
বেদান্তশাস্ত্রাভ্যসনৈঃ সর্ব্বোপনিষদাশ্রয়াৎ।
এভির্বৈ যদবাপ্যেত তৎ কাশ্যাং হেলয়াপ্যতে॥ ১১৮।
কর্ম্মসূত্রেণ বদ্ধা বৈ ভ্রাম্যন্তে তাবদেব হি।
যাবদ্বৈশ্বেশ্বরে ধাম্নি মম নৈব তনুত্যজঃ॥ ১১৯।
কাশ্যাং স্বলীলয়া দেবি তির্য্যগ্‌যোনিজুষামপি।
দদামি চান্তে তৎ স্থানং যত্র যান্তি ন যাজ্ঞিকাঃ॥ ১২০।
ভূতগ্রামোঽখিলোপ্যত্র মুক্তিক্ষেত্রে কৃতালয়ঃ।
কালেন নিধনং যাতো যাত্যেব পরমাঙ্গতিম্॥ ১২১।

হে দেবি! সর্ব্ব জীবের হিতের নিমিত্তই আমি এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র সৃজন করিয়াছি। শুভাকাঙ্ক্ষীগণের সমস্ত অভীষ্টই এতৎক্ষেত্রে অবশ্য সুসিদ্ধ হইবে॥ ১১৫॥ আনন্দবন দর্শনে পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মার্জ্জিত জ্ঞানকৃত অজ্ঞান কৃত পাপরাশি ক্ষণমাত্রেই বিলীন হইয়া যায়॥ ১১৬॥ অত্যুগ্র তপস্যা, মহাদান, মহাব্রত, যম, নিয়ম, আত্মযোগ, মহাযজ্ঞ, বেদশাস্ত্রাভ্যাস, সর্ব্বোপনিষদাশ্রয় প্রভৃতির অনুষ্ঠানে যে ফল হয়, কাশীতে অবলীলাক্রমে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ১১৭॥ ১১৮॥ যদবধি জীব আমার এই বৈশ্বেশ্বর পুরিতে তনুত্যাগ না করে, তদবধি কেবল কর্ম্ম সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করে॥ ১১৯॥ যাজ্ঞিকেরাও যে পদ লাভ করিতে পারেন না আমি পশুপক্ষী গণকেও সেই পদ প্রদান করি। ১২০॥ বিশ্বসংসারে যত জীব আছে, কাশী ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া কালে নিধন প্রাপ্ত হইলে পরম গতি লাভ করে॥১২১॥

বিষয়াসক্তচিত্তোপি ত্যক্তধর্ম্মরতিস্তুপি।
কালেনোজ্ঝিতদেহোঽত্র ন সংসারং পুনর্বিশেৎ॥ ১২২।
প্রয়াগে যৎ ফলং দেবি মাঘে চোষসি মজ্জনাৎ।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং বারাণস্যাং ক্ষণে ক্ষণে॥ ২৩।
অস্য ক্ষেত্রস্য মহিমা কোপি বাচামগোচরঃ।
উদ্দেশমাত্রমাখ্যায়ি ময়া তে প্রীতিকাম্যয়া॥ ১২৪।
চতুর্দ্দশানাং লিঙ্গানাং শ্রুত্বাখ্যানানি সত্তমঃ।
চতুর্দ্দশসু লোকেষু পূজাং প্রাপ্স্যত্যনুত্তমাম্॥ ১২৫।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বিশ্বকর্ম্মেশপ্রাদুর্ভাবো নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষয়াশক্তচিত্ত এবং ধর্ম্ম-পরিত্যক্ত লোকেও যদি কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না॥ ১২২॥ হে দেবি! মাঘ মাসে প্রয়াগতীর্থে প্রাতঃস্নান করিলে যে ফল, বারাণসীতে ক্ষণে ক্ষণে তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হয়॥ ১২৩॥ কাশীক্ষেত্রের কোন মহিমাই বাক্যের গোচর নহে। হে দেবি! কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্তই সেই মহিমার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র কীর্ত্তন করিলাম॥ ১২৪॥ যে পুণ্যাত্মা এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গের মহিমা শ্রবণ করিবেন, সেই মহাত্মা চতুর্দ্দশ ভুবনের পূজনীয় হইবেন॥ ১২৫॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বিশ্বেকর্ম্মেশ্বর প্রাদুর্ভাব নাম ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

সর্ব্বজ্ঞসূনো ষড়বক্ত্র সর্ব্বার্থকুশলপ্রভো।
প্রাদুর্ভাবং নিশম্যৈষাং লিঙ্গানাং মুক্তিদায়িনাম্ ॥ ১।
নিতরাং পরিতৃপ্তোস্মি সুধাং পীত্বেব নির্জ্জরঃ।
ওঙ্কারপ্রমুখৈর্লিঙ্গৈরিদমানন্দকাননম্ ॥ ২।
আনন্দমেব জনয়েদপি পাপজুষামিহ।
পরানন্দমহং প্রাপ্তঃ শ্রুত্বৈতল্লিঙ্গকীর্ত্তনম্ ॥ ৩।
জীবন্মুক্ত ইবাসং হি ক্ষেত্রতত্ত্ব শ্রুতেরহম্।
স্কন্দ দক্ষেশ্বরাদীনি লিঙ্গানীহ চতুর্দ্দশ।
যান্যুক্তানি সমাচক্ষ্ব তৎ প্রভাবমশেষতঃ ॥ ৪।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞনন্দন! হে ষড়বক্ত্র! হে সর্ব্বার্থকুশল! হে প্রভো! দেবগণ অমৃতলাভ করিয়া যেমন পরিতৃপ্তি লাভ করেন, আমি এই মুক্তিদাতা লিঙ্গ সমুহের মহিমা শ্রবণ করিয়া তাদৃশ পরিতোষ লাভ করিলাম। এই আনন্দ-কানন, ওঁঙ্কার প্রমুখ লিঙ্গ সমুহের দ্বারাই পাপীগণেরও আনন্দ উৎপাদন করেন। অতএব তৎসমস্ত লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। ক্ষেত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমি জীবন মুক্ত হইলাম। হে স্কন্দ! ইত্যগ্রে তুমি দক্ষেশ্বরাদি যে চতুর্দ্দশ লিঙ্গের নাম কীর্ত্তন করিয়াছ, এক্ষণে সবিস্তরে তাহাদের প্রভাব বর্ণন কর। হে ষড়ানন! প্রজাপতি দক্ষ দেবসভা মধ্যে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, অথচ তিনি কিরূপে

যো দক্ষো গর্হয়ামাস মধ্যে দেবসভম্বিভুম্।
স কথং লিঙ্গমীশস্য প্রত্যস্থাপয়দদ্ভুতম্॥ ৫।
ইতি শ্রুত্বা শিখিরথঃ কুম্ভযোনে রুদীরিতম্।
সূত সংকথয়ামাস দক্ষেশ্বরসমুদ্ভবম্॥ ৬।

স্কন্দ উবাচ।

আকর্ণয় মুনে বচ্মি কথাং কল্মষহারিণীম্।
পুরশ্চরণকামোসৌ দক্ষঃ কাশীং সমায়যৌ॥ ৭।
ছাগবক্ত্রো বিরূপাস্যো দধীচিপরিধিক্কৃতঃ।
প্রায়শ্চিত্তবিধানার্থং সূপদিষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ৮।
একদা দেবদেবস্য সেবার্থং শশিমৌলিনঃ।
কৈলাসমগমদ্বিষ্ণুঃ পদ্মযোনিপুরস্কৃতঃ॥ ৯।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বিশ্বে দেবামরুদ্গণাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিদ্যাধরোরগাঃ॥ ১০।

শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য॥ ১—৫॥ হে সূত! অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ষড়ানন তাঁহাকে দক্ষেশ্বরের সমুদ্ভব বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন॥ ৬

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! আমি সেই সর্ব্বপাপহারিণী কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ছাগবক্ত্র, বিরূপাস্য, দধীচি কর্ত্তৃক পরিধিক্কৃত দক্ষরাজ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধানার্থ পুরশ্চরণাভিলাষে কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন॥ ৭॥ ৮॥ একদা ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিদ্যাধরগণ, ঋষিগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ এবং চারণগণ সমভিব্যাহারে দেব দেব চন্দ্রশেখরের সেবার নিমিত্ত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রোমাঞ্চিত কলেবরে বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার করিয়া নানা প্রকার স্তব করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর তাঁহাদিগকে

ঋষয়োঽপ্সরসো যক্ষা গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ।
তৈর্নতো দেবদেবেশঃ পরিহৃষ্টতনূরুহৈঃ॥ ১১।
স্তুতশ্চ নানাস্তুতিভিঃ শম্ভুনাপি কৃতাদরাঃ।
বিবিশুশ্চাসনশ্রেণ্যাং তন্মুখাসক্তদৃষ্টয়ঃ॥ ১২।
অথ তেষূপবিষ্টেষু শম্ভুনা বিষ্টরশ্রবাঃ।
কৃতহস্তপরিস্পর্শমানঃ পৃষ্টো মহাদরম্॥ ১৩।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরে দৈত্যবংশদবানল।
কচ্চিৎ পালয়িতুং শক্তিস্ত্রিলোকীমস্ত্যকুণ্ঠিতা॥ ১৪।
দিতিজান্ দনুজান্ দুষ্টান্ কচ্চিচ্ছাস্সি রণাঙ্গনে।
অপি ক্রুদ্ধান্ মহীদেবান্ মামিব প্রতিমন্যসে॥ ১৫।
বাধয়া রহিতা গাবঃ কচ্চিৎ সন্তি মহীতলে।
স্ত্রিয়ঃ সন্তি হি সুশ্রীকাঃ পতিব্রতপরায়ণাঃ॥ ১৬।
বিধিযজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে পৃথিব্যাং বহুদক্ষিণাঃ।
নিরাবাধস্তপঃ কচ্চিদস্তি শশ্বত্তপস্বিনাম্॥ ১৭।
নিঃ প্রত্যূহং পঠন্ত্যেব সাঙ্গান্ বেদান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
মহীপালাঃ প্রজাং কচ্চিৎ পান্তি ত্বমিব কেশব॥ ১৮।

বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা একদৃষ্টে তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে বিশ্বেশ্বর নারায়ণের করস্পর্শ পূর্ব্বক সমাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন! হে হরে! হে দৈত্যবংশ-দাবানল! তোমার ত্রিলোক পালন শক্তি ত অকুণ্ঠিত আছে? দুষ্ট দৈত্য দানবগণকে ত শাসন করিতেছ? ভূদেব ব্রাহ্মণগণকে ত আমার ন্যায় মান্য করিতেছ? সৌভাগ্যবতী রমণীগণ ত পাতিব্রত্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছে? পৃথিবীতে ত বহুদক্ষিণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইতেছে? তপস্বীগণের তপস্যা ত নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইতেছে? দ্বিজগণ ত নির্ব্বিবাদে সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিতেছেন? মহীপালগণ ত তোমার ন্যায় প্রজা পালন

স্বেষু স্বেষু চ ধর্ম্মেষু কচ্চিদ্বর্ণাশ্রমাস্তথা।
নিষ্ঠাবন্তো হি তিষ্ঠন্তি প্রহৃষ্টেন্দ্রিয়মানসাঃ ॥ ১৯।
ধূর্জ্জটিঃ পরিপৃচ্ছ্যেতি হৃষ্টং বৈকুণ্ঠনায়কম্।
ব্রহ্মাণঞ্চাপি পপ্রচ্ছ ব্রাহ্মন্তেজঃ সমেধতে ॥ ২০।
সত্যমস্খলিতং কচ্চিদস্তি ত্রৈলোক্যমণ্ডপে।
তীর্থাবরোধো ন ক্বাপি কেনচিৎ ক্রিয়তে বিধে ॥ ২১।
ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ কচ্চিৎ স্বেষু স্বেষু পুরেষ্বহো।
রাজ্যং প্রশাসতি স্বস্থাঃ কৃষ্ণদোর্দ্দণ্ডপালিতাঃ ॥ ২২।
প্রত্যেকং পরিপৃচ্ছ্যেশঃ সর্ব্বানিত্থং কৃতাদরান্।
দৃষ্ট্বা গমনকার্য্যঞ্চ তেষাং কৃত্বা মনোরথান্ ॥ ২৩।
বিসসর্জ্জাথ তান্ সর্ব্বান্ দেবঃ সৌধং সমাবিশৎ।
গতেষ্বথ চ দেবেষু স্ব স্ব ধিষ্ণেষু হৃষ্টবৎ ॥ ২৪।
মধ্যে মার্গং সচিন্তোভূদ্দক্ষঃ সত্যাঃ পিতা তদা।
অন্যদেব সমানং স মানং প্রাপ ন চাধিকম্ ॥ ২৫।

করিতেছেন? সমস্ত বর্ণাশ্রমীগণ ত স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন? তাঁহারা ত প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে নিষ্ঠাবান আছেন? বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, তোমার ব্রহ্ম তেজ ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে? এই ত্রিলোকীমণ্ডলে সত্য ত অস্খলিত আছে? হে বিধাতঃ! কস্মিন্‌কালে কেহ কখন ত কাহারও তীর্থ পথ অবরোধ করে না। কৃষ্ণ-দোর্দ্দণ্ডপালিত এই ইন্দ্রাদিদেবগণ ত স্ব স্ব পুরীতে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য-শাসন করিতেছেন? এইরূপে সমাদরে প্রত্যেকের কুশলপ্রশ্ন করণানন্তর তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সকলের মনোরথ পূর্ণ করিলেন ॥ ৯—২৩ ॥ বিশ্বেশ্বর দেবগণকে বিদায় করিয়া নিজ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবতারাও হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৪ ॥ পথিমধ্যে সতীপিতা দক্ষরাজ মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি অন্যান্য দেবগণের সহিত সমান সমাদর প্রাপ্ত হইলাম,

অতীব ক্ষুব্ধচিত্তোভূন্মন্দরাঘাততোঽব্ধিবৎ ।
উবাচ চ মনস্যেতন্মহাক্রোধরয়ান্ধদৃক্ ॥ ২৬ ।
অতীব গর্ব্বিতো জাতঃ সতীং মে প্রাপ্য কন্যকাম্ ।
কস্যচিন্নাপ্যসৌ প্রায়ো ন কোঽস্যাপি ক্বচিৎ পুনঃ ॥২৭।
কিং বংশ্যস্ত্বেষ কিং গোত্রঃ কিং দেশীয়ঃ কিমাত্মকঃ ।
কিং বৃত্তিঃ কিং সমাচারো বিষাদী বৃষবাহনঃ ॥ ২৮ ।
ন প্রায়শস্তপস্ব্যেষ ক্ব তপঃ ক্বাস্ত্রধারণম্ ।
ন গৃহস্থেষু গণ্যোঽসৌ শ্মশাননিলয়ো যতঃ ॥ ২৯ ।
অসৌ ন ব্রহ্মচারী স্যাৎ কৃতপাণিগ্রহস্থিতিঃ ।
বানপ্রস্থ্যং কুতশ্চাস্মিন্নৈশ্বর্য্যমদমোহিতে ॥ ৩০ ।
ন ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ যতো বেদো ন বেত্ত্যমুম্ ।
শাস্ত্রাস্ত্রধারণাৎ প্রায়ঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্যান্ন সোপ্যয়ম্ ॥ ৩১ ।
ক্ষতাৎ সন্ত্রাণনাৎ ক্ষত্রং তৎ কস্মিন্ প্রলয়প্রিয়ে ।
বৈশ্যোঽপি ন ভবেদেষঃ সদা নির্দ্ধনচেষ্টনঃ ॥ ৩২ ।

তদপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হইলাম না ॥২৫॥ অতএব তিনি মন্দরাঘাতে জলনিধির ন্যায় অতীব ক্ষুব্ধচিত্তে ক্রোধান্ধ হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, সতী-কন্যা প্রাপ্ত হইয়া এই শিব অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে, ইহার কেহই নাই এবং কাহারও সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। কোন্ বংশে ইহার জন্ম, কোন্ গোত্র, কোন্ দেশে বাস, কিরূপ স্বভাব, ইহার বৃত্তিই বা কি, কি আচার, কিছুই পরিজ্ঞাত নহে। বিষ ইহার ভক্ষ্য, বাহনের মধ্যে বৃষ, ইহাকে তপস্বীও বলা যায় না। কারণ কোথায় তপস্যা, কোথায় অস্ত্রধারণ। ইহাকে গৃহস্থের মধ্যেও গণনা করা যায় না, যেহেতু শ্মশানে বাস। ব্রহ্মচারীও বলা যায় না, যেহেতু দারপরিগ্রহ করিয়াছে। বানপ্রস্থও নহে, কারণ ঐশ্বর্য্যমদে বিমোহিত। ব্রাহ্মণও নহে, যেহেতু বেদ জানেনা। অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করা আছে বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ও বলা যায় না। শিব প্রলয়প্রিয়। ইহাকে বৈশ্যও

শূদ্রোপি ন ভবেৎ প্রায়ো নাগযজ্ঞোপবীতবান্।
এবং বর্ণাশ্রমাতীতঃ কোসৌ সম্যক্ ন কীর্ত্ত্যতে ॥ ৩৩।
সর্ব্বঃ প্রকৃত্যা জ্ঞায়েত স্থাণুঃ প্রকৃতিবর্জ্জিতঃ।
প্রায়শঃ পুরুষো নাসাবর্দ্ধনারীবপুর্যতঃ ॥ ৩৪।
যোষাপি ন ভবেদেষ যতোসৌ শ্মশ্রুলাননঃ।
নপুংসকোপি ন ভবেল্লিঙ্গমস্য যতোর্চ্চ্যতে ॥ ৩৫।
বালোপি ন ভবত্যেষ যতোঽয়ং বহুবার্ষিকঃ।
অনাদিবৃদ্ধো লোকেষু গীয়তে চোগ্র এষ যৎ ॥ ৩৬।
অতো যুবত্বং সম্ভাব্যং নাত্র ন্যূনং চিরন্তনে।
বৃদ্ধোঽপি ন ভবত্যেষ জরামরণবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৭।
ব্রহ্মাদীন্ সংহরেৎ প্রান্তে তথাপি চ ন পাতকী।
পুণ্যলেশোপি নাস্ত্যস্মিন্ ব্রহ্মমৌলিচ্ছিদি ক্রুধা ॥ ৩৮।
অস্থিনেপথ্যবতি চ ক্ব শুচিত্বং বিবাসসি।
কিং বহূক্তেন নো কিঞ্চিজ্জায়তেঽস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৯।

বলা যায় না, যেহেতু নির্ধন। শূদ্রও নহে, কারণ নাগযজ্ঞোপবীতবান্। এরূপ বর্ণাশ্রমাতীত আর কাহাকেও দেখা যায় না। প্রকৃতি দর্শনে সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু শিব প্রকৃতিবর্জ্জিত স্থাণু। ইহাকে পুরুষও বলা যায় না, যেহেতু অর্দ্ধনারীবপু। ইহাকে স্ত্রীও বলা যায় না, যেহেতু শ্মশ্রুযুক্ত আনন। নপুংসকও নহে, যেহেতু লোকে ইহার লিঙ্গার্চ্চনা করে। বালকও বলা যায় না, যেহেতু ইহার বয়সের সীমা নাই। লোকে ইহাকে অনাদি ও অত্যুগ্র বৃদ্ধ কহে। প্রাচীনকে কদাচ যুবা বলা যায় না। তথাপি বৃদ্ধই বা কিরূপে বলা যায়? যেহেতু জরামরণ-বর্জ্জিত। অন্তঃকালে ব্রহ্মাদিকেও সংহার করে, তথাপি পাতকী নহে। অথচ ইহার পুণ্যের লেশও নাই। যেহেতু ক্রোধে ব্রহ্মার শিরচ্ছেদন করিয়াছিল। ইহাকে শুচিই বা কিরূপে

অহো ধার্ষ্ট্যং মহদ্দৃষ্টং জটিলস্যাদ্য চাদ্ভুতম্।
যদাসনান্নোত্থিতোসৌ দৃষ্ট্বা মাং শ্বশুরং গুরুম্॥ ৪০।
এবম্ভূতা ভবন্ত্যেব মাতাপিতৃবিবর্জ্জিতাঃ।
নির্গুণা অকুলীনাশ্চ কর্ম্মভ্রষ্টা নিরঙ্কুশাঃ॥ ৪১।
স্বচ্ছন্দচারিণোঽনাথা সর্ব্বত্র স্বাভিমানিনঃ।
অকিঞ্চনা অপি প্রায়স্তথাপীশ্বরমানিনঃ॥ ৪২।
জামাতৃণাং স্বভাবোয়ং প্রায়শো গর্ব্বভাজনম্।
কিঞ্চিদৈশ্বর্য্যমাসাদ্য ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৪৩।
দ্বিজরাজঃ স গর্ব্বিষ্ঠো রোহিণীপ্রেমনির্ভরঃ।
কৃত্তিকাদিষু চাস্নেহী ময়া শপ্তঃক্ষয়ীকৃতঃ॥ ৪৪।
অস্যাহং গর্ব্বসর্ব্বস্বং হরিষ্যাম্যেব শূলিনঃ।
যথাবমানিতশ্চাহমনেনাস্য গৃহং গতঃ॥ ৪৫।
তথাস্যাহং করিষ্যামি মানহানিঞ্চ সর্ব্বতঃ।
সম্প্রধার্য্যেতি বহুশঃ স তু দক্ষঃ প্রজাপতিঃ॥ ৪৬।

বলা যায়, যেহেতু সর্ব্বদা অস্থি ইহার ভূষণ। অধিক আর কি কহিব, ইহার কার্য্যাকার্য্য কিছুই বুঝা যায় না। অহো! অদ্য এই জটিলের অদ্ভুত ধৃষ্টতা দর্শন করিলাম। আমি শ্বশুর, উহার গুরু, তথাপি আমাকে দর্শন করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইল না। মাতৃ পিতৃবিবর্জ্জিত, অকুলীন, নির্গুণ, কর্ম্মভ্রষ্ট, নিরঙ্কুশ, স্বেচ্ছাচারী, অনাথ, সর্ব্বত্রাভিমানী, অকিঞ্চন ঈশ্বরাভিমানীরা এইরূপই হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেই জামাতৃগণের স্বভাব গর্ব্বিত হয়। আমার দ্বিতীয় জামাতা চন্দ্র, তিনি রোহিণীতে আসক্ত হইয়া কৃত্তিকাদির প্রতি অনাদর করাতে আমার শাপে ক্ষয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি যেরূপ ত্রিশূলীর গৃহে গমন করিয়া অবমানিত হইলাম, সেইরূপ তাহার সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া আমি তাহার মান হানি করিব॥ ২৬—৪৬॥

প্রাপ্য স্বভবনং দেবানাজুহাব সবাসবান্।
অহং যিযক্ষুর্যূয়ং মে যজ্ঞসাহায্যকারিণঃ ॥ ৪৭।
ভবন্তু যজ্ঞসম্ভারা নানয়ন্তু ত্বরান্বিতা।
শ্বেতদ্বীপমথো গত্বা চক্রে চক্রিণমচ্যুতম্ ॥ ৪৮।
মহাক্রতূপদ্রষ্টারং যজ্ঞপূরুষমেব চ।
তস্যত্বিজো ভবন্ সর্ব্বে ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪৯।
প্রাবর্ত্তত ততস্তস্য দক্ষস্য চ মহাধ্বরঃ।
দৃষ্টা দেবনিকায়াংশ্চ তস্মিন্ দক্ষ মহাধ্বরে ॥ ৫০।
অনীশ্বরাংস্ততো বেধা ব্যাজং কৃত্বা গৃহং যযৌ।
দধীচিরথসংবীক্ষ্য সর্ব্বাংস্ত্রৈলোক্যবাসিনঃ ॥ ৫১।
দক্ষযজ্ঞে সমায়াতান্ সতীশ্বরবিবর্জ্জিতান্।
প্রাপ্তসম্মানসম্ভারান্ বাসোলঙ্কৃতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫২।
দক্ষস্য হি শুভোদর্কমিচ্ছন্ প্রোবাচ চেতি বৈ।

দধীচিরুবাচ।

দক্ষপ্রজাপতে দক্ষসাক্ষাদ্ধাতৃস্বরূপধৃক্ ॥ ৫৩।

দক্ষ প্রজাপতি বারম্বার এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিয়া ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, তোমরা আমার সহায় হইয়া সমস্ত যজ্ঞসম্ভার আনয়ন কর। ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া মহাযজ্ঞোপদেষ্টা যজ্ঞপুরুষ চক্রপাণিকে বরণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মবাদি ঋষিগণ সকলেই তাঁহার ঋত্বিক হইলেন। তদনন্তর দক্ষ রাজের মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মা সেই দক্ষ যজ্ঞে শিবব্যতীত সমস্ত দেবগণকে দর্শন করিয়া ছলক্রমে গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ মহর্ষি দধীচি সেই দক্ষযজ্ঞে সতীশ্বর বিবর্জ্জিত ত্রিলোকবাসি সমস্ত লোককে সমাগত ও বস্ত্রালঙ্কারে সমন্বিত দর্শন করিয়া দক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষায় কহিলেন, হে দক্ষপ্রজাপতে! তুমি সমস্ত বিষয়েই সুদক্ষ,

ন চাস্তি তব সামর্থ্যং ক্বাপি কস্যাপি নিশ্চিতম্।
যাদৃশঃ ক্রতুসম্ভারস্তব চেহ সমীক্ষ্যতে ॥ ৫৪।
ন তাদৃক্ নেদসি প্রায়ঃ ক্বাপি জ্ঞাতো মহামতে।
ক্রতুস্তু নৈব কর্ত্তব্যো নাস্তি ক্রতুসমো রিপুঃ ॥ ৫৫।
কর্ত্তব্যশ্চেত্তদাকার্য্যঃ স্যাচ্চেৎ সম্পত্তিরীদৃশী।
সাক্ষাদগ্নিঃ স্বয়ং কুণ্ডে সাক্ষাদিন্দ্রাদিদেবতাঃ ॥ ৫৬।
সাক্ষাচ্চ সর্ব্বে মন্ত্রা বৈ সাক্ষাদ্ যজ্ঞপুমানসৌ।
আচার্য্যপদবীমেষ দেবাচার্য্যঃ স্বয়ং চরেৎ।
সাক্ষাদ্ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চৈষ ভৃগুর্বৈ কর্ম্মকাণ্ডবিৎ ॥ ৫৭।
অয়ম্পূষা ভগস্ত্বেষ ইয়ং দেবী সরস্বতী।
এতে চ সর্ব্বদিক্‌পালা যজ্ঞরক্ষাকৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮।
ত্বঞ্চ দীক্ষাং শুভাং প্রাপ্তো দেব্যা চ শতরূপয়া।
জামাতাত্বেষ তে ধর্ম্মঃপত্নীভির্দশভিঃ সহ ॥ ৫৯।
স্বয়মেব হি কুর্ব্বীত ধর্ম্মকার্য্যং প্রযত্নতঃ।
ঔষধীনাময়ং নাথস্তব জামাতৃষূত্তমঃ ॥ ৬০।

তুমি সাক্ষাৎ বিধাতাস্বরূপ, তোমার তুল্য সামর্থ্য কুত্রাপি কাহারও নাই। হে মহামতে! তোমার যজ্ঞে যাদৃশ যজ্ঞসম্ভার নিরীক্ষণ করিতেছি, তাদৃশ আয়োজন কুত্রাপি নিরীক্ষিত হয় না। যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে, যজ্ঞের তুল্য রিপু নাই। তবে তুমি যেরূপ সম্পত্তি আয়োজন করিয়াছ, এরূপ হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। সাক্ষাৎ অগ্নি স্বয়ং কুণ্ডে অধিষ্ঠিত, সাক্ষাৎ ইন্দ্রাদি দেবতা উপস্থিত, সাক্ষাৎ সমস্ত মন্ত্র প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ বিদ্যমান, স্বয়ং সুরাচার্য্য বৃহস্পতি আচার্য্যপদে অভিষিক্ত, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা স্বয়ং উপস্থিত, কর্ম্ম কাণ্ডবিৎ ভৃগু পুরোহিত, এই প্রসূতি, এই স্বরস্বতীদেবী উপস্থিত। এই সমস্ত দিক্‌পালগণ যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন। তুমি সস্ত্রীক যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছ। তোমার জামাতা ধর্ম্মরাজ দশপত্নীর সহিত সমুপস্থিত হইয়াছেন।

সপ্তবিংশতিভিঃ সার্দ্ধং পত্নীভিস্তব কার্য্যকৃৎ।
ওষধীঃ পূরয়েৎ সর্ব্বা দ্বিজ রাজো মহাসুধীঃ॥ ৬১।
দীক্ষিতো রাজসূয়স্য দত্তত্রৈলোক্যদক্ষিণঃ।
মারীচিঃ কস্য পশ্চাসৌ প্রজাপতিষু সত্তমঃ।
ত্রয়োদশমিতাভিশ্চ ভার্য্যাভিস্তব কার্য্যকৃৎ॥ ৬২।
হবিঃ কামদুঘাসূতে কল্পবৃক্ষঃ সমিৎকুশান্।
দারুপাত্রাণি সর্ব্বাণি শকটং মণ্ডপাদিকম্॥ ৬৩।
বিশ্বকর্ম্মাপ্যলঙ্কারান্ কুরুতেঽভ্যাগতর্ত্বিজাম্।
বসূনিচাঽপি বাসাংসি বসবোষ্টৌ দদত্যপি॥ ৬৪।
স্বয়ং লক্ষ্মীরলঙ্কুর্য্যাদ্ যাবৈ চাত্র সুবাসিনীঃ॥ ৬৫।
সর্ব্বে সুখায় মে দক্ষ বীক্ষ্যমাণস্য সর্ব্বতঃ।
একং দুঃখা করোত্যেব যত্ত্বং বিস্মৃতবানসি॥ ৬৬।
জীবহীনো যথা দেহো ভূষিতোপি ন শোভতে।
তথেশ্বরং বিনা যজ্ঞঃ শ্মশানমিব লক্ষ্যতে॥ ৬৭।

তিনি স্বয়ং ধর্ম্মকার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছেন। যিনি নিজ করে সমস্ত ওষধি পালন করেন, তোমার জামাতা সেই দ্বিজরাজ সপ্তবিংশতি ভার্য্যার সহিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। যিনি রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিলোক দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তোমার সেই জামাতা মরীচিপুত্র কশ্যপ সপ্তদশ ভার্য্যার সহিত দীক্ষিত হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কামধেনু হবিদান করিতেছেন, কল্পতরু সমিধ্ কুশ প্রদান করিতেছেন। বিশ্বকর্ম্মা দারুময় যজ্ঞকাষ্ঠ, শকট-মণ্ডপ এবং ঋত্বিকগণের অলঙ্কারাদি প্রদান করিতেছেন। অষ্টবসু ধন ও বস্ত্র দান করিতেছেন। স্বয়ং লক্ষ্মী কুলবধুগণকে অলঙ্কৃতা করিতেছেন। হে দক্ষ! এই সমস্ত দর্শন করিয়া আমি সুখী হইতেছি, কেবল একমাত্র দুঃখ এই যে, তুমি একটী বিষয় বিস্মৃত হইয়াছ। জীবশূন্য দেহ যেমন শোভা পায় না, শিববিহীন যজ্ঞও সেইরূপ শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হয়। ৫২—৬৭॥

ইত্থং দধীচিবচনং শ্রুত্বা দক্ষঃপ্রজাপতিঃ।
ভৃশং জজ্বাল কোপেন হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মবৎ॥ ৬৮।
পূর্ব্বং স্তুত্যাতি সংহৃষ্টো দৃষ্টো যোসৌ দধীচিনা।
স এব চাপি কোপাগ্নিমুদ্বমন্ বীক্ষিতো মুখাৎ॥ ৬৯।
প্রত্যুবাচাথ তং বিপ্রং বেপমানাঙ্গযষ্টিকঃ।
দক্ষঃপ্রজাপতী রোষাজ্জিঘাংসুরিব তং দ্বিজম্॥ ৭০।

দক্ষ উবাচ।

ব্রাহ্মণোসি দধীচে ত্বং কিং করোমি তবাত্র বৈ।
দীক্ষা মহামহো প্রাপ্তঃ কর্ত্তুং নায়াতি কিঞ্চন॥ ৭১।
ভবান্ কেন সমাহূতো যদত্রাগান্ মহাজড়ঃ।
আগতোপি হি কেন ত্বং পৃষ্ট ইত্থং ব্রবীষি যৎ॥ ৭২।
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যো যত্র শ্রীমানয়ং হরিঃ।
স্বয়ং বৈ যজ্ঞপুরুষঃ সমখঃ কিং শ্মশানবৎ॥ ৭৩।
যত্র বজ্রধরঃ শক্রঃ শতযজ্ঞৈকদীক্ষিতঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশতিকোটীনামমরাণাং পতিঃ স্বয়ম্॥ ৭৪।

দধীচির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষপ্রজাপতি হুতাহুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন॥ ৬৮॥ দধীচি যাঁহাকে পূর্ব্বে স্তুতি বাক্যে প্রহৃষ্টচিত্ত দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই দক্ষ কোপাগ্নি বমন করিতে করিতে কম্পান্বিত কলেবরে সেই বিপ্রকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, হে দধীচে। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার আমি কি করিব, বিশেষতঃ আমি দীক্ষিত হইয়াছি। কিছু করিবার উপায় নাই। রে মূঢ়! কে তোমাকে এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল? আগমন করিয়াও তুমি যে কথা কহিলে, তাহা তোমাকে কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল? সর্ব্বমঙ্গলময় স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর শ্রীমান্ হরি যে যজ্ঞে বিদ্যমান, সেই যজ্ঞক্ষেত্র কি শ্মশানতুল্য? ৬৮—৭৩॥ যে স্থানে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবাধিপতি শতক্রতু বজ্রধর ইন্দ্র

তং ত্বঞ্চোপমিমীষেঽমুং শ্মশানেন মহামখম্।
ধর্ম্মরাড়্ চ স্বয়ং যত্র ধর্ম্মাধর্ম্মৈককোবিদঃ॥ ৭৫।
শ্রীদোঽস্তি যত্র শ্রীদাতা সাক্ষাদ্ যত্রাশুশুক্ষণিঃ।
তং যজ্ঞমুপমাসিত্বমমঙ্গলভুবা তয়া॥ ৭৬।
দেবাচার্য্যঃ স্বয়ং যত্র ক্রতোরাচার্য্যতাং গতঃ।
অভিমানবশাত্তং ত্বমাখ্যাসি পিতৃকাননম্॥ ৭৭।
যত্রার্ত্বিজ্যং ভজন্তেঽমী বসিষ্ঠপ্রমুখর্ষয়ঃ।
তমধ্বরং সমাচক্ষে মঙ্গলেতরভূমিবৎ॥ ৭৮।
নিশম্যেতি মুনিঃ প্রাহ দধীচির্জ্ঞানিনাম্বরঃ।
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যো ভবেদ্ যজ্ঞপুমান্ হরিঃ॥ ৭৯।
তথাপি শাম্ভবী শক্তির্বেদে বিষ্ণুঃ প্রপঠ্যতে।
বামাঙ্গং স্রষ্টুরাদ্যস্য হরিস্তদিতরদ্বিধিঃ॥ ৮০।
দীক্ষিতো যোঽশ্বমেধানাং শতস্য কুলিশায়ুধঃ।
দুর্ব্বাসসা ক্ষণেনাপি নীতো নিঃশ্রীকতাং হি সঃ॥ ৮১।

স্বয়ং বিরাজমান, যে স্থানে ধর্ম্মাধর্ম্মকোবিদ ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বিদ্যমান, তুমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রকে শ্মশানের সহিত উপমা দাও? ৭৪॥ ৭৫॥ যে যজ্ঞে শ্রীদাতা কুবের স্বয়ং এবং সাক্ষাৎ অগ্নিদেব বিরাজিত, তুমি সেই যজ্ঞের সহিত অমঙ্গল ভূমির উপমা দাও? ৭৬॥ যে যজ্ঞে সাক্ষাৎ সুরাচার্য্য বৃহস্পতি আচার্য্যপদে ব্রতী হইয়াছেন, তুমি সেই যজ্ঞকে শ্মশান ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর? ৭৭॥ যে যজ্ঞে বশিষ্ঠপ্রমুখ ঋষিগণ পৌরহিত্য করিতেছেন, সেই যজ্ঞ কি শ্মশানভূমির তুল্য? ৭৮॥

দক্ষবাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দধীচি কহিলেন, হে প্রজাপতে! যদিও সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্য শ্রীহরি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর বটেন, তথাপি বেদে কথিত আছে, বিষ্ণু স্বয়ংই শাম্ভবীশক্তি-সম্পন্ন। আদিসৃষ্টিকর্ত্তা শম্ভুর বামাঙ্গ হরি এবং দক্ষিণাঙ্গ বিধাতা॥ ৭৯॥ ৮০॥ বজ্রধারী ইন্দ্র শতাশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

পুনরারাধ্য ভূতেশং প্রাপেকামমরাবতীম্।
যস্ত্বয়া ধর্ম্মরাজোঽত্র কথিতঃ ক্রতুরক্ষকঃ ॥ ৮২।
বলং তস্যাখিলৈর্জ্ঞাতং শ্বেতং পাশয়তঃ পুরা।
ধনদস্ত্র্যম্বকসখস্তচ্চক্ষুশ্চাশুশুক্ষণিঃ ॥ ৮৩।
পার্ষ্ণিগ্রাহ্য ভবক্রুদ্রো দেবাচার্য্যস্য বৈ তদা।
যদা তারামধার্ষীৎ স দ্বিজরাজোঽতিসুন্দরীম্ ॥ ৮৪।
তং বিন্দতি বশিষ্ঠাদ্যাস্তবাত্ত্বিজ্যং ভজন্তি যে।
একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ঃ সংবিদানা অপীতি হি ॥ ৮৫।
প্রাবর্ত্তন্তুর্ষয়োন্যেপি গৌরবাত্তব তে ক্রতৌ।
যদি মে ব্রাহ্মণস্যৈকং শৃণোষি বচনং হিতম্ ॥ ৮৬।
তদা ক্রতুফলাধীশং বিশ্বেশং ত্বং সমাহ্বয়।
বিনা তেন ক্রতুরসৌ কৃতোপ্যকৃত এব হি ॥ ৮৭।

করিয়া দুর্ব্বাসার শাপে ক্ষণমাত্রে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৮১ ॥ অবশেষে তিনি ভূতনাথের আরাধনা করিয়া পুনরায় অমরাবতী লাভ করিয়াছিলেন। তুমি যে ধর্ম্মরাজকে তোমার যজ্ঞের রক্ষক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, সমস্ত অখিলবাসী তাঁহার বল অবগত আছে; যেহেতু তিনি পুরাকালে শ্বেতরাজকে পাশবদ্ধ করিয়াছিলেন। কুবের শিবের সখা ও অগ্নি শিবের নেত্র ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ স্বয়ং রুদ্রদেব সুরাচার্য্য বৃহস্পতির পার্শ্বরক্ষক এবং চন্দ্র পরমসুন্দরী তারাকে হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৮৪ ॥ বশিষ্ঠ প্রভৃতি যে সকল ঋষিগণ তোমার যজ্ঞের পৌরহিত্য করিতেছেন তাঁহারা কেবল শিবকেই জ্ঞাত আছেন, অপরাপর যে সমস্ত ঋষি স্ব স্ব গৌরবে তোমার যজ্ঞে ব্রতী আছেন, তাঁহারাও কেবল এক মাত্র রুদ্র ভিন্ন দ্বিতীয় জানেন না ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ অতএব যদি এই ব্রাহ্মণের একটী হিত বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলে যজ্ঞ ফলদাতা বিশ্বেশ্বরকে নিমন্ত্রণ কর ॥ ৮৭ ॥ বিশ্বেশ্বর বিনা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেও বিফল হয়; নিখিল কর্ম্মের একমাত্র সাক্ষী মহাদেব এই যজ্ঞে বিদ্যমান থাকিলে তোমার এবং

সতি তস্মিন্ মহাদেবে বিশ্বকর্ম্মৈকসাক্ষিণি।
তথাপি চৈষাং সর্ব্বেষাং ফলিষ্যন্তি মনোরথাঃ॥ ৮৮।
যথা জড়ানি বীজানি ন ফলন্তি স্বয়ন্তথা।
জড়ানি সর্ব্বকর্ম্মাণি ন ফলন্তীশ্বরং বিনা॥ ৮৯।
অর্থহীনা যথা বাণী ধর্ম্মহীনা যথা তনুঃ।
পতিহীনা যথা নারী শিবহীনা তথা ক্রিয়া॥ ৯০।
গঙ্গাহীনা যথা দেশাঃ পুত্রহীনা যথা গৃহাঃ।
দানহীনা যথা সম্পচ্ছিবহীনা তথা ক্রিয়া॥ ৯১।
মন্ত্রিহীনং যথা রাজ্যং শ্রুতিহীনা যথা দ্বিজাঃ।
যোষাহীনং যথা সৌখ্যং শিবহীনা তথা ক্রিয়া॥ ৯২।
দর্ভহীনা যথা সন্ধ্যা তিলহীনঞ্চ তর্পণম্।
হবির্হীনো যথা হোমঃ শিবহীনা তথা ক্রিয়া॥ ৯৩।
ইত্থং দধীচিনা খ্যাতং জগ্রাহ বচনং ন তৎ।
দক্ষো দক্ষোপি তত্রৈব শম্ভোর্মায়াবিমোহিতঃ॥ ৯৪।
প্রোবাচ চ ভৃশং ক্রুদ্ধঃ কাচিন্তা তব মে ক্রতোঃ।
ক্রতুমুখ্যানি সর্ব্বাণি যানি কর্ম্মাণি সর্ব্বতঃ॥ ৯৫।

উপস্থিত দেবর্ষিগণের মনোরথ সিদ্ধ হইবে॥ বীজাদি জড় পদার্থ যদ্রূপ পুরুষকার সাহায্য ভিন্ন স্বয়ং ফলবান হয় না, বিশ্বেশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে চৈতন্যশূন্য কর্ম্মকাণ্ডেরও ফল হয় না॥ ৮৯॥ অর্থহীন বাণী, ধর্ম্মহীন তনু, পতিহীনা নারী যদ্রূপ, শিবহীন ক্রিয়াও তদ্রূপ। গঙ্গাহীন দেশ, পুত্রহীন গৃহ, দানহীন সম্পত্তি, মন্ত্রীহীন রাজ্য, শ্রুতিহীন দ্বিজ যদ্রূপ, শিবহীন ক্রিয়াও তদ্রূপ। গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপিণী রমণীহীন সুখ, কুশহীনা সন্ধ্যা, তিলহীন তর্পণ এবং ঘৃতহীন হোম যদ্রূপ বিফল, শিবহীন ক্রিয়াও তদ্রূপ বিফল॥ ৯০—৯৩॥ প্রজাপতি দক্ষ সর্ব্ব কার্য্যে সুদক্ষ হইয়াও বিশ্বেশ্বরের মায়ায় বিমোহিত হইয়া দধীচির বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। বরং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

তানি সিদ্ধ্যন্তি নিয়তং যথার্থকরণাদিহ।
অযথার্থবিধানেন সিদ্ধ্যেৎ কর্ম্মাণি নেশিতুঃ॥ ৯৬।
স্বকর্ম্মসিদ্ধয়ে চাথ সর্ব্ব এব হি চেশ্বরঃ।
ঈশ্বরঃ কর্ম্মণাং সাক্ষী যত্ত্বয়াপীতি ভাষিতম্॥ ৯৭।
তত্ত্বথাস্তু পরং সাক্ষী নার্থং দদ্যাচ্চ কুত্রচিৎ॥ ৯৮।
জড়ানি সর্ব্বকর্ম্মাণি ন ফলন্তীশ্বরং বিনা।
যদুক্তং ভবতা তত্রাপ্যহো দৃষ্টান্তয়াম্যহম্॥ ৯৯।
জড়ান্যপি চ বীজানি কালং সম্প্রাপ্য চাত্মনঃ।
অঙ্কুরয়ন্তি কালাচ্চ পুষ্পন্তি চ ফলন্তি চ।
বিনাপীশং তথা কর্ম্ম স্বয়ং কালাৎ ফলত্যহো॥ ১০০।
কিমীশ্বরেণ তেনাত্র মহামঙ্গলমূর্ত্তিনা।

দধীচিরুবাচ।

যথার্থকরণাৎ সিদ্ধমপি কার্য্যং কদাচন।
ঈশ্বরপ্রাতিকূল্যাচ্চ সিদ্ধমেবাশু নশ্যতি॥ ১০১।

কহিলেন, আমার যজ্ঞের নিমিত্ত তোমার চিন্তা কি? যজ্ঞাদি যে সমস্ত ক্রিয়া যথাবিধানে সম্পাদিত হয়, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ক্রিয়া অযথা-বিধানে অনুষ্ঠিত হইলে শিবেরও সিদ্ধ হয় না॥ ৯৪—৯৬॥ সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের প্রভু। তুমি কহিতেছ বিশ্বেশ্বর সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী, আমি যেন স্বীকার করিলাম তিনিই পরম সাক্ষী, তিনি ত কুত্রাপি কাহাকেও অর্থ দান করেন না। তুমি কহিলে চেতনা-শূন্য কর্ম্ম কাণ্ড বিশ্বেশ্বর বিনা ফলবান হয় না, আমি তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বীজাদি জড়পদার্থ কাল প্রাপ্ত হইলে অপনা হইতেই অঙ্কুরিত হইয়া ফল পুষ্প ধারণ করে। বিশ্বেশ্বর বিনা সমস্ত কর্ম্ম যৎকালে আপনা হইতেই ফলবান হয় তখন এ স্থলে তোমার মহামঙ্গল-মূর্ত্তি বিশ্বেশ্বরের অবশ্যকতা কি? ৯৭—১০০॥

দধীচি কহিলেন, হে প্রজাপতে! যথাবিধানে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে

ঈশ্বরেচ্ছাবলাৎ কর্ম্ম কৃতমপ্যবিধানতঃ।
সংসিদ্ধ্যেত্তদধীনাশ্চ কথং সর্ব্ব ইহেশ্বরাঃ॥ ১০২।
সামান্যসাক্ষিবন্নেশঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
সাক্ষী ভবেদসন্দিগ্ধঃ ফলস্য প্রতিভূরপি॥ ১০৩।
ভূজলাদিস্বরূপেণ বীজমাবিশ্য সর্ব্বকৃৎ।
স্বয়ং কালস্বরূপেণ বিদধ্যাদঙ্কুরোদয়ম্॥ ১০৪।
যত্ত্বয়োক্তং বিনাপীশং কালে কর্ম্ম ফলেৎ স্বয়ম্।
স এব কালো ভগবান্ সর্ব্বকর্ত্তা মহেশিতা॥ ১০৫।
অন্যচ্চ ভবতা প্রোক্তং তন্দকং তথ্যমেব তৎ।
কিমীশ্বরেণ তেনাত্র মহামঙ্গলমূর্ত্তিনা॥ ১০৬।
যে মহান্তো ভবন্ত্যেব যে চ মঙ্গলমূর্ত্তয়ঃ।
ঈশ্বরাখ্যা চ যেঘস্তি কিং তৈরত্র তবান্তিকে॥ ১০৭।

কদাচ সুসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বিশ্বেশ্বর প্রতিকূল হইলে সিদ্ধকর্ম্মও বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ১০১॥ সমস্ত কর্ম্মই বিশ্বেশ্বরের অধীন, অযথাবিধানে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহার ইচ্ছাবলে সুসিদ্ধ হয়, এরূপ স্থলে লোকে কিরূপে স্ব স্ব কর্ম্মের প্রভু হইবে? ১০২॥ বিশ্বেশ্বর সামান্য সাক্ষী নহেন। তিনি সর্ব্বলোকের সমস্ত কর্ম্মের অসন্দিগ্ধ সাক্ষী এবং নিঃসন্দেহই তিনি সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতা॥ ১০৩॥ সর্ব্বময় বিশ্বেশ্বর জল ও মৃত্তিকারূপে বীজ মধ্যে প্রবেশ করেন; তুমি বীজাঙ্কুর উদ্গমের প্রতি কালের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিলে, স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই সেই কালরূপী হইয়া বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি বিধান করেন॥ ১০৪॥ তুমি কহিয়াছ বিশ্বেশ্বর ব্যতিরেকে কালেই আপনা হইতে সমস্ত কর্ম্মের ফল হয়; কিন্তু কালেই সেই ভগবান মহেশ্বরই সর্ব্বময় কর্ত্তা॥ ১০৫॥ তুমি আরও কহিয়াছ, মহামঙ্গল-মূর্ত্তি ঈশ্বর হইতে কি হইতে পারে? যাঁহাদিগকে তুমি মহৎ এবং মঙ্গলমূর্ত্তি কহিতেছ, সংজ্ঞাভেদে তৎ সমস্তই বিশ্বেশ্বরের অংশ। যাঁহারা তোমার যজ্ঞে উপস্থিত আছেন

উত্তরাদুত্তরঞ্চেতি প্রত্যুত্তরয়তি দ্বিজে।
দধীচৌ চুক্রুধেহত্যন্তং দক্ষো গর্ব্বাতিসুশ্রিয়া ॥ ১০৮।
আদিদেশসমীপস্থানালোক্য পরিতস্ত্বিতি।
ব্রাহ্মণাপসদঞ্চামুং পরিদূরয়তাশু বৈ ॥ ১০৯।
অমুষ্মাদধ্বরশ্রেষ্ঠাদবরিষ্ঠমনোগতম্।
ইত্থং দধীচিরাকর্ণ্য প্রোবাচ প্রহসন্নিব ॥ ১১০।
কিং মাং দূরয়সে মূঢ় দূরীভূতো ভবানপি।
সর্ব্বেভ্যো মঙ্গলেভ্যশ্চ সর্ব্বৈরেভিঃ সমধ্রুবম্ ॥ ১১১।
অকাণ্ডে ক্রোধজো দণ্ডস্তবমূর্দ্ধ্নি পতিষ্যতি।
মহেশিতুস্ত্রিজগতী পরিশাস্তুঃ প্রজাপতে ॥ ১১২।
ইত্যুক্ত্বা নির্জগামাশু যজ্ঞবাটাত্ততো দ্বিজঃ।
তস্মিন্নির্যাতি নির্যাতো দুর্ব্বাসাশ্চ্যবনো ভবান্ ॥ ১১৩।
উত্তঙ্ক উপমন্যুশ্চ ঋচীকোদ্দালকাবপি।
মাণ্ডব্যো বামদেবশ্চ গালবো গর্গগৌতমৌ ॥ ১১৪।

বিশ্বেশ্বর বিনা তাঁহাদিগের হইতে কি তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥ ইত্যাকার বাদানুবাদ হওয়াতে দধীচির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষ গর্ব্বিত বচনে দূতগণের প্রতি আদেশ করিলেন যে, শীঘ্র এই অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণাধমকে আমার মহাযজ্ঞক্ষেত্র হইতে দূরীভূত কর ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥ দধীচি এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! আমাকে দূর করিবি কি, তুই নিজেই সমস্ত পারিষদের সহিত স্বকীয় মঙ্গলার্থ দূরীভূত হ। হে প্রজাপতে! ত্রিজগৎপতি মহেশ্বরের অকালক্রোধোৎপন্ন দণ্ড তোর মস্তকে নিপতিত হইবে ॥ ১১০—১১২ ॥ মহর্ষি দধীচি এই কথা বলিয়া যজ্ঞভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর মহর্ষি দুর্ব্বাসা, চ্যবন, উতঙ্ক, উপমন্যু, ঋচীক, উদ্দালক, মাণ্ডব্য, কামদেব, গালব, গর্গ, গৌতম প্রভৃতি শিবতত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ দক্ষযজ্ঞ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ১১৩ ॥

শিবতত্ত্ববিদোন্যেপি দক্ষযজ্ঞাদ্বিনির্যযুঃ।
গতে দধীচৌ সানন্দং প্রাবর্ত্তত মহামখঃ॥ ১১৫।
যে স্থিতা ব্রাহ্মণাস্তত্র তেভ্যো দ্বিগুণদক্ষিণাম্।
প্রাদাৎ প্রাজাপতির্দক্ষস্ত্বন্যেভ্যোপ্যধিকং বসু॥ ১১৬।
সর্ব্বে জামাতরস্তেন তোষিতা ভূরিশো ধনৈঃ।
কন্যাশ্চালঙ্কৃতাঃ সর্ব্বা মহাবিভববিস্তরৈঃ॥ ১১৭।
ঋষিপত্ন্যোঽপি বহুশো দেবপত্ন্যোপ্যনেকশঃ।
তথা পুরাঙ্গনাঃ সর্ব্বাস্তেন মানভুবঃ কৃতাঃ॥ ১১৮।
ব্রহ্মঘোষেণ তারেণ ব্যোমশব্দগুণং স্ফুটম্।
কারিতং তেন দক্ষেণ বিপ্রাণাং হৃষ্টচেতসাম্॥ ১১৯।
অগ্নিমন্দাগ্নিরভবত্তস্মিন্ জুহ্বতি দীক্ষিতে।
হবিঃপরিমলেনৈব পরিতৃপ্তা দিগঙ্গনাঃ॥ ১২০।
স্বাহাকারৈর্বষট্‌কারৈঃ সুরা জাতাঃ পিচণ্ডিলাঃ।
রচিতা গিরয়স্তেন সদন্নানাং পদে পদে॥ ১২১।

১১৪॥ প্রজাপতি দক্ষ, মহর্ষি দধীচির প্রস্থানে আনন্দিত হইয়া মহাযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১১৫॥ যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, দক্ষরাজ তাঁহাদিগকে দ্বিগুণ দক্ষিণা প্রদান করিলেন। অপরাপর ব্যক্তিগণকে প্রচুর ধন দান করিলেন॥ ১১৬॥ সমস্ত জামাতৃগণকে ভূরি ভূরি ধনদানে পরিতুষ্ট করিলেন। কন্যাগণকে অলঙ্কৃতা করিয়া বহু ধন দান করিলেন॥ ১১৭॥ ঋষিপত্নী, দেবপত্নী এবং পুরাঙ্গনাগণকে বহুমানপুরঃসর সন্তুষ্ট করিলেন॥ ১১৮॥ হৃষ্টচিত্ত বিপ্রগণ, গগনভেদী বেদনির্ঘোষে দক্ষরাজের জয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন॥ ১১৯॥ দক্ষের যজ্ঞ হোমে অগ্নি মন্দাগ্নি হইলেন। হোমপরিমলে দিগঙ্গনাগণ পরম পরিতৃপ্ত হইলেন॥ ১২০॥ স্বাহা ও বষট্‌কার মন্ত্রে দেবগণের উদর স্ফীত হইল। দক্ষরাজ স্থানে স্থানে অন্নমেরু প্রস্তুত করিলেন॥ ১২১॥ তিনি সহস্র সহস্র ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, মহামহা দুগ্ধ-

ঘৃতকুল্যাঃ কৃতাস্তেন মধুকুল্যা সহস্রশঃ।
মহাসরাংসি পয়সাদ্দ্রপ্সস্যাপি মহাহ্রদঃ॥ ১২২।
রাশয়শ্চ দুকূলানাং রত্নানাং শিখরাণি চ।
যজ্ঞবাটস্য বসুধা স্বর্ণরূপ্যময়ী কৃতা॥ ১২৩।
ন লভ্যন্তে ক্রতৌ তস্য মার্গিতা অপি মার্গণাঃ।
হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সমভবন্নপি তৎ পরিচারকাঃ॥ ১২৪।
ধ্বনির্মঙ্গলগীতানাং ব্যানশে গগনাঙ্গণম্।
জহৃষে চাপ্সরো বৃন্দৈর্গন্ধর্বৈর্মুমুদেতরাম্॥ ১২৫।
বিদ্যাধরৈর্ননন্দে চ বসুধা ববৃধে ভৃশম্।
মহাবিভবসম্ভারে তস্মিন্ দাক্ষে মহাক্রতৌ।
ইত্থং প্রবৃত্তেঽথ মুনিঃ কৈলাসং নারদো যযৌ॥ ১২৬

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দক্ষযজ্ঞপ্রাদুর্ভাবো
নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সরোবর এবং মহামহা দধিহ্রদ প্রস্তুত করিলেন॥ ১২২॥ তিনি যজ্ঞভূমিকে স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত করিয়া বস্ত্রের রাশি এবং রত্নের শিখর প্রস্তুত করিয়াছিলেন ১২৩॥ তাঁহার যজ্ঞে বহু অন্বেষণ করিয়াও আর যাচক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পরিচারকগণ সকলেই হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়াছিল॥ ১২৪॥ মঙ্গলগীত ধ্বনিতে গগণ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন॥ ১২৫॥ দক্ষযজ্ঞের মহাবিভব সম্ভারে বিদ্যাধরগণ আনন্দিত এবং বসুধা উল্লাসিত হইয়াছিলেন। এইরূপে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দেবর্ষি নারদ কৈলাস যাত্রা করিলেন॥ ১২৬॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দক্ষযজ্ঞ প্রাদুর্ভাব নাম
সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

শিবলোকং সমাসাদ্য মুনিনা ব্রহ্মসূনুনা।
কিং চক্রে ব্রূহি ষড়্‌বক্ত্র কথাং কৌতুকশালিনীম্ ॥ ১

স্কন্দ উবাচ।

শৃণু কুম্ভজ বক্ষ্যামি নারদেন মহাত্মনা।
যৎ কৃতং তত্র গত্বাশু কৈলাসং শঙ্করালয়ম্ ॥ ২।
মুনির্গগনমার্গেণ প্রাপ্য তদ্ধামশাম্ভবম্।
দৃষ্টা শিবৌ প্রণম্যাথ শিবেন বিহিতাদরঃ ॥ ৩।
তদুদ্দিষ্টাসনন্তেজে পশ্যংস্তৎ ক্রীড়নং পরম্।
ক্রীড়ন্তৌ তৌ তু চাক্ষাভ্যাং যদা ন চ বিরেমতুঃ ॥ ৪।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! ব্রহ্মপুত্র মহর্ষি নারদ কৈলাসে গমন পূর্ব্বক কি করিয়াছিলেন, সেই কৌতুকশালিনী কথা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ১ ॥ স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! দেবর্ষি নারদ কৈলাস পর্ব্বতে শিবনিকেতনে গমন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ মুনিবর গগনমার্গে কৈলাসধামে গমন করিয়া হরপার্ব্বতীকে দর্শনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন। ভগবান শঙ্কর তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া আসন প্রদান করিলেন। হরপার্ব্বতী তৎকালে পাশ-ক্রীড়া করিতেছিলেন। যদবধি তাঁহাদিগের ক্রীড়ার বিরাম না হইল, দেব-ঋষি তদবধি কৌতুক দর্শন কবিতে লাগিলেন। অনন্তর বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক

সদৌৎসুক্যেন স মুনিঃ প্রের্য্যমাণ উবাচ হ।

নারদ উবাচ।

দেবদেব তব ক্রীড়াখিলং ব্রহ্মাণ্ডগোলকম্।
মাসা দ্বাদশ যে নাথ তে সারিফলকে গৃহাঃ ॥ ৫।
কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণেতরা যা বৈ তিথয়স্তাশ্চ সারিকাঃ।
দ্বিপঞ্চদশমাসেয়াস্ত্বক্ষ যুগ্মং তথায়নে ॥ ৬।
সৃষ্টিপ্রলয়সংজ্ঞৌ দ্বৌ গ্লহৌ জয়পরাজয়ৌ।
দেবীজয়ে ভবেৎ সৃষ্টিরসৃষ্টির্ধূর্জ্জটের্জয়ে ॥ ৭।
ভবতোঃ খেলসময়ো যঃ সা স্থিতিরুদাহৃতা।
ইত্থং ক্রীড়ৈব সকলমেতদ্ব্রহ্মাণ্ডমীশয়োঃ ॥ ৮।
ন দেবী জেষ্যতি পতিং নেশঃ শক্তিং বিজেষ্যতি।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুকামোঽস্মি তন্মাতরবধার্যতাম্ ॥ ৯।
দেবঃ সর্ব্বজ্ঞনাথোপি ন কিঞ্চিদববুদ্ধ্যতি।
মানাপমানয়োর্যস্মাদসৌ দূরে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০।

অভিহিত হইয়া নারদ ঔৎসক্য সহকারে কহিলেন, হে দেবদেব! এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তোমার ক্রীড়া। দ্বাদশ মাসই তোমার সারিফলকের গৃহ। শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয়া ত্রিংশৎ তিথি তোমার পাশাসারি। অয়ন তোমার অক্ষযুগ্ম। সৃষ্টি এবং প্রলয় তোমাদিগের ক্রীড়ার জয় পরাজয়ের পণ স্বরূপ। দেবী যখন জয়লাভ করেন, তখন সৃষ্টি হয় এবং তোমার জয়েই মহাপ্রলয় ॥ ৩—৭ ॥ জগতের স্থিতি কালই তোমাদিগের ক্রীড়া। এবম্প্রকার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তোমাদিগের ক্রীড়া। শক্তি পতিকে জয় করিতে পারেন, না ঈশ্বরও শক্তিকে জয় করিতে পারেন না। দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া সতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতঃ! আমি তোমাকে কিছু নিবেদন করিতে অভিলাষ করি, অবধান কর। দেবাদিদেব সর্ব্বজ্ঞ কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন না, কারণ তিনি মানাপমান হইতে অনেক দূরে অবস্থান করেন ॥ ৮—১০ ॥

লীলাত্মা গুণবানেষ বিচারাদতিনির্গুণঃ।
কুর্ব্বন্নপি হি কর্ম্মাণি বাধ্যতে নৈব কর্ম্মভিঃ॥ ১১।
মধ্যস্থোপি হি সর্ব্বস্য মাধ্যস্থমবলম্বতে।
সর্ব্বত্রায়ং মহেশানো মিত্রামিত্রসমানদৃক্॥ ১২।
ত্বং শক্তিরস্য দেবস্য সর্ব্বেষাং মান্যভূঃ।
পরা দক্ষস্যাপি ত্বয়া মানাদতোপত্যনিমিত্তকঃ॥ ১৩॥
পরং ত্বং সর্ব্বজগতাং জনয়িত্র্যেকিকাধ্রুবম্।
ত্বত্ত আবির্ভবন্ত্যেব ধাতৃকেশববাসবাঃ॥ ১৪।
ত্বমাত্মানং ন জানাসি ত্র্যক্ষমায়াবিমোহিতা।
অতএব হি মে চিত্তং দুনোৎপতিতরাং সতি॥ ১৫।
অন্যা অপি হি যাঃ সত্যঃ পাতিব্রত্যপরায়ণাঃ।
তা ভর্ত্তৃচরণৌ হিত্বা কিঞ্চিদন্যং ন মন্যতে॥১৬।
অথবাস্তামিয়ং বার্ত্তা প্রস্তুতং প্রব্রবীম্যহম্।
অদ্য নীলগিরেস্তস্মাদ্ধরিদ্বারসমীপতঃ॥ ১৭।

এই গুণবান নীলাত্মা মহেশ্বর দিব্যচক্ষুতে নির্গুণ নিরীক্ষিত হন। ইনি সমস্ত কর্ম্মেরই কর্ত্তা, কিন্তু কিছুরই বাধ্য নহেন॥ ১১॥ ইনি সকল বিষয়েরই মধ্যস্থ কিন্তু সকল বিষয়েই উদাসীন। মহেশ্বর মিত্রামিত্র উভয় পক্ষকেই সর্ব্বত্র সমান চক্ষে দর্শন করেন॥ ১২॥ হে ভগবতি! তুমি এই দেবদেবেরই শক্তি এবং সকলেরই মাননীয়া। তুমি কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়াই দক্ষরাজ সর্ব্বত্র মাননীয়॥ ১৩॥ তুমি সমস্ত জগতের একমাত্র জনয়িত্রী। তোমা হইতে ব্রহ্মা কেশবাদি আবির্ভূত হইয়াছেন॥ ১৪॥ মায়াময় বিশ্বেশ্বরের মায়ায় বিমোহিত হইয়া, তুমি আপনাকে জানিতে পারিতেছ না। এই হেতু, হে সতি! আমার চিত্ত নিতান্ত দুঃখিত হয়॥১৫॥ অপরাপর পতিব্রত পরায়ণা সতীগণও স্বামী চরণ ভিন্ন অপর কিছুই পরিজ্ঞাত নহে॥ ১৬॥ অধুনা এই সকল কথার কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে

অপূর্ব্বমিব সংবীক্ষ্য পরিপ্রাপ্তস্তবান্তিকম্।
অত্যাশ্চর্য্যবিষাদাভ্যাং কিঞ্চিদ্বক্তুমিহোৎসুকঃ॥ ১৮
আশ্চর্য্যহেতুরেবায়ং যৎ পুঞ্জাতং ত্রয়ীতলে।
তদ্দৃষ্টং সকলত্রঞ্চ দক্ষস্যাধ্বরমণ্ডপে॥ ১৯।
সালঙ্কারং সমানঞ্চ সানন্দমুখপঙ্কজম্।
বিস্মৃতাখিলকার্য্যঞ্চ দক্ষযজ্ঞপ্রবর্ত্তকম্॥ ২০।
বিষাদে কারণঞ্চৈতৎ যতো জাতমিদং জগৎ।
যস্মিন্ প্রবর্ত্ততে যত্র লয়মেষ্যতি চ ধ্রুবম্॥ ২১।
তদেব তত্র নোদৃষ্টং ভব দ্বন্দ্বং ভবাপহম্।
প্রায়ো বিষাদজনকং ভবতোর্যদদর্শনম্॥ ২২।
তদেব নাভবত্তত্র সমভূদন্যদেব হি।
তচ্চ বক্তুং ন শক্যেত তদ্বক্তা দক্ষ এব সঃ॥ ২৩।

প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করি, শ্রবণ কর। অদ্য আমি নীলগিরি হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া নানা আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক হর্ষবিষাদে তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি॥ ১৭॥ ১৮॥ আশ্চর্য্যের কারণ এই যে, সমস্ত ত্রিভুবনে যত প্রকার শোভা পরিদৃশ্যমান হয়, দক্ষযজ্ঞ স্থলে তৎসমস্ত শোভাই আমার নেত্রগোচর হইল॥ ১৯॥ তথায় সালঙ্কৃত বহুমাননীয় সানন্দ মুখপঙ্কজ দেবর্ষি প্রভৃতি যাবতীয় পুরুষরত্নকে দর্শন করিলাম। বিষাদের কারণ এই যে, যাঁহা হইতে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়, সেই ভবজন্ম-নিবারণ ভবদেব এবং তোমাকে দর্শন করিলাম না। হে ভবানি! যে স্থানে তোমাদিগের অদর্শন, সেই স্থানে সর্ব্বপ্রকারেই বিষাদের উৎপত্তি হয়॥ ২০—২২॥ তথায় তোমাদিগের নিমন্ত্রণ হয় নাই, অপরাপর সমস্ত দেবতা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, ইহার কারণ অপর কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন, কেবল দক্ষই তাহা বলিতে পারে॥ ২৩॥ দক্ষরাজের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা যজ্ঞভূমি

তানি বাক্যানি চাকর্ণ্য দ্রুহিণেন যযে ততঃ।
মহর্ষিণা দধীচেন ধিক্কৃতো নিতরাং হি সঃ॥ ২৪।
শপ্তশ্চ বীক্ষ্যমাণানাং দেবর্ষীণাং প্রজাপতিঃ।
ময়া চ কর্ণৌ পিহিতৌ শ্রুত্বা তদ্গার্হণাগিরঃ॥ ২৫।
দধীচিনা সমং কেচিৎ দুর্ব্বাসঃ প্রমুখাদ্দ্বিজাঃ।
ভবনিন্দাং সমাকর্ণ্য কিয়ন্তোঽপি বিনির্যযুঃ॥ ২৬।
প্রাবর্ত্তত মহাযোগো হৃষ্টপুষ্ট মহাজনঃ।
তথা দ্রষ্টুং ন শক্নোমি তত আগতবানিহ॥ ২৭।
ভগিন্যোঽপি চ যা দেবি তব তত্র সভর্ত্তৃকাঃ।
তাসাং গৌরবমালোক্য ন কিঞ্চিদ্বক্তুমুৎসহে॥ ২৮।
ইতি দেবী সমাকর্ণ্য সতী দক্ষকুমারিকা।
করাদক্ষৌ সমুৎসৃজ্য দধ্যৌ কিঞ্চিৎ ক্ষণং হৃদি॥ ২৯।
উবাচ চ ভব ত্বেবং শরণং ভব এব মে।
সম্প্রধার্য্যেতি মনসি সতী দাক্ষায়ণী ততঃ॥ ৩০।

পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন এবং মহর্ষি দধীচি দক্ষরাজকে ধিক্কার প্রদান করিয়াছেন॥ ২৪॥ দক্ষের গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা অভিসম্পাৎ করিলেন এবং আমি হস্তদ্বারা কর্ণবিবর আচ্ছাদন করিলাম॥ ২৫॥ শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া, দধীচির সহিত দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মহর্ষিগণ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন॥ ২৬॥ মহাজনগণের পুষ্টিবর্দ্ধন মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, আমি তাহা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি॥ ২৭॥ হে দেবি! স্বভর্ত্তৃ তোমার ভগিনীগণের গৌরব অবলোকন করিয়া আমার আর কিছুমাত্র বলিতে ইচ্ছা হয় নাই॥ ২৮॥ দক্ষকুমারী সতীদেবী নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত হইতে ক্রীড়া অক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিলেন, আমি এক্ষণে শিবের শরণাপন্ন হইব! এইরূপ স্থির করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-

দ্রুতমেব সমুত্তস্থৌ প্রণনাম চ শঙ্করম্।
মৌলাবঞ্জলিমাধায় দেবী দেবং ব্যজিজ্ঞপৎ॥ ৩১।

দেব্যুবাচ।

বিজয়স্বান্ধকধ্বংসিন্ ত্র্যম্বকত্রিপুরান্তক।
চরণৌ শরণং তে মে দেহ্যনুজ্ঞাং সদাশিব॥ ৩২।
মা নিষেধীঃ প্রার্থয়ামি যাস্যামি পিতুরন্তিকম্।
উক্ত্বেতি মৌলিমদধাদন্ধকারি পদাম্বুজে॥ ৩৩।
অথোক্তা শম্ভুনা দেবী মৃড়ান্যুত্তিষ্ঠ ভামিনি।
কিমপূর্ণং তবাস্ত্যত্র বদ সৌভাগ্যসুন্দরি॥ ৩৪।
লক্ষ্ম্যা অপি চ সৌভাগ্যং ব্রহ্মাণ্যৈকান্তিরুত্তমা।
শচ্যৈ নিত্যনবীনত্বং ভবত্যা দত্তমীশ্বরি॥ ৩৫।
ত্বয়া চ শক্তিমানস্মি মহদৈশ্বর্য্যরক্ষণে।
ত্বাঞ্চ শক্তিং সমাসাদ্য স্বলীলারূপধারিণীম্॥ ৩৬।

পুটে শঙ্করকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে অন্ধকনিসূদন! হে ত্র্যম্বক! হে ত্রিপুরান্তক! হে সদাশিব! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি, পিত্রালয়ে গমন করিব, কৃপা করিয়া অনুজ্ঞা প্রদান কর! ইহাতে নিষেধ করিতে পারিবে না। সদাশিবের চরণাম্বুজে মস্তক লুণ্ঠনপূর্ব্বক ভগবতী এইরূপ নিবেদন করিলেন। অনন্তর আশুতোষ শিবানীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভামিনি! গাত্রোত্থান কর। হে সৌভাগ্যসুন্দরি! এস্থানে তোমার কোন্ মনোরথ অপূর্ণ আছে বল॥ ২৯—৩৪॥ হে ঈশ্বরি! আমি তোমাকে লক্ষ্মী হইতেও অধিক সৌভাগ্য, ব্রহ্মাণী হইতেও অধিক সৌন্দর্য্য এবং শচী অপেক্ষাও নিত্য নবীনত্ব প্রদান করিয়াছি॥ ৩৫॥ মহদৈশ্বর্য্যরক্ষণে তোমার নিমিত্তই আমি শক্তিমান, আমি তোমার লীলারূপধারিণী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তোমারই লীলা-

এতৎ সৃজামি পাম্যদ্মি ত্বল্লীলাপ্রেরিতোঽঙ্গনে।
কুতো মাং হাতুমিচ্ছেস্ত্বং মম বামার্দ্ধধারিণি ॥ ৩৭।
শিবা শিবোদিতঞ্চেতি শ্রুত্বাপ্যাহ মহেশ্বরম্।
জীবিতেশ বিহায় ত্বাং ন ক্বাপি পরিযাম্যহম্ ॥ ৩৮।
মনো মে চরণদ্বন্দ্বে তব স্থাস্যতি নিশ্চলম্।
ক্রতুং দ্রষ্টুং পিতুর্যামি নৈক্ষি যজ্ঞো ময়া ক্বচিৎ ॥ ৩৯।
শম্ভুঃ কাত্যায়নীবাক্যমিতি শ্রুত্বা তদাব্রবীৎ।
ক্রতুস্ত্বয়া নেক্ষিতশ্চেদাহরামি ততঃ ক্রতুম্ ॥ ৪০।
মচ্ছক্তিধারিণী ত্বং বা সৃজৈবান্যাং ক্রতুক্রিয়াম্।
অন্যো যজ্ঞ পুমানস্তু সন্ত্বন্যে লোকপালকাঃ ॥ ৪১।
অন্যানাশু বিধেহি ত্বমৃষীনার্ত্বিজ্যকর্ম্মণি।
পুনর্জ্জগাদ দেবীতি শ্রুত্বা শম্ভোরুদীরিতম্ ॥ ৪২।

প্রভাবে জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছি। হে বামার্দ্ধহারিণি! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে অভিলাষিণী হইতেছ? ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ শিবানী মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে জীবিতেশ্বর! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিব? ৩৮ ॥ তোমার চরণযুগলে আমার মন নিয়তই নিশ্চল আছে। আমি কখন যজ্ঞ দর্শন করি নাই, অতএব পিতৃযজ্ঞ দর্শন করিতে গমন করিব ॥ ৩৯ ॥ কাত্যায়নীর বাক্য শ্রবণানন্তর শম্ভু কহিলেন, হে প্রিয়ে! তুমি কখন যজ্ঞ দর্শন কর নাই, অতএব আমি স্বয়ংই যজ্ঞ আরম্ভ করিব। অথবা হে দেবি! তুমি আমার সাক্ষাৎ শক্তি-স্বরূপিণী, তুমি স্বয়ং একটী যজ্ঞ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য দেব ঋষি ও দিকপালগণকে সেই যজ্ঞে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিযুক্ত কর। ঋষিগণ ঋত্বিকের কার্য্য ও অন্য কোন দেব যজ্ঞ পুরুষের কার্য্য করিবেন ॥ ৪০—৪২ ॥

পিতুর্যজ্ঞোৎসবো নাথ দ্রষ্টব্যোঽত্র ময়া ধ্রুবম্।
দেহ্যনুজ্ঞাং গমিষ্যামি মামেকার্যীর্দচোনাথা ॥ ৪৩।
কঃ প্রতীপয়িতুং শক্তশ্চেতো বা জলমেব বা।
নিম্নায়াভ্যুদ্যতং নাথ মাদ্য মাং প্রতিষেধয় ॥ ৪৪।
নিশম্যেতি পুনঃ প্রাহ সর্ব্বজ্ঞো ভূতনায়কঃ।
মা যা হি দেবি মাং হিত্বা গতা চ ন মিলিষ্যসি ॥ ৪৫।
অদ্যপ্রাচীং যিযাসুং ত্বাং বারয়েৎ পঙ্গুবাসরঃ।
নক্ষত্রঞ্চ তথা জ্যেষ্ঠা তিথিশ্চ নবমী প্রিয়ে ॥৪৬।
অদ্যসপ্তদশো যোগো বিয়োগোদ্যতনোঽশুভঃ।
ধনিষ্ঠার্দ্ধসমুৎপন্নে তব তারাঘপঞ্চমী ॥ ৪৭।

মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কহিলেন, হে নাথ! পিতৃযজ্ঞ দর্শনার্থ আমার সাতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে, অতএব আমি জনকালয়ে গমন করিব, কৃপা করিয়া আমাকে অনুমতি প্রদান কর, অন্যথা করিও না ॥ ৪৩ ॥ হে নাথ! জল যেমন নিম্ন স্থান প্রাপ্ত হইলে সেই দিকেই প্রধাবিত হয়, কিছুতে তাহার গতিরোধ করা যায় না, তদ্রূপ অভিপ্রেত বিষয়ে অত্যাশক্ত চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইয়া থাকে? ৪৪ ॥

দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর কহিলেন, হে প্রিয়ে! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ গমন করিও না, গমন করিলে পুনরায় পরস্পরের মিলন দুর্ঘট হইয়া উঠিবে ॥ ৪৫ ॥ প্রাণাধিকে! বিবেচনা করিয়া দেখ, শনিবারে পূর্ব্বদিকে গমন নিষিদ্ধ। সুন্দরি! নবমীসহ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ব্যতিপাত যোগে যাত্রা করিলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। চঞ্চলে! বিশেষতঃ ধনিষ্ঠার পূর্ব্বার্দ্ধে তোমার জন্ম হওয়াতে কর্ম্মতারা পঞ্চম হইয়াছে; তজ্জন্যই বলিতেছি এই অশুভ দিনে গমন করিও না; গমন করিলে পুনরায় আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না ॥ ৪৬—৪৭ ॥

মাগা দেবি গতাদ্য ত্বং ন হি দ্রক্ষসি মাং পুনঃ ।
পুনর্দেবী বভাষে সা যদি নাম্নাপ্যহং সতী ॥ ৪৮ ।
তদা তন্বন্তরেণাপি করিষ্যে তব দাস্যতাম্ ।
ততো ভবঃ পুনঃ প্রাহ কো বা বারয়িতুং প্রভুঃ ॥ ৪৯ ।
পরিক্ষুব্ধমনোবৃত্তিং স্ত্রিয়ং বা পুরুষন্তু বা ।
পুনর্ন দর্শনং দেবি ময়া সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥ ৫০ ।
পুরং ন দেবি গন্তব্যং মহামানধনেচ্ছুভিঃ ।
অনাহূততয়া কান্তে মাতাপিতৃ গৃহানপি ॥ ৫১ ।
যথা সিন্ধুগতা সিন্ধুর্ন পুনঃ পরিবর্ত্ততে ।
তথাদ্যগন্ত্র্যানো জাতু তবাগমনমিষ্যতে ॥ ৫২ ।

অনন্তর গৌরী গিরিশের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! যদি আমার সতী নামের যথার্থ গৌরব থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই জন্মান্তরেও আমি তোমার পাদপদ্মের দাসী হইব ॥ ৪৮ ॥

ভগবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর কহিলেন, হে কান্তে! কি পুরুষ, কি স্ত্রী, ব্যক্তি মাত্রেরই একবার চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত হইলে যদি তিনি স্বয়ং তাহা হইতে ক্ষান্ত না হন, অপরের সাধ্য কি তাহা নিবারণ করে? হে শুভগে! তজ্জন্যই বলিতেছি ক্ষান্ত হও। যদি অধীর হইয়া পিতৃভবনে গমন কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ হে শিবে! যাহারা মানকে পরম ধন বিবেচনা করে, তাহারা বিনা আহ্বানে কদাচ পিতৃভবনেও গমন করে না। হে দেবি! আমি নিশ্চয় বলিতেছি এই অশুভ দিনে তুমি যদি একান্তই গমন কর, তাহা হইলে সিন্ধু-সঙ্গত স্রোতস্বতীর প্রত্যাবর্ত্তের ন্যায় তোমার প্রত্যাগমনেরও কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

দেব্যুবাচ।

অবশ্যং যদ্যহং রক্তা তব পাদাম্বুজদ্বয়ে।
তথা ত্বমেব মে নাথো ভবষ্যসি ভবান্তরে ॥ ৫৩।
ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ দেবী কোপান্ধীকৃতলোচনা।
যিযাসুভিশ্চ কার্য্যার্থং যৎ কর্ত্তব্যং ন তৎ কৃতম্ ॥ ৫৪।
ন ননাম মহাদেবং ন চ চক্রে প্রদক্ষিণম্।
অতএব হি সা দেবী ন গতা পুনরাগতা ॥ ৫৫।
অপ্রণম্য মহেশানমকৃত্বাপি প্রদক্ষিণম্।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে গতাঃ প্রাগ্বাসরা ইব ॥ ৫৬।
তয়া চরণচারিণ্যা রাজ্ঞ্যা ত্রিভুবনেশিতুঃ।
অপি তৎ পাবনং বর্ত্ম মেনেতিকঠিনং বহু ॥ ৫৭।
দেবোপি তাং সতীং যান্তীং দৃষ্ট্বা চরণচারিণীম্।
অতীব বিব্যথে চিত্তে গণাংশ্চাথ সমাহ্বয়ৎ ॥ ৫৮।

তখন দেবী মহেশ্বরকে কহিলেন, হে নাথ! তোমার পাদপদ্মে আমার যদি যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে জন্মান্তরেও তুমি আমার ভর্ত্তা হইবে, সন্দেহ নাই। দেবী এই মাত্র বলিয়া দুর্জ্জয় ক্রোধবশতঃ নিজ পতি পশুপতিকে তৎকালোচিত প্রণাম বা প্রদক্ষিণ না করিয়া যথেচ্ছাক্রমে গমন করিয়াছিলেন বলিয়াই, অতীত দিবার ন্যায় তাঁহাকে আর প্রত্যাগমন করিতে হইল না ॥ ৫৩—৫৬ ॥

অনন্তর দেবী পশুপতির বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পদব্রজে পিতৃভবনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালীন পরম রমণীয় কোমল কৈলাস পথও তাঁহার সুকোমল চরণে কঠিন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ মহেশ্বর দেবীকে পদব্রজে গমনে অশক্ত দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে প্রমথগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে প্রমথগণ! তোমরা এমন একখানি বিমান আনয়ন কর, যাহা সহস্র কেশরী-সুশোভিত, পবন তুল্য যাহার চক্রের গতি,

গণা বিমানং নয়ত মনঃ পবনচক্রিণম্।
পঞ্চাস্যাযুতসংযুক্তং রত্নসানুধ্বজোচ্ছ্রিতম্॥ ৫৯।
মহাবাতপতাকাঞ্চ মহাবুদ্ধ্যক্ষলক্ষিতম্।
নর্ম্মদালকনন্দা চ যত্রৈষা দণ্ডতাঙ্গতে॥ ৬০।
ছত্রীভূতৌ চ যত্র স্তঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবপি।
যস্মিন্ মকরতুণ্ডঞ্চ বারাহীশক্তিরুত্তমা॥ ৬১।
ধূঃ স্বয়ঞ্চাপি গায়ত্রীরজ্জবস্তক্ষকাদয়ঃ।
সারথিঃ প্রণবো যত্র ক্রেঙ্কারঃ প্রণবধ্বনিঃ॥ ৬২।
অঙ্গানি রক্ষকা যত্র বরূথশ্ছন্দসাঙ্গণঃ।
ইত্যাজ্ঞপ্তা গণাস্তূর্ণং রথং নির্ম্মাহ্রাজ্ঞয়া॥ ৬৩।
দেব্যা সনাথং তং কৃত্বা বিমানং পার্ষদা দিবি।
অনুজগ্মুর্মহাদেবীং দিব্যাং তেজো বিজৃম্ভিণীম্॥ ৬৪।
সা ক্ষণং ত্র্যক্ষরমণী বীক্ষ্য দক্ষসভাঙ্গণম্।
নভোঽঙ্গণাদ্বিমানস্থা ততো বেগাদবাতরৎ॥ ৬৫।

সুমেরুশৃঙ্গ সন্নিভ যাহার ধ্বজা, মহা মহা বায়ু যাহার পতাকা, মহতত্ত্ব যাহার ধুরন্ধর, নর্ম্মদা ও ভাগীরথী যাহার বরুথ, সূর্য্য ও চন্দ্রমা যাহার ছত্র এবং অনুত্তমা বারাহী শক্তি যাহাতে মকর মুখাকৃতি দ্বার স্বরূপে বিরাজমান, গায়ত্রী যে রথের যুগ কাষ্ঠ, তক্ষকাদি যাহার রজ্জু, প্রণব যাহার সারথী, বেদ-ধ্বনি যাহার ঘর্ঘর শব্দ, ষড়ঙ্গ শাস্ত্র যাহার রক্ষক এবং ছন্দ শাস্ত্র যাহার গোপনীয় স্থান। ৫৮—৬৩॥ মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমথগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। অনন্তর দেবী সেই দেব-নির্দ্দিষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বকীয় সমুজ্জ্বল দেহজ্যোতিতে গগণমণ্ডল আলোক-ময় করিয়া দক্ষালয়ে যাত্রা করিলেন। অনতিকাল বিলম্বে যজ্ঞ ভূমি নেত্র পথে পতিত হওয়াতে তিনি বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া সভাঙ্গনে প্রবেশ

অবিশদ্ যজ্ঞবাটঞ্চ চকিতং রক্ষিবীক্ষিতা।
কৃতমঙ্গলনেপথ্যাং প্রসূং দৃষ্টা কিরীটিনীম্ ॥ ৬৬।
সভর্ত্তৃকাশ্চ ভগিনীর্না লক্ষ্কৃতিশালিনীঃ।
সাশ্চর্য্যাশ্চ সগর্ব্বাশ্চ সানন্দাশ্চ সসাধ্বসাঃ ॥ ৬৭।
অচিন্তিতাত্মনাহূতা বিমানাদ্ধরবল্লভা।
কথমেষা পরিপ্রাপ্তা ক্ষণমিত্থং প্রপশ্যতীঃ ॥ ৬৮।
অসম্ভাষ্যাপি তাঃ সর্ব্বা গতা দক্ষান্তিকং সতী।
পিত্রা পৃষ্টাথ মাত্রাপি ভদ্রং জাতং ত্বদাগমে ॥ ৬৯।

সত্যুবাচ।

যদি ভদ্রং জনেতমে সমাগমনতো ভবেৎ।
কথং নাহং সমাহূতা যথৈতা মে সহোদরাঃ ॥ ৭০।

করিলেন। তদ্দর্শনে সভামধ্যস্থ সকলেই চমকিত হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৫৮—৬৫ ॥

অনন্তর ভগবতী দেখিলেন, তাঁহার মাতা প্রসূতি যজ্ঞার্থ কৃতাভিষেকা হইয়া মস্তকে মণিমণ্ডিত মুকুট ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞৈক প্রদেশে উপবিষ্টা আছেন। অন্য দিকে স্ব স্ব পতি সমভিব্যাহারে বিচিত্র বিবিধ বসন-ভূষণে সুসজ্জিত ভগিনীগণকে সানন্দ-চিত্ত দেখিয়া এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়াই যেন, তাহারা অধিকতর গর্ব্বপ্রকাশ করিতেছে এইরূপ ভাবিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে বিনা আদরে ও বিনা আহ্বানে এ স্থলে আগমন করা আমার সমুচিত কার্য্য হয় নাই। তদনন্তর দেবী মদগর্ব্বিত মাতা ও সহোদরাগণের সহিত সাক্ষাৎ বা তাহাদিগকে সম্ভাষণ না করিয়াই একবারে পিতার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণে কহিলেন, বৎসে! যজ্ঞ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছ, উত্তমই হইয়াছে। মাতাও তদনুরূপ ব্যবহার করিলেন ॥ ৬৬—৬৯ ॥ তখন সতী কহিলেন, হে পিতঃ! আমার আগমনে যদি তোমার এতাদৃশী প্রীতি হইয়া

দক্ষ উবাচ।

অয়ি কন্যে মহাধন্যে সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে।
অয়ং তেন মনাক্ দোষো দোষ এষ মমৈব হি ॥ ৭১।
তাদৃগ্বিধায় যৎ পত্যে ময়া দত্তাজ্ঞবুদ্ধিনা।
যদহং তং সমাজ্ঞাস্যমীশ্বরোসৌ নিরীশ্বরঃ ॥ ৭২।
তদা কথমদাস্যং ত্বাং তস্মৈ মায়াস্বরূপিণে।
অহং শিবাখ্যয়া তুষ্টো ন জানে শিবরূপিণম্।
পিতামহেন বহুধা বর্ণিতোসৌ মমাগ্রতঃ ॥ ৭৩।
শঙ্করোঽয়ময়ং শম্ভুরসৌ পশুপতিঃ শিবঃ।
শ্রীকণ্ঠোসৌ মহেশোঽসৌ সর্ব্বজ্ঞোসৌ বৃষধ্বজঃ ॥ ৭৪।
অস্মৈ কন্যাং প্রযচ্ছ ত্বং মহাদেবায় ধন্বিনে।
বাক্যাচ্ছতধৃতেস্তস্মাত্তস্মৈ দত্তা ময়ানঘে ॥ ৭৫।

থাকে, তাহা হইলে তোমার অন্যান্য কন্যাগণের ন্যায় আমাকেও কেন নিমন্ত্রণ করিলে না ॥ ৭০ ॥ সতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষরাজ কহিলেন, তনয়ে! তুমি ধন্য! তুমি মঙ্গলের মঙ্গল! তোমার কোন দোষ নাই, ইহা কেবল আমারই দোষ। আমি অতি অবিজ্ঞ, নতুবা কেন তোমাকে তাদৃশ পাত্রে সম্প্রদান করিব। মহেশ্বরকে যদি পূর্ব্বে অধীশ্বর বা মায়াস্বরূপ বলিয়া জানিতাম, তাহা হইলে কখনই তোমাকে তাহার করে সমর্পণ করিতাম না ॥৭১ ॥ ৭৩ ॥ ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মা তাহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া আমার নিকট কহিয়াছিলেন যে, যিনি শিব, যিনি শংকর, যিনি শার্ঙ্গপানি, যিনি শম্ভু, যিনি পশুপতি, যিনি শ্রীকণ্ঠ, যিনি মহেশ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি বৃষধ্বজ এবং যিনি সর্ব্বগুণাকর, দেবদেব সেই মহাদেবকে তুমি কন্যা সম্প্রদান কর। অয়ি তনয়ে! সতধৃতি ব্রহ্মার এরূপ বাক্যের গৌরব রক্ষার্থই তোমাকে আমি তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ হে বৎসে! এক্ষণে জানিয়াছি যে সে বিরূপাক্ষ,

ন জানে তং বিরূপাক্ষমুক্ষগং বিষভক্ষণম্।
পিতৃকাননসম্বাসং শূলিনঞ্চ কপালিনম্॥ ৭৬।
দ্বিজিহ্বসঙ্গসুভগং জলাধারং কপর্দ্দিনম্।
কলঙ্কিকৃতমৌলিঞ্চ ধূলিধূসরচর্চ্চিতম্॥ ৭৭।
ক্বচিৎ কৌপীনবসনং নগ্নং বাতূলবৎ ক্বচিৎ।
ক্বচিচ্চ চর্ম্মবসনং ক্বচিদ্ভিক্ষাটনপ্রিয়ম্॥ ৭৮।
বিটঙ্কভূতানুচরং স্থাণুমুগ্রং তমোগুণম্।
রুদ্রং রৌদ্রপরীবারং মহাকালবপুর্ধরম্॥ ৭৯।
নৃকরোটীপরিকরঞ্জাতিগোত্রবিবর্জ্জিতম্।
ন সম্যগ্বেত্তি তং কশ্চিজ্জানানোপি প্রতারিতঃ॥ ৮০।
কিং বহূক্তেন তনয়ে সমস্তনয়শালিনি।
ক্ব পাংশুলপটচ্ছন্নো মহাশঙ্খবিভূষণঃ॥ ৮১।
প্রবদ্ধসর্পকেয়ূরঃ প্রলম্বিতজটাসটঃ।
ডমড্ডমরুকব্যগ্রহস্তাগ্রঃ খণ্ডচন্দ্রভৃৎ॥ ৮২।
তাণ্ডবাণ্ডবররুচিঃ সর্ব্বামঙ্গলচেষ্টিতঃ।
মৃড়ানি স হরঃ ক্বায়মধ্বরো মঙ্গলালয়ঃ॥ ৮৩।

বৃষবাহন, বিষভোজী, শূলী, কপালী, শ্মশানবাসী, অহিভূষণ, কপর্দ্দী, গঙ্গাধর, শশাঙ্কশেখর, ধূলি ধূসরিত কলেবর, কখন কৌপীন কখন বা চর্ম্মাম্বর ধারী, কখন উন্মত্ত কখন বা বিমুক্তবসন, কখন ভিক্ষা, কখন পর্য্যটন, কখন বা স্থাণুর ন্যায় অচল। হে তনয়ে! এক্ষণে জানিয়াছি যে সে উগ্র, তমোগুণযুক্ত, রুদ্র ও রুদ্র পরিবারবৃত, সাক্ষাৎ মহাকালরূপী এবং বিকটাঙ্গ ভূতপ্রেত বেষ্টিত। হে মৃড়ানি! অতি মলিনবসন ও নিকৃষ্ট অস্থিমালাধারী ভুজঙ্গভূষণ, জটামৌলী, ডম্বুর হস্ত, অর্দ্ধচন্দ্রধারী, অতীব নৃত্যবিলাসী ও সকল অমঙ্গলের নিদান সেই শিবকে এই মঙ্গলময় যজ্ঞ কার্য্য হইতে বর্জ্জন করাই আমার উদ্দেশ্য, তন্নিমিত্তই, হে সর্ব্বমঙ্গলে! আমি তোমাকে এই যজ্ঞে নিম

অতএব সমাহূতা নেহ ত্বং সর্ব্বমঙ্গলে ॥ ৮৪।
দুকূলান্যনুকূলানি রত্নালঙ্কৃতয়ঃ শুভাঃ।
প্রাগেবধারিতাস্তেঽত্র প্রশ্যাগত্যগৃহাণ চ ॥ ৮৫।
ইহ মঙ্গলবেশেষু দেবেন্দ্রেষু স শূলধৃক্।
কথমহো ভবেচ্চেতিমঙ্গলে বিষমেক্ষণঃ ॥ ৮৬।
ইত্যাকর্ণ্য সতী সাধ্বী জনেতুরুদিতং তদা।
অত্যন্তদূনহৃদয়া বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৮৭।

সত্যুবাচ।

নাকর্ণিতং ময়া কিঞ্চিত্ত্বয়ি প্রব্রুবতি প্রভো।
পদদ্বয়ীং সমাকর্ণ্য তাঞ্চ তে কথয়াম্যহম্ ॥ ৮৮।
ন সম্যগ্বেত্তি তং কশ্চিজ্জ্ঞানানোপি প্রতারিতঃ।
এতৎ সম্যক্ ত্বয়াখ্যায়ি কস্তং বেত্তি সদাশিবম্ ॥ ৮৯।

ন্ত্রণ করি নাই। হে নীতিবিষারদে! আমি আর অধিক তোমাকে কি বলিব, তুমি সকলই পরিজ্ঞাত আছ ॥ ৭৬—৮৪ ॥ হে বৎসে! আমি তোমার জন্য উৎকৃষ্ট বসন ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে সেই সকল বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া যজ্ঞ দর্শন কর। হে শিবে! আমার এই মহাযজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ সমাগত হইয়াছেন, ইহাতে কি ত্রিশূলধারী বিরূপাক্ষ শিবসমাগম শোভা পায়? ৮৬ ॥

পিতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পতিপরায়ণা সতী বিষাদিত চিত্তে কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তৎসমস্ত আমার শ্রুতি গোচর হয় নাই। যে দুইটী কথা শ্রবণ করিয়াছি তদ্বিষয়ে যাহা বলি শ্রবণ কর ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥ হে পিতঃ! তুমি কহিলে যে বিশ্বেশ্বরকে সম্যক পরিজ্ঞাত না হইয়া কেবল চতুর্ম্মুখের প্রতারণা বাক্যেই তুমি আমাকে তাঁহার করস্থ করিয়াছ। হে পিতঃ! তুমি পূর্ব্বে প্রতারিত হও নাই, কন্যা সম্প্র-

ত্বন্তু প্রতারিতঃ পূর্ব্বমধুনাপি প্রতারিতঃ।
কৃত্বা তেন চ সম্বন্ধমসম্বদ্ধপ্রলাপভাক্ ॥ ৯০।
যাদৃশং বঞ্চিতং শম্ভুং তাদৃশং যদ্যমন্যথাঃ।
কুতো মামদদাস্তস্মৈ যঞ্চ কশ্চ ন বেদ ন ॥ ৯১।
অথবা তেন সম্বন্ধে ন হেতুর্ভবতো মতিঃ।
তত্র হেতুরভূত্তাত মম পুণ্যৈকগৌরবম্ ॥ ৯২।
অথোক্তৈবং বহুতরং ত্বং জনেতাস্য বর্ষ্মণঃ।
শ্রুতানেন চ দেহেন পত্যুঃ পরিবিগর্হণা ॥ ৯৩।
পুরশ্চরণমে বৈতৎ যদস্যৈব বিসর্জ্জনম্।
সুশ্লাঘ্যজন্ময়া তাবৎ প্রাণিতব্যং সুযোষিতা।
যাবজ্জীবিতনাথস্যাশ্রবণীয়া বিগর্হণা ॥ ৯৪।
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধদীপ্তাগ্নৌ মহাদেবস্বরূপিণি।
জুহাব দেহসমিধং প্রাণরোধবিধানতঃ ॥ ৯৫।

দান করিয়া এক্ষণে প্রতারিত হইয়াছ। যখন জানিতে যে শিবকে কেহই সম্যক পরিজ্ঞাত নহে, তখন সেই অজ্ঞাত কুলশীল ত্রিশূলীর হস্তে কেন কন্যা সমর্পণ করিলে? এক্ষণে তোমার মুখ হইতে এরূপ বাক্য, অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে ॥ ৮৯—৯১ ॥ তাত! তুমি আমাকে শিবের হস্তে সমর্পণ কর নাই, আমি চির-সঞ্চিত পুণ্য গৌরবেই তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৯২ ॥ হে পিতঃ! তোমার অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই আমাকে পতি নিন্দা শ্রবণ করিতে হইল। আমার দেহ-ত্যাগই এক্ষণে সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত; কারণ শ্লাঘ্যজন্ম সতীগণের যাবৎ পতি নিন্দা শ্রুতিগোচর না হয়, তাবৎকালই তাঁহাদিগের জীবন ধারণ করা আবশ্যক। বারম্বার এই কথা বলিয়া দেবী যোগ দ্বারা প্রাণবায়ু নিরোধ পূর্ব্বক মহাদেবের অন্যতর মূর্ত্তি, অত্যুগ্র ভয়ঙ্কর প্রদীপ্ত ক্রোধাগ্নিতে স্বীয়

ততো বিবর্ণতাং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
নাগ্নির্জজ্বাল চ তথা যথাজ্যাহুতিভিঃ পুরা ॥ ৯৬।
মন্ত্রাঃ কুণ্ঠিতসামর্থ্যাস্তৎক্ষণাদেব চাভবন্।
অহো মহানিষ্টতরং কিমেতৎ সমুপস্থিতম্ ॥ ৯৭।
কেচিদূচুর্দ্বিজবরা মিথঃ পরিবিষাসবঃ।
মহাঝঞ্ঝানিলঃ প্রাপ্তঃ পর্ব্বতান্দোলনক্ষমঃ ॥ ৯৮।
মখমণ্ডপভূস্তেন ক্ষণতঃ স্থপুটীকৃতা।
অকাণ্ডং তড়িদাপাতো জাতোঽভূদ্ভূপ্রকম্পনঃ ॥ ৯৯।
দিবশ্চোল্কাঃ প্রপতিতাঃ পিশাচা নৃত্যমাদধুঃ।
আতাপি গৃধ্রৈরুপরি গগনে মণ্ডলায়িতম্ ॥ ১০০।
রবেরধস্তাদশিবং শিবাস্তত্রাপ্যরারিষুঃ।
মেঘা রুধিরবিষ্টিস্তিঃস্তত্র বৃষ্টিম্যাধুঃ পরাম্ ॥ ১০১।

দেহ সমিধ হোম করিলেন ॥ ৯৩—৯৬॥ তন্নিবন্ধন ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ হইল, যজ্ঞাগ্নি নিস্তেজ হইয়া পড়িল, মন্ত্রাদিও চৈতন্য রহিত হইয়া গেল এবং পলায়ন-তৎপর দ্বিজগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন "অহো! কি দুর্দ্দৈব।" তখন পর্ব্বত-প্রকম্পন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইয়া সেই যজ্ঞভূমি তৃণাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। অকালে বিদ্যুৎপাত, ভূকম্পন ও উল্কাপাত হইতে লাগিল। পিশাচগণ নৃত্য আরম্ভ করিল এবং আততায়ী ও গৃধ্রগণ গগণমার্গে মণ্ডলাকারে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। তখন শিবাগণের অশিব রবে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইল এবং মেঘ হইতে রুধির ধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। তৎকালে ভূতলে প্রতিহত বায়ুর প্রচণ্ড ধ্বনিতে প্রাণী-গণের হৃদয় প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। সেই উদ্যমে যোদ্ধার অপেক্ষা না করিয়াই দিব্যাস্ত্র সকল পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শৃগাল, কুকুর, চকোর ও কাক সকল সেই যজ্ঞ ভূমিতে ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য

নির্ঘাতনিস্বনো ভূমেরুত্থিতো হৃৎপ্রকম্পনঃ।
দিব্যায়ুধানি চ মিথো যুদ্ধ্যন্তিস্মাতিভীষণম্‌ ॥ ১০২।
হবনীয়ং মহাদ্রব্যং দূষিতং ক্রোষ্টুভিঃ শ্বভিঃ।
চকোরাঃ করটাস্তত্র বিচেরুর্যজ্ঞমণ্ডপে ॥ ১০৩।
শ্মশানবাটবজ্জাতো যজ্ঞবাটঃ স বৈ ক্ষণাৎ।
যদ্যত্রাবস্থিতং সর্ব্বং তত্তত্রৈব পরিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১০৪।
চিত্রন্যস্তমিবাসীচ্চ বস্তুজাতমশোভি চ।
স্থগিতা ইব সংবৃত্তাস্তত্র চক্রধরাদয়ঃ ॥ ১০৫।
দক্ষোপি বদনম্লানিমবাপ্য সপরিচ্ছদঃ।
পুনর্যথাকথঞ্চিচ্চ যজ্ঞং প্রাবর্ত্তয়ৎ দ্বিজাঃ ॥ ১০৬।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে সতীদেহবিসর্জ্জনং
নাম অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

জাত ভক্ষণ করিতে লাগিল। অহো! ক্ষণকাল মধ্যেই সেই যজ্ঞভূমি শ্মশানভূমির প্রায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, সে সেই স্থানেই নিহতপ্রায় হইয়া রহিল। কি আশ্চর্য্য! অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই যজ্ঞভূমিস্থ যাবতীয় বস্তু নিষ্প্রভ এবং সমবেত প্রাণী মাত্রেই চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া গেল। স্বজন সুহৃদ্‌গণ সহ দক্ষরাজের মুখমণ্ডলও শ্রীহীন হইয়া পড়িল ॥ ৯৭—১০৫ ॥ দ্বিজগণ পুনর্ব্বার দক্ষরাজকে যথাকথঞ্চিৎরূপে যজ্ঞ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে সতীদেহ বিসর্জ্জন নাম
অষ্টাশিতিতম অধ্যায়।

একোনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

পুনঃ স নারদোঽগস্ত্য দেব্যাঃ প্রাক্ সমুপাগতঃ।
তদ্বৃত্তান্তমশেষঞ্চ হরায়াবেদিতুং যযৌ ॥ ১।
দৃষ্ট্বা স নারদঃ শম্ভুং নন্দিনা সহ সংকথাম্।
কাঞ্চিত্তর্জ্জনিবিন্যাসপূর্ব্বং কুর্ব্বন্ত মানমৎ ॥ ২।
উপাবিশচ্চ শৈলাদিবিসৃষ্টাসনমুত্তমম্।
বৈলক্ষ্যং নাটয়ন্ কিঞ্চিৎ ক্ষণং জোষং সমাস্থিতঃ ॥৩।
আকারেণৈব সর্ব্বজ্ঞস্তদ্বৃত্তান্তং বিবেদ হ।
অবাদীচ্চ মুনিং শম্ভুঃ কুতো মৌনাবলম্বনম্ ॥ ৪।

একোনবতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! কৈলাসে যজ্ঞের সংবাদ প্রদান করিয়া দেবর্ষি নারদ, সতীর দক্ষালয়ে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তথায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবতী এইরূপে দেহ পরিত্যাগ করিলে পর, তিনি মহেশ্বরকে তদ্বৃত্তান্ত অবগত করিবার নিমিত্ত পুনরায় কৈলাসপুরী যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিশ্বেশ্বর তর্জ্জনি প্রদর্শন পূর্ব্বক নন্দীসহ কথোপকথন করিতেছেন। দেবর্ষিকে সমাগত দেখিয়া মহাদেব তাঁহাকে উপবেশনার্থ আসন নির্দ্দেশ করিলে তিনি যথাবিহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১—৩ ॥ সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর দেবর্ষি নারদের আকার বৈলক্ষণ্য দর্শনে বুঝিতে পারিলেন, কোন বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকিবে; এইরূপ সন্দিহান হইয়া কিয়ৎকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবর্ষে!

শরীরিণাং স্থিতিরিয়মুৎপত্তিপ্রলয়াত্মিকা।
দিব্যান্যপি শরীরাণি কালাৎ যান্ত্যেবমেব হি ॥ ৫।
দৃশ্যং বিনশ্বরং সর্ব্বং বিশেষাৎ যদনীশ্বরম্।
ততোঽত্র চিত্রং কিং ব্রহ্মন্ কঙ্কালঃ কলয়েন্ন বৈ ॥ ৬।
অভাবিনো হি ভাবস্য ভাবঃ ক্বাপি ন সংভবেৎ।
ভাবিনোপি হি নাভাবস্ততো মুহ্যন্তি নো বুধাঃ ॥ ৭।
শম্ভুদীরিতমাকর্ণ্য স ইত্থং মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রোক্তবান্ সত্যমেবৈতদ্ যদ্দেবেন প্রভাষিতম্ ॥ ৮।
অবশ্যমেব যদ্ভাব্যং তদ্ভূতং নাত্র সংশয়ঃ।
পরং মাং বাধতেঽত্যন্তং চিন্তৈকাঙ্ক্ষিতমাথিনী ॥ ৯।
নাপচীয়েত তে কিঞ্চিন্নোপচীয়েত তত্ত্বতঃ।
অব্যয়ত্বাচ্চ পূর্ণত্বাদ্ধানি বৃদ্ধী কুতস্ত্বয়ি ॥ ১০।

মৌন হইয়া থাকিবার কারণ কি ॥ ৪ ॥ ভাবিয়া দেখ, কি দেবতার, কি মনুষ্যের, শরীরী মাত্রেরই কালসহকারে তাহাদের সেই শরীরের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। দৃশ্য বস্তুমাত্রই নশ্বর এবং জীবগণ প্রাক্তন শুভাশুভের ফল ভোগ করে; অতএব হে ব্রহ্মন্! নশ্বর দেহ যে যথাকালে কাল কবলিত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? শরীর অনিত্য এবং আত্মা অবিনাশী। অনাত্মধর্ম্ম, শীতোষ্ণসম্বলিত নশ্বর দেহের সহিত সংস্বভাব-সম্পন্ন অবিনশ্বর আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। যথার্থদর্শী তত্ত্বজ্ঞানিরা এইরূপ সৎ ও অসৎ এই উভয় পদার্থের নির্ণয় করিয়া দেহ বিনাশে মোহ প্রাপ্ত হন না ॥ ৫—৮ ॥ তখন মুনিপুঙ্গব নারদ কহিলেন, হে দেব! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে, কিছুতেই তাহার প্রতিরোধ করা যায় না, ইহা আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। কিন্তু কেবল একমাত্র চিন্তাই আমার চিত্তকে সন্তাপিত করিতেছে ॥ ৯ ॥ হে প্রভো! তুমি পরমাত্মা, তুমি পূর্ণ, তোমার আবার উপচয় বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কি?

অহো বরাকঃ সংসারঃ ক্ব ভবিষ্যত্যনীশ্বরঃ।
আরভ্যাদ্যদিনং ন ত্বামর্চ্চয়িষ্যন্তি কেপি যৎ ॥ ১১।
যতঃ প্রজাপতির্দক্ষো ন ত্বামাহূতবান্ ক্রতৌ।
তেনাদ্যরীঢ়িতং দৃষ্ট্বা দেবর্ষি মনুজা অপি ॥ ১২।
তব রীঢ়াং করিষ্যন্তি কিমৈশ্বর্য্যেণ রীঢ়িনাম্।
প্রাপ্তা বহেড় নালোকে জিতকালভয়া অপি।
অথৈশ্বর্য্যেণ সম্পন্নাঃ প্রতিষ্ঠাভাজনং কিমু ॥ ১৩।
মহীয়সায়ুষা তেষাং বসুভির্ভূরিভিশ্চ কিম্।
যেঽভিমানধনা নেহ লব্ধরীঢ়াঃ পদে পদে ॥ ১৪।
অচেতনাশ্চ সাবজ্ঞা জীবন্তোপি ন কীর্ত্তয়ে।
অভিমানধনা ধন্যা বরং যোষিৎসু সা সতী ॥ ১৫।
যা ত্বদ্বিনিন্দাশ্রবণাত্তৃণীচক্রে স্বজীবিতম্।
ইত্যাকর্ণ্য মহাকালঃ সম্যক্ জ্ঞাত্বা সতীব্যয়ং ॥ ১৬।

তুমি অব্যয়, তজ্জন্য তোমার অপচয় বা হ্রাসেরও সম্ভাবনা নাই ॥ ১০ ॥ হে ভব! তবে এক্ষণে দুঃখের বিষয় এই, যে অদ্য হইতে ভব সংসার অনীশ্বর হইল। দক্ষের দৃষ্টান্তানুসারে দেব ঋষি এমন কি মনুষ্য পর্য্যন্তও ক্রমে ক্রমে তোমাকে অবহেলা করিবে। তোমার পূজা রহিত হইলে সুতরাং তুমিও সকলের প্রতি নিদারুণ হইবে। তখন কোন্ বলে চরাচর এই বিশ্বসংসার রক্ষিত হইবে। হে মহেশ্বর! তখন জগতে কেবল একমাত্র ঐশ্বর্য্য সুখ থাকিবে সত্য, কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী কি প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারে, না তাহার কালভয় নিবারিত হয় ॥ ১১—১৪ ॥ জীবন ধারণ করিয়া যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিল না, সে জীবন্মৃত। জীবিতগণের মধ্যে মানীরাই ধন্য এবং যোষিদ্‌গণের মধ্যে যিনি পতি নিন্দা শ্রবণে জীবনকে তৃণ জ্ঞান করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, সেই সতীই ধন্য ॥ ১৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! দেবর্ষি নারদের মুখে এই সকল কথা

সত্যং মুনে সতী দেবী তৃণীচক্রে স্বজীবিতং।
জোষংস্থিতে মুনৌ তত্র তন্মহাকালসাধ্বসাৎ॥ ১৭।
রুদ্রশ্চাতীব রুদ্রোভূদ্বহ্নকোপাগ্নিদীপিতঃ।
ততস্তৎ কোপজাদ্বহ্নেরাবিরাসীন্মহাদ্যুতিঃ॥ ১৮।
প্রত্যক্ষঃ প্রতিমাকারঃ কালমৃত্যুপ্রকম্পনঃ।
উবাচ চ প্রণম্যেশম্ভুশুণ্ডীং মহতীং দধৎ॥ ১৯।
আজ্ঞাং দেহি পিতঃ কিং তে করবৈ দাস্যমুত্তমম্‌।
ব্রহ্মাণ্ডমেককবলং করবাণি ত্বদাজ্ঞয়া॥ ২০।
পিবামি চার্ণবান্‌ সপ্তাপ্যেকেন চুলুকেন বৈ।
রসাতলম্বা পাতালং পাতালম্বা রসাতলম্‌॥ ২১।
ত্বদাজ্ঞয়া নয়ামীশ বিনিময্য স্বহেলয়া।
সলোকপালমিন্দ্রম্বা ধৃত্বা কেশৈরিহানয়ে॥ ২২।

শুনিয়া মহাকাল নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, সতী দক্ষালয়ে লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তখন তিনি নারদকে কহিলেন, হে মুনে! দেবী কি সত্য সত্যই সতীব্রতাগ্নিতে জীবিতরূপ তৃণাহুতি প্রদান করিয়াছেন? নারদ মহা ভীত হইয়া মহাকালের এই প্রশ্নে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন॥ ১৬॥ ১৭॥ হে কুম্ভযোনে! সতীনিধন বার্ত্তায় মহাকাল তখন অত্যুগ্র রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; তাঁহার ভীষণ ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং সেই ক্রোধাগ্নি হইতে কাল ও মৃত্যু-প্রকম্পন জটাধারী এক বীর বিনির্গত হইয়া বিশ্বেশ্বরকে কহিল, হে পিতঃ! অনুমতি কর, এক্ষণে আমারে কোন্‌ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। হে প্রভো! আমি এককালে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিব, না এক গণ্ডুষে সপ্ত সমুদ্র শোষণ করিব, কিম্বা রসাতলকে পাতালস্থ, পাতালকে রসাতলস্থ করিব, অথবা দশ দিক-পালের সহিত ইন্দ্রের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তোমার সমীপে আনয়ন করিব। হে তাত! উপস্থিত কার্য্যে যদি বৈকুণ্ঠনাথের সহায়তা আপনার আবশ্যক হয় এবং

অপি বৈকুণ্ঠনাথশ্চেত্তৎ সাহায্যং করিষ্যতি।
তদা তং কুণ্ঠিতাস্ত্রঞ্চ করিষ্যামি ত্বদাজ্ঞয়া॥ ২৩।
দনুজা দিতিজাঃ কে বৈ বরাকারণদুর্ব্বলাঃ।
তেষু চোৎকণ্ঠতাং কোপি ধত্তে তং প্রণিহন্ম্যহম্॥ ২৪।
কালং বধ্নামি বা সংখ্যে মৃত্যোর্বা মৃত্যুমর্থয়ে।
স্থাবরেষু চরেষত্র ময়ি ক্রুদ্ধে রণাঙ্গণে॥ ২৫।
ত্বদ্বলেন মহেশান ন কোপি স্থৈর্য্যমেষ্যতি।
মম পাদতলাঘাতাদেতদ্বৈ ক্ষৌণিমণ্ডলম্॥ ২৬।
কদলীদলবদ্বাতাদ্বেপতে সরসাতলম্।
চূর্ণী করোমি দোর্দ্দণ্ডঘাতাচ্চৈতান্ কুলাচলান্॥ ২৭।
কিং বহূক্তেন দেহ্যাজ্ঞাং মমাসাধ্যং ন কিঞ্চন।
ত্বৎ পাদবলমাসাদ্য কৃতং বিদ্ধ্যদ্যচিন্তিতম্॥ ২৮।

যদি তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে এমন কি তাঁহাকেও কুণ্ঠিতশক্তি করিয়া তোমার মনোরথ সিদ্ধ করিব। দনুজ ও দৈত্যগণের মধ্যে যদি কেহ তোমার বিপক্ষাচারী হইয়া থাকে, অনুমতি কর, এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে নিধন করি। হে প্রভো! কাল ও মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জয় করা আমার পক্ষে দুরূহ কার্য্য নহে। সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া আমি তোমার প্রসাদাৎ স্থাবর জঙ্গম অস্থির করিয়া তুলিতে পারি। প্রবল পবনাঘাতে সন্তাড়িত কদলী দলের ন্যায় আমি তোমার অনুমতি প্রাপ্ত হইলে পদাঘাতে রসাতলের সহিত এই অবনীমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারি। আমার এই বিশাল বাহুদণ্ড কুলাচল সকলকেও চূর্ণ করিতে সক্ষম। হে প্রভো! অধিক কি, নিশ্চয়ই আমার দ্বারা তোমার অভিপ্রেত সুসিদ্ধ হইবে। তোমার পাদ পদ্ম প্রসাদাৎ কোন কার্য্যই আমার অসাধ্য নহে, অতএব হে প্রভো! এক্ষণে অনুমতি কর, কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইব॥ ১৮—২৮॥

ইতি প্রতিজ্ঞাং তস্যেশঃ শ্রুত্বা কৃতমমন্যত।
কৃতকৃত্যমিবাত্যন্তং তং মুদা প্রত্যুবাচ চ ॥ ২৯।
মহাবীরোসি রে ভদ্র মম সর্ব্বগণেষ্বিহ।
বীরভদ্রাখ্যয়া ত্বং হি প্রথিতিং পরমাং ব্রজ ॥ ৩০।
কুরু মে সত্বরং কার্য্যং দক্ষযজ্ঞং ক্ষয়ং নয়।
যে ত্বাং তত্রাবমন্যন্তে তৎ সাহায্যবিধায়িনঃ ॥ ৩১।
তে ত্বয়াপ্যবমন্তব্যা ব্রজ পুত্র শুভোদয়।
ইত্যাজ্ঞাং মূর্দ্ধ্নি চাধায় স ততঃ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩২।
হরং প্রদক্ষিণীকৃত্য জগ্মিবানতিরংহসা।
ততস্তদনুগান্ শম্ভুঃ স্বনিঃশ্বাসসমুদ্গতান্ ॥ ৩৩।
শতকোটিমিতানুগ্রান্ গণানন্যানবাসৃজৎ।
তে গণা বীরভদ্রং তং যান্তং কেচিৎ পুরোগতাঃ ॥ ৩৪।

বীরের এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণে মহাদেব তাহাকে কৃতকৃত্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া কহিলেন, রে ভদ্র! আমার গণসমূহের মধ্যে তুমিই মহাবীর, অতএব তুমি বীরভদ্র নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ২৯—৩০ ॥ রে কল্যানময়! রে পুত্র! সম্প্রতি তোমাকে একটী কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। প্রজাপতি দক্ষ যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন তুমি অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া সেই যজ্ঞ ভঙ্গ কর। দক্ষরাজের সাহায্যার্থ যদি কেহ তোমাকে অপমান করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমুচিত দণ্ড বিধান করিবে॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

মহাকালের এই আজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ দক্ষভবনাভিমুখে যাত্রা করিল। অনন্তর মহাদেব স্বীয় নিঃশ্বাসে শতকোটী পরিমিত গণ সৃষ্টি করিলেন। তাহারা ভাস্করাপেক্ষা সমধিক তেজঃ প্রভায় গগণমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া কিয়দংশ সেই বীরভদ্রের

কেচিত্তদনুগা জাতাঃ কেচিত্তৎপার্শ্বগা যযুঃ।
অম্বরং তৈঃ সমাক্রান্তং তেজোবিজিতভাস্করৈঃ॥৩৫॥
শৃঙ্গাগ্রাণি গিরীণাঞ্চ কৈশ্চিদুৎপাটিতানি বৈ।
আচূড়মূলাঃ কৈশ্চিচ্চ বিধুতা বৈ শিলোচ্চয়াঃ॥ ৩৬।
উৎপাট্য মহতো বৃক্ষান্ কেচিৎ প্রাপ্তা মখাঙ্গণম্।
কৈশ্চিদুৎপাটিতা যূপাঃ কেচিৎ কুণ্ডান্যপূপুরন্॥ ৩৭।
মণ্ডপং ধ্বংসয়ামাসুঃ কেচিৎ ক্রোধোদ্ধুরা গণাঃ।
অচীখনন্ বৈ বেদীশ্চ কেচিদ্বৈ শূলপাণয়ঃ।
অভক্ষয়ন্ হবীংষ্যন্যে পৃষদাজ্যম্পপুঃ পরে॥ ৩৮।
দধ্বংসুরন্নরাশীংশ্চ কেচিৎ পর্ব্বতসন্নিভান্।
কেচিদ্বৈ পায়সাহারাঃ কেচিদ্বৈ ক্ষীরপায়িনঃ॥ ৩৯।
কেচিৎ পক্বান্নপুষ্টাঙ্গা যজ্ঞপাত্রাণ্যচূর্ণয়ন্।
অমোটয়ন্ স্রুচাং দণ্ডান্ কেচিদ্দোর্দ্দণ্ডশালিনঃ॥ ৪০।
ব্যভঞ্জন্ শকটান্ কেচিৎ পশূন্ কেচিদজীগিলন্।
অগ্নিং নির্ব্বাপয়ামাসুঃ কেচিদত্যগ্নিতেজসঃ॥ ৪১।

অগ্রে, কিয়দংশ তাহার পশ্চাৎভাগে, কতক বা তাহার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতে লাগিল। গমনকালীন কেহ বা গিরিশৃঙ্গ বিদারণ, কেহ বা পর্ব্বতের আমূলশৃঙ্গ পর্য্যন্ত প্রকম্পিত, কেহ বা বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রোধোন্মত্ত প্রমথগণ যজ্ঞ স্থলে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞীয় যুপোৎপাটিত, যজ্ঞকুণ্ড মৃত্তিকা পরিপূরিত এবং যজ্ঞীয় মণ্ডপ বিদারিত করিয়া ফেলিল। তখন কেহ বা শূল দ্বারা বেদি খনন, কেহ বা হবির্ভোজন ও আজ্যপান ও কেহ কেহ বা পর্ব্বতের ন্যায় স্তূপাকার অন্নরাশি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। কতকগুলি প্রমথ পায়সাহারে, কতক ক্ষীর পানে, কতক বা পক্বান্নভোজনে দেহ পুষ্টি করিয়া তুলিল। কোন কোন

স্বয়ং পরিদধুশ্চান্যে দুকূলানি মুদা যুতাঃ।
জগৃহুঃ কে চন পুরা রত্নানাং পর্ব্বতং কৃতম্ ॥ ৪২।
একেন চ ভগো দেবঃ পশ্যংশ্চক্রে বিলোচনঃ।
পূষ্ণো দন্তাবলীমন্যঃ পাতয়ামাস কোপিতঃ ॥ ৪৩।
যজ্ঞঃ পলায়িতো দৃষ্টঃ কেনচিন্মৃগরূপধৃক্।
শিরোবিরহিতশ্চক্রে তেন চক্রেণ দূরতঃ ॥ ৪৪।
একঃ সরস্বতীং যান্তীং দৃষ্ট্বা নির্নাসিকাং ব্যধাৎ।
অদিতেরোষ্ঠপুটকৌ ছিন্নাবন্যেন কোপিনা ॥ ৪৫।
অর্য্যম্নো বাহুযুগলং তথোৎপাটিতবান্ পরঃ।
অগ্নেরুৎপাটয়ামাস কশ্চিজ্জিহ্বাং প্রসহ্য চ ॥ ৪৬।
চিচ্ছেদ বায়োর্ব্বৃষণং পার্ষদোঽন্যঃ প্রতাপবান্।
পাশয়িত্বা যমং কশ্চিৎ কো ধর্ম্ম ইতি পৃষ্টবান্ ॥ ৪৭।
অত্র ধর্ম্মে মহেশো ন প্রথমং পরিপূজ্যতে।
নৈঋর্তং সংগৃহীত্বান্যঃ কেশেষ্বালোল্য চাসকৃৎ ॥ ৪৮।

প্রমথ দুর্দ্দণ্ড বাহুবলে যজ্ঞীয় পাত্র স্রুক স্রব এবং দণ্ডাদি পেষণ, কেহ শকট ভঙ্গ, কেহ কেহ বা যজ্ঞার্থ পশু সকলকে ধরিয়া গ্রাস করিতে লাগিল। অগ্নি হইতেও প্রচণ্ড ও তেজস্বী প্রমথগণ দক্ষ যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল। তখন কেহ বা হাস্যবদনে যাজ্ঞিক বহুমূল্য বসন-ভূষণ পরিধান, কেহ বা ক্রোধান্ধ হইয়া দৈত্য কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের নয়ন, কেহ বা ভাস্করের দশন উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। স্বয়ং যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, কোন প্রমথ সম্মুখীন হইয়া তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। সরস্বতী নাসিকাহীন, অদিতি ওষ্ঠহীন, আদিত্য ছিন্নমুষ্ক হইলেন। কোন প্রমথ যমকে পাশবদ্ধ এবং নৈঋর্তেশ্বর রাক্ষসাধিপতিকে পদাঘাত করিয়া কহিল, কোন্ ধর্ম্মানুসারে তোরা শিবহীন যজ্ঞের হবি ভোজন করিস্। কুবের ও

অনীশ্বরং হবির্ভুক্তং ত্বয়েত্যাতাড়য়ৎ পদা।
কুবেরমপরো ধৃত্বা পাদয়োরধুনোদ্বলাৎ॥ ৪৯।
বাময়ামাস বহুশো ভক্ষিতা হ্যধ্বরাহুতীঃ।
একাদশাপি যে রুদ্রা লোকপালৈকপংক্তয়ঃ॥ ৫০।
রুদ্রাখ্যাধারণবশাৎ প্রমথৈস্তলহেলিতাঃ।
বরুণোদরমাপীড্য প্রমথোঽন্যো বলেন হি॥ ৫১।
বহিরুদ্গারয়ামাস যদ্দত্তঞ্চেশবর্জ্জিতম্।
মায়ূরীং তনুমাসাদ্য সহস্রাক্ষো মহামতিঃ॥ ৫২।
উড্ডীয় গিরিমাশ্রিত্য ছন্নঃ কৌতুকমৈক্ষত।
ব্রাহ্মণান্ প্রমথা নত্বা যাত যাতেতি চাব্রুবন্॥ ৫৩।
প্রমথাঃ কালয়ামাসুরন্যানপি চ যাচকান্।
ইত্থং প্রমথিতে যাগে প্রমথৈঃ প্রথমাগতৈঃ।
বীরভদ্র স্ততঃ প্রাপ্তঃ প্রমথানীকিনীবৃতঃ॥ ৫৪।
যজ্ঞবাটং শ্মশানাভং দৃষ্ট্বা তৈঃ প্রমথৈঃ পুরা।
অতিশোচ্যাং দশাং নীতং বীরভদ্রস্ততো জগৌ॥ ৫৫।

বরুণ পদ-নিষ্পেষিত হইয়া বমন করিতে লাগিল। তখন কেবলমাত্র রুদ্র নামের গৌরবে একাদশ রুদ্র প্রমথগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। মহাবুদ্ধিশালী সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, ময়ূর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গিরিশৃঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে এই সকল কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য আগন্তুক ও যাচকগণ প্রমথগণ হস্তে দণ্ডিত হইল। প্রথমাগত প্রমথগণ এইরূপে দক্ষ যজ্ঞ ছিন্ন ভিন্ন করিলে পর, অন্যান্য অসংখ্য প্রমথ-পরিবেষ্টিত বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং যজ্ঞস্থলীর তাদৃশী দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া কহিলেন, হে প্রমথগণ! শিবদ্বেষী দুর্ব্বৃত্তগণের সঙ্কল্পিত কার্য্যের এইরূপই দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে। সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ বিশ্বেশ্বরের

গণাঃ পশ্যত দুর্ব্বৃত্তৈঃ প্রারব্ধানাঞ্চ কর্ম্মণাম্।
অনীশ্বরৈরবস্থেয়ং কুতো দ্বেষো মহেশ্বরে॥ ৫৬।
যে দ্বিষন্তি মহাদেবং সর্ব্বকর্ম্মৈকসাক্ষিণম্।
ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্তাস্তু তে প্রাপ্স্যন্তীদৃশীং দশাম্॥ ৫৭।
ক্ক স দক্ষো দুরাচারঃ ক্ক চ যজ্ঞভুজঃ সুরাঃ।
ধৃত্বা সর্ব্বানানয়ত যাত দ্রুততরং গণাঃ॥ ৫৮।
ইত্যাজ্ঞাং বীরভদ্রস্য প্রাপ্যাতে প্রমথা দ্রুতম্।
যাবৎ যান্ত্যগ্রতস্তাবদ্দৃষ্টঃ ক্রুদ্ধো গদাধরঃ॥ ৫৯।"
তেন তে প্রমথাঃ সর্ব্বে মহাবলপরাক্রমাঃ।
শুষ্কপর্ণতৃণাবস্থাং প্রাপিতা বাত্যয়েব হি॥ ৬০।
অথ নষ্টেষু সর্ব্বেষু প্রমথেষু হরের্ভয়াৎ।
চুকোপ বীরভদ্রঃ স প্রলয়ানলসন্নিভঃ॥ ৬১।
দদর্শ শার্ঙ্গিণঞ্চাগ্রে স্বগণৈশ্চ পরিষ্টুতম্।
চতুর্ভুজৈরসংখ্যাতৈর্জ্জিতদৈত্যমহাবলৈঃ॥ ৬২।

যাহারা বিদ্বেষ্টা, ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও যখন তাহারা এইরূপ দশা প্রাপ্ত হয়, তখন কি জন্য তাহারা তাঁহার দ্বেষ করে? হে প্রমথগণ! এক্ষণে দক্ষরাজ ও তাঁহার যজ্ঞভুক অন্যান্য দেবতাগণ কোথায়, তোমরা ত্বরে তাহাদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর॥ ৩৩—৫৮॥

মহাবল পরাক্রান্ত প্রমথগণ বীরভদ্রের এই আদেশ পরিপালনার্থ গমন করিতেছে, এমন সময়ে তাহারা বিষ্ণুর ভয়ঙ্কর কোপ দৃষ্টিতে পতিত হওয়াতে শুষ্ক পর্ণের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে বীরভদ্র প্রলয় কালীন অগ্নির ন্যায় মহাকোপে পরিপূর্ণ হইয়া দৈত্যবল-নিসূদন চতুর্ভুজ, খড়্গাধারী, চক্রপাণি, গদাধর, সার্ঙ্গপানি প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণবী সেনা কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও সেব্যমান বিষ্ণুকে সম্বোধন বাক্যে কহিলেন, হে দৈত্য-নিসূদন! তুমি এই যজ্ঞে যজ্ঞ পুরুষ হইয়া যদি ব্রাহ্মবৈরি দক্ষকে রক্ষা করি-

চক্রিভির্গদিভির্জুষ্টং খড়্গিভিশ্চাপি শার্ঙ্গিভিঃ।
বীরভদ্রস্ততঃ প্রাহ দৃষ্ট্বা তং দৈত্যসূদনম্‌॥ ৬৩।
ত্বন্তু যজ্ঞপুমানত্র মহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তকঃ।
রক্ষিতা নিজবীর্য্যেণ দক্ষস্য ত্র্যক্ষবৈরিণঃ॥ ৬৪।
কিম্বা দক্ষং সমানীয় দেহি যুধ্যস্ব বা ময়া।
ন দাস্যসি চ চেদ্দক্ষং ততস্তং রক্ষ যত্নতঃ॥ ৬৫।
প্রায়শঃ শম্ভুভক্তেষু যতস্ত্বং প্রোচ্যসেঽগ্রণীঃ।
একোনেঽব্জসহস্রে প্রাগ্‌ দদৌ নেত্রাম্বুজং ভবান্‌॥ ৬৬।
তুষ্টেন শম্ভুনা দত্তং তুভ্যং চক্রং সুদর্শনম্‌।
যৎ সাহায্যমবাপ্যাজৌ ত্বং জয়ের্দনুজাধিপান্‌॥ ৬৭।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বীরভদ্রস্য চোর্জ্জিতম্‌।
জিজ্ঞাসুস্তদ্বলং বিষ্ণুর্বীরভদ্রমুবাচ হ॥ ৬৮।
ত্বং শম্ভোঃ সুতদেশীয়ো গণানাং প্রবরোস্যহো।
রাজাদেশমনুপ্রাপ্য ততোপ্যতি বলো মহান্‌॥ ৬৯।

বার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই দক্ষকে এই স্থলে আনয়ন পূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ কর, নচেৎ আমার হস্ত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। হে চক্রপাণি! তুমি না মহেশ্বরের পরম ভক্ত; তুমিই না পূর্ব্ব কালে তপঃসিদ্ধির নিমিত্ত বিশ্বেশ্বরকে একোন সহস্র নেত্রপদ্ম প্রদান করিয়াছিলে? এবং তিনি না তোমার তৎকার্য্যে প্রসন্ন হইয়া তোমাকে সুদর্শন চক্র প্রদান করিয়াছিলেন? তুমি না সেই চক্র প্রভাবেই অসুরকুল সংহার করিয়া সমরে জয়লাভ করিয়াছিলে? ৫৯—৬৭॥

বীরভদ্রের এইরূপ গর্ব্বযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু তদীয় বল পরীক্ষার্থ কহিলেন, হে বীরশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রমথগণের অগ্রগণ্য, সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরের পুত্র এবং মহাকাল প্রসাদাৎ তুমি অতুল বলশালী হইয়াছ, কিন্তু যাহাই

যোসি সোস্যহমপ্যত্র দক্ষরক্ষণদক্ষধীঃ।
পশ্যামি তব সামর্থ্যং কথং দক্ষং হরিষ্যতি ॥ ৭০।
ইত্যুক্তো বীরভদ্রঃ স তেন বৈ শার্ঙ্গধন্বনা।
প্রমথান্ দৃষ্টিভঙ্গ্যৈব প্রেরয়ামাস সঙ্গরে ॥ ৭১।
অথ তৈঃ প্রমথৈর্বিষ্ণোরনুগা গদিতা রণে।
আদদানাস্তৃণং বক্ত্রেণাপিতাঃ পাশবীং দশাম্ ॥ ৭২।
ততস্তার্ক্ষ্যরথঃ ক্রুদ্ধস্তৈকৈকং রণমূর্দ্ধনি।
সহস্রেণ সহস্রেণ বাণানাং হৃদ্যতাড়য়ৎ ॥ ৭৩।
তে ভিন্নবক্ষসঃ সর্ব্বে গণা রুধিরবর্ষিণঃ।
বাসন্তীং কৈংশুকীং শোভাং পরিপ্রাপুরণাজিরে ॥৭৪।
ক্ষরন্ত ইব মাতঙ্গাঃ স্রবন্ত ইব পর্ব্বতাঃ।
মদেন ধাতুরাগেণ মিশ্রৈঃ শুশুভিরে গণাঃ ॥ ৭৫।

হউক, দক্ষকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি কৃতসংকল্প হইলাম, এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য থাকে কর ॥ ৬৮—৭০ ॥

বীরভদ্র বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রমথগণকে যুদ্ধার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন সমরোদ্যত প্রমথগণ বৈষ্ণবী সেনাবৃন্দকে কহিতে লাগিল, রে বিষ্ণুদূত সকল! আমাদের হস্তে অদ্য তোদের নিস্তার নাই; অদ্য তোদের নিশ্চয়ই শমন সদন গমন করিতে হইবে, এইরূপ বহুবিধ বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া পশুগণ যেমন জিহ্বাদ্বারা তৃণ গুচ্ছ গ্রাস করে, প্রমথগণও তদ্রূপ বৈষ্ণবী সেনা সকলকে গ্রাস করিতে লাগিল ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ তদ্দর্শনে গরুড়ধ্বজ রোষান্বিত হইয়া রণস্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র বাণে প্রমথগণের হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥ বিদীর্ণ-বক্ষ রুধিরাক্ত কলেবর প্রমথগণ সেই রণস্থলে তখন বসন্তকালীন কিংশুক পুষ্পের ন্যায় শ্রী-ধারণ করিলেন ॥ ৭৪ ॥ মদস্রাবণে মত্ত মাতঙ্গ এবং ধাতুরাগ ক্ষরণে পর্ব্বত যেরূপ শোভা পায়, শোণিতাক্ত দেহে প্রমথগণ তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগি-

ততঃ প্রহস্য গণপো ব্রবীদ্বৈকুণ্ঠনায়কম্।
হে শার্ঙ্গধন্বন্ জানে ত্বাং ত্বং রণাঙ্গণপণ্ডিতঃ ॥ ৭৬।
পরং যুধ্যসি দৈত্যেন্দ্রৈর্দানবেন্দ্রৈর্ন পার্ষদৈঃ।
ইত্যুক্ত্বা বীরভদ্রেণ ভুশুণ্ডী কলিতা করে ॥ ৭৭।
গদিনাথ গদা তূর্ণং দৈত্যেন্দ্রগিরিরেণুকৃৎ।
ততঃ প্রহৃতবান্ বীরো গদয়া তং গদাধরম্ ॥ ৭৮।
তদঙ্গসঙ্গমাসাদ্য বিদদ্রে শতধা তয়া।
কৌমোদকীপ্রহারেণ বীরভদ্রং প্রতাপিনম্ ॥ ৭৯।
জঘান বাসুদেবোঽপি তরসাজ্ঞাতবেদনম্।
ততঃ খট্বাঙ্গমাদায় গদাহস্তং গদাধরম্ ॥ ৮০।
আতাড্য সব্যদোর্দ্দণ্ডে গদাং ভূমাবপাতয়ৎ।
কুপিতোঽয়ং মধুদ্বেষী চক্রেণাতাড়য়চ্চ তম্ ॥ ৮১।
স চ চক্রং সমাগচ্ছদ্ দৃষ্ট্বা সস্মার শঙ্করম্।

লেন ॥ ৭৫ ॥ অনন্তর বীরভদ্র সহাস্য আস্যে কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শার্ঙ্গপাণে! তুমি যে রণ কুশল তাহা আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি, কিন্তু হে চক্রপাণে! তুমি কেবল দৈত্য ও দানবগণের সহিতই যুদ্ধ করিতে সক্ষম; শিবানুচর প্রমথগণের তুমি কোন মতেই সমকক্ষ যোদ্ধা নহ। এই কথা বলিয়া বীরভদ্র করে জয়সাধন ভূষুণ্ডী ধারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্রপাণীর দেহে আঘাত করিলেন। বিষ্ণুশরীর স্পর্শ মাত্র তাহা শতধা বিভক্ত হইয়া গেল ॥ ৭৬—৭৮ ॥ তখন বিষ্ণু বীরভদ্র দেহে স্বকীয় দৈত্যদলন ও পর্ব্বত-বিদারণক্ষম কৌমুদকী গদা প্রহার করিলেন। মহাবীর বীরভদ্র তদাঘাতে সন্তাপিত হইয়া বিষ্ণুর দক্ষিণভুজে এমন এক ভীষণ খট্বাঙ্গ প্রহার করিলেন যে তদাঘাতে তাঁহার কৌমুদকী, হস্ত-স্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল। তদ্দর্শনে চক্রপাণী মধুসূদন বীরভদ্রের প্রতি সুদর্শন

শঙ্করস্মরণাচ্চক্রং মনাগ্বক্রত্বমাপ্য চ।
কণ্ঠমাসাদ্য বীরস্য সম্যগ্‌ জাতং সুদর্শনম্‌॥ ৮২।
তেন চক্রেণ শুশুভে নিতরাং স গণেশ্বরঃ।
বীরলক্ষ্ম্যাবৃত ইব সমরে বিজয়স্রজা॥ ৮৩।
ততঃ সুদর্শনং দৃষ্ট্বা তৎ কণ্ঠাভরণং হরিঃ।
মনাক্‌ সচকিতং স্মিত্বা ততো জগ্রাহ নন্দকম্‌॥ ৮৪।
স নন্দকঙ্করং তস্য প্রোদ্যতং মধুবিদ্বিষঃ।
পশ্যতান্দিবি সিদ্ধানাং স্তম্ভয়ামাস হুঙ্কৃতা॥ ৮৫।
অভ্যধাবচ্চ বেগেন গৃহীত্বা শূলমুজ্জ্বলম্‌।
যাবজ্জিঘাংসতি হরিং তাবদাকাশবাচয়া॥ ৮৬।
বারিতো গণরাজঃ স মাকার্ষীঃ সাহসন্ত্বিতি।
ততস্তমপহায়াশু বীরভদ্রো গণোত্তমঃ॥ ৮৭।

চক্র প্রয়োগ করিলেন। সুদর্শন চক্রকে অতিবেগে প্রধাবিত দেখিয়া বীরভদ্র সভয়ে মহেশ্বরকে স্মরণ করিলেন। শঙ্কর স্মরণে চক্র কুঞ্চিতভাবে ও বক্রাকারে বীরভদ্র কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া তাহাকে সুদর্শন এবং স্বীয় সুদর্শন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিল। চক্রকণ্ঠ বীরভদ্রকে হৃষিকেশ তখন কণ্ঠাভরণ ও বৈজয়ন্তীমালা পরিশোভিত এবং জয়শ্রী সম্পন্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর বাসুদেব সবিস্ময়ে ঈষদ্ধাস্য করিয়া বীরভদ্রকে নিধনার্থ খড়্গ ধারণ করিলে সিদ্ধগণ হুঙ্কার দ্বারা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। বীরভদ্রও প্রতিহিংসার্থ শূল গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে ধাবিত হইয়া বিষ্ণুর প্রতি যেমন তৎপ্রয়োগে উদ্যত হইতেছেন এমত সময়ে এইরূপ দৈববাণী হইল যে, "হে বীরভদ্র!" তুমি ভয়ঙ্কর বাসনা পরিপূরণার্থ যে সাহস অবলম্বন করিয়াছ, অবিলম্বে তাহা পরিত্যাগ কর।" তৎশ্রবণে মহাবীর বীরভদ্র হরিকে পরিহার পূর্ব্বক দক্ষকে লক্ষ করিয়া কহিল, রে শিব নিন্দাকারী পামর দক্ষ! তোর সম্পত্তির ইয়ত্তা নাই, বিশেষতঃ ইন্দ্রাদি দেবগণ তোর সহায়, তুই তথাপি

প্রাপ্য দক্ষং বিনদ্যোচ্চৈর্ধিক্ ত্বামীশ্বরনিন্দকম্।
যস্যেদৃগস্তি সম্পত্তির্যত্র দেবাঃ সহায়িনঃ।
স কথং সেশ্বরং কর্ম্ম ন কুর্য্যাদ্দক্ষ তাং দধৎ॥ ৮৮।
যেনাস্যেনাপবিত্রেণ ভবতা নিন্দিতঃ শিবঃ।
চূর্ণয়ামি তদাস্যং তে চপেটাভিঃ সমন্ততঃ॥ ৮৯।
ইত্যুক্ত্বা তস্য দক্ষস্য হরপারুষ্যভাষিণঃ।
চিচ্ছেদ বদনং বীরশ্চপেটশতঘাতনৈঃ॥ ৯০।
ততস্ত্বদিতি মুখ্যানাং মিলিতানাং মহোৎসবে।
ত্রোটয়ামাস কর্ণাদীন্যঙ্গপ্রত্যঙ্গকানি চ॥ ৯১।
বেণীদণ্ডাশ্চ কাসাঞ্চিত্তেন ছিন্না মহারুষা।
কাসাঞ্চিচ্চ করাশ্চিন্নাঃ কাসাঞ্চিৎ কর্ত্তিতা স্তনাঃ॥৯২।
নাসাপুটাংস্তথান্যাসাং পাটয়ামাস পার্ষদঃ।
চিচ্ছেদ চাঙ্গুলীশ্চাপি তথান্যাসাং শিবপ্রিয়ঃ॥ ৯৩।
যে যে নিনিন্দুর্দেবেশং যে যে চ শুশ্রুবুস্তদা।
তেষাং জিহ্বাঃ শ্রুতীঃ কোপাদচ্ছিনচ্চাকরোদ্দ্বিধা॥৯৪।

এই উপস্থিত যজ্ঞ সমাধানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলি না, তোরে ধিক্! রে দুর্ম্মতে! তুই যে অপবিত্র আস্যে শিব নিন্দা করিয়াছিস্, অদ্য চপেটাঘাতে তোর সেই বদন চূর্ণ করিব॥ ৭৯—৮৯॥ এই বলিয়া শত শত চপেটাঘাতে বীরবর বীরভদ্র শিবদ্বেষী সেই দক্ষের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অদিতী প্রভৃতি যজ্ঞ সমাগত দেবীগণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিবর্জ্জিত হইল। কেহ বা উৎপাটিত বেণী, কেহ বা বিচ্ছিন্ন-কর, কেহ বা স্তনহীন, কেহ বা নাসাপুট ও অঙ্গুলি বিহীন হইল। প্রমথগণ শিবনিন্দকদিগের জিহ্বা ও শিবনিন্দা যাহারা শ্রবণ করিয়াছিল তাহাদের কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিল। যাহারা শিবহীন দক্ষ যজ্ঞে সমাগত হইয়া যজ্ঞীয় হবি হইতে স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করিয়াছিল,

কেচিদুল্লম্বিতা যূপে পাশয়িত্বা দৃঢ়ং গলে।
অধোমুখা যৈর্দেবেশং বিহায়াত্তং মহাহবিঃ॥ ৯৫।
দ্বিজরাজশ্চ ধর্ম্মশ্চ ভৃগুমারীচিমুখ্যকাঃ।
অত্যন্তমপমানস্য ভাজনং তেন কারিতাঃ॥ ৯৬।
এতে জামাতরস্তস্য যতো দক্ষস্য দুর্দ্ধিয়ঃ।
হিত্বা মহেশ্বরমমূন্ সোঽপশ্যদধিকান্ শিবাৎ॥ ৯৭।
তানি কুণ্ডানি তে যূপাস্তে স্তম্ভাঃ স চ মণ্ডপঃ।
তা বেদ্যস্তানি পাত্রাণি তানি হব্যান্যনেকধা॥ ৯৮।
তে চ বৈ যজ্ঞসম্ভারাস্তে তে যজ্ঞপ্রবর্ত্তকাঃ।
তে রক্ষপালাস্তে মন্ত্রা বিনেশুহেলয়াখিলাঃ॥ ৯৯।
স্তোকেনৈব হি কালেন যথর্দ্ধিঃ পরবঞ্চনাৎ।
অর্জ্জিতা নশ্যতি ক্ষিপ্রং দক্ষসম্পত্তথাশিবা॥ ১০০।

প্রমথগণ তাহাদের গলদেশে দৃঢ়রূপে রজ্জু বন্ধন করিয়া রাখিল। শিবকে উপেক্ষাকারী এবং তন্নিবন্ধন দক্ষ কর্ত্তৃক সম্মানিত, চন্দ্র, ধর্ম্ম, মারীচ ও ভৃগু প্রভৃতি তাহার অন্যান্য জামাতাগণ প্রমথগণ কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইল। এবং যজ্ঞীয় কুণ্ড, যূপ, স্তম্ভ, মণ্ডপ, বেদি ও অন্যান্য পাত্র সকল বিধ্বংশিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। অহো! প্রমথগণ অবলীলাক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যজ্ঞার্থ সংগৃহীত যাবতীয় বস্তু ছিন্ন ভিন্ন, যজ্ঞরক্ষক ও যজ্ঞ পরিদর্শকদিগকে অপমানিত এবং যজ্ঞীয় মন্ত্র সকল নিস্তেজ করিয়া ফেলিল॥ ৯০—৯৯॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! প্রবঞ্চকের অন্যায়োপার্জ্জিত শ্রী বা সম্পত্তি যেমন অত্যল্পকালে বর্দ্ধিত হইয়া আবার অত্যল্পকাল মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়, শিবহীন দক্ষ যজ্ঞশ্রীকেও তাদৃক্ দশা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, যজ্ঞ শিবহীন হওয়াতেই এইরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, এইরূপ মনে

নীতে মহাক্রতৌ তেন সগণেনেদৃশীং দশাম্।
বিধির্বিধিবিলোপাচ্চ হরং বিজ্ঞাপ্য চানয়ৎ॥ ১০১।
তত্র যত্র মখঃ সোঽভূদ্দীদৃক্ষঃ শিববর্জ্জিতঃ।
আয়াতেঽথ মহাদেবে বীরভদ্রোঽতিলজ্জিতঃ॥ ১০২।
নত্বা ন কিঞ্চিদবদদ্দেবঃ সর্ব্বমবৈৎ স্বয়ম্।
প্রসাদ্য দেবদেবেশং সুরজ্যেষ্ঠোঽব্রবীৎ পুনঃ॥ ১০৩।
অপরাধ্যপ্যয়ং দক্ষঃ সম্প্রসাদ্যঃ কৃপানিধে।
যথা পূর্ব্বং পুনরমূন্ সর্ব্বান্ কারয় শঙ্কর॥ ১০৪।
যথাবিধিঃ প্রবর্ত্তেত বৈদিকঃ পুনরেব হি।
তথাজ্ঞা দীয়তাং শম্ভো কর্ম্ম সিদ্ধ্যতি সেশ্বরম্॥ ১০৫।
অনীশ্বরাসু সর্ব্বাসু ক্রিয়াসু পরমেশ্বর।
এবমেব ভবন্ত্যেব বিঘ্না জাতাঃ সহস্রশঃ॥ ১০৬।
বিচারতো বরাকোঽয়ং দক্ষো ভক্ততরস্তব।
কুর্ব্বন্ যোঽনীশ্বরং কর্ম্ম পরদৃষ্টান্ততাং গতঃ॥ ১০৭।

ভাবিয়া যথাবিধি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কৈলাসপুরী গমন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত যাবতীয় বিষয় শিবগোচর করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞ স্থলীতে আনয়ন করিলেন॥ ১০০॥ ১০১॥ মহাদেবকে যজ্ঞস্থলে সমাগত দেখিয়া বীরভদ্র স্বীয় প্রভু হইতে অভিন্ন স্বয়ং বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া লজ্জা-বিনম্র-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান হওয়াতে সর্ব্বান্তর্যামী মহেশ্বর তাহার অন্তরের ভাব অবগত হইলেন॥ ১০২॥ ১০৩॥

অনন্তর ব্রহ্মা স্তুতিবাক্যে দেবদেবকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে কৃপানিধে! হে শঙ্কর! দক্ষরাজ তোমার নিকট অপরাধী, তুমি প্রসন্ন হইয়া ইহাঁকে যজ্ঞকার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান কর। হে দেব! তুমি সাহায্য করিলে যথাবিধি এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে। হে প্রভো! তুমি যজ্ঞেশ্বর!

অন্যোপি যো মহেশানং হিত্বা কর্ম্ম করিষ্যতি।
তস্য তৎ কর্ম্ম সংসিদ্ধির্দক্ষস্যেব ভবিষ্যতি ॥ ১০৮।
অতো ন কশ্চিৎ কিঞ্চিচ্চ ক্বচিৎ কর্ম্ম বিনা শিবং।
বিধাস্যতি নিশম্যাস্য দক্ষস্যেদৃক্ষচেষ্টিতম্ ॥ ১০৯।
বিধীরিতমিতি শ্রুত্বা স্মিত্বা দেবো মহেশ্বরঃ।
বীরমাজ্ঞাপয়ামাস যথা পূর্ব্বং প্রকল্পয় ॥ ১১০।
বীরভদ্রোঽপি তৎ সর্ব্বং শর্ব্বাজ্ঞাং প্রতিপদ্য চ।
বিনা দক্ষস্য বদনং যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ ॥ ১১১।
ঈশ্বরং যে বিনিন্দন্তি তে মূকাঃ পশবো ধ্রুবম্।
ততো মেষমুখং দক্ষং বীরভদ্রো গণোঽব্যধাৎ ॥ ১১২।

তুমি যে কার্য্যে উপস্থিত না থাক, তাহাতে এই রূপই সহস্র সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। হে মহেশ্বর! তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া দক্ষরাজ যাহার পর নাই অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি তিনি তোমার আশ্রিত। তুমি তাহাকে রক্ষা কর। হে দেব! যে ব্যক্তি অনীশ্বর কার্য্য করে সে, কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল হয়, নির্ব্বোধ দক্ষরাজও এই অন্যায় কার্য্য করিয়া ভবিষ্য জগতের দৃষ্টান্ত স্থল হইলেন। দক্ষের দশা স্মরণ করিয়া আর কখন কেহ শিবহীন কার্য্যানুষ্ঠানে সাহসী হইবে না। শিব রহিত কোন কার্য্যই করা উচিত নয়, করিলে দক্ষরাজের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয় ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥

চতুর্ম্মুখের এই বাক্যাবসানে মহেশ্বর বীরভদ্রকে কহিলেন, হে পুত্র! যাহাতে এই যজ্ঞ পূর্ব্ববৎ সুসম্পন্ন হয়, তুমি তাহার বিধান কর ॥ ১১০ ॥ মহাদেবের অনুমত্যানুসারে বীরভদ্র পূর্ব্ববৎ যথাবিধি যজ্ঞক্রিয়ার যাবতীয় অনুষ্ঠান করিলেন, কেবল মাত্র দক্ষরাজের মস্তক প্রদানে অসমর্থ হইলেন ॥ ১১১ ॥ যাহারা শিবনিন্দা করে, তাহারা বাক্ শক্তিহীন পশুর মধ্যেই গণনীয়, তন্নিমিত্তই বীরবর বীরভদ্র দক্ষরাজের মেষ মুখ বিধান করিলেন ॥ ১১২ ॥

দেবো ব্রহ্মাণমাপৃচ্ছ্য ধর্ম্মাদ্ গার্হস্থ্যতশ্চ্যুতঃ।
সপার্ষদো হিমপ্রস্থং জগাম তপসে ততঃ॥ ১১৩।
অনাশ্রমবতা পুংসা যতঃ কালো মনাগপি।
মুধাকলয়িতব্যো ন তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সদাশ্রমঃ॥ ১১৪।
অতঃ স সর্ব্বতপসাং ফলদাতা মহেশ্বরঃ।
তপশ্চচার সগণো ব্রহ্মা দক্ষং ত্বশিক্ষয়ৎ॥ ১১৫।
হরনিন্দাসমুদ্ভূতপাপপঙ্কং সুদুস্ত্যজম্।
যদি ক্ষালয়িতুং কাঙ্ক্ষা তদা বারাণসীং ব্রজ॥ ১১৬।
প্রাপ্য বারাণসীং পুণ্যাং মহাপাপৌঘহারিণীম্।
কুরু লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাং ত্বং তেন শম্ভুঃ স তুষ্যতি॥ ১১৭।
তুষ্টে মহেশ্বরে তুষ্টং জগদেতচ্চরাচরম্।
নান্যত্র পাপং তে গন্তৃ বিনা বারাণসীং পুরীম্॥ ১১৮।

সতী বিয়োগে গৃহশূন্য মহেশ্বর বিবেচনা করিলেন, অনাশ্রমী হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, অনাশ্রমী কোন কর্ম্মেরই অধিকারী হইতে পারে না, যাহাতে পুনরায় সদাশ্রম লাভ হইতে পারে তদ্বিধান করা উচিত। এইরূপ স্থির করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদায় গ্রহণ পুরঃসর নিখিল তপস্যার ফলদাতা মহেশ্বর স্বগণ সমভিব্যাহারে হিমাচলে প্রস্থান করিয়া তপঃসাধনে মনোনিবেশ করিলেন॥ ১১৩—১১৫॥

এদিকে ব্রহ্মা উপদেশ প্রদানার্থ স্বীয় পুত্র দক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুত্র! শিব নিন্দা সমুদ্ভূত অসীম পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার যদি বাসনা থাকে, তাহা হইলে বিশ্বেশ্বরের সন্তোষের নিমিত্ত সর্ব্বপাপনাশিনী বারাণশীধামে গমন করিয়া একটী শিব লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা কর॥ ১১৬ ১১৭॥ হে বৎস! একমাত্র বিশ্বেশ্বরকে সন্তোষ করিতে পারিলেই চরাচর জগতের সন্তোষ সাধন করা হয়। তজ্জন্যই বলিতেছি শম্ভু সন্তোষ ও বারাণসী গমন ব্যতীত উপস্থিত মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের তোমার অন্য

ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং প্রায়শ্চিত্তং মনীষিভিঃ ।
প্রোক্তং ন হরনিন্দায়াস্তত্র কাশ্যেব কেবলম্ ॥ ১১৯ ।
কাশ্যাং লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা যৈঃ কৃতাত্র সুকৃতাত্মভিঃ ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতাস্তৈস্তু ত এব পুরুষার্থিনঃ ॥ ১২০ ।
ইত্যাকর্ণ্য বিধের্বাক্যং দক্ষঃ প্রাপ্যাথ সত্বরম্ ।
অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং ততাপ পরমং তপঃ ॥ ১২১ ।
সংস্থাপ্য লিঙ্গং বিধিবল্লিঙ্গারাধনতৎপরঃ ।
ন বেত্তি লিঙ্গাদপরং স কিঞ্চিজ্জগতীতলে ॥ ১২২ ।
দিবানিশং মহেশানং পরিষ্টৌতি সমর্চ্চতি ।
নমতি ধ্যায়তীক্ষেত দক্ষো দক্ষপ্রজাপতিঃ ॥ ২২৩ ।
একচিত্তস্য দক্ষস্য ধ্যায়তো লিঙ্গমৈশ্বরম্ ।
সমাঃ সহস্রমগমন্মিতং দ্বাদশসংখ্যয়া ॥ ১২৪ ।
মেনাং যাবৎ সতী প্রাপ্য হিমাচলপতিব্রতাম্ ।
উমারূপাতিতপসা পতিং প্রাপ পিনাকিনম্ ॥ ১২৫ ।

উপায় দেখি না ॥ ১১৮ ॥ কারণ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মহত্যাদি পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্ত অনেকানেক শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শিবনিন্দা সমুৎপন্ন মহাপাপের বারাণশী গমনই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, তদ্ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই ১১৯ ॥ কাশীতে একটীমাত্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় এবং তৎপ্রভাবে অনায়াসে পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের অধিকারী হইতে পারা যায় ॥ ১২০ ॥ প্রজাপতি দক্ষরাজ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক দুঃসাধ্য তপস্যায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া তথায় একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সদা সেই লিঙ্গের আরাধনায় তৎপর থাকিলেন। বিশ্বেশ্বরে সমাবেশন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা, স্তুতি, প্রণতি, দর্শন এবং ধ্যানে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দক্ষের দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল ॥ ১২১—১২৪ ॥

তাবৎ স দক্ষস্তপসি নিশ্চলো লিঙ্গমর্চ্চয়ৎ।
ততঃ কাশীং সমাসাদ্য সহ ভর্ত্রা গিরীন্দ্রজা ॥ ১২৬।
দৃষ্ট্বা তং নিশ্চলস্বান্তং শিবলিঙ্গার্চ্চনে রতম্।
হরং ব্যজিজ্ঞপদ্দেবী ক্ষীণোঽয়ং তপসা বিভো ॥ ১২৭।
প্রসাদয় কৃপাসিন্ধো বরৈরেনং প্রজাপতিম্।
ইত্যুক্তোঽপর্ণয়া শম্ভুঃ প্রাহ তং দক্ষমীশিতা ॥ ১২৮।
বরং ব্রূহি মহাভাগ দাস্যামি মনসেপ্সিতম্।
ইতীশোদিতমাকর্ণ্য প্রণম্য বহুশো হরম্ ॥ ১২৯।
স্তুত্বা নানাবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রসন্নং বীক্ষ্য শঙ্করম্।
প্রোবাচ দেবদেবেশং যদি দেয়ো বরো মম ॥ ১৩০।
তত্ত্বদীয়পদদ্বন্দ্বে নির্দ্বন্দ্বা ভক্তিরস্তু মে।
ইদঞ্চ তে মহালিঙ্গং যন্ময়াত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
অস্মিল্লিঙ্গে ত্বয়া নাথ স্থাতব্যং সর্ব্বদৈব হি ॥ ১৩১।

এদিকে ভগবতী উমারূপে হিমাচল-মহিষী মেনকা সতীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তপঃপ্রভাবে মহেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। ১২৫ ॥ অনন্তর শিবারাধনায় একাগ্রচিত্ত, ধ্যান-নিমগ্ন, সমাধিস্থ পিতা দক্ষরাজ সহসা, একদা সর্ব্বান্তর্যামিনী ভগবতীর মানসক্ষেত্রে উদয় হওয়ায় তিনি অবিলম্বে পতি পশুপতি সহ বারাণশী যাত্রা করিলেন ॥ ১২৫ ॥ ১২৬ ॥

অনন্তর ভগবতী প্রজাপতি দক্ষরাজ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিভো! ঐ দেখ! লিঙ্গার্চ্চননিরত অচলেন্দ্রিয় দক্ষরাজ কঠোর তপশ্চরণে বিশীর্ণ কলেবর হইয়াছেন। হে কৃপাসিন্ধো! তুমি প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে বর প্রদান কর ॥ ১২৭ ॥

দেবীর এই বাক্যে মহাদেব দক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। তৎশ্রবণে দক্ষরাজ মহেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও নানাবিধ স্তবে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে দেব দেবেশ!

ময়াপরাদ্ধং যদ্দেব তৎ ক্ষন্তব্যং কৃপানিধে।
এতএব বরাঃ সন্তু কিমন্যৈরুক্তৈর্মর্ববরৈঃ॥ ১৩২।
ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ প্রসন্নোতিতরাং ভবঃ।
প্রোবাচ চ যদুক্তং তে তত্তথাস্তু ন চান্যথা॥ ১৩৩।
অন্যচ্চ তে বরং দদ্যাং তচ্ছৃণুষ্ব প্রজাপতে।
যত্ত্বয়া স্থাপিতং লিঙ্গমেতদ্দক্ষেশ্বরাভিধম্॥ ১৩৪।
অস্য সংসেবনাৎ পুংসামপরাধসহস্রকম্।
ক্ষমিষ্যেহং ন সন্দেহস্তস্মাৎ পূজ্যমিদং জনৈঃ॥ ১৩৫।
ত্বন্তু লিঙ্গার্চ্চনাদস্মাৎ সর্ব্বমান্যো ভবিষ্যসি।
পরার্দ্ধদ্বিতয়প্রান্তে ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি॥ ১৩৬।
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তস্মিল্লিঙ্গে লয়ং যযৌ।
দক্ষোপি গতবান্ গেহং পরিপ্রাপ্তমনোরথঃ॥ ১৩৭।

যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন তোমার পাদ যুগলে আমার অচলা ভক্তি হয় ও আমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গে যেন তুমি সর্ব্বদা বিরাজমান থাক। হে কৃপানিধে! হে দেব! অধিক আর কি প্রার্থনা করিব, তুমি আমার কৃতাপরাধ ক্ষমা কর॥ ১২৮—১৩২॥

দক্ষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর কহিলেন, তাহাই হইবে, এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গের নাম দক্ষেশ্বর লিঙ্গ হইবে। ইহার কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না। মানবগণের অবশ্য পূজনীয় এই লিঙ্গের যিনি সেবা করিবেন, সহস্র অপরাধী হইলেও আমি তাহাকে ক্ষমা করিব, তদ্বিষয়ে অনু-মাত্র সন্দেহ নাই। হে দক্ষরাজ! এই লিঙ্গার্চ্চন ফলে তুমি মাননীয় হইবে, এবং দ্বিপরার্দ্ধ বর্ষ অতীত হইলে তুমি মোক্ষলাভ করিবে। এই কথা বলিয়া মহাদেব সেই লিঙ্গে বিলীন হইলেন, দক্ষরাজও পূর্ণ-মনোরথ হইয়া নিজ ভবনে প্রতিগমন করিলেন॥ ১৩৩—১৩৭॥

স্কন্দ উবাচ।

ইত্যগস্ত্য সমাখ্যাতো দক্ষেশ্বরসমুদ্ভবঃ।
যং শ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তুরপরাধশতৈরপি ॥ ১৩৮।
শ্রুত্বাখ্যানমিদং পুণ্যং দক্ষেশ্বরসমুদ্ভবম্।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈরপরাধালয়োপি হি ॥ ১৩৯।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দক্ষেশ্বরপ্রাদুর্ভাবো নাম নবাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এই আমি তোমার নিকট দক্ষেশ্বরের উৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। এই পবিত্র দক্ষেশ্বর উৎপত্তি আখ্যান শ্রবণ করিলে নরগণ শত শত অপরাধী হইলেও অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করে ॥ ১৩৮। ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দক্ষেশ্বর প্রাদুর্ভাব নাম একোনবতিতম অধ্যায়।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ পার্ব্বতীশসমুদ্ভবম্।
কথয়েহ যদুদ্দিষ্টং ভবতা প্রাগঘাপহম্॥ ১।

স্কন্দ উবাচ।

শৃণ্বগস্তে যদা মেনা হিমাচলপতিব্রতা।
গিরীন্দ্রজাং সুতামাহ পুত্রি তেঽস্য মহেশিতুঃ॥ ২।
কিং স্থানং বসতির্ব্বা কা কো বন্ধুর্ব্বেৎসি কিঞ্চন।
প্রায়ো গৃহং ন জামাতুরস্য কোপি চ কুত্রচিৎ॥ ৩।
নিশম্যেতি বচো মাতুরতিহ্রীণা গিরীন্দ্রজা।
আসাদ্যাবসরং শম্ভুং নত্বা গৌরী ব্যজিজ্ঞপৎ॥ ৪।

নবতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য স্কন্দদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ষড়ানন! হে পার্ব্বতী-হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন! প্রস্তাবিত পাপনাশন পার্ব্বতীশ্বর লিঙ্গের উৎপত্তি বিবরণ তুমি এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর॥ ১॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! বিশ্বেশ্বর উমা সহ হিমাচলে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে একদা পতিপরায়ণা হিমাচল-ললনা মেনকা পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্রি! জামাতা মহেশ্বর কোন্ দেশীয়, তাঁহার বসতি কোথায় এবং কেই বা তাঁহার বন্ধু, এই সকল বিষয় কেহই পরিজ্ঞাত নহে। হে বৎসে! তুমি যদি তৎসমস্ত বিদীত থাক, তাহা হইলে আমার নিকট বল॥ ২॥ ৩॥

মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জাবনতমুখী পার্ব্বতী নির্জ্জনে নিজ-

যয়া শ্বশ্রূগৃহং কান্ত গম্যমদ্য বিনিশ্চিতম্।
নাথাত্র নৈব বস্তব্যং নয় মাং স্বংনিকেতনং ॥ ৫ ।
গিরীন্দ্রজা গিরং শ্রুত্বা গিরীশ ইতি তত্ত্ববিৎ।
হিত্বা হিমগিরিং প্রাপ্তো নিজমানন্দকাননম্ ॥ ৬ ।
প্রাপ্যানন্দবনং দেবি পরমানন্দকারণম্।
বিস্মৃত্য পিতৃসংবাসং জাতা চানন্দরূপিণী ॥ ৭ ।
অথ বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রে গৌরী গিরিশমেকদা।
অচ্ছিন্নানন্দসন্দোহঃ কুতঃ ক্ষেত্রেঽত্র তদ্বদ ॥ ৮ ।
ইতি গৌরীরিতং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ পিনাকধৃক্।
পঞ্চক্রোশপরীমাণে ক্ষেত্রেঽস্মিন্ মুক্তিসদ্মনি ॥ ৯ ।
তিলান্তরং ন দেব্যস্তি বিনা লিঙ্গং হি কুত্রচিৎ।
একৈকং পরিতো লিঙ্গং ক্রোশং ক্রোশঞ্চ যাবনিঃ ॥১০।

পতি পশুপতিকে কহিলেন, হে কান্ত! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, পিতৃভবনে অবস্থান করিতে আর আমার ইচ্ছা নাই, তুমি অদ্যই আমাকে শ্বশ্রূ ভবনে লইয়া চল ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর হিমালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বতী সহ আনন্দ-কানন কাশীধাম যাত্রা করিলেন। আনন্দ রূপিণী মহেশ্বরমণী আনন্দ-নিকেতন কাশীধাম প্রাপ্ত মাত্র জনকালয়ের সুখ সম্ভোগাদি সমুদয় বিস্মৃত হইলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

অনন্তর একদা গৌরী গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! কিরূপে তোমার এই বারাণসী ধাম নিরবচ্ছিন্ন মহা মহা আনন্দের নিকেতন হইল ॥৮ তৎশ্রবণে পিণাক-পাণী কহিলেন, হে দেবি! যেখানে একটীমাত্র লিঙ্গ অধিষ্ঠিত থাকে, একক্রোশ পরিমিত সেই স্থান আনন্দময় হয়; পঞ্চক্রোশ পরিমিত মুক্তিক্ষেত্র এই কাশী ক্ষেত্রের তিল পরিমাণ স্থানও লিঙ্গহীন নহে। ইহাতে পরমানন্দ স্বরূপ কত যে লিঙ্গ আছে তাহার ইয়ত্তা নাই, অতএব হে

অন্যত্রাপি হি সা দেবি ভবেদানন্দকারণম্।
অত্রানন্দবনে দেবি পরমানন্দজন্মনি ॥ ১১ ।
পরমানন্দরূপাণি সন্তি লিঙ্গান্যনেকশঃ।
চতুর্দ্দশস্থ লোকেষু কৃতিনো যে বসন্তি হি ॥ ১২।
তৈঃ স্বনাম্নেহ লিঙ্গানি স্থাপ্যাপি কৃতকৃত্যিতাম্।
অত্র যেন মহাদেবি লিঙ্গং সংস্থাপিতং মম ॥ ১৩।
বেত্তি তচ্ছ্রেয়সঃ সংখ্যাং শেষোঽপি ন বিশেষবিৎ ॥১৪।
পরিচ্ছেদব্যতীতস্যানন্দস্য পরকারণম্।
অতস্ত্বিদং পরং ক্ষেত্রং লিঙ্গৈর্ভূয়োঽভিরদ্রিজে ॥ ১৫।
নিশম্যেতি মহাদেবী পুনঃ পাদৌ প্রণম্য চ।
দেহ্যনুজ্ঞাং মহাদেব লিঙ্গসংস্থাপনায় মে ॥ ১৬।
পত্যুরাজ্ঞাং সমাসাদ্য যচ্ছেচ্ছ্রেয়ঃ পতিব্রতা।
ন তস্যাঃ শ্রেয়সো হানিঃ সংবর্ত্তেঽপি কদাচন ॥ ১৭।

প্রাণাধিকে! বারাণসী যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-নিকেতন হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ৮—১১ ॥ হে ভবানি! যে সকল পুণ্যবান ব্যক্তি কাশীতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে তাঁহারাই ধন্য। তাঁহারা যে কি পরিমাণে মঙ্গল লাভ করেন, অনন্তদেব সহস্র মুখেও তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। হে গিরি-বালিকে! সংখ্যাতীত লিঙ্গের সমবায়ই এই বারাণসীতে পরমানন্দোৎপাদনের একমাত্র কারণ ॥ ১২—১৫ ॥

মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণে দেবি পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, হে দেব! একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। হে নাথ! পাতিব্রত্য ধর্ম্মে এইরূপ উক্ত আছে যে, পতির অনুমত্যানুসারে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের ফল অক্ষয় ও অনন্তকালস্থায়ী হয়, অতএব তুমি কৃপা করিয়া এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় আমাকে অনুমতি প্রদান কর ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রসাদ্য দেবেশমাজ্ঞাং প্রাপ্য মহেশিতুঃ।
লিঙ্গং সংস্থাপিতং গৌর্য্যা মহাদেবসমীপতঃ॥ ১৮।
তল্লিঙ্গদর্শনাৎ পুংসাং ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্।
বিলীয়েত ন সন্দেহো দেহবন্ধোঽপি নো পুনঃ॥ ১৯।
তত্র লিঙ্গে বরো দত্তো দেবদেবেন যঃ পুনঃ।
নিশাময় মুনে তন্তু ভক্তানাং হিতকাম্যয়া॥ ২০।
লিঙ্গং যঃ পার্ব্বতীশাখ্যং কাশ্যাং সম্পূজয়িষ্যতি।
তদ্দেহাবসিতিং প্রাপ্য কাশীলিঙ্গং ভবিষ্যতি॥ ২১।
কাশীলিঙ্গত্বমাসাদ্য মামেবানুপ্রবেক্ষ্যতি।
চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং পার্ব্বতীশসমর্চ্চনাৎ॥ ২২।
ইহ সৌভাগ্যমাপ্নোতি পরত্র চ শুভাঙ্গতিম্।
পার্ব্বতীশ্বরমারাধ্য যোষিদ্বা পুরুষোঽপি বা॥ ২৩।

পার্ব্বতী এইরূপে মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীতে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। পার্ব্বতী-প্রতিষ্ঠিত এই পার্ব্বতীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে নরগণকে আর ভবদর্শন করিতে হয় না। তাঁহারা তৎপুণ্য বলে ব্রহ্মহত্যাদি মহা মহা পাপ হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করেন।

অনন্তর স্কন্দদেব পুনরায় অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মুনে! বিশ্বেশ্বর এই লিঙ্গের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ভবাদৃশ ব্যক্তির হিতের নিমিত্ত আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৮—২১॥

মহাদেব কহিলেন, হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে তোমার প্রতিষ্ঠিত এই পার্ব্বতীশ্বর লিঙ্গের পূজা করিবে, স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক, সৌভাগ্যজন্ম সেই পুণ্যাত্মাকে পুনরায় আর গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তিনি ইহকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিয়া চরমে পরম গতি লাভ করিবেন। হে দেবি! চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষীয় তৃতীয়ায় যে মহাত্মা

ন গর্ভমাবিশেদ্ভূয়ো ভবেৎ সৌভাগ্যভাজনম্।
পার্ব্বতীশস্য লিঙ্গস্য নামাপি পরিগৃহ্নতঃ ॥ ২৪।
অপি জন্মসহস্রস্য পাপং ক্ষয়তি তৎক্ষণাৎ।
পার্ব্বতীশস্য মাহাত্ম্যং যঃ শ্রোষ্যতি নরোত্তমঃ।
ঐহিকামুষ্মিকান্ কামান্ স প্রাপ্স্যতি মহামতিঃ ॥ ২৫।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পার্ব্বতীশবর্ণনং নাম
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবেন, তিনি লিঙ্গ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া চরমে আমাতেই বিলীন হইবেন। হে ভবানি! পার্ব্বতীশ্বর লিঙ্গের নামানুকীর্ত্তন করিলে সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষয় হয়। যে নরোত্তম পার্ব্বতীশ্বর লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন, তিনি ইহকালে পূর্ণমনোরথ হইয়া পরকালে বাঞ্ছিত ফলের অধিকারী হইবেন ॥ ২২—২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পার্ব্বতীশ্বর বর্ণন নাম
নবতিতম অধ্যায়।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

পার্ব্বতীশস্য মহিমা কথিতস্তে ময়ানঘ।
মুনে নিশাময়েদানীং গঙ্গেশ্বরসমুদ্ভবম্ ॥ ১।
যং শ্রুত্বা যত্র কুত্রাপি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
চক্রপুষ্করিণীতীর্থং যদা গঙ্গা সমাগতা ॥ ২।
তেন দৈলীপিনাসার্দ্ধমস্মিন্নানন্দকাননে।
ক্ষেত্রপ্রভাবমতুলং জ্ঞাত্বা শম্ভুপরিগ্রহাৎ।
স্মৃত্বা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াঃ কাশ্যাং লোকোত্তরং ফলম্ ॥ ৩।
গঙ্গয়া স্থাপিতং লিঙ্গং বিশ্বেশাৎ পূর্ব্বতঃ শুভম্।
গঙ্গেশ্বরস্য লিঙ্গস্য কাশ্যাং দৃষ্টিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ৪।
তিথৌ দশহরায়াঞ্চ যো গঙ্গেশং সমর্চ্চয়েৎ।
তস্য জন্মসহস্রস্য পাপং সঙ্ক্ষীয়তে ক্ষণাৎ ॥ ৫।

একনবতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! এই আমি তোমার নিকট পার্ব্বতি-প্রতিষ্ঠিত পার্ব্বতীশ্বর লিঙ্গ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর গঙ্গেশ্বরের উৎপত্তি বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে মহাত্মা এই গঙ্গেশ্বর-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তিনি যে কোন জলাশয়ে স্নান করুন না কেন, গঙ্গাস্নানের ফলভাগী হন। হে কুম্ভযোনে! দিলীপ-নন্দন ভগীরথ কর্ত্তৃক ভূতলে আনিত ভাগিরথী, বারাণসীতে চক্রতীর্থ সহিত মিলিত হইয়া দেখিলেন, বিশ্বেশ্বরের অধিষ্ঠানভূমি বারাণসীর অতুল্য প্রভাব। কাশীতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় মহা ফল তখন দেবি সুরধুনীর মনে উদয় হওয়াতে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বভাগে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কাশীতে গঙ্গা-প্রতিষ্ঠিত গঙ্গেশ্বর লিঙ্গের দর্শন

কলৌ গঙ্গেশ্বরং লিঙ্গং গুপ্তপ্রায়ং ভবিষ্যতি।
তস্য সন্দর্শনং পুংসাং জায়তে পুণ্যহেতবে॥ ৬।
দৃষ্টং গঙ্গেশ্বরং লিঙ্গং যেন কাশ্যাং সুদুর্ল্লভম্।
প্রত্যক্ষরূপিণী গঙ্গা তেন দৃষ্টা ন সংশয়ঃ॥ ৭।
কলৌ সুদুর্ল্লভা গঙ্গা সর্ব্বকল্মষহারিণী।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মিত্রাবরুণনন্দন॥ ৮।
ততোঽপি তিথ্যে সম্প্রাপ্তে কাশ্যত্যন্তং সুদুর্ল্লভা।
ততোঽপি দুর্ল্লভং কাশ্যাং লিঙ্গং গঙ্গেশ্বরাভিধম্॥ ৯।
যস্য সন্দর্শনং পুংসাং ভবেৎ পাপক্ষয়ায় বৈ।
শ্রুত্বা গঙ্গেশমাহাত্ম্যং ন নরো নিরয়ী ভবেৎ॥ ১০।
লভেচ্চ পুণ্যসম্ভারং চিন্তিতঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ১১।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে গঙ্গেশ্বরমহিমাখ্যানং নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অতি দুর্ল্লভ। দশহরা তিথিতে গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে তৎক্ষণাৎ সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। কলিকালে এই গঙ্গেশ্বর লিঙ্গ তিরোভূতপ্রায় হইবেন, তখন প্রচুর পুণ্যবাণেরাই কেবল তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। কাশীতে সুদুর্ল্লভ এই গঙ্গেশ্বর লিঙ্গ যিনি দর্শন করিবেন, তাঁহার মূর্ত্তিমতী গঙ্গাদর্শনের ফল লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। হে মিত্রাবরুণনন্দন! সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী ভাগিরথী কলিকালে নিশ্চয়ই সুদুর্ল্লভা হইবেন, গঙ্গেশ্বর লিঙ্গও অন্তর্হিত হইবে, তখন কেবল গঙ্গেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণে যে প্রচুর পুণ্য ও সিদ্ধিলাভ হইবে, তৎপ্রভাবেই নরগণকে আর নরক দর্শন করিতে হইবে না॥ ১—১১।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে গঙ্গেশ্বর মহিমাখ্যান নাম একনবতিতম অধ্যায়।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

নর্ম্মদেশস্য মাহাত্ম্যং কথয়ামি মুনে তব।
যস্য স্মরণমাত্রেণ মহাপাতকসঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ১।
অস্য বারাহকল্পস্য প্রবেশে মুনিপুঙ্গবৈঃ।
আপৃচ্ছি কা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বদ সা ত্বং মৃকণ্ডজ ॥ ২।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সন্তি নদ্যঃ পরং শতম্।
সর্ব্বা অপ্যঘহারিণ্যঃ সর্ব্বা অপি বৃষপ্রদাঃ ॥ ৩।
সর্ব্বাভ্যোঽপি নদীভ্যশ্চ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রগাঃ।
ততোঽপি হি মহাশ্রেষ্ঠাঃ সরিৎসু সরিদুত্তমাঃ ॥ ৪।
গঙ্গা চ যমুনা চাথ নর্ম্মদা চ সরস্বতী।
চতুষ্টয়মিদং পুণ্যং ধুনীষু মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৫।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

স্কন্দদেব অগস্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিবর! যাঁহার স্মরণ মাত্র মহা মহা পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, সেই নর্ম্মদেশ্বর লিঙ্গ মাহাত্ম্য অতঃপর কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বরাহ কল্পে কোন সময়ে মুনিশ্রেষ্ঠগণ কৌতূহল পরাক্রান্ত হইয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মুনিবর! ধরাতলবাহিনী তরঙ্গিনী সমূহ মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা তুমি আমাদের নিকট বল। মহামুনি মার্কণ্ডেয় তদুত্তরে কহিয়াছিলেন, হে মুনিগণ! পৃথিবীতলগামিনী সমস্ত নদীই সর্ব্বকল্মষনাশিনী ও পুণ্যপ্রদা; তন্মধ্যে যাহারা সিন্ধুসঙ্গতা, তাহারা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ; এই সকলের মধ্যে আবার জগৎপাবনরূপিণী গঙ্গা,

ঋগ্বেদমূর্ত্তির্গঙ্গাস্যাদ্ যমুনা চ যজুর্ধ্রুবম্।
নর্ম্মদা সামমূর্ত্তিস্তু স্যাদথর্ব্বা সরস্বতী॥ ৬।
গঙ্গা সর্ব্বসরিদ্‌যোনিঃ সমুদ্রস্যাপি পূরণী।
গঙ্গায়া ন লভেৎ সাম্যং কাচিদত্র সরিদ্বরা॥ ৭।
কিন্তু পূর্ব্বং তপস্তপ্ত্বা রেবয়া বহুবৎসরম্।
বরদানোন্মুখো ধাতা প্রার্থিতশ্চেতি সত্তম॥ ৮।
গঙ্গাসাম্যং বিধে দেহি প্রসন্নোঽসি যদি প্রভো।
ব্রহ্মণাথ ততঃ প্রোক্তা নর্ম্মদা স্মিতপূর্ব্বকম্॥ ৯।
যদি ত্র্যক্ষসমত্বস্তু লভ্যতেঽন্যেন কেনচিৎ।
তদা গঙ্গাসমত্বঞ্চ লভ্যতে সরিতান্যয়া॥ ১০।
পুরুষোত্তমতুল্যঃ স্যাৎ পুরুষোঽন্যো যদি কচিৎ।
স্রোতস্বিনী তদা সাম্যং লভতে গঙ্গয়া পরা॥ ১১।
যদি গৌরীসমা নারী কচিদন্যা ভবেদিহ।
অন্যা ধুনীহ স্বর্ধুন্যাস্তদা সাম্যমুপৈষ্যতি॥ ১২।

যজুর্ব্বেদস্বরূপিণী যমুনা, শামবেদস্বরূপিণী সরস্বতী এবং অথর্ব্ববেদস্বরূপিণী নর্ম্মদা এই চারিটী অতীব মহতী ও মহা পুণ্যপ্রদা। গঙ্গাই সমস্ত নদীর আকর এবং সাগরের গাম্ভীর্য্য ও বিশালতার হেতুভূতা। অতএব হে মুনিগণ! গঙ্গার সহিত কোন নদীরই তুলনা হইতে পারে না॥ ২—৭॥

হে মুনিগণ! কোন সময়ে নর্ম্মদা, সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী ঘোরতর তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া গঙ্গার তুল্য পদ প্রাপ্তির প্রার্থনা করায়, চতুর্ম্মুখ ঈষদ্ধাস্যে কহিয়াছিলেন, হে নর্ম্মদে! শিব-পদ প্রাপ্তি যেমন অপরের অসম্ভব, তোমার গঙ্গা-পদ প্রাপ্তির কামনাও তদ্রূপ। পুরুষ-প্রধান পুরুষোত্তমের পদ-প্রাপ্তি যদি সামান্য কোন পুরুষের সম্ভব হয়, তাহা হইলে তুমিও গঙ্গা-তুল্য পদ প্রাপ্ত হইবে। হে নর্ম্মদে! সামান্য স্ত্রী কি গৌরী-পদ লাভ করিতে পারে? মন্দাকিনীর সহিত সামান্য নদীর তুলনা হইতে পারে না।

যদি কাশীপুরীতুল্যা ভবেদন্যা ক্বচিৎ পুরী।
তদা স্বর্গতরঙ্গিণ্যাঃ সাম্যমন্যা নদী লভেৎ ॥ ১৩।
নিশম্যেতি বিধের্বাক্যং নর্ম্মদা সরিদুত্তমা।
ধাতুর্বরং পরিত্যজ্য প্রাপ্তা বারাণসীং পুরীম্ ॥ ১৪।
সর্ব্বেভ্যোঽপি হি পুণ্যেভ্যঃ কাশ্যাং লিঙ্গপ্রতিষ্ঠিতেঃ।
অপরা ন সমুদ্দিষ্টা কৈশ্চিচ্ছ্রেয়স্করী ক্রিয়া ॥ ১৫।
অথ সা নর্ম্মদা পুণ্যা বিধিপূর্ব্বাং প্রতিষ্ঠিতিম্।
ব্যধাৎ পিলিপিল্যা তীর্থে ত্রিবিষ্টপসমীপতঃ ॥ ১৬।
ততঃ শম্ভুঃ প্রসন্নোঽভূত্তস্যৈ নদ্যৈ শুভাত্মনে।
বরং বৃণীষ্ব সুভগে যত্তুভ্যং রোচতেঽনঘে ॥ ১৭।
সরিদ্বরা নিশম্যেতি রেবা প্রাহ মহেশ্বরম্।
কিং বরেণেহ দেবেশ ভৃশং তুচ্ছেন ধূর্জ্জটে ॥ ১৮।
নির্দ্বন্দ্বা তৎ পদদ্বন্দ্বে ভক্তিরস্তু মহেশ্বর।
শ্রুত্বেতি নিতরাং তুষ্টো রেবা গিরমনুত্তমাম্ ॥ ১৯।

হে নর্ম্মদে! অন্য পুরীর সহিত কাশীপুরীর তুলনা যদ্রূপ অসার, গঙ্গা-তুল্য পদ-প্রাপ্তির ত্বদীয় আশাও তদ্রূপ অসার ॥ ৮—১৩ ॥

ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নর্ম্মদা তাঁহার বরের প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসী যাত্রা করিলেন এবং অন্যবিধ পুণ্য সঞ্চয়ে উপেক্ষা করিয়া কাশীতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাই সমুদয় ধর্ম্ম কর্ম্মের সারভূত জ্ঞানে, সুপবিত্রা নর্ম্মদা পিলপিলা তীর্থে ত্রিলোচন লিঙ্গ সমীপে যথাবিধানে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ১৪—১৬ ॥ বিশ্বেশ্বর নর্ম্মদার সেই কার্য্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে নিষ্পাপে! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর ॥ ১৭ ॥ তখন নর্ম্মদা কহিলেন, হে ধূর্জ্জটে! হে দেবেশ! আমি অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না, যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন

প্রোবাচ চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠে স্বয়োক্তং যত্তথাস্তু তৎ।
গৃহাণ পুণ্যনিলয়ে বিতরামি বরান্তরম্॥ ২০।
যাবন্তো দৃষদঃ সন্তি তব রোধসি নর্ম্মদে।
তাবন্তো লিঙ্গরূপিণ্যো ভবিষ্যন্তি বরান্মম॥ ২১।
অন্যঞ্চ তে বরং দদ্যাং তমপ্যাকর্ণয়োত্তমম্।
দুষ্প্রাপং যচ্চ তপসাং রাশিভিঃ পরমার্থতঃ॥ ২২।
সদ্যঃ পাপহরা গঙ্গা সপ্তাহেন কলিন্দজা।
ত্র্যহাৎ সরস্বতী রেবে ত্বন্তু দর্শনমাত্রতঃ॥ ২৩।
অপরঞ্চ বরং দদ্যাং নর্ম্মদে দর্শনাঘহে।
ভবত্যা স্থাপিতং লিঙ্গং নর্ম্মদেশ্বরসংজ্ঞকম্॥ ২৪।
যত্তল্লিঙ্গং মহাপুণ্যং মুক্তিং দাস্যতি শাশ্বতীম্।
অস্য লিঙ্গস্য যে ভক্তাস্তান্ দৃষ্ট্বা সূর্য্যনন্দনঃ॥ ২৫।
প্রণমিষ্যতি যত্নেন মহাশ্রেয়োঽভিবৃদ্ধয়ে।
সন্তি লিঙ্গান্যনেকানি কাশ্যাং দেবি পদে পদে॥ ২৬।

তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে। তচ্ছ্রবণে মহেশ্বর কহিলেন, হে সরিদ্বরে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে, আমি তোমাকে অন্য একটী বর প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। হে পুণ্যনিলয়ে! তোমার তীরভূমিস্থ যাবতীয় উপলখণ্ড আমার বরে লিঙ্গরূপী হইবে। হে নর্ম্মদে! তোমার প্রতি আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া অন্য একটী বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্ব সন্তাপ-নাশিনী গঙ্গা সদ্য পাপহরা, সরস্বতী দিবসত্রয়ে এবং যমুনা সপ্তাহে; কিন্তু হে নর্ম্মদে! তোমাকে দর্শন মাত্র জীবের সমস্ত পাপ বিদূরিত হইবে॥ ১৮—২৩॥ হে পাপহরে! তোমাকে আমি আরও একটী বর প্রদান করিতেছি, তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গের নাম নর্ম্মদেশ্বর হইবে এবং ইহাঁকে দর্শনমাত্রেই জীব শাশ্বত মুক্তি লাভ করিবে। নর্ম্মদেশ্বর ভক্তগণের নিকট যমেরও অধিকার থাকিবে না। হে দেবি! বারাণসীর

পরং হি নর্ম্মদেশস্য মহিমা কোঽপি চাদ্ভুতঃ।
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং যযৌ ॥ ২৭।
নর্ম্মদাপি প্রহৃষ্টাসীৎ পাবিত্র্যং প্রাপ্য চাদ্ভুতম্।
স্বদেশঞ্চ পরিপ্রাপ্তা দৃষ্টমাত্রাঘহারিণী ॥ ২৮।
বাক্যং মৃকণ্ডুজমুনেস্তেঽপি শ্রুত্বা মুনীশ্বরাঃ।
প্রহৃষ্টচেতসো জাতাশ্চক্রুঃ স্বং স্বং ততো হিতম্ ॥২৯।

স্কন্দ উবাচ।

নর্ম্মদেশস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিযুতো নরঃ।
পাপকঞ্চুকমুৎসৃজ্য প্রাপ্স্যতি জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ৩০।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে নর্ম্মদেশ্বরাখ্যানং নাম
দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

প্রতি পদেই শত শত লিঙ্গ আছে এবং তাঁহাদের মহিমাও অপার, কিন্তু নর্ম্মদেশ্বরের মহিমা অত্যদ্ভূত ॥ ২৪—২৭ ॥ এই কথা বলিয়া মহেশ্বর সেই লিঙ্গেই বিলীন হইলেন। পবিত্রতোয়া নর্ম্মদাও দৃষ্টিমাত্র পাপ-বিনাশনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্ট মানসে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ২৮ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মার্কণ্ডেয়ের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ভক্তি পূর্ব্বক অতি পবিত্র এই নর্ম্মদেশ্বর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে জীবের অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন অন্তঃকরণ জ্ঞান-জ্যোতিতে আলোকময় হয় ॥ ২৯—৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে নর্ম্মদেশ্বরাখ্যান নাম
দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

নর্ম্মদেশস্য মাহাত্ম্যং শ্রুতং কল্মষনাশনম্।
ইদানীং কথয় স্কন্দ সতীশ্বরসমুদ্ভবম্ ॥ ১।

স্কন্দ উবাচ।

মিত্রাবরুণসম্ভূত কথয়ামি কথাং শৃণু।
যথা সতীশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যামাবির্বভূব হ ॥ ২।
পুরা ততাপ সুমহত্তপঃ শতধৃতির্মুনে।
তপসা তেন দেবেশঃ সন্তুষ্টো বরদোঽভবৎ ॥ ৩।
উবাচ চাপি ব্রহ্মাণং নিতরাং ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ।
সর্ব্বজ্ঞনাথো লোকাত্মা বরং বরয় লোককৃৎ ॥ ৪।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন হে ষড়ানন! আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপ-বিনাশন নর্ম্মদেশ্বর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সতীশ্বর লিঙ্গের উৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন কর ॥ ১ ॥

স্কন্দ কহিলেন হে মিত্রাবরুণনন্দন! কিরূপে সতীশ্বর লিঙ্গ কাশীতে প্রাদুর্ভূত হইলেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

হে মুনে! পুরাকালে শতধৃতি ব্রহ্মা, ঘোরতর তপস্যায় লোকাত্মা, ব্রাহ্মণ-প্রিয়, লোকনাথ, সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরকে প্রসন্ন করায়, তিনি তাঁহার সমীপস্থ হইয়া কহিয়াছিলেন, হে বিশ্ববিধান! বর প্রার্থনা কর। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিশ্বনাথ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান

ব্রহ্মোবাচ।

যদি প্রসন্নো দেবেশ বরং দাস্যসি বাঞ্ছিতম্।
তদা ত্বং মে ভব স্তুতো দেবী দক্ষসুতাস্তু চ ॥ ৫।
ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ সর্ব্বদো ব্রহ্মণো বরম্।
স্মিত্বা দেবীমুখং বীক্ষ্য প্রোবাচ চতুরাননম্ ॥ ৬।
ব্রহ্মংস্ত্বদ্বাঞ্ছিতং ভূয়াৎ কিমদেয়ং পিতামহ।
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণো ভালাদাবিরাসীচ্ছশাঙ্কভৃৎ ॥ ৭।
রুদন্ স উত্তানশয়ো ব্রহ্মণো মুখমৈক্ষত।
ততো ব্রহ্মাপি তং বালং রুদন্তং প্রবিলোক্য চ ॥ ৮।
কিং মাং জনকমাপ্যাপি ত্বং রোদিষি মুহুর্মুহুঃ।
শ্রুত্বেতি পৃথুকঃ প্রাহ যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥ ৯।
নাম্নে রোদিমি মে স্রষ্টর্নাম দেহি পিতামহ।
রোদনাদ্রুদ্র ইত্যাখ্যাং স মায়াডিম্ভকোঽলভৎ ॥ ১০।

কর যে, তুমি আমার পুত্র হও এবং সতী দক্ষসুতা হউন ॥ ৩—৫ ॥ তৎশ্রবণে সর্ব্বদ মহেশ্বর সস্মিত বদনে দেবী ভগবতীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে পিতামহ! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তুমি যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া চন্দ্রশেখর ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে রুদ্ররূপে বিনির্গত হইলেন। হে অগস্ত্য! জাতমাত্র বালক ব্রহ্মার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা কহিলেন, হে বাল! আমি তোমার পিতা হইয়াছি বলিয়াই কি তুমি মুহুর্মুহু ক্রন্দন করিতেছ? ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণে বালক কহিল হে বিধাত! হে বিশ্বসৃক! আমি কোন্ নামে অভিহিত হইব, তুমি সত্বরে তাহার বিধান কর; আমার নামকরণ না হওয়াতেই রোদন করিতেছি। জাতমাত্র রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মা সেই মায়াবালককে রুদ্র নাম প্রদান করিলেন ॥ ৬—১০ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

অর্ভকত্বং গতোঽপীশঃ কিং রুরোদ ষড়ানন।
যদি বেৎসি তদাচক্ষ্ব মহৎকৌতূহলং হি মে॥ ১১।

স্কন্দ উবাচ।

সর্ব্বজ্ঞস্য কুমারত্বাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদবৈম্যহম্।
রোদনে কারণং বচ্মি শৃণু কুম্ভসমুদ্ভব॥ ১২।
মনসীতি বিচারোঽভূদ্দেবস্য পরমাত্মনঃ।
বুদ্ধিবৈভবমস্যাহো বীক্ষিতুং পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১৩।
সত্যলোকাধিনাথস্য চতুরাস্যস্য বেধসঃ।
ইত্যানন্দাৎ সমুদ্ভূতো বাষ্পপূরো মহেশিতুঃ॥ ১৪।

অগস্ত্য উবাচ।

কিং বুদ্ধিবৈভবং ধাতুঃ শম্ভুনা মনসীক্ষিতম্।
যেনানন্দাশ্রুসম্ভারো বাল্যেপ্যভবদীশিতুঃ॥ ১৫।

অগস্ত্য কহিলেন হে ষড়ানন! মহাদেব কি কারণে ব্রহ্মার পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন এবং জাতমাত্রই বা কেন রোদন করিলেন, এই বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে, যদি বিদীত থাক, তাহা হইলে কৃপা করিয়া কীর্ত্তন কর॥ ১১॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! অপর কেহ তোমার এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সমর্থ নহে, আমি সর্ব্বজ্ঞনন্দন বলিয়াই যাহা কিছু জানি, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনিবর! সত্যলোকাধিপতি প্রজাপতি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৈভব মনে মনে বিচার করিয়াই সর্ব্বান্তর্যামী সেই বালকরূপী মহেশ্বরের তৎকালে আনন্দাশ্রুপাত হইয়াছিল॥ ১২—১৪॥

অগস্ত্য কহিলেন হে ষড়ানন! ব্রহ্মার যে অসাধারণ বুদ্ধিবৈভবের আলোচনা করিয়া জন্মকালীন শম্ভুর লোচনত্রয় আনন্দ বারিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই বুদ্ধিবৈভব কি প্রকার তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর॥১৫॥

এতৎ কথয় মে প্রাজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞানন্দবর্দ্ধন।
শ্রুত্বাগস্ত্যুদিতং বাক্যং তারকারিরুবাচ হ॥ ১৬।
দেবেন মনসি ধ্যাতমিতি কুম্ভজনে মুনে।
বিনাপত্যং জনেতারং ক উদ্ধর্ত্তুমিহ প্রভুঃ।
একো মনোরথশ্চায়ং দ্বিতীয়োঽয়ং সুনিশ্চিতম্॥ ১৭।
অপত্যত্বং গতে চাস্মিন্ স্মর্ত্তুরুৎপত্তিহারিণি।
ক্ষণং ক্ষণং সমালোক্যমঙ্গস্পর্শে ক্ষণং ক্ষণম্॥ ১৮।
একশয্যাসনাহারং লপ্স্যেঽনেন ক্ষণে ক্ষণে।
যোঽয়ং ন গোচরঃ ক্বাপি বাণীমনসয়োরপি॥ ১৯।
স মেঽপত্য ত্বমাসাদ্য কিং ন দাস্যতি চিন্তিতম্॥ ২০।
যোঽমুং সকৃৎ স্পৃশেজ্জন্তুর্য্যোঽমুং পশ্যেৎ সকৃন্মুদা।
ন স ভূয়োঽভিজায়েত ভবেচ্চানন্দমেদুরঃ॥ ২১।
গৃহক্রীড়নকং মেঽসৌ যদি ভূয়াৎ কথঞ্চন।
তদা পরস্য সৌখ্যস্য নিধানং স্যামসংশয়ম্॥ ২২।

তখন তারকনিসূদন ষড়ানন কহিলেন, হে মুনিবর! দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা তৎকালে মনে মনে ইহাই চিন্তা করিতেছিলেন, যে আমার মত সুখী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। পুত্রই পিতার পরিত্রাণের হেতু, বিশেষতঃ যাঁহার স্মরণ মাত্র আর ভব দর্শন করিতে হয় না, যিনি বাক্য মনের অগোচর, যাঁহাকে একবার মাত্র দর্শন ও স্পর্শ করিলে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করিতে পারা যায়, বিশ্বনিদান সেই বিশ্বেশ্বরকে আমি পুত্র রূপে প্রাপ্ত হইব। তিনি প্রতিক্ষণ আমার গৃহে ক্রীড়া করিতে থাকিবেন, অহোরহ দর্শন, সর্ব্বদা স্পর্শন, এক শয্যায় শয়ন এবং একত্রে ভোজনে পরম প্রীতিলাভ করিতে পারিব; ইহার তুল্য সুখ আর কি আছে আমাকে তাঁহার কিছুই অদেয় থাকিল না—আমি সকল সুখের পার প্রাপ্ত হইলাম। হে অগস্ত্য! ব্রহ্মার অন্তঃকরণের এইরূপ বিশুদ্ধ ভাব পরিজ্ঞাত হওয়াতেই,

বিধে সমীহিতঞ্চেতি নূ্যনং জ্ঞাত্বা স সর্ব্ববিৎ।
আনন্দবাষ্পকলিতং চক্ষুস্ত্রয়মদীধরৎ ॥ ২৩।
শ্রুত্বেত্যগস্তিঃ স্কন্দস্য ভাষিতং পর্য্যমূমুদৎ।
ননাম চাঙ্ঘ্রী প্রোবাচ জয় সর্ব্বজ্ঞনন্দন ॥ ২৪।
বিধেরপি মনো জ্ঞাতং শম্ভোরপি মনোগতম্।
সম্যক্ চিত্তং ত্বয়া জ্ঞাতং নমস্তুভ্যঞ্চিদাত্মনে ॥ ২৫।
স্কন্দোঽপি নিতরাং তুষ্টঃ শ্রোতুরানন্দদর্শনাৎ।
ধন্যোঽস্যগস্ত্য ধন্যোঽসি শ্রোতুং জানাসি তত্ত্বতঃ ॥ ২৬।
ন মে শ্রমো বৃথা জাতো ব্রুবতস্তে পুরঃ কথাম্।
ইত্যগস্তিং সমাভাষ্য পুনঃ প্রাহ ষড়াননঃ ॥ ২৭।
দেবে রুদ্রত্বমাপন্নে দেবী দক্ষসুতাভবৎ।
সাপি তপ্ত্বা তপস্তীব্রং সতী কাশ্যাং বরার্থিনী ॥ ২৮।

সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বময় সদাশিবের হৃদয় প্রেমার্দ্র হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তাঁহার নেত্রত্রয় আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

ব্যাস কহিলেন, স্কন্দদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহামুনি অগস্ত্য আনন্দপূর্ণ মানসে ধরালুণ্ঠন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে সচ্চিদানন্দৈকনিদান! হে ষড়ানন! তুমি বিধাতার মনোবৃত্তি বলিতে পার এবং মহেশ্বরেরও হৃদয়-রহস্য পরিজ্ঞাত আছ, অতএব হে নির্ম্মলাত্মন্! তোমার জয় হউক, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৬—২৫ ॥

শ্রোতার আনন্দ দর্শনে স্কন্দদেবও পরমানন্দ লাভ করিয়া কহিলেন, হে অগস্ত্য! তুমি ধন্য! তুমিই যথার্থ শ্রোতা, তোমার মত শ্রোতা আর দ্বিতীয় নাই। হে মুনিবর! তোমার নিকট এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমি শ্রম সফল বোধ করিলাম ॥ ২৬—২৭ ॥

স্কন্দদেব পুনরায় কহিলেন, হে অগস্ত্য! মহাদেব এই রূপে রুদ্র-রূপ ধারণ করিয়া চতুর্ম্মুখের অভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। এ দিকে সতী ভগবতী,

দদর্শ লিঙ্গরূপেণ প্রাদুর্ভূতং হরং পুরঃ।
অলং তপ্ত্বা মহাদেবি প্রোক্তবন্তমিতি স্ফুটম্॥ ২৯।
ইদং সতীশ্বরং লিঙ্গং তব নাম্না ভবিষ্যতি।
যথা মনোরথস্তত্র ফলিতো দক্ষকন্যকে॥ ৩০।
তথৈতল্লিঙ্গমারাধ্যান্যস্যাপি হি ফলিষ্যতি।
কুমারী প্রাপ্স্যতি পতিং মনসোঽপি সমুচ্ছ্রিতং॥ ৩১।
এতল্লিঙ্গং সমারাধ্য কুমারোঽপি বরাঙ্গনাম্।
যস্য যস্য হি যঃ কামস্তস্য তস্য হি স ধ্রুবম্॥ ৩২।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ সতীশ্বরসমর্চ্চনাৎ।
সতীশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য যো যো যং যং সমীহতে॥ ৩৩।
তস্য তস্য স স ক্ষিপ্রং ভবিষ্যতি মনোরথঃ।
ইতোঽষ্টমে চ দিবসে ত্বজ্জনেতা প্রজাপতিঃ॥ ৩৪।
মহ্যং দাস্যতি কন্যাং ত্বাং সফলস্তে মনোরথঃ।
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবৎ॥ ৩৫।

দক্ষালয়ে জন্ম গ্রহণান্তর মহাদেবের নিকট বর প্রাপ্তির আশায় বারাণসীতে আসিয়া তীব্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর বর প্রদানার্থ লিঙ্গরূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে মহাদেবি! হে দক্ষ-তনয়ে! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল, তপস্যায় ক্ষান্ত হও। এই লিঙ্গ তোমার নামানুসারে সতীশ্বর লিঙ্গ নামে বিখ্যাত হইবে। সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ এই লিঙ্গের আরাধনা নরের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই লিঙ্গের পূজা করিলে কুমারীগণ মনমত পতী এবং বিবাহার্থী পুরুষগণ মনমত স্ত্রী লাভ করিবে। যে, যে কামনা করিয়া এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ তাহার তাহাই পূর্ণ হইবে। হে দেবি! অদ্য হইতে অষ্টম দিবসে দক্ষরাজ তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। এই কথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। সতী দাক্ষায়ণীও দক্ষভবনে প্রতিগমন

সাপি স্বভবনং যাতা সতী দাক্ষায়ণী মুদা।
পিতাপি তস্মৈ প্রাদাত্তাং রুদ্রায় দিবসেঽষ্টমে ॥ ৩৬।

স্কন্দ উবাচ।

ইত্থং সতীশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যাং প্রাদুরভূন্মুনে।
স্মরণাদপি লিঙ্গস্য দদ্যাৎ সত্ত্বগুণং পরম্ ॥ ৩৭।
রত্নেশাৎ পূর্ব্বতো ভাগে দৃষ্ট্বা লিঙ্গং সতীশ্বরম্।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সদ্যঃ ক্রমাৎ জ্ঞানঞ্চ বিন্দতি ॥ ৩৮।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে সতীশ্বরপ্রাদুর্ভাবো নাম ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

করিলেন। অনন্তর যথোক্ত দিবসে দক্ষরাজ রুদ্র হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন ॥ ২৮—৩৬ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এই রূপে কাশীতে দক্ষেশ্বর লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। ইহাঁর স্মরণমাত্র ভক্তগণ সত্ত্বগুণ লাভ করে। রত্নেশ্বরের পূর্ব্ব-ভাগে অধিষ্ঠিত এই সতীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবগণ সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করে ॥ ৩৭। ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে সতীশ্বরপ্রাদুর্ভাব নাম ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

অন্যান্যপি চ লিঙ্গানি কথয়ামি মহামুনে।
অমৃতেশমুখাদীনি যন্নামাপ্যমৃতপ্রদম্‌ ॥ ১।
পুরা সনারুনামাসীন্মুনিরত্র গৃহাশ্রমী।
ব্রহ্মযজ্ঞরতো নিত্যং নিত্যঞ্চাতিথিদৈবতঃ ॥ ২।
লিঙ্গপূজারতো নিত্যং নিত্যং তীর্থাপ্রতিগ্রহী।
তস্যর্ষেরভবৎ পুত্রঃ সনারোরুপজঙ্ঘনিঃ ॥ ৩।
স কদাচিদ্গতোঽরণ্যং তত্র দষ্টঃ পৃদাকুনা।
অথ তৎ সবয়োভিশ্চ স আনীতঃ স্বমাশ্রমম্‌ ॥ ৪।
সনারুণা সমুচ্ছস্য নীতঃ স উপজঙ্ঘনিঃ।
মহাশ্মশানভূভাগং স্বর্গদ্বারসমীপতঃ ॥ ৫।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! যে সকল লিঙ্গের নাম মাত্র শ্রবণে অমরত্ব লাভ হয়, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি সেই সমস্ত লিঙ্গের বিষয় অতঃপর কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

হে মুনিবর! পুরাকালে কাশীধামে সনারু নামে গৃহাশ্রমী এক মুনি বাস করিতেন। তিনি প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখ হইয়া, ব্রহ্মযজ্ঞ, অতিথিসৎকার, দেবার্চ্চন এবং লিঙ্গপূজায় নিয়ত নিরত থাকিতেন। মহর্ষির উপজঙ্ঘনি নামে এক পুত্র ছিল। একদা সেই পুত্র কোন কার্য্য উপলক্ষে বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে বন গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা ভুজঙ্গ দংশনে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গিগণ তাঁহার মৃতদেহ সনারু সমীপে আনয়ন করিলে, তিনি তদ্দর্শনে অতিশয় বিষাদিত হইলেন। এবং সংস্কারার্থ তাহা

তত্রাসীচ্ছ্রীফলাকারং লিঙ্গমেকং সুগুপ্তবৎ।
নিধায় তত্র তং যাবচ্ছবং সঞ্চিন্তয়েৎ সুধীঃ ॥ ৬।
সর্পদষ্টস্য সংস্কারঃ কথং ভবতি চেতি বৈ।
তাবৎ সজীবন্নুত্তস্থৌ সুপ্তবচ্চোপজঙ্ঘনিঃ ॥ ৭।
অথ তং বীক্ষ্য স মুনিঃ সনারুরুপজঙ্ঘনিম্।
পুনঃ প্রাণিতসম্পন্নং বিস্ময়ং প্রাপ্তবান্ পরম্ ॥ ৮।
প্রাণিতব্যেঽত্র কো হেতুর্মচ্ছিশোরুপজঙ্ঘনেঃ।
ক্ষেত্রাদ্বহিরহির্যং হি দষ্টা নৈষীৎ পরাসুতাম্ ॥ ৯।
ইতি যাবৎ স সন্ধত্তে ধিয়ং তজ্জীবিতৈকিকাম্।
তাবৎ পিপীলিকা ত্বেকা মৃতং ক্বাপি পিপীলিকম্ ॥১০।
আনিনায় চ তত্রৈব সোপ্যনন্নির্গতস্ততঃ।
অথ বিজ্ঞায় স মুনিস্তত্ত্বং জীবিতসূচিতম্ ॥ ১১।

গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্ণ দ্বার সমীপস্থ মহাশ্মশানের এক স্থানে রক্ষা করিলেন। মৃত দেহ যে স্থানে রক্ষিত হইল, তন্নিম্নদেশে শ্রীফলাকার একটী শিবলিঙ্গ নিহিত ছিল। অনন্তর সনারু অসঙ্গত মৃতের সংস্করণে সন্দিহান হইয়া ইতঃস্তত করিতেছেন, ইতিমধ্যে মৃত উপজঙ্ঘনি সুপ্তের ন্যায় সমুত্থিত হইলেন। পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত দর্শনে সনারু বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো! কিরূপে সর্পদষ্ট মৃত শিশু পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইল, অথবা ক্ষেত্রমাহাত্ম্য ব্যতীত ইহার অন্য কোন কারণ নাই ॥ ২—৯॥ সনারু এই রূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন একটী পিপীলিকা অন্য একটী মৃত পিপীলিকাকে মুখে করিয়া সেই স্থানে রক্ষা করিল; এবং কিয়ৎক্ষণ অন্তরে সেই মৃত পিপীলিকাও জীবন প্রাপ্ত হইয়া চলিয়া গেল। তখন মুনিবর সনারু ক্ষেত্র-মাহাত্ম্যই তাঁহার পুত্রের পুনর্জীবন প্রাপ্তির হেতুভূত, ইহা অবধারণ করিয়া হস্ত দ্বারা সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। অত্যল্পমাত্র মৃত্তিকা উত্তোলিত হইবামাত্র মুনিবর তন্মধ্যে

মৃদুহস্ততলেনৈব যাবৎ খনতি বৈ মুনিঃ।
তাবচ্ছ্রীফলমাত্রং হি লিঙ্গং তেন সমীক্ষিতম্ ॥ ১২।
সনারুণাথ তল্লিঙ্গং তেন তত্র সমর্চ্চিতম্।
চিরকালীনলিঙ্গস্য কৃতং নামাপি সান্বয়ম্ ॥ ১৩।
অমৃতেশ্বরনামেদং লিঙ্গমানন্দকাননে।
এতল্লিঙ্গস্য সংস্পর্শাদমৃতত্বং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৪।
অমৃতেশং সমভ্যর্চ্চ্য জীবৎপুত্রঃ স বৈ মুনিঃ।
স্বাস্পদং সমনুপ্রাপ্তো দৃষ্ট আশ্চর্য্যবজ্জনৈঃ ॥ ১৫।
তদাপ্রভৃতি তল্লিঙ্গমমৃতেশং মুনীশ্বর।
কাশ্যাং সিদ্ধিপ্রদং নৃণাং কলৌ গুপ্তং ভবেৎ পুনঃ ॥১৬।
অমৃতেশ্বরসংস্পর্শাৎ মৃতা জীবন্তি তৎক্ষণাৎ।
অমৃতত্বং ভজন্তেঽত্র জীবন্তঃ স্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১৭।
অমৃতেশসমং লিঙ্গং নাস্তি ক্কাপি মহীতলে।
তল্লিঙ্গং শম্ভুনা তিষ্যে কৃতং গুপ্তং প্রযত্নতঃ ॥ ১৮।

শ্রীফলাকার একটী লিঙ্গ দর্শন করিলেন। অনন্তর সনারু তথায় সেই অনাদি লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার মহিমানুরূপ অমৃতেশ্বর নাম রাখিলেন। আনন্দকানন কাশীধামে এই লিঙ্গকে স্পর্শ করিলে অমরত্ব লাভ হয়। সনারু এইরূপে অমৃতেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া পুনর্জীবিত পুত্র সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল ॥ ১০—১৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! মানবগণের সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ এই লিঙ্গ তদবধি কাশীতে অমৃতেশ্বর নামে অভিহিত হইলেন। এই লিঙ্গ স্পর্শ মাত্র মৃতের জীবন এবং জীবিতের অমরত্ব লাভ হয়। হে অগস্ত্য! মহীতলস্থ কোন লিঙ্গের মহিমাই অমৃতেশ্বরের মহিমার তুল্য নহে। পাপ পরিপূর্ণ কলিকালে মহেশ্বর এই লিঙ্গ-মহিমা অতিশয় গোপনে রাখিয়াছেন। কিন্তু

অমৃতেশ্বরনামাপি যে কাশ্যাং পরিগৃহ্নতে।
ন তেষামুপসর্গোত্থং ভয়ং ক্বাপি ভবিষ্যতি॥ ১৯।
মুনেঽন্যচ্চ মহালিঙ্গং করুণেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
মোক্ষদ্বারসমীপে তু মোক্ষদ্বারেশ্বরাগ্রতঃ॥ ২০।
দর্শনাত্তস্য লিঙ্গস্য মহাকারুণিকস্য বৈ।
ন ক্ষেত্রান্নির্গমো জাতু বহির্ভবতি কস্যচিৎ॥ ২১।
স্নাতব্যং মণিকর্ণ্যাঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ করুণেশ্বরঃ।
ক্ষেত্রোপসর্গজা ভীতির্হাতব্যা পরয়া মুদা॥ ২২।
সোমবাসরমাসাদ্য একভক্তব্রতং চরেৎ।
যষ্টব্যঃ করুণাপুষ্পৈর্ব্রতিনা করুণেশ্বরঃ॥ ২৩।
তেন ব্রতেন সন্তুষ্টঃ করুণেশঃ কদাচন।
ন তং ক্ষেত্রাদ্বহিঃ কুর্য্যাত্তস্মাৎ কার্য্যং ব্রতন্ত্বিদম্॥ ২৪।
তৎ পত্রৈস্তৎ ফলৈর্বাপি সম্পূজ্যঃ করুণেশ্বরঃ।
যো ন জানাতি তল্লিঙ্গং সম্যক্ জ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ॥ ২৫।

সেই গুপ্ত মহিমা পরিজ্ঞাত হইয়া যে সকল ব্যক্তি ভক্তিভাবে ইহাঁর নামোচ্চারণ করিবে, তাহাদের কোন রূপ উপসর্গ ভয় থাকিবে না॥ ১৬—১৯॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মোক্ষদ্বার সমীপে মোক্ষদ্বারেশ্বর লিঙ্গের পুরোভাগে করুণেশ্বর নামে মহা লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে কাশীবাসসুখে বঞ্চিত হইতে হয় না। মনিকর্ণিকায় স্নান করিয়া করুণেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে কোন প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির ভয় থাকে না॥ ২০—২২॥ যে ব্যক্তি রবিবার একভক্ত-ব্রতাচরণ পূর্ব্বক করুণাপুষ্প দ্বারা করুণেশ্বরের পূজা করে, করুণাময় করুণেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কাশীবাসের অধিকারী করেন। করুণাবৃক্ষের ফল অথবা পত্র দ্বারা করুণেশ্বর লিঙ্গের পূজা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অজ্ঞান মূঢ় ব্যক্তিরাই করুণেশ্বরকে পরিজ্ঞাত নহে। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে "হে করুণাকল্পতরুদেবেশ! তুমি প্রসন্ন হও" এই রূপ

তেনার্চ্চ্যঃ করুণাবৃক্ষো দেবেশঃ প্রীয়তামিতি।
যো বর্ষং সোমবারস্য ব্রতং কুর্য্যাদিতি দ্বিজঃ ॥ ২৬।
প্রসন্নঃ করুণেশোঽত্র তস্য দাস্যতিবাঞ্ছিতম্।
দ্রষ্টব্যঃ করুণেশোঽত্র কাশ্যাং যত্নেন মানবৈঃ ॥ ২৭।
ইতি তে করুণেশস্য মহিমোক্তো মহত্তরঃ।
যং শ্রুত্বা নোপসর্গোত্থং ভয়ং কাশ্যাং ভবিষ্যতি ॥ ২৮।
মোক্ষদ্বারেশ্বরঞ্চৈব স্বর্গদ্বারেশ্বরং তথা।
উভৌ কাশ্যাং নরো দৃষ্টা স্বর্গং মোক্ষঞ্চ বিন্দতি ॥২৯।
জ্যোতীরূপেশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যামন্যৎ প্রকাশতে।
তস্য সম্পূজনাদ্ভক্তা জ্যোতীরূপা ভবন্তি হি ॥ ৩০।
চক্রপুষ্করিণীতীরে জ্যোতীরূপেশ্বরং পরম্।
সমভ্যর্চ্চ্যাপ্নুয়ান্ মর্ত্ত্যো জ্যোতীরূপং ন সংশয়ঃ ॥ ৩১।
যদা ভাগীরথীগঙ্গা তত্র প্রাপ্তা সরিদ্বরা।
তদারভ্যার্চ্চয়েন্নিত্যং তল্লিঙ্গং স্বর্ধুনী মুদা ॥ ৩২।
পুরা বিষ্ণো তপত্যত্র তল্লিঙ্গং স্বয়মেব হি।
তত্রাবিরাসীত্তেজস্বি তেন ক্ষেত্রমিদং শুভম্ ॥ ৩৩।

বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্বৎসরকাল প্রতি সোমবারে করুণেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন ও তাঁহার পূজা করে, তিনি বাঞ্ছানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২৩—২৭ ॥ যাহারা করুণেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহাদের কোনরূপ উপসর্গের ভয় থাকে না ॥ ২৮ ॥ কাশীতে মোক্ষেশ্বর ও স্বর্গদ্বারেশ্বর লিঙ্গদ্বয়কে দর্শন করিলে স্বর্গমোক্ষ লাভ হয় ॥ ২৯ ॥ চক্রপুস্করিণী তীরস্থ জ্যোতিরূপেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে ভক্তগণ নিশ্চয়ই জ্যোতিশ্বরের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। চক্রতীর্থ সহিত মিলিত হইয়া ভাগিরথী পরমানন্দে এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ॥ ৩০-৩২ ॥ পুরাকালে স্বয়ং বিষ্ণু এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার তপঃ-প্রভাবেই এই লিঙ্গ আবির্ভূত হন এবং তজ্জন্যই এই ক্ষেত্রের এতদূর মাহাত্ম্য

চক্রপুষ্করিণীতীরে জ্যোতীরূপেশ্বরং তদা ॥
দূরস্থোঽপীহ যোধ্যায়েত্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ৩৪ ।
এতেষ্বপি চ লিঙ্গেষু চতুর্দ্দশসু সত্তম ।
লিঙ্গাষ্টকং মহাবীর্য্যং কর্ম্মবীজদবানলম্ ॥ ৩৫ ।
ওঙ্কারাদীনি লিঙ্গানি যান্যুক্তানি চতুর্দ্দশ ।
তথা দক্ষেশ্বরাদীনি লিঙ্গান্যষ্টৌ মহান্তি চ ॥ ৩৬ ।
শৈলেশাদীনি লিঙ্গানি তথা যানি চতুর্দ্দশ ।
পুনঃ ষট্‌ত্রিংশদেতানি ক্ষেত্রসংসিদ্ধিহেতবে ॥ ৩৭ ।
ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপোঽসৌ লিঙ্গেষ্বেষু সদাশিবঃ ।
অস্মিন্ ক্ষেত্রে বসন্নিত্যং তারকং জ্ঞানমাদিশেৎ ॥ ৩৮ ।
ক্ষেত্রস্য তত্ত্বমেতদ্ধি ষট্‌ত্রিংশল্লিঙ্গরূপ্যহো ।
এতেষাং ভজনাৎ পুংসাং ন ভবেদ্দুর্গতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৯ ।
মুনে রহস্যভূতানি লিঙ্গান্যেতানি নিশ্চিতম্ ।
এতল্লিঙ্গপ্রভাবাচ্চ মুক্তিরত্র সুনিশ্চিতা ॥ ৪০ ।

॥ ৩৩ ॥ দূর হইতেও চক্র পুষ্করিণী তীরস্থ এই লিঙ্গের ধ্যান করিলে পরমা সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী হয় । ৩৪ ॥ আগমোক্ত চতুর্দ্দশ লিঙ্গের মধ্যে তেজঃপুঞ্জ ও কর্ম্মবীজ দাবানল স্বরূপ অমৃতেশ্বর প্রভৃতি অষ্টলিঙ্গই বিশেষ প্রসিদ্ধ ॥৩৫॥ ওঙ্কারেশ্বর প্রভৃতি চতুর্দ্দশ এবং দক্ষেশ্বর প্রভৃতি অষ্ট লিঙ্গই কাশীতে অতি মহৎ ॥ ৩৬ ॥ শৈলেশ্বরাদি চতুর্দ্দশ লিঙ্গ এবং অপর ষট্‌ত্রিংশৎ লিঙ্গই কাশীতে ভক্তগণের সিদ্ধিপ্রদ ॥ ৩৭ ॥ সদাশিব এই ষট্‌ত্রিংশৎ লিঙ্গে আগমোক্ত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বরূপে অবস্থান করিয়া কাশীবাসিগণকে মহামন্ত্র তারক মন্ত্র দান করেন ॥ ৩৮ ॥ যাঁহারা কাশীক্ষেত্রের পরমার্থ স্বরূপ এই ষট্‌ত্রিংশৎ লিঙ্গের উপাসনা করেন, তাঁহাদের কোনরূপ দুর্গতি থাকে না ॥ ৩৯ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর ! এই সকল লিঙ্গের নিগূঢ় তত্ত্ব সকলে পরিজ্ঞাত নহে, ইহাঁদের মাহাত্ম্য প্রভাবেই কাশীতে মুক্তি অতি সুলভ ॥ ৪০ ॥

মোক্ষক্ষেত্রমিদং কাশী লিঙ্গৈরেতৈর্ম্মহামতে।
এতান্যন্যানি সিদ্ধানি সংভবন্তি যুগে যুগে ॥ ৪১ ।
আনন্দকাননং শম্ভোঃ ক্ষেত্রমেতদনাদিমৎ।
অত্র সংস্থিতিমাপন্না মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ।
যোগসিদ্ধিরিহাস্ত্যেব তপঃসিদ্ধিরিহৈব হি।
ব্রতসিদ্ধির্ম্মন্ত্রসিদ্ধিস্তীর্থসিদ্ধিঃ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪৩ ।
সিদ্ধ্যষ্টকং তু যৎ প্রোক্তমণিমাদিমহত্তরম্।
তজ্জন্মভূমিরেষৈব শম্ভোরানন্দবাটিকা ॥ ৪৪ ।
নির্ব্বাণলক্ষ্ম্যাঃ সদনমেতদানন্দকাননম্।
এতৎ প্রাপ্য ন মোক্তব্যং পুণ্যৈঃ সংসারভীরুণা ॥ ৪৫ ।
অয়মেব মহালাভ ইদমেবপরন্তপঃ।
এতদেব মহৎ পুণ্যং লব্ধা বারাণসীহ যৎ ॥ ৪৬ ।
অবশ্যং জন্মিনো মৃত্যুর্যত্র কুত্র ভবিষ্যতি।
কর্ম্মানুসারিণী লভ্যা গতিঃ পশ্চাচ্ছুভাশুভা ॥ ৪৭ ।

হে মহামতে! কাশীপুরী এই সকল লিঙ্গের অধিষ্ঠান ভূমি হওয়াতেই মোক্ষপুরী ও ভক্তগণের অভিষ্টানুরূপ সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ বিশ্বেশ্বরের আনন্দ-কানন অনাদি এই বারাণসী পুরীতে যে সকল মহাত্মা অবস্থান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভে সমর্থ হইবেন। কি যোগ সিদ্ধি, কি তপঃ সিদ্ধি, কি ব্রত সিদ্ধি, কি মন্ত্র সিদ্ধি, কি তীর্থ সিদ্ধি, কি অনিমাদি মহত্তর অষ্ট সিদ্ধি, সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধিই কাশীবাসীর পক্ষে সুলভ ॥ ৪২—৪৪॥ নির্ব্বাণ লক্ষ্মীর বাসভবন আনন্দ-কানন এই কাশীধাম, সংসার-ভীরু, পুণ্য রহিত মানবগণকে মুক্তি বিধান করিতে সম্যক সমর্থ ॥ ৪৫ ॥ বারাণসী লাভই মহালাভ, বারাণসী লাভই পরম তপস্যা এবং বারাণসী লাভই মহা পুণ্য। জন্ম গ্রহণ করিলেই মৃত্যু অবধারিত এবং মৃত্যুর পর মর্ত্ত্যগণ স্ব স্ব

মৃত্যুং বিজ্ঞায় নিয়তং গতিং কর্ম্মানুসারিণীম্ ।
অবশ্যং কাশিকা সেব্যা সর্ব্বকর্ম্মনিবারিণী ॥ ৪৮ ।
মানুষ্যং প্রাপ্য যে মূঢ়া নিমেষমিতজীবিতম্ ।
ন সেবন্তে পুরীং কাশীং তে মূঢ়া মন্দবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৯ ।
দুর্ল্লভং জন্মমানুষ্যং দুর্ল্লভা কাশিকা পুরী ।
উভয়োঃ সঙ্গমাসাদ্য মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ।
ক্ক চ তাদৃক্ তপাংসীহ ক্ক তাদৃগ্‌যোগ উত্তমঃ ।
যাদৃগ্ভিঃ প্রাপ্যতে মুক্তিঃ কাশ্যাং মোক্ষোত্তমোত্তমঃ ॥৫১
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যপূর্ব্বং পুনঃ পুনঃ ।
ন কাশীসদৃশী মুক্ত্যৈ ভূমিরন্যা মহীতলে ॥ ৫২ ।
বিশ্বেশো মুক্তিদো নিত্যং মুক্ত্যৈ চোত্তরবাহিণী ।
আনন্দকাননে মুক্তির্মুক্তির্নান্যত্র কুত্রচিৎ ॥ ৫৩ ।

কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ অতএব মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী এবং ভাবি গতি প্রাক্তন কর্ম্মানুসারিনী, তখন সর্ব্ব কর্ম্ম বারিনী মুক্তি-বিধায়িনী বারাণসী বাসই নরের সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ৪৮ ॥ নশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়া মোক্ষপুরী কাশীপুরীর যে সেবা না করে, তাহার তুল্য মূঢ় আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৪৯ ॥ মানবজন্ম দুর্লভ জন্ম, কাশী বাসও অনায়াস-লভ্য নহে। অতএব দুর্লভা কাশী সংসর্গে, দুর্লভ জন্মা মানব যে মোক্ষ লাভ করিবে তাহার আর সন্দেহ কি ॥ ৫০ ॥ কঠিন যোগাচরণ ও তপশ্চরণে যে মোক্ষ লাভ হয়, কাশীবাসে অনায়াসেই সেই অনুত্তম মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ যে আনন্দ-কাননে মুক্তি বিধানার্থ উত্তর-বাহিনী ভাগিরথী সমুদ্যতা, বিশেষতঃ স্বয়ং বিশ্বেশ্বর যে স্থানে অনুক্ষণ মোক্ষ দান করিতেছেন, হে মুনিবর! ঈদৃশী কাশীপুরীর সহিত কি অন্য পুরীর উপমা হইতে পারে? আমি তোমাকে সত্য সত্যই কহিতেছি, কাশী

এক এব হি বিশ্বেশো মুক্তিদো নান্য এব হি।
স এব কাশীং প্রাপয্য মুক্তিং যচ্ছতি নান্যতঃ॥ ৫৪।
সাযুজ্য মুক্তিরত্রৈব সান্নিধ্যাদিরথান্যতঃ।
সুলভা সাপি নো ন্যূনঃ কাশ্যাং মোক্ষোঽস্তি হেলয়া॥৫৫

স্কন্দ উবাচ।

শৃণ্বগস্ত্য মহাভাগ ভবিষ্যং কথয়াম্যহম্।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসোঽকথয়দ্ যন্মহদ্বচঃ।
নিশ্চিকেতুমনাঃ পশ্চাদ্ যৎ করিষ্যতি তচ্ছৃণু॥ ৫৬।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অমৃতেশাদিলিঙ্গপ্রাদুর্ভাবো নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুরীর সমান মোক্ষদায়িনী পুরী ভূমণ্ডলে কুত্রাপি নাই॥ ৫২॥ ৫৩॥ বিশ্বেশ্বর পুরী কাশী পুরীতে মুক্তি যেরূপ সুলভ, অন্য কোন দেব অন্য কোন তীর্থে তদ্রূপ মুক্তি বিধান করেন না, অর্থাৎ সাযুয্য সালোক্যাদি মুক্তি কাশীতে যেরূপ সুলভ অন্য কুত্রাপি তাদৃশ সুলভ নহে॥ ৫৪॥ ৫৫॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ব্যাসদেব পশ্চাৎ যে যে কার্য্য করিবেন এবং তিনি সুতের নিকট যে যে কথা বলিবেন, সেই ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত সকল আমি এক্ষণে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অমৃতেশ্বরাদি লিঙ্গ প্রাদুর্ভাব নাম চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

শৃণু বাতাপিসংহর্ত্তঃ কাশ্যাং পাতকতস্কিনী।
পদ্মকল্পে তু যা বৃত্তা দমনস্য দ্বিজন্মনঃ ॥ ১।
ভারদ্বাজস্য তনয়ো দমনো নাম নামতঃ।
কৃতমৌঞ্জীবিধিঃ সোঽথ বিদ্যাজাতং প্রগৃহ্য চ ॥ ২।
সংসারং দুঃখবহুলং জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্।
বিজ্ঞায় দমনো বিদ্বান্ নির্জ্জগাম গৃহান্নিজাৎ ॥ ৩।
কাঞ্চিদ্দিশং সমালম্ব্য নির্ব্বেদং পরমং গতঃ।
প্রত্যাশ্রমং প্রতিনগং প্রত্যব্ধি প্রতিকাননম্ ॥ ৪।
প্রতিতীর্থং প্রতিনদি স বভ্রাম তপোঽযুতঃ।
যাবন্ত্যায়তনানীহ তিষ্ঠন্তি পরিতো ভুবম্ ॥ ৫।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ওঙ্কারেশ্বরের বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে কাশীতে পদ্মকল্পে ঋষি-কুমার দমনের যে ঘটনা হইয়াছিল, আমি সেই মহা-পাতক-বিনাশন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ ভরদ্বাজের পুত্র দমন উপনয়নান্তে যথারীতি বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলেন, সংসারে বিস্তর দুঃখ, জীবন অতি চঞ্চল, অতএব তাঁহার চিত্তে বিবেকের উদয় হইল। তিনি সংসার-ত্যাগী হইয়া নিজগৃহ হইতে একদিন বহির্গত হইলেন ॥ ২—৪ ॥ অনন্তর তাপসের ন্যায় আশ্রমে আশ্রমে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, সাগরে সাগরে, সরিতে সরিতে, কাননে কাননে, তীর্থে তীর্থে এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় আয়তনে পর্য্যটন করিলেন ॥ ৫ ॥ সংযতে-

অধ্যুবাস স তাবন্তি সংযতেন্দ্রিয়মানসঃ।
পরং ন মনসঃ স্থৈর্য্যং ক্বাপি প্রাপি চ তেন বৈ ॥ ৬।
মনোরথোপদেষ্টা চ কুত্রচিৎ ক্বাপি নেক্ষিতঃ।
কদাচিদ্দৈবযোগাৎ স দমনো নাম তাপসঃ ॥ ৭।
রেবাতটে নিরৈক্ষিষ্ট তীর্থং চামরকণ্টকম্।
মহদায়তনং পুণ্যমোঙ্কারস্যাপি তত্র বৈ ॥ ৮।
দৃষ্ট্বা হৃষ্টমনা আসীত্তেতঃ স্থৈর্য্যমবাপ হ।
অথ পাশুপতাংস্তত্র স নিরীক্ষ্য তপোধনান্ ॥ ৯।
বিভূতিভূষিততনূন কৃতলিঙ্গসমর্চ্চনান্।
বিহিতপ্রাণযাত্রাংশ্চ কৃতাগমবিচারণান্ ॥ ১০ ॥
স্বস্থোপবিষ্টান্ স্বগুরোরগ্রতো চলমানসান্।
প্রণম্যোপাবিশত্তত্র তদাচার্য্যস্য সন্নিধৌ ॥ ১১।
প্রবদ্ধহস্তযুগলঃ প্রণমত্তরকন্ধরঃ।
অথ পাশুপতাচার্য্যো গর্গো নাম মহামুনিঃ ॥ ১২।

ন্দ্রিয় চিত্তে যাবতীয় স্থান ভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি তাঁহার মনে স্থিরতা জন্মিল না ॥ ৬ ॥ কুত্রাপিই তাঁহার কাঙ্ক্ষিত উপদেষ্টা নেত্রগোচর হইল না। দৈবাৎ সেই তপস্বী দমন একদা রেবা নদী তটে মহা আয়তন, পুণ্যতম অমর কণ্টক তীর্থ নয়নগোচর করিলেন। সেই স্থানে ওঁঙ্কারেশ্বরকে দর্শন করিয়া, যোগিবর দমন পরম হৃষ্ট চিত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার মনের স্থিরতা জন্মিল। অনন্তর সেই স্থানে বিভূতি-বিভূষিত, লিঙ্গপূজক, ফল-মূলাশী, আগম-বিচার-পরায়ণ পাশুপত তপোধনগণকে দর্শন করিলেন। তাঁহারা অচল মানসে গুরু সমীপে সুখোপবিষ্ট আছেন। দমন তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিয়া আচার্য্য সমীপে উপবেশন করিলেন ॥ ৭—১১ ॥ **প্রবদ্ধ-কর-সম্পুট** প্রণত-কন্ধর, বৃদ্ধতম, তপঃক্লিষ্ট, **শীর্ণ-দেহ, শিবারাধন-পরায়ণ, তাপসশ্রেষ্ঠ,** **পাশুপত-ব্রতাচারী মহামুনি গর্গ, যোগীবর দমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,** তুমি

বার্দ্ধক্যেন সমাক্রান্তস্তপসা কৃশবিগ্রহঃ।
শম্ভোরারাধনে নিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বতপস্বিষু॥ ১৩।
পপ্রচ্ছ দমনঞ্চেতি কস্ত্বং কস্মাদিহাগতঃ।
তরুণোঽপি বিরক্তোঽসি কুতস্তদ্বদ সত্তম॥ ১৪।
ইতি প্রণয়পূর্ব্বং স নিশম্য দমনোঽব্রবীৎ।
ভগোঃ পাশুপতাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞারাধনপ্রিয়॥ ১৫।
কথয়ামি যথার্থং তে নিজচেতো বিচেষ্টিতম্।
অহং ব্রাহ্মণদায়াদো বেদশাস্ত্রকৃতশ্রমঃ॥ ১৬।
সংসারাসারতাং জ্ঞাত্বা বানপ্রস্থমশিশ্রিয়ম্।
অনেনৈব শরীরেণ মহাসিদ্ধিমভীপ্সতা॥ ১৭।
স্নাতং বহুষু তীর্থেষু মন্ত্রা জপ্তাস্তু কোটিশঃ।
দেবতাঃ সেবিতা বহ্ব্যো হবনঞ্চ কৃতং বহু॥ ১৮।
শুশ্রূষিতাশ্চ গুরবো বহবো বহুনেহসং।
মহাশ্মশানেষু নিশা ভূয়স্যোপ্যতিবাহিতাঃ॥ ১৯।

কে? কোথা হইতে এস্থানে আগমন করিলে? এই তরুণ বয়সে তোমার সংসার বৈরাগ্যের কারণ কি তাহা শীঘ্র আমার নিকট বল॥ ১২—১৪॥ দমন এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন যে, হে ভগবন্! হে পাশুপতাচার্য্য! হে শিবারাধন-তৎপর! আমি অকপটে আপনার নিকট আত্মাভিলাষ প্রকাশ করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুণ। আমি ব্রাহ্মণ-কুমার, বহু যত্নে ও বহু শ্রমে বেদশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছি। সংসারের অসারতা অবগত হইয়া আমি বাণ-প্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি। ইহ শরীরে আমি মহাসিদ্ধি অভিলাষ করিয়া বহুকাল বহুতীর্থে স্নান, কোটী কোটী মন্ত্র জপ, বহুদেবতার সেবা, বহুতর হোম, এবং বহুতর গুরু সুশ্রূষা করিয়াছি। মহা মহা শ্মসানে বহু নিশা অতিবাহিত করিয়াছি।

শিখরাণি গিরীন্দ্রাণাং ময়া চাধ্যুষিতান্যহো ।
দিব্যৌষধীসহস্রাণি ময়া সংসাধিতান্যপি ॥ ২০ ।
রসায়নানি বহুশঃ সেবিতানি ময়া পুনঃ ।
মহাসাহসমালম্ব্য সিদ্ধাধ্যুষিতকন্দরাঃ ॥ ২১ ।
ময়া প্রবিষ্টা বহুশঃ কৃতান্তবদনোপমাঃ ।
তপশ্চাপি মহত্তপ্তং বহুভির্নিয়মৈর্যমৈঃ ॥ ২২ ।
পরং কিঞ্চিৎ ক্বচিন্নৈক্ষি সিদ্ধ্যঙ্কুরমপি প্রভো ।
ইদানীন্ত্বামনুপ্রাপ্য মহীং পর্য্যটতা ময়া ॥ ২৩ ।
মনসঃ স্থৈর্য্যমাপন্নমিব সম্প্রাপ্তসিদ্ধিনা ।
অবশ্যং ত্বন্মুখাম্ভোজাৎ যদ্বচো নিঃসরিষ্যতি ॥ ২৪
তেনৈব মহতী সিদ্ধির্ভবিত্রী মম নান্যথা ।
তদ্ব্রূহি সূপদেশঞ্চ কথং সিদ্ধির্ভবেন্মম ॥ ২৫ ।
অনেনৈব শরীরেণ পার্থিবেন প্রথীয়সী ।
দমনস্য নিশম্যেতি গর্গাচার্য্যো বচস্তদা ॥ ২৬ ।

১৫—১৯॥ আমি বহুতর গিরি-শিখর আশ্রয় করিয়া সহস্র দিব্যৌষধির সেবা করিয়াছি, বহুতর রসায়নের সেবা করিয়াছি এবং কৃতান্তবদনোপম বহুতর তমসাচ্ছন্ন গিরি-গুহায় প্রবেশ করিয়াছি। আমি নিয়ম-সংযত হইয়া মহা মহা তপোনুষ্ঠান করিয়াছি, তথাপি কুত্রাপি কিছুমাত্র সিদ্ধির অঙ্কুর-মাত্রও দর্শন করিতে সমর্থ হই নাই। অদ্য আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটনের ফল লাভ হইল। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে আপনা হইতেই যেন আমার সিদ্ধি লাভ হইল। হে গুরো! তন্নিমিত্তই অদ্য আমার মন সুস্থির হইতেছে। আপনার মুখাম্বুজ হইতে যে বাক্য নির্গত হইবে তাহা অবশ্যই আমার পক্ষে মহাসিদ্ধির নিদানীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব কৃপা করিয়া উপদেশ দান করুন। এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে কিরূপে

প্রত্যক্ষদৃষ্টং প্রোবাচ মহদাশ্চর্য্যমুত্তমম্।
সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং তত্র শিষ্যাণাং স্থিরচেতসাম্।
মুমুক্ষুণাং ধৃতিমতাং মহাপাশুপতং ব্রতম্॥ ২৭।

গর্গ উবাচ।

অনেনৈবেহ দেহেন যদি ত্বং সিদ্ধিকামুকঃ।
শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা তদা তে কথয়াম্যহম্॥ ২৮।
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে সতান্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যরত্নানাং পরমাকরে॥ ২৯।
সমাশ্রিতানাং জন্তূনাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
শলভানাং প্রদীপাভে তমস্তোমমহাদ্বিষি॥ ৩০।
কর্ম্মভূরুহদাবাগ্নৌ সংসারাব্ধ্যৌর্বশোচিষি।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীক্ষীরাব্ধৌ সুখসঙ্কেতসদ্মনি॥ ৩১।
দীর্ঘনিদ্রাপ্রসুপ্তানাং পরমোদ্বোধদায়িনি।
যাতায়াতশ্রমাপন্নপ্রাণিমার্গমহীরুহি॥ ৩২।

আমার মহাসিদ্ধি লাভ হইবে॥ ২০—২৬॥ দমনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামুনি গর্গাচার্য্য, শ্রবণাভিলাষী, মুমুক্ষু, ধৃতিমান ও স্থির-চিত্ত শিষ্যগণের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট, মহদাশ্চর্য্য, পরমোৎকৃষ্ট পাশুপতব্রত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দমনকে সম্বোধন করিয়া গর্গ কহিলেন, হে তপস্বিন্! ইহ শরীরে যদি তোমার সিদ্ধি কামনা থাকে, তাহা হইলে আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর॥ ২৭॥ ২৮॥ সাধুগণের সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদ, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের আকর-স্বরূপ, আশ্রিত জীবগণের কল্পরূপ, শলভের দীপশিখা-স্বরূপ, অজ্ঞানতম-বিনাশন, কর্ম্মরূপ মহীরুহের দাবাগ্নি স্বরূপ, সংসার সমুদ্রের বাড়বানল স্বরূপ, নির্ব্বাণ লক্ষ্মীর ক্ষীরাব্ধি স্বরূপ, সুখ-সঙ্কেত-নিকেতন, দীর্ঘ-নিদ্রা-প্রসুপ্ত জনগণের পরম প্রবোধন, যাতায়াত-পরিশ্রান্ত পান্থগণের ছায়া-তরু স্বরূপ, বহুজন্মার্জিত পাপ-শৈলের বজ্র স্বরূপ, তন্মন্ত্র-যাপকগণের

অনেকজন্মজনিতমহাপাপাদ্রিবজ্রিণি।
নামোচ্চারকৃতাং পুংসাং মহাশ্রেয়ো বিধায়িনি ॥ ৩৩।
বিশ্বেশিতুঃ পরেধাম্নি সীম্নি স্বর্গাপবর্গয়োঃ।
স্বর্ধুনীলোলকল্লোলনিত্যক্ষালিতভূতলে ॥ ৩৪।
এবম্বিধে মহাক্ষেত্রে সর্ব্বদুঃখৌঘহারিণি।
প্রত্যক্ষং মম যদ্বৃত্তং তদ্ব্রবীমি মহামতে ॥ ৩৫।
যত্র কালভয়ং নাস্তি যত্র নাস্ত্যেনসো ভয়ম্।
তৎক্ষেত্রমহিমানং কঃ সম্যগ্ বর্ণয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৩৬।
তীর্থানি যানি লোকেঽস্মিন্ জন্তূনামঘহান্যহো।
তানি সর্ব্বাণি শুদ্ধ্যর্থং কাশীমায়ান্তি নিত্যশঃ ॥ ৩৭।
অপি কাশ্যাং বসেদ্যস্তু সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী।
স যাং গতিং লভেন্ মর্ত্ত্যো যজ্ঞৈর্দানৈর্ন সান্যতঃ ॥ ৩৮।
রাগবীজসমুদ্ভূতঃ সংসারবিটপো মহান্।
দীর্ঘস্বাপকুঠারেণ ছিন্নঃ কাশ্যাং ন বর্দ্ধতে ॥ ৩৯।

পরম কল্যান-নিদান, বিশ্বেশ্বরের পরম ধাম, স্বর্গাপবর্গের সোপান স্বরূপ, সর্ব্ব-দুঃখ-নিবারণ এবং সুরধুনী নীরে নিত্য প্রক্ষালিত ক্ষেত্র, অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্রে যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, হে মহামতে! তদ্বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯—৩৫ ॥ যথায় কালভয় নাই, যথায় পাপ ভয় নাই, সেই মহাক্ষেত্রের সম্যক মহিমা কীর্ত্তন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ ॥ ৩৬ ॥ ইহলোকে সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ নিত্য নিত্য কাশীতে সমাগত হইয়া বিশুদ্ধতা লাভ করে ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্বভক্ষ্য-ভোজী সর্ব্বদ্রব্য-বিক্রয়ী ব্যক্তি যদি কাশীবাস করে, তাহা হইলে তাহার যে গতি লাভ হয়, অন্যত্রে দান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তদ্গতি লাভ হয় না ॥ ৩৮ ॥ মহা সংসারক্ষেত্রের রাগবীজ-সম্ভুত জীবরূপ বৃক্ষরাজি

সর্ব্বেষামূষরাণাস্তু কাশী পরম ঊষরঃ।
বপ্তু বীজমিদং তস্মিন্ন প্তং নৈব প্ররোহতি ॥ ৪০।
স্মরিষ্যন্তীহ যে কাশীমবশ্যং তেঽপি সাধবঃ।
তেপ্যঘৌঘবিনির্মুক্তা যাস্যন্তি গতিমুত্তমাম্ ॥ ৪১।
বিভূতিঃ সর্ব্বলোকানাং সত্যাদীনাং সুভঙ্গুরা।
অভঙ্গুরা বিমুক্তস্য সা তু লভ্যা শিবাজ্ঞয়া ॥ ৪২।
ক্রিমিকীটপতঙ্গানামবিমুক্তে তনুত্যজাম্।
বিভূতির্দৃশ্যতে যা সা কাস্তি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥ ৪৩।
বারাণসী যদা প্রাপ্তা কদাচিৎ কালপর্য্যয়াৎ।
স উপায়ো বিধাতব্যো যেন নো নিষ্ক্রমো বহিঃ ॥ ৪৪ ॥
পূর্ব্বতো মণিকর্ণীশো ব্রহ্মেশো দক্ষিণে স্থিতঃ।
পশ্চিমে চৈব গোকর্ণো ভারভূতস্তথোত্তরে ॥ ৪৫।

কাশীতে একবার মৃত্যুরূপ কুঠারে ছিন্ন হইলে আর কদাপি বর্দ্ধিত হয় না। ৩৯ ॥ হে দ্বিজবর! সমস্ত মরুভূমি অপেক্ষা কাশীই উৎকৃষ্ট মরুক্ষেত্র। তথায় কর্ম্মবীজ বপিত হইলেও তাহা আর অঙ্কুরিত হয় না। ॥ ৪০ ॥ কাশীকে যাহারা স্মরণ করেন, তাঁহারাই সাধু। তাঁহারা সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করেন ॥ ৪১ ॥ হে ব্রহ্মন্! সত্য লোকাদি সমস্ত লোকের ঐশ্বর্য্যই অনিত্য, অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ঐশ্বর্য্য বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞায় সর্ব্বদাই নিত্য ॥ ৪২॥ কৃমী-কীট-পতঙ্গাদি কাশীতে তনু ত্যাগ করিয়া যে ঐশ্বর্য্য দর্শন করে, তাহা আর ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৩ ॥ কালক্রমে যদি কদাচিত কাশী-সমাগম লাভ হয়, তাহা হইলে যাহাতে আর তথা হইতে বহির্গত হইতে না হয়, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক ॥ ৪৪ ॥ পুণ্যতম কাশী-ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে মণিকর্ণিকেশ্বর, দক্ষিণে ব্রহ্মেশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর এবং উত্তরে ভারভূতেশ্বর। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন অনুত্তম অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে

ইত্যেতদুক্তমং ক্ষেত্রমবিমুক্তে মহাফলম্ ।
মণিকর্ণীহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং বিভুম্ ॥ ৪৬ ॥
ক্ষেত্রং প্রদক্ষিণীকৃত্য রাজসূয়ফলং লভেৎ ।
তত্র শ্রাদ্ধপ্রদাতুশ্চ মুচ্যতে প্রপিতামহাঃ ॥ ৪৭ ।
অবিমুক্তসমং ক্ষেত্রমপি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে ।
ন বিদ্যতে ক্বচিৎ সত্যং সত্যং সাধকসিদ্ধিদম্ ॥ ৪৮ ।
রক্ষন্তি সততং ক্ষেত্রং যত্র পাশাসিপাণয়ঃ ।
মহাপারিষদা উগ্রাঃ ক্রূরেভ্যোঽক্রূরবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৯ ।
প্রাগ্দ্বারমট্টহাসশ্চ গণকোটিপরিবৃতঃ ।
রক্ষেদহর্নিশং ক্ষেত্রং দুর্বৃত্তেভ্যো বিভীষণঃ ॥ ৫০ ।
তথৈব ভূতধাত্রীশঃ ক্ষেত্রদক্ষিণরক্ষকঃ ।
গোকর্ণঃ পশ্চিমদ্বারং পাতি কোটিগণাবৃতঃ ॥ ৫১ ।
উদগ্দ্বারং তথা রক্ষেৎ ঘণ্টাকর্ণো মহাগণঃ ।
ঐশঙ্কোণং ছাগবক্ত্রো ভীষণো বহ্নিদিগ্দলম্ ॥ ৫২ ।
রক্ষঃকাষ্ঠাং শঙ্কুকর্ণো দ্রুমিচণ্ডো মরুদ্দিশম্ ।
ইত্থং ক্ষেত্রং সদা পান্তি গণা এতেঽতিভাস্বরাঃ ॥ ৫৩ ।

মণিকর্ণিকা নীরে স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে মহাফল লাভ হয়। ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। তথায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক উদ্ধার প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ সাধকের সিদ্ধিপ্রদ অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ন্যায় পুণ্যতম ক্ষেত্র এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আর কুত্রাপি নাই ॥ ৪৮ ॥ অক্রূরবুদ্ধি উগ্র পারিষদ্গণ সর্ব্বদা অসী ও পাশ হস্তে লইয়া ক্রূরগণের দৃষ্টি হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ গণপতি, বিভীষণ ও অট্টহাস কোটি কোটি গণে পরিবৃত হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে ক্ষেত্রের পূর্ব্বদ্বার, ভূতধাত্রীশ্বর ঐরূপে দক্ষিণ দ্বার, গোকর্ণেশ্বর পশ্চিম দ্বার, মহাগণ ঘণ্টাকর্ণ উত্তর দ্বার, ছাগবক্ত্রেশ্বর ঈশান কোণ, ভীষণ বহ্নি কোণ, শঙ্কুকর্ণ নৈঋত কোণ এবং

কালাক্ষো রণভদ্রস্তু কৌলেয়ঃ কালকম্পনঃ।
এতে পূর্ব্বেণ রক্ষন্তি গঙ্গাপারে স্থিতা গণাঃ॥ ৫৪।
বীরভদ্রো নভশ্চৈব কর্দ্দমালিপ্তবিগ্রহঃ।
স্থূলকর্ণো মহাবাহুরসিপারে ব্যবস্থিতাঃ॥ ৫৫।
বিশালাক্ষো মহাভীমঃ কুণ্ডোদরমহোদরৌ।
রক্ষন্তি পশ্চিমদ্বারং দেহলীদেশসংস্থিতাঃ॥ ৫৬।
নন্দিসেনশ্চ পঞ্চালঃ খরপাদঃ করণ্টকঃ।
আনন্দো গোপকো বভ্রূ রক্ষন্তি বরণাতটে॥ ৫৭।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাপুণ্যে লিঙ্গমোঙ্কারসজ্ঞকম্।
তত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তা দেহেনানেন সাধকাঃ॥ ৫৮।
কপিলশ্চৈব সাবর্ণিঃ শ্রীকণ্ঠঃ পিঙ্গলোংশুমান্।
এতে পাশুপতাঃ সিদ্ধাস্তল্লিঙ্গারাধনেন হি॥ ৫৯।
একদা তস্য লিঙ্গস্য কৃত্বা পঞ্চাপি পূজনম্।
নৃত্যন্তঃ সহুড়ুৎকারং তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং যযুঃ॥ ৬০।

দমিচণ্ড বায়ু কোণ রক্ষা করিতেছেন। এই রূপে অতি তেজস্বি গণদেবতারা সর্ব্বদা ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন॥ ৫০—৫৩॥ গঙ্গাপারস্থিত কালাক্ষ, রণভদ্র, কৌলেয় ও কালকম্পন পূর্ব্বদিক রক্ষা করিতেছেন। অসিপারস্থিত দেহলী-বিনায়ক সমীপস্থ বীরভদ্র, কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গ, নভঃ, স্থূলকর্ণ, মহাবাহু, বিশালাক্ষ, মহাভীম, কুণ্ডোদর, ও মহোদর পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছেন॥ ৫৪—৫৬॥ নন্দীসেন, পঞ্চাল, খরপাদ, করণ্টক, আনন্দ, গোপক ও বভ্রূ বরণাতটে থাকিয়া ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন॥ ৫৭॥ সেই পুণ্যতম মহাক্ষেত্রে ওঙ্কার নামে লিঙ্গ আছেন। সাধকেরা তথায় ইহ শরীরেই পরমসিদ্ধি লাভ করেন॥ ৫৮॥ কপিল, সাবর্ণি, শ্রীকণ্ঠ, পিঙ্গল এবং অংশুমান্, এই পঞ্চ পাশুপত সেই লিঙ্গের আরাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন॥ ৫৯॥ একদা সেই পঞ্চ পাশুপত নৃত্য গীত সহকারে সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া সেই লিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইয়া-

অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তত্র যদদ্ভুতমদ্ভুতম্।
নিশাময় মহাবুদ্ধে দমন দ্বিজসত্তম ॥ ৬১।
একা ভেকী মুনে তত্র চরন্তী লিঙ্গসন্নিধৌ।
প্রদক্ষিণং সদা কুর্য্যান্নির্ম্মাল্যাক্ষতভক্ষিণী ॥ ৬২।
সা তত্র মৃত্যুং ন প্রাপ শিবনির্ম্মাল্যভক্ষণাৎ।
ক্ষেত্রাদন্যত্র মরণং জাতং তস্যাস্তদেনসঃ ॥ ৬৩।
বরং বিষমপি প্রাশ্যং শিবস্বং নৈব ভক্ষয়েৎ।
বিষমেকাকিনং হন্তি শিবস্বং পুত্রপৌত্রকম্ ॥ ৬৪।
শিবস্বপরিপুষ্টাঙ্গাঃস্পর্শনীয়া ন সাধুভিঃ।
তেন কর্ম্মবিপাকেন ততস্তে রৌরবৌকসঃ ॥ ৬৫।
কশ্চিৎ কাকঃ সমালোক্য মণ্ডূকীং তামিতস্ততঃ।
পোপ্লূয়মানামাদায় চঞ্চ্বা ক্ষেত্রাদ্বহির্গতঃ ॥ ৬৬।

ছেন ॥ ৬০ ॥ হে দমন! হে মহামতে! হে দ্বিজসত্তম! আমি তোমাকে আরও এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর। ৬১ ॥ হে মুনে! এক ভেকী সেই লিঙ্গ সমীপে বিচরণ পূর্ব্বক লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিয়া নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করিত ॥ ৬২ ॥ শাস্ত্রানুসারে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের নৈবেদ্য ভক্ষণে অনন্ত পুণ্য লাভ হয়, কিন্তু সেই মণ্ডূকী লোভ বশতঃ ওঙ্কারেশ্বরের নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করাতে তাহার অল্প পাপস্পর্শ হইয়াছিল, সেই পাপে তাহার কাশী প্রাপ্তি না হইয়া অন্যত্র মৃত্যু হয় ॥ ৬৩ ॥ বরং বিষ পান করাও শ্রেয়ঃ তথাপি শিবস্ব ভক্ষণ করা উচিত নহে, বিষ পানে কেবল এক জনের মৃত্যু হয়, শিবস্ব ভক্ষণে বংশ নাশ হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ যাহারা শিবস্ব ভক্ষণে পরিপুষ্টাঙ্গ, কর্ম্ম-বিপাকে তাহাদিগের রৌরব নরকে বাস হয়, তাহারা সাধুগণের অস্পর্শীয় ॥ ৬৫ ॥ একদা সেই মণ্ডূকী ইতস্তত লম্ফ প্রদান করিয়া ধাবিত হইতেছিল, এমন সময় এক কাক তাহাকে অবলোকন করিয়া চঞ্চুপুটে গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইল ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর সেই ভেকী কাক মুখ হইতে

নির্মাল্যভক্ষী তেন সা ক্ষিপ্তা কাকেন ক্ষেত্রবাহ্যতঃ।
অথ সা কালতো ভেকী তত্রৈব ক্ষেত্রসত্তমে ॥ ৬৭।
প্রদক্ষিণীকরণতো লিঙ্গস্য স্পর্শনাদপি।
পুণ্যা পুণ্যবতী জাতা কন্যা পুষ্পবটোর্গৃহে ॥ ৬৮।
শুভাবয়বসংস্থানা শুভলক্ষণলক্ষিতা।
পরং গৃধ্রমুখী জাতা নির্মাল্যাক্ষতভক্ষণাৎ ॥ ৬৯।
সম্যগ্গীতরহস্যজ্ঞা নিতরাং মধুরস্বরা।
সপ্তস্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতি ॥ ৭০।
তানা একোনপঞ্চাশত্তালা একোত্তরং শতম্।
রাগাঃ ষড়েব তেষাং তু পঞ্চপঞ্চাপি চাঙ্গনা ॥ ৭১।
ষড়্ত্রিংশদ্রাগরাগিণ্য ইতি রাগিমুদাবহাঃ।
দেশকালবিশেষেণ পঞ্চষষ্টিস্তথাপরাঃ ॥ ৭২।
যাবন্ত এব তালাঃ স্যূরাগাস্তাবন্ত এব হি।
ইতি গীতোপনিষদা প্রত্যহং সা শুভব্রতা ॥ ৭৩।

ক্ষেত্রবহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত হইয়াও পূর্ব্বকৃত ক্ষেত্রবাস ও লিঙ্গ প্রদক্ষিণের পুণ্য ফলে জীবনান্তে পুষ্পবটুর কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ সেই কন্যা পরম রূপবতী এবং সর্ব্ব সুলক্ষণ-সম্পন্না হইয়াও শিব নির্ম্মাল্য ভক্ষণ-পাপে গৃধ্রমুখী হইল ॥ ৬৯ ॥ সেই কুমারী সমগ্র সঙ্গীত-শাস্ত্র-নিপুনা, সুতরাং মধুরভাষিণী। সপ্তস্বর, তিন গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, ঊনপঞ্চাশৎ তান, একোত্তর শত তাল, ছয় রাগ, পঞ্চ পঞ্চ গননায় তাহাদের ত্রিংশৎ অঙ্গনা, প্রমোদ-প্রদায়িণী এই ষট্ত্রিংশৎ রাগ-রাগিনী এবং দেশ কালবিশেষে পঞ্চষষ্টি রাগ-রাগিনী, এবং সমস্ত তাল ও সমস্ত রাগ-সমন্বিত সঙ্গীতোপনিষদ্ সেই সুভব্রতা কুমারীর নিত্য আয়ত্ত ছিল। সেই কন্যার নাম মাধবী। পুষ্পবটুসুতা সেই মধুরভাষিণী মাধবী প্রতিদিন ঐ সকল রাগ-তাল-সমন্বিত সঙ্গীতালাপ

মাধবী মধুরালাপা সদোঙ্কারং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭৪ ।
প্রাপ্যাপ্যনর্ঘ্যতারুণ্যং সা তু পুষ্পবটোঃ সুতা ।
প্রাগ্‌জন্মবাসনাযোগাদোঙ্কারং বহ্বমংস্তবৈ ।
স্বভাবচঞ্চলঞ্চেতস্তস্যাস্তল্লিঙ্গসেবনাৎ ॥ ৭৫ ।
দমন স্থৈর্য্যমগমদ্ যোগেনৈব মহাত্মনঃ ।
ন দিবা বাধয়াঞ্চক্রে ক্ষুতৃণ্‌নিদ্রা ক্ষপাসু তাম্ ॥৭৬ ।
অতন্দ্রিতমনা আসীৎ সা তল্লিঙ্গনিরীক্ষণে ।
অক্ষ্ণোর্নিমেষা যাবন্তস্তস্যা আসন্ দিবানিশম্ ॥ ৭৭ ।
তাবৎকালস্তয়া সাধ্ব্যা মহান্ বিঘ্নোঽনুমীয়তে ।
নিমেষান্তরিতঃ কালো যো যো ব্যর্থো গতো মম ।
লিঙ্গানবেক্ষণাত্তত্র প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥ ৭৮ ।
ইতি সা চিন্তয়ন্ত্যেব সেবান্তত্যাজ নোঙ্কৃতেঃ ।
জলাভিলাষিণী সা তু লিঙ্গনামামৃতং পিবেৎ ॥ ৭৯ ।

করিয়া ওঙ্কারেশ্বরের অর্চ্চনা করিতেন। মহামূল্য যৌবন প্রাপ্ত হইয়া সেই মাধবী কুমারী পূর্ব্বজন্মের বাসনা-যোগে সর্ব্বদা বহুতর বিধানে ওঙ্কারেশ্বরের স্তব করিতেন। হে দমন! ওঙ্কারেশ্বরের প্রসাদাৎ যোগবলে সেই কন্যার স্বভাবচঞ্চল চিত্ত স্থৈর্য্য ধারণ করিল, দিবসে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না, রজনীতে নিদ্রা ছিল না, তাঁহার মন সর্ব্বদা সেই লিঙ্গ নিরীক্ষণে অতন্দ্রিত হইয়াছিল, দিবা-রাত্রি মধ্যে নয়নের যে নিমেষ পতন হয়, তাহাও তৎকালে তিনি দর্শন-বিঘ্নকর অনুমান করিতেন। তিনি ভা[শবস্ত]৮, প্রত্যেক নিমেষ পতন কালে যে সময় আমার বিফল হইয়া যাইতে[ছে], [সেই] সময়ে আমি লিঙ্গ দর্শন করিতে পারিতেছি না, আমার এ পাপে[র প্র]ায়শ্চিত্ত কি? মাধবী কদাপি ওঙ্কারেশ্বরের পূজা পরিত্যাগ করেন নাই। জল পান করিতে অভিলাষিণী হইলে তিনি ওঙ্কারেশ্বরের নামামৃত পান করিতেন এবং হৃদয়াকাশস্থিত ওঙ্কারেশ্বর ভিন্ন অপর কোন পদার্থই দর্শন করিতেন না। তাঁহার শ্রবণ

নান্যদ্দিদৃক্ষিণী তস্যা অক্ষিণী শ্রুতিগে অপি।
বিহায় লিঙ্গমোঙ্কারং হৃদ্বিহায় স্থিতং সতাম্॥ ৮০।
তস্যাঃ শব্দগ্রহৌ নান্যচ্ছব্দগ্রহণতৎপরৌ।
অতীব নিপুণৌ জাতৌ তৎসম্মান্যকরৌ করৌ॥ ৮১।
নান্যত্র চরণৌ তস্যাশ্চরতঃ সুখবাঞ্ছয়া।
ত্যক্ত্বোঙ্কারাজিরক্ষৌণীং ক্ষুণ্ণাং নির্ব্বাণপদ্ময়া॥ ৮২।
ওঙ্কারং প্রণবং সারং পরং ব্রহ্মপ্রকাশকম্।
শব্দব্রহ্মত্রয়ীরূপং নাদবিন্দুকলালয়ম্॥ ৮৩।
সদক্ষরঞ্চাদিরূপং বিশ্বরূপং পরাবরম্।
বরং বরেণ্যং বরদংশাশ্বতং শান্তমীশ্বরম্॥ ৮৪।
সর্ব্বলোকৈকজনকং সর্ব্বলোকৈকরক্ষকম্।
সর্ব্বলোকৈকসংহর্ত্তৃ সর্ব্বলোকৈকবন্দিতম্॥ ৮৫।
আদ্যন্তরহিতং নিত্যং শিবং শঙ্করমব্যয়ম্।
একং গুণত্রয়াতীতং ভক্তস্বান্তকৃতাস্পদম্॥ ৮৬।
নিরূপাধিং নিরাকারং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
নির্ম্মলং নিরহঙ্কারং নিষ্প্রপঞ্চং নিজোদয়ম্॥ ৮৭।

যুগল ওঙ্কারেশ্বরের প্রসঙ্গ ভিন্ন অপর কোন প্রসঙ্গই শ্রবণ করিত না, কারণ তাঁহার সেই শ্রবণযুগল অপর শব্দের প্রতিগ্রহে তৎপর ছিল না। তাঁহার কর-যুগল কেবল ওঙ্কারেশ্বরের সেবাতেই নিরত ছিল। নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ওঙ্কারেশ্বরের প্রাঙ্গন ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণযুগল সুখা-ভিলাষে কদাচ কুত্রাপি বিচরণ করিত না। ভক্ত মোক্ষ-প্রদ, অক্ষয়, পরব্রহ্ম-প্রকাশক, শব্দব্রহ্ম, বেদ-স্বরূপ, নাদবিন্দু-কলালয়, সর্ব্ব-ভূতাত্মক, নিত্য-স্বরূপ, আদিরূপ, বিশ্বরূপ, কার্য্যকারণাত্মক, শ্রেষ্ঠ, বরেণ্য, বরদ, শাশ্বত, শান্ত, সর্ব্বে-শ্বর, সর্ব্বলোক জনক, সর্ব্বলোক রক্ষক, সর্ব্বলোক সংহারক, সর্ব্বলোক বন্দিত, আদ্যন্ত রহিত, নিত্য, মঙ্গলময়, কল্যাণকর, অদ্বিতীয়, ত্রিগুণাতীত, ভক্ত

স্বাত্মারামমনন্তঞ্চ সর্ব্বগং সর্ব্বদর্শিনম্।
সর্ব্বদং সর্ব্বভোক্তারং সর্ব্বং সর্ব্বসুখাস্পদম্॥ ৮৮।
বাগিন্দ্রিয়ং তদীয়ঞ্চ প্রোচ্চরেৎ তদহর্নিশম্।
নামান্তরং ন গৃহ্ণাতি ক্বচিদন্যস্য কস্যচিৎ॥ ৮৯।
এতন্নামাক্ষররসং রসয়ন্তী দিবানিশম্।
রসনা নৈব জানাতি তস্যা অন্যদ্রসান্তরং॥ ৯০।
সংমার্জ্জনং রঙ্গমালাঃ প্রাসাদং পরিতঃ সদা।
বিদধ্যান্ মাধবী তত্র তথার্চ্চাপাত্রশোধনম্॥ ৯১।
তত্র পাশুপতা যে বৈ প্রণবেশার্চ্চনে রতাঃ।
তাংশ্চ শুশ্রূষয়েন্নিত্যং পিতৃবুদ্ধ্যাতিভক্তিতঃ॥ ॥ ৯২।
বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যামেকদা সা তু মাধবী।
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা দিবোপবসনান্বিতা॥ ৯৩।
যাত্রামিলিতভক্তেষু প্রাতর্যাতেষু সর্ব্বতঃ।
সম্মার্জ্জনাদিকং কৃত্বা লিঙ্গমভ্যর্চ্চ হর্ষতঃ॥ ৯৪।

হৃদয়াস্পদ, নিরাকার, নিরুপাধি, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, নিষ্প্রপঞ্চ, স্বয়ম্ভূ, আত্মারাম, অনন্ত, সর্ব্বগ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বদ, সর্ব্বভুক, সর্ব্বময়, এবং সর্ব্বসুখাস্পদ ওঙ্কারেশ্বরের নাম ভিন্ন সেই পবিত্রাকুমারী মাধবীর রসনা কদাপি অপর কোন নাম উচ্চারণ না করিয়া দিবারাত্রি কেবল ওঙ্কারেশ্বরের নামানুকীর্ত্তন করিত। তাঁহার রসনা দিবানিশি সেই নামামৃত রস ব্যতীত অপর কোন রসের আস্বাদন গ্রহণ করিত না। মাধবী প্রতিদিন নিয়মিত রূপে ওঙ্কারেশ্বরের রঙ্গমালা এবং প্রাসাদের চতুর্দ্দিক পরিমার্জ্জন এবং অর্চ্চনা পাত্র প্রক্ষালন করিতেন। তথায় ওঙ্কারেশ্বরের অর্চ্চনা-নিরত যে সকল পাশুপত ছিলেন, মাধবী পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে নিত্য তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতেন। একদা বৈশাখ মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে সেই মাধবী দিবাভাগে উপবাস করিয়া ওঙ্কারেশ্বর সমীপে নিশা জাগরণ করিলেন। অনন্তর

গায়ন্তী মধুরং গীতং নৃত্যন্তী নিজলীলয়া।
ধ্যায়ন্তী লিঙ্গমোঙ্কারং তত্র লিঙ্গেলয়ং যযৌ ॥ ৯৫।
অনেনৈব শরীরেণ পার্থিবেন মহামতিঃ।
অস্মদাচার্য্যমুখ্যানাং পশ্যতাঞ্চ তপস্বিনাম্ ॥ ৯৬।
প্রাদুর্ব্বভূব যল্লিঙ্গাজ্জ্যোতির্জটিলিতাম্বরম্।
তত্র জ্যোতিষি সা বালা জ্যোতির্ম্ময্যপি সাপ্যভূৎ ॥৯৭।
রাধশুক্লচতুর্দ্দশ্যামদ্যাপি ক্ষেত্রবাসিনঃ।
তত্র যাত্রাং প্রকুর্ব্বন্তি মহোৎসবপুরঃসরাঃ ॥ ৯৮।
তত্র জাগরণং কৃত্বা চতুর্দ্দশ্যামুপোষিতাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি পরং জ্ঞানং যত্র কুত্রাপি বৈ মৃতাঃ ॥ ৯৯।
ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সর্ব্বতঃ।
তানি বৈশাখভূতায়ামায়ান্তোঙ্কৃতিদর্শনে ॥ ১০০।
লিঙ্গাগ্রে শ্রীমুখীনাম্নী গুহাস্তি পরমোত্তমা।
পাতালস্য চ তদ্দ্বারং তত্র সিদ্ধা বসন্তি হি ॥ ১০১।

প্রাতঃকালে যাত্রামিলিত ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেপর মাধবী সহর্ষ-মানসে প্রাসাদ মার্জ্জন করণানন্তর বিবিধ মধুর নৃত্য গীত সহকারে ভক্তিভাবে ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া সেই লিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইলেন ॥৭০—৯৫॥ আমাদিগের তাপসশ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণ দর্শন করিলেন, তৎকালে ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ হইতে যে দিঙ্মণ্ডলব্যাপি জ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত হইল, সেই বালিকা সেই জ্যোতিতে এই পার্থিব শরীরেই জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া গেল ॥ ৯৬ ॥ ৯৭ ॥ কাশী-বাসিগণ অদ্যাপি বৈশাখী শুক্ল চতুর্দ্দশীতে মহা মহোৎসবে তথায় বার্ষিকী যাত্রা করিয়া থাকেন ॥ ৯৮ ॥ চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া ওঙ্কারেশ্বর তীর্থে রাত্রি জাগরণ করিলে অন্যত্র দেহত্যাগ কালেও জীবের পরম জ্ঞান লাভ হয় ॥৯৯॥ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহারা সকলেই বৈশাখী চতুর্দ্দশীতে ক্ষেত্রধামে ওঙ্কারেশ্বর দর্শন করিতে আগমন করে ॥ ১০০ ॥ ওঙ্কা-

তিষ্ঠেয়ুঃ পঞ্চরাত্রং যে গুহায়াং তত্র সুব্রতাঃ।
তে নাগকন্যাঃ পশ্যন্তি ক্রয়ুস্তাশ্চ শুভাশুভম্॥ ১০২।
কন্দরোত্তরদিগ্‌ভাগে তত্র কূপো রসোদকঃ।
আষন্মাসঞ্চ তৎ পীত্বা পিবেদ্ব্রহ্মরসায়নম্॥ ১০৩।
তত্র নাদেশ্বরং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা নাদনিনাদভূঃ।
সর্ব্বনাদাত্মকং বিশ্বং তচ্ছ্রবোগোচরীভবেৎ॥ ১০৪।
তত্র মৎস্যোদরীং স্নাত্বা স্বধুর্নীং বরুণাপ্লুতাম্।
কৃতকৃত্যো ভবেজ্জন্তুর্নৈব শোচতি কুত্রচিৎ॥ ১০৫।
অসংখ্যাস্তা গতাঃ সিদ্ধিমোঙ্কারেশ্বরসেবকাঃ।
পার্থিবেনৈব দেহেন দিব্যভূতেন তৎক্ষণাৎ॥ ১০৬।
অবিমুক্তং পরং ক্ষেত্রং ব্রহ্মাণ্ডাদপি সর্ব্বতঃ।
ততোঽপি পর ওঙ্কার উক্তো মৎস্যোদরীতটে॥ ১০৭।

রেশ্বর সমীপে শ্রীমুখী নাম্নী পরমপবিত্র এক গুহা আছে, তাহা পাতালের দ্বার-স্বরূপ, সিদ্ধগণ সেই গুহায় বাস করিয়া থাকেন॥ ১০১॥ যাঁহারা সেই গুহায় পঞ্চরাত্রি বাস করেন, নাগকন্যাগণ তাঁহাদিগের নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়া শুভাশুভ কীর্ত্তন করেন॥ ১০২॥ সেই গুহার উত্তরদিকে রসোদক নামে এক অমৃত কূপ আছে। ছয়মাস কাল সেই কূপের অমৃত পান করিলে ব্রহ্মামৃত পান করা হয়॥ ১০৩॥ সেই স্থানে নাদনিনাদ-স্থান নাদেশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বনাদাত্মক ব্রহ্মনাদ শ্রবণগোচর হয়॥ ১০৪॥ গঙ্গা-বরণা বারিপ্লুতা মৎস্যোদরী তীর্থে স্নান করিলে জীব-গণকে কুত্রাপি শোকসন্তপ্ত হইতে হয় না॥ ১০৫॥ ওঙ্কারেশ্বরের সেবা ফলে অসংখ্য ভক্তগণ পার্থিব শরীরেই দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন॥ ১০৬॥ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা অবিমুক্ত ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষেত্র অপেক্ষাও মৎস্যোদরীতটস্থিত ওঙ্কারেশ্বর শ্রেষ্ঠ॥ ১০৭॥ হে দ্বিজ-

প্রণবেশোঽঙ্গ যৈঃ কাশ্যাং ন নতো নাপি চার্চ্চিতঃ।
কিমর্থন্তে সমুৎপন্না মাতৃতারুণ্যহারিণঃ॥ ১০৮।
যদাপ্রভৃতি বিশ্বেশো মন্দরাদাগতোঽভবৎ।
তস্মিন্নানন্দগহনে তদাপ্রভৃতি সত্তম॥ ১০৯।
সর্ব্বাণ্যায়তনান্যাশু সাধ্বীনি সগিরীণ্যপি।
সনদীনি সতীর্থানি সদ্বীপানি যযুস্ততঃ॥ ১১০।
ইদানীং মম ভাগ্যেন স্মারিতোঽহং ত্বয়া মুনে।
অহমপ্যাগমিষ্যামি যামঃ কাশীং শনৈঃ শনৈঃ॥ ১১১।
এতেঽপি মম শিষ্যা যে মহাপাশুপতব্রতাঃ।
কাশীং যিযাসবস্তেঽপি যতঃ সর্ব্বে মুমুক্ষবঃ॥ ১১২।
অপি বার্দ্ধক্যমাসাদ্য যৈঃ কাশী নৈব শীলিতা।
মানুষে দুর্ল্লভে নষ্টে কুতস্তেষাং মহাসুখম্॥ ১১৩।
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং যাবন্নৈবায়ুষঃ ক্ষয়ঃ।
তাবৎ সেব্যং প্রযত্নেন শম্ভোরানন্দকাননম্॥ ১১৪।

বর! যাহারা কাশীধামে ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ দর্শন ও অর্চ্চনা করে নাই, জননীর যৌবন বিনাশক সেই সকল নরাধম কি নিমিত্ত এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে॥ ১০৮॥ হে দ্বিজসত্তম! যদবধি বিশ্বেশ্বর মন্দর হইতে আনন্দ-কাননে আগমন করিয়াছেন, তদবধি বিশ্ব সংসারের সমস্ত সাগর, পর্ব্বত, তীর্থ, নদী ও দ্বীপ সমন্বিত সমস্ত আয়তন তথায় সমাগত হইয়াছে। ১০৯॥ ১১০॥ হে দমন! সম্প্রতি আমার ভাগ্যক্রমে তুমি সেই বিষয় আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলে, অতএব আমিও সেই কাশীধামে গমন করিব। আমার এই সকল মহাপাশুপত ব্রতাচারী, কাশী-গমনোৎসুক, মুমুক্ষু শিষ্যগণও ক্রমে ক্রমে তথায় গমন করিবেন॥ ১১১॥ ১১২॥ বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা কাশীবাস না করিয়া দুর্ল্লভ মানবজন্ম নষ্ট করে, তাহাদিগের আর সুখভোগের আশা কোথায়? ১১৩॥ যদবধি ইন্দ্রিয়গণ বিকল না হয়,

য আনন্দবনং শম্ভোঃ শিশ্রিয়ুঃ শ্রীনিকেতনম্।
অচলাশ্রীর্নমুঞ্চেত্তান্ মহাসৌখ্যৈকশেবধীন্ ॥ ১১৫।
ইত্যাখ্যায়কথাং রম্যাং গর্গঃ পাশুপতোত্তমঃ।
ভারদ্বাজেন সহিতঃ প্রাপ বারাণসীং পুরীম্ ॥ ১১৬।
দমনোঽপি হি ধর্ম্মাত্মা গর্গাচার্য্যেণ সংযুতঃ।
আরাধ্য শ্রীমদোঙ্কারং তস্মিল্লিঙ্গে লয়ং গতঃ ॥ ১১৭।

স্কন্দ উবাচ।

ইল্বলারে পরং স্থানমোঙ্কারমবিমুক্তকে।
তত্র সিদ্ধিং পরাঞ্জগ্মুঃ সাধকা বহুশো মুনে ॥ ১১৮।
কলৌ কলুষচিত্তানাং পুরো নাখ্যেয়মেব হি।
প্রণবেশ্বরমাহাত্ম্যং নাস্তিকানাং বিশেষতঃ ॥ ১১৯।
যে নিন্দন্তি মহাদেবং ক্ষেত্রং নিন্দন্তি যেঽধিয়ঃ।
পুরাণং যে চ নিন্দন্তি তে সম্ভাষ্যা ন কুত্রচিৎ ॥ ১২০।

যদবধি জীবের আয়ুক্ষয় না হয়, তদবধি সর্ব্বপ্রযত্নে বিশ্বেশ্বরের আনন্দ কাননে বাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১১৪॥ যাঁহারা মোক্ষলক্ষ্মী-নিকেতন শম্ভুর আনন্দ-কানন আশ্রয় করেন, মহাসুখনিধান সেই সকল ভাগ্যবানকে অচলা নির্ব্বাণলক্ষ্মী কদাচ পরিত্যাগ করেন না ॥ ১১৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! পাশুপত-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি গর্গ এই সকল মনোহারিণী গাথা কীর্ত্তন করিয়া ভরদ্বাজ-পুত্র দমনের সহিত বারাণসীধামে যাত্রা করিলেন ॥ ১১৬ ॥ অনন্তর ধর্ম্মাত্মা দমন তথায় গর্গাচার্য্যের সহিত শ্রীমদ্ ওঙ্কারেশ্বরের আরাধনা করিয়া সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৭ ॥ হে মুনিবর! অবিমুক্তক্ষেত্রে ওঙ্কারেশ্বর তীর্থ পরম পবিত্র স্থান। বহুতর সাধক তথায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

হে কুম্ভযোনে! কলিকলুষবুদ্ধি, বিশেষত নাস্তিকগণের নিকটে ওঙ্কারেশ্বরের মহিমা কদাচ ব্যক্ত করা উচিত নহে ॥ ১১৯ ॥ হে ঘটোদ্ভব! যে

ওঁকারসদৃশং লিঙ্গং ন ক্বচিজ্জগতীতলে।
ইতি গৌর্য্যৈ সমাখ্যাতং দেবদেবেন নিশ্চিতম্ ॥ ১২১ ।
ইমমধ্যায়মাকর্ণ্য নরস্তদ্গতমানসঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২২ ।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ওঁকারমাহাত্ম্যং নাম
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সকল মূঢ় ব্যক্তি ওঙ্কারেশ্বরের, কাশীক্ষেত্রের এবং পুরাণের নিন্দা করে, সেই সকল পামরের সহিত কদাচ বাক্যালাপ করা বিধেয় নহে ॥ ১২০ ॥ হে মুনে! দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর গৌরীকে নিশ্চিত বলিয়াছেন, ওঙ্কারেশ্বরের তুল্য মহা-লিঙ্গ জগতীতলে কুত্রাপি নাই ॥ ১২১ ॥ তদ্গতচিত্তে এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে নরগণ নিষ্পাপ হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ১২২ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ওঙ্কারমাহাত্ম্য
নাম চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

শ্রুত্বোঙ্কারকথামেতাং মহাপাতকনাশিনীম্।
ন তৃপ্তোঽস্মি বিশাখাথ ব্রূহি ত্রৈবিষ্টপীং কথাম্ ॥ ১ ।
কথঞ্চ কথিতা দেব্যৈ দেবদেবেন ষণ্মুখ।
আবির্ভূতির্মহাবুদ্ধে পুণ্যা ত্রৈলোচনী পরা ॥ ২ ।

স্কন্দ উবাচ।

আকর্ণয় মুনে বচ্মি কথাং শ্রমনিবারিণীম্।
যথা দেবেন কথিতাং ত্রিবিষ্টপসমুদ্ভবাম্ ॥ ৩ ।
বিরজাখ্যং হি তৎ পীঠং তত্র লিঙ্গং ত্রিবিষ্টপম্।
তৎ পীঠদর্শনাদেব বিরজা জায়তে নরঃ ॥ ৪ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! ওঙ্কারেশ্বরের মহাপাতকনাশন মহিমা শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না; দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর ভগবতীকে ত্রিলোচন লিঙ্গের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় যে সকল পুণ্যময় পবিত্র কথা বলিয়াছিলেন, হে মহামতে! তুমি বিস্তারিতরূপে সেই ত্রিবিষ্টপ মাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ১ ॥ ২ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মহর্ষে! ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গের সমুদ্ভব প্রসঙ্গে মহেশ্বর ভগবতীকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি সেই সংসার-শ্রমনাশিনী পুণ্যময়ী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ বিরজা পীঠে ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গ বিরাজিত। সেই পীঠ দর্শন করিলে নরগণ নিষ্পাপ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ হে

তিস্রস্তু সঙ্গতাস্তত্র স্রোতস্বিন্যো ঘটোদ্ভব।
তিস্রঃ কল্মষহারিণ্যো দক্ষিণে হি ত্রিলোচনাৎ॥ ৫।
স্রোতোমূর্ত্তিধরাঃ সাক্ষাল্লিঙ্গস্নপনহেতবে।
সরস্বত্যথ কালিন্দী নর্ম্মদা চাতিশর্ম্মদা॥ ৬।
তিস্রোঽপি হি ত্রিসন্ধ্যন্তাঃ সরিতঃ কুম্ভপাণয়ঃ।
স্নপয়ন্তি মহাধামলিঙ্গং ত্রৈবিষ্টপং মহৎ॥ ৭।
লিঙ্গানি পরিতস্তাভিঃ স্বনাম্না স্থাপিতান্যপি।
তেষাং সন্দর্শনাৎ পুংসাং তাসাং স্নানফলং ভবেৎ॥৮।
সরস্বতীশ্বরং লিঙ্গং দক্ষিণেন ত্রিবিষ্টপাৎ।
সারস্বতং পদং দদ্যাদ্দৃষ্টং স্পৃষ্টঞ্চ জাড্যহৃৎ॥ ৯।
যমুনেশং প্রতীচ্যাঞ্চ নরৈর্ভক্ত্যা সমর্চ্চিতম্।
অপি কিল্বিষবদ্ভিশ্চ যমলোকনিবারণম্॥ ১০॥
দৃষ্টং ত্রিলোচনাৎ প্রাচ্যাং নর্ম্মদেশং সুশর্ম্মদম্।
তল্লিঙ্গার্চ্চনতো নৃণাং গর্ভবাসো নিষিধ্যতে॥ ১১।

ঘটোদ্ভব! ত্রিলোচনের দক্ষিণদিকে সরস্বতী, যমুনা এবং নর্ম্মদা, এই তিনটী কল্যাণদায়িনী কল্মষনাশিনী স্রোতস্বতী মূর্ত্তিমতী হইয়া লিঙ্গস্নানের নিমিত্ত একত্র সম্মিলিত হইয়াছেন। ৫।৬॥ তাঁহারা প্রতিদিন কুম্ভপাণি হইয়া জ্যোতির্ম্ময় ত্রিবিষ্টপ মহালিঙ্গকে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করাইয়া থাকেন॥ ৭॥ তাঁহারাও তৎসমীপে স্ব স্ব নাম প্রসিদ্ধ তিনটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। সেই সকল লিঙ্গসন্দর্শনে মানবগণ ঐ তিন পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী স্নানের ফল লাভ করে॥ ৮॥ ত্রিবিষ্টপের দক্ষিণে সরস্বতীশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার দর্শন-স্পর্শনে জীবের জড়তা দূর হইয়া সারস্বত পদ লাভ হয়॥ ৯॥ পশ্চিমে যমুনেশ্বর লিঙ্গ। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলে মহাপাপীগণকেও যমলোক দর্শন করিতে হয় না॥ ১০॥ ত্রিলোচনের পূর্ব্বাংশে কল্যান-প্রদ নর্ম্মদেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার দর্শনার্চ্চনে জীবের আর গর্ভবাস হয় না॥ ১১॥

স্নাত্বা পিলিপিপ্পিলাতীর্থে ত্রিবিষ্টপসমীপতঃ।
দৃষ্ট্বা ত্রিলোচনং লিঙ্গং কিম্ভূয়ঃ পরিশোচতি॥ ১২।
ত্রিবিষ্টপস্য লিঙ্গস্য স্মরণাদপি মানবঃ।
ত্রিবিষ্টপপতির্ভূয়ান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৩।
ত্রিবিষ্টপস্য দ্রষ্টারঃ স্রষ্টারঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ।
কৃতকৃত্যাস্তএবাত্র ত এবাত্র মহাধিয়ঃ॥ ১৪।
আনন্দকাননে লিঙ্গং প্রণতং যৈস্ত্রিবিষ্টপম্।
ত্রিলোচনস্য নামাপি যৈঃ শ্রুতং শুদ্ধবুদ্ধিভিঃ॥ ১৫।
সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাত্তে পূতা নাত্র সংশয়ঃ।
পৃথিব্যাং যানি লিঙ্গানি তেষু দৃষ্টেষু যৎ ফলম্॥ ১৬।
তৎস্যাত্রিবিষ্টপে দৃষ্টে কাশ্যাং মন্যে ততোধিকম্।
কাশ্যাং ত্রিবিষ্টপে দৃষ্টে দৃষ্টং সর্ব্বং ত্রিবিষ্টপম্॥ ১৭

ত্রিবিষ্টপসমীপস্থ পিলিপিলা তীর্থে স্নান করিয়া ত্রিলোচন লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবকে আর পুনঃ পুনঃ শোকাভিভূত হইতে হয় না॥১২॥ ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গের নামমাত্র স্মরণেও মানবগণ ত্রিবিষ্টপের অধিপতি হয়, তাহাতে আর কার্য্যাকার্য্য বিচার থাকে না॥ ১৩॥ যাঁহারা ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গ দর্শন করেন, নিঃসংশয় তাঁহাদিগের ব্রহ্মপদ লাভ হয়। ইহ সংসারে তাঁহারাই কৃতকৃত্য এবং তাঁহারাই বিশুদ্ধমতি॥ ১৪॥ আনন্দ-কাননে যাঁহারা ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গকে প্রণাম করেন এবং যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণে ত্রিলোচনের নাম শ্রবণ করেন, সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহারা পবিত্রতা লাভ করেন॥ ১৬॥ পৃথিবীর সমস্ত লিঙ্গ দর্শনে যে ফল, ত্রিলোচন লিঙ্গ দর্শনে তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। কাশীতে যাঁহারা ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গ দর্শন করেন, তাঁহাদিগের ত্রিজগতের সমস্ত লিঙ্গ দর্শন করা হয়। ক্ষণকালমধ্যে তাঁহারা বিধূত-পাপ হন। তাঁহাদিগকে আর গর্ভবাস করিতে হয় না। যিনি পিলিপিলা তীর্থে উত্তরবাহিণী

ক্ষণান্নির্ধূতপাপোঽসৌ ন পুনর্গর্ভভাগ্ ভবেৎ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বাবভৃথবান্ স চ॥ ১৮।
যো বৈ পিলিপিপ্যিলাতীর্থে স্নাতোত্তরবহাম্ভসি।
সরিত্ত্রয়ং মহাপুণ্যং যত্র সাক্ষাদ্বসেৎ সদা॥ ১৯।
তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা গয়ায়াং কিং করিষ্যতি।
স্নাত্বা পিলিপিপ্যিলাতীর্থে কৃত্বা বৈ পিণ্ডপাতনম্॥ ২০।
দৃষ্ট্বা ত্রিবিষ্টপং লিঙ্গং কোটিতীর্থফলং লভেৎ।
যদন্যত্রার্জ্জিতং পাপং তৎ কাশীদর্শনাদ্ব্রজেৎ॥ ২১।
কাশ্যান্তু যৎ কৃতং পাপং তৎ পৈশাচপদপ্রদম্।
প্রমাদাৎ পাতকং কৃত্বা শম্ভোরানন্দকাননে॥ ২২।
দৃষ্ট্বা ত্রিবিষ্টপং লিঙ্গং তৎ পাপমপি হাস্যতি।
সর্ব্বস্মিন্নপি ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠমানন্দকাননম্॥ ২৩।
তত্রাপি সর্ব্বতীর্থানি ততোপ্যোঙ্কারভূমিকা।
ঊঙ্কারাদপি সল্লিঙ্গান্ মোক্ষবর্ত্মপ্রকাশকাৎ॥ ২৪।

ভাগীরথী-নীরে স্নান করেন, তাঁহার সর্ব্ব-তীর্থজলে স্নান এবং সমস্ত যজ্ঞে অবভৃত স্নান করা হয়॥ ১৭॥ ১৮॥ মহাপুণ্যবতী ত্রিস্রোতস্বতী যথায় বিরাজমানা, তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে গয়ায় পিণ্ডদানের আবশ্যকতা থাকে না॥ ২০॥ পিলিপিলাতীর্থে স্নান ও পিণ্ডদান করিয়া ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গ দর্শন করিলে কোটী কোটী তীর্থ-ফল লাভ হয়॥ ২১॥ অন্যত্রে পাপ করিলে কাশী দর্শনমাত্রে তাহা ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্তু কাশীতে পাপ করিলে পিশাচ-যোনি প্রাপ্ত হয়॥ ২২॥ অজ্ঞানবশত শম্ভুর আনন্দ-কাননে পাপ করিলে ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গ দর্শনে তাহা নিশ্চয়ই বিমোচিত হয়॥ ২৩॥ যদিও পৃথ্বীতলে বিশ্বেশ্বরের আনন্দ-কানন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র, তথাপি ওঙ্কারেশ্বরের সর্ব্ব-তীর্থময়ী অধিষ্ঠান-ভূমি তদপেক্ষাও পরমোৎকৃষ্ট॥ ২৩॥ মোক্ষবর্ত্মপ্রকাশক

অতিশ্রেষ্ঠতরং লিঙ্গং শ্রেয়োরূপং ত্রিলোচনম্ ॥ ২৫ ।
তেজস্বিষু যথা ভানুর্দৃশ্যেষু চ যথা শশী ।
তথা লিঙ্গেষু সর্ব্বেষু পরং লিঙ্গং ত্রিলোচনম্ ॥ ২৬ ।
ত্রিলোচনার্চ্চকানাং সা পদবী ন দবীয়সী ।
পরং নির্ব্বাণপদ্মায়া মহাসৌখ্যৈকশেবধেঃ ॥ ২৭ ।
সকৃত্ত্রিলোচনার্চ্চাতো যচ্ছ্রেয়ঃ সমুপার্জ্জ্যতে ।
ন তদা জন্মসম্পূজ্য লিঙ্গান্যন্যানি লভ্যতে ॥ ২৮ ।
কাশ্যাং ত্রিলোচনং লিঙ্গং যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাধিয়ঃ ।
তেঽর্চ্চ্যাস্ত্রিভুবনৌকৌভিমম প্রীতিমভীপ্সুভিঃ ॥ ২৯ ।
কৃত্বাপি সর্ব্বসন্যাসং কৃত্বা পাশুপতব্রতম্ ।
নিয়মেভ্যঃ স্খলিত্বাপি কুতো বিভ্যতি মানবাঃ ॥ ৩০ ।
বিদ্যমানে মহালিঙ্গে মহাপাপৌঘহারিণি ।
ত্রিবিষ্টপে পুণ্যরাশৌ মোক্ষনিক্ষেপসদ্মনি ॥ ৩১ ।

শাশ্বত ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ হইতেও মঙ্গলময় ত্রিলোচন লিঙ্গ অতি শ্রেষ্ঠতর ॥২৫॥ সমস্ত তেজোময় পদার্থের মধ্যে ভাস্কর যেরূপ এবং সমস্ত সুদৃশ্য পদার্থের মধ্যে শশধর যেরূপ, সমস্ত লিঙ্গের মধ্যে পরম শ্রেয়োনিধান ত্রিলোচন সেই রূপ ॥ ২৬ ॥ যাঁহারা ত্রিলোচনের অর্চ্চনা করেন, মহাসৌখ্যনিধি পরমনির্ব্বাণ পদবী তাঁহাদিগের দূরবর্ত্তিনী হয় না ॥ ২৭ ॥ একবার মাত্র ত্রিলোচনের পূজা করিলে যেরূপ ফল হয়, অন্যত্রে যাবজ্জীবন লিঙ্গার্চ্চনা করিলেও তাদৃশ ফল হয় না। ২৮ ॥ কাশীতে ত্রিলোচনের পূজা করিলে ভক্তগণ ত্রিলোকের পূজ্য হন ॥ ২৯ ॥ সর্ব্বসন্ন্যাসাবলম্বী পাশুপত ব্রতাচারীগণের যদি নিয়মভঙ্গ দোষও হয়, মহাপাপ-বিনাশন, পুণ্যরাশি, মোক্ষলক্ষ্মী-নিকেতন ত্রিবিষ্টপ মহালিঙ্গ বিদ্যমানে, তাহাতেই বা তাহাদিগের ভয় কি ? ৩০ ॥৩১ ॥

সমভ্যর্চ্চ্য মহালিঙ্গং সকৃদেব ত্রিলোচনম্।
মুচ্যতে কলুষৈঃ সর্ব্বৈরপি জন্মশতার্জ্জিতৈঃ॥ ৩২।
ব্রহ্মহাপি সুরাপো বা স্তেয়ী বা গুরুতল্পগঃ।
তৎ সংযোগ্যপি বা বর্ষং মহাপাপী প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৩।
পরদাররতশ্চাপি পরহিংসারতোঽপি বা।
পরাপবাদশীলোঽপি তথা বিস্রম্ভঘাতকঃ॥ ৩৪।
কৃতঘ্নোঽপি ভ্রূণহাপি বৃষলীপতিরেব বা।
মাতাপিতৃগুরুত্যাগী বহ্নিদো গরদোঽপি বা॥ ৩৫।
গোঘ্নঃ স্ত্রীঘ্নোঽপি শূদ্রঘ্নঃ কন্যাদূষয়িতাপি চ।
ক্রূরো বাপি শুনো বাপি নিজধর্ম্মপরাঙ্মুখঃ॥ ৩৬।
নিন্দকো নাস্তিকো বাপি কূটসাক্ষ্যপ্রবাদকঃ।
অভক্ষ্যভক্ষকো বাপি তথাবিক্রেয়বিক্রয়ী॥ ৩৭।
ইত্যাদি পাপশীলোঽপি মুক্তো কং শিবনিন্দকম্।
পাপান্নিষ্কৃতিমাপ্নোতি নত্বা লিঙ্গং ত্রিলোচনম্॥ ৩৮।

একবারমাত্র ত্রিবিষ্টপ মহালিঙ্গের পূজা করিলে শত জন্মার্জ্জিত কলুষরাশি বিমোচন হয়॥ ৩২॥ ব্রহ্ম হত্যাকারী, সুরাপায়ী, গুরুশয্যাশায়ী, পরস্বাপহারী এবং তাহাদিগের সহিত সম্বৎসরকাল সংসর্গকারী, পরদারনিরত, পরকুৎসাকারী, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন, ভ্রূণ-হত্যাকারী, বৃষলীপতি, * মাতৃত্যাগী, পিতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী, গৃহদাহকারী, প্রাণ বিনাশার্থ বিষদাতা, গোহত্যাকারী, স্ত্রীহত্যাকারী, শুদ্রঘ্ন, অবিবাহিতা রজস্বলা কন্যার পিতা, ক্রূর, পরস্পর ভেদশীল, স্বধর্ম্মত্যাগী, নিন্দুক, নাস্তিক, মিথ্যাসাক্ষী, অভক্ষ্যভক্ষক এবং নিষিদ্ধ বিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মহাপাপীগণও শিব-নিন্দুকের

---

* রজস্বলা কন্যাকে যে ব্যক্তি বিবাহ করে, এবং যে ব্রাহ্মণ শুদ্রানি গমন করে তাহাকে বৃষলী পতি বলে।

শিবনিন্দারতো মূঢ়ঃ শিবশাস্ত্রবিনিন্দকঃ।
তস্য নো নিষ্কৃতির্দৃষ্টা ক্বাপি শাস্ত্রেঽপি কেনচিৎ ॥৩৯
আত্মঘাতী স বিজ্ঞেয়ঃ সদা ত্রৈলোক্যঘাতকঃ।
শিবনিন্দাং বিধত্তে যঃ স নাভাষ্যোঽধমাধমঃ ॥ ৪০।
শিবনিন্দারতা যে চ শিবভক্তজনেষ্বপি।
তে যান্তি নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৪১।
শৈবাঃ পূজ্যাঃ প্রযত্নেন কাশ্যাং মোক্ষমভীপ্সুভিঃ।
তেষ্বর্চ্চিতেষ্বপি শিবঃ প্রীতো ভবতি নিশ্চয়ং ॥ ৪২।
সর্ব্বেষামিহ পাপানাং প্রায়শ্চিত্তচিকীর্ষয়া।
নিঃশঙ্কৈরেব বক্তব্যং প্রমাণজ্ঞৈরিদং বচঃ ॥ ৪৩।
পুরশ্চরণকামশ্চেদ্ভীতোঽসি যদি পাপতঃ।
মন্যসে যদি নঃ সত্যং বাক্যং শাস্ত্রপ্রমাণতঃ ॥ ৪৪।

সংসর্গ পরিহার করিয়া কাশীতে ত্রিলোচন লিঙ্গের পূজা করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় ॥৩৩—৩৮॥ শিবনিন্দুক এবং শিবশাস্ত্র নিন্দাকারী মূঢ়গণের মুক্তির উপায় কুত্রাপি কোন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না ॥ ৩৯ ॥ যে পাপাত্মা শিব নিন্দা করে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী এবং ত্রৈলোক্যহন্তারূপে গণনীয়; সেই অধমাধম পাপিষ্ঠের সহিত সম্ভাষণও নিষিদ্ধ ॥ ৪০ ॥ যাহারা শিবের অথবা শিব-ভক্তের নিন্দা করে, চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সেই পাপাত্মাগণের ঘোর নরকে বাস হয় ॥ ৪১ ॥ সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কামনায় কাশীতে শৈবগণের পূজা করা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেই নিঃসন্দেহ সদাশিবের প্রীতিসাধন করা হয়। নিশ্চিত প্রমাণজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই কথা বলেন, যে পাপে যদি ভয় থাকে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার যদি কামনা থাকে, আমাদিগের শাস্ত্র প্রমানবাক্যে যদি সত্য বলিয়া আস্থা থাকে, তাহা হইলে সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতনিশ্চয় হইয়া

ততঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্।
আনন্দকাননং যা হি যত্র বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্॥ ৪৫।
যত্র ক্ষেত্রপ্রবিষ্টানাং নরাণাং নিশ্চিতাত্মনাম্।
ন বাধতেঽঘনিচয়ঃ প্রাপ্যেত চ পরো বৃষঃ॥ ৪৬।
তত্রাদ্যাপি মহাতীর্থে ত্রিস্রোতস্যতিনির্ম্মলে।
পুণ্যে পিলিপিল্লানাম্নি ত্রিসরিৎপরিসেবিতে॥ ৪৭।
ত্রিলোচনাক্ষিবিক্ষেপপরিক্ষিপ্তমহেনসি।
স্নাত্বা গৃহ্যোক্তবিধিনা তর্পণীয়ান্ প্রতর্প্য চ॥ ৪৮।
দত্ত্বা দেয়ং যথাশক্তি বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
দৃষ্ট্বা ত্রিবিষ্টপং লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্যাতিভক্তিতঃ॥ ৪৯।
গন্ধাদ্যৈর্বিবিধৈর্মাল্যৈঃ পঞ্চামৃতপুরঃসরৈঃ।
ধূপৈর্দ্দীপৈঃ সনৈবেদ্যৈর্বাসোভির্বহুভূষণৈঃ॥ ৫০।
পূজোপকরণৈর্দ্রব্যৈর্ঘণ্টাদর্পণচামরৈঃ।
চিত্রধ্বজপতাকাভির্নৃত্যবাদ্যসুগায়নৈঃ॥ ৫১।

স্বয়ং বিশ্বেশ্বর যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, সেই আনন্দ-কাননে গমন কর। ৪২—৪৫॥ কৃতনিশ্চয়াত্মা ক্ষেত্রপ্রবিষ্ট মানবগণকে কোন প্রকার পাপেই উৎপীড়ন করিতে পারে না, ক্ষেত্র মহাত্ম্যপ্রভাবে তাহারা পরম ধর্ম্ম লাভ করে। ৪৬॥ ত্রিলোচনের কটাক্ষপাতে যে স্থানে সমস্ত পাপরাশি প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই ত্রিসরিৎ পরিসেবিত পুণ্যময় পিলিপিলা তীর্থে সুনির্ম্মল ভাগিরথী সলিলে গৃহ্যোক্ত বিধানানুসারে স্নান, তর্পণ এবং অকপটে যথা-শক্তি দান ও ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গ দর্শন এবং ভক্তিভাবে গন্ধপুষ্প, বিবিধমাল্য, পঞ্চামৃত, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, আভরণ, ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, বিচিত্র ধ্বজ পতাকা ও নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি পূজোপকরণ সহকারে সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া তন্মন্ত্র জপ, লিঙ্গ প্রদক্ষিণ, ও নমস্কার করণানন্তর পরিচারকগণকে সন্তুষ্ট

জপৈঃ প্রদক্ষিণাভিশ্চ নমস্কারৈর্মুদাযুতৈঃ।
পরিচারকসন্তোষৈঃ কৃত্বেতি পরিপূজনম্ ॥ ৫২ ।
ব্রাহ্মণান্ বাচয়েৎ পশ্চান্নিষ্পাপোহমিতিব্রুবন্।
এবং কুর্ব্বন্নরঃ প্রাজ্ঞো নিরেনা জায়তে ক্ষণাৎ ॥ ৫৩ ।
ততঃ পঞ্চনদে স্নাত্বা মণিকর্ণীহ্রদে ততঃ।
ততো বিশ্বেশমভ্যর্চ্চ্য প্রাপ্নোতি সুকৃতং মহৎ ॥ ৫৪ ।
প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং মহাপাপবিশোধনম্।
নাস্তিকে ন প্রবক্তব্যং কাশীমাহাত্ম্যনিন্দুকে ॥ ৫৫ ।
যো দদ্যাৎ দ্রব্যলোভেন প্রায়শ্চিত্তমিদং শুভম্।
দাতা নরকমাপ্নোতি সত্যং সত্যং ঘটোদ্ভব ॥ ৫৬ ।
ক্ষমাং প্রদক্ষিণীকৃত্য যৎ ফলং সম্যগাপ্যতে।
প্রদোষে তৎ ফলং কাশ্যাং সপ্তকৃত্বস্ত্রিলোচনে ॥ ৫৭ ।
ভুজঙ্গমেখলং লিঙ্গং কাশ্যাং দৃষ্ট্বা ত্রিবিষ্টপম্।
জন্মান্তরেঽপি মুক্তঃ স্যাদন্যত্র মরণে সতি ॥ ৫৮ ।

করিয়া ‘আমি নিষ্পাপ হইলাম’ এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণের মুখে তৎ-প্রতিবাক্য শ্রবণ করিলে নরগণ অদ্যাপি নিষ্পাপ হয় ॥ ৪৭—৫৩ ॥ অনন্তর পঞ্চনদে, তদনন্তর মণিকর্ণি হ্রদে স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে মহা সুকৃতি লাভ হয় ॥ ৫৪ ॥ মহাপাপ বিশোধনের এই প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল। কাশীমাহাত্ম্য নিন্দুক এবং নাস্তিকের নিকটে ইহা প্রকাশ করা প্রতিষিদ্ধ। ৫৫ ॥ হে ঘটোদ্ভব! কোন দ্রব্যলোভে এই পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত-বিধান দান করিলে দাতাকে নিশ্চয়ই নরকবাসী হইতে হয় ॥ ৫৬ ॥ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে যে ফল হয়, প্রদোষকালে ত্রিলোচন লিঙ্গকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলে সেই ফল হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ কাশীতে ভুজঙ্গ মেখলা পরিবেষ্টিত ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গ দর্শন করিয়া অন্যত্রে মৃত্যু হইলেও পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ৫৮ ॥ অন্যত্রে

অন্যত্র সর্ব্বলিঙ্গেষু পুণ্যকালো বিশিষ্যতে।
ত্রিবিষ্টপে পুণ্যকালঃ সদা রাত্রন্দিবং নৃণাম্ ॥ ৫৯ ।
লিঙ্গান্যোঙ্কারমুখ্যানি ভিন্দন্তি সর্ব্বপাতকং ।
পরং ত্রৈলোচনীশক্তিঃ কাচিদন্যৈব পার্ব্বতি ॥ ৬০ ।
যতঃ সর্ব্বেষু লিঙ্গেষু লিঙ্গমেতদনুত্তমম্ ।
তৎ কারণং শৃণ্বপর্ণে কর্ণে কুরু বদাম্যহম্ ॥ ৬১ ।
পুরা মে যোগযুক্তস্য লিঙ্গমেতদ্ভুবস্তলাৎ ।
উদ্ভিদ্য সপ্তপাতালং নিরগাৎ পুরতো মহৎ ॥ ৬২ ।
অস্মিল্লিঙ্গে পুরা গৌরি সুগুপ্তং তিষ্ঠতা ময়া ।
তুভ্যং নেত্রত্রয়ং দত্তং নিরৈক্ষিষ্ঠাস্তথোত্তমম্ ॥ ৬৩ ।
তদাপ্রভৃতি দেবেশি লিঙ্গমেতত্ত্রিলোচনম্ ।
বিষ্টপত্রিতয়ান্তস্থৈর্গীয়তে জ্ঞানদৃষ্টিদম্ ॥ ৬৪ ।
ত্রিলোচনস্য যে ভক্তাস্তেঽপি সর্ব্বে ত্রিলোচনাঃ ।
মম পারিষদাস্তে তু জীবন্মুক্তাস্তএব হি ॥ ৬৫ ।

পুণ্যকালের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ত্রিবিষ্টপ ক্ষেত্রে দিবারাত্রিই নরগণের পুণ্যকাল ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বেশ্বর ভগবতীকে কহিয়াছেন, হে পার্ব্বতি! ওঙ্কার-প্রমুখ সমস্ত লিঙ্গই সর্ব্বপাপ বিনাশ করেন, তথাপি ত্রিলোচনী শক্তি তৎসর্ব্বাপেক্ষা গরিয়সী ॥ ৬০ ॥ হে অপর্ণে! যে নিমিত্ত এই ত্রিলোচন লিঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অনুত্তম আমি তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬১ ॥ পুরাকালে যখন আমি যোগাশক্ত ছিলাম, তৎকালে সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া আমার পুরোভাগে এই লিঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ আমি তৎকালে সেই অনুত্তম লিঙ্গে গুপ্তভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ত্রিলোচনে তোমাকে দর্শন করিয়াছিলাম। তদবধি ত্রিভুবনস্থ লোকে এই জ্ঞান-দৃষ্টি-প্রদ লিঙ্গকে ত্রিলোচন নামে কীর্ত্তন করেন। ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ হে দেবেশি! ত্রিলোচনের ভক্তগণ সকলেই সাক্ষাৎ ত্রিলোচন

ত্রিলোচনস্য লিঙ্গস্য মহিমানং ন কশ্চন।
সম্যগ্বেত্তি মহেশানি ময়ৈব পরিগোপিতম্ ॥ ৬৬।
শুক্লরাধতৃতীয়ায়াং স্নাত্বা পৈলিপিপ্পিলে হ্রদে।
উপোষণপরা ভক্ত্যা রাত্রৌ জাগরণান্বিতাঃ ॥ ৬৭।
ত্রিলোচনং পূজয়িত্বা প্রাতঃ স্নাত্বাপি তত্র বৈ।
পুনর্লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য দত্ত্বা ধর্ম্মঘটানপি ॥ ৬৮।
সান্নান্ সদক্ষিণান্ দেবি পিতৄনুদ্দিশ্য হর্ষিতাঃ।
বিধায় পারণং পশ্চাচ্ছিবভক্তজনৈঃ সহ ॥ ৬৯।
বিসৃজ্য পার্থিবং দেহং তেন পুণ্যেন মোদিতাঃ।
ভবন্তি দেবি নিয়তং গণা মম পুরোগমাঃ ॥ ৭০।
তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে দেবা মর্ত্ত্যা মহোরগাঃ।
গৌরি যাবন্ন পশ্যন্তি কাশ্যাং লিঙ্গং ত্রিলোচনম্ ॥ ৭১।
সকৃত্ত্রিবিষ্টপং দৃষ্ট্বা স্নাত্বা পৈপিলিপ্পিলে হ্রদে।
ন জাতু মাতুস্তনপো জায়তে জন্তুরত্র হি ॥ ৭২।

স্বরূপ, তাঁহারা সকলেই আমার পারিষদ, সকলেই জীবন্মুক্ত ॥৬৫॥ হে মহেশি! ত্রিলোচন লিঙ্গের সম্যক্ মহিমা কেবল আমিই অবগত আছি, অপর কেহই সে মহিমা জানে না ॥ ৬৬ ॥ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে দেবি! বৈশাখী শুক্ল-তৃতীয়ায় পিলপিলাহ্রদে স্নান করিয়া অনশনে ভক্তিপূর্ব্বক নিশাজাগরণানন্তর ত্রিলোচন লিঙ্গের পূজা, পুনরায় প্রাতঃকালে স্নান ও পুনরায় লিঙ্গার্চ্চনপূর্ব্বক পিতৃ উদ্দেশে অন্ন, সদক্ষিণ ধর্ম্মঘট দান ও শিবভক্তগণের সহিত পারণ করিলে, সেই পুণ্যফলে ভক্তগণ গণত্ব প্রাপ্ত হইয়া সানন্দে আমার পুরোভাগে বিচরণ করে ॥ ৬৭—৭০ ॥ হে গৌরি! যদবধি কাশীতে ত্রিলোচন লিঙ্গ নয়নপথে পতিত না হয়, তদবধি দেব, নর ও নাগগণ নিয়ত সংসারপথে ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ হে দেবি! একবার মাত্র পিলি-

প্রতিমাসং সদাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাঞ্চভামিনি।
আয়ান্তি সর্ব্বতীর্থানি দ্রষ্টুং দেবং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৭৩।
ত্রিবিষ্টপাদ্দক্ষিণতঃ স্নাতঃ পৈলিপিল্যেঽম্ভসি।
তত্র সন্ধ্যামুপাস্যৈকাং রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৭৪।
পাদোদকাখ্যস্তত্রৈব কূপঃ পাপবিনাশকঃ।
প্রাশ্য তস্যোদকং মর্ত্ত্যো ন মর্ত্ত্যো জায়তে পুনঃ ॥ ৭৫।
তস্য লিঙ্গস্য পার্শ্বে তু সন্তি লিঙ্গান্যনেকশঃ।
কৈবল্যদানি তান্যত্র দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি ॥ ৭৬।
তত্র শান্তনবং লিঙ্গং গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিতম্।
তদ্দৃষ্ট্বা শান্তিমাপ্নোতি নরঃ সংসারতাপিতঃ ॥ ৭৭।
তদ্দক্ষিণে মহালিঙ্গং মুনে ভীষ্মেশসংজ্ঞিতম্।
কলিঃ কালশ্চ কামশ্চ বাধতে ন তদীক্ষণাৎ ॥ ৭৮।

পিলা হ্রদে স্নান করিয়া, ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না ॥ ৭২ ॥ হে ভামিনি! প্রতি মাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে সমস্ত তীর্থ এই স্থানে আগমন করিয়া ত্রিলোচন লিঙ্গ দর্শন করেন ॥ ৭৩ ॥ ত্রিবিষ্টপের দক্ষিণ ভাগে পিলিপিলা-নীরে স্নান করিয়া সন্ধ্যো-পাসনা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ৭৪ ॥ হে দেবি! তথায় পাদোদক নামে সর্ব্বপাপবিনাশন এক পবিত্র কূপ আছে, সেই কূপের জল পান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ৭৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! সেই লিঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে বহুসংখ্যক লিঙ্গ আছেন; তাঁহাদিগের দর্শন স্পর্শনে কৈবল্য লাভ হয় ॥ ৭৬ ॥ গঙ্গাতীরে সান্তনু লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে সংসার-তাপিত নরগণের শান্তি লাভ হয় ॥ ৭৭ ॥ হে মুনিবর! তাঁহার দক্ষিণে ভীষ্মেশ্বর মহা লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে কলিকাল ভয় এবং কামনাবশে কর্ম্মবন্ধন থাকে না ॥ ৭৮ ॥ সেই লিঙ্গের পশ্চিমাংশে দ্রোণেশ্বর মহালিঙ্গ। সেই লিঙ্গ পূজা

তৎপ্রতীচ্যাং মহালিঙ্গং দ্রোণেশ ইতি কীর্ত্তিতম্।
যল্লিঙ্গপূজনাদ্দ্রোণো জ্যোতীরূপং পুনর্দধৌ ॥ ৭৯।
অশ্বত্থামেশ্বরং লিঙ্গং তদগ্রে চাতিপুণ্যদম্।
যদর্চ্চনবশাদ্দ্রৌণির্ন বিভেত্যপি কালতঃ ॥ ৮০।
দ্রোণেশাদ্বায়ুদিগ্‌ভাগে বালখিল্ল্যেশ্বরং পরম্।
তল্লিঙ্গং শ্রদ্ধয়া দৃষ্ট্বা সর্ব্বক্রতুফলং লভেৎ ॥ ৮১।
তদ্বামে লিঙ্গমালোক্য বাল্মীকেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
তস্য সন্দর্শনাদেব বিশোকো জায়তে নরঃ ॥ ৮২।
অন্যচ্চাত্রৈব যদ্বৃত্তং তদ্ব্রবীমি ঘটোদ্ভব।
ত্রিবিষ্টপস্য মাহাত্ম্যং দেব্যৈ দেবেন ভাষিতম্ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ত্রিলোচন মাহাত্ম্য নাম
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

করিয়া দ্রোণাচার্য্য জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥ তাঁহার পুরোভাগে পুণ্যপ্রদ অশ্বত্থামেশ্বর লিঙ্গ। অশ্বত্থামা তাঁহার পূজা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥ তাঁহার বায়ুকোণে শ্রেষ্ঠতম বালখিল্যেশ্বর লিঙ্গ। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক সেই লিঙ্গ দর্শনে সর্ব্ব যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ৮১ ॥ তাঁহার বামভাগে বাল্মীকেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে শোকতাপ থাকে না ॥ ৮২ ॥ হে ঘটোদ্ভব! ত্রিবিষ্টপ মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ভগবান বিশ্বেশ্বর ভগবতীকে অপর যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ত্রিলোচন মাহাত্ম্য নাম
পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

শৃণুষ মৈত্রাবরুণে পুরা কল্পে রথন্তরে।
ইতিহাস ইহাসীৎ যঃ পীঠে বিরজসংজ্ঞিতে॥ ১।
ত্রিলোচনস্য প্রাসাদে মণিমাণিক্যনির্ম্মিতে।
নানাভঙ্গিগবাক্ষাঢ্যে রত্নসানাবিবায়তে॥ ২।
কদাচিদপি কল্পান্তে দ্যোলোকে ভ্রংশতি ক্ষয়ে।
প্রোত্তম্ভনং স্তম্ভ ইব দত্তো বিশ্বকৃতা স্বয়ম্॥ ৩।
মরুত্তরঙ্গিতাগ্রাভিঃ পতাকাভিরিতস্ততঃ॥
সন্নিবারয়তীবেত্থমঘৌঘাঙ্খিশতো মুনে॥ ৪।
দেদীপ্যমানসৌবর্ণকলশেন বিরাজিতে।
পার্ব্বণেন শশাঙ্কেন খেদাদিব সমাশ্রিতে॥ ৫।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণে! পুরাকালে রথন্তর কল্পে বিরজাপীঠে, অপর যে ঘটনা হইয়াছিল, সেই অপূর্ব্ব ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর॥১॥ ত্রিলোচনের প্রাসাদ মণি-মাণিক্য নির্ম্মিত, বিচিত্র গবাক্ষ পরিশোভিত, এবং সুমেরু সদৃশ উচ্চ। প্রলয়কালে কদাচিৎ স্বর্গলোক ধ্বংশ হইলেও ইহা স্বয়ং বিশ্বেশ্বরদত্ত স্তম্ভের ন্যায় বিরাজমান থাকে। ইহার পতাকারাজি ইতস্ততঃ পবনসঞ্চালিত হইয়া যেন পাপরাশিকে কাশী প্রবেশে নিবারণ করিতেছে। তাহার দেদীপ্যমান সুবর্ণ কলস উজ্জ্বল দীপ্তিতে পূর্ণিমার শশাঙ্ককেও লজ্জিত করে। একদা যুগল পারাবত স্বেচ্ছাক্রমে সেই প্রসাদে আশ্রয় লইয়া-

তত্র পারাবতদ্বন্দ্বং বসেৎ স্বৈরকৃতালয়ম্।
প্রাতঃ সায়ঞ্চ মধ্যাহ্নে কুর্ব্বন্নিত্যং প্রদক্ষিণম্॥ ৬।
উড্ডীয়মানং পরিতঃ পক্ষবাতৈরিতস্ততঃ।
রজঃ প্রাসাদসংলগ্নং দূরীকুর্ব্বন্ দিনে দিনে॥ ৭।
ত্রিলোচনেতি সততং নামভক্তৈরুদাহৃতম্।
ত্রিবিষ্টপেতি চ তথা তয়োঃ কর্ণাতিথির্ভবেৎ॥ ৮।
চতুর্ব্বিধানি বাদ্যানি শম্ভুপ্রীতিকরাণ্যলম্।
তয়োঃ কর্ণগুহাং প্রাপ্য প্রতিশব্দং প্রতন্বতে॥ ৯।
মঙ্গলারাত্রিকজ্যোতিস্ত্রিসন্ধ্যং পক্ষিণোস্তয়োঃ।
নেত্রান্তর্নিবিশন্নিত্যং ভক্তচেষ্টাং প্রদর্শয়েৎ॥ ১০।
প্রাণযাত্রাং বিহায়াপি কদাচিৎ স্থিরমানসৌ।
নোড্ডীয়বাঞ্ছিতং যাতঃ পশ্যন্তৌ কৌতুকং খগৌ॥ ১১।
তত্র ভক্তজনাকীর্ণং প্রাসাদং পরিতো মুনে।
তন্দুলাদি চরন্তৌ তৌ কুর্ব্বাতে চ প্রদক্ষিণম্॥ ১২।

ছিল। তাহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিত। তাহারা চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হওয়াতে তাহাদিগের পক্ষ-বাত-সঞ্চালনে, প্রাসাদ-সংলগ্ন রজোরাশি দূরীকৃত হইত। ২—৭॥ ভক্তগণ সর্ব্বদা ত্রিলোচন ও ত্রিবিষ্টপ নাম উচ্চারণ করিতেন, তাহাও তাহাদিগের কর্ণগোচর হইত॥ ৮॥ বিশ্বেশ্বরের প্রীতিকর চতুর্ব্বিধ বাদ্য প্রতিনিয়তই তাহাদিগের শ্রবণ-গুহায় প্রতিধ্বনিত হইত॥ ৯॥ ত্রিকালীন আরতি-প্রদীপের জ্যোতি সেই কপোতযুগলের নেত্রপথে প্রবেশ করিয়া নিয়ত ভক্তগণের পূজাব্যাপার প্রদর্শন করিত॥ ১০॥ হে মুনে! তাহারা তথাকার আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক উড্ডীন হইয়া কদাচিৎ অন্য স্থানে গমন করিত না। ভক্ত-জনাকীর্ণ সেই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ তণ্ডুলাদি দর্শনপূর্ব্বক স্থিরমানসে সকৌতুকে সেই

দেবদক্ষিণদিগ্‌ভাগে চতুঃস্রোতস্বিনীজলম্।
তৃষার্ত্তৌ ধয়তো বিপ্র স্নাতৌ জাতুচিদণ্ডজৌ॥ ১৩।
তয়োরিত্থং বিচরতোস্ত্রিলোচনসমীপতঃ।
অগাদ্বহুতিথঃ কালো দ্বিজয়োঃ সাধুচেষ্টয়োঃ॥১৪।
অথ দেবালয়স্কন্ধে গবাক্ষান্তর্গতৌ চ তৌ।
শ্যেনেন কেনচিদ্দৃষ্টৌ ক্রূরদৃষ্ট্যা সুখস্থিতৌ॥ ১৫।
তচ্চ পারাবতদ্বন্দ্বং শ্যেনঃ পরিজিঘৃক্ষুকঃ।
অবতীর্য্যাম্বরাদাশু প্রবিষ্টোন্যশিবালয়ে॥ ১৬।
ততো বিলোকয়ামাস তদাগমবিনির্গমৌ।
কেন মার্গেণ বিশতো দুর্গমে তৌ পতত্রিণৌ॥ ১৭।
কেনাধ্বনা চ নির্যাতঃ ক্ব কালে কুরুতশ্চ কিম্।
কথং যুগপদেতৌ মে গ্রাহ্যৌ স্বৈরং ভবিষ্যতঃ॥ ১৮।

স্থানেই প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করিত॥ ১১—১২॥ হে বিপ্র! তাহারা পিপাসার্ত্ত হইয়া ত্রিলোচনের দক্ষিণদিক্ ভাগস্থিত চতুঃস্রোতস্বতী জলে স্নান ও সেই জল পান করিত॥ ১৩॥ এইরূপে সেই সাধুস্বভাব পারাবত-দম্পতী ত্রিলোচন সমীপে আনন্দে বিচরণ করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিল॥১৪॥ অনন্তর একদা তাহারা সেই দেবালয়ের উপকণ্ঠস্থ এক গবাক্ষে সুখে উপবিষ্ট ছিল, দৈবাৎ এক শ্যেনপক্ষী ক্রূর দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া ভক্ষণাশয়ে আকাশপথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অন্য এক শিবালয়ে প্রবেশ করিল এবং তথা হইতে তাহাদিগের আগম নির্গম দর্শন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার কেবল এই চিন্তা হইল যে, তাহারা কোন্ পথ দিয়া সেই দুর্গে প্রবেশ করে, কোন্ পথ দিয়া বহির্গত হয়, কোন্ সময়ে কি কার্য্য করে এবং কিরূপেই বা আমি উহাদিগকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিব। উহারা এক্ষণে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি উহাদিগকে

মধ্যে দুর্গপ্রবিষ্টৌ চ মম বশ্যাবিমৌ নযৎ।
একদৃষ্টিঃ ক্ষণং তস্থৌ শ্যেন ইত্থং বিচিন্তয়ন্ ॥ ১৯ ।
অহো দুর্গবলং প্রাজ্ঞাঃ শংসন্ত্যেবেতি হেতুতঃ।
দুর্ব্বলোপ্যাকলয়িতুং সহসারিন শক্যতে ॥ ২০ ।
করিণাস্তু সহস্রেণ বরাশ্বানাং ন লক্ষতঃ।
তৎ কর্ম্মসিদ্ধির্ন্ পতেদ্‌র্গেণৈকেন যদ্ভবেৎ ॥ ২১ ।
দুর্গস্থো নাভিভূয়েত বিপক্ষঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ।
স্বতন্ত্রং যদি দুর্গংস্যাদমর্ম্মজ্ঞপ্রকাশিতম্ ॥ ২২ ।
ইতি দুর্গবলং শংসন্ শ্যেনো রোষারুণেক্ষণঃ।
অসাধ্বসৌ কলরবৌ বীক্ষ্য যাতো নভোঽঙ্গণম্ ॥ ২৩
অথ পারাবতী দক্ষা বিপক্ষং প্রেক্ষ্য পক্ষিণম্।
মহাবলং দুর্গবলা প্রাহ পারাবতং পতিম্ ॥ ২৪.।

গ্রহণ করিতে না পারি, ততক্ষণ এই স্থানেই প্রতীক্ষা করিব। শ্যেনপক্ষী এইরূপ চিন্তা করিয়া একদৃষ্টে তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিল ॥১৫—১৯॥ পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল, অহো! এই নিমিত্তই পণ্ডিতেরা দুর্গবলের প্রসংসা করেন। দুর্ব্বল অরি দুর্গমধ্যে অবস্থান করিলে, প্রবল বিপক্ষও তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। একমাত্র দুর্গে নৃপতিগণের যে কার্য্য সিদ্ধি হয়, সহস্র সহস্র হস্তী এবং লক্ষ লক্ষ অশ্বেও সেরূপ কার্য্য সিদ্ধি হয় না। দুর্গ মধ্যস্থ বিপক্ষ কদাচ কাহারও দ্বারা অভিভূত হয় না। কারণ যাহারা দুর্গমর্ম্মানভিজ্ঞ তাহাদিগের নিকটে তাহা দুষ্প্রবেশ্যরূপে প্রকাশিত হয় ॥ ২০—২২ ॥

শ্যেনপক্ষী এইরূপে দুর্গবলের প্রশংসা করিয়া নির্ভয় কপোতযুগলকে অবলোকনপূর্ব্বক রোষারুণ-নয়নে গগণমার্গে উড্ডীন হইল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর চতুরা পারাবতী সেই মহাবল বিপক্ষ পক্ষীকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক দুর্গবলাশ্রয়ে

কলরবুব্যবাচ।

প্রিয় পারাবত প্রাজ্ঞ সর্ব্বকামিসুখারব।
তব দৃষ্টিবিষয়ং প্রাপ্তঃ শ্যেনোঽয়ং প্রবলো রিপুঃ॥ ২৫।
সাবজ্ঞং বাক্যমাকর্ণ্য পারাবত্যাঃ স তৎপতিঃ।
পারাবতীমুবাচেদং কাচিন্তেতি তব প্রিয়ে॥ ২৬।

পারাবত উবাচ।

কতি নাম ন সন্তীহ সুভগে ব্যোমচারিণঃ।
কতিদেবালয়েষ্বেষু খগা নোপবিশন্তি হি॥ ২৭।
কতি চৈব ন পশ্যন্তি নৌ সুখস্থাবিহ প্রিয়ে।
তেভ্যো যদীহ ভেতব্যং কুতো নৌ তৎ সুখং প্রিয়ে॥২৮
রমস্ব ত্বং ময়া সার্দ্ধন্ত্যজ চিন্তামিমাং শুভে।
অস্য শ্যেনবরাকস্য গণনাপি ন মে হৃদি॥ ২৯।
ইত্থং পারাবতবচঃ শ্রুত্বা পারাবতী ততঃ।
মৌনমালম্ব্য সন্তস্থে পত্যুঃ পাদার্পিতেক্ষণা॥ ৩০।

নিঃশঙ্কচিত্তে পারাবতকে কহিল, হে প্রিয় পারাবত! তুমি দেখিয়াছ, ঐ আমাদিগের প্রবল রিপু শ্যেনপক্ষী॥ ২৪॥ ২৫॥ পারাবত তাচ্ছল্যভাবে পারাবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে প্রিয়ে! তোমার চিন্তা কি; হে শুভগে! কত প্রকার গগণবিহারী পক্ষী আছে, কোন্ দেবালয়ে পক্ষী-গণ উপবেশন না করে? হে প্রিয়ে! আমরা যে সুখে অবস্থান করিতেছি, কে তাহা দর্শন না করে? তাহাদিগকে দেখিয়া যদি আমরা ভয় করিব, তবে আমাদিগের সুখ কোথায়? হে শুভে! তুমি এ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সুখে আমার সহিত ক্রীড়া কর। আমি ঐ তুচ্ছ শ্যেনপক্ষীকে তৃণ তুল্যও গণনা করি না॥ ২৬—২৯॥ পারাবতী তৎকালে পারাবতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পতির চরণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল॥ ৩০॥

হিতবর্ত্মোপদিশ্যাপি প্রিয়প্রিয়চিকীর্ষয়া।
সাধ্ব্যা জোষং সমাস্থেয়ং কার্য্যং পত্যুর্বচঃ সদা॥ ৩১।
অন্যেদ্যুরপ্যথাযাতঃ শ্যেনোঽপশ্যৎ স দম্পতী।
অপরিচ্ছিন্নয়া দৃষ্ট্যা যথা মৃত্যুর্গতায়ুষম্॥ ৩২।
অথ মণ্ডলগত্যা স প্রাসাদং পরিতো ভ্রমন্।
নিরীক্ষ্য তদ্গতায়াতৌ যাতো গগনমার্গতঃ॥ ৩৩।
গতেঽথ নভসি শ্যেনে পুনঃ পারাবতাঙ্গনা।
প্রোবাচ প্রেয়সী নাথ দৃষ্টো দুষ্টস্ত্বয়াহিতঃ॥ ৩৪।
তস্যা বাক্যং সমাকর্ণ্য পুনঃ কলরবোঽব্রবীৎ।
কিং করিষ্যত্যসৌ মুগ্ধে মম ব্যোমবিহারিণঃ॥ ৩৫।
দুর্গঞ্চ স্বর্গতুল্যং মে যত্র নাস্ত্যরিতো ভয়ম্।
অয়ং ন তাগতীর্বেত্তি যা বেদাহং নভোঙ্গণে॥ ৩৬।
প্রডীনোড্ডীনসণ্ডীনকাণ্ডবাডকপাটিকাঃ।
স্রংসনীমণ্ডলবর্তীগতয়োঽষ্টাবুদাহৃতাঃ॥ ৩৭।

প্রিয়পতির প্রিয়চিকীর্ষায় হিতবর্ত্মোপদেশ প্রদান করিয়াও পতির বাক্যে সর্ব্বদা আস্থা প্রদর্শন করা সাধ্বী রমণীগণের উচিত॥ ৩১॥ অনন্তর সেই শ্যেনপক্ষী পুনরায় অন্য একদিবস উপস্থিত হইয়া, মৃত্যু যেমন গতায়ু ব্যক্তিকে দর্শন করে, তদ্রূপ সেই পারাবত দম্পতীকে দর্শন করিল॥ ৩২॥ অনন্তর প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগের গতায়াত দর্শন করিয়া পুনরায় গগণপথে প্রস্থান করিল॥ ৩৩॥ শ্যেনপক্ষী গগণে উড্ডীন হইলে পারাবতী পুনরায় পারাবতকে কহিল, হে নাথ! সেই দুষ্ট শত্রু পুনরায় আসিয়াছিল দর্শন করিয়াছ? ৩৪॥ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পারাবত উত্তর করিল, হে মুগ্ধে! ঐ গগণবিহারী ক্রূর পক্ষী আমাদিগের কি করিবে? ৩৫॥ আমার দুর্গ স্বর্গতুল্য। এখানে অরি ভয় নাই। গগণপথে আমি যে গতি জ্ঞাত আছি, শ্যেনপক্ষী তাহা জ্ঞাত নহে॥ ৩৬॥ গতি অষ্ট-

যথৈতাস্বিহ কৌশল্যং ময়ি পারাবতি প্রিয়ে।
গতিষু ক্বাপি কস্যাপি পক্ষিণো ন তথাম্বরে॥ ৩৮।
সুখেন তিষ্ঠ কা চিন্তা ময়ি জীবতি তে প্রিয়ে।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সা স্থিতা মূকবৎ সতী॥ ৩৯।
অপরেদ্যুরপি শ্যেনস্তত্র ভারশিলাতলে।
কিয়দন্তরমাসাদ্যোপবিষ্টোঽতিপ্রহৃষ্টবৎ॥ ৪০।
আযামং তত্র সংস্থিত্বা তৎকুলায়ং বিলোক্য চ।
পুনর্বিনির্গতঃ শ্যেনঃ সাপি ভীতাব্রবীৎ পুনঃ॥ ৪১।
প্রিয়স্থানমিদং ত্যাজ্যং দুষ্টদৃষ্টিবিদূষিতম্‌।
অসৌ ক্রূরোঽতিনিকটমুপবিষ্টোঽতিহৃষ্টবৎ॥ ৪২।
সাবজ্ঞং স পুনঃ প্রাহ কিং করিষ্যত্যসৌ প্রিয়ে।
মৃগাক্ষীণাং স্বভাবোঽয়ং প্রায়শো ভীরুবৃত্তয়ঃ॥ ৪৩।

বিধ। যথা প্রডীন, উড্ডীন, সংডীন, কাণ্ডিকা, ব্যাড়িকা, কপাটিকা, স্রংসনী ও মণ্ডলবতী॥ ৩৭॥ হে পারাবতি! হে প্রিয়ে! অম্বরপথে গতি-কৌশল যেমন আমি জানি, অপর কোন পক্ষী সেরূপ জানে না॥ ৩৮॥ হে প্রিয়ে! আমি জীবিত থাকিতে তোমার চিন্তা কি? তুমি স্বচ্ছন্দে সুখে অবস্থান কর। পারাবতী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মূকের ন্যায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। ৩৯॥ আর এক দিবস সেই শ্যেনপক্ষী আগমন করিয়া কপোতকুলায়ের কিয়দ্দূরে প্রাসাদ শিলাতলে উপবিষ্ট হইল। এক প্রহর কাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিগের আবাসস্থান অবলোকন করিয়া পুনরায় আকাশপথে প্রস্থান করিল। পারাবতী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া পুনরায় পারাবতকে কহিল, হে প্রিয়! ক্রূরদৃষ্টিদূষিত এই স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। সেই আততায়ী বিপক্ষ পক্ষী অদ্য হৃষ্টচিত্তে আমাদের অতি নিকটেই উপবিষ্ট হইয়াছিল॥ ৪০—৪২॥ পারাবতীর বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পারাবত পুনরায় কহিল, প্রিয়ে! ভয় কি, সে আমাদিগের কি করিবে? স্ত্রীজাতি

ইতরেত্বুরপি প্রাপ্তঃ স চ শ্যেনো মহাবলঃ।
তয়োরভিমুখং তত্র স্থিতো যামদ্বয়াবধি ॥ ৪৪ ।
পুনর্বিলোক্য তদ্বর্ত্ম শীঘ্রং যাতো যথাগতম্।
গতেঽথ শকুনৌ তস্মিন্ সা বভাষে বিহঙ্গমা ॥ ৪৫ ।
নাথ স্থানান্তরং যাবো মৃত্যুর্নৌ নিকটোঽত্র যৎ।
পুনর্দৃষ্টে প্রণষ্টেঽস্মিন্নাবাং স্যাবঃ সুখং প্রিয় ॥ ৪৬ ।
প্রিয় যস্য সপক্ষস্য গতিঃ সর্ব্বত্র সিদ্ধিদা।
স কিং স্বদেশরাগেণ নাশং প্রাপ্নোতি বুদ্ধিমান্ ॥ ৪৭ ।
সোপসর্গং নিজং দেশং ত্যক্ত্বা যোঽন্যত্র ন ব্রজেৎ।
স পঙ্গুর্নাশমাপ্নোতি কূলস্থিত ইব ক্রমঃ ॥ ৪৮ ।
প্রিয়োদিতং নিশম্যেতি স ভবিত্রীদশার্দ্দিতঃ।
সরীঢ়ং পুনরপ্যাহ প্রিয়ে মাভৈঃ খগান্ততঃ ॥ ৪৯ ।

স্বভাবতই প্রায় অত্যন্ত ভীরু ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর সেই শ্যেনপক্ষী আর এক দিবস তাহাদিগের সম্মুখে আসিয়া দুই প্রহর কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিল। ৪৪ ॥ পুনরায় তাহাদিগের প্রবেশপথ অবলোকন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। শ্যেন উড্ডীন হইবার পর কপোতী পুনরায় কপোতকে কহিল, হে নাথ! আমাদিগের মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, চল স্থানান্তরে গমন করি। তাহা হইলে সেই দুষ্ট শ্যেনপক্ষী আর আমাদিগের দর্শন পাইবে না, আমরাও সুখে থাকিতে পারিব। হে প্রিয়! পক্ষী জাতীর গতি সর্ব্বত্র সিদ্ধিপ্রদায়িনী। এরূপ স্থলে কোন্ বুদ্ধিমান দেশানুরাগবশে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে? ৪৫—৪৭ ॥ দেশে উপদ্রব উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া না যায়, সেই নিশ্চেষ্ট পঙ্গু নদীকূলস্থ বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮ ॥ পারাবতীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভাবি বিপদাপন্ন পারাবত পুনরায় উপেক্ষিতভাবে কহিল, প্রিয়ে! ভয় নাই! শ্যেনপক্ষী আমাদিগের কি করিবে? ৪৯ ॥ পুনরায় পরদিন প্রাতঃ

অথাপরস্মিন্নহনি স শ্যেনঃ প্রাতরেব হি।
তদ্দ্বারদেশমাসাদ্য সায়ং যাবৎ স্থিতো বলঃ ॥ ৫০।
অস্তাচলস্য শিখরং যাতে ভানৌ গতে খগে।
কুলায়াদ্বাহ্যমাগত্যোবাচ পারাবতী পতিম্ ॥ ৫১।
নাথ নির্গমনস্যায়ংকালঃ কালোঽতিদূরতঃ।
যাবত্তাবদ্বিনির্যাহি ত্যক্ত্বা মামপি সম্মতে ॥ ৫২।
ত্বয়ি জীবতি দুষ্প্রাপ্যং ন কিঞ্চিজ্জগতীতলে।
পুনর্দ্দারাঃ পুনর্মিত্রং পুনর্বস্তু পুনর্গৃহম্ ॥ ৫৩।
যদ্যাত্মা রক্ষিতঃ পুংসা দারৈরপি ধনৈরপি।
তদা সর্ব্বং হরিশ্চন্দ্রভূপেনেবেহ লভ্যতে ॥ ৫৪।
অয়মাত্মা প্রিয়ো বন্ধুরয়মাত্মা মহদ্ধনম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাময়মাত্মার্জ্জকঃ পরঃ ॥ ৫৫।

কালে শ্যেনপক্ষী আগমন করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের দ্বারদেশে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিল ॥ ৫০ ॥ সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখর অবলম্বন করিলে শ্যেনপক্ষী প্রস্থান করিল। পারাবতী তদনন্তর কুলায় হইতে বহির্গত হইয়া পতিকে কহিল, হে নাথ! সেই কাল এক্ষণে বহুদূরে আছে। ইহাই পলায়ন করিবার প্রকৃত অবসর। অতএব আমার মতে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও এইক্ষণেই তোমার পলায়ন করা উচিত ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ হে নাথ! তুমি জীবিত থাকিলে ইহ জগতীতলে তোমার কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না। দারা, মিত্র, ধন ও গৃহ সমস্তই তুমি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥ হে প্রিয়তম! দারা অথবা ধন প্রদান করিয়াও যিনি আত্মরক্ষা করিতে পারেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় তিনি সমস্তই পুনঃপ্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥ হে নাথ! এই আত্মাই প্রিয়বন্ধু, এই আত্মাই মহাধন এবং এই আত্মাই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গেরহেতু ॥ ৫৫ ॥ হে নাথ! আত্মার মঙ্গলেই ত্রিজগতের মঙ্গল। অত-

যাবদাত্মনি বৈ ক্ষেমং তাবৎ ক্ষেমং জগত্রয়ে।
সোঽপি ক্ষেমঃ সুমতিনা যশসা সহ বাঞ্ছ্যতে ॥ ৫৬।
যশোহীনস্তু যৎ ক্ষেমং তৎ ক্ষেমান্নিধনম্বরম্।
তদ্‌যশঃ প্রাপ্যতে পুংভির্নীতিমার্গপ্রবর্ত্তনে ॥ ৫৭।
অতো নীতিপথং শ্রুত্বা নাথ স্থানাদিতো ব্রজ।
ন গমিষ্যসি চেৎ প্রাতস্ততো মে সংস্মরিষ্যসি ॥ ৫৮।
ইত্যুক্তোঽপি স বৈ পত্ন্যা পারাবত্যা সুমেধয়া।
ন নির্যযৌ প্রতিস্থানাদ্ভবিত্র্যা প্রতিবারিতঃ ॥ ৫৯।
অথোষসি সমাগত্য শ্যেনেন বলিনা তদা।
তন্নির্গমাধ্বা সংরুদ্ধঃ কিঞ্চিদ্ভক্ষবতা মুনে ॥ ৬০।
দিনানি কতিচিত্তত্র স্থিত্বা শ্যেনো মহামতিঃ।
পারাবতমুবাচেদং ধিক্ ত্বাং পৌরুষবর্জ্জিতম্ ॥ ৬১।
কিং বা যুধ্যস্ব দুর্ব্বুদ্ধে কিম্বা নির্যাহি মে গিরা।
ক্ষুধাক্ষীণো মৃতঃ পশ্চান্নিরয়ং যাস্যসি ধ্রুবম্ ॥ ৬২।

এব মতিমান ব্যক্তিগণ সেই মঙ্গল বাঞ্ছা করিয়া যশস্বী হন ॥ ৫৬ ॥ হে নাথ! যশোহীন মঙ্গলাপেক্ষা বরং মৃত্যুই মঙ্গল। নীতি মার্গানুসারে কার্য্য করিলে সেই মঙ্গলাত্মক যশোলাভ হয় ॥ ৫৭ ॥ হে নাথ! এই নীতি-বাক্য শ্রবণ করিয়াও যদি তুমি প্রস্থান না কর, তাহা হইলে কল্য প্রাতঃকালে আমার বাক্য তোমার স্মরণ হইবে ॥ ৫৮ ॥ বুদ্ধিমতী পারাবতীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াও সেই পারাবত মায়াবশে আবদ্ধ হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল না ॥ ৫৯ ॥ হে মুনে! অনন্তর সেই মহাবল শ্যেনপক্ষী পুনরায় উষা-কালে আগমন করিয়া সেই কপোতদম্পতীর নির্গমপথ রোধ করিল। এই-রূপে কতিপয় দিবস যথাকথঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পারা-বতকে কহিল, তুমি পৌরুষবর্জ্জিত, তোমাকে ধিক্ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥ রে দুর্ব্বুদ্ধে! হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, নতুবা আমার বাক্যানুসারে বহির্গত

দ্বৌ ভবন্তাবহঞ্চৈকশ্চলৌ জয়পরাজয়ৌ।
স্থানার্থং যুধ্যতঃ সত্বাৎ স্বর্গম্বা দুর্গমেব বা ॥ ৬৩।
পুরুষার্থং সমালম্ব্য যে যতন্তে মহাধিয়ঃ।
বিধিরেব হি সাহায্যং কুর্য্যাত্তৎ সত্বচোদিতঃ ॥ ৬৪।
ইত্থং স শ্যেনসম্প্রোক্তঃ পত্ন্যাপ্যুৎসাহিতঃ খগঃ।
অযুদ্ধ্যত্তেন শ্যেনেন স্বদুর্গদ্বারসমাশ্রিতঃ ॥ ৬৫।
ক্ষুধিতস্তৃষিতঃ সোঽথ শ্যেনেন বলিনা ধৃতঃ।
চরণেন দৃঢ়েনাশু চঞ্চ্বাসাপি ধৃতা খগী ॥ ৬৬।
তাবাদায়োড্ডিয়াঞ্চক্রে শ্যেনো ব্যোমনি সত্বরম্।
চিন্তয়দ্ভক্ষণস্থানমন্যপক্ষিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৭।
অথ পত্ন্যাকলরবঃ প্রোক্তস্তত্র সুমেধয়া।
বচোঽবমানিতং নাথ ত্বয়া মে স্ত্রীতি বুদ্ধিতঃ ॥ ৬৮।

হও। ক্ষুধায় খিন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে অবশেষে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইবে ॥ ৬২ ॥ দেখ, তোমরা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে আছ, আমি একাকী-মাত্র। বিশেষতঃ জয় পরাজয়ের অনিশ্চিততা হেতু যুদ্ধে অদৃষ্টবশে স্বর্গও হয়, নরকও হইতে পারে ॥ ৬৩ ॥ যে সকল মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন পুরুষ পুরুষার্থ অবলম্বন করিয়া যত্ন করেন, স্বয়ং বিধাতা অদৃষ্টপ্রেরিত হইয়া তাহাদিগের সাহায্য করিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥ শ্যেনের এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া এবং পত্নীর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সেই পারাবত উক্ত শ্যেনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৫ ॥ পারাবত তৎকালে ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়াছিল। বলবান শ্যেনপক্ষী তাহাকে চরণদ্বারা ধৃত করিয়া, চঞ্চুপুটে পারাবতীকে গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর আকাশমার্গে উড্ডীন হইল এবং অন্য পক্ষী বিবর্জ্জিত নির্জ্জন ভক্ষণ স্থান চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ অনন্তর সেই বুদ্ধিমতী পারাবতী কলরব করিয়া পতিকে কহিল, হে নাথ! আমাকে স্ত্রীজাতি জ্ঞান করিয়া তুমি আমার বাক্যে অবমাননা করিয়াছিলে, অতএব আমরা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। আমি অবলা, এক্ষণে আমি কি করিব।

অতোঽবস্থামিমাং প্রাপ্তঃ কিং কুর্য্যামবলা যতঃ।
অধুনাপি বচশ্চৈকং করোষি যদি মে প্রিয় ॥ ৬৯ ।
তদাহিতং তে বক্ষ্যামি কুরু চৈবাবিচারিতম্।
মমৈকবাক্যকরণাৎ স্ত্রীজিতো ন ভবিষ্যসি ॥ ৭০ ।
যাবদাস্যগতাস্ম্যস্য যাবৎ স্বস্থো ন ভূমিগঃ।
তাবদাত্মবিবৃদ্ধ্যৈ ত্বমরেঃ পাদং দৃঢ়ন্দশ ॥ ৭১ ।
ইতি পত্নীবচঃ শ্রুত্বা তথা স কৃতবান্ খগঃ।
সপীড়িতো দৃঢ়ং পাদে শ্যেনশ্চীৎকৃতবান্ বহু ॥ ৭২ ।
তেন চীৎকরণেনাথ মুক্তা সা মুখসম্পুটাৎ।
পাদাঙ্গুলিশ্লথত্বেন সোঽপি পারাবতোঽপতৎ ॥ ৭৩ ।
বিপদ্যপি চ ন প্রাজ্ঞৈঃ সন্ত্যাজ্যঃ ক্বচিদুদ্যমঃ।
ক্ব চ চঞ্চুপুটস্তস্য ক্ব চ তৎপাদপীড়নম্ ॥ ৭৪ ।

তথাপি হে প্রিয়! অধুনা আর একটী কথা কহিতেছি, যদি তাহা পালন কর তাহা হইলে তোমার হিতসাধন হইতে পারে। যাহা আমি বলি, অবিচারিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর। আমার একটী বাক্য পালন করিলে তুমি স্ত্রীবাধ্য হইবে না ॥ ৬৮—৭০ ॥

যদবধি আমি ইহার গ্রাসে কবলিত না হই, যদবধি এই শ্যেন স্বচ্ছন্দে ভূমি ভাগ আশ্রয় না করে, তদবধি তুমি দৃঢ়রূপে ইহার চরণ দংশন কর। ৭১ ॥ পত্নীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পারাবত তদনুসারে শ্যেনের চরণ দংশন করিল। শ্যেন তাহাতে ব্যথিত হইয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিল। ৭২ ॥ সেই চীৎকার ধ্বনিতে শ্যেনের চঞ্চুপুট এবং বেদনায় পাদনখ শিথিল হওয়াতে, পারাবত পারাবতী উভয়েই এককালে ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ৭৩ ॥ বিপদকালেও উদ্যম পরিত্যাগ করা প্রাজ্ঞ লোকের উচিত নহে। কারণ কোথায় বা শ্যেনের চঞ্চুপুট, কোথায় বা তাহার পাদপীড়ন এবং কোথায় বা তাদৃশ প্রবল শত্রুর কবল হইতে পারাবত দম্পতীর অদ্ভুত

ক্ক চ দ্বয়োস্তথাভূতাদরেমোক্ষণমদ্ভুতম্।
দুর্ব্বলেঽপ্যুদ্যমবতি ফলং ভাগ্যং যতোঽর্পয়েৎ॥ ৭৫।
তস্মাদ্ভাগ্যানুসারেণ ফলন্ত্যেব সদোদ্যমঃ।
প্রশংসন্ত্যুদ্যমঞ্চাতো বিপদ্যপি মনীষিণঃ॥ ৭৬।
অথ তৌ কালযোগেন বিপন্নৌ সরযূতটে।
মুক্তিপুর্য্যাময়োধ্যায়ামেকো বিদ্যাধরোঽভবৎ॥ ৭৭।
মৃতানাং যত্র জন্তুনাং কাশীপ্রাপ্তির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
মন্দারদামতনয়ো নাম্না পরিমলালয়ঃ॥ ৭৮।
অনেকবিদ্যানিলয়ঃ কলাকৌশলভাজনঃ।
কৌমারময় আসাদ্য শিবভক্তিপরোঽভবৎ॥ ৭৯।
নিয়মঞ্চাতিজগ্রাহ বিজিতেন্দ্রিয়মানসঃ।
একপত্নীব্রতং নিত্যং চরিষ্যামীতি নিশ্চিতম্॥ ৮০।
পরযোষিৎ সমাসক্তিরায়ুঃ কীর্ত্তিং বলং সুখম্।
হরেৎ স্বর্গগতিঞ্চাপি তস্মাত্তাং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ॥ ৮১।

পরিত্রাণ। অতএব দুর্ব্বল ব্যক্তিও উদ্যমশীল হইলে ভাগ্য তাহার ফল প্রদান করে। ভাগ্যানুসারেই সদুদ্যম ফলবান হয়। অতএব পণ্ডিতেরা বিপদকালেও উদ্যম অবলম্বনের প্রশংসা করেন॥ ৭৪—৭৬॥ অনন্তর চরমে সেই কপোতদম্পতী সরযূ তীরবর্ত্তিনী মুক্তিপুরী অযোধ্যাপুরীতে দেহত্যাগ করিল। তথায় মৃত্যু হইলে জীবগণ নিশ্চয়ই কাশীপ্রাপ্তির ফল লাভ করে। সেই পারাবত জীবনান্তে মন্দারদামের পুত্র পরিমলালয় নামে বিদ্যাধর হইয়া জন্মগ্রহণ করিল॥ ৭৭॥ ৭৮॥ সেই বিদ্যাধর কুমার অশেষ বিদ্যা ও বিবিধ কলাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া, কৌমার বয়সে শিবভক্তি-পরায়ণ হইয়াছিল॥ ৭৯॥ আমি একপত্নীব্রত আচরণ করিব, এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া সেই বিদ্যাধর জিতেন্দ্রিয়মানসে নিত্য তদ্ব্রতের নিয়ম পালন করিত। সে

অপরঞ্চাপি নিয়মং স শুচিষ্মান্ সমাদদে।
গতজন্মান্তরাভ্যাসাৎ ত্রিলোচনসমাশ্রয়াৎ ॥ ৮২ ।
সমস্তপুণ্যনিলয়ং সমস্তার্থপ্রকাশকম্।
সমস্তকামজনকং পরানন্দৈককারণম্ ॥ ৮৩ ।
যাবচ্ছরীরমরুজং যাবন্নেন্দ্রিয়বিপ্লবঃ।
তাবত্ত্রিলোচনং কাশ্যামনর্চ্চ্যাশ্নামিনাণ্বপি ॥ ৮৪ ।
ইত্থং মান্দারদামিঃ স নিত্যং পরিমলালয়ঃ।
কাশ্যাং ত্রিবিষ্টপং দ্রষ্টুং সমাগচ্ছেৎ প্রযত্নবান্ ॥ ৮৫।
পারাবত্যাপি সা জাতা রত্নদীপস্য মন্দিরে।
নাগরাজস্য পাতালে নাম্না রত্নাবলীতি চ ॥ ৮৬ ।
সমস্তনাগকন্যানাং রূপশীলকলাগুণৈঃ।
একৈব রত্নভূতাসীদ্রত্নদীপোরগাত্মজা ॥ ৮৭ ।

কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল যে, পরস্ত্রীতে আশক্তি হইলে আয়ু, কীর্ত্তি, বল, সুখ এবং স্বর্গ নষ্ট হয়। অতএব বুদ্ধিমানেরা সেই আশক্তি পরিবর্জ্জন করেন ॥৮০॥ ৮১ ॥ সেই বিদ্যাধর কুমার ত্রিলোচনের আশ্রয়জনিত পূর্ব্বজন্মান্তরীণ অভ্যাস বশে শুদ্ধচিত্তে আরও এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিল যে, যাবৎ শরীর ব্যাধিগ্রস্ত না হয় এবং যাবৎ ইন্দ্রিয়-বৈকল্য না জন্মে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি কাশীধামে সমস্ত পুণ্যনিলয়, সমস্ত অর্থ-প্রকাশক, সর্ব্বকামপ্রদ এবং একমাত্র পরমানন্দ-কারণ ত্রিলোচনের পূজা না করিয়া কদাপি ভোজন করিব না ॥ ৮২—৮৪ ॥ মন্দারদামতনয় পরিমলালয় এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া নিত্য ভক্তিভাবে কাশীধামে ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গ দর্শন করিতে আগমন করিত ॥ ৮৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! সেই পারাবতীও পাতালপুরে নাগরাজ রত্নদীপের মন্দিরে রত্নাবলী নামে তাঁহার কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল ॥৮৬॥ সেই রত্নদীপকুমারী রত্নাবলী সমস্ত নাগকন্যার রূপ, গুণ, বিদ্যা ও শীলতাদি

তস্যাঃ সখীদ্বয়ঞ্চাসীদেকা নাম্না প্রভাবতী।
কলাবতী তথান্যা চ নিত্যং তদনুগে উভে॥ ৮৮।
স্বদেহাদনপায়িন্যৌ ছায়াকান্তী যথা তথা।
তে দ্বে সখ্যাবভূতাং হি রত্নাবল্যা ঘটোদ্ভব॥ ৮৯।
সা তু বাল্যে ব্যতিক্রান্তে কিঞ্চিদুদ্ভিন্নযৌবনা।
শিবভক্তং স্বপিতরং দৃষ্ট্বা নিয়মমগ্রহীৎ॥ ৯০।
পিতস্ত্রিলোচনং কাশ্যামর্চ্চয়িত্বা দিনে দিনে।
আভ্যাং সখীভ্যাং সহিতা মৌনং ত্যক্ষ্যামি নান্যথা॥৯১
এবং নাগকুমারী সা সখীদ্বয়সমন্বিতা।
ত্রিলোচনং সমভ্যর্চ্চ্য গৃহানহরহো ব্রজেৎ॥ ৯২।
দিনে দিনে সা প্রত্যগ্রৈঃ কুসুমৈরিষ্টগন্ধিভিঃ।
সুবিচিত্রাণি মাল্যানি পরিগুম্ফ্যার্চ্চয়েদ্বিভুম্॥ ৯৩।
তিস্রোঽপি গীতং গায়ন্তি লসদ্গান্ধারসুন্দরম্।
রাসমণ্ডলভেদেন লাস্যং তিস্রোঽপি কুর্ব্বতে॥ ৯৪।

সমস্ত ভূষণে বিভূষিতা হইল॥ ৮৭॥ প্রভাবতী ও কলাবতী নামে তাহার দুই সহচরী ছিল। তাহারা উভয়েই নিয়ত তাহার আদেশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিত॥ ৮৮॥ ছায়াকান্তির সহিত স্বদেহের যেমন বিচ্ছেদ নাই, হে ঘটোদ্ভব! তদ্রূপ সেই দুই সখীর সহিত রত্নাবলীর বিচ্ছেদ ছিল না॥ ৮৯॥ বাল্যাবস্থা অতীত হইয়া কিঞ্চিৎ যৌবনাঙ্কুর উদিত হইলে, রত্নাবলী আপন পিতাকে শিবভক্তিপরায়ণ দর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং শিবব্রতে নিয়মবতী হইয়া পিতাকে কহিল, হে পিতঃ! আমি প্রতিদিন সখীদ্বয়ের সহিত কাশীতে গমন করিয়া ত্রিলোচনের অর্চ্চনান্তে মৌন ভঙ্গ করিব; তাহার অন্যথা হইবে না॥৯০।৯১॥ সেই নাগকন্যা তদনুসারে প্রতিদিন সখীদ্বয়ের সহিত ত্রিলোচনের পূজা করিয়া গৃহে গমন করিত॥ ৯২॥ প্রতিদিন প্রস্ফুটিত সুগন্ধি-কুসুমে বিচিত্র মাল্যগ্রন্থনপূর্ব্বক ত্রিলোচনের পূজা করিত॥ ৯৩॥ তাহারা

বীণাবেণুমৃদঙ্গাংশ্চ লয়তালবিচক্ষণাঃ।
বাদয়ন্তি মুদাযুক্তাস্তিস্রোপীশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৯৫।
ইত্থমারাধয়ন্তীশং তিস্রো নাগকুমারিকাঃ।
বিচিত্রগন্ধমালাভিঃ সম্মার্জ্জনবিলেপনৈঃ ॥ ৯৬।
একদা মাধবে মাসি তৃতীয়ায়ামুপোষিতাঃ।
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা নৃত্যগীতকথাদিভিঃ ॥ ৯৭।
প্রাতশ্চতুর্থীং স্নাত্বাথ তীর্থে পৈলিপিপ্যলে শুভে।
ত্রিলোচনং সমর্চ্চ্যাথ প্রসুপ্তা রঙ্গমণ্ডপে ॥ ৯৮।
সুপ্তাসু তাসু বালাসু ত্রিনেত্রঃ শশিভূষণঃ।
শুদ্ধকর্পূরগৌরাঙ্গো জটামুকুটমণ্ডলঃ ॥ ৯৯।
তমালনীলসুগ্রীবঃ স্ফুরৎ ফণিবিভূষণঃ।
বামার্দ্ধবিলসচ্ছক্তির্নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ॥ ১০০।
তস্মাদেব বিনিষ্ক্রম্য লিঙ্গাৎ পন্নগমেখলাৎ।
উবাচ চ ততো বালা বিভুরুত্তিষ্ঠতেতি সঃ ॥ ১০১।

তিনজনে মিলিত হইয়া মনোহর গান্ধার-রাগে সুমধুর সংগীত করিতে করিতে তিনজনেই মণ্ডলাকারে নৃত্য করিত ॥ ৯৪ ॥ সেই নৃত্যগীত-কুশলা সখীত্রয় বিশুদ্ধ তানলয় সহকারে ত্রিলোচন সন্নিধানে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি সুমধুর বাদ্যযন্ত্র বাদন করিত ॥ ৯৫ ॥ সেই নাগকন্যাত্রয় সম্মার্জ্জন, বিলেপন, ও গন্ধমাল্য প্রদান পূর্ব্বক এইরূপে ত্রিলোচনের আরাধনা করিত ॥ ৯৬ ॥ একদা চৈত্রমাসের তৃতীয়াতে উপবাস করিয়া নৃত্যগীত-কথালাপে নিশা-জাগরণপূর্ব্বক পরদিন প্রাতঃকালে চতুর্থী তিথিতে পবিত্র পিলিপিলা তীর্থে স্নান করিয়া, ত্রিলোচনের অর্চ্চনান্তে তাহারা তিন জনেই রঙ্গমণ্ডপে নিদ্রিত হইয়াছিল ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥ তাহারা সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, শুভ্রকর্পূর-গৌরবর্ণ, জটামুকুট-মণ্ডল, তমাল-সুনীলকণ্ঠ, স্ফুরৎফণী-বিভূষণ, বামার্দ্ধ শক্তিশোভিত, নাগযজ্ঞোপবীতধারী, শশীভূষণ ত্রিলোচন সেই পন্নগমেখল লিঙ্গ হইতে

উত্থায় তা বিনির্ম্মার্জ্য লোচনে শ্রুতিসঙ্গতে।
অঙ্গমোটনবত্যশ্চ জৃম্ভাভিঃ কণিতাননাঃ॥ ১০২।
যাবৎ পশ্যন্তি পুরতঃ সম্ভ্রমাপন্নমানসাঃ।
অতর্কিতাগমস্তাবত্তাভিদৃ ষ্টস্ত্রিলোচনঃ॥ ১০৩।
ববন্দুরথ তা বালা জ্ঞাত্বা লক্ষ্মভিরীশ্বরম্‌।
তুষ্টুবুশ্চ প্রহৃষ্টাস্যাঃ সন্নকণ্ঠ্যোঽতিগদ্গদম্‌॥ ১০৪।
জয় শম্ভো জয়েশান জয় সর্ব্বগ সর্ব্বদ।
জয় ত্রিপুরসংহর্ত্তর্জয়ান্ধকনিষূদন॥ ১০৫।
জয় জালন্ধরহর জয় কন্দর্পদর্পহৃৎ।
জয় ত্রৈলোক্যজনক জয় ত্রৈলোক্যবর্দ্ধন॥ ১০৬।
জয় ত্রৈলোক্যনিলয় জয় ত্রৈলোক্যবন্দিত।
জয় ভক্তজনাধীন জয় প্রমথনায়ক॥ ১০৭।
জয় ত্রিপথগাপাথঃপ্রক্ষালিতজটাতট।
জয় চন্দ্রকলাজ্যোতির্বিদ্যোতিতজগত্ত্রয়॥ ১০৮।

বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই কুমারীগণকে কহিলেন, 'তোমরা গাত্রোত্থান কর।' ৯৯—১০১॥ কন্যাগণ উত্থিত হইয়া আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন মার্জ্জন করিতে করিতে অঙ্গ বিক্ষেপ সহকারে জৃম্ভন ত্যাগ করিয়া সবিস্ময়ে অতর্কিতাগত ত্রিলোচনকে সম্মুখে দর্শন করিল॥ ১০২॥ ১০৩॥ দর্শনমাত্রই লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া তাহারা ভক্তিভাবে চরণবন্দনপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে বাষ্পকণ্ঠে গদ্গদস্বরে এইরূপ স্তব করিতে লাগিল॥ ১০৪॥ জয় শম্ভো! জয় ঈশান! জয় সর্ব্বগ! জয় সর্ব্বদ! জয় ত্রিপুরারে! জয় অন্ধকনিসূদন! জয় জলন্ধর-নিসূদন! জয় কন্দর্পনিসূদন! জয় ত্রৈলোক্যজনক! জয় ত্রৈলোক্যবর্দ্ধন! জয় ত্রৈলোক্যনিলয়! জয় ত্রৈলোক্যবন্দিত! জয় ভক্তবৎসল! জয় প্রমথ-নাথ! জয় গঙ্গাধর! জয় চন্দ্রশেখর! জয় ফণীফণা-রত্নপ্রভা-বিভূষণ! জয় গিরীজাপতে! জয় শ্মশানবাসিন্‌! জয় কাশীপতে! জয় আনন্দ-

বীণাবেণুমৃদঙ্গাংশ্চ লয়তালবিচক্ষণাঃ।
বাদয়ন্তি মুদাযুক্তাস্তিস্রোপীশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৯৫ ।
ইত্থমারাধয়ন্তীশং তিস্রো নাগকুমারিকাঃ।
বিচিত্রগন্ধমালাভিঃ সম্মার্জ্জনবিলেপনৈঃ ॥ ৯৬।
একদা মাধবে মাসি তৃতীয়ায়ামুপোষিতাঃ।
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা নৃত্যগীতকথাদিভিঃ ॥ ৯৭।
প্রাতশ্চতুর্থীং স্নাত্বাথ তীর্থে পৈলিপিপ্যলে শুভে।
ত্রিলোচনং সমর্চ্চ্যাথ প্রসুপ্তা রঙ্গমণ্ডপে ॥ ৯৮।
সুপ্তাসু তাসু বালাসু ত্রিনেত্রঃ শশিভূষণঃ।
শুদ্ধকর্পূরগৌরাঙ্গো জটামুকুটমণ্ডলঃ ॥ ৯৯।
তমালনীলসুগ্রীবঃ স্ফুরৎ ফণিবিভূষণঃ।
বামার্দ্ধবিলসচ্ছক্তির্নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ॥ ১০০।
তস্মাদেব বিনিষ্ক্রম্য লিঙ্গাৎ পন্নগমেখলাৎ।
উবাচ চ ততো বালা বিভুরুত্তিষ্ঠতেতি সঃ ॥ ১০১।

তিনজনে মিলিত হইয়া মনোহর গান্ধার-রাগে সুমধুর সংগীত করিতে করিতে তিনজনেই মণ্ডলাকারে নৃত্য করিত ॥ ৯৪ ॥ সেই নৃত্যগীত-কুশলা সখীত্রয় বিশুদ্ধ তানলয় সহকারে ত্রিলোচন সন্নিধানে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি সুমধুর বাদ্যযন্ত্র বাদন করিত ॥ ৯৫ ॥ সেই নাগকন্যাত্রয় সম্মার্জ্জন, বিলেপন, ও গন্ধমাল্য প্রদান পূর্ব্বক এইরূপে ত্রিলোচনের আরাধনা করিত ॥ ৯৬ ॥ একদা চৈত্রমাসের তৃতীয়াতে উপবাস করিয়া নৃত্যগীত-কথালাপে নিশা-জাগরণপূর্ব্বক পরদিন প্রাতঃকালে চতুর্থী তিথিতে পবিত্র পিলিপিলা তীর্থে স্নান করিয়া, ত্রিলোচনের অর্চ্চনান্তে তাহারা তিন জনেই রঙ্গমণ্ডপে নিদ্রিত হইয়াছিল ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥ তাহারা সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, শুভ্রকর্পূর-গৌরবর্ণ, জটামুকুট-মণ্ডল, তমাল-সুনীলকণ্ঠ, স্ফুরৎফণী-বিভূষণ, বামার্দ্ধ শক্তিশোভিত, নাগযজ্ঞোপবীতধারী, শশীভূষণ ত্রিলোচন সেই পন্নগমেখল লিঙ্গ হইতে

উত্থায় তা বিনির্ম্মার্জ্য লোচনে শ্রুতিসঙ্গতে।
অঙ্গমোটনবত্যশ্চ জৃম্ভাভিঃ ক্বণিতাননাঃ ॥ ১০২ ।
যাবৎ পশ্যন্তি পুরতঃ সম্ভ্রমাপন্নমানসাঃ।
অতর্কিতাগমস্তাবত্তাভিদৃষ্টস্ত্রিলোচনঃ ॥ ১০৩।
ববন্দুরথ তা বালা জ্ঞাত্বা লক্ষ্মভিরীশ্বরম্।
তুষ্টুবুশ্চ প্রহৃষ্টাস্যাঃ সন্নকণ্ঠ্যোঽতিগদ্গদম্ ॥ ১০৪ ।
জয় শম্ভো জয়েশান জয় সর্ব্বগ সর্ব্বদ।
জয় ত্রিপুরসংহর্ত্তর্জয়ান্ধকনিষূদন ॥ ১০৫ ।
জয় জালন্ধরহর জয় কন্দর্পদর্পহৃৎ।
জয় ত্রৈলোক্যজনক জয় ত্রৈলোক্যবর্দ্ধন ॥ ১০৬।
জয় ত্রৈলোক্যনিলয় জয় ত্রৈলোক্যবন্দিত।
জয় ভক্তজনাধীন জয় প্রমথনায়ক ॥ ১০৭।
জয় ত্রিপথগাপাথঃপ্রক্ষালিতজটাতট।
জয় চন্দ্রকলাজ্যোতির্বিদ্যোতিতজগত্ত্রয় ॥ ১০৮ ।

বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই কুমারীগণকে কহিলেন, 'তোমরা গাত্রোত্থান কর।' ৯৯—১০১ ॥ কন্যাগণ উত্থিত হইয়া আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন মার্জ্জন করিতে করিতে অঙ্গ বিক্ষেপ সহকারে জৃম্ভন ত্যাগ করিয়া সবিস্ময়ে অতর্কিতাগত ত্রিলোচনকে সম্মুখে দর্শন করিল॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥ দর্শনমাত্রই লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া তাহারা ভক্তিভাবে চরণবন্দনপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে বাষ্পকণ্ঠে গদ্গদস্বরে এইরূপ স্তব করিতে লাগিল ॥ ১০৪ ॥ জয় শম্ভো! জয় ঈশান! জয় সর্ব্বগ! জয় সর্ব্বদ! জয় ত্রিপুরারে! জয় অন্ধকনিসূদন! জয় জলন্ধর-নিসূদন! জয় কন্দর্পনিসূদন! জয় ত্রৈলোক্যজনক! জয় ত্রৈলোক্যবর্দ্ধন! জয় ত্রৈলোক্যনিলয়! জয় ত্রৈলোক্যবন্দিত! জয় ভক্তবৎসল! জয় প্রমথ-নাথ! জয় গঙ্গাধর! জয় চন্দ্রশেখর! জয় ফণীফণা-রত্নপ্রভা-বিভূষণ! জয় গিরীজাপতে! জয় শ্মশানবাসিন্! জয় কাশীপতে! জয় আনন্দ-

জয় সর্পফণারত্নপ্রভাভাসিতবিগ্রহ।
জয়াদ্রিরাজতনয়াতপঃ ক্রীতার্থদেহক ॥ ১০৯।
জয় শ্মশাননিলয় জয় বারাণসীপ্রিয়।
জয়ানন্দবনাধ্যাসিপ্রাণিনির্ব্বাণদায়ক ॥ ১১০।
জয় বিশ্বপতে শর্ব্ব শর্ব্বরীপরিবর্জ্জিত।
জয় নৃত্যপ্রিয়েশোগ্র জয় গীতবিশারদ ॥ ১১১।
জয় প্রণবসদ্বাস জয় ধামমহানিধে।
জয় শূলিন্ বিরূপাক্ষ জয় প্রণতসর্ব্বদ ॥ ১১২।
বিধিঃ সর্ব্ববিধিজ্ঞোঽপি ন ত্বাং স্তোতুং বিচক্ষণঃ।
বাচো বাচস্পতের্নাথ ত্বৎস্তুতৌ পরিকুণ্ঠিতাঃ ॥ ১১৩।
বিন্দতি বেদাঃ সর্ব্বজ্ঞ ন ত্বাং নাথ যথার্থতঃ।
মনতীহ মনো নত্বা মনন্তঞ্চাদিবর্জ্জিতম্ ॥ ১১৪।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ।
ত্রিলোচন নমস্তুভ্যং ত্রিবিষ্টপ নমোঽস্তু তে ॥ ১১৫।

কাননিলয়! জয় জীবনির্ব্বাণপ্রদ! জয় বিশ্বপতে! জয় সর্ব্ব! জয় শর্ব্বরীপরিবর্জ্জিত! জয় নিত্যপ্রিয়! জয় উগ্র! জয় গীতবিশারদ! জয় প্রণবরূপ! জয় তেজোময়! জয় শূলপাণে! জয় বিরূপাক্ষ! জয় ভক্তসিদ্ধিপ্রদ! হে প্রভো! সর্ব্ববিধিজ্ঞ সুবিচক্ষণ বিধাতাও তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহেন। বৃহস্পতির বাক্যও তোমার স্তব করিতে কুণ্ঠিত হয়। হে সর্ব্বজ্ঞ! বেদও তোমার প্রকৃতস্বরূপ অবগত নহে। তুমি অনাদি অনন্ত। তুমি মনেরও অগোচর। হে শিব! তোমাকে নমস্কার। হে শম্ভো! তোমাকে নমস্কার। হে নাথ। তোমাকে নমস্কার! হে প্রভো! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিলোচন! তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিবিষ্টপ! তোমাকে নমস্কার। ১০৫—১১৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রণিপেতুঃ কুমারিকাঃ।
অথোত্থাপ্য কুমারীস্তাঃ প্রোবাচ শশিভূষণঃ॥ ১১৬।
সুতো মন্দারদাম্নশ্চ নাম্না পরিমলালয়ঃ।
পতির্বিদ্যাধরবরো ভবতীনাং ভবিষ্যতি॥ ১১৭।
চিরং বিদ্যাধরে লোকে ভোগান্ ভুক্ত্বা সমন্ততঃ।
ততো নির্বেদমাপন্নাঃ কাশীসিদ্ধিমবাপ্স্যথ॥ ১১৮।
যূয়ং তিস্রোঽপি মে ভক্তাঃ স চ বিদ্যাধরো যুবা।
চত্বারোঽপ্যেত এবাত্র প্রান্তে মোক্ষমবাপ্স্যথ॥ ১১৯।
জন্মান্তরেঽপি মে সেবা ভবতীভিশ্চ তেন চ।
বিহিতা তেনবো জন্ম নির্ম্মলং ভক্তিভাবিতম্॥ ১২০।
এতচ্চ ভবতীস্তোত্রং যঃ পঠিষ্যতি মে পুরঃ।
তস্য কামং প্রদাস্যামি ভবতীনামিব স্ফুটম্॥ ১২১।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! নাগকন্যাগণ এইরূপ স্তব করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিল। অনন্তর ভগবান শশিশেখর তাহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, মন্দারদামতনয় পরিমলালয় নামে বিদ্যাধর তোমাদিগের পতি হইবেন॥ ১১৬॥ ১১৭॥ তোমরা কিছুকাল বিদ্যাধরলোকে সর্ব্বপ্রকার সুখসম্ভোগ করিয়া পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কাশীসিদ্ধি লাভ করিবে॥ ১১৮॥

পূর্ব্বজন্মে সেই বিদ্যাধর কুমার এবং তোমরা ভক্তিভাবে আমার সেবা করিয়াছিলে, সেই ফলেই নির্ম্মল জন্ম লাভ করিয়াছ। তোমাদের তিন জনেরই আমাতে দৃঢ় ভক্তি ছিল। সেই বিদ্যাধর কুমারও আমার পরম ভক্ত। অতএব তোমরা চারি জনেই অন্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে॥ ১১৯॥ ১২০॥ যাহারা আমার সমীপে তোমাদের কৃত এই স্তব পাঠ করিবে, আমি তোমাদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব॥ ১২১॥ প্রাতঃকালে শুচি হইয়া

ত্যজেৎ ক্ষপাকৃতং পাপং শুচি প্রাতঃ পঠন্নরঃ।
দিবাকৃতমলং হন্তি সায়ং পঠনতঃ স্ফুটম্॥ ১২২।
ইত্যুক্তবতি দেবেশে তাঃ কন্যা হৃষ্টমানসা।
প্রণম্য প্রোচুরীশানং প্রবদ্ধকরসম্পুটাঃ॥ ১২৩।

নাগকন্যা ঊচুঃ।

পৃচ্ছামো ব্রূহি নো নাথ করুণাকর শঙ্কর।
জন্মান্তরে কথং সেবা চতুর্ভির্ভবতঃ কৃতাঃ॥ ১২৪।
ভব প্রাগ্‌ভববৃত্তান্তং তস্যাপি সুকৃতাত্মনঃ।
অস্মাকমপি চাখ্যাহি কৃপাং কুরু কৃপানিধে॥ ১২৫।
ইতি শ্রুত্বা প্রণয়তো বালোদীরিতমীশিতা।
প্রোবাচ তাসাং তস্যাপি ভবান্তরবিচেষ্টিতম্॥ ১২৬।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণুধ্বং নাগতনয়াস্তিস্রোঽপি হি সমাহিতাঃ।
প্রাগ্‌ভবং ভবতীনাঞ্চ তস্যাপি কথয়াম্যহম্॥ ১২৭।

এই স্তোত্র পাঠ করিলে রাত্রিকৃত পাপ ক্ষয় হয় এবং সায়ংকালে পাঠ করিলে দিবাকৃত পাপ ক্ষয় হইবে॥ ১২২॥ ত্রিলোচনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া নাগকন্যাগণ প্রহৃষ্টমানসে প্রণিপাতপূর্ব্বক করপুটে কহিল, হে নাথ! হে করুণাকর! হে শঙ্কর! জন্মান্তরে আমরা চারি জনে কিরূপে তোমার সেবা করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি॥ ১২৩॥ ১২৪॥ হে কৃপানিধে! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের এবং সেই পুণ্যবানের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর॥ ১২৫॥ ত্রিলোচন সেই বালিকাগণের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ লালসা দর্শন করিয়া প্রসন্নভাবে কহিলেন, হে নাগতনয়াগণ! আমি তোমাদিগের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তোমরা তিন জনেই সাবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর॥ ১২৬॥ ১২৭॥ এই রত্নাবলী পূর্ব্বে পারাবতী ছিল এবং

এষা রত্নাবলী পূর্ব্বমাসীৎ পারাবতী খগী।
স চ বিদ্যাধরবরঃ পতিরস্যাঃ খগোঽভবৎ ॥ ১২৮ ।
প্রাসাদেঽত্র মমৈতাভ্যামুষিতং সুচিরং সুখম্।
রজঃ প্রাসাদসংলগ্নং নুন্নং পক্ষানিলৈঃ পুনঃ ॥ ১২৯ ।
উপরিষ্ঠাদধস্তাচ্চ কৃতাবহ্ব্যঃ প্রদক্ষিণাঃ।
ব্যোম্না সঞ্চরমাণাভ্যাং সঞ্চরদ্ভ্যাং মমাজিরে ॥ ১৩০ ।
স্নাতং চতুর্নদে তীর্থে পীতং তত্রাম্বুচাসকৃৎ।
আভ্যাং কলরবাভ্যাঞ্চ কৃতঃ কলরবো মুদে ॥ ১৩১ ।
এতাভ্যাং স্থিরচেতোভ্যাং মুদিতাভ্যামতীব হি।
দৃষ্টানি কৌতুকান্যত্র মম ভক্তৈঃ কৃতানি বৈ ॥ ১৩২ ।
অমূভ্যাং বহুশো দৃষ্টা মম মঙ্গলদীপিকাঃ।
পীতং শ্রুতিপুটাভ্যাঞ্চ মম নামাক্ষরামৃতম্ ॥ ১৩৩ ।
তির্য্যগ্‌যোনিপ্রভাবেন ন মৃতৌ মম সন্নিধৌ।
মৃতং পুর্য্যাময়োধ্যায়াং কাশীপ্রাপ্তিকৃতি ধ্রুবম্ ॥১৩৪।

সেই বিদ্যাধরকুমার পারাবতরূপে ইহার পতি ছিল ॥ ১২৮ ॥ ইহারা আমার এই প্রাসাদে বহুদিন সুখে বাস করিয়া পক্ষবাতসঞ্চালনে প্রাসাদ-সংলগ্ন রজোরাশি দূরীভূত করিত ॥ ১২৯ ॥ ইহারা এই প্রাসাদের উপরিভাগ ও অধোভাগ প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশপথে সঞ্চরণপূর্ব্বক আমার সম্মুখে বিচরণ করিত ॥ ১৩০ ॥ ইহারা চতুঃস্রোতস্বতী তীর্থে স্নান করিয়া পুনঃ পুনঃ তৎ সমস্তের জলপানপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে কলরব করিত ॥১৩১ ॥ আমার ভক্ত-গণ এই স্থানে যে সকল অনুষ্ঠান করিতেন, ইহারা স্থিরমানসে প্রমোদিত হইয়া সেই সকল কৌতুক দর্শন করিত। আমার মঙ্গলপ্রদীপের জ্যোতিঃ দর্শন এবং ভক্তমুখে আমার নামাক্ষরামৃত পান করিত ॥ ১৩২ ॥ ১৩৩ ॥ তীর্য্যক্‌যোনি প্রভাবে আমার সন্নিধানে মৃত্যু না হইয়া কাশীপ্রাপ্তি-বিধায়িনী অযোধ্যাপুরীতে ইহাদিগের মৃত্যু হইয়াছিল। অযোধ্যায় নিধন-নিবন্ধন সেই

অযোধ্যানিধনাদেষা রত্নদীপসুতাভবৎ।
পতিঃ পারাবতোঽস্যাঃ স জাতো বিদ্যাধরাঙ্গজঃ ॥১৩৫।
এষা প্রভাবতী নাগী নাগরাজস্য পত্নিনঃ।
ইহ জন্মনি কন্যাসীৎ পূর্ব্বং জন্ম ব্রবীমি বঃ ॥ ১৩৬।
ত্রিশিখস্যোরগেন্দ্রস্য সুতা চেয়ং কলাবতী।
এতস্যা অপি বৃত্তান্তং নিশাময়ত বচ্ম্যহম্ ॥ ১৩৭।
ভবান্তরে তৃতীয়েঽতঃ কন্যে চারায়ণস্য হ।
আস্তাং মহর্ষেঃ শীলাদ্যে প্রেমবত্যৌ পরস্পরম্ ॥ ১৩৮।
পিত্রাচারায়ণেনাপি তাভ্যাং সংপ্রের্ষিতেন তে।
আমুষ্যায়ণপুত্রায় দত্তে নারায়ণায় হি ॥ ১৩৯।
অপ্রাপ্তযৌবনঃ সোঽথ সমিদাহরণায় বৈ।
গতো বিধিবশাদ্দষ্টো দন্দশূকেন কাননে ॥ ১৪০।
ভবানী গৌতমী নাম্ন্যৌ তে তু চারায়ণাঙ্গজে।
বৈধব্যদুঃখমাপন্নে দৈন্যগ্রস্তে বভূবতুঃ ॥ ১৪১।

পারাবতী রত্নদীপের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সেই পারাবতীই এই রত্নাবলী এবং ইহার পতি সেই পারাবত বিদ্যাধরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ॥ ১৩৪ ॥ ১৩৫ ॥ নাগরাজ পত্নীর কন্যা এই প্রভাবতী, এবং নাগরাজ ত্রিশিখের কন্যা এই কলাবতী। ইহাদিগেরও পূর্ব্ববৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৩৬ ॥ ১৩৭ ॥ তৃতীয় জন্মান্তরে ইহারা ভবানী ও গৌতমী নামে মহর্ষি চারায়ণের কন্যা ছিল। শীলতাদিগুণে বিভূষিতা হইয়া ইহারা পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক অবস্থান করিত। তাহাদিগের পিতা চারায়ণ উপযুক্ত সময়ে আমুষ্যায়নের পুত্র নারায়ণের হস্তে তাহাদিগকে সম্প্রদান করিল। সেই নারায়ণ অপ্রাপ্ত-যৌবন সময়ে কানন মধ্যে সমিদাহরণে গমন করাতে দৈবাৎ বিধিবশে সর্প দংশনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহাতে

অতএব প্রযত্নেন পরিণেতা বিবর্জ্জয়েৎ।
দেবতাসরিদাহ্বানাং কন্যাং পাণিগ্রহে সুধীঃ॥ ১৪২।
অথর্ষেঃ কস্যচিদ্দৈবাদাশ্রমে পরমাদ্ভুতে।
রম্ভাফলান্যদত্তানি মোহাজ্জগৃহতুস্তদা॥ ১৪৩।
কৃত্বা মাসোপবাসাদিব্রতানি ব্রাহ্মণাঙ্গজে।
অবাপ্য নিধনং কালাচ্ছাখামৃগ্যৌ বভূবতুঃ॥ ১৪৪।
ফলচৌর্য্যবিপাকেন বানরীত্বং তয়োরভূৎ।
শীলরক্ষণধর্ম্মেণ কাশ্যাং জনিমবাপতুঃ॥ ১৪৫।
স চ নারায়ণো বিপ্রঃ পিতৃশুশ্রূষণব্রতঃ।
দষ্টোঽপি দন্দশূকেন কাশ্যাং পারাবতোঽভবৎ॥ ১৪৬।
এবং ভবান্তরে চাসীদেতয়োঃ পতিরেষকঃ।
তিসৃণাং ভবতীনাঞ্চ ভাবীভর্ত্তাধুনাঽপি হি॥ ১৪৭।
প্রাসাদস্যাস্য পার্শ্বে তু ন্যগ্রোধস্তু মহানভূৎ।
তস্মিন্ শাখিনি শাখাঢ্যে শাখামৃগ্যৌ বভূবতুঃ॥ ১৪৮।

চারায়ণাঙ্গজা ভবানী ও গৌতমী বৈধব্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দৈন্যগ্রস্ত হইল। অতএব পণ্ডিতেরা বলেন, পরিণয়কল্পে দেবনদীনাম্নী কন্যা সুধীগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয়া॥ ১৩৮—১৪২॥ ঋষিকন্যাদ্বয় বিধবা হইবার পর, দৈবাৎ একদা এক ঋষির রমণীয় আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে রম্ভাফল গ্রহণ করিয়াছিল। অনন্তর মাসোপবাসাদি বিবিধ ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণ কন্যাদ্বয় ফলচৌর্য্যবিপাকে জীবনান্তে বানরীযোনি প্রাপ্ত হইয়া পাতিব্রত্যধর্ম্মবলে কাশীতে জন্মগ্রহণ করে॥ ১৪৩—১৪৫॥ সেই দ্বিজকুমার নারায়ণ সর্পদষ্ট হইয়া পিতৃ-শুশ্রূষা পুণ্য প্রভাবে কাশীতে পারাবতরূপে জন্ম লাভ করিয়াছিল॥ ১৪৬॥ অতএব এইরূপে সেই এক ব্যক্তিই জন্মান্তরে তোমাদিগের পতি ছিল। এজন্মেও তোমরা তিনজনে সেই এক পতি লাভ করিবে॥ ১৪৭॥ এই প্রাসাদের পার্শ্বে শাখাপল্লব

চতুঃস্রোতস্বিনীতীর্থে ক্রীড়য়া চ মমজ্জতুঃ।
পপতুশ্চাপি পানীয়ং তস্মিংস্তীর্থে তৃষাতুরে॥ ১৪৯।
জাতিস্বভাবচাপল্যাৎ ক্রীড়ন্ত্যৌ চ প্রদক্ষিণম্।
চক্রতুর্বহুকৃত্বশ্চ লিঙ্গং দদৃশতুর্বহু॥ ১৫০।
বিচরন্ত্যাবিতি স্বৈরং তত্র ন্যগ্রোধসন্নিধৌ।
কেনচিদ্‌যোগিবেশেন পাশেন চ নিযন্ত্রিতে॥ ১৫১।
ভিক্ষার্থং শিক্ষিতে তেন তদুৎপ্লুত্যাদিনর্ত্তনম্।
অথ তে ক্বাপি মর্কট্যৌ কালধর্ম্মবশঙ্গতে॥ ১৫২।
কাশীবাসজপুণ্যেন ত্রৈলোচন্যানুসেবয়া।
প্রাদক্ষিণ্যাদিরূপিণ্যা জাতে নাগসুতে ইতি॥ ১৫৩।
অধুনা তং পতিং প্রাপ্য বিদ্যাধরকুমারকম্।
নির্বিশ্য স্বর্গভোগাংশ্চ কাশ্যাং নির্বৃতিমেষ্যথ॥ ১৫৪।

বিশিষ্ট এক মহা বটবৃক্ষ ছিল। ঋষিকন্যাদ্বয় বানরী হইয়া সেই বৃক্ষে বাস করিত॥ ১৪৮॥ তাহারা চতুঃস্রোতস্বতী নীরে স্নান করিয়া স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিত। তৃষাতুর হইলে সেই জল পান করিত॥ ১৪৯॥ জাতি স্বভাবসুলভ চাপল্যবশে তাহারা পুনঃ পুনঃ ক্রীড়া করিয়া প্রাসাদ প্রদক্ষিণ এবং পুনঃ পুনঃ লিঙ্গ দর্শন করিত॥ ১৫০॥ এইরূপে একদা তাহারা সেই বটবৃক্ষ সন্নিধানে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতেছিল, দৈবাৎ এক ব্যক্তি যোগীবেশে আসিয়া সহসা তাহাদিগকে পাশবদ্ধ করিল এবং ভিক্ষার নিমিত্ত লম্ফ ঝম্ফ প্রভৃতি কৌতুকাবহ নিত্য অভ্যাস করাইল। অনন্তর কালবশে সেই বানরীযুগল দেহত্যাগ করিয়া ত্রিলোচনের প্রাসাদ প্রদক্ষিণাদি সেবারূপ কাশীবাস পুণ্যফলে নাগরাজ কন্যা হইয়াছে। অধুনা তোমরা সেই বিদ্যাধরকুমারকে পতিলাভ করিয়া বিদ্যাধরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করনানন্তর কাশীসিদ্ধি লাভ করিবে॥ ১৫১—১৫৪॥ কাশীতে যৎকিঞ্চিৎমাত্র

যদল্পমপি বৈ কাশ্যাং কৃতং কর্ম্ম শুভাবহম্।
তস্য মোক্ষঃ পরীপাকো নিশ্চিতং মদনুগ্রহাৎ॥ ১৫৫।
ত্রিলোক্যা অপি সর্ব্বস্যা শ্রেষ্ঠা বারাণসী পুরী।
ততোঽপি লিঙ্গমোঙ্কারং ততোঽপ্যত্র ত্রিলোচনম্॥১৫৬।
তিষ্ঠমানোঽত্র লিঙ্গেঽহং ভক্তমুক্তিন্দিশাম্যহম্।
ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন কাশ্যাং পূজ্যস্ত্রিলোচনঃ॥ ১৫৭।
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তৎ প্রাসাদান্তরং বিশৎ।
অবাচ্যরূপমাসাদ্য স্থূলং ত্রিভুবনাদপি॥ ১৫৮।
তাশ্চ স্বং স্বং পদং প্রাপ্য তদ্বৃত্তান্তমশেষতঃ।
স্বমাতৃপুরতশ্চোক্ত্বা কৃতকৃত্যা ইবাভবন্॥ ১৫৯।
একদা মাধবে মাসি মহাযাত্রাসমাগতা।
বিদ্যাধরাস্তথা নাগা মিলিতাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥ ১৬০।

শুভাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আমার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই পরিণামে মোক্ষ লাভ হয়॥ ১৫৫॥ সমস্ত ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরী বারাণসী। এই বারাণসীমধ্যে শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম লিঙ্গ ত্রিলোচন। ১৫৬॥ আমি এই লিঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তগণের মুক্তি উপদেশ করি। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কাশীতে ত্রিলোচন লিঙ্গের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৫৭॥ দেবাদিদেব ত্রিলোচন এইরূপে সেই নাগকুমারীগণকে পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাহাদিগকে বরপ্রদান পূর্ব্বক ত্রিভুবনের অনির্ব্বচনীয় পূর্ণব্যক্তরূপে প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ১৫৮॥ নাগকন্যাগণ বরলাভে কৃতকৃত্য হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমনপূর্ব্বক স্ব স্ব জননীর নিকটে এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিল॥ ১৫৯॥ একদা মধুমাসের মহাবার্ষিকীযাত্রা উপলক্ষে বিদ্যাধর ও নাগগণ সপরিবারে মিলিত ও বিরজাপীঠ মহাক্ষেত্রে ত্রিলোচন সমীপে সমাগত হইয়া, দেবদত্ত বর-প্রভাবে পরস্পর কুলাবলী বর্ণন

বিরজস্কে মহাক্ষেত্রে ত্রিলোচনসমীপতঃ।
দেবস্য বরদানাচ্চ পৃষ্টান্যোন্যং কুলাবলীম্ ॥ ১৬১।
বিদ্যাধরায় তা নাগৈঃ কন্যাস্তিস্রোঽপি কল্পিতাঃ।
মন্দারদামা সন্তুষ্টঃ প্রাপ্য তচ্চ স্নুষাত্রয়ম্ ॥ ১৬২।
রত্নদীপশ্চ নাগেন্দ্রঃ পদ্মী চ ভুজগেশ্বরঃ।
ত্রিশিখোঽপি ফণীন্দ্রশ্চ হৃষ্টা এতে ত্রয়োঽপি চ ॥ ১৬৩।
জামাতরং সমাসাদ্য শুভং পরিমলালয়ম্।
অন্যোন্যং স্বজনাস্তে তু মুদা বিকসিতেক্ষণাঃ ॥ ১৬৪।
বিবাহোৎসবমাকল্প্য স্বং স্বং ভুবনমন্বিশন্।
ত্রিলোচনস্য লিঙ্গস্য বর্ণয়ন্তোঽতিগৌরবম্ ॥ ১৬৫।
স চ বিদ্যাধরঃ শ্রীমান্নাগীভির্বিপুলং সুখম্।
ভুক্ত্বা বারাণসীং প্রাপ্য সংসেব্যাথ ত্রিলোচনম্ ॥১৬৬।
গায়ন্ গীতং সমধুরং নাগীভিঃ সহিতঃ কৃতী।
আত্মানঞ্চাতিসংস্মৃত্য মধ্যে লিঙ্গং লয়ং গতঃ ॥ ১৬৭।

করিল। অনন্তর সেই নাগকন্যাত্রয় সেই স্থানে সেই বিদ্যাধরকুমারকে পতিত্বে বরণ করিল। বিদ্যাধর মন্দারদাম তিনটী পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। রত্নদীপ, পদ্মী এবং ত্রিশিখ, এই নাগরাজেরাও পরম হৃষ্টচিত্ত হইলেন। অপরাপর স্বজনবর্গও সুশীল পরিমলালয়কে জামাতা প্রাপ্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬০—১৬৪ ॥ তদনন্তর সকলে স্ব স্ব গৃহে গমনপূর্ব্বক বিবাহোৎসবে প্রমোদিত হইয়া সগৌরবে ত্রিলোচন লিঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬৫ ॥ বিদ্যাধরকুমার পরিমলালয় নাগকুমারীগণের সহিত বিবিধ সুখভোগ করিয়া অবশেষে সস্ত্রীক বারাণসীধামে আগমন পূর্ব্বক সুমধুর নৃত্যগীতাদি সহযোগে ত্রিলোচনের সেবায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সেই লিঙ্গেই লয়প্রাপ্ত হইলেন। ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥

স্কন্দ উবাচ।

ত্রিলোচনস্য মহিমা কলৌ দেবেন গোপিতঃ।
অতোঽল্পসত্ত্বা মনুজা শ্চ তল্লিঙ্গমুপাসতে॥ ১৬৮॥
ত্রিলোচনকথামেতাং শ্রুত্বা পাপান্বিতোপ্যহো।
বিপাপ্‌মা জায়তে মর্ত্ত্যো লভতে চ পরাঙ্গতিম্‌॥ ১৬৯।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ত্রিলোচনপ্রাদুর্ভাবো নাম ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! কলিকালে ত্রিলোচনের মহিমা বিশ্বেশ্বর অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন। অতএব কলিকালের ক্ষীণসত্ত্ব মানবগণ তাঁহার উপাসনা করিবে না॥ ১৬৮॥ পাপীগণও ত্রিলোচনের এই বিচিত্র কথা শ্রবণ করিলে নিষ্পাপ হইয়া পরমগতি লাভ করে॥ ১৬৯॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ত্রিলোচন প্রাদুর্ভাব নাম ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

নমস্তে দেবদেবেশ প্রণমৎকরুণানিধে।
বদ কেদারমাহাত্ম্যং ভক্তানামনুকম্পয়া॥ ১।
তস্মিল্লিঙ্গে মহাপ্রীতিস্তব কাশ্যামনুত্তমা।
তদ্ভক্তাশ্চ জনা নিত্যং দেবদেব মহাধিয়ঃ॥ ২।

দেবদেব উবাচ।

শৃণু পর্ণেঽভিধাস্যামি কেদারেশ্বরসংকথাম্।
সমাকর্ণ্যাপি যাং পাপোপ্যপাপো জায়তে ক্ষণাৎ॥ ৩
কেদারং যাতুকামস্য পুংসো নিশ্চিতচেতসঃ।
আজন্মসঞ্চিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ৪।
গৃহাদ্বিনির্গতে পুংসি কেদারমভিনিশ্চিতম্।
জন্মদ্বয়ার্জ্জিতং পাপং শরীরাদপি নির্ব্রজেৎ॥ ৫।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবেশ! কাশীতে কেদারেশ্বর লিঙ্গের প্রতি তোমার অনুত্তমা মহতী প্রীতি। যাঁহারা সেই লিঙ্গের নিত্যভক্ত, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। অতএব হে করুণানিধে! আমি তোমারে নমস্কার করিতেছি, ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া তুমি কেদার মাহাত্ম্য বর্ণন কর॥ ১॥ ২॥ ভগবান বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে অপর্ণে! যাহা শ্রবণ করিলে পাপীগণ তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হয়, আমি সেই কেদারেশ্বরের রহস্যকথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৩॥ যাহারা কেদারতীর্থ গমনে কৃতসংকল্প হয়, তাহাদিগের আজন্মসঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয় হইয়া যায়॥ ৪॥ কেদার

মধ্যে মার্গং প্রপন্নস্য ত্রিজন্মজনিতং ত্বঘম্।
দেহগেহাদ্বিনিঃসৃত্য নিরাশং যাতি নিশ্বসৎ॥ ৬।
সায়ং কেদার কেদার কেদারেতি ত্রিরুচ্চরন্।
গৃহেঽপি নিবসন্নূনং যাত্রাফলমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭।
দৃষ্ট্বা কেদারশিখরং পীত্বা তত্রত্যমম্বু চ।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮।
হরং পাপহ্রদে স্নাত্বা কেদারেশং প্রপূজ্য চ।
কোটিজন্মার্জ্জিতৈনোভির্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯।
সকৃৎ প্রণম্য কেদারং হরং পাপকৃতোদকঃ।
স্থাপ্য লিঙ্গং হৃদম্ভোজে প্রান্তে মোক্ষং গমিষ্যতি॥১০।
হরং পাপহ্রদে শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়া যঃ করিষ্যতি।
উদ্ধৃত্য সপ্তপুরুষান্ স মে লোকং গমিষ্যতি॥ ১১।
পুরা রাথন্তরে কল্পে যদভূদত্র তচ্ছৃণু।
অপর্ণে দত্তকর্ণা ত্বং বর্ণয়ামি তবাগ্রতঃ॥ ১২।

যাত্রায় কৃতনিশ্চয় হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, দ্বিজন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষয় হয়॥ ৫॥ কেদারযাত্রায় বহির্গত হইয়া মধ্যপথ পর্য্যন্ত গমন করিলে, ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপরাশি দেহগৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়॥৬॥ গৃহে বসিয়া বারত্রয় কেদার নাম উচ্চারণ করিলে, নিশ্চয়ই কেদার যাত্রার ফল লাভ হয়॥ ৭॥ কেদারেশ্বরের প্রাসাদ-শিখর দর্শন করিলে, এবং তত্রত্য হ্রদের অম্বুপান করিলে, সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষয় হয়॥ ৮॥ পাপহরহ্রদে স্নান করিয়া কেদারেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে, কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষয় হয়॥ ৯॥ একবারমাত্র পাপহরহ্রদে স্নান করিয়া কেদারেশ্বরকে প্রণাম করিলে, অন্তে হৃদপদ্মে সেই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হয়॥ ১০॥ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাপহরহ্রদে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে, ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ উদ্ধার করিয়া সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই শিবলোক প্রাপ্ত হয়॥ ১১॥ হে অপর্ণে! পুরাকালে রথান্তরকল্পে এই

একো ব্রাহ্মণদায়াদ উজ্জয়িন্যা ইহাগতঃ।
কৃতোপনয়নঃ পিত্রা ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ॥ ১৩।
স্থলীং পাশুপতীং কাশীং স বিলোক্য সমন্ততঃ।
দ্বিজৈঃ পাশুপতৈঃ কীর্ণাং জটামুকুটমণ্ডিতৈঃ॥ ১৪।
কৃতলিঙ্গসমর্চ্চেশ্চ ভূতিভূষিতবর্ষ্মভিঃ।
ভিক্ষাহৃতান্নসন্তুষ্টৈঃ পুষ্টৈর্গঙ্গামৃতোদকৈঃ॥ ১৫।
বভূবানন্দিতমনা ব্রতং জগ্রাহ চোত্তমম্।
হিরণ্যগর্ভাদাচার্য্যান্ মহৎপাশুপতাভিধম্॥ ১৬।
স চ শিষ্যো বশিষ্ঠোঽভূৎ সর্ব্বপাশুপতোত্তমঃ।
স্নাত্বা হ্রদে হরং পাপে নিত্যং প্রাতঃ সমুত্থিতঃ॥ ১৭।
বিভূত্যাহরহঃ স্নাতি ত্রিকালং লিঙ্গমর্চ্চয়ন্।
নান্তরং স বিজানাতি শিবলিঙ্গে গুরৌ তথা॥ ১৮।

স্থানে যে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥ ১২॥ উজ্জয়িনী হইতে এক ব্রাহ্মণকুমার পিতৃ কর্ত্তৃক কৃতোপনয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া কাশীতে আগমন করিয়াছিল॥ ১৩॥ অনন্তর জটামুকুট-মণ্ডিত লিঙ্গার্চ্চন-নিরত বিভূতি-বিভূষিত ভিক্ষান্ন-পরিতুষ্ট গঙ্গামৃতোদক-পরিপুষ্ট পাশুপত-ব্রতাচারী দ্বিজগণে সমাকীর্ণ এই পাশুপতিস্থলী কাশীপুরীর সমস্ত স্থান দর্শন করিয়া, সেই দ্বিজকুমার প্রেমানন্দে পুলকিত-চিত্তে হিরণ্যগর্ভ অভিধেয় মহাপাশুপতাচার্য্যের নিকট পাশুপতব্রতে দীক্ষিত হইল॥ ১৪—১৬॥ সেই ব্রাহ্মণকুমারের নাম বশিষ্ঠ। ভক্তিপ্রভাবে সেই বশিষ্ঠ উৎকৃষ্ট পাশুপত হইয়া উঠিল। নিত্য নিত্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাপহর-হ্রদে স্নান করিয়া বিভূতি-স্নান করণান্তর সেই হিরণ্যগর্ভ-শিষ্যবশিষ্ঠ ত্রিকালীন লিঙ্গার্চ্চন করিত। শিবলিঙ্গে ও গুরুতে তাহার ভেদ বুদ্ধি ছিল না॥ ১৭॥ ১৮॥ সেই দ্বাদশবর্ষদেশীয় বশিষ্ঠ গুরু-

স দ্বাদশাব্দদেশীয়ো বশিষ্ঠো গুরুণা সহ।
যযৌ কেদারযাত্রার্থং গিরিং গৌরী গুরোর্গুরুম্ ॥ ১৯।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি কিঞ্চিৎ সংসারিণঃ ক্বচিৎ।
প্রাশ্যোদকং লিঙ্গরূপং লিঙ্গরূপত্বমাগতাঃ ॥ ২০।
অসিধারং গিরিং প্রাপ্য বশিষ্ঠস্য তপস্বিনঃ।
গুরুর্হিরণ্যগর্ভাখ্যঃ পঞ্চত্বমগমত্তদা ॥ ২১।
পশ্যতাং তাপসানাঞ্চ বিমানে সার্ব্বকামিকে।
আরোপ্য তং পারিষদাঃ কৈলাসমনয়ন্ মুদা ॥ ২২।
যস্তু কেদারমুদ্দিশ্য গেহাদর্দ্ধপথেঽপ্যহো।
অকাতরস্ত্যজেৎ প্রাণান্ কৈলাসে স চিরং বসেৎ ॥২৩।
তদাশ্চর্য্যং সমালোক্য স বশিষ্ঠস্তপোধনঃ।
কেদারমেব লিঙ্গেষু বহ্বমংস্ত সুনিশ্চিতম্ ॥ ২৪।
অথ কৃত্বা স কৈদারীং যাত্রাং বারাণসীমগাৎ।
অগ্রহীন্নিয়মঞ্চাপি যথার্থং চাকরোৎ পুনঃ ॥ ২৫।

সমভিব্যাহারে কেদারযাত্রার নিমিত্ত আমার রমণীয় পর্ব্বতে যাত্রা করিল। তথায় গমন করিলে সংসারী লোকের কিছুমাত্র শোকতাপ থাকে না। তত্রত্য-কুণ্ডের জলপান করিলে সেই লিঙ্গে লয়প্রাপ্তি হয় ॥ ১৯—২০ ॥ সেই কেদারতীর্থে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অসিধার পর্ব্বতে গুরু হিরণ্য-গর্ভের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। অনন্তর শিবদূতগণ তাঁহাকে কামচারী বিমানে আরোপিত করিয়া পুলকিতচিত্তে শিবলোকে লইয়া গেল। তত্রত্য তাপস-গণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ যে ব্যক্তি কেদারযাত্রার্থ সমুৎসুক চিত্তে গৃহ হইতে অকাতরে বহির্গত হইয়া অর্দ্ধপথে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাহার চিরকাল কৈলাশবাস হয় ॥ ২৩ ॥ তপোধন বশিষ্ঠ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া মনে মনে নিঃসংশয়ে স্থির করি-লেন যে, সমস্ত লিঙ্গের মধ্যে কেদারেশ্বর লিঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ২৪ ॥ অনন্তর

প্রতিচৈত্রং সদা চৈত্র্যাং যাবজ্জীবমহং ধ্রুবম্।
বিলোকয়িষ্যে কেদারং বসন্ বারাণসীং পুরীম্॥ ২৬।
তেন যাত্রাঃ কৃতাঃ সম্যক্ ষষ্টিরেকাধিকা মুদা।
আনন্দকাননে নিত্যং বসতা ব্রহ্মচারিণা॥ ২৭।
পুনর্যাত্রাং স বৈ চক্রে মধৌ নিকটবর্ত্তিনি।
পরমোৎসাহসন্তুষ্টঃ পলিতো কলিতোপ্যলম্॥ ২৮।
তপোধনৈস্তন্নিধনং শঙ্কমানৈর্নিবারিতঃ।
কারুণ্যপূর্ণহৃদয়ৈরন্যৈরপি চ সঙ্গিভিঃ॥ ২৯।
ততোঽপি ন তদুৎসাহভঙ্গো দৃঢ়চেতসঃ।
মধ্যে মার্গং মৃতস্যাপি গুরোরিব গতির্মম॥ ৩০।
ইতি নিশ্চিতচেতস্কে বশিষ্ঠে তাপসে শুচৌ।
অশূদ্রান্নপরিপুষ্টে তুষ্টোঽহং চণ্ডিকেঽভবম্॥ ৩১।

তিনি কেদারযাত্রা সমাধান করিয়া বারাণসীধামে আগমন পূর্ব্বক পুনরায় অবলম্বিত ব্রতের সমস্ত প্রকৃত নিয়মে সংযতচিত্ত হইলেন॥ ২৫॥ স্থির করিলেন, আমি সর্ব্বদা নিশ্চলমানসে এই বিচিত্রা বারাণসী পুরীতে বাস করিয়া প্রতি চৈত্রমাসে কেদারেশ্বর দর্শন করিব॥ ২৬॥ ব্রহ্মচারী বশিষ্ঠ, প্রফুল্লচিত্তে কাশীবাস করিয়া সম্যক প্রকারে একষষ্টিবার কেদারেশ্বরে মধু-যাত্রা করিয়াছিলেন॥ ২৭॥ অতঃপর পুনর্যাত্রার নির্দ্দিষ্ট মধুমাস নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি জরাপ্রভাবে পলিতাঙ্গ হইলেও মহোৎসাহে প্রফুল্লচিত্তে যাত্রার্থ বহির্গত হইলেন॥ ২৮॥ তাঁহার নিধনাশঙ্কায় অপরাপর তপস্বীগণ নিবারণ করিলেন, তথাচ কিছুতেই সেই দৃঢ়চিত্ত ভক্তের উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। কোন কোন তাপস করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন॥ ২৯॥ ৩০॥ হে চণ্ডিকে! তপোধন বশিষ্ঠ মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, পথিমধ্যে মৃত্যু হইলেও গুরুতুল্য গতি লাভ হইবে। হে দেবি! সেই অশূদ্রান্নপরিপুষ্ট সুপবিত্র তাপসের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস দর্শনপূর্ব্বক পরম পরি-

স্বপ্নে ময়া স সংপ্রোক্তো বশিষ্ঠস্তাপসোত্তমঃ।
দৃঢ়ব্রত প্রসন্নোস্মি কেদারং বিদ্ধি মামিহ ॥ ৩২।
অভীষ্টঞ্চ বরং মত্তঃ প্রার্থয়স্বাবিচারিতম্।
ইত্যুক্তবত্যপি ময়ি স্বপ্নো মিথ্যেতি সোঽব্রবীৎ ॥ ৩৩।
ততোঽপি স ময়া প্রোক্তঃ স্বপ্নো মিথ্যাঽশুচিষ্মতাম্।
ভবাদৃশামমিথ্যৈব স্বাখ্যাসদৃশবর্ত্তিনাম্ ॥ ৩৪।
বরং ব্রূহি প্রসন্নোস্মি স্বপ্নশঙ্কান্ত্যজ দ্বিজ।
তব সুব্রতবতঃ কিঞ্চিন্ময়া দেয়ং ন কিঞ্চন ॥ ৩৫।
ইত্যুক্তং মে সমাকর্ণ্য বরয়ামাস মামিতি।
শিষ্যো হিরণ্যগর্ভস্য তপস্বিজনসত্তমঃ ॥ ৩৬।
যদি প্রসন্নো দেবেশ তদা মে সানুগাইমে।
সর্ব্বে শূলিন্ননুগ্রাহ্যা এষ এব বরো মম ॥ ৩৭।

তুষ্ট হইয়া আমি স্বপ্নযোগে তাঁহাকে কহিলাম, হে দৃঢ়ব্রত! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমাকেই কেদারেশ্বর জ্ঞান করিয়া অবিচারিত চিত্তে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥ ৩১ ॥৩২ ॥ আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন, এ স্বপ্ন অমূলক ॥ ৩৩ ॥ হে পার্ব্বতি! আমি পুনরায় কহিলাম, হে তপোধন! অশুচি ব্যক্তিগণের স্বপ্ন মিথ্যা হয় বটে, কিন্তু ভবাদৃশ বিশুদ্ধাচারি পাশুপতের পক্ষে এ স্বপ্ন কখনই মিথ্যা নহে। আমি যথার্থই তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছি; তুমি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন; তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, অতএব হে দ্বিজবর! তুমি স্বপ্ন শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া বর প্রার্থনা কর ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ হে ঈশানি! আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হিরণ্যগর্ভশিষ্য তাপসোত্তম বশিষ্ঠ আমার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন, যে হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে আমার অনুগামী এই সমস্ত তাপস

দেবি তস্যেদমাকর্ণ্য পরোপকৃতিশালিনঃ।
বচনং নিতরাং প্রীতস্তথেতি তমুবাচ হ ॥ ৩৮।
পুনঃ পরোপকরণাত্তত্তপোদ্বিগুণীকৃতম্।
তেন পুণ্যেন স ময়া পুনঃ প্রোক্তো বরং বৃণু ॥ ৩৯।
স বশিষ্ঠো মহাপ্রাজ্ঞো দৃঢ়পাশুপতব্রতঃ।
দেবি মে প্রার্থয়ামাস হিমশৈলাদিহস্থিতিম্ ॥ ৪০।
ততস্তত্তপসাকৃষ্টঃ কলামাত্রেণ তত্র হি।
হিমশৈলে ততশ্চাত্র সর্ব্বভাবেন সংস্থিতঃ ॥ ৪১।
ততঃ প্রভাতে সঞ্জাতে সর্ব্বেষাং প৺[illegible]হম্।
হিমাদ্রেঃ প্রস্থিতঃ প্রাপ্তঃ স্তূয়মানঃ সুরর্ষিভিঃ ॥ ৪২।
বশিষ্ঠং পুরতঃ কৃত্বা সর্ব্বসার্থসমাযুতম্।
হরং পাপহ্রদে তীর্থে স্থিতোঽহং তদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৩

আপনার অনুগ্রহ ভাজন হউন ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ হে দেবি! পরোপকার-পরায়ণ সেই তপস্বীর এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমি প্রীতবচনে কহিলাম 'তথাস্তু'। হে দেবি! পরোপকার কামনায় তাঁহার তপস্যা দ্বিগুণীকৃত, হওয়াতে সেই পুণ্যফলে আমি পুনরায় তাঁহাকে কহিলাম, তুমি পুনরায় বর প্রার্থনা কর ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ হে দেবি! সেই দৃঢ়পাশুপতব্রত মহাপ্রাজ্ঞ বশিষ্ঠ আমার বাক্যে পুনরায় এইবর প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি হিমালয় পর্ব্বত হইতে আগমন করিয়া এই স্থানেই অধিষ্ঠান করুন ॥ ৪০ ॥ হে পার্ব্বতি! তাঁহার তপে আকৃষ্ট হইয়া আমি হিমালয় হইতে এই স্থানেই সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত হইয়াছি, তথায় কেবল কলামাত্র অবশিষ্ট আছে। প্রভাতকালে সকলে দর্শন করিলেন, আমি সুরর্ষিকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া হিমাদ্রি পরিত্যাগপূর্ব্বক এইস্থানে আগমন করণানন্তর সর্ব্বার্থসংযুক্ত বশিষ্ঠের প্রতি অনুগ্রহবশে তাঁহার সম্মুখভাগে এই পাপহর হ্রদে অধিষ্ঠিত

মৎপরিগ্রহতঃ সর্ব্বে হরং পাপে কৃতোদকাঃ।
আরাধ্য মামনেনৈব বপুষা সিদ্ধিমাগতাঃ ॥ ৪৪।
তদাপ্রভৃতি লিঙ্গেঽস্মিন্ স্থিতঃ সাধকসিদ্ধয়ে।
অবিমুক্তেঽপরে ক্ষেত্রে কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ৪৫।
তুষারাদ্রিং সমারুহ্য কেদারং বীক্ষ্য যৎ ফলং।
তৎ ফলং সপ্তগুণিতং কাশ্যাং কেদারদর্শনে ॥ ৪৬।
গৌরীকুণ্ডং যথা তত্র হংসতীর্থঞ্চ নির্ম্মলম্।
যথা মধুস্রবা গঙ্গা কাশ্যাং তদখিলং তথা ॥ ৪৭।
ইদং তীর্থং হরং পাপং সপ্তজন্মাঘনাশনম্।
গঙ্গায়াং মিলিতং পশ্চাজ্জন্মকোটিকৃতাঘহম্ ॥ ৪৮।
অত্র পূর্ব্বন্তু কাকোলৌ যুদ্ধ্যন্তৌ খান্নিপেত তুঃ।
পশ্যতাং তত্র সংস্থানাং হংসৌ ভূত্বা বিনির্গতৌ ॥ ৪৯।

হইলাম ॥ ৪১—৪৩ ॥ আমি অধিষ্ঠান করাতেই লোকে পাপহর হ্রদে স্নান ও তদনন্তর আমার আরাধনা করিয়া ইহ শরীরেই সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৪৩ ॥ তদবধি আমি সাধকের সিদ্ধির নিমিত্ত, বিশেষতঃ কলিকালের জীবের পবিত্রাণার্থ অবিমুক্তক্ষেত্রস্থ এই লিঙ্গে অবস্থান করিতেছি ॥ ৪৫ ॥ তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রিশিখরে আরোহণ করিয়া কেদারনাথ দর্শনে যে ফল, কাশীতে কেদারেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে তাহার সপ্তগুণ ফল হয় ॥ ৪৬ ॥ হিমালয়স্থ কেদার তীর্থে যেমন গৌরীকুণ্ড, হংসতীর্থ এবং মধুস্রবা গঙ্গা আছেন, কাশীতেও তদ্রূপ সমস্তই বিদ্যমান ॥ ৪৭ ॥ সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপনাশন পাপহর তীর্থ গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া কোটিজন্মার্জ্জিত পাপনাশন হইয়াছে। অত্রত্য সকলেই দর্শন করিয়াছেন, পূর্ব্বে একদা দুই দ্রোণকাক পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে আকাশমার্গ হইতে এই স্থানে নিপতিত হইয়া হংসরূপধারণপূর্ব্বক বহির্গত হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ হে গৌরি! তুমি পূর্ব্বে এই মহাহ্রদে

গৌরি ত্বয়া কৃতং পূর্ব্বং স্নানমাত্রং মহাহ্রদে।
গৌরীতীর্থং ততঃ খ্যাতং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্ ॥ ৫০ ॥
অত্রামৃতস্রবা গঙ্গা মহামোহান্ধকারহৃৎ।
অনেকজন্মজনিতজাড্যধ্বংসবিধায়িনী ॥ ৫১ ॥
সরসা মানসেনাত্র পূর্ব্বং তপ্তং মহাতপঃ।
অতস্তু মানসং তীর্থং জনে খ্যাতিমিদং গতম্ ॥ ৫২ ॥
অত্র পূর্ব্বং জনঃ স্নানমাত্রেণৈব প্রমুচ্যতে।
পশ্চাৎ প্রসাদিতশ্চাহং ত্রিদশৈর্মুক্তিদুর্দ্দশৈঃ ॥ ৫৩ ॥
সর্ব্বে মুক্তিং গমিষ্যন্তি যদি দেবেহ মানবাঃ।
কেদারকুণ্ডে সুস্নাতাস্তদোচ্ছিত্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥
সর্ব্বেষামেব বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মিণাম্।
তস্মাত্তনুবিসর্গেঽত্র মোক্ষং দাস্যতি নান্যথা ॥ ৫৫ ॥
ততস্তদুপরোধেন তথেতি চ ময়োদিতম্।
তদারভ্য মহাদেবি স্নানাৎ কেদারকুণ্ডতঃ ॥ ৫৬ ॥

স্নান করিয়াছিলে, তদবধি ইহার নাম গৌরীতীর্থ হইয়াছে। এই গৌরীতীর্থ সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৫০ ॥ এইস্থানে বহুজন্মার্জ্জিত পাপধ্বংসবিধায়িনী মহামোহান্ধকার-নাশিনী অমৃত-প্রস্রবিনী গঙ্গা বিরাজিতা আছেন॥ ৫১ ॥ পূর্ব্বকালে মানসসরোবর এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিল, অতএব এই তীর্থ মানস তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৫২ ॥ পূর্ব্বে এই স্থানে স্নান মাত্রেই জীবের মুক্তিলাভ হইত ; দেবতারা তদ্রূপ মুক্তিদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চাৎ আমাকে স্তব করিয়া কহিলেন, হে দেব ! কেদারকুণ্ডে স্নান মাত্রেই যদি সমস্ত মানব মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে সংসার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে। অতএব সর্ব্ববর্ণাশ্রমী ধর্ম্মনিষ্ঠ মানবগণ এই স্থানে তনু ত্যাগ করিলে মোক্ষ লাভ করিবে এইরূপ হইলেই ভাল হয়, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই ॥ ৫৩—৫৫ ॥ হে মহাদেবি ! দেবগণের উপরোধে আমি কহিলাম

সমর্চ্চনাচ্চ ভক্ত্যা বৈ মম নাম জপাদপি।
নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ং দদ্যামন্যত্রাপি তনুত্যজাম্ ॥ ৫৭।
কেদারতীর্থে যঃ স্নাত্বা পিণ্ডান্ দাস্যতি চাত্বরঃ।
একোত্তরশতং বংশ্যাস্তস্য তীর্ণা ভবাম্বুধিম্ ॥ ৫৮।
ভৌমবারে যদা দর্শস্তদা যঃ শ্রাদ্ধদো নরঃ।
কেদারকুণ্ডমাসাদ্য গয়াশ্রাদ্ধেন কিং ততঃ ॥ ৫৯।
কেদারং গন্তুকামস্য বুদ্ধির্দেয়া নরৈরিয়ম্।
কাশ্যাং স্পৃশংস্ত্বং কেদারং কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥৬০।
চৈত্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামুপবাসং বিধায় চ।
ত্রিগণ্ডূষান্ পিবন্ প্রাতর্হৃল্লিঙ্গমধিতিষ্ঠতি ॥ ৬১।
কেদারোদকপানেন যথা তত্র ফলং ভবেৎ ॥
তথাত্র জায়তে পুংসাং স্ত্রীণাঞ্চাপি ন সংশয়ঃ ॥ ৬২।

তাহাই হইবে, তদবধি মানবগণ কেদারকুণ্ডে স্নান এবং ভক্তিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা ও নাম জপ করিয়া যে স্থানেই তনু ত্যাগ করুক, নিশ্চয়ই তাহাদিগের মোক্ষ লাভ হয় ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ যে ব্যক্তি কেদারতীর্থে স্নান করিয়া যত্নসহকারে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে, তাহার একোত্তর শত পুরুষ ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥ ৫৮ ॥ মঙ্গলবার অমাবশ্যাযোগে কেদারকুণ্ডে শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধের প্রয়োজন থাকে না ॥ ৫৯ ॥ হে দেবি! যে ব্যক্তি কেদারতীর্থ যাত্রায় অভিলাষী হয়, তাহাকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত যে, তুমি কাশীতে কেদারেশ্বরলিঙ্গ স্পর্শ করিলেই কৃতকৃতার্থ হইবে ॥ ৬০ ॥ যে ব্যক্তি মধুমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে ত্রিগণ্ডূষ কুণ্ডজল পান করে, কেদারেশ্বর তাহার হৃদয়ে বাস করেন ॥ ৬১ ॥ হিমালয়ে কেদারকুণ্ডোদক পান করিলে যেরূপ ফল হয়, এই কাশীধামে কেদারোদক পান করিলেও স্ত্রীপুরুষ সকলেরই সেই ফল হয় সন্দেহ নাই। ৬২ ॥ কেদারেশ্বরের ভক্তগণকে অন্ন, বস্ত্র ও ধনদানে পরিতুষ্ট করিলে আজন্ম

কেদারভক্তং সম্পূজ্য বাসোন্নদ্রবিণাদিভিঃ।
আজন্মজনিতং পাপং ত্যক্ত্বা যাতি মমালয়ম্ ॥ ৬৩।
আষণ্মাসং ত্রিকালং যঃ কেদারেশং নমস্যতি।
তং নমস্যন্তি সততং লোকপালা যমাদয়ঃ ॥ ৬৪।
কলৌ কেদারমাহাত্ম্যং যোঽপি কোঽপি ন বেৎস্যতি।
যো বেৎস্যতি স পুণ্যাত্মা সর্ব্বং বেৎস্যতি স ধ্রুবম্ ॥৬৫।
কেদারেশং সকৃদ্দৃষ্ট্বা দেবি মেঽনুচরো ভবেৎ।
তস্মাৎ কাশ্যাং প্রযত্নেন কেদারেশং বিলোকয়েৎ ॥৬৬।
চিত্রাঙ্গদেশ্বরং লিঙ্গং কেদারাদুত্তরে শুভম্।
তস্যার্চ্চনান্নরো নিত্যং স্বর্গভোগানুপাশ্নুতে ॥ ৬৭।
কেদারাদ্দক্ষিণে ভাগে নীলকণ্ঠ বিলোকনাৎ।
সংসারোরগদষ্টস্য তস্য নাস্তি বিষাদ্ভয়ম্ ॥ ৬৮।
তদ্বায়ব্যেঽম্বরীষেশো নরস্তদবলোকনাৎ।
গর্ভবাসং ন চাপ্নোতি সংসারে দুঃখসঙ্কুলে ॥ ৬৯।

জনিত সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শিবলোকে বাস হয় ॥৬৩। ষণ্মাস কাল যিনি ত্রিকালীন কেদারেশ্বরের পূজা করেন, সেই পুণ্যবান যমরাজপ্রভৃতি সমস্ত লোকপালগণের নমস্য হন ॥ ৬৪ ॥ কলিকালে যে সে লোকে কেদারেশ্বরের মাহাত্ম্য অবগত থাকিবে না; যে পুণ্যবান ইহা পরিজ্ঞাত থাকিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইবেন ॥ ৬৫ ॥ হে দেবি! একবারমাত্র যিনি কেদারেশ্বর দর্শন করেন, জীবনান্তে তিনি আমার অনুচর হন, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কাশীতে কেদারেশ্বর দর্শন করা উচিত ॥ ৬৬ ॥ কেদারেশ্বরের উত্তরদিকে সুপবিত্র চিত্রাঙ্গদেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নরগণ নিত্য স্বর্গসুখোপভোগ করেন ॥ ৬৭ ॥ কেদারেশ্বরের দক্ষিণভাগে নীলকণ্ঠ লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে সংসার-ভুজঙ্গদষ্ট মানবের বিষভয় থাকে না ॥ ৬৮ ॥ তাঁহার বায়ুকোণে অম্বরীষেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে অবলোকন

ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরং লিঙ্গং তৎ সমীপে সমর্চ্চ্য চ।
তেজোময়েন যানেন স স্বর্গভুবি মোদতে॥ ৭০।
তদ্দক্ষিণে নরো দৃষ্ট্বা লিঙ্গং কালঞ্জরেশ্বরম্।
জরাং কালং বিনির্জ্জিত্য মম লোকে বসেচ্চিরম্॥ ৭১।
দৃষ্ট্বা ক্ষেমেশ্বরং লিঙ্গমুদক্ চিত্রাঙ্গদেশ্বরাৎ।
সর্ব্বত্র ক্ষেমমাপ্নোতি লোকেঽত্র চ পরত্র চ॥ ৭২।

স্কন্দ উবাচ।

দেবদেবেন বিশ্বেশ্বরে কেদারমহিমা মহান্।
ইত্যাখ্যায়ি পুরাম্বায়ৈ ময়া তেঽপি নিরূপিতঃ॥ ৭৩।
কেদারেশ্বরলিঙ্গস্য শ্রুত্বোৎপত্তিং কৃতী নরঃ।
শিবলোকমবাপ্নোতি নিষ্পাপো জায়তে ক্ষণাৎ॥ ৭৪।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে কেদারমহিমাখ্যানং
নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

করিলে দুঃখশঙ্কুল সংসারে আর গর্ভবাস হয় না॥ ৬৯॥ তাঁহার সমীপে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর লিঙ্গ; তাঁহার অর্চ্চনা করিলে সহর্ষে তেজোময় যানে আরোহণ করিয়া স্বর্গবাস হয়॥ ৭০॥ তাঁহার দক্ষিণে কালঞ্জরেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে জরাভয় ও কালভয় বিনির্জ্জিত হইয়া চিরকাল মমলোকে বাস হয়॥ ৭১॥ চিত্রাঙ্গদেশ্বরের উত্তরদিকে ক্ষেমেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্র মঙ্গল লাভ হয়॥ ৭২॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর যেরূপ কেদারেশ্বরের মহা মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম॥ ৭৩॥ কেদারেশ্বর লিঙ্গের উৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়া অন্তে শিবলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৭৪॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে কেদার মহিমাখ্যান
নাম সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

আনন্দকাননে শম্ভো যল্লিঙ্গং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
যন্নামস্মরণাদেব মহাপাতকসংক্ষয়ঃ॥ ১।
যৎ সেব্যং সাধকৈর্নিত্যং যত্র প্রীতিরনুত্তমা।
যত্র দত্তং হুতং জপ্তং ধ্যাতং ভবতি চাক্ষয়ম্॥ ২।
যস্য সংস্মরণাদেব যল্লিঙ্গস্য বিলোকনাৎ।
যল্লিঙ্গপ্রণতেশ্চাপি যস্য সংস্পর্শনাদপি॥ ৩।
পঞ্চামৃতাদিস্নপনপূর্ব্বাদ্যস্যার্চ্চনাদপি।
তল্লিঙ্গং কথয়েশান ভবেচ্ছ্রেয়ঃ পরম্পরা॥ ৪।

স্কন্দ উবাচ।

ইতি দেবীসমুদিতং সমাকর্ণ্য ঘটোদ্ভব।
সর্ব্বজ্ঞেন যদাখ্যাতং তদাখ্যাস্যামি তে শৃণু॥ ৫।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

পার্ব্বতী কহিলেন, হে শম্ভো! এই আনন্দ-কাননে যে লিঙ্গ পুণ্যবর্দ্ধন, যাঁহার নাম স্মরণে মহাপাতক বিমোচন হয়, যে লিঙ্গ সাধকগণের নিত্যসেব্য, যে লিঙ্গে তোমার অনুত্তমা প্রীতি, যে লিঙ্গ সমীপে দান, ধ্যান, হোম, ও জপ করিলে অক্ষয় হয়, যে লিঙ্গ স্মরণে, দর্শনে, বন্দনে, স্পর্শনে, পঞ্চামৃত-স্নপনে এবং সমর্চ্চনে পরম্পরা শ্রেয়ঃ লাভ হয়, হে ঈশান! তুমি সেই লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর॥ ১—৪॥

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বেশ্বর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর।

দেবদেব উবাচ।

উমে ভবত্যা যৎ পৃষ্টং ভববন্ধবিমোক্ষকৃৎ।
ততোঽহং কথয়িষ্যামি লিঙ্গং স্থিরমনা ভব॥ ৬।
আনন্দকাননে চাত্র রহস্যং পরমং মম।
ন ময়া কস্যচিৎ খ্যাতং ন প্রষ্টুং বেত্তি কশ্চন॥ ৭।
সন্তি লিঙ্গান্যনেকানি মমানন্দবনে প্রিয়ে।
পরং ত্বয়া যথা পৃষ্টং যথাবত্তদ্ব্রবীমি তে॥ ৮।
যত্র মুক্তিস্বরূপা ত্বং স্বয়ং তিষ্ঠসি বিশ্বগে।
যত্র তে নন্দনশ্চাস্তি ক্ষেত্রবিঘ্নবিঘাতকৃৎ॥ ৯।
মমাপি যেন ত্রিপুরসমরে জয়কাঙ্ক্ষিণঃ।
জয়াশা পূরিতা স্তুত্যা বহুমোদকদানতঃ॥ ১০।
যত্রাস্তি তীর্থমঘঘ্নং পিতৃপ্রীতি বিবর্দ্ধনম্।
যৎ স্নানাদ্বৃত্রহা বৃত্রবধপাপাদ্বিমুক্তবান্॥ ১১।

৫॥ বিশ্বেশ্বর কহিয়াছিলেন, হে উমে! যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সেই ভববন্ধন-বিমোচন লিঙ্গের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর॥ ৬॥ হে দেবি! আমার আনন্দ-কাননের এই পরম রহস্য আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই, কেহ জিজ্ঞাসাও করে নাই এবং কেহ ইহা অবগতও নহে॥ ৭॥ হে প্রিয়ে! আমার এই আনন্দ-কাননে অনেকানেক লিঙ্গ আছেন, তন্মধ্যে তুমি যে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তাহাই তোমাকে কহিতেছি॥ ৮॥ হে বিশ্বময়ি! যাঁহার সমীপে তুমি স্বয়ং মুক্তি স্বরূপিনী হইয়া অধিষ্ঠান করিতেছ, যাঁহার সমীপে ক্ষেত্রবিঘ্ন-বিনাশন তোমার পুত্র বিরাজ করিতেছেন, ত্রিপুরাসুর-সমরে জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বহু মোদকদানে যাঁহার পূজা করিয়া আমি বিজয়ী হইয়াছিলাম, যাঁহার সমীপে পিতৃপ্রীতি-বিবর্দ্ধন পাপহর তীর্থ আছে, যে স্থানে স্নান করিয়া বৃত্রাসুরনিসূ-

ধর্ম্মাধিকরণং যত্র ধর্ম্মরাজোঽপ্যবাপ্তবান্‌।
সুদুষ্করং তপস্তপ্ত্বা পরমেণ সমাধিনা ॥ ১২ ।
পক্ষিণোঽপি হি যত্রাপুর্জ্ঞানং সংসারমোচনম্‌ ।
রম্যোররাম যো যত্র বভূব বহুপাদ্দুমঃ ॥ ১৩ ।
যল্লিঙ্গদর্শনাদেব দুর্দ্দমো নাম পার্থিবঃ ।
উদ্বেজকোঽপি লোকানাং ক্ষণাদ্ধর্ম্মতিস্ত্বভূৎ ॥ ১৪
তস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যমাবির্ভাবঞ্চ সুন্দরি ।
নিশাময়াভিধাস্যামি মহাপাতকনাশনম্‌ ॥ ১৫ ॥
ধর্ম্মপীঠং তদুদ্দিষ্টমত্রানন্দবনে মম ।
তৎ পীঠদর্শনাদেব নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৬ ।
পুরা বিবস্বতঃ পুত্রো যমঃ পরমসংযমী ।
তপস্তেপে বিপুলং বিশালাক্ষি তবাগ্রতঃ ॥ ১৭ ।

দন ইন্দ্র বৃত্রবধপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার সমীপে পরমসমাধি-যোগে সুদুষ্কর তপস্যা করিয়া ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মাধিকরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পক্ষী-গণ যাঁহার সমীপে সংসারমোচন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, হিরণ্ময় বিষ্ণু যাঁহার সমীপে রমণীয় বটবৃক্ষ হইয়াছেন, যে লিঙ্গ দর্শন করিয়া দুর্দ্দম নামক পর-পীড়ক দুর্দ্দান্ত নরপতি ক্ষণমাত্রেই ধর্ম্মবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, হে সুন্দরি! আমি সেই মহাপাতক বিনাশন লিঙ্গের আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯—১৫ ॥

হে দেবি! আমার এই আনন্দ-কাননে ধর্ম্মপীঠতীর্থ সেই লিঙ্গের অধি-ষ্ঠান স্থান। সেই পীঠ দর্শন করিলে নরগণ সর্ব্বপাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। ১৬ ॥ হে বিশালাক্ষি! পূর্ব্বকালে সূর্য্যপুত্র যম পরম সংযতচিত্তে তোমার সমীপে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি কখন শিশির ঋতুতে জলমধ্যে বাস করিয়া, বর্ষাকালে অনাবৃত শরীরে জলধরের বারিধারা সহ্য করিয়া এবং

শিশিরে জলমধ্যস্থো বর্ষাস্বভ্রাবকাশকঃ।
তপর্ত্তৌ পঞ্চবহ্নিস্থঃ কদাচিদিতি তপ্তবান্ ॥ ১৮।
পাদাগ্রাঙ্গুষ্ঠভূস্পর্শী বহুকালং স তস্থিবান্।
একপাদস্থিতঃ সোঽপি কদাচিদ্বহুনেহসম্ ॥ ১৯।
সমীরাভ্যবহর্ত্তাসীদ্বহুদিষ্টং সদিষ্টবান্।
পপৌ স তু পিপাসুঃ সন্ কুশাগ্রজলবিপ্রুষঃ ॥ ২০।
দিব্যাং চতুর্যুগীমিত্থং স নিনায় তপশ্চরন্।
চতুর্গুণং দিদৃক্ষুর্মাং পরমেণ সমাধিনা ॥ ২১।
ততোঽহং তস্য তপসা সন্তুষ্টঃ স্থিরচেতসঃ।
যযৌ তস্মৈ বরান্ দাতুং শমনায় মহাত্মনে ॥ ২২।
বটঃ কাঞ্চনশাখাখ্যো যস্তপস্তাপসন্ততিম্।
দূরীচকার মুচ্ছায়ো বহুদ্বিজসমাশ্রয়ঃ ॥ ২৩।
মন্দমন্দমরুল্লোলপল্লবৈঃ করপল্লবৈঃ।
যোঽধ্বগানধ্বসংতপ্তানাহ্বয়েদিব তাপহৃৎ ॥ ২৪।

নিদাঘকালে পঞ্চবহ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া তপস্যা করিতেন, কখন বা পদাঙ্গুষ্ঠে ভূমিস্পর্শ করিয়া বহুকাল অবস্থান করিতেন, কখন বা একপদে দণ্ডায়মান হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিতেন। সেই ভাগ্যবান কেবল বায়ুমাত্র ভক্ষণ এবং পিপাসায় কুশাগ্রদ্বারা জলবিন্দু পান করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইরূপে আমার দর্শনার্থী হইয়া পরম সমাধিযোগে দেব পরিমাণের যুগচতুষ্টয়ের চতুর্গুণকাল তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১৭—২১ ॥

অনন্তর সুস্থিরচিত্তে মহাত্মা শমনের তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাঁহাকে বরদানার্থ আগমন করিলাম ॥ ২২ ॥ কাঞ্চনশাখ বটবৃক্ষমূলে সেই পরম তপস্বী তপনতনয়কে দর্শন করিলাম। সেই বৃক্ষ তপঃসন্তপ্ত তাপসগণের শ্রান্তি দূর করে। তাহার ছায়া অতি সুশীতল। সেই বৃক্ষ বহু পক্ষীর আশ্রয়। মন্দ মন্দ মরুৎহিল্লোলে পল্লবরূপ কর পল্লব দ্বারা সেই তাপহর তরু

স্বানুরাগৈঃ সুরভিভিঃ স্বাদুভিশ্চ পচেলিমৈঃ।
প্রোণয়েদর্থিসার্থং যো বৃন্তৈর্নিজফলৈরলম্ ॥ ২৫।
তদধস্তাৎপরং বীক্ষ্য তমহং তপনাঙ্গজম্।
স্থাণুনিশ্চলবর্ম্মাণং নাসাগ্রন্যস্তলোচনম্ ॥ ২৬।
তপস্তেজোভিরুদ্যদ্ভিঃ পরিতঃ পরিধীকৃতম্।
ভানুমন্তমিবাকাশে সুনীলেস্বেন তেজসা ॥ ২৭।
স্বাখ্যাঙ্কিতং মহালিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্যাতিভক্তিতঃ।
স্বচ্ছসূর্য্যোপলময়ং তেজঃ পুঞ্জৈরিবার্চ্চিতম্ ॥ ২৮।
সাক্ষীকৃত্যেব তল্লিঙ্গং তপ্যমানং মহত্তপঃ।
প্রত্যবোচং ধর্ম্মরাজং বরং ব্রূহীতি ভাস্করে ॥ ২৯।
অলং তপ্ত্বা মহাভাগ প্রসন্নোঽস্মি শুভব্রত।
নিশম্য শমনশ্চেতি দৃষ্ট্বা মাং প্রণনাম হ ॥ ৩০।
চকার স্তবনঞ্চাপি পরিহৃষ্টেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
নির্ব্যাজং স সমাধিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রধ্ননন্দনঃ ॥ ৩১।

যেন পথশ্রান্ত পান্থগণকে আহ্বান করিতেছে। কামনা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সেই বটবৃক্ষ সস্নেহে স্বকীয় সুরভিময় সুস্বাদু ফলপ্রদান দ্বারা প্রীত করে। ধর্ম্মরাজ সেই বৃক্ষতলে তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহার দেহ বিশার্থ বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল; নেত্রদ্বয় নাসাগ্রবিন্যস্ত; সুনীল আকাশে স্বকীয় তেজোবেষ্টিত ভাস্করের ন্যায় ধর্ম্মরাজ তৎকালে তপোজ্যোতিতে পরিবেষ্টিত ছিলেন। তথায় তিনি সূর্য্যকান্ত-মণিময় স্বনাম-প্রসিদ্ধ এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বোধ হইল যেন, সেই লিঙ্গকে সাক্ষী করিয়াই তিনি মহা তপস্যা করিতেছেন ॥ ২৩—২৯ ॥ হে গৌরি! ধর্ম্মরাজকে এইরূপ দর্শন করিয়া আমি কহিলাম, হে মহাভাগ! হে ভাস্করে! হে শুভব্রত! তুমি বহু তপস্যা করিয়াছ, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর ॥৩০॥ আমার এই বাক্যে ধর্ম্মরাজের অকপট সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি আমাকে দর্শনপূর্ব্বক

ধর্ম্ম উবাচ।

নমো নমঃ কারণকারণানাং
নমো নমঃ কারণবর্জ্জিতায়।
নমো নমঃ কার্য্যময়ায় তুভ্যং
নমো নমঃ কার্য্যবিভিন্নরূপ॥ ৩২।
অরূপরূপায় সমস্তরূপিণে
পরাণুরূপায় পরাপরায়।
অপারপারায় পরাব্ধিপারপ্রদায়
তুভ্যং শশিমৌলয়ে নমঃ॥ ৩৩।
অনীশ্বরস্ত্বং জগদীশ্বরস্ত্বং
গুণাত্মকস্ত্বং গুণবর্জ্জিতস্ত্বম্।
কালাৎ পরস্ত্বং প্রকৃতেঃ পরস্ত্বং
কালায় কালাৎ প্রকৃতের্ম্মস্তে॥ ৩৪।
ত্বমেব নির্ব্বাণপদপ্রদোঽসি
ত্বমেব নির্ব্বাণমনন্তশক্তে।
ত্বমাত্মরূপঃ পরমাত্মরূপ-
স্ত্বমন্তরাত্মাসি চরাচরস্য॥ ৩৫।

প্রণিপাত করিয়া এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩১॥ হে কারণের কারণ! তোমারে নমস্কার। হে কারণবিবর্জ্জিত! তোমারে নমস্কার। হে ক্রিয়াময়! তোমাকে নমস্কার। হে নিষ্ক্রিয়! তোমাকে নমস্কার। হে অরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে সরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে পরমাণুরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে পরাৎপর! তোমাকে নমস্কার। হে অপার-পার! তোমাকে নমস্কার। হে ভবসাগর পার কর্ণধার! তোমাকে নমস্কার। তুমি অনীশ্বর, তুমিই ঈশ্বর; তুমি গুণাত্মক,

ত্বত্তোজগত্ত্বং জগদেব সাক্ষাৎ
জগত্ত্বদীয়ং জগদেকবন্ধো।
হর্ত্তাবিতা ত্বং প্রথমো বিধাতা
বিধাতৃবিষ্ণ্বীশ নমো নমস্তে॥ ৩৬।
মৃড়স্ত্বমেব শ্রুতিবর্ত্মগেষু
ত্বমেব ভীমোঽশ্রুতিবর্ত্মগেষু।
ত্বং শঙ্করঃ সোম সুভক্তিভাজা-
মুগ্রোসি রুদ্রস্ত্বমভক্তিভাজাম্॥ ৩৭।
ত্বমেব শূলী দ্বিষতাং ত্বমেব
বিনম্রচেতো বচসাং শিবোঽসি।
শ্রীকণ্ঠ একঃ স্বপদাশ্রিতানাং
দুরাত্মনাং হালহলোগ্রকণ্ঠঃ॥ ৩৮।

তুমিই নির্গুণ, তুমি কাল, তুমিই কালান্তক, তুমি প্রকৃতিশূন্য এবং তুমিই প্রকৃতির কারণ, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বশক্তিমন্! তুমি নির্ব্বাণ এবং তুমিই নির্ব্বাণপ্রদ, তুমি আত্মরূপ, তুমি পরমাত্মরূপ, তুমিই চরাচরের অন্তরাত্মা। হে জগদ্বন্ধো! তোমা হইতেই জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, তুমিই সাক্ষাৎ জগৎস্বরূপ এবং তোমারই এই জগৎ। তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমিই পালনকর্ত্তা এবং তুমিই সংহারকর্ত্তা। তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই মহেশ্বর, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! তুমি শ্রুতিবর্ত্মানুগত সাধুগণের সুখস্বরূপ, তুমি শ্রুতিমার্গ-বিবর্জ্জিত অসাধুগণের দুঃখস্বরূপ। হে সোম! তুমি ভক্তগণের কল্যাণদাতা। হে রুদ্র! তুমি অভক্তগণের পক্ষে উগ্রস্বরূপ। হে বিভো! তুমি বিপক্ষগণের পক্ষে ত্রিশূলপাণি, প্রশান্তচিত্ত বিনম্রীগণের পক্ষে তুমি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। তোমার চরণাশ্রিত ভক্তগণের পক্ষে তুমি শ্রীকণ্ঠ এবং দুরাত্মাগণের পক্ষে উগ্র হলাহলকণ্ঠ। অতএব তোমাকে নমস্কার। হে শঙ্কর! তোমাকে নমস্কার। হে শান্ত! তোমাকে

নমোঽস্তু তে শঙ্করশান্ত শম্ভো
নমোঽস্তু তে চন্দ্রকলাবতংস।
নমোঽস্তু তুভ্যং ফণিভূষণায়
পিনাকপাণেঽন্ধকবৈরিণে নমঃ॥ ৩৯।
স এব ধন্যস্তবভক্তিভাক্ যঃ
তবার্চ্চকো যঃ সুকৃতী স এব।
তব স্তুতিং যঃ কুরুতে সদৈব
স স্তূয়তে চ্যবনাদিদেবৈঃ॥ ৪০।
কস্ত্বামিহ স্তোতুমনন্তশক্তে
শক্নোতি মাদৃক্ লঘুবুদ্ধিবৈভবঃ।
প্রাচাং ন বাচামিহ গোচরো যঃ
স্তুতিস্ত্বয়ীয়ং নতিরেব যাবৎ॥ ৪১।

স্কন্দ উবাচ।

উদীর্য্য সূর্য্যস্য সুতোঽতিভক্ত্যা
নমঃ শিবায়েতি সমুচ্চরন্ সঃ।
ইলামিলন্মৌলিরতীবহৃষ্টঃ
সহস্রকৃত্বঃ প্রণনাম শম্ভুম্॥ ৪২।

নমস্কার। হে শম্ভো! তোমাকে নমস্কার। হে চন্দ্রকলাবতংস! তোমাকে নমস্কার। হে ফণীভূষণ! তোমাকে নমস্কার। হে পিনাকপাণে! তোমাকে নমস্কার। হে অন্ধকনিসূদন! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বেশ্বর! যাঁহারা তোমার ভক্ত, তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা তোমার পূজা করেন, তাঁহারাই পুণ্যবান, যাঁহারা তোমার স্তুতি করেন, ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ সেই সকল মহাত্মার স্তুতি করিয়া থাকেন। হে অনন্তশক্তে! তুমি বেদবাক্যেরও অগো-

ততঃ শিবস্তং তপসাঽতিখিন্নং
নিবার্য্যতাভ্যঃ প্রণতিভ্য ঈশ্বরঃ।
বরান্ দদৌ সপ্ততুরঙ্গসূনবে
ত্বং ধর্ম্মরাজো ভব নামতোঽপি ॥ ৪৩।
ত্বমেব ধর্ম্মাধিকৃতো সমস্ত-
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাম্।
ময়া নিযুক্তোঽদ্যদিনাদিকৃত্যঃ
প্রশাধি সর্ব্বান্ মম শাসনেন ॥ ৪৪।
ত্বং দক্ষিণায়াশ্চ দিশোঽধিনাথস্ত্বং
কর্ম্মসাক্ষী ভব সর্ব্বজন্তোঃ।
ত্বদ্দর্শিতাধ্বান ইতোব্রজন্তু
স্বকর্ম্মযোগ্যাং গতিমুত্তমাধমাঃ ॥ ৪৫।

চর। আমার বুদ্ধিবৈভব অতি লঘু, আমি তোমাকে কি বলিয়া স্তব করিব, কেবল প্রণতিমাত্রই আমার সম্বল ॥ ৩২—৪১ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! তপনতনয় ধর্ম্মরাজ অতীব ভক্তি সহকারে এইরূপ স্তব করিয়া 'নমঃশিবায়ঃ' বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক ভূলুণ্ঠিত হইয়া বিশ্বেশ্বরকে সহস্র সহস্র প্রণাম করিলেন ॥ ৪২ ॥ বিশ্বেশ্বর সেই তপক্লিষ্ট প্রণত সূর্য্যতনয়কে নিবারণ করিয়া এই বর প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি তোমার নাম ধর্ম্মরাজ হইল ॥৪৩॥ জগতের স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় শরীরবিশিষ্ট পদার্থ তোমার ধর্ম্মাধিকরণের অধিকৃত হইবে। আমি তোমাকে অদ্য শাসন কর্ত্তৃত্বপদে বিনিযোজিত করিলাম, তুমি আমার শাসন বাক্যানুসারে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড শাসন কর ॥ ৪৪ ॥ তুমি দক্ষিণদিকের অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বজীবের শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী হও। জীবগণ তোমার প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া উত্তমাধম গতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৫ ॥ হে ধর্ম্ম! তুমি মদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া যে লিঙ্গের

ত্বয়া যদেতন্মমভক্তিভাজা
লিঙ্গং সমারাধিতমত্র ধর্ম্ম।
তদ্দর্শনাৎ স্পর্শনতোর্চ্চনাচ্চ
সিদ্ধির্ভবিষ্যত্যচিরেণ পুংসাম্ ॥ ৪৬।
ধর্ম্মেশ্বরং যঃ সকৃদেব মর্ত্ত্যো
বিলোকয়িষ্যত্যবদাতবুদ্ধিঃ।
স্নাত্বা পুরস্তেঽত্র চ ধর্ম্মতীর্থে ন
তস্য দূরে পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৪৭।
কৃত্বাপ্যঘানামিহ যঃ সহস্রং
ধর্ম্মেশ্বরং পশ্যতি দৈবযোগাৎ।
সহেত নো জাতু স নারকীং
ব্যথাং কথাং ত্বদীয়ান্দিবি কুর্ব্বতেঽমরাঃ ॥ ৪৮।
যো ধর্ম্মপীঠং প্রতিলভ্য কাশ্যাং
স্বশ্রেয়সে নো যততেঽত্র মর্ত্ত্যঃ।
কথং স ধর্ম্মত্বমিবাতিতেজাঃ
করিষ্যতি স্বঙ্কৃতকৃত্যমেব ॥ ৪৯।

আরাধনা করিয়াছ, সেই লিঙ্গের দর্শনে, স্পর্শনে ও সমর্চ্চনে অচিরাৎ ভক্তগণের সিদ্ধিলাভ হইবে ॥ ৪৬ ॥ যে ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্তে ধর্ম্মতীর্থে স্নান করিয়া একবারমাত্র ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার পুরুষার্থ সিদ্ধি দূরবর্ত্তিনী হইবে না ॥ ৪৭ ॥ যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র পাপ করিয়াও কাশীতে দৈবযোগে ধর্ম্মেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করে, তাহাকে কদাপি নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। স্বর্গে অমরগণ তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করেন ॥ ৪৮ ॥ যে ব্যক্তি কাশীতে ধর্ম্মপীঠে স্বকীয় মঙ্গল লাভার্থ যত্ন না করিবে, হে ধর্ম্মরাজ! সেই ব্যক্তি কিরূপে তোমার ন্যায় তেজঃপ্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে কৃতকৃতার্থ করিতে সমর্থ হইবে।

ত্বয়া যথাপ্তা ইহ ধর্ম্মরাজ
মনোরথাস্তে গুরুভিস্তপোভিঃ।
তথৈব ধর্ম্মেশ্বর ভক্তিভাজাং
কামাঃ ফলিষ্যন্তি ন সংশয়োঽত্র॥ ৫০।
কৃত্বাপ্যঘান্যেব মহান্ত্যপীহ
ধর্ম্মেশ্বরার্চ্চাং সকৃদেব কুর্ব্বন্।
কুতো বিভেতি প্রিয়বন্ধুরেব
তব ত্বদীয়ার্চ্চিতলিঙ্গভক্তঃ॥ ৫১।
পত্রেণ পুষ্পেণ জলেন দূর্ব্বয়া
যো ধর্ম্ম ধর্ম্মেশ্বরমর্চ্চয়িষ্যতি।
সমর্চ্চয়িষ্যন্ত্যমৃতান্ধসস্তং
মন্দারমালাভিরতিপ্রহৃষ্টঃ॥ ৫২।
ত্বত্তো বিভেষ্যন্তি কৃতৈনসো
যে ভয়ং ন তেষাং ভবিতা কদাচিৎ।
ধর্ম্মেশ্বরার্চ্চারচনাং করিষ্যতাং
হরিষ্যতাং বন্ধুতয়া মনস্তে॥ ৫৩।

৪৯॥ হে ধর্ম্মরাজ! গুরু তপস্যাবলে তুমি যেরূপ মনোরথ লাভ করিলে, ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের ভক্তগণও সেইরূপ সিদ্ধমনোরথ হইবে সন্দেহ নাই॥ ৫০॥ মহা মহা পাপ করিয়াও যাহারা কাশীতে একবারমাত্র ভক্তিপূর্ব্বক তবার্চ্চিত ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, তাহারা তোমার প্রিয়বন্ধুতুল্য হইবে, তাহাদিগের আর কোন ভয় থাকিবে না॥ ৫১॥ হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, জল এবং দূর্ব্বাদলে ধর্ম্মেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে, অমরগণ প্রহৃষ্টচিত্তে মন্দারমালা প্রদান করিয়া তাহাকে অর্চ্চনা করিবেন॥ ৫২॥ হে ধর্ম্মরাজ! যাহারা পাপী, তাহারাই তোমাকে ভয় করিবে, যাহারা ধর্ম্মেশ্বরের ভক্ত,

যদত্র দাস্যন্তি হি ধর্ম্মপীঠে
নরাহ্ন্যনদ্যাঙ্কৃতমজ্জনাশ্চ।
তদক্ষয়ং ভাবি যুগান্তরেঽপি
কৃতপ্রণামাস্তব ধর্ম্মলিঙ্গে ॥ ৫৪ ।
যে কার্ত্তিকে মাসি সিতাষ্টমীতিথৌ
যাত্রাং করিষ্যন্তি নরা উপোষিতাঃ।
রাত্রৌ চ বৈ জাগরণং মহোৎসবৈ-
র্ধর্ম্মেশ্বরে তেন পুনর্ভবা ভুবি ॥ ৫৫ ।
স্তুতিঞ্চ যে বৈ ত্বদুদীরিতামিমাং
নরাঃ পঠিষ্যন্তি তবাগ্রতঃ ক্বচিৎ।
নিরেনসস্তে মম লোকগামিনঃ
প্রাপ্স্যন্তি তে বৈ ভবতঃ সখিত্বম্ ॥ ৫৬ ।
পুনর্ব্বরং ব্রূহি যথেপ্সিতং দদে
তেজোনিধের্নন্দন ধর্ম্মরাজ।
অদেয়মত্রাস্তি ন কিঞ্চিদেব-
তে বিধেহি বা গুহ্যমমাত্রমেব ॥ ৫৭ ।

..

তাহাদিগের কোন ভয় থাকিবে না। তাহারা বন্ধুভাবে তোমার মনোহরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ হে শমন! কাশীতে ভাগীরথী-নীরে স্নান করিয়া তবার্চ্চিত লিঙ্গকে প্রণাম ও যথাযোগ্য পাত্রে দান করিলে, তৎপুণ্যফল যুগান্তরেও অক্ষয় হইবে ॥ ৫৪॥ হে ধর্ম্মরাজ! কার্ত্তিকমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া যাঁহারা মহা মহোৎসবে ধর্ম্মেশ্বরসমীপে রাত্রি জাগরণ করিবে, তাঁহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হইবে না ॥ ৫৫ ॥ যাঁহারা তোমার সম্মুখে তোমার কৃত এই স্তুতি পাঠ করিবে, তাঁহারা নিষ্পাপ শরীরে তোমার সখ্যভাব লাভ করিয়া শিবলোকে গমন করিবে ॥ ৫৬ ॥ হে সূর্য্যনন্দন! তুমি পুনরায়

প্রসন্নমূর্ত্তিং স বিলোক্য শঙ্করং
কারুণ্যপূর্ণং স্বমনোরথাভিদম্।
আনন্দসন্দোহসরো নিমগ্নো বক্তুং
ক্ষণং নৈব শশাক কিঞ্চিৎ॥ ৫৮।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ধর্ম্মেশমহিমাখ্যানং
নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। আমার অতি গুহ্য হইলেও তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই॥ ৫৭॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ধর্ম্মরাজ শমন মনোভীষ্টপ্রদ কারুণ্যপূর্ণ প্রসন্নমূর্ত্তি মহেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ-সলিলে নিমগ্ন হইলেন, ক্ষণ-কাল তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ধর্ম্মেশ্বর মহিমাখ্যান
নাম অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

আনন্দবাষ্পসলিলরুদ্ধকণ্ঠং বিলোক্য তম্।
মৃড়ঃ পস্পর্শ পাণিভ্যাং সৌধাভ্যাস্তু সুধাম্বুধিঃ॥ ১।
অথ তৎ স্পর্শসৌখ্যেন ধর্ম্মরাজো মহাতপাঃ।
পুনরঙ্কুরয়ামাস তপোঽগ্নিজ্বলিতাং তনুম্॥ ২।
ততঃ প্রোবাচ স ব্রাহ্মির্দেবদেবমুমাপতিম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং শান্তপারিষদাবৃতম্॥ ৩।
প্রসন্নোঽসি যদীশান সর্ব্বজ্ঞ করুণানিধে।
কিমন্যেন বরেণাত্র যত্ত্বং সাক্ষাৎকৃতো ময়া॥ ৪।
যন্ন বেদা বিদুঃ সম্যক্ ন চ তৌ বেদপূরুষৌ।
ততোঽপি বরযোগ্যোঽস্মি তন্নাথ প্রার্থয়াম্যহম্॥ ৫।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! অমৃতসাগর মহেশ্বর তৎকালে ধর্ম্মরাজকে আনন্দ-বাষ্প সলিলে রুদ্ধকণ্ঠ দর্শন করিয়া অমৃতস্রাবী পাণিকমলে তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। অনন্তর মহাতপা ধর্ম্মরাজ তাঁহার স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া আনন্দ-সলিলে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার তপোগ্নি-সন্তপ্ত দেহ পুনরায় অঙ্কুরিত হইল॥ ২॥ তিনি তখন প্রশান্ত পারিষদাবৃত শান্ত প্রসন্নমূর্ত্তি দেব-দেব উমাপতিকে কহিলেন, হে ঈশান! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে করুণানিধে! তুমি বেদেরও অগোচর, ব্রহ্মাবিষ্ণুও তোমার স্বরূপ অবগত নহেন, আমি যখন তোমাকেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম, তখন আর আমার অন্য বরে প্রয়োজন

শ্রীকণ্ঠাণ্ডজডিম্ভানামমীষাং মধুরক্রবাম্।
মত্তপশ্চিরসাক্ষীণাং মৎপুরঃ প্রাপ্তজন্মনাম্ ॥ ৬।
পিতৃভ্যাং পরিহীনানামিতিহাসকথাবিদাম্।
ত্যক্তাহারবিহারাণাঙ্কীরাণাম্বরদো ভব ॥ ৭।
এতৎ প্রসূতিসময়ে আময়েন প্রপীড়িতা।
শুকী পঞ্চত্বমাপন্নাশুকঃ শ্যেনেন ভক্ষিতঃ ॥ ৮।
রক্ষিতানামনাথানাং সদা মন্মুখদর্শিনাম্।
অনাথনাথ ভবতাহ্যায়ুঃশেষস্বরূপিণা ॥ ৯।
ইতি ধর্ম্মবচঃ শ্রুত্বা পরোপকৃতিনির্ম্মলম্।
তানাহূয় মুনে শম্ভুর্বিনয়াবনতাননান্ ॥ ১০।
উবাচ ধর্ম্মেহতিপ্রীতঃ শুকশাবানিদং বচঃ।
অয়ি পত্ররথা ব্রূত সাধবো ধর্ম্মসঙ্গতাঃ ॥ ১১।

কি? তথাপি হে নাথ! যদি বরদানার্থ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, হে শ্রীকণ্ঠ! এই বটবৃক্ষবাসী পিতৃহীন, আহার বিহার-বর্জ্জিত, সুমধুরকণ্ঠ, ইতিহাসবিদ্, আমার সম্মুখে জন্মপ্রাপ্ত, আমার তপস্যার চিরসাক্ষী শুকশাবকগণকেই বর প্রদান কর ॥২॥ ইহাদিগের প্রসূতি ইহাদিগকে প্রসব করিয়া সূতিকাপীড়ায় অভিভূত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্যেনপক্ষী ইহাদিগের পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। হে অনাথ-নাথ! হে মহাকাল! এই অনাথ পক্ষীশাবকগণ তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা আমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। অতএব তুমি ইহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেই আমি চরিতার্থ হইব ॥ ৩—৯ ॥ হে মুনিবর! ভগবান্ শম্ভু ধর্ম্মরাজের এই পরোপকারমূলক নির্ম্মলবাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার প্রতি পরম প্রীত হইয়া বিনয়-বিনম্রবদন শুকশিশুগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে শুকশিশুগণ! তোমরা ধর্ম্মসঙ্গত সাধুপথ অবলম্বন করিয়াছ। ধর্ম্মেশ্বরের সমীপদেশে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুসংসর্গে তোমাদিগের জন্মান্তরকৃত

কো বরো ভবতাং দেয়ো ধর্ম্মেশপরিচারিণাম্।
সাধুসংসর্গসংক্ষীণজন্মান্তরমহৈনসাম্॥ ১২।
ইতি শ্রুত্বা মহেশস্য বচনং তে পতত্রিণঃ।
প্রোচুঃ প্রণম্য দেবেশং নমস্তে ভবনাশন॥ ১৩।

পক্ষিণ উচুঃ।

অনাথনাথ সর্ব্বজ্ঞ কো বরো নঃ সমীহিতঃ।
ইতোঽপি ত্র্যক্ষ যৎ সাক্ষাত্তির্য্যক্ ত্বেঽপি সমীক্ষিতাঃ॥১৪
লাভাঃ সন্তূদ্যমবতাং গিরীশেহ পরঃশতাঃ।
পরং পরোঽয়ং লাভোঽত্র যত্ত্বং দৃগ্গোচরীভবেঃ॥১৫।
যদেতদ্দৃশ্যতে নাথ তৎ সর্ব্বং ক্ষণভঙ্গুরম্।
অভঙ্গুরো ভবানেকস্ত্বৎসপর্য্যাপ্যভঙ্গুরা॥ ১৬।
বিচিত্রজন্মকোটীনাং স্মৃতির্নোত্র পরিস্ফুরেৎ।
এতত্তপস্বিরচিতলিঙ্গপূজাবিলোকনাৎ॥ ১৭।

মহাপাপ ক্ষয় হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা আমার নিকট কি বর প্রার্থনা কর বল॥ ১০—১২॥ পক্ষীশাবকগণ মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, হে ভবনাশন! তোমাকে নমস্কার। হে অনাথ-নাথ! হে সর্ব্বজ্ঞ! এই তীর্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াও যখন তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি, তখন আর অপর কোন্ বরে আমাদিগের অভিলাষ থাকিতে পারে? হে গিরীশ! উদ্যমশীল লোকের শত শত লাভ হয়, কিন্তু বিনা উদ্যমে তোমাকে দর্শন করিয়া আমাদিগের পরম লাভ হইল। হে নাথ! জগতে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, কেবল একমাত্র তুমিই নিত্যবস্তু এবং তোমার সেবাই অক্ষয়। হে ভগবন্! এই তপস্বী-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ পূজা দর্শনে আমাদিগের কোটি জন্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে। হে মহেশ্বর! আমরা পূর্ব্বে দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল সহস্র সহস্র দিব্যাঙ্গনা সহ সুখসম্ভোগ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বে অসুর যোনি, দানব যোনি,

দেবযোনিরপি প্রাপ্তা চিরমস্মাভিরীশিতঃ।
দিব্যাঙ্গনাঃ সহস্রাণি তত্র ভুক্তাঃ স্বলীলয়া॥ ১৮।
আসুরী দানবী নাগী নৈর্ঋতী চাপি কৈন্নরী।
বিদ্যাধরী চ গান্ধর্ব্বী যোনিরস্মাভিরর্জ্জিতা॥ ১৯।
নরত্বে ভূপতিত্বঞ্চ পরিপ্রাপ্তমনেকশঃ।
জলে জলচরত্বঞ্চ স্থলে চ স্থলচারিতা॥ ২০।
বনে বনৌকসো জাতা গ্রামেষু গ্রামবাসিনঃ।
দাতারো যাচিতারশ্চ রক্ষিতারশ্চ ঘাতুকাঃ॥ ২১।
সুখিনোঽপি বয়ং জাতা দুঃখিনো বয়মাস্ম চ।
জেতারশ্চ বয়ং জাতাঃ পরাজেতার এব চ॥ ২২।
অধীতিনোঽপি মূর্খাশ্চ স্বামিনঃ সেবকা অপি।
চতুর্ষু ভূতগ্রামেষু উত্তমাধমমধ্যমাঃ॥ ২৩।
অভূম ভূরিশঃ শম্ভো ন ক্বাপি স্থৈর্য্যমাগতাঃ।
ইতো যোনেস্ততো যোনৌ ততো যোনেস্ততোঽন্যতঃ॥২৪।

নাগ যোনি, যক্ষ যোনি, কিন্নর যোনি, বিদ্যাধর যোনি এবং গন্ধর্ব্বযোনিও প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। নর যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমরা অনেক বার রাজত্ব করিয়াছি। জলমধ্যে জলচর হইয়া এবং স্থলে স্থলচর হইয়া সঞ্চলন, করিয়াছি। অনেক বার আমরা বনে বনচর ও গ্রামে গ্রামবাসী হইয়াছি। কত বার আমরা দাতা হইয়াছি, কতবার যাচক হইয়াছি, কখন বা রক্ষক হইয়াছি এবং কখন বা ঘাতুক হইয়াছি। আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কতবার সুখী হইয়াছি, কতবার দুঃখভোগ করিয়াছি, কতবার জয় লাভ করিয়াছি, কতবার পরাজিত হইয়াছি। কত জন্ম আমরা পণ্ডিত হইয়াছি, কত জন্ম মূর্খ হইয়াছি, কত বার সেবক হইয়াছি, কত বার প্রভু হইয়াছি। এইরূপে কত বার আমরা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামে উত্তম মধ্যম ও অধম গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। হে শম্ভো! বহু জন্ম আমরা এক যোনি

পিনাকিন্ ক্বাপি ন প্রাপি সুখলেশো মনাগপি।
ইদানীং পুণ্যসম্ভারৈর্ধর্ম্মেশ্বরবিলোকনাৎ॥ ২৫।
তাপনেঃ সুতপো বহ্নিজ্বালাপ্রজ্জ্বলিতৈনসঃ।
সমীক্ষ্য ত্র্যক্ষ সাক্ষাত্ত্বাং কৃতকৃত্যা বভূবিম॥ ২৬।
তথাপি চেদ্বরো দেয়স্ত্বির্যক্ষ্বস্মাসু ধূর্জ্জটে।
কৃপণেম্বপি শোচ্যেষু জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞ দেহি তৎ॥ ২৭।
যেন জ্ঞানেন মুক্তাঃ স্মোঽমুষ্মাৎ সংসারবন্ধনাৎ।
যন্ত্রিতাঃ প্রাকৃতৈঃ পাশৈরদুর্ভেদ্যৈশ্চ মাদৃশৈঃ॥ ২৮।
ঐন্দ্রং পদং ন বাঞ্ছামো ন চান্দ্রং নান্যদেব হি।
বাঞ্ছামঃ কেবলং মৃত্যুং কাশ্যাং শম্ভোঽপুনর্ভবম্॥ ২৯।
তৎ সান্নিধ্যাদ্বিজানীমঃ সর্ব্বজ্ঞ সকলং বয়ম্।
যথা চন্দনসংসর্গাৎ সর্ব্বে সুরভয়ো দ্রুমাঃ॥ ৩০।

হইতে অন্য যোনি তদনন্তর অপর যোনি এইরূপ নানা যোনি ভ্রমণ করিয়াছি, কদাচ কুত্রাপি স্থৈর্য্যলাভ হয় নাই। হে পিনাকপাণে! কস্মিন্কালে কুত্রাপি আমরা কিছুমাত্র সুখলেশ লাভ করিতে পারি নাই। অধুনা বহু পুণ্যফলে ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করাতে এবং মহাতপস্বী তপনতনয়ের মহা তপঃ বহ্নির প্রখর তেজে আমাদিগের সমস্ত পাপরাশি দগ্ধীভূত হওয়াতে তোমার সাক্ষাৎকার লাভে আমরা কৃতার্থ হইলাম। হে ধূর্য্যটে! তথাপি যদি এই শোচনীয় অধম পক্ষীজাতিকে বর দান করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে, হে সর্ব্বজ্ঞ! আমাদিগকে পরমধন জ্ঞান প্রদান কর। হে বিশ্বেশ্বর! আমরা নিদারুণ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া আছি, এই দুর্ভেদ্য পাশ ছেদন করা মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবেরঅসাধ্য, অতএব হে ভবতারণ! যে জ্ঞানে আমরা এই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই পরম ধন জ্ঞান প্রদান কর। হে শম্ভো! আমরা ইন্দ্রত্বপদ বাঞ্ছা করি না, চন্দ্রত্ব পদ অভিলাষ করি না, অপর কোন দেবত্ব পদেও বাসনা রাখি না, কেবল পুনর্জ্জন্ম-নিবারণ কাশীক্ষেত্রে

এতদেব পরং জ্ঞানং সংসারোচ্ছিত্তিকারণম্।
বপুর্বিসর্জ্জনং কালে যত্ত্বানন্দকাননে॥ ৩১।
নির্ম্মথ্য বিশ্বগ্বাগ্জালং সারভূতমিদং পরম্।
ব্রহ্মণোদীরিতং পূর্ব্বং কাশ্যাং মুক্তিস্তনুত্যজাম্॥ ৩২।
যদ্বাচ্যং বহুভির্গ্রন্থৈস্তদষ্টাভিরিহাক্ষরৈঃ।
হরিণোক্তং রবিপুরঃ কৈবল্যং কাশিসংস্থিতৌ॥ ৩৩।
যাজ্ঞবল্ক্যো মুনিবরঃ প্রোক্তবান্ মুনিসংসদি।
রবেরধীত্য নিগমান্ কাশ্যামন্তে পরং পদম্॥ ৩৪।
স্বামিনাপি জগদ্ধাত্রীপুরতো মন্দরাচলে।
ইহমেব পুরা প্রোক্তং কাশীনির্ব্বাণজন্মভূঃ॥ ৩৫।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নোপ্যেবং শম্ভো বক্ত্যতি নান্যথা।
যত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষান্মুক্তিস্তত্র পদে পদে॥ ৩৬।

মৃত্যু হয় ইহাই আমাদিগের একমাত্র প্রার্থনা। হে সর্ব্বজ্ঞ! যেমন চন্দন সংসর্গে সমস্ত তরু সুবভিযুক্ত হয়, সেইরূপ তোমার সন্নিধানে আমরাও সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছি। হে মহেশ্বর! তোমার আনন্দ-কাননে দেহ বিসর্জ্জন কালে ইহাই ভববন্ধন-বিনাশন পরম জ্ঞান। যেহেতু পূর্ব্বকালে সমস্ত বেদ-শাস্ত্র মন্থন করিয়া এই সারভূত বচনামৃত উদ্ধৃত করিয়াছেন যে কাশীতে তনুত্যাগ মাত্রেই মুক্তিলাভ হয়। বহুবিধ গ্রন্থে যে বাক্য উক্ত হইয়াছে ভগবান বিষ্ণু তাহা অষ্টাক্ষরে সূর্য্য সমীপে ব্যক্ত করিয়াছেন যথা " কৈবল্যং কাশিসংস্থিতৌ "। ইহার তাৎপর্য্য কাশীবাসীরই কৈবল্য অতি সুলভ। মহর্ষি জাজ্ঞবল্ক্য রবির নিকটে নিগম অধ্যয়ন করিয়া মুনিসভায় কহিয়াছেন, কাশীতে অন্তকালে পরম পদ লাভ হয়। হে স্বামিন্! তুমিও পূর্ব্বে মন্দর পর্ব্বতে জগদ্ধাত্রী গৌরিকে কহিয়াছ কাশীই নির্ব্বাণমোক্ষের জন্ম ভূমি। হে শম্ভো! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিয়াছেন, যে স্থানে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর বিরাজ মান, সে স্থানে পদে পদেই মুক্তি মূর্ত্তিমতী। হে ভগবন্! চির তীর্থ-সন্ন্যাসী

বদন্ত্যন্যেঽপি মুনয়স্তীর্থসন্ন্যাসকারিণঃ।
চিরন্তনা লোমশাদ্যাঃ কাশিকা মুক্তিকাশিকা ॥ ৩৭।
বয়মপ্যেব জানীমো যত্র স্বর্গতরঙ্গিণী।
আনন্দকাননে শম্ভোর্মোক্ষস্তত্রৈব নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮।
ভূতং ভাবি ভবিষ্যং যৎ স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে।
তৎ সর্ব্বমেব জানীমো ধর্ম্মেশানুগ্রহাৎ পরাৎ ॥ ৩৯।
অতো হিরণ্যগর্ভোক্তং হরিপ্রোক্তং মুনীরীতম্।
ভবতোক্তঞ্চ নিখিলং শম্ভো জানীমহে বয়ম্ ॥ ৪০।
করামলকবৎ সর্ব্বমেতদ্ব্রহ্মাণ্ডগোলকম্।
অস্মদ্বাগ্‌গোচরেঽস্ত্যেব ধর্ম্মপীঠনিষেবণাৎ ॥ ৪১।
ধর্ম্মরাজস্য তপসা তির্য্যঞ্চোপি বয়ং বিভো।
জাতাঃ স্ম নির্ব্বিকল্পং হি সর্ব্বজ্ঞানস্য ভাজনম্ ॥ ৪২।
মধুরং মৃদুলং সত্যং স্বপ্রমাণং সুসংস্কৃতম্।
হিতং মিতং সদৃষ্টান্তং শ্রুত্বা পক্ষিসুভাষিতম্ ॥ ৪৩।

লোমশাদি অপরাপর মুনিগণও কহিয়াছেন এই কাশীই মুক্তিপুরী। হে শম্ভো! আমরাও জানি, তোমার যে আনন্দকাননে স্বর্গ তরঙ্গিনী ভাগীরথী অধিষ্ঠিতা সে স্থানে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়। হে বিশ্বেশ্বর! ধর্ম্মেশ্বর প্রসাদে আমরা ত্রিভুবনের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সমস্ত ঘটনাই অবগত আছি। হে শম্ভো! ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, বিষ্ণু যাহা কহিয়াছেন, মুনিগণ যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তুমি স্বয়ং যাহা কহিয়াছ তৎসমস্তই আমরা পরিজ্ঞাত আছি। হে দেবাদিদেব! ধর্ম্মপীঠ সেবনে এই ব্রহ্মাণ্ড গোলকের সমস্ত বিষয়ই আমাদিগের করতলস্থ, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই আমাদিগের সুপরিজ্ঞাত। হে বিভো! ধর্ম্মরাজের তপঃপ্রভাবে আমরা পক্ষী যোনি হইয়াও নির্ব্বিকল্পরূপে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি ॥ ৩৭—৪২ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ভগবান বিশ্বেশ্বর সেই শুক শাবকগণের

দেবোঽতিবিস্ময়াপন্নোঽবর্ণয়ৎ পীঠগৌরবম্।
ত্রৈলোক্যনগরে চাত্র কাশীরাজগৃহং মম॥ ৪৪।
তত্রাপি ভোগভবনমনর্ঘ্যমণিনির্ম্মিতম্।
মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসাখ্যঃ প্রাসাদো মেঽতিশর্ম্মভূঃ॥ ৪৫।
পতত্রিণোঽপি মুচ্যন্তে যং কুর্ব্বাণাঃ প্রদক্ষিণম্।
স্বেচ্ছয়া বিচরন্তঃ খে খেচরা অপি দেবতাঃ॥ ৪৬।
মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসাখ্যপ্রাসাদস্য বিলোকনাৎ।
শরীরাদ্দূরতো যাতি ব্রহ্মহত্যাপি নান্যথা॥ ৪৭।
মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসস্য কলশো যৈর্নিরীক্ষতঃ।
নিধানকলশাস্তাংস্তু ন মুঞ্চন্তি পদে পদে॥ ৪৮।
দূরতোঽপি পতাকাপি মম প্রাসাদমূর্দ্ধগা।
নেত্রাতিথীকৃতা যৈস্তু নিত্যন্ত্বতিথয়ো মম॥ ৪৯।

সুমধুর, মৃদু, সত্য, সপ্রমান, সুসংস্কৃত, হিতকর, সদৃষ্টান্ত, পরিমিত, সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্নচিত্তে পীঠগৌরব অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে তরণিতনয়! এই ত্রৈলোক্য মধ্যে কাশীই আমার রাজভবন। তথায় মহার্ঘ্য মণিনির্ম্মিত মোক্ষলক্ষ্মী-বিলাস নামে আমার ভোগ-নিকেতন কল্যানময় প্রাসাদ আছে। স্বেচ্ছাক্রমে আকাশ পথে বিচরণ করিতে করিতে পক্ষীগণ যদি এই প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করে তাহা হইলে সেই সকল খেচর পক্ষীরও দেবত্ব লাভ হয়॥ ৪৩—৪৬॥ মোক্ষলক্ষ্মী-বিলাস নামক প্রাসাদ দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ ক্ষয় হয়, সন্দেহ নাই॥ ৪৭॥ যাহারা মোক্ষলক্ষ্মী-বিলাসের শিখরকলস দর্শন করে, মোক্ষলক্ষ্মী তাহাদিগকে কদাচ পরিত্যাগ করে না॥ ৪৮॥ দূর হইতেও যাহারা সেই প্রাসাদের উপরিস্থ পতাকা নিরীক্ষণ করে, তাহারা নিত্য আমার সহচর হয়॥ ৪৯॥ পৃথিবী ভেদ করিয়া আনন্দ-কন্দের অঙ্কুরস্বরূপ

ভূমিং ভিত্ত্বা স্বায়ং জাতস্তৎপ্রসাদমিষেণ হি।
আনন্দাখ্যস্য কন্দস্য কোপ্যেষঃ পরমোঽঙ্কুরঃ ॥ ৫০ ।
ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তানি যত্র রূপাণ্যনেকশঃ।
মামেবোপাসতে নিত্যং চিত্রং চিত্রগতান্যপি ॥ ৫১ ।
স সৌধো মেঽখিলে লোকে স্থানং পরমনির্বৃতেঃ।
রতিশালা স মে রম্যা স মে বিশ্বাসভূমিকা ॥ ৫২ ।
মম সর্ব্বগতস্যাপি প্রাসাদোঽয়ং পরাস্পদম্।
পরং ব্রহ্ম যদাম্নাতং পরমোপনিষদ্গিরা।
অমূর্ত্তং তদহং মূর্ত্তো ভূয়াং ভক্তকৃপাবশাৎ ॥ ৫৩ ।
নৈঃশ্রেয়স্যাঃ শ্রিয়ো ধাম তৎ যাম্যাং মণ্ডপোঽস্তি মে।
তত্রাহং সততং তিষ্ঠেত্তৎ সদো মণ্ডপং মম ॥ ৫৪ ।
নিমেষার্দ্ধপ্রমাণঞ্চ কালং তিষ্ঠতি নিশ্চলঃ।
তত্র যত্তেন বৈ যোগঃ সমভ্যস্তঃ সমাঃ শতম্ ॥ ৫৫ ।

এই প্রাসাদ স্বয়ং সঞ্জাত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥ কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত নানারূপ এই প্রাসাদে চিত্রিত হইয়া, নিত্য আমার উপাসনা করিতেছে ॥ ৫১ ॥ এই অখিল সংসারে সেই প্রাসাদ আমার পরম শান্তি নিকেতন, সেই প্রাসাদ আমার রমণীয় বিলাস গৃহ এবং সেই প্রাসাদ আমার পবিত্র বিশ্বাসভূমি ॥ ৫২ ॥ বেদে আমাকে সর্ব্বগত নিরাকার পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করে; কিন্তু ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া এই পরম সুখাস্পদ প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥ সেই প্রাসাদের দক্ষিণাংশে মোক্ষলক্ষ্মীর পরমধাম স্বরূপ আমার যে সুপ্রসিদ্ধ মণ্ডপ আছে, সেই স্থানেই আমি সর্ব্বদা বাস করি, সেই মণ্ডপই আমার সভামণ্ডপ ॥ ৫৪ ॥ শতবর্ষ যোগ সাধন করিলে যে ফল, আমার সভামণ্ডপে নিমেষার্দ্ধকাল নিশ্চলমানসে বাস করিলে সেই ফল হয় ॥ ৫৫ ॥ জগতীতলে সেই স্থান নির্ব্বাণ মণ্ডপ

নির্ব্বাণমণ্ডপং নাম তৎ স্থানং জগতীতলে।
তত্রর্চ্চং সংজপন্নেকাং লভেৎ সর্ব্বশ্রুতেঃ ফলম্॥ ৫৬।
প্রাণায়ামন্তু যঃ কুর্য্যাদপ্যেকং মুক্তিমণ্ডপে।
তেনাষ্টাঙ্গঃ সমভ্যস্তো যোগোঽন্যত্রাযুতং সমাঃ॥ ৫৭।
নির্ব্বাণমণ্ডপে যস্তু জপেদেকং ষড়ক্ষরম্।
কোটিরুদ্রেণ জপ্তেন যৎ ফলং তস্য তদ্ভবেৎ॥ ৫৮।
শুচির্গঙ্গাম্ভসি স্নাতো যো জপেচ্ছতরুদ্রিয়ম্।
নির্ব্বাণমণ্ডপে জ্ঞেয়ঃ স রুদ্রো দ্বিজবেশভৃৎ॥ ৫৯।
ব্রহ্মযজ্ঞং সকৃৎ কৃত্বা মম দক্ষিণমণ্ডপে।
ব্রহ্মলোকমবাপ্যাথ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ৬০।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণানি সেতিহাসানি তত্র যঃ।
পঠেন্নিরভিলাষুঃ সন্ স বসেন্ মম বেশ্মনি॥ ৬১।
তিষ্ঠেদিন্দ্রিয়চাপল্যং যো নিবার্য্য ক্ষণং কৃতী।
নির্ব্বাণমণ্ডপেঽন্যত্র তেন তপ্তং মহত্তপঃ॥ ৬২।

নামে প্রসিদ্ধ। তথায় একটীমাত্র বেদমন্ত্র জপ করিলে বেদাভ্যাসের ফল হয়॥ ৫৬॥ দশ সহস্র বৎসর অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিলে যে ফল, মুক্তিমণ্ডপে একটীমাত্র প্রাণায়ামে সেই ফল হয়॥ ৫৭॥ কোটি রুদ্রমন্ত্র জপ করিলে যে ফল, নির্ব্বাণমণ্ডপে একবার মাত্র 'ওঁ নমঃশিবায়' এই ষড়াক্ষর মন্ত্র জপ করিলে সেই ফল হয়॥ ৫৮॥ বিশুদ্ধচিত্তে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্ব্বাণ মণ্ডপে শত রুদ্রমন্ত্র জপ করিলে রুদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়॥ ৫৯॥ মুক্তিমণ্ডপে একবারমাত্র 'বেদাধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া পরমব্রহ্মে লীন হয়। ৬০॥ যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া তথায় ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহাদের মমলোকে বাস হয়॥ ৬১॥ ইন্দ্রিয়চাপল্য সংযত করিয়া মুক্তিমণ্ডপে ক্ষণকাল বাস করিলে মহা মহা তপোনুষ্ঠানের ফল হয়॥ ৬২॥ শতবর্ষ অন্যত্রে

বায়ুভক্ষণতোঽন্যত্র যৎ পুণ্যং শরদাং শতম্।
তৎ পুণ্যং ঘটিকার্দ্ধেন মৌনং দক্ষিণমণ্ডপে ॥ ৬৩।
মিতং কৃষ্ণলকেনাপি যো দদ্যান্ মুক্তিমণ্ডপে।
স্বর্ণং সৌবর্ণযানেন স তু সঞ্চরতে দিবি ॥ ৬৪।
তত্রৈকং জাগরং কুর্য্যাৎ যস্মিন্ কস্মিন্ দিনেঽপি যঃ।
উপোষিতোঽর্চ্চয়েল্লিঙ্গং স সর্ব্বব্রতপুণ্যভাক্ ॥ ৬৫।
তত্র দত্ত্বা মহাদানং তত্র কৃত্বা মহাব্রতম্।
তত্রাধীত্যাখিলং বেদং চ্যবতে ন নরো দিবঃ ॥ ৬৬।
প্রয়াণং কুর্ব্বতে যস্য প্রাণা মে মুক্তিমণ্ডপে।
স মামনুপ্রবিষ্টোঽত্র তিষ্ঠেৎ যাবদহং খলু ॥ ৬৭।
জলক্রীড়াং সদা কুর্য্যাং জ্ঞানবাপ্যাং সহোময়া।
যদম্বুপানমাত্রেণ জ্ঞানং জায়েত নির্ম্মলম্ ॥ ৬৮।
তজ্জলক্রীড়নস্থানং মম প্রীতিকরং মহৎ।
অমুষ্মিন্ রাজসদনে জাড্যহৃজ্জলপূরিতম্ ॥ ৬৯।

বায়ু ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিলে যে ফল, অর্দ্ধঘটিকাকাল মৌনাবলম্বী হইয়া মুক্তিমণ্ডপে বাস করিলে সেই ফল হয় ॥ ৬৩ ॥ মুক্তিমণ্ডপে এক রতি মাত্র সুবর্ণদান করিলে স্বর্ণযানে আরোহণ করিয়া দিব্যলোকে গতি হয়। ৬৪ ॥ উপবাস করিয়া লিঙ্গার্চ্চনাপূর্ব্বক নির্ব্বাণমণ্ডপে রাত্রি জাগরণ করিলে সমস্ত ব্রতানুষ্ঠানের ফল হয় ॥ ৬৫ ॥ মুক্তিমণ্ডপে মহাদান, মহাব্রত এবং নিখিল বেদাধ্যয়ন করিলে কদাপি স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না ॥ ৬৬ ॥ আমার মুক্তিমণ্ডপে যাঁহার প্রাণ প্রয়াণ করে, সেই পুণ্যাত্মা আমার শরীরে লীন হইয়া আমার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত আমাতেই বিহার করেন ॥৬৭ ॥ আমি সর্ব্বদা উমার সহিত জ্ঞানবাপীতে জল ক্রীড়া করি। সেই জল পানমাত্রে জীবের নির্ম্মল জ্ঞান জন্মে ॥ ৬৮ ॥ পাপহর বারি-পরিপূর্ণ সেই জলক্রীড়া স্থান আমার মহা

তৎ প্রাসাদপুরোভাগে মম শৃঙ্গারমণ্ডপঃ।
শ্রীপীঠং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং নিঃশ্রীকশ্রীসমর্পণম্॥ ৭০।
মদর্থং তত্র যো দদ্যাদ্দুকূলানি শুচীন্যহো।
মাল্যানি সুবিচিত্রাণি যক্ষকর্দ্দমবন্তি চ॥ ৭১।
নানানেপথ্যবস্তূনি পূজোপকরণান্যপি।
সশ্রিয়ালঙ্কৃতস্তিষ্ঠেৎ যত্র কুত্রাপি সত্তমঃ॥ ৭২।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীর্বৃণুতে তন্নির্ব্বাণপদাপ্তয়ে।
যত্র কুত্রাপি নিধনং প্রাপ্নুয়াদপি স ধ্রুবম্॥ ৭৩।
মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসাখ্যপ্রাসাদস্যোত্তরে মম।
ঐশ্বর্য্যমণ্ডপং রম্যং তত্রৈশ্বর্য্যং দদাম্যহম্॥ ৭৪।
মৎপ্রাসাদৈন্দ্রদিগ্‌ভাগে জ্ঞানমণ্ডপমস্তি যৎ।
জ্ঞানং দিশামি সততং তত্র মাং ধ্যায়তাং সতাম্॥ ৭৫।
ভবানীরাজসদনে মমাস্তি হি মহানসম্।
যস্তত্রোপস্কৃতং পুণ্যং নির্বিশামি মুদৈব তৎ॥ ৭৬।

প্রীতিকর ॥৬৯॥ সেই প্রাসাদের পুরোভাগে আমার ক্রীড়ামণ্ডপ। সেই স্থান নির্ব্বাণলক্ষ্মীপ্রদ শ্রীপীঠ নামে প্রসিদ্ধ॥ ৭০॥ যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশে মুক্তিমণ্ডপে সুপবিত্র বস্ত্র, চন্দনচর্চ্চিত সুবিচিত্র মাল্য, বিবিধ অলঙ্কার এবং বিবিধ পূজোপকরণ দান করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্রই ঋদ্ধিযুক্ত হয়॥ ৭১॥ ৭২॥ যে কোন স্থানেই তাহার মৃত্যু হউক না কেন, নির্ব্বাণলক্ষ্মী তাহাকে নির্ব্বাণপদ প্রদানার্থ আশ্রয় করিয়া থাকেন॥ ৭৩॥ মোক্ষলক্ষ্মী-বিলাস প্রাসাদের উত্তরদিকে আমার রমণীয় ঐশ্বর্য্যমণ্ডপ। সেই স্থানে আমি ভক্ত-গণকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করি॥ ৭৪॥ সেই প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে জ্ঞানমণ্ডপ বিদ্যমান। সেই স্থানে আমি সাধু ভক্তগণকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করি॥ ৭৫॥ ভবানীর প্রাসাদে আমার মহানস বিদ্যমান। তথায় আমি প্রসন্নচিত্তে ভক্ত

বিশালাক্ষ্যা মহাসৌধে মম বিশ্রামভূমিকা।
তত্র সংসৃতি খিন্নানাং বিশ্রামং শ্রাণয়াম্যহম্ ॥ ৭৭।
নিয়মস্নানতীর্থঞ্চ চক্রপুষ্করিণী মম।
তত্র স্নানবতাং পুংসাং তন্নৈর্ম্মল্যং দিশাম্যহম্ ॥ ৭৮।
যদাহুঃ পরমং তত্ত্বং যদাহুর্ব্রহ্মসত্তমম্।
স্বসম্বেদ্যং যদাহুশ্চ তত্তত্রান্তে দিশাম্যহম্ ॥ ৭৯।
যদাহুস্তারকং জ্ঞানং যদাহুরতিনির্ম্মলম্।
স্বাত্মারামং যদাহুশ্চ তত্তত্রান্তে দিশাম্যহম্ ॥ ৮০।
জগন্মঙ্গলভূর্যাত্র পরমা মণিকর্ণিকা।
বিপাশয়ামি তত্রাহং কর্ম্মভিঃ পাশিতান্ পশূন্ ॥ ৮১।
নির্ব্বাণশ্রাণনে যত্র পাত্রাপাত্রং ন চিন্তয়ে।
আনন্দকাননে তস্মে দানস্থানং দিবানিশম্ ॥ ৮২।
ভবাম্বুধৌ মহাগাধে প্রাণিনঃ পরিমজ্জতঃ।
ভূত্বৈব কর্ণধারোঽন্তে যত্র সন্তারয়াম্যহম্ ॥ ৮৩।

প্রদত্ত পুণ্যোপহার গ্রহণ করি ॥ ৭৬ ॥ বিশালাক্ষীর প্রাসাদ আমার বিশ্রাম স্থান। তথায় আমি সংসারশ্রান্ত জীবগণকে বিশ্রাম দান করি ॥ ৭৭ ॥ মণিকর্ণিকা আমার নিত্য স্নানতীর্থ। তথায় যাহারা স্নান করে, আমি তাহাদিগকে পবিত্রত্ব বিধান করি। যাহাকে পরমতত্ত্ব কহে, যাহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব কহে এবং যাহাকে আত্মতত্ত্ব কহে, অন্তে আমি জীবগণকে এই স্থানে সেই জ্ঞানোপদেশ করি। যাহাকে তারকজ্ঞান কহে, যাহাকে নির্ম্মলজ্ঞান কহে, যাহাকে আত্মজ্ঞান কহে, অন্তকালে সেই স্থানে আমি সেই জ্ঞানোপদেশ করি। যে স্থানে জগন্মঙ্গলময়ী পরমা মণিকর্ণিকা বিরাজমানা, সেই স্থানে আমি কর্ম্মপাশবদ্ধ পশুগণের বন্ধন মোচন করি ॥ ৭৮—৮১ ॥ আমার আনন্দকাননে মণিকর্ণিকা অহরহ মুক্তিদান করে। তথায় নির্ব্বাণ দানের পাত্রাপাত্র বিচার নাই ॥ ৮২ ॥ আমি স্বয়ং কর্ণধার হইয়া অগাধ ভবসমুদ্র নিমজ্জিত প্রাণীগণকে অন্তকালে পরিত্রাণ করি ॥ ৮৩ ॥ এই মণিকর্ণিকা সর্ব্বসৌভা-

সৌভাগ্যভাগ্যভূর্যা বৈ বিখ্যাতা মণিকর্ণিকা।
দদামি তস্যাং সর্ব্বস্বমগ্রজায়ান্ত্যজায় বা ॥ ৮৪ ।
মহাসমাধিসম্পন্নৈর্বেদান্তার্থনিষেবিভিঃ।
দুষ্প্রাপোঽন্যত্র যো মোক্ষঃ শোচ্যৈরপি স লভ্যতে ॥৮৫।
দীক্ষিতো বা দিবাকীর্ত্তিঃ পণ্ডিতো বাপ্যপণ্ডিতঃ।
তুল্যো মে মোক্ষদীক্ষায়াং সম্প্রাপ্য মণিকর্ণিকাম্ ॥৮৬।
যৎ যোগেঽন্যত্র কৃপণস্তৎ প্রাপ্য মণিকর্ণিকাম্।
দদামি জন্তুমাত্রায় সর্ব্বস্বং চিরসঞ্চিতম্ ॥ ৮৭ ।
যদি দৈবাদিহ প্রাপ্তস্ত্রিসংযোগোঽতিদুর্ঘটঃ।
অবিচারং তদা দেয়ং সর্ব্বস্বং চিরসঞ্চিতম্ ॥ ৮৮ ।
শরীরমথসম্পত্তিরথ সা মণিকর্ণিকা।
ত্রিসংযোগোঽয়মপ্রাপ্যো দেবৈরিন্দ্রাদিকৈরপি ॥ ৮৯ ।
পুনঃ পুনর্বিচার্য্যেতি জন্তুমাত্রেভ্য এব চ।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীং যচ্ছামি সদোপমণিকর্ণিকম্ ॥ ৯০ ।

গ্যের আকর ভূমি নামে প্রসিদ্ধ। তথায় আমি ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি সমস্ত মানবগণকেই মোক্ষ প্রদান করি ॥ ৮৪ ॥ অন্যত্রে মহাসমাধিসম্পন্ন সমস্ত বেদার্থপরায়ণ ব্যক্তিগণেরও যে মোক্ষ দুষ্প্রাপ্য, মণিকর্ণিকাতে নিতান্ত হীন-ব্যক্তিরও সেই মোক্ষ অনায়াস-লভ্য ॥ ৮৫ ॥ ব্রাহ্মণই হউক অথবা চণ্ডালই হউক, পণ্ডিতই হউক অথবা মূর্খই হউক, মণিকর্ণিকাতে আমি সকলকেই সমভাবে মোক্ষ দান করি ॥ ৮৬ ॥ অন্যত্রে যে মোক্ষ দুর্ল্লভ, মণিকর্ণিকাতে আমি অবলীলাক্রমে সমস্ত জীবকে সেই মোক্ষ প্রদান করি ॥ ৮৭ ॥ শরীর, সম্পত্তি এবং মণিকর্ণিকা এই ত্রিসংযোগ ইন্দ্রাদি দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য, যদি দৈবাৎ কাহারও ভাগ্যে এই অতি দুর্ঘট ত্রিসংযোগ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে আমি অবিচারিতচিত্তে তাহাকে চিরসঞ্চিত সর্ব্বস্ব প্রদান করি ॥ ৮৮ ৮৯ ॥ পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিচার করিয়া, জন্তুমাত্রকেই আমি মণিকর্ণিকা

মুক্তিদানমহী সা মে বারাণস্যাং মহীয়সী।
তন্মহীরজসা সাম্যং ত্রিলোক্যপি ন চোদ্বহেৎ ॥ ৯১ ।
পরং লিঙ্গার্চ্চনস্থানমবিমুক্তেশ্বরেশ্বরম্।
তত্র পূজাং সকৃৎ কৃত্বা কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ ॥ ৯২ ।
সায়ং পাশুপতীং সন্ধ্যাং কুর্য্যাং পশুপতীশ্বরে।
বিভূতিধারণাত্তত্র পশুপাশৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৯৩ ।
প্রাতঃসন্ধ্যাং করোম্যেব সদোঙ্কারনিকেতনে।
তত্রৈকাপি কৃতা সন্ধ্যা সর্ব্বপাতককৃন্তনী ॥ ৯৪ ।
বসামি কৃত্তিবাসেঽহং সদা প্রতিচতুর্দ্দশি।
অত্র জাগরণং কৃত্বা চতুর্দ্দশ্যাং ন গর্ভভাক্ ॥ ৯৫ ।
রত্নেশ্বরোর্চ্চিতো দদ্যান্ মহারত্নানি ভক্তিতঃ।
রত্নৈঃ সমর্চ্চ্য তল্লিঙ্গং স্ত্রীরত্নাদি লভেন্নরঃ ॥ ৯৬ ।
বিষ্টপত্রিতয়ান্তস্থোপ্যহং লিঙ্গে ত্রিবিষ্টপে।
তিষ্ঠামি সততং ভক্তমনোরথসমৃদ্ধয়ে ॥ ৯৭ ।

সমীপে সর্ব্বদা মোক্ষলক্ষ্মী প্রদান করি ॥ ৯০ ॥ বারাণসীনামে মহীয়সী মণিকর্ণিকাই আমার মুক্তিদান ক্ষেত্র। তাহার রজঃকণাতুল্য বস্তু ত্রিলোকেও নাই ॥ ৯১ ॥ অবিমুক্তেশ্বরেশ্বর পরমোৎকৃষ্ট লিঙ্গার্চ্চন স্থান। তথায় একবারমাত্র পূজা করিলে নরগণ কৃতকৃত্য হয় ॥ ৯২ ॥ পশুপতীশ্বরে সায়ংকালে আমি পাশুপতী সন্ধ্যা করি। তথায় বিভূতি ধারণ করিলে আর পশুপাশে আবদ্ধ হইতে হয় না ॥৯৩॥ আমি ওঁকারেশ্বর নিকেতনে প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা করি। তথায় একবারমাত্র সন্ধ্যা করিলে সর্ব্বপাপ বিমোচন হয় ॥ ৯৪ ॥ আমি সর্ব্বদা প্রতি চতুর্দ্দশীতে কৃত্তিবাসে অবস্থান করি। চতুর্দ্দশীতিথিতে তথায় জাগরণ করিলে আর গর্ভবাস হয় না ॥ ৯৫ ॥ ভক্তিভাবে রত্নেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে তিনি মহারত্ন দান করেন। রত্নসম্ভারে রত্নেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে স্ত্রীরত্নাদি লাভ হয় ॥ ৯৬ ॥ আমি ত্রিজগদ্ব্যাপী

বিরজস্কং মহাপীঠং তত্র সংসেব্য মানবঃ।
বিরজা জায়তে নূনং চতুর্নদকৃতোদকঃ॥ ৯৮।
মহাদেবমহাপীঠং মম সাধকসিদ্ধিদম্।
তৎ পীঠদর্শনাদেব মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৯৯।
পিতৃপ্রীতিপ্রদং পীঠং বৃষভধ্বজসংজ্ঞকম্।
পিতৃতর্পণকৃত্তত্র পিতৃং স্তারয়তি ক্ষণাৎ॥১০০।
আদিকেশবপীঠেঽহমাদিকেশবরূপধৃক্।
শ্বেতদ্বীপং নয়ে ভক্তান্ বৈষ্ণবানতিবল্লভান্॥ ১০১।
তত্রৈব মঙ্গলাপীঠে সর্ব্বমঙ্গলদায়িনি।
উপপঞ্চনদে তীর্থে ভক্তান্ সন্তারয়াম্যহং॥ ১০২।
বিন্দুমাধবরূপেণ যত্রাহং বৈষ্ণবান্ জনান্।
নয়ে পঞ্চনদস্নাতান্ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ১০৩।
পঞ্চমুদ্রে মহাপীঠে যে বীরেশ্বরসেবকাঃ।
তেষাং পরমনির্ব্বাণং কালে নাল্পেন জায়তে॥ ১০৪।

হইয়াও ভক্তের মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিবিষ্টপলিঙ্গে অবস্থান করি॥ ৯৭॥ মানবগণ চতুর্নদে স্নান করিয়া বিরজাপীঠের সেবা করিলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হয়॥ ৯৮॥ আমার সাধকের সিদ্ধিপ্রদ মহাদেবাভিধেয় মহাপীঠ দর্শন করিলে মহাপাপ বিমোচন হয়॥ ৯৯॥ পিতৃপ্রীতিপ্রদ বৃষভধ্বজাখ্য মহাপীঠে পিতৃ পুরুষের তর্পণ করিলে তৎক্ষণাৎ পিতৃলোক উদ্ধার প্রাপ্ত হন। ১০০॥ আদিকেশবপীঠে আমি আদিকেশবরূপে অধিষ্ঠিত। সেই লিঙ্গে ভক্তিমান্ প্রিয়তম বৈষ্ণবগণকে আমি বৈকুণ্ঠতুল্য শ্বেতদ্বীপে স্থান প্রদান করি॥ ১০১॥ পঞ্চনদতীর্থ সমীপে ভক্তগণের মঙ্গলপ্রদ মঙ্গলাপীঠ। সেই পীঠস্থানে আমি ভক্তগণকে পরিত্রাণ করি। ১০২॥ সেই স্থানে আমি বিন্দুমাধবরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, পঞ্চনদস্নাত বৈষ্ণবগণকে পরম পদ বিষ্ণুপদ প্রদান করি॥ ১০৩॥ যে ব্যক্তি পঞ্চমুদ্রাপীঠে বীরেশ্বরের সেবা করে, অনা-

তত্র সিদ্ধেশ্বরীপীঠে চন্দ্রেশ্বরসমীপতঃ।
তত্র সন্নিধিকর্ত্তৃণাং সিদ্ধিঃ ষণ্মাসতো ভবেৎ ॥ ১০৫ ॥
কাশ্যাঞ্চ যোগিনীপীঠে যোগসিদ্ধিবিধায়িনী।
সিদ্ধিরুচ্চাটনাদিশ্চ কৈর্ন লব্ধা সুসাধকৈঃ ॥ ১০৬ ॥
অনেকানীহ পীঠানি সন্তি কাশ্যাং পদে পদে।
পরং ধর্ম্মেশপীঠস্য কাচিচ্ছক্তিরনুত্তমা ॥ ১০৭ ॥
যত্রামী বালকীরাশ্চ নির্ম্মলজ্ঞানভাজনম্।
আসুঃ সদুপদেশান্মে ত্রাতত্রাতেতিভাষিণঃ ॥ ১০৮ ॥
এতদ্ধর্ম্মেশ্বরং পীঠং ত্যজাম্যদ্যদিনাবধি।
ন কদাচিত্তরণিজ ত্বত্তপোবনমুত্তমম্ ॥ ১০৯ ॥
মমানুগ্রহতঃ কীরানেতান্ পশ্য রবেঃসুত।
দিব্যং বিমানমারুহ্য গন্তারো মৎপুরং মহৎ ॥ ১১০ ॥
তত্র ভুক্ত্বা চিরং ভোগান্ জ্ঞানং প্রাপ্য ময়েরিতম্।
ইহ মুক্তিমবাপ্স্যন্তি ত্বৎ সংসর্গাতিনির্ম্মলাঃ ॥ ১১১ ॥

য়াসে তাহার নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ হয় ॥ ১০৪ ॥ যাহারা সিদ্ধেশ্বরী পীঠে চন্দ্রেশ্বর সমীপে অবস্থান করে, তাহারা ষন্মাসমধ্যে সিদ্ধিলাভ করে ॥ ১০৫ ॥ কাশীধামে সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী যোগিনীপীঠে অনায়াসেই উচ্চাটনাদি অষ্ট-সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ১০৬ ॥ কাশীধামে পদে পদে বহুসংখ্যক পীঠ আছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মেশ্বর পীঠের অনির্ব্বচনীয় উৎকৃষ্ট মহিমা ॥ ১০৭ ॥ এই সুনির্ম্মল জ্ঞানভাজন শুকশিশুগণ আমার সদুপদেশেই 'ত্রাত ত্রাত' রব করিতেছে ॥ ১০৮ ॥ হে তরণিতনয়! অদ্যাবধি আমি তোমার এই অনুত্তম তপোবন ও ধর্ম্ম পীঠ পরিত্যাগ করিব না। হে রবিসুত! তুমি দর্শন কর, তৎসংসর্গে সুনির্ম্মল জ্ঞান প্রাপ্ত এই শুকশাবকগণ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া আমার কৈলাসপুরে যাত্রা করিবে। তথায় চিরকাল বিবিধ সুখ সম্ভোগ করিয়া পরিশেষে আমার অনুগ্রহে কাশীমুক্তি লাভ করিবে ॥ ১০৯—১১১ ॥

ইত্যুক্তবতি দেবেশে কৈলাসশিখরোপমম্।
দিব্যং বিমানমাপন্নং রুদ্রকন্যাপরিষ্কৃতম্॥ ১১২।
আরুহ্য তেন যানেন দিব্যরূপধরাঃ খগাঃ।
কৈলাসমভিসঞ্জগ্মুর্ধর্ম্মমাপৃচ্ছ্য তেঽমলাঃ॥ ১১৩।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ধর্ম্মেশাখ্যানং
নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বেশ্বরের এই বাক্যাবসানে কৈলাশশিখরোপম দিব্যবিমান উপস্থিত হইল। তত্ত্বজ্ঞান-প্রাপ্ত পক্ষীশাবকগণ দিব্যবপুঃধারণপূর্ব্বক রুদ্রকন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই বিমানারোহণে কৈলাসপুরে যাত্রা করিলেন॥ ১১২॥ ১১৩॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ধর্ম্মেশ্বরাখ্যান নাম
একোনাশীতিতম অধ্যায়।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

কুম্ভোদ্ভূত তদাশ্চর্য্যং বিলোক্য জগদম্বিকা।
উবাচ শম্ভুং প্রণতা প্রণতার্ত্তিহরং পরম্ ॥ ১।

অম্বিকোবাচ।

অস্য পীঠস্য মাহাত্ম্যং মহাদেব মহেশ্বর।
তিরশ্চামপি যজ্জাতং জ্ঞানং সংসারমোচনম্ ॥ ২।
অতঃ প্রভাবং বিজ্ঞায় ধর্ম্মপীঠস্য ধূর্জ্জটে।
ধর্ম্মেশ্বরসমীপেঽহং স্থাস্যাম্যদ্যদিনাবধি ॥ ৩।
অত্র লিঙ্গে তু যে ভক্তাস্ত্রিয়ো বা পুরুষাস্তু বা।
তেষামভীষ্টাং সংসিদ্ধিং সাধয়িষ্যাম্যহং সদা ॥ ৪।

ঈশ্বর উবাচ।

সাধুকৃতং ত্বয়া দেবি কৃতবত্যা পরিগ্রহম্।
অস্যেহ ধর্ম্মপীঠস্য মনোরথকৃতঃ সতাম্ ॥ ৫।

অশীতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভোদ্ভব! জননী জগদম্বিকা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া ভক্তজন বিপদভঞ্জন পঞ্চাননকে কহিলেন, হে মহাদেব! এই ধর্ম্মেশ্বরপীঠের এতদূর মাহাত্ম্য যে, এতৎপ্রভাবে পক্ষীগণও সংসারমোচন জ্ঞান লাভ করিল, অতএব হে মহেশ্বর! এই প্রভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, আমি কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, অদ্যাবধি এই পবিত্র ধর্ম্মেশ্বরপীঠে ধর্ম্মেশ্বর সমীপে অবস্থান করিব ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ যাহারা এই লিঙ্গের ভক্ত, তাহারা স্ত্রীই হউক, অথবা পুরুষই হউক, আমি অহরহ এই স্থানে তাহাদিগের সিদ্ধি বিধান করিব ॥ ৪ ॥ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে দেবি! সাধুগণের মনোরথ

তত্রৈব বিশ্বভোক্তারো বিশ্বমান্যাস্তথৈব হি।
যে ত্বাং বিশ্বভুজামত্র পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৬।
বিশ্বে বিশ্বভুজে বিশ্বস্থিত্যুৎপত্তিলয়প্রদে।
নরাস্ত্বদর্চ্চকাশ্চাত্র ভবিষ্যন্ত্যমলাত্মকাঃ ॥ ৭।
মনোরথতৃতীয়ায়াং যস্তে ভক্তিং বিধাস্যতি।
তন্মনোরথসংসিদ্ধির্ভবিত্রী মদনুগ্রহাৎ ॥ ৮।
নারী বা পুরুষো বাথ ত্বদ্ব্রতাচরণাৎ প্রিয়ে।
মনোরথানিহ প্রাপ্য জ্ঞানমন্তে চ লপ্স্যতে ॥ ৯।

দেব্যুবাচ।

মনোরথতৃতীয়ায়াং ব্রতং কীদৃক্কথাকথম্।
কিং ফলং কৈঃ কৃতং নাথ কথয়ৈতৎ কৃপাং কুরু ॥১০।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি যথাপৃষ্টং ভবত্যা ভবতারিণি।
মনোরথব্রতঞ্চৈতদাখ্যাস্যাম্যুত্তরং পরম্ ॥ ১১।

সিদ্ধি-প্রদ এই ধর্ম্মেশ্বর পীঠ সম্বন্ধে যে সংকল্প পরিগ্রহ করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে ॥ ৫ ॥ হে গৌরি! তুমি এই স্থানে বিশ্বভুজারূপে অবস্থান কর। যে সকল মানব তোমার পূজা করিবে, তাহারা বিশ্বসংসারে সুখী এবং মাননীয় হইবে ॥ ৬॥ হে বিশ্বেশ্বরি! হে বিশ্বভুজে! হে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়-কর্ত্রি! এই স্থানে যাহারা তোমার পূজা করিবে, তাহাদিগের আত্মা নির্ম্মল হইবে ॥ ৭ ॥ মধুমাসের শুক্ল পক্ষীয় মনোরথ তৃতীয়ায় যাহারা ভক্তিভাবে তোমার অর্চ্চনা করিবে, আমার অনুগ্রহে তাহাদিগের সর্ব্বমনোরথ পরিপূর্ণ হইবে ॥ ৮ ॥ হে প্রিয়ে! স্ত্রীপুরুষ যে কেহ তোমার ব্রতপরায়ণ হইবে, তাহারা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া অন্তকালে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে ॥ ৯ ॥ ভগবতী কহিলেন, হে বিশ্বনাথ! মনোরথ তৃতীয়ায় কিরূপ ব্রত করিতে হয়, সেই ব্রতের কথাই বা কিরূপ, তাহার ফলই বা কি

পুলোমতনয়া পূর্ব্বং ততাপ পরমন্তপঃ।
কিঞ্চিন্ন মনোরথং প্রাপ্তুং ন চাপ তপসঃ ফলম্ ॥ ১২।
অপূপুজত্ততো মাং সা ভক্ত্যা পরময়া মুদা।
গীতেন সরহস্যেন কলকণ্ঠীকলেন হি ॥ ১৩।
তদ্গানেনাতিসন্তুষ্টো মৃদুনা মধুরেণ চ।
সুতালেন সুরঙ্গেণ ধাতুমাত্রা কলাবতা ॥ ১৪।
প্রোবাচ ত্বং বরং ব্রূহি প্রসন্নো স্মি পুলোমজে।
অনেন চ সুগীতেন ত্বনয়া লিঙ্গপূজয়া ॥ ১৫।

পুলমজোবাচ।

যদি প্রসন্নো দেবেশ তদা যো মে মনোরথঃ।
তং পূরয় মহাদেব মহাদেবীমহাপ্রিয় ॥ ১৬।
সর্ব্বদেবেষু যো মান্যঃ সর্ব্বদেবেষু সুন্দরঃ।
যা যজ্ঞকেষু সর্ব্বেষু যঃ শ্রেষ্ঠঃ সোঽস্তু মে পতিঃ ॥ ১৭।

এবং পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, কৃপা করিয়া তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর ॥ ১০ ॥ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে ভবতারিণি! যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। মনোরথ ব্রত অতি পবিত্র। তাহা গুহ্য অপেক্ষাও পরম গুহ্য ॥ ১১ ॥ পুলোমতনয়া শচীদেবী পূর্ব্বে বহু তপস্যা করিয়াও কিছুমাত্র মনোরথ লাভ করিতে না পারিয়া, অবশেষে ভক্তিভাবে কলকণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতপূর্ণ স্তুতি সহকারে প্রফুল্লচিত্তে আমার পূজা করেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ তাঁহার তানলয়বিশুদ্ধ ধাতুকলাসংযুক্ত সুমধুর স্তুতিগান শ্রবণে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, হে পৌলোমি! তোমার স্তুতি গীতি সমন্বিত লিঙ্গ পূজায় আমি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তুমি বর প্রার্থনা কর। ১৪ ॥ ১৫ ॥ শচী কহিলেন, হে ভবানীপতে! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর ॥ ১৬ ॥ যিনি সর্ব্বদেবের মাননীয়, সর্ব্ব-

যথাভিলষিতং রূপং যথাভিলষিতং সুখম্।
যথাভিলষিতঞ্চায়ুঃ প্রসন্নো দেহি মে ভব॥ ১৮।
যদা যদা চ পত্যা মে সঙ্গঃ স্যাদ্বৃৎ সুখেচ্ছয়া।
তদা তদা চ তং দেহং ত্যক্ত্বান্যং দেহমাপ্নুয়াম্॥ ১৯।
সদা চ লিঙ্গপূজায়াং মম ভক্তিরনুত্তমা।
ভব ভূয়াদ্ভবহর জরামরণহারিণী॥ ২০।
ভর্ত্তুর্ব্যয়েপি বৈধব্যং ক্ষণমাত্রমপীহ ন।
মম ভাবি মহাদেব পাতিব্রত্যঞ্চ যাতু মা॥ ২১।

স্কন্দ উবাচ।

ইমং মনোরথং তস্যাঃ পৌলোম্যাঃ পুরসূদনঃ।
সমাকর্ণ্য ক্ষণং স্মিত্বা প্রাহেশো বিস্ময়ান্বিতঃ॥ ২২।

ঈশ্বর উবাচ।

পুলোমকন্যে যশ্চৈষ ত্বয়া কারি মনোরথঃ।
লপ্স্যসে ব্রতচর্য্যাতস্তৎ কুরুষ জিতেন্দ্রিয়ে॥ ২৩।

দেবাপেক্ষা রূপবান এবং সমস্ত যাজ্ঞিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই আমার পতি হউন॥ ১৭॥ হে ভব! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে যথাভিলষিত রূপ, যথাভিলষিত সুখ এবং যথাভিলষিত আয়ু প্রদান কর॥ ১৮॥ যে যে সময়ে এক পতি বিয়োগে আমার হৃদয়ে পতিসংসর্গের অভিলাষ জন্মিবে, তত্তৎকালে আমি যেন অন্যপতি প্রাপ্ত হই॥ ১৯॥ হে ভবহর! লিঙ্গ পূজায় যেন সর্ব্বদা আমার জরামরণহারিণী অনুত্তমা ভক্তি থাকে॥ ২০॥ পতি বিয়োগে যেন আমার ক্ষণমাত্রও বৈধব্য না ঘটে, অথচ, হে মহাদেব! তাহাতে যেন আমার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট না হয়॥ ২১॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! পৌলমীর এই মনোরথ শ্রবণপূর্ব্বক ত্রিপুরারি ক্ষণকাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন। অনন্তর ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, হে জিতেন্দ্রিয়ে! তুমি যে মনোরথ করিয়াছ, যে ব্রতাচরণে তাহা

মনোরথতৃতীয়ায়াশ্চরণেন ভবিষ্যতি।
তৎ প্রাপ্তয়ে ব্রতং বক্ষ্যে তদ্বিধেহি যথোদিতম্ ॥ ২৪।
তেন ব্রতেন চীর্ণেন মহাসৌভাগ্যদেন তু।
অবশ্যম্ভবিতা বালে তব চৈবং মনোরথঃ ॥ ২৫।

পুলোমকন্যোবাচ।

কারুণ্যবারিধে শম্ভো প্রণতপ্রাণিসর্ব্বদ।
কিমাত্মকাথ কা শক্তিঃ কা পূজ্যা তত্র দেবতা ॥ ২৬।
কদা চ তদ্বিধাতব্যমিতি কর্ত্তব্যতা চ কা।
ইত্যাকর্ণ্য শিবো বাক্যং তান্তু প্রণিজগাদ হ ॥ ২৭।

ঈশ্বর উবাচ।

মনোরথতৃতীয়ায়াং ব্রতং পৌলোমি তচ্ছুভম্।
পূজ্যা বিশ্বভুজা গৌরী ভুজবিংশতিশালিনী ॥ ২৮।
বরদোঽভয়হস্তশ্চ সাক্ষসূত্রঃ সমোদকঃ।
দেব্যাঃ পুরস্তাদ্ব্রতিনা পূজ্য আশাবিনায়কঃ ॥ ২৯।

লাভ হয়, হে পুলোমকন্যে! তুমি সেই ব্রতের অনুষ্ঠান কর ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ হে শচি! মনোরথ তৃতীয়া ব্রতাচরণে তোমার মনোরথ সিদ্ধি হইবে। আমি তৎপ্রাপ্তির যথোক্ত বিধি কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি সেই ব্রতের অনুষ্ঠান কর ॥ ২৪ ॥ মহাসৌভাগ্য-প্রদ তদ্ব্রতাচরণে অবশ্যই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে ॥ ২৫ ॥ শচী কহিলেন, হে শম্ভো! হে করুণাসিন্ধো! হে প্রণত-জনসর্ব্বপ্রদ! সেই ব্রত কি প্রকার? তাহার শক্তি কিরূপ? সেই ব্রতে কোন্ দেবতার পূজা করিতে হয়? কোন্ সময়ে তাহা অনুষ্ঠেয় এবং তাহার নিয়মই বা কিরূপ? কৃপা করিয়া নির্দ্দেশ কর ॥ ২৬ ॥ শচীদেবীর এই বাক্য আকর্ণন করিয়া বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে কহিলেন, হে পৌলোমি! পুণ্যতম মনোরথ তৃতীয়াব্রতে বিংশতিভুজা বিশ্বভুজা গৌরীর পূজা করিতে হয় ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ দেবীর পুরোভাগে ব্রতাচারীগণকে বরাভয়, অক্ষসূত্র ও মোদক-

চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং কৃত্বা বৈ দন্তধাবনম্।
সায়ন্তনীঞ্চ নির্ব্বর্ত্ত্য নাতিতৃপ্ত্যা ভুজিক্রিয়াম্ ॥ ৩০ ॥
নিয়মঞ্চেতি গৃহ্ণীয়াজ্জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সন্ত্যক্তাস্পৃশ্যসংস্পর্শঃ শুচিস্তদ্গতমানসঃ ॥ ৩১ ॥
প্রাতর্ব্রতং চরিষ্যামি মাতর্বিশ্বভুজেঽনঘে।
বিধেহি তত্র সান্নিধ্যং মন্মনোরথসিদ্ধয়ে ॥ ৩২ ॥
নিয়মঞ্চেতি সংগৃহ্য স্বপেদ্রাত্রৌ শুভং স্মরন্।
প্রাতরুত্থায় মেধাবী বিধায়াবশ্যকং বিধিম্ ॥ ৩৩ ॥
শৌচমাচমনং কৃত্বা দন্তকাষ্ঠং সমাদদে।
অশোকবৃক্ষস্য শুভং সর্ব্বশোকনিশাতনম্ ॥ ৩৪ ॥
নিত্যন্তনঞ্চ নিষ্পাদ্য বিধিং বিধিবিদাম্বরঃ।
স্নাত্বা শুদ্ধাম্বরঃ সায়ং গৌরীপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩৫ ॥
আদৌবিনায়কং পূজ্য ঘৃতপূরান্নিবেদ্য চ।
ততোঽর্চ্চয়েদ্বিশ্বভুজামশোককুসুমৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৬ ॥

হস্ত আশাবিনায়কের পূজা করিতে হয় ॥ ২৯ ॥ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় যথাবিধি দন্তধাবন করিয়া সায়ংকালে অল্পমাত্র ভোজন করিতে হয়। এইরূপ নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এবং অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ না করিয়া, বিশুদ্ধভাবে তদ্গতমানসে এই মাত্র পাঠ করিয়া রাত্রিকালে শয়ন করিতে হয়, যথা হে মাতঃ! হে বিশ্বভুজে! হে পতিতপাবনি! আমি প্রাতঃকালে ব্রতাচরণ করিব। অতএব সেই ব্রতস্থলে তোমার সান্নিধ্য প্রার্থনা করি ॥ ৩০—৩৩ ॥ অনন্তর শুভস্মরণপূর্ব্বক প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, আবশ্যক বিধি সমাধানানন্তর শৌচ আচমনপূর্ব্বক সর্ব্বশোকবিনাশন অশোকবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে নিত্যক্রিয়া অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্নানানন্তর পবিত্রবাস পরিধান করিয়া সায়ংকালে গৌরী পূজা করিতে হয়। প্রথমে ঘৃত পিষ্টকাদি নিবেদন পূর্ব্বক বিনায়কের পূজা করিয়া অশুক্র-

অশোকবর্ত্তিনৈবেদ্যৈর্ধূপৈশ্চাগরুসম্ভবৈঃ।
কুঙ্কুমেনানুলিপ্যাদাবেকভক্তং ততশ্চরেৎ॥ ৩৭।
অশোকবর্ত্তিসহিতৈর্ঘৃতপূরৈর্মনোহরৈঃ।
এবং চৈত্রতৃতীয়ায়াং ব্যতীতায়াং পুলোমজে॥ ৩৮।
রাধাদিফাল্গুনান্তাসু তৃতীয়াসু ব্রতং চরেৎ।
ক্রমেণ দন্তকাষ্ঠানি কথয়ামি তবানঘে॥ ৩৯।
অনুলেপনবস্তূনি কুঙ্কুমানি তথৈব চ।
নৈবেদ্যানি গজাস্যস্য দেব্যাশ্চাপি শুভব্রতে॥ ৪০।
অন্নানি চৈকভক্তস্য শৃণু তানি ফলাপ্তয়ে।
জম্ব্বপামার্গখদিরজাতীচূতকদম্বকম্॥ ৪১।
প্লক্ষোদুম্বরখর্জ্জূরীবীজপূরীসদাড়িমী।
দন্তকাষ্ঠক্রমা এতে ব্রতিনঃ সমুদাহৃতাঃ॥ ৪২।
সিন্দূরাগরুকস্তূরীচন্দনং রক্তচন্দনম্।
গোরোচনাদেবদারুপদ্মাক্ষঞ্চ নিশাদ্বয়ম্॥ ৪৩।

সম্ভব ধূপ, কুঙ্কুম, অশোকপ্রদীপ এবং যথাবিধি নৈবিদ্যোপচারে সুপবিত্র অশোক কুসুমে বিশ্বভুজার পূজাবসানে একাহারী থাকিতে হয়॥ ৩৪—৩৭॥ হে পুলোমতনয়ে! এইরূপে ঘৃতপূর্ণ মনোহর অশোকদীপ সমন্বিত চৈত্র তৃতীয়াব্রত সমাপন করিয়া বৈশাখাদি ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসের তৃতীয়ায় ব্রতাচরণ করিতে হয়। হে অনঘে! অতঃপর আমি ক্রমান্বয়ে দন্তকাষ্ঠ, অনুলেপন, কুঙ্কুম, বিনায়ক ও বিশ্বভুজার নৈবেদ্য এবং একাহারী ব্রতাচারীর ভোজ্যান্ন বিধি কীর্ত্তন করিতেছি। হে শুভব্রতে! ফলসিদ্ধির নিমিত্ত তাহা তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥ ৩৮—৪১॥ জম্বুকাষ্ঠ, অপামার্গকাষ্ঠ, জাতি কাষ্ঠ, আম্র কাষ্ঠ, কদম্ব কাষ্ঠ, অশ্বত্থ কাষ্ঠ, উড়ুম্বর কাষ্ঠ, খর্জ্জুর কাষ্ঠ, বীজপুর কাষ্ঠ, দাড়িম্ব কাষ্ঠ, ব্রতাচারীগণের পক্ষে এই সমস্ত দন্তকাষ্ঠই প্রসিদ্ধ॥ ৪২॥ হে বালে! সিন্দুর, অগুরু, কস্তুরী, শ্বেত-চন্দন, রক্ত-চন্দন,

প্রীত্যানুলেপনং বালে যক্ষকর্দ্দমসম্ভবম্।
সর্ব্বেষামপ্যলাভে চ প্রশস্তো যক্ষকর্দ্দমঃ॥ ৪৪।
কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ দ্বৌ ভাগৌ কুঙ্কুমস্য চ।
চন্দনস্য ত্রয়ো ভাগাঃ শশিনস্ত্বেকএব হি॥ ৪৫।
যক্ষকর্দ্দম ইত্যেষঃ সমস্তসুরবল্লভঃ।
অনুলিপ্যাথ কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্বচ্মি তান্যপি॥ ৪৬।
পাটলামল্লিকাপদ্মকেতকীকরবীরকৈঃ।
উৎপলৈরাজচম্পৈশ্চ নন্দ্যাবর্ত্তৈশ্চ জাতিভিঃ॥ ৪৭।
কুমারীভিঃ কর্ণিকারৈরলাভেতচ্ছদৈঃ সহ।
সুগন্ধিভিঃ প্রসূনৌঘৈঃ সর্ব্বালাভেঽপি পূজয়েৎ॥৪৮।
করম্ভো দধিভক্তঞ্চ সচূতরসমণ্ডকাঃ।
ফেণিকা বটকাশ্চৈব পায়সঞ্চ সশর্করম্॥ ৪৯।
সমুদ্গাং সঘৃতং ভক্তং কার্ত্তিকে বিনিবেদয়েৎ।
ইণ্ডেরিকাশ্চ লড্ডুকা মাঘে লম্পাসিকা শুভা॥ ৫০।

গোরোচনা, সুরদারু নির্য্যাস, পদ্মবীজ, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, এই সমস্তই শাস্ত্র বিহিত অনুলেপন। এতদভাবে যক্ষ কর্দ্দম প্রশস্ত। দ্বিভাগ কস্তুরী, দ্বিভাগ কুঙ্কুম, ত্রিভাগ চন্দন এবং একভাগ কর্পূরে মিলিত হইয়া যক্ষ কর্দ্দম হয়। এই যক্ষ কর্দ্দম সমস্ত সুরগণের প্রিয়। পাটল, মল্লিকা, পদ্ম, কেতকী, করবীর, উৎপল, চম্পক, টগর, জাতি, অপরাজিতা এবং কর্ণিকার পুষ্পে যক্ষ কর্দ্দম অনুলিপ্ত করিয়া পূজা করিতে হয়। এই সকল অপ্রাপ্তে তত্তৎবৃক্ষের পত্র সংযুক্ত শাস্ত্রবিহিত অপরবিধ সুগন্ধি কুসুম প্রশস্ত॥ ৪৩—৪৮॥ দধিশক্তু, দধিযুক্ত অন্ন, চূতরস, ফেণিকা, বটক এবং শর্করযুক্ত পায়সে দেবী এবং বিনায়কের ভোগ দিতে হয়। কার্ত্তিকমাসে সঘৃতমুদ্গান্ন, মাঘমাসে লড্ডুক, ফাল্গুন মাসে ঘৃত শর্করযুক্ত পুরীকা, এইরূপে প্রতিমাসের শুক্লতৃতীয়ায় বিহিত দ্রব্য নিবেদন করিতে হয়। একাহারী ব্রতাচারী বিশ্বভুজা ও বিনায়কের

মুষ্টিকাঃ শর্কররাগর্ভাঃ সর্পিষা পরিসাধিতাঃ।
নিবেদ্যাঃ ফাল্গুনে দেব্যৈ সার্দ্ধং বিঘ্নজিতা মুদা ॥ ৫১।
নিবেদয়েৎ যদন্নং হি একভক্তেঽপি তৎ স্মৃতম্।
অন্যন্নিবেদ্য সংমূঢ়ো ভুঞ্জানোঽন্যৎ পতেদধঃ ॥ ৫২।
প্রতিমাসং তৃতীয়ায়ামেবমারাধ্য বৎসরম্।
ব্রতসম্পূর্ত্তয়ে কুর্য্যাৎ স্থণ্ডিলেঽগ্নিসমর্চ্চনম্ ॥ ৫৩।
জাতবেদসমন্ত্রেণ তিলাজ্যদ্রবিণেন চ।
শতমষ্টাধিকং হোমং কারয়েদ্বিধিনা ব্রতী ॥ ৫৪।
সদৈব নক্তে পূজোক্তা সদানক্তে তু ভোজনম্।
নক্ত এব হি হোমোঽয়ং নক্ত এব ক্ষমাপনম্ ॥ ৫৫।
গৃহাণ পূজাং মে ভক্ত্যা মাতর্বিঘ্নজিতা সহ।
নমোঽস্তু তে বিশ্বভুজে পূরয়াশু মনোরথম্ ॥ ৫৬।
নমো বিঘ্নকৃতে তুভ্যং নম আশাবিনায়ক।
ত্বং বিশ্বভুজয়া সার্দ্ধং মম দেহি মনোরথম্ ॥ ৫৭।

উদ্দেশে যাহা নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিবে, তাহা কথিত হইল, তদ্ব্যতীত অপর বস্তু নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিলে সেই মূঢ়ের অধঃপতন হয়। এই রূপে একবৎসর কাল মাসে মাসে ব্রতাচরণ করিয়া, স্থণ্ডিলে অগ্নিপূজা এবং জাতবেদস মন্ত্রে তিলাজ্যদ্রবিণে অষ্টোত্তরশত হোম করিতে হয়। পূজা, হোম, ভোজন এবং দক্ষিণান্ত সমস্তই নিশা কর্ত্তব্য ॥ ৪৯—৫৫ ॥ হে সুলোচনে! তদনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বর প্রার্থনা করিতে হয়, যথা হে মাতঃ! হে বিশ্বভুজে! তুমি বিঘ্নবিনাশন বিনায়কের সহিত কৃপা করিয়া আমার এই পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক আশু আমার মনোরথ সিদ্ধ কর। হে আশাবিনায়ক! হে বিঘ্নবিনাশন! তোমাকে নমস্কার। দেবী বিশ্বভুজার সহিত তুমি আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর। এই মাত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গৌরী বিনা-

এতৌ মন্ত্রৌ সমুচ্চার্য্য পূজ্যৌ গৌরীবিনায়কৌ।
ব্রতক্ষমাপনে দেয়ঃ পর্য্যঙ্কস্তুলিকান্বিতঃ॥ ৫৮।
উপধান্যা সমাযুক্তো দীপীদর্পণসংযুতঃ।
আচার্য্যঞ্চ সপত্নীকং পর্য্যঙ্ক উপবেশ্য চ॥ ৫৯।
ব্রতী সমর্চ্চয়েদ্বস্ত্রৈঃ করকর্ণবিভূষণৈঃ।
সুগন্ধচন্দনৈর্মাল্যৈর্দ্দক্ষিণাভির্মুদান্বিতঃ॥ ৬০।
দদ্যাৎ পয়স্বিনীঙ্গাঞ্চ ব্রতস্য পরিপূর্ত্তয়ে।
তথোপভোগবস্তূনি ছত্রোপানৎকমণ্ডলূন্॥ ৬১।
মনোরথতৃতীয়ায়া ব্রতমেতন্ময়া কৃতম্।
ন্যূনাতিরিক্তং সম্পূর্ণমেতদস্তু ভবদ্গিরা॥ ৬২।
ইত্যাচার্য্যং সমাপৃচ্ছ্য তথেত্যুক্তশ্চ তেন বৈ।
আসীমান্তমনুব্রজ্য দত্বান্যেভ্যোঽপি শক্তিতঃ॥ ৬৩।
নক্তং সমাচরেৎ পুষ্পৈঃ সার্দ্ধং সুপ্রীতমানসঃ।
প্রাতশ্চতুর্থ্যাং সম্ভোজ্য চতুরশ্চ কুমারকান্॥ ৬৪।

য়কের পূজা করিয়া ব্রত সমাপনকালে শয্যা, উপধান, দীপাধার এবং দর্পনসমন্বিত পর্য্যঙ্ক দান করিতে হয়। অনন্তর সস্ত্রীক আচার্য্যকে সেই পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া ব্রত পরিপূরণার্থ প্রফুল্লচিত্তে বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধি মাল্যচন্দন, পয়োস্বিনী গাভী, বিবিধ উপভোগবস্তু, ছত্র, উপানৎ এবং কমণ্ডলু প্রদান করিয়া যথাবিধানে অর্চ্চনাপূর্ব্বক দক্ষিণা দান করিতে হয়॥৫৬—৬১॥ তদনন্তর আচার্য্যকে এই কথা বলিতে হয় যে, আমি মনোরথ তৃতীয়াব্রতের অনুষ্ঠান করিলাম, ইহাতে ন্যূনাতিরিক্ত যদি কিছু অঙ্গহীন হইয়া থাকে, হে গুরো! তোমার বাক্যে তাহা সম্পূর্ণ হউক। ব্রতী এইরূপে দক্ষিণান্ত করিয়া সীমান্ত পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে এবং যথাশক্তি অপরাপর ব্রাহ্মণকেও দান করিবে। অনন্তর সুপ্রীতমানসে পোষ্যবর্গের সহিত নক্তব্রত্য সমাধা

অভ্যর্চ্চ্য গন্ধমাল্যাদ্যৈর্দ্বাদশাপি কুমারিকাঃ।
এবং সম্পূর্ণতাং যাতি ব্রতমেতৎ সুনির্ম্মলম্ ॥ ৬৫।
কার্য্যং মনোরথাবাপ্ত্যৈ সর্ব্বৈরেতদ্ব্রতং শুভম্।
পত্নীং মনোরমাং কুল্যাং মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্ ॥ ৬৬।
তারণীং দুঃখসংসারসাগরস্য পতিব্রতাম্।
কুর্ব্বন্নেতদ্ব্রতং বর্ষং কুমারঃ প্রাপ্নুয়াৎ স্ফুটম্ ॥ ৬৭।
কুমারী পতিমাপ্নোতি স্বাঢ্যং সর্ব্বগুণাধিকম্।
সুবাসিনী লভেৎ পুত্রান্ পত্যুঃ সৌখ্যমখণ্ডিতম্ ॥ ৬৮।
দুর্ভগা সুভগাস্যাচ্চ ধনাঢ্যাস্যাদ্দরিদ্রিণী।
বিধবাপি ন বৈধব্যং পুনরাপ্নোতি কুত্রচিৎ ॥ ৬৯।
গুর্ব্বিণী চ শুভং পুত্রং লভতে সুচিরায়ুষম্।
ব্রাহ্মণো লভতে বিদ্যাং সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনীম্ ॥ ৭০।

করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে চতুর্থীতে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক চারিটী কুমার এবং দ্বাদশটী কুমারী ভোজন করাইতে হয় ॥ ৬২—৬৫ ॥ এইরূপে এই সুনির্ম্মল মনোরথ তৃতীয়াব্রত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত এই পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৬৬ ॥ অনূঢ় কুমার যদি সম্বৎসরকাল এই ব্রতাচরণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার সদ্বংশজা সর্ব্বদা নিদেশবর্ত্তিনী সংসার-দুঃখ-সাগর-নিস্তারিণী পতিব্রতা মনোরমা পত্নী লাভ হয় ॥ ৬৭ ॥ কুমারী এই ব্রত করিলে রূপগুণ-সম্পন্ন ধনবান পতি লাভ করে। নিয়ত পিতৃগৃহবাসিনী সুবাসিনী কন্যা অবিচ্ছেদে পতির প্রণয়িণি হইয়া পুত্রবতী হয় ॥ ৬৮ ॥ এই ব্রত করিলে দুর্ভাগা নারী সৌভাগ্যবতী হয়, চিরদুঃখিনী ধনশালিনী হয়, বিধবাকে আর পুনরায় বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ৬৯ ॥ গর্ভবতী রমনী এই ব্রতাচরণ করিলে সুকুমার দীর্ঘজীবী সন্তান প্রসব করে। ব্রাহ্মণে ইহার অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী বিদ্যা লাভ করে ॥ ৭০ ॥ এই ব্রত সেবনে রাজ্যভ্রষ্টের রাজ্য

রাজ্যভ্রষ্টো লভেদ্রাজ্যং বৈশ্যো লাভঞ্চ বিন্দতি।
চিন্তিতং লভেতে শূদ্রো ব্রতস্যাস্য নিষেবণাৎ॥ ৭১।
ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মমাপ্নোতি ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
কামী কামানবাপ্নোতি মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ৭২।
যো যো মনোরথো যস্য সততং বিন্দতে ধ্রুবম্।
মনোরথতৃতীয়ায়া ব্রতস্য চরণাদ্ব্রতী॥ ৭৩।

স্কন্দ উবাচ।

ইত্থং নিশম্য শিবতঃ শিবা সন্তুষ্টমানসা।
পুনঃ পপ্রচ্ছ বিশ্বেশং প্রবদ্ধকরসম্পুটা॥ ৭৪।
অন্যত্র যে ব্রতঞ্চৈতৎ করিষ্যন্তি সদাশিব।
তে কথং পূজয়িষ্যন্তি মাঞ্চ আশাবিনায়কম্॥ ৭৫।

শিব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি সর্ব্বসন্দেহভেদিনি।
বারাণস্যাং সমর্চ্চ্যা ত্বং বিশ্বে প্রত্যক্ষরূপিণী॥ ৭৬।
আশাবিঘ্নজিতাসার্দ্ধং সর্ব্বাশাপূর্ত্তিকারিণা।
হারিণানন্তবিঘ্নানাং মম ক্ষেত্রশুভার্থিনাম্॥ ৭৭।

লাভ হয়, বৈশ্যের ধন লাভ হয় এবং শূদ্রের মনস্কামনা পূর্ণ হয়॥ ৭০॥ এই ব্রতাচরণে ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্মলাভ, ধনার্থীর ধন লাভ, কামার্থীর কামনা পূর্ণ এবং মোক্ষার্থীর মোক্ষ প্রাপ্তি হয়॥ ৭২॥ যাহার যাহা মনোরথ থাকে, মনোরথতৃতীয়া ব্রতানুষ্ঠানে তাহার তাহাই সুসিদ্ধ হয়॥ ৭৩॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! শিবানী শিবমুখে এই সকল বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রবদ্ধকরসম্পুটে পুনরায় বিশ্বেশ্বরকে কহিলেন, হে সদাশিব! যদি কেহ অন্যত্রে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কি প্রকারে আমার এবং আশাবিনায়কের পূজা করিবে? ৭৪॥ ৭৫॥ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে সর্ব্বসন্দেহভেদিনি! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। বিশ্ব

ক্ষিপ্রমাগময়িত্রী চ নত্বা দূরং গতানপি।
কৃতকৃত্যান্ বিধায়াথ চিন্তিতৈঃ সুমনোরথৈঃ॥ ৭৮।
অন্যত্র ব্রতিভির্বিশ্বে কাঞ্চনী প্রতিমা তব।
পঞ্চকৃষ্ণলকাদূর্দ্ধং কার্য্যা বিঘ্নহৃতোঽপি চ॥ ৭৯।
আচার্য্যায় ব্রতী দদ্যাদ্ব্রতান্তে প্রতিমাদ্বয়ম্।
সকৃৎকৃতে ব্রতে চাস্মিন্ কৃতকৃত্যো ব্রতী ভবেৎ॥ ৮০।
ততঃ পুলোমজা দেবী শ্রুত্বৈতদ্ব্রতমুত্তমম্।
কৃত্বা মনোরথং প্রাপ যথাভিবাঞ্ছিতং হৃদি॥ ৮১।
অরুন্ধত্যা বশিষ্ঠোঽপি লব্ধোঽত্রিরনুসূয়য়া।
সুনীত্যোত্তানপাদাচ্চ ধ্রুবঃ প্রাপ্তোঽঙ্গজোত্তমঃ॥ ৮২।
সুনীতের্দুর্ভগত্বঞ্চ পুনরস্মাদ্ব্রতাদ্গতম্।
চতুর্ভুজঃ পতিঃ প্রাপ্তঃ ক্ষীরনীরধিজন্মনা॥ ৮৩।

মধ্যে তুমি বারাণসীতেই প্রত্যক্ষরূপিণী হইয়া ক্ষেত্রস্থভার্গীগণের অনন্ত বিঘ্ন-হারী সমস্ত আশাপূর্ণকারী আশাবিনায়কের সহিত অর্চনীয়া হইয়াছ॥৭৬৷৭৭॥ দূর হইতেও যাহারা তোমাকে নমস্কার করে, তুমি তাহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিয়া অতি সত্বরেই বারাণসীতে আনয়ন কর। হে বিশ্বভুজে! অন্যত্রে ব্রত করিলে তোমার এবং বিনায়কের কাঞ্চনময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সেই দুইখানি প্রতিমা আচার্য্যকে দান করিতে হয়; একবারমাত্র এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলেই ব্রতাচারীগণ কৃতকৃত্য হয়। শচীদেবী এই অনুত্তম ব্রতমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তদ্ব্রতাচরণপূর্ব্বক হৃদিস্থিত যাবতীয় মনোরথ লাভ করিয়াছিলেন। অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠ এবং অনসূয়ার সহিত অত্রি এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া লব্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। রাজা উত্তানপাদ রাজ্ঞী সুনীতির সহিত এতদ্ব্রতাচরণ করিয়া ধ্রুব নামে শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্রতাচরণে সুনীতির দুর্ভাগ্য অপগত হইয়া পুনরায় সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। চরমে তিনি ক্ষীরোদসম্ভবা লক্ষ্মীরূপিণী হইয়া চতুর্ভুজ পতি

কিং বহূক্তেন সুশ্রোণি কৃতং যেন ব্রতস্ত্বিদম্।
ব্রতানি তেন সর্ব্বাণি কৃতানি ব্রতিনা ধ্রুবম্॥ ৮৪।
শ্রুত্বা ধীমান্ কথাং পুণ্যাং পুনস্তদ্‌গতমানসঃ।
শুভবুদ্ধিমবাপ্নোতি পাপৈরপি বিমুচ্যতে॥ ৮৫।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ধর্ম্মেশ্বরাখ্যানবিশ্বভুজাশাবিনায়কপ্রশংসনমনোরথতৃতীয়াখ্যানং নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

লাভ করিয়াছিলেন। হে সুশ্রোণি! অধিক আর কি কহিব, যে ব্যক্তি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছে, বিশ্বসংসারে তাহার সমস্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। ধীমান্ ব্যক্তি এই পবিত্র ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া তদ্‌গতচিত্ত হইলে তাহার শুভ বুদ্ধি লাভ হয় এবং পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। ৭৮—৮৫॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ধর্ম্মেশ্বর বিশ্বভুজা ও আশাবিনায়ক প্রশংসা এবং মনোরথ তৃতীয়াব্রতাখ্যান নাম অশীতিতম অধ্যায়।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

ধর্ম্মতীর্থস্য মাহাত্ম্যং কীদৃগ্দেবেন শম্ভুনা।
স্কন্দ দেব্যৈ সমাখ্যাতং তদাখ্যাহি কৃপাং কুরু॥ ১।

স্কন্দ উবাচ।

বিন্ধ্যোন্নতিস্ব্বাখ্যামি ধর্ম্মতীর্থসমুদ্ভবম্।
আকর্ণয় মহাপ্রাজ্ঞ যথা দেবেন ভাষিতম্॥ ২।
বৃত্রং নিহত্য বৃত্রারিব্রহ্মহত্যামবাপ্তবান্।
অনুতপ্তোঽথ পপ্রচ্ছ প্রায়শ্চিত্তং পুরোহিতম্॥ ৩।

বৃহস্পতিরুবাচ।

যদি ত্বং দেবরাজেমাং ব্রহ্মহত্যাং সুদুস্ত্যজাম্।
অপানুনুৎসুস্তৎ যা হি কাশীং বিশ্বেশপালিতাম্॥ ৪।

একাশীতিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে স্কন্দদেব! বিশ্বেশ্বর ভগবতীকে কি প্রকার ধর্ম্মেশ্বরের মাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন, কৃপা করিয়া তাহা তুমি আমার নিকট বর্ণন কর॥ ১॥ স্কন্দ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! বিশ্বেশ্বর যেরূপ ধর্ম্মেশ্বর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমি কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ২॥ বৃত্রাসুরনিসূদন পুরন্দর বৃত্রাসুরবধের নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন। বৃত্রসংহারের পর দেবগুরু বৃহস্পতিকে সেই ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করেন॥ ৩॥ তাহাতে বৃহস্পতি কহেন, হে দেবরাজ! যদি তুমি দুরপনেয় ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার অভিলাষী হও, তাহা হইলে বিশ্বেশ্বরপালিত পবিত্র বারা-

নান্যৎ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্দৃষ্টং ব্রহ্মহত্যামহৌষধম্।
রাজধানীং পরিত্যজ্য শক্র বিশ্বেশিতুঃ পরাং ॥ ৫।
ভৈরবস্যাপি হস্তাগ্রাদপতদ্বধসংশিরঃ।
যত্রানন্দবনে তত্র বৃত্রশত্রো ব্রজ দ্রুতম্ ॥ ৬।
সীমানমপি সম্প্রাপ্য শক্রানন্দবনস্য হি।
ব্রহ্মহত্যা পলায়েত বেপমানা নিরাশ্রয়া ॥ ৭।
অন্যেষামপি পাপানাং মহাপাপজুষামপি।
নাশয়িত্রী পরা কাশী বিশ্বেশসমধিষ্ঠিতা ॥ ৮।
মহাপাতকতো মুক্তিঃ কাশ্যামেব শতক্রতো।
মহাসংসারতো মুক্তিঃ কাশ্যামেব ন চান্যতঃ ॥ ৯।
নির্ব্বাণনগরী কাশী কাশী সর্ব্বাঘসঙ্ঘহৃৎ।
বিশ্বেশিতুঃ প্রিয়া কাশী দ্যৌঃ কাশীসদৃশী ন হি ॥ ১০।
ব্রহ্মহত্যাভয়ং যস্য যস্য সংসারতো ভয়ম্।
জাতুচিত্তেন ন ত্যাজ্যা কাশিকা মুক্তিকাশিকা ॥ ১১।

ণসীধামে গমন কর ॥ ৪ ॥ হে পুরন্দর! বিশ্বেশ্বরের পরমা রাজধানী ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি ব্রহ্মহত্যার মহৌষধ দৃষ্টিগোচর হয় না ॥ ৫ ॥ যে স্থানে ভৈরবের হস্তাগ্র হইতে ব্রহ্মশির নিপতিত হয়, হে বৃত্রহর! তুমি শীঘ্র সেই বিশ্বেশ্বরের আনন্দ কাননে যাত্রা কর ॥ ৬ ॥ হে শক্র! কাশীপুরীর সীমান্ত ভাগ স্পর্শ করিবামাত্র ব্রহ্মহত্যা-পাপ ভয়ে বেপমান হইয়া পলায়ন করে। ৭ ॥ বিশ্বেশ্বর-অধিষ্ঠিত পরাৎপরা কাশীপুরী অপরাপর মহাপাপীগণেরও মহাপাতক সংহারিণী ॥ ৮ ॥ হে শতক্রতো! কাশীতে মহাপাতক হইতেও মুক্তিলাভ হয়; কাশী ভিন্ন অপর কুত্রাপি মহাসংসার হইতে মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৯ ॥ হে দেবরাজ! কাশী নির্ব্বাণনগরী; কাশী সমস্ত পাতকনাশিনী; কাশী বিশ্বেশ্বরের পরম প্রিয়ক্ষেত্র; অমরাবতীও কাশী সদৃশী নহে। ১০ ॥ যাহার ব্রহ্মহত্যা ভয় আছে, যাহার সংসার ভয় আছে, তাহার কাশী

জন্তূনাং কর্ম্মবীজানাং যত্র দেহবিসর্জ্জনে।
ন জাতুচিৎ প্ররোহোঽস্তি হরদৃষ্ট্যাপ্তশুষ্মণাম্॥ ১২।
তাং কাশীং প্রাপ্য বৃত্রারে বৃত্রহত্যাপনুত্তয়ে।
সমারাধয় বিশ্বেশং বিশ্বমুক্তিপ্রদায়কম্॥ ১৩।
বৃহস্পতেরিতি বচো নিশম্য স সহস্রদৃক্।
আয়াদ্দ্রুততরং কাশীং মহাপাতকঘাতুকাম্॥ ১৪।
স্নাত্বোত্তরবহায়াঞ্চ ধর্ম্মেশং পরিতঃ স্থিতঃ।
আরাধয়ন্ মহাদেবং ব্রহ্মহত্যাপনুত্তয়ে॥ ১৫।
মহারুদ্রজপাসক্তঃ সুত্রামাথ ত্রিলোচনম্।
দদর্শ লিঙ্গমধ্যস্থং স্বভাসা দীপিতাম্বরম্॥ ১৬।
পুনস্তুষ্টাব বেদোক্তৈরুদ্রসূক্তৈরনেকধা।
বিনিষ্ক্রম্য ততো লিঙ্গাদাবির্ভূয় ভবোঽবদৎ॥ ১৭।

যাত্রা অবশ্য কর্ত্তব্য; মুক্তিদায়িনী কাশীপুরী সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার অপরিত্যাজ্য॥ ১১॥ তথায় দেহ বিসর্জ্জন করিলে সর্ব্বজীবের কর্ম্মবীজ, বিশ্বেশ্বরের নয়নাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহা আর অঙ্কুরিত হইতে পায় না॥ ১২॥ হে বৃত্রারে! বৃত্রবধ পাপ হইতে মুক্তিলাভার্থ তুমি কাশী যাত্রা করিয়া বিশ্বমুক্তি-প্রদায়ক বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর॥ ১৩॥ বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্রলোচন অবিলম্বে মহাপাতকনাশিনী বারাণসীতে আগমন করিলেন॥ ১৪॥

অনন্তর উত্তরবাহিনী ভাগীরথীনীরে স্নান করিয়া ধর্ম্মেশ্বর সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপের অপনয়নার্থ মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে রুদ্রমন্ত্র জপাশক্ত হইয়া ধ্যানপরায়ণ হওয়াতে লিঙ্গমধ্যস্থ গগণব্যাপ্তজ্যোতিঃ ত্রিলোচনকে নেত্রগোচর করিলেন॥ ১৫॥১৬॥ তদ্দর্শনে দেবরাজ পুনরায় বেদাগমোক্ত নানা প্রকার স্তুতিবাক্যে বন্দনা করাতে বিশ্বেশ্বর তল্লিঙ্গ হইতে তৎসমীপে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে

শচীপতে প্রসন্নোঽস্মি বরং বরয় সুব্রত।
কিং দেয়ং ক্রতমাখ্যাহি ধর্ম্মপীঠকৃতাস্পদ॥ ১৮।
শ্রুত্বেতি দেবদেবস্য সপ্রেমবচনং হরিঃ।
সর্ব্বজ্ঞ কিং তেঽবিদিতং তমুবাচেতি বৃত্রহা॥ ১৯।
ততস্তৎকৃপয়ানুন্নো ধর্ম্মপীঠনিষেবণাৎ।
নিষ্পাদ্য তীর্থং তত্রেশোঽত্র স্নাহীন্দ্রেতি চাব্রবীৎ॥২০।
তত্রেন্দ্রঃ স্নানমাত্রেণ দিব্যগন্ধোঽভবৎ ক্ষণাৎ।
অবাপ চ রুচিঞ্চারুং প্রাক্তনীং শাতযাজ্ঞিকীম্॥ ২১।
তদাশ্চর্য্যমহো দৃষ্টা মুনয়ো নারদাদয়ঃ।
পরিসস্নুর্মুদাযুক্তা ধর্ম্মতীর্থেঽঘহারিণি॥ ২২।
অতর্পয়ন্ পিতৃন্ দিব্যান্ ব্যধুঃ শ্রাদ্ধানি শ্রদ্ধয়া।
ধর্ম্মেশং স্নাপয়ামাসুস্তত্তীর্থাম্বুভৃতৈর্ঘটৈঃ॥ ২৩।
তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং ধর্ম্মান্ধুরিতি বিশ্রুতম্।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানামক্লেশং ক্ষালনং পরম্॥ ২৪।

শচীপতে! তুমি ধর্ম্মপীঠ সমাশ্রয় করিয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। হে সুব্রত! তুমি কি বর প্রার্থনা কর, শীঘ্র বল॥ ১৭॥ ১৮॥ বিশ্বেশ্বরের এই সপ্রেমবাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! তোমার কিছুই অবিদিত নাই॥ ১৯॥ অনন্তর ধর্ম্মপীঠ-নিসেবন-পুণ্যফলে তৎপ্রতি কৃপান্বিত হইয়া, বিশ্বেশ্বর তথায় এক কূপ সংস্থাপনপূর্ব্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি এই তীর্থে স্নান কর॥ ২০॥ ইন্দ্র তথায় স্নান করিবামাত্র শতযাজ্ঞিকী সুচারু প্রাক্তনী রুচি প্রাপ্ত হইয়া দিব্যরূপ ধারণ করিলেন॥ ২১॥ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া নারদাদি ঋষিগণ সানন্দচিত্তে সেই পাপহর ধর্ম্মতীর্থে স্নান করিলেন॥ ২২॥ অতঃপর তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তথায় পিতৃদেবগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া, সেই তীর্থবারিপূর্ণ ঘটে ধর্ম্মেশ্বরকে স্নান করাইলেন॥ ২৩॥ তদবধি সেই তীর্থ ধর্ম্মকূপ নামে বিখ্যাত

যৎ ফলং তীর্থরাজস্য স্নানেন পরিকীর্ত্ত্যতে।
সহস্রগুণিতং তৎ স্যাদ্ধর্ম্মাম্বুস্নানমাত্রতঃ॥ ২৫।
গঙ্গাদ্বারে কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো ধর্ম্মতীর্থে তদাপ্নুয়াৎ॥ ২৬।
নর্ম্মদায়াং সরস্বত্যাং গৌতম্যাং সিংহগে গুরৌ।
স্নাত্বা যৎ ফলমাপ্যেত ধর্ম্মকূপে তদাপ্নুয়াৎ॥ ২৭।
মানসে পুষ্করে চৈব দ্বারিকে সাগরে তথা।
তীর্থে স্নাত্বা ফলং যৎ স্যাত্তৎ স্যাদ্ধর্ম্মজলাশয়ে॥ ২৮।
কার্ত্তিক্যাং সূকরক্ষেত্রে চৈত্র্যাং গৌরীমহাহ্রদে।
শঙ্খোদ্ধারে হরিদিনে যৎ ফলং তৎ ফলন্ত্বিহ॥ ২৯।
তীর্থদ্বয়ে প্রতীক্ষন্তে সিস্নাসূন্ পিতরো নরান্।
গঙ্গায়াং ধর্ম্মকূপে চ পিণ্ডনির্ব্বপণাশয়া॥ ৩০।
পিতামহসমীপে বা ধর্ম্মেশস্যাগ্রতোঽথবা।
ফল্গৌ চ ধর্ম্মকূপে চ মাদ্যন্তি প্রপিতামহাঃ॥ ৩১।

হইল। তথায় ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ অক্লেশে বিমোচন হয়॥ ২৪॥ প্রয়াগ স্নানে যে ফল, ধর্ম্মকূপে স্নান করিলে তাহার সহস্রগুণ ফল হয়॥ ২৫॥ হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করিলে যে ফল, ধর্ম্মকূপে স্নান করিলে সেই ফল হয়॥ ২৬॥ সিংহরাশিতে বৃহস্পতিসঞ্চারে নর্ম্মদা, সরস্বতী ও গোদাবরীতে স্নান করিলে যে ফল, ধর্ম্মকূপে স্নান করিলে সেই ফল হয়। ২৭॥ মানসসরোবর, পুষ্কর এবং প্রভাসতীর্থে স্নান করিলে যে ফল, ধর্ম্মকূপে স্নান করিলে সেই ফল হয়॥ ২৮॥ কার্ত্তিকমাসে ভাগীরথীতে, চৈত্রমাসে কেদারতীর্থে এবং হরিবাসরে শঙ্খদ্বারে স্নান করিলে যে ফল, ধর্ম্মকূপে স্নান করিলে সেই ফল হয়॥ ২৯॥ নরগণ গঙ্গাস্নানে এবং ধর্ম্মকূপস্নানে অভিলাষী হইলে তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডলাভাশয়ে উক্ত উভয়তীর্থে প্রতীক্ষা করেন॥ ৩০॥ পিতামহেশ্বর সমীপে, ধর্ম্মেশ্বর সমীপে এবং ফল্গু-

ধর্ম্মকূপে নরঃ স্নাত্বা পরিতর্প্য পিতামহান্‌।
গয়াং গত্বা কিমধিকং কর্ত্তা পিতৃ মুদাবহম্‌ ॥ ৩২ ।
যথা গয়ায়াং তৃপ্তাঃ স্যুঃ পিণ্ডদানে পিতামহাঃ ।
ধর্ম্মতীর্থে তথৈব স্যুর্ন ন্যূনং নৈব চাধিকম্‌ ॥ ৩৩ ।
তে ধন্যাঃ পিতৃভক্তাস্তে প্রীণিতাস্তৈঃ পিতামহাঃ ।
পৈত্রাদৃণাদ্ধর্ম্মতীর্থে নিষ্কৃতির্যৈঃ কৃতাসু তৈঃ ॥ ৩৪ ।
তত্তীর্থস্য প্রভাবেন নিষ্পাপোঽভূৎ ক্ষণেন চ ।
প্রণম্য দেবদেবেশমিন্দ্রোঽগাদমরাবতীম্‌ ॥ ৩৫ ।
অপারো মহিমা তস্য ধর্ম্মতীর্থস্য কুম্ভজ ।
তৎ কূপে স্বং নিরীক্ষ্যাপি শ্রাদ্ধদানফলং লভেৎ ॥ ৩৬
তত্রাপি কাকিণীমাত্রং যচ্ছেৎ পিতৃমুদে নরঃ ।
অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি ধর্ম্মপীঠপ্রভাবতঃ ॥ ৩৭ ।

তীরে জীবের পিতৃ-পুরুষগণ আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥ যাহারা ধর্ম্মকূপে স্নান করিয়া তথায় পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করে, তাহারা গয়ায় গমন করিয়া পিতৃগণের আর কি অধিক তৃপ্তিসাধন করিবে ? ৩২ ॥ গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের যেরূপ তৃপ্তিলাভ হয়, ধর্ম্মকূপেও তদ্রূপ হইয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র ন্যূনাধিক্য নাই ॥ ৩৩ ॥ যে সকল পুত্র ধর্ম্মকূপে পিতৃগণের প্রীতিসাধন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়, তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই পিতৃভক্ত ॥ ৩৪ ॥ সেই তীর্থ প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়া বিশ্বেশ্বরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক অমরাবতীতে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ হে কুম্ভজ ! ধর্ম্মকূপের অপার মহিমা । সেই কূপে নিজপ্রতিবিম্ব দর্শন করিলেই শ্রাদ্ধদানের ফললাভ হয় ॥ ৩৬ ॥ সেই তীর্থে পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত একটীমাত্র কপর্দ্দক দান করিলেও ধর্ম্মপীঠ প্রভাবে অক্ষয় ফল লাভ

তত্র যো ভোজয়েদ্বিপ্রান্ যতিনোঽথ তপস্বিনঃ।
সিক্থে সিক্থে লভেৎ সোঽথবাজপেয় ফলং স্ফুটম্ ॥৩৮
প্রাপ্যামরাবতীং শক্রস্ততো দিবিষদাম্পুরঃ।
ধর্ম্মপীঠস্য মাহাত্ম্যং মহৎ কাশ্যামবর্ণয়ৎ ॥ ৩৯।
আগত্য পুনরপ্যত্র শম্ভোরানন্দকাননে।
মুনিবৃন্দারকৈঃ সার্দ্ধং লিঙ্গমস্থাপয়দ্ধরিঃ ॥ ৪০।
তারকেশাৎ পশ্চিমত ইন্দ্রেশ্বরমিতীরিতম্।
তস্য সন্দর্শনাৎ পুংসামৈন্দ্রলোকো ন দূরতঃ ॥ ৪১।
তদ্দক্ষিণে শচীশশ্চ স্বয়ং শচ্যা প্রতিষ্ঠিতঃ।
শচীশার্চ্চনতঃ স্ত্রীণাং সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ॥ ৪২।
তৎসমীপেঽস্তিরম্ভেশো বহুসৌখ্যসমৃদ্ধিদঃ।
ইন্দ্রেশ্বরস্য পরিতো লোকপালেশ্বরোঽপরঃ ॥ ৪৩।

হয়॥ ৩৭ ॥ সেই তীর্থে যতি, ব্রাহ্মণ অথবা তপস্বীকে কণামাত্র ভোজ্য-বস্তু দান করিলেও বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয় ॥ ৩৮ ॥ হে ঘটোদ্ভব! দেব-রাজ অমরাপুরীতে গমন করিয়া দেব সভা মধ্যে কাশীস্থ ধর্ম্মপীঠ মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। অনন্তর সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ সমভিব্যাহারে পুনরায় বিশ্বেশ্বরের আনন্দ-কাননে আগমন করিয়া তারকেশ্বরের পশ্চিমে ইন্দ্রেশ্বর নামে এক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে ইন্দ্রলোক দূর-বর্ত্তী হয় না ॥ ৩৯—৪১ ॥ তাহার দক্ষিণভাগে শচীদেবী প্রতিষ্ঠিত শচীশ্বরলিঙ্গ। নারীগণ শচীশ্বরের পূজা করিলে অতুল সৌভাগ্য লাভ করে। ৪২ ॥ শচীশ্বরসমীপে সর্ব্বসুখ সমৃদ্ধিপ্রদ রম্ভেশ্বর লিঙ্গ। ইন্দ্রেশ্বর সমীপে লোকপালেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার পূজা করিলে লোকপালগণ প্রসন্ন হইয়া সমৃদ্ধি দান করেন॥ ৪৩॥ ধর্ম্মেশ্বরের পশ্চিমভাগে ধরণীশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার

তদর্চ্চনাৎ প্রসীদন্তি লোকপালাঃ সমৃদ্ধিদাঃ।
ধর্ম্মেশাৎ পশ্চিমাশায়াম্বরণীশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তদ্দর্শনেন ধৈর্য্যং স্যাদ্রাজ্যে রাজকুলাদিষু॥ ৪৪।
ধর্ম্মেশাদ্দক্ষিণে পূজ্যং তত্ত্বেশাখ্যং পরং নরৈঃ।
তত্ত্বজ্ঞানং প্রবর্ত্তেত তল্লিঙ্গস্য সমর্চ্চনাৎ॥ ৪৫।
ধর্ম্মেশাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে বৈরাগ্যেশং সমর্চ্চয়েৎ।
নির্বৃত্তিশ্চেতসস্তস্য লিঙ্গস্য স্পর্শনাদপি॥ ৪৬।
জ্ঞানেশ্বরং তথৈশান্যাং জ্ঞানদং সর্ব্বদেহিনাম্।
ঐশ্বর্য্যেশমুদীচ্যাঞ্চ লিঙ্গাদ্ধর্ম্মেশ্বরাচ্ছুভাৎ॥ ৪৭।
তদ্দর্শনাদ্ভবেন্নৃণামৈশ্বর্য্যং মনসেপ্সিতম্।
পঞ্চবক্ত্রস্য রূপাণি লিঙ্গান্যেতানি কুম্ভজ॥৪৮।
এতান্যবশ্যং সংসেব্য নরঃ প্রাপ্নোতি শাশ্বতং।
অন্যত্তত্রৈব যদ্বৃত্তং তদাখ্যামি মুনে শৃণু॥ ৪৯।
যচ্ছ্রুত্বাপি নরো ঘোরে সংসারাব্ধৌ ন মজ্জতি।
কদম্বশিখরো নাম বিন্ধ্যপাদো মহানিহ॥ ৫০।

অর্চ্চনা করিলে অক্ষয় রাজ্য লাভ হয়। ৪৪॥ ধর্ম্মেশ্বরের দক্ষিণাংশে তত্ত্বেশ্বর লিঙ্গ। সেই লিঙ্গের পূজা করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়॥ ৪৫॥ ধর্ম্মেশ্বরের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে বৈরাগ্যেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে স্পর্শ করিলে চিত্তের শান্তি লাভ হয়। ৪৬॥ তাঁহার ঈশানকোনে জ্ঞানেশ্বর লিঙ্গ। তিনি সমস্ত দেহীগণকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন॥ ৪৭॥ ধর্ম্মেশ্বরের উত্তরাংশে ঐশ্বর্য্যেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার দর্শনে অভিলষিত ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। হে কুম্ভযোনে! এই সমস্ত লিঙ্গ সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ। ইহাদিগের সেবা করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হয়। ৪৮॥ ৪৯॥

হে অগস্ত্য! সেই তীর্থের অপরাপর বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা শ্রবণ করিলে নরগণ ঘোরসংসারসাগরে নিমজ্জিত হয় না।

দমস্য পুত্রস্তত্রাসীদ্দুর্দ্দমো নাম পার্থিবঃ।
পিতর্য্যুপরতে রাজ্যং সম্প্রাপ্যাবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫১ ।
হরেৎ পুরন্ধ্রীঃ প্রসভং পৌরাণাং কামমোহিতঃ।
অসাধবঃ প্রিয়াস্তস্য সাধবোঽপ্রিয়তাং যযুঃ ॥ ৫২ ।
অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়াঞ্চক্রে দণ্ড্যেষ্বাসীৎ পরাঙ্মুখঃ।
সদৈব মৃগয়াশীলঃ সোঽভূন্মৃগয়ু সঙ্গতঃ ॥ ৫৩ ।
বিবাসিতাঃ স্ববিষয়াত্তেন সম্মতিদায়িনঃ।
ধর্ম্মাধিকারিণঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ করদীকৃতাঃ ॥ ৫৪ ।
পরদারেষু সন্তুষ্টঃ স্বদারেষু পরাঙ্মুখঃ।
আনর্চ্চ জাতুচিন্নৈব দেবৌ দুঃখান্তকারিণৌ ॥ ৫৫ ।
হারিণৌ সর্ব্বপাপানাং সর্ব্ববাঞ্ছিতদায়িনৌ।
সর্ব্বেষাং জগতীসারৌ শ্রীকণ্ঠশ্রীপতী পতী ॥ ৫৬ ।

৫০ ॥ বিন্ধ্যসমীপে কদম্বশিখর নামে একটী স্থান ছিল। তথায় দমের পুত্র দুর্দ্দমনামে এক নরপতি বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়দমনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব কামবিমোহিত হইয়া পুরবাসী যুবতী রমণীগণকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অসাধু পাষণ্ডগণকে প্রিয় এবং সাধুগণকে অপ্রিয় জ্ঞান করিতেন ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ সেই রাজা নিরপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন এবং অপরাধীকে শাসন করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা মৃগয়াশীল হইয়া ব্যাধের সহিত ভ্রমণ করিতেন ॥ ৫৩ ॥ যাহারা তাহার মতাবলম্বী না হইত, তিনি তাহাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতেন। তিনি শূদ্রগণকে ধর্ম্মাধিকরণে বিচার পতি করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণের নিকট কর গ্রহণ করিতেন ॥ ৫৪ ॥ তিনি সর্ব্বদা পরদারনিরত এবং স্বদারপরাঙ্মুখ ছিলেন। কদাচ ভবদুঃখবিনাশন সর্ব্বপাপবিমোচন, বাঞ্ছাসিদ্ধিপ্রদ জগতের সারভূত হরিহরের অর্চ্চনা করিতেন না। সেই রাজা দুর্দ্দম যেন অকালে প্রজাগণের ক্ষয়ের নিমিত্ত দ্বিতীয়

স্বপ্রজাস্বেক উদিতো ধূমকেতুরিবাপরঃ।
দুর্দ্দমো নাম ভূপালঃ ক্ষয়ায়াকাণ্ড এব হি॥ ৫৭।
স কদাচিন্মৃগয়ুভিঃ পাপর্দ্ধি ব্যসনাতুরঃ।
সার্দ্ধং বিবেশারণ্যানি গৃষ্টিপৃষ্ঠানুগো হয়ী॥ ৫৮।
একাকী দৈবযোগেন দুর্দ্দমঃ সোঽবনীপতিঃ।
ধন্বী তুরঙ্গমারূঢ়োঽবিশদানন্দকাননম্॥ ৫৯।
স বিলোক্যাথ সর্ব্বত্র পাদপানবকেশিনঃ।
সুচ্ছায়াংশ্চ সুবিস্তারান্ গতশ্রম ইবাভবৎ॥ ৬০।
সুগন্ধেন সুশীতেন সুমন্দেন সুবায়ুনা।
ক্ষণং সংবীজিতো রাজা পল্লবব্যজনৈঃ কুজৈঃ॥ ৬১।
কেবলং মৃগয়া জাতস্তংখেদো ন ব্যপাব্রজৎ।
আজন্মজনিতঃ খেদো নিরগাত্তদ্বনেক্ষণাৎ॥ ৬২।
মধ্যে বনং স চাপশ্যৎ প্রাসাদং চুম্বিতাম্বরম্।
মহারত্নশলাকানাং রম্যমেকমিবাকরম্॥ ৬৩।

ধূমকেতুরূপে উদিত হইয়াছিলেন। সেই পাপাত্মা ব্যসনাশক্ত দুর্দ্দম একদা ব্যাধগণের সহিত অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃগের অনুসরণ ক্রমে একাকী ধনুর্ব্বাণ হস্তে অশ্বারোহণে দৈবযোগে আনন্দ কাননে উপনীত হইয়াছিল। ৫৫—৫৯॥ সেই রাজা এতকাল সর্ব্বত্রে ফলহীন বৃক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, অধুনা যেন সুবিস্তার সুস্নিগ্ধ ছায়াবিশিষ্ট তরুতলে শ্রান্তিদূর করিলেন। ক্ষণকাল সেই বৃক্ষপল্লবের সুগন্ধ, সুশীতল, সুমন্দ সমীরণ সেবন করিয়া কেবল তাহার মৃগয়াজনিত শ্রান্তিদূর হইল এরূপ নহে, তাহার আজন্মসঞ্চিত সমস্ত ক্লান্তিও নিরাকৃত হইল। অনন্তর তিনি সেই কাননমধ্যে সমস্ত মহারত্নের রমণীয় আকরস্বরূপ, অম্বরচুম্বিত প্রাসাদ নয়নগোচর করিয়া অশ্ব হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ধর্ম্মেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়া আত্মাকে শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিলেন। মনে মনে কহিলেন, অদ্য আমি ধন্য হইলাম, অদ্য আমার

অথাবরুহ্য তুরগাৎ স ভূপালোঽতিবিস্মিতঃ।
ধর্ম্মেশমণ্ডপং প্রাপ্য স্বাত্মানং প্রশসংস হ ॥ ৬৪ ।
ধন্যোঽস্ম্যহং প্রসন্নোঽস্মি ধন্যে মেঽদ্যবিলোচনে।
ধন্যমদ্য তনঞ্চাহর্যদপশ্যমিমাম্ভুবম্ ॥ ৬৫ ।
পুনর্নিনিন্দ চাত্মানং ধর্ম্মপীঠপ্রভাবতঃ।
ধিঙ্মাং দুর্জ্জনসংসর্গত্যক্তসজ্জনসঙ্গমম্ ॥ ৬৬ ।
জন্তূদ্বেগকরং মূঢ়ং প্রজাপীড়নপণ্ডিতম্।
পরদারপরদ্রব্যাপহৃত্যা সুখমানিনম্ ॥ ৬৭ ।
অদ্য যাবন্মম গতং বৃথাজন্মাল্পমেধসঃ।
ধর্ম্মস্থানানীদৃশানি যদ্দৃষ্টানি ন কুত্রচিৎ ॥ ৬৮ ।
এবং বহুবিনিন্দ্য স্বং নত্বা ধর্ম্মেশ্বরং বিভুম্।
আরুহ্যাশ্বং যযৌ রাজা দুর্দ্দমো বিষয়ং স্বকম্ ॥ ৬৯ ।
ততোঽমাত্যান্ সমাহূয় ক্রমাযাতাম্ চিরন্তনান্।
নবীনান্ পরিনির্বাস্য পৌরাংশ্চাপি সমাহ্বয়ৎ ॥ ৭০ ।

চিত্ত প্রসন্ন হইল, অদ্য আমার লোচনদ্বয় ধন্য হইল। এই স্থানে যাহা আমি দর্শন করিলাম, তাহাতে অদ্যকার দিনই আমার সার্থক হইল। এইরূপ চিন্তা করনানন্তর তিনি পুনরায় আত্মাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, আমি জন্মাবধি সজ্জনসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্জ্জন সংসর্গে নিরত ছিলাম, অতএব আমাকে ধিক্। আমি এতকাল মূঢ়ের ন্যায় প্রাণীগণকে উৎপীড়ন করিয়াছি। প্রজাপীড়নে সবিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছি, পরদার এবং পরদ্রব্যাপহরণে পরম সুখানুভব করিয়াছি, অতএব আমাকে ধিক্। আমি অজ্ঞান; জীবনের এতাবৎকাল আমার বৃথাই গত হইয়াছে। আমি ঈদৃশ ধর্ম্মস্থান কুত্রাপি দর্শন করি নাই। ৬০—৬৮ ॥ রাজা দুর্দ্দম এইরূপ বহুবিধ আত্মভর্ৎসন করিয়া ধর্ম্মেশ্বরকে নমস্কারপূর্ব্বক পুনরায় অশ্বারোহণে স্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি অভিনব মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিয়া, কুল-

ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্কৃত্য তেভ্যো বৃত্তীঃ প্রদায় চ।
পুত্রে রাজ্যং সমারোপ্য প্রজা ধর্ম্মে নিবেশ্য চ ॥ ৭১।
পরিদণ্ড্য চ দণ্ডার্হান্ সাধূংশ্চ পরিতোষ্য চ।
দারানপি পরিত্যজ্য বিষয়েষু পরাঙ্মুখঃ ॥ ৭২।
সমাগচ্ছদথৈকাকী কাশীং শ্রেয়ো বিকাশিনীম্।
ধর্ম্মেশ্বরং সমারাধ্য কালান্নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥ ৭৩।
ধর্ম্মেশদর্শনান্নিত্যং তথাভূতঃ স দুর্দ্দমঃ।
বভূব দমিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রান্তে মোক্ষঞ্চ লব্ধবান্ ॥ ৭৪।
ইত্থং ধর্ম্মেশমাহাত্ম্যং ময়া স্বল্পং নিরূপিতম্।
ধর্ম্মপীঠস্য মাহাত্ম্যং সম্যক্কো বেদ কুম্ভজ ॥ ৭৫।
ইদং ধর্ম্মেশ্বরাখ্যানং যঃ শ্রোষ্যতি নরোত্তমঃ।
আজন্মসঞ্চিতাৎ পাপাৎ স মুক্তো ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৭৬।
শ্রাদ্ধকালে বিশেষেণ ধর্ম্মেশাখ্যানমুত্তমম্।
শ্রাবয়েৎ ব্রাহ্মণো ধীমান্ পিতৄণাং তৃপ্তিকারণম্ ॥ ৭৭।

পরম্পরাগত প্রাচীন অমাত্যবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক পদস্থ করিলেন। পুরবাসী-গণকে আহ্বান করনানন্তর ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত পূজা ও বৃত্তিদানপূর্ব্বক পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন এবং দণ্ডার্হগণকে দণ্ডপ্রদান ও সাধুগণের পরি-তোষ বিধান করিয়া দারা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয় পরাঙ্মুখ হইয়া একাকী শ্রেয়োবিধায়িনী কাশীপুরীতে গমন করিলেন। তথায় ভক্তিভাবে নিত্য ধর্ম্মেশ্বরদর্শনে ও ধর্ম্মেশ্বরের আরাধনায় সেই রাজা দুর্দ্দম সংযতাত্মা হইয়া অন্তকালে নির্ব্বাণমোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬৯—৭৪ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভজ! আমি ধর্ম্মেশ্বরের এই যৎকিঞ্চিন্মাত্র মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তাঁহার পূর্ণমাহাত্ম্য কোন্ ব্যক্তি নিরূপণ করিতে সমর্থ? ৭৫ ॥ হে মুনিবর! যিনি এই ধর্ম্মেশ্বর মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, সেই নরো-ত্তম তৎক্ষণাৎ আজন্মসঞ্চিত সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৭৬ ॥ বিশেষতঃ

ধর্ম্মাখ্যানমিদং শৃণ্বন্নপি দূরস্থিতঃ সুধীঃ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তো গন্তান্তে শিবমন্দিরম্॥ ৭৮।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ধর্ম্মেশ্বরাখ্যানং নাম
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রাদ্ধকালে পিতৃপুরুষের তৃপ্তির নিমিত্ত ধীমান্ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে ধর্ম্মেশ্বর মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবেন॥ ৭৭॥ ধীমান্ ব্যক্তি অন্যত্রে অবস্থিত হইয়াও যদি ধর্ম্মেশ্বরের এই আখ্যান শ্রবণ করে, তাহা হইলে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া তাহার শিবলোকে বাস হয়॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ধর্ম্মেশ্বরাখ্যান
নাম একাশীতিতম অধ্যায়।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

বীরেশস্য মহেশান শ্রূয়তে মহিমা মহান্।
পরাং সিদ্ধিং পরাপেতুস্তত্র সিদ্ধাঃ পরঃ শতাঃ॥ ১।
কথমাবির্ভবস্তস্য কাশ্যাং লিঙ্গবরস্য তু।
আশুসিদ্ধিপ্রদস্যেহ তন্মে ব্রূহি জগৎপতে॥ ২।

মহেশ্বর উবাচ।

নিশাময় মহাদেবি বীরেশাবির্ভবং পরম্।
যং শ্রুত্বাপি নরঃ পুণ্যং প্রাপ্নোতি বিপুলং শিবে॥ ৩।
আসীদমিত্রজিন্নাম রাজা পরপুরঞ্জয়ঃ।
ধার্ম্মিকঃ সত্বসম্পন্নঃ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ॥ ৪।
যশো ধনো বদান্যশ্চ সুধীর্ব্রাহ্মণদৈবতঃ।
সদৈবাবভৃথস্নানপরিক্লিন্নশিরোরুহঃ॥ ৫।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমি শ্রবণ করিয়াছি, বীরেশ্বরের মহিমা অতি মহান্! শত শত সিদ্ধপুরুষ তাঁহার আরাধনায় পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে জগৎপতে! কিরূপে সেই আশুসিদ্ধিপ্রদ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ কাশীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর॥ ১॥ ২॥ মহেশ্বর কহিলেন, হে মহাদেবি! আমি বীরেশ্বরের আবির্ভাব বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে শিবে! তাহা শ্রবণ করিলে জীবের বিপুল পুণ্য লাভ হয়॥ ৩॥ পূর্ব্বকালে অমিত্রজিৎ নামে রিপুপুরবিজয়ী, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্বসম্পন্ন, প্রজারঞ্জনতৎপর, যশোধন, অতি বদান্য, ধীশক্তিসম্পন্ন, দেবদ্বিজভক্ত, অবভৃথস্নায়ী, অতি বিনীত, রাজনীতি সম্পন্ন, সমস্ত ক্রিয়াকুশল, সর্ব্বশাস্ত্র

বিনীতো নীতিসম্পন্নঃ কুশলঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
বিদ্যাব্ধিপারদৃশ্বা চ গুণবান্ গুণিবৎসলঃ ॥ ৬ ।
কৃতজ্ঞো মধুরালাপঃ পাপকর্ম্মপরাঙ্মুখঃ ।
সত্যবাক্ শৌচনিলয়ঃ স্বল্পবাগ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭ ।
রণাঙ্গণে কৃতান্তাভঃ সংখ্যাবাংশ্চ সদোঽজিরে ।
কামিনীকামকেলিজ্ঞো যুবাপি স্থবিরপ্রিয়ঃ ॥ ৮ ।
ধর্ম্মার্থৈর্ধিতকোশশ্চ সমৃদ্ধবলবাহনঃ ।
সুভগশ্চ সুরূপশ্চ সুমেধাঃ সুপ্রজাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ।
স্থৈর্য্যধৈর্য্যসমাপন্নো দেশকালবিচক্ষণঃ ।
মান্যমানপ্রদো নিত্যং সর্ব্বদূষণবর্জ্জিতঃ ॥ ১০ ।
বাসুদেবাঙ্ঘ্রিযুগলে চেতোবৃত্তিং নিধায় চ ।
চকার রাজ্যং নির্দ্বন্দ্বং বিঘ্নগীতিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১১ ।
অলঙ্ঘ্যশাসনঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ ।
অভুনক্ প্রচুরান্ ভোগান্ সমস্তান্বিষ্ণুসাৎ কৃতান্ ॥ ১২ ।

পারদর্শী, গুণবান, গুণগ্রাহী, কৃতজ্ঞ, মধুরালাপী, পাপকর্ম্ম-পরাঙ্মুখ, সত্যবাদী, শুদ্ধসত্ত্ব, মিতভাষী, বিজিতেন্দ্রিয়, সমরাঙ্গনে কৃতান্ত তুল্য, কামিনী-কাম-কেলিজ্ঞ, বলবাহন-সম্পন্ন, নবীনবয়স অথচ স্থবিরপ্রিয়, সৌভাগ্যবান, পরম রূপবান, মেধাবী, সুপ্রজাশ্রয়, স্থৈর্য্যধৈর্য্য-সম্পন্ন, দেশকাল-বিচক্ষণ, মানীজনমানপ্রদ, এবং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত এক নরপতি ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সভামধ্যে পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার রাজ-কোষে কেবল ধর্ম্মার্থই অর্থ সঞ্চিত হইত। সেই রাজা সর্ব্বদা বাসুদেবের চরণযুগলে চিত্তবিধান করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যপালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ষড়বিধ উপদ্রব ছিল না। তাঁহার শাসন অলঙ্ঘনীয়। সেই শ্রীমান্ নরপতি সর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। বিষ্ণুকে প্রচুর ভোগ নিবেদন না করিয়া স্বয়ং কিছুমাত্র ভক্ষণ করিতেন না।

হরেরায়তনান্যুচ্চৈঃ প্রতিসৌধং পদে পদে।
তস্য রাজ্যে সমভবন্ মহাভাগ্যনিধেঃ শিবে ॥ ১৩।
গোবিন্দ গোপ গোপাল গোপীজনমনোহর।
গদাপাণে গুণাতীত গুণাদ্য গরুড়ধ্বজ ॥ ১৪।
কেশিহৃৎ কৈটভারাতে কংসারে কমলাপতে।
কৃষ্ণ কেশব কঞ্জাক্ষ কীনাশভয়নাশন ॥ ১৫।
পুরুষোত্তম পাপারে পুণ্ডরীকবিলোচন।
পীতকৌশেয়বসন পদ্মনাভ পরাৎপর ॥ ১৬।
জনার্দ্দন জগন্নাথ জাহ্নবীজলজন্মভূঃ।
জন্মিনাং জন্মহরণ জঞ্জপূকাঘনাশন ॥ ১৭।
শ্রীবৎসবক্ষঃ শ্রীকান্ত শ্রীকর শ্রেয়সাং নিধে।
শ্রীরঙ্গ শার্ঙ্গকোদণ্ড শৌরে শীতাংশুলোচন ॥ ১৮।
দৈত্যারে দানবারাতে দামোদর দুরন্তক।
দেবকীহৃদয়ানন্দ দন্দশূকেশ্বরেশয় ॥ ১৯।

হে শিবে! সেই মহাভাগ্যবান রাজার রাজ্যে প্রতিস্থানে উচ্চায়তন হরিমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল ॥ ৪—১৩ ॥

বিশ্বেশ্বর কহিলেন হে দেবি! সেই রাজ্যমধ্যে "হে গোবিন্দ! হে গোপগোপাল! হে গোপীজনমনোহর! হে গদাধর! হে গুণাতীত! হে গুণাকর! হে গরুড়ধ্বজ! হে কেশীনিসূদন! হে কৈটভারে! হে কংসারাতে! হে কমলাপতে! হে কৃষ্ণ! হে কেশব! হে কমলাক্ষ! হে কালভয়ভঞ্জন! হে পুরুষোত্তম! হে পাপনাশন! হে রাজীবলোচন! হে পীতাম্বর! হে পদ্মনাভ! হে পরাৎপর! হে জনার্দ্দন! হে জগন্নাথ! হে জাহ্নবীজন্মকারণ! হে জন্মবারণ। হে ভক্ত-কল্মষনাশন! হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন! হে শ্রীকান্ত! হে শ্রীকর! হে সর্ব্বমঙ্গলনিদান! হে লক্ষ্মীকান্ত! হে শার্ঙ্গপাণে! হে শৌরে! হে শীতাংশুলোচন! হে দৈত্য-

বিষ্ণো বৈকুণ্ঠনিলয় বাণারে বিষ্টরশ্রবঃ।
বিষ্বক্‌সেন বিরাধারে বনমালিন্‌ বনপ্রিয় ॥ ২০ ।
ত্রিবিক্রম ত্রিলোকীশ চক্রপাণে চতুর্ভুজ।
ইত্যাদীনি পবিত্রাণি নামানি প্রতিমন্দিরম্‌ ॥ ২১ ।
স্ত্রীবৃদ্ধবালগোপালবদনোদীরিতানি তু।
শ্রূয়ন্তে যত্র কুত্রাপি রম্যাণি মধুবিদ্বিষঃ ॥ ২২ ।
সুরসাকাননান্যেব বিলোক্যন্তে গৃহে গৃহে।
চরিত্রাণি বিচিত্রাণি পবিত্রাণ্যব্ধিজাপতেঃ ॥ ২৩ ।
সৌধভিত্তিষু দৃশ্যন্তে চিত্রকৃন্নির্ম্মিতানি তু।
ঋতে হরিকথায়াস্তু নান্যা বার্ত্তা নিশম্যতে ॥ ২৪ ।
হরিণা নৈব বিধ্যন্তে হরিনামাংশধারিণঃ।
তস্য রাজ্ঞো ভয়াদ্ব্যাধৈররণ্যসুখচারিণঃ ॥ ২৫ ।
ন মৎস্যা নৈব কমঠা ন বরাহাশ্চ কেনচিৎ।
হন্যন্তে ক্বাপি তদ্ভীত্যা মৎস্যমাংসাশিনাপি বৈ ॥ ২৬ ।

নিসূদন! হে দানবারে! হে দামোদর! হে দুঃখনাশন! হে দেবকী-হৃদয়ানন্দ! হে অনন্তশায়িন্‌! হে বিষ্ণো! হে বৈকুণ্ঠনাথ! হে বাণাসুবমর্দ্দন! হে ক্রব্যাদনাশন! হে বিষ্বক্‌সেন! হে বিরাধনিধন! হে বনমালিন্‌! হে বনপ্রিয়!” ইত্যাদি মধুসূদনের পবিত্র নাম সর্ব্বত্র সর্ব্বদা শ্রুতিগোচর হইত ॥ ১৪—২২ ॥ সেই মহাত্মা নরনাথের রাজ্যে প্রতি গৃহে তুলনারহিত তুলসীকানন এবং মনোভাবন ভবনের প্রতি ভিত্তিতে বিচিত্র ও পরম পবিত্র হরির চরিত্র সকল লিপিবদ্ধ থাকাতে চমৎকার শোভা বিস্তার করিত; এবং রাজ্যস্থ সমস্ত ব্যক্তির মুখে হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন নামই শ্রুতিগোচর হইত না ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ হে দেবি! ব্যাধগণ সেই রাজার ভয়ে কাননমধ্যে স্বচ্ছন্দবিহারী হরিনামাংশধারী হরিণগণকে বধ করিতে পারিত না ॥ ২৫ ॥ তাঁহার ভয়ে কোন মাংসাশী লোকেও মৎস্য কূর্ম্ম

অপ্যুত্তানশয়াস্তস্য রাষ্ট্রে মিত্রজিতঃ ক্বচিৎ।
স্তনপানং ন কুর্ব্বন্তি সম্প্রাপ্য হরিবাসরম্ ॥ ২৭ ।
পশবোঽপি তৃণাহারং পরিত্যজ্য হরের্দ্দিনে।
উপোষণপরাজাতা অন্যেষাং কা কথা নৃণাম্ ॥ ২৮ ।
মহামহোৎসবঃ সর্ব্বৈঃ পুরৌকোভির্বিতন্যতে।
তস্মিন্ প্রশাসতি ভুবং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥ ২৯ ।
স এব দণ্ড্যোঽভূত্তস্য রাজ্ঞো মিত্রজিতঃ ক্ষিতৌ।
যো বিষ্ণুভক্তিরহিতঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥ ৩০ ।
অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সম্প্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সম্বভুঃ ॥ ৩১ ।
শুভানি যানি কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তেঽনুদিনং জনৈঃ।
বাসুদেবে সমর্প্যন্তে তানি তৈরফলেপ্সুভিঃ ॥ ৩২ ।
বিনামুকুন্দগোবিন্দপরমানন্দমচ্যুতম্।
নান্যো জপ্যেত মন্যেত ন ভজ্যেত জনৈঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৩ ।

ও বরাহাদি কোন প্রকার প্রাণী বধ করিতে পারিত না ॥২৬॥ হে শিবে! সেই অমিত্রজিতের রাজ্যে অপরসাধারণ মনুষ্যের উপবাসের কথা কি কহিব, দুগ্ধ পোষ্য শিশুও হরিবাসরে স্তন্যপান করিত না; পশুগণও তৃণ ভক্ষণ করিত না ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ তাঁহার রাজ্যে সমস্ত পুরবাসীগণ হরিবাসরে উপবাস করিয়া মহা মহোৎসবে প্রমোদিত হইত ॥ ২৯ ॥ রাজা অমিত্রজিতের রাজ্যে যাহারা বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ না হইত, রাজা তাহাদিগের অর্থদণ্ড অথবা প্রাণ-দণ্ড করিতেন ॥ ৩০ ॥ তাঁহার রাজ্যে শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণের ন্যায় শঙ্খচক্রাদি চিহ্নধারণ পূর্ব্বক হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইত ॥ ৩১ ॥ তাঁহার রাজ্যে সকলেই অনুদিন নিষ্কাম হইয়া যাবতীয় শুভকর্ম্ম বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ সমর্পণ করিত ॥ ৩২ ॥ মুকুন্দ গোবিন্দ পরমানন্দ অচ্যুত ভিন্ন তাঁহার রাজ্যে কেহই অপর

কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ কৃষ্ণ এব পরাগতিঃ।
কৃষ্ণএব পরো বন্ধুস্তস্যাসীদবনীপতেঃ॥ ৩৪॥
এবং তস্মিন্ মহীপালে রাজ্যং সম্যক্ প্রশাসতি।
একদা নারদঃ শ্রীমান্ তং দিদৃক্ষুঃ সমাযযৌ॥ ৩৫।
রাজ্ঞা সমর্চ্চিতঃ সোঽথ মধুপর্কবিধানতঃ।
নারদো বর্ণয়ামাস তমমিত্রজিতং নৃপম্॥ ৩৬।

নারদ উবাচ।

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি মান্যোপ্যসি দিবৌকসাম্।
সর্ব্বভূতেষু গোবিন্দং পরিপশ্যন্ বিশাম্পতে॥ ৩৭।
যো বেদপুরুষো বিষ্ণুর্যো যজ্ঞপুরুষো হরিঃ।
যোঽন্তরাত্মাস্য জগতঃ কর্ত্তা হর্ত্তাবিতা বিভুঃ॥ ৩৮।
তন্ময়ং পশ্যতো বিশ্বং তব ভূপালসত্তম।
দর্শনং প্রাপ্য শুভদং শুচিত্বমগমং পরম্॥ ৩৯।

নাম জপ, মনন অথবা ভর্জনা করিত না॥ ৩৩॥ রাজা অমিত্রজিৎ শ্রীকৃষ্ণকেই পরমদেবতা, পরমগতি এবং পরমবন্ধু জ্ঞান করিতেন॥ ৩৪॥ সেই মহীপাল এইরূপে রাজ্যপালন করিতেছিলেন, একদা দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই রাজ্যে আগমন করিলেন॥ ৩৫॥ রাজা যথাবিধি মধুপর্ক বিধানে তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, নারদ তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি সর্ব্বভূতেই ভগবান গোবিন্দকে দর্শন করিয়া থাক; ইহসংসারে তুমিই ধন্য, তুমিই কৃতকৃত্য এবং তুমি দেবগণেরও মাননীয়॥ ৩৬॥ ৩৭॥ হে মহীপতে! যে হরি বেদপুরুষ, যিনি যন্ত্রপুরুষ, যিনি জগতের অন্তরাত্মা এবং যিনি সংসারের সৃজন, পালন ও সংহারকর্ত্তা, তুমি সর্ব্বভূতে তন্ময় দর্শন করিয়া থাক, অতএব তোমার দর্শনে অদ্য আমার পবিত্রতা লাভ হইল॥ ৩৮॥ ৩৯॥ হে মহারাজ! এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে কমলা-

এক এব হি সারোঽত্র সংসারে ক্ষণভঙ্গুরে।
কমলাকান্তপাদাব্জভক্তিভাবোঽখিলপ্রদঃ ॥ ৪০ ।
পরিত্যজ্য হি যঃ সর্ব্বং বিষ্ণুমেকং সদা ভজেৎ।
সুমেধসন্তুজন্তে তং পদার্থাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৪১ ।
হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যং গতান্যহো।
স এব স্থৈর্য্যমাপ্নোতি ব্রহ্মাণ্ডেঽতীব চঞ্চলে ॥ ৪২ ।
যৌবনং ধনমায়ুষ্যং পদ্মিনীজলবিন্দুবৎ।
অতীব চপলং জ্ঞাত্বা চ্যুতমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৩ ।
বাচি চেতসি সর্ব্বত্র যস্য দেবো জনার্দ্দনঃ।
স এব সর্ব্বদা বন্দ্যো নররূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৪ ।
নির্ব্যাজপ্রণিধানেন শীলয়িত্বা শ্রিয়ঃ পতিম্।
পুরুষোত্তমতাং কো ন প্রাপ্তবানিহ ভূতলে ॥ ৪৫ ।
অনয়া বিষ্ণুভক্ত্যা তে সন্তুষ্টেন্দ্রিয়মানসঃ।
উপকর্ত্তুমনা ব্রূয়াং তন্নিশাময় ভূপতে ॥ ৪৬ ।

কান্ত পদাম্বুজে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী ভক্তিই একমাত্র সার পদার্থ ॥ ৪০ ॥ হে ভূপতে! যিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা একমাত্র বিষ্ণুকে ভজনা করেন, জগতের সমস্ত পদার্থ সেই সাধুপুরুষকে ভজনা করে ॥ ৪১ ॥ হে মহারাজ! হৃষীকেশে যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিশ্চল হয়, সেই পুণ্যাত্মা এই চঞ্চলা অবনী মধ্যে মনের শান্তি লাভ করে ॥ ৪২ ॥ হে রাজন্! সংসারে ধন, যৌবন, পরমায়ু সমস্তই পদ্মিনীদলগত জলবিন্দুবৎ অতীব চঞ্চল ইহা জ্ঞান করিয়া একমাত্র অচ্যুতের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪৩ ॥ হে মহাভাগ! যিনি সর্ব্বত্রই বাক্যমনে কেবল ভগবান জনার্দ্দনের সেবা করেন, তিনিই নররূপী জনার্দ্দন। সেই পুণ্যবান সর্ব্বদাই সকলের বন্দনীয় ॥ ৪৪ ॥ অকপট ভক্তিভাবে শ্রীপতির পূজা করিলে ইহ সংসারে কোন্ ব্যক্তির পুরুষোত্তমত্ব লাভ না হয়? ৪৫ ॥ হে ভূপতে! তোমার এই বিষ্ণুভক্তি দর্শন

বালা বিদ্যাধরসুতা নাম্না মলয়গন্ধিনী।
ক্রীড়ন্তী পিতুরা ক্রীড়ে হৃতা কঙ্কালকেতুনা ॥ ৪৭ ।
কপালকেতু পুত্রেণ দানবেন বলীয়সা।
আগামিন্যাং তৃতীয়ায়াং তস্যাঃ পাণিগ্রহঃ কিল ॥৪৮।
পাতালে চম্পকাবত্যাং নগর্য্যাং সাস্তি সাম্প্রতম্।
হাটকেশাৎ সমাগচ্ছন্ তয়াহং সাশ্রুনেত্রয়া ॥ ৪৯ ।
দৃষ্টঃ প্রণম্য বিজ্ঞপ্তো যথা তচ্চ নিশাময়।
ব্রহ্মচারিন্ মুনিশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনশৈলতঃ ॥ ৫০ ।
বালক্রীড়নকাসক্তাং মোহয়িত্বা নিনায় সঃ।
কঙ্কালকেতুর্দুর্ব্বৃত্তো দুর্জ্জয়োন্যাস্ত্রঘাততঃ ॥ ৫১ ।
স স্বত্রিশূলঘাতেন ম্রিয়তে নান্যথা রণে।
জগৎপর্য্যাকুলীকৃত্য নিদ্রাত্যত্র বিনির্ভয়ঃ ॥ ৫২ ।

করিয়া আমার চিত্তে সাতিশয় সন্তোষ লাভ হইয়াছে, অতএব তোমার উপকারার্থ আমি এক ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪৬ ॥ মলয়গন্ধিনী নাম্নী এক বিদ্যাধর কন্যা পিতার উপবনে ক্রীড়া করিতেছিল। ইত্যবসরে কপালকেতুর পুত্র কঙ্কালকেতু নামে এক মহাবল দৈত্য তাহাকে হরণ করে। ভগবতী সেই কন্যাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, আগামী তৃতীয়াতে তাহার বিবাহ হইবে। সেই মলয়গন্ধিনী এক্ষণে পাতালে চম্পকাবতী নগরীতে অবস্থান করিতেছে। আমি যৎকালে পাতাল হইতে আগমন করি, তৎকালে সেই সাশ্রুনয়না বিদ্যাধরবালা আমাকে দর্শন করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক যাহা কহিল, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই কুমারী কহিল, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হে ব্রহ্মচারিন্! আমি গন্ধমাদন পর্ব্বতে পিতৃ উপবনে বাল্যক্রীড়া করিতেছিলাম এমন সময়ে দুর্বৃত্ত দৈত্য কঙ্কালকেতু মায়াবলে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। অন্য কোন অস্ত্রাঘাতে সেই দুর্জ্জয় দানবের মৃত্যু হইবে না; স্বকীয় ত্রিশূলাঘাতেই রণস্থলে তাহার মৃত্যু হইবে, সন্দেহ

যদি কোঽপি কৃতজ্ঞো মাং হত্বেমং দুষ্টদানবম্।
মদ্দত্তেন ত্রিশূলেন নয়েদ্ভদ্রং ভবেন্নরঃ॥ ৫৩।
যদত্রোপচিকীর্ষুস্ত্বং রক্ষ মাং দুষ্টদানবাৎ।
মমাপি হি বরো দত্তো ভগবত্যা মহামুনে॥ ৫৪।
বিষ্ণুভক্তো যুবা ধীমান্ পুত্রি ত্বাং পরিণেষ্যতি।
আতৃতীয়াতিথি যথা তদ্বাক্যং তথ্যতাং ব্রজেৎ॥ ৫৫।
তথা নিমিত্তমাত্রং ত্বং ভব যত্নং সমাচর।
ইতি তদ্বচনাদ্রাজন্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণম্।
যুবানঞ্চাপি ধীমন্তং ত্বামনুপ্রাপ্তবানহম্॥ ৫৬।
তদ্গচ্ছ কার্য্যসিদ্ধ্যৈত্বং হত্বা তং দুষ্টদানবম্।
আনয়াশু মহাবাহো শুভাং মলয়গন্ধিনীম্॥ ৫৭।
সা তু বিদ্যাধরী জীবেদ্বিলোক্য ত্বাং নরেশ্বর।
পার্ব্বতীবচনাদ্দুষ্টং ঘাতয়িষ্যত্যযত্নতঃ॥ ৫৮।

নাই। সেই দুর্দ্দান্ত দানব জগৎকে পর্য্যাকুলিত করিয়া নির্ভয়ে এই স্থানে নিদ্রা যাইতেছে। যদি কোন কৃতজ্ঞ মানব মদ্দত্ত ত্রিশূলাঘাতে এই দুষ্ট দানবকে নিধন করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গল হইবে। হে মহামুনে! আমি দেখিতেছি, এস্থানে তুমিই আমার উপচিকীর্ষু। হে মহর্ষে! তুমি আমাকে এই দুষ্ট দানবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। হে মহাত্মন্! ভগবতী আমাকে এই বর দান করিয়াছেন যে, হে বৎসে! বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ কোন ধীমান যুবা আগামী তৃতীয়া তিথিতে তোমার পাণি গ্রহণ করিবে। হে মুনিবর! যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর, তাহা হইলে ভগবতীর বাক্য সত্য হয়। হে মহাভাগ! তুমি তৎসাধনের নিমিত্তমাত্র হইয়া, আমাকে রক্ষা করিতে যত্নবান হও॥ ৪৭—৫৬॥ হে রাজন্। সেই বিদ্যাধর কন্যা আমাকে যেরূপ কহিয়াছে, আমি তোমাকেই সেইরূপ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ, ধীমান যুবা দর্শন করিতেছি। হে মহাবাহো! তুমি তথায়

ইতি নারদবাক্যং স নিশম্যামিত্রজিন্নৃপঃ।
অনল্পোৎকলিকো জাতো বিদ্যাধরসুতাং প্রতি ॥৫৯।
উপায়ঞ্চাপি পপ্রচ্ছ গন্তুং তাং চম্পকাবতীম্।
নারদেন পুনঃ প্রোক্তং স রাজা গিরিরাজজে ॥ ৬০।
তূর্ণমর্ণবমাসাদ্য পূর্ণিমাদিবসে নৃপ।
ভবান্ দ্রক্ষ্যসি পোতস্থঃ কল্পবৃক্ষং রথস্থিতম্ ॥ ৬১।
তত্র দিব্যাঙ্গনা কাচিদ্দিব্যপর্য্যঙ্কসংস্থিতা।
বীণামাদায় গায়ন্তী গাথাং গাস্যতি সুস্বরম্ ॥ ৬২।
যৎ কর্ম্ম বিহিতং যেন শুভম্বাথ শুভেতরম্।
স এব ভুঙ্‌ক্তে তত্তথ্যং বিধিসূত্রনিযন্ত্রিতঃ ॥ ৬৩।
গাথামিমাং সা সঙ্গীয় সরথা সমহীরুহা।
সপর্য্যঙ্কাক্ষণাদেব মধ্যে সিন্ধু প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৬৪।

গমন করিয়া সেই দুষ্ট দানবকে নিধন পূর্ব্বক সুন্দরী মলয়গন্ধিনীকে আনয়ন কর। হে নরেশ্বর। তোমাকে দর্শন করিলেই সেই বিদ্যাধরীর জীবন রক্ষা হইবে। পার্ব্বতীর বরপ্রভাবে তুমি অনায়াসেই সেই দুষ্ট দৈত্যকে বিনাশ করিতে পারিবে ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥ নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বিদ্যাধরসুতার নিমিত্ত রাজা অমিত্রজিৎ অতীব উৎকণ্ঠিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে গিরিরাজতনয়ে! সেই রাজা চম্পকাবতীনগরীতে গমনোপায় জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন, হে নৃপবর! তুমি শীঘ্র সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া, পূর্ণিমাদিবসে তরণি হইতে এক রথস্থিত কল্পবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। এক দিব্যাঙ্গনা তথায় দিব্যপর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া বীণাবাদনপূর্ব্বক মধুরস্বরে এই গান করিতেছে যে, যে ব্যক্তি যে প্রকার শুভাশুভ কার্য্য করে, বিধিবশে তাহার তত্তৎ কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ হয়। এই সঙ্গীত গান করিয়া সেই কন্যা তৎক্ষণাৎ রথ, কল্পতরু এবং পর্য্যঙ্কের সহিত সিন্ধুমধ্যে প্রবেশ করিবে। তুমিও বজ্রবরাহ-

ভবানপ্যবিশঙ্কঞ্চ ততঃ পোতান্ মহার্ণবে।
তামনুব্রজ তু ক্ষিপ্রং যজ্ঞবারাহমস্তুবন্॥ ৬৫॥
ততো দ্রক্ষ্যসি পাতালে নগরীঃ চম্পকাবতীম্।
মহামনোহরাং রাজন্ সহিতাং বালযানয়া॥ ৬৬॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দেবি স চতুর্মুখনন্দনঃ।
রাজাপ্যর্ণবমাসাদ্য যথোক্তং পরিলক্ষ্য চ॥ ৬৭।
বিবেশান্তঃ সমুদ্রঞ্চ নগরীমাসসাদ তাম্।
সাথ বিদ্যাধরী বালা নেত্রপ্রাঘুণকীকৃতা॥ ৬৮।
তেন রাজ্ঞা ত্রিজগতীসৌন্দর্য্যশ্রীরিবৈকিকা।
পাতালদেবতেয়ন্বা মম নেত্রোৎসবায় কিম্॥ ৬৯।
নিরণায়ি মধুদ্বেষ্টা স্রষ্টুঃ সৃষ্টির্বিলক্ষণা।
কুহূরাহুভয়াদেষা কান্তিশ্চান্দ্রমসী কিমু।
যোষিদ্রূপং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠত্যত্রাকুতোঽভয়া॥ ৭০॥

দেবের স্তব করিয়া তৎক্ষণাৎ পোত হইতে মহার্ণবে প্রবেশপূর্ব্বক শীঘ্র তাহার অনুগমন করিবে। হে রাজন্! অনন্তর তুমি পাতালে প্রবেশ করিয়া সেই মনোহারিণী চম্পকাবতী নগরী এবং সেই সুন্দরী বিদ্যাধরীকে দেখিতে পাইবে॥ ৬০—৬৬॥

হে দেবি! এই কথা বলিয়া চতুর্ম্মুখনন্দন নারদ অন্তর্হিত হইলে রাজা তদুপদেশমত সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর যথাক্রমে পাতালপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক চম্পকাবতী নগরীতে ত্রিজগতীসৌন্দর্য্য-শ্রীস্বরূপিণী নন্দিনী মলয়গন্ধিনীকে নেত্র পথের অতিথি করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, অহো মধুসূদন কি আমার নয়নের উৎসাহবিধানার্থ বিধাতার সৃষ্টির সারভূতা এই রমণীরত্নকে পাতালদেবতারূপে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন? চন্দ্রমা কি অমাবশ্যা ও রাহুর ভয়ে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে এই স্থানে অবস্থান

ইত্থং ক্ষণং তাং নির্বর্ণ্য স রাজাগাত্তদন্তিকম্।
সা বিলোক্যাথ তং বালা নিতরাং মধুরাকৃতিম্॥ ৭১।
বিশালোরস্থলতলং প্রলম্বতুলসীস্রজম্।
শঙ্খচক্রাঙ্কসুভগভুজদ্বয়বিরাজিতম্॥ ৭২।
হরিনামাক্ষরসুধাসুধৌতরদনাবলিম্।
ভবানীভক্তিবীজোত্থং ভূরুহং পুরুষাকৃতিম্॥ ৭৩।
মনোরথফলৈঃ পূর্ণমাসীদ্ধৃষ্টতনূরুহা।
দোলাপর্য্যঙ্কমুৎসৃজ্য হ্রীভরা নম্রকন্ধরা॥ ৭৪।
বেপথুঞ্চ পরিষ্টভ্য বালা প্রোবাচ ভূপতিম্॥ ৭৫।
কস্ত্বমত্র কৃতান্তস্য ভবনং মধুরাকৃতে।
প্রাপ্তো মে মন্দভাগ্যায়াশ্চেতোবৃত্তিং নিরুন্ধয়ন্॥ ৭৬।
যাবন্নায়াতি সুভগ স কঠোরতরাকৃতিঃ।
অতি পর্য্যাকুলীকৃত্য ত্রিলোকীং দানবো মুহুঃ॥ ৭৭।

করিতেছেন॥ ৬৭—৭০॥ রাজা ক্ষণকাল মনে মনে সেই কন্যার রূপ বর্ণন করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেই সুমধুরাকৃতি, প্রলম্বিত তুলসী-মাল্যোপশোভিত বিশালবক্ষ, শঙ্খচক্রাঙ্ক শোভিত বাহু, হরিনামামৃত সুধৌত-রদন, ভবানীভক্তি বীজোদ্ভূত মহীরুহসদৃশ রাজাকে দর্শন করিয়া মলয়গন্ধি-নীর মনোরথ পূর্ণ হইল। রাজদর্শনে তাহার শরীরে রোমাঞ্চ, স্তম্ভ ও বেপথুর আবির্ভাব হইল॥ ৭১—৭৪॥ অনন্তর সেই বিদ্যাধরবালা দোলাপর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া লজ্জাবিনম্রবদনে রাজাকে কহিল, হে মধুরাকৃতে! আপনি কে? এই অভাগিনীর চিত্তবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া কিরূপে এই কৃতান্তালয়ে আগমন করিলেন? হে মহাত্মন্! যদবধি সেই বিকটাকার দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য কঙ্কালকেতু আগমন না করে, তদবধি তুমি এই সুগভীর অন্তঃ-গারে গুপ্তভাবে অবস্থান কর। সেই দুরাত্মা বারম্বার ত্রিজগৎকে পর্য্যাকুলিত

কঙ্কালকেতুর্দ্দুর্বৃত্তস্ত্ববধ্যঃ পরহেতিভিঃ।
তাবদ্গুপ্তং সমাতিষ্ঠ শস্ত্রাগারেতিগহ্বরে॥ ৭৮।
ন মে কন্যাব্রতং ভঙ্‌ক্তুং সমর্থ উমাবরাৎ।
আগামিন্যাং তৃতীয়ায়াং পরশ্বঃ পাণিপীড়নম্॥ ৭৯।
সঙ্কিকীর্ষতি দুষ্টাত্মা গতায়ুর্ম্ম শাপতঃ।
মা তদ্ভীতিং কুরু যুবংস্ত্বৎ কার্য্যং ভবিতা চিরম্॥ ৮০।
বিদ্যাধর্য্যেতি চোক্তঃ স শস্ত্রাগারে নিগূঢ়বৎ।
স্থিতো বীরো মহাবাহুর্দানবাগমনেক্ষণঃ॥ ৮১।
অথ সায়ং সমায়াতো দানবো ভীষণাকৃতিঃ।
ত্রিশূলং কলয়ন্ পাণৌ মৃত্যোরপি ভয়াবহম্॥ ৮২।
আগত্য দানবো রৌদ্রঃ প্রলয়াম্বুদ নিঃস্বনঃ।
বিদ্যাধরীং জগাদেতি মদাঘূর্ণিতলোচনঃ॥ ৮৩।
গৃহাণেমানি রত্নানি দিব্যানি বরবর্ণিনি।
কন্যা ত্বঞ্চ পরশ্বস্তে পাণিগ্রাহাদপৈষ্যতি॥ ৮৪।

করিয়াছে। সেই দানবাধম অপর কোন অস্ত্রের বধ্য নহে। সেই দুরাত্মা ভবানীর বরে আমার কন্যাব্রত ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই, আগামী তৃতীয়াতে সেই পাপিষ্ঠ আমার পাণিগ্রহণে অভিলাষী আছে; কিন্তু আমার শাপে তাহার আয়ুক্ষয় হইয়াছে। হে মহাভাগ! তাহাকে ভয় করিবেন না, অচিরেই তৎকার্য্য সাধিত হইবে॥ ৭৫—৮০॥ রাজা অমিত্রজিৎ সেই বিদ্যাধরীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবের আগমন প্রতীক্ষায় শস্ত্রাগারে লুক্কায়িত রহিলেন॥ ৮১॥ অনন্তর সায়ংকালে সেই ভীষণাকার দানব কালান্তকসদৃশ ত্রিশূল বিধূনন করিতে করিতে তথায় সমাগত হইয়া, মহাক্রোধে মদঘূর্ণিতলোচনে প্রলয়কালীন জলদ-গম্ভীর নিঃস্বনে সেই বিদ্যাধরীকে কহিল, হে বরবর্ণিনি! এই সকল দিব্যরত্ন গ্রহণ কর। আগামী

দাসীনাময়ুতং প্রাতর্দ্দাস্যামি তব সুন্দরি।
আসুরীণাং সুরীণাঞ্চ দানবীনাং মনোহরম্ ॥ ৮৫।
গন্ধর্ব্বীনাং নরীণাঞ্চ কিন্নরীণাং শতং শতম্।
বিদ্যাধরীণাং নাগীনাং যক্ষিণীনাং শতানি ষট্ ॥ ৮৬।
রাক্ষসীনাং শতান্যষ্টৌ শতমপ্সরসাং বরম্।
এতাস্তে পরিচারিণ্যো ভবিষ্যন্ত্যমলাশয়ে ॥ ৮৭।
যাবৎ সম্পত্তিসম্ভারো দিক্‌পালানাং গৃহেষু বৈ।
মৎপরিগ্রহতাং প্রাপ্য তাবতস্ত্বমিহেশ্বরী ॥ ৮৮।
দিব্যান্ ভোগান্ ময়া সার্দ্ধং ভোক্ষ্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
কদা পরশ্বো ভবিতা যস্মিন্ বৈবাহিকো বিধিঃ ॥ ৮৯।
ত্বদঙ্গসঙ্গসংস্পর্শসুখসন্দোহমেদুরঃ।
পরাং নির্ব্বৃতিমাপ্স্যামি পরশ্বো নিকটং যদি ॥ ৯০।
মনোরথাশ্চিরং যাবৎ যে মে হৃদি সমেধিতাঃ।
তান্ কৃতার্থীকরিষ্যামি পরশ্বস্তব সঙ্গমাৎ ॥ ৯১।

পরশ্ব পাণিগ্রহণে তোমার কুমারীত্ব অপগত হইবে। প্রাতঃকালেই আমি তোমার নিমিত্ত দশসহস্র পরমসুন্দরী দেবকন্যা, অসুরকন্যা ও দানবকন্যা দাসী নিযুক্ত করিয়া দিব। হে ভদ্রে! এক শত গন্ধর্ব্বকন্যা, এক শত মানবী, এক শত কিন্নরী, দুই শত বিদ্যাধরী, দুইশত নাগকন্যা, দুই শত যক্ষকন্যা, অষ্ট শত রাক্ষসী এবং এক শত অপ্সরা তোমার পরিচর্য্যা করিবে। দিক্‌পালগণের গৃহে যে সমস্ত মহার্হ সম্পত্তি আছে, আমার পরিণীতা হইয়া, তুমি তৎসমস্তের ঈশ্বরী হইবে। আমার পত্নী হইয়া তুমি আমার সহিত নিত্য নিত্য দিব্য-ভোগ উপভোগ করিবে। অহো! যে দিন আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া সুখী হইব, সেই পরশ্ব কখন উপস্থিত হইবে? সেই পরশ্ব যদি নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে আমি তোমার অঙ্গসঙ্গসংস্পর্শসুখ-সন্দোহে সুস্নিগ্ধ হই। হে সুন্দরি! পরশ্ব তোমার সহবাসে আমি হৃদয়ের চিরমনোরথ চরিতার্থ

জিত্বা দেবান্ রণে সর্ব্বানিন্দ্রাদীন্ সুলোচনে।
ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসম্পত্তেস্ত্বাং করিষ্যামি চেশ্বরীম্ ॥ ৯২ ॥
আধায়াঙ্কে ত্রিশূলং স্বে সুষাপেতি প্রলপ্য সঃ।
নরমাংসবসাস্বাদপ্রমত্তো বীতসাধ্বসঃ ॥ ৯৩ ॥
বরং স্মরন্তী সা গৌর্য্যা বিদ্যাধরকুমারিকা।
বিজ্ঞায় তং প্রমত্তঞ্চ সুসুপ্তঞ্চাতিনির্ভয়ম্ ॥ ৯৪ ॥
আহূয় তং নরবরং বরং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরম্।
বিষ্ণুভক্তিকৃতত্রাণং প্রাণনাথেতি জল্প্য চ ॥ ৯৫ ॥
শূলং তদঙ্কাদাদায় গৃহাণেমঞ্জহি দ্রুতম্।
ইতি ত্রিশূলং বালাতো বালার্কসদৃশদ্যুতি ॥ ৯৬ ॥
সমাদায় মহাবাহুঃ স তদা মিত্রজিন্নৃপঃ।
জহর্ষ চ জগাদোচ্চৈর্বালায়াশ্চাভয়ন্দিশন্ ॥ ৯৭ ॥

করিব। হে মৃগলোচনে! ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকে আমি রণে পরাজয় করিয়া তোমাকে ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী করিব॥ ৮২—৯২॥ নরমাংসবসাস্বাদ-প্রমত্ত সেই দুর্দ্দান্ত কঙ্কালকেতু সেই বিদ্যাধরবালাকে এইরূপ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া স্বকীয় অঙ্কে ত্রিশূল সংস্থাপন পূর্ব্বক নির্ভয়ে সেই স্থানেই নিদ্রাভিভূত হইল॥ ৯৩॥ বিদ্যাধরকুমারী তাহাকে প্রমত্ত এবং নির্ভয়ে গাঢ়নিদ্রাভিভূত নিশ্চয় করিয়া গৌরীদত্ত বর স্মরণপূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোনীতবর সেই নরবরকে আহ্বান করিল। অনন্তর সেই দৈত্যের অঙ্কদেশ হইতে ত্রিশূল গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে প্রদান করিয়া কহিল, হে প্রাণনাথ! এই শূল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র এই দুষ্ট দানবকে সংহার কর॥ ৯৪—৯৬॥

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে চার্ব্বঙ্গি! মহাবাহু মহারাজ অমিত্রজিৎ বিদ্যাধর বালার হস্ত হইতে সেই বলার্কসদৃশ ত্রিশূল গ্রহণপূর্ব্বক সানন্দচিত্তে তাহাকে অভয়দান করিয়া হৃদয়ে জগৎরক্ষামণি চক্রপাণি হরিকে স্মরণ

বামপাদপ্রহারেণ তমাতাড্য স নির্ভয়ঃ।
সংস্মরংশ্চক্রিণং চিত্তে জগদ্রক্ষামণিং হরিম্‌ ॥ ৯৮।
জগাদোত্তিষ্ঠ রে দুষ্ট কন্যাধর্ষণলালস।
যুধ্যস্বাত্র ময়া সার্দ্ধং ন সুপ্তং হন্ম্যহং রিপুম্‌ ॥ ৯৯।
ইতি সংশ্রুত্য সম্ভ্রান্ত উত্থায় সদনোঃ সুতঃ।
ত্রিশূলং দেহি মে কান্তে প্রোবাচেতি মুহুর্মুহুঃ ॥ ১০০।
কোঽয়ং মৃত্যুগৃহং প্রাপ্তঃ কস্য রুষ্টোঽদ্যচান্তকঃ।
ক আয়ুষাদ্য সন্ত্যক্তো যঃ প্রাপ্তো মম গোচরং ॥ ১০১।
মম প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডকণ্ডূ কণ্ডূয়নক্ষমঃ।
নাল্পো নরোঽয়ং ভবিতা কিং ত্রিশূলেন সুন্দরি ॥ ১০২।
মাভৈষে কৌতুকং পশ্য ভক্ষ্যোঽয়ং মম সাম্প্রতম্‌।
কালেন মত্তো ভীতেন স্বয়মেবোপঢৌকিতঃ ॥ ১০৩।

করিলেন। অনন্তর বামপদ প্রহারে সেই দানবকে তাড়না করিয়া নির্ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে কহিলেন, রে দুষ্ট! রে কন্যাপহারক! তুই আমার সহিত যুদ্ধ কর্‌। আমি নিদ্রিতরিপুকে বিনাশ করি না ॥ ৯৭—৯৯ ॥ দানব এই বাক্য শ্রবণে সম্ভ্রান্তচিত্তে উত্থিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ সেই বিদ্যাধরকন্যাকে কহিতে লাগিল, হে কান্তে! শীঘ্র আমার ত্রিশূল প্রদান কর ॥ ১০০ ॥ অদ্য কাহার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। কৃতান্ত অদ্য কাহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন? কোন্‌ ব্যক্তির অদ্য জীবন ভার বোধ হইয়াছে? কে অদ্য আমার কবলে নিপতিত হইয়াছে ॥ ১০১ ॥ আমার প্রচণ্ড বাহুর লীলাকণ্ডূ কণ্ডূয়ন করিতে সমর্থ, সংসারে তাদৃশ লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, অতএব হে সুন্দরি! ত্রিশূলেই বা আবশ্যক কি? হে নিতম্বিনী! তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে আমার কৌতুক দর্শন কর। এই নর আমার ভক্ষ্য। যমরাজ আমার ভয়ে ভীত হইয়া স্বয়ং এই উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥

ইত্যুক্ত্বা মুষ্টিঘাতেন তেনোচ্চৈর্দ্দনুসূনুনা।
হৃদয়ে নিহতো রাজ্ঞা শিলাতি কঠিনেদ্রুতম্॥ ১০৪।
স চক্রিণা কৃতত্রাণঃ পীড়ামল্পীয়সীমপি।
নো বেদকঠিনোরস্কস্তৎকরং প্রত্যুতান্বুদৎ॥ ১০৫।
অথ কোপবতা রাজ্ঞা হতো বক্ষে চপেটয়া।
আঘূর্ণিতশিরা ভূমৌ পতিত্বা পুনরুত্থিতঃ॥ ॥ ১০৬।
উবাচ চ বচো ধৈর্য্যমবষ্টভ্য মহাবলী।

দানব উবাচ।

জ্ঞাতং ন ত্বং মনুষ্যোসি নৃরূপেণ চতুর্ভুজঃ॥ ১০৭।
আয়াতশ্ছিদ্রমাসাদ্য হন্তুং মাং দানবান্তকঃ॥ ১০৮।
একং বিধেহি মধুভিদ্যদি ত্বং বলবানসি।
বিহায়ৈ তন্মহচ্ছূলং যুদ্ধ্যস্বস্বায়ুধৈর্ময়া॥ ১০৯।

ক্রোধান্ধ দৈত্য এই কথা বলিয়া দ্রুতগতি রাজা অমিত্রজিতের পাষাণ সদৃশ কঠিনহৃদয়ে এক নির্ঘাত মুষ্টি প্রহার করিল। রাজার শরীর বিষ্ণুভক্তি বর্ম্মাবৃত। সুতরাং তাহাতে কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না। দৈত্যমুষ্টি প্রহারে তাঁহার কঠিন বক্ষঃস্থলে কিছুমাত্র বেদনানুভব হয় নাই; বরং তাহারই হস্তে বেদনা হইয়াছিল॥ ১০৪॥ ১০৫॥ অনন্তর রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বক্ষে এক চপেটাঘাত করিলেন। দৈত্য সেই আঘাতে ঘূর্ণিতমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইল, ক্ষণমাত্রেই পুনরায় উত্থিত হইয়া রাজাকে কহিল, আমি জানিলাম তুমি মনুষ্য নহ। চতুর্ভুজ বিষ্ণু স্বয়ং নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাক্ষাৎ দানবান্তক মায়া করিয়া আমাকে নিধন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। হে মধুসূদন! যদি তুমি বলবান হও, তাহা হইলে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর। আমার ঐ ত্রিশূল পরিত্যাগ করিয়া তোমার স্বকীয় আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও। হে দানবারে! তুমি কপটরূপে মহাবল কৈটভাদি দানবগণকে বিনাশ করিয়াছ। সম্মুখযুদ্ধে

ত্বয়া কপটরূপেণ বলিনঃ কৈটভাদয়ঃ।
ন বলেন হতাঃ সংখ্যে হতা এব ছলেন হি ॥ ১১০।
বলিং পাতালমনয়স্ত্বং নৃবামনতান্দধৎ।
নৃমৃগত্বেন ভবতা হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ১১১।
ত্বয়া জটিলরূপেণলঙ্কেশো বিনিপাতিতঃ।
গোপালবেষমাসাদ্য কংসাদ্যাঘাতিতাস্ত্বয়া ॥ ১১২।
স্ত্রীরূপেণাহরস্ত্বন্তু বিপ্রলাপ্যাসুরান্ সুধাম্।
যাদোরূপেণ ভবতা শংখাদ্যা নিহতা বহু ॥ ১১৩।
মায়াবিনামগ্রগণ্য সর্ব্বমর্ম্মজ্ঞসাধক।
ন ত্বত্তোঽহং বিভেম্যদ্য যদি শূলং বিহাস্যসি ॥ ১১৪।
অথবা দৈন্যবচনৈঃ কিমেভিঃ কাতরোচিতৈঃ।
ন ত্যক্ষ্যসি ত্রিশূলং ত্বং ন ত্বাং জেষ্যাম্যহং রণে ॥১১৫।

বাহুবলে কাহাকেও বধ করিতে সমর্থ হও নাই; কেবল ছলেই তোমার জয়লাভ হইয়াছে। হে চক্রিন্! তুমি বামনাবতারে নররূপ ধারণ করিয়া বলিরাজকে পাতালে প্রেরণ করিয়াছ। নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি জটাধারী নরবেশে লঙ্কেশ্বরকে নিপাত করিয়াছ। গোপালবেশে কংশাদি অসুরগণকে বধ করিয়াছ। তুমি স্ত্রীরূপ ধারণ পূর্ব্বক অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া সুধা হরণ করিয়াছ। তুমি জলচররূপে শঙ্খাশূরাদি বহু দৈত্য বিনাশ করিয়াছ। তুমি মায়াবীর অগ্রগণ্য, সর্ব্বমর্ম্মজ্ঞসাধক। যদি তুমি ত্রিশূল পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে অদ্য আমি তোমাকে ভয় করিব না, অথবা এই কাতরচিত্ত দৈত্যবচনে যদি তুমি শূল পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিব না। হে দৈত্যনিসূদন! অদ্যই হউক অথবা কল্যই হউক, দেহিগণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, অতএব বলেই হউক কিম্বা ছলেই হউক, তোমার হস্তে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই বিদ্যাধরবালা আমার দ্বারা কোন অংশে দূষিত হন নাই; আমি

অবশ্যমেব মর্ত্তব্যমদ্য প্রাতঃ শরীরিণা।
বরং তব শয়ে মৃত্যুর্বলেনাপি ছলেন বা॥ ১১৬।
ইয়ং বিদ্যাধরীকন্যা ন ময়া দূষিতা সতী।
সাক্ষাৎ শ্রীরেব মন্তব্যা তবার্থং রক্ষিতা ময়া॥ ১১৭।
ইত্যুক্ত্বা বামদোর্দ্দণ্ডপ্রহারেণাতিনিষ্ঠুরম্।
নিজঘান দনোঃ সূনুস্তং শিলোচ্চয়কম্পিনা॥ ১১৮।
নৃপো বক্ষঃ প্রহারং তং বিষহ্য রণমূর্দ্ধনি।
লক্ষীচকার তদ্বক্ষস্ত্রিশূলন্তোলয়ন্ করে॥ ১১৯।
নিজঘান মহাবাহুঃ স চ প্রাণান্ জহৌ ক্ষণাৎ।
ইত্থং কঙ্কালকেতুং স নিহত্য সুরকম্পনম্॥ ১২০।
বিদ্যাধরীং প্রপশ্যন্তীং প্রাহ হৃষ্টতনূরুহাম্।
নারদস্য মুনের্বাক্যাত্তব সুশ্রোণি বাঞ্ছিতম্॥ ১২১।
কৃতং ময়া কৃতজ্ঞে কিং করবাণ্যধুনা বদ।
শ্রুত্বেতি তস্য সা বাক্যং প্রাহ গম্ভীরচেতসঃ॥ ১২২।

ইহাঁকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া তোমার নিমিত্তই রক্ষা করিতেছি॥ ১০৬—১১৭॥ মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য ইত্যাকার বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক বামহস্তদ্বারা রাজার বক্ষদেশে পর্ব্বত-প্রকম্পন এক নিষ্ঠুর মুষ্ট্যাঘাত করিল, রাজা রণস্থলে সেই বক্ষপ্রহার সহ্য করণানন্তর দৈত্যের বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ত্রিশূল নিক্ষেপ করিলেন। দুরন্ত দানব সেই ত্রিশূলাঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিল॥ ১১৮—১২০॥

এইরূপে সুরপ্রকম্পন কঙ্কালকেতুকে নিহত করিয়া রাজা অমিত্রজিৎ তদ্দর্শন-প্রমোদিতা রোমাঞ্চিতকলেবরা বিদ্যাধরকুমারী মলয়গন্ধিনীকে কহিলেন, হে সুশ্রোণি! দেবর্ষি নারদের বাক্যে আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধ করিলাম; এক্ষণে আমাকে আর কি কার্য্য করিতে হইবে বল॥ ১২১॥

মলয়গন্ধিন্যুবাচ।

অথোদারমতে বীর নিজপ্রাণৈঃ প্রণীকৃতাম্।
কিং মাং প্রচ্ছসি জীবাতো কুলকন্যামদূষিতাম্ ॥ ১২৩।
ইতি ব্রুবত্যাং কন্যায়াং পুনঃ স্বৈরচরো মুনিঃ।
অতর্কিতাগমঃ প্রাপ্তো নারদো দেবলোকতঃ ॥ ১২৪।
ততস্তুতুষতুস্তৌ তু দৃষ্টা তং মুনিসত্তমম্।
কৃতপ্রণামৌ মুনিনা পরিবিশ্রাণিতাশিষৌ ॥ ১২৫।
পাণিগ্রহেণ বিধিনাভিষিক্তৌ নারদেন তু।
জগ্মতুর্নারদাদিষ্টবর্ত্মনা কৃতমঙ্গলৌ ॥ ১২৬।
তয়া মলয়গন্ধিন্যা যুতঃ সোঽমিত্রজিন্নৃপঃ।
পুরীং বারাণসীং প্রাপ্য পৌরৈর্বিহিতমঙ্গলাম্ ॥ ১২৭।
যদ্বীক্ষণাদপি নরো নারকীং নৈব জাতুচিৎ।
গতিমাপ্নোতি মেধাবী তাং পুরীমবিশন্নৃপঃ ॥ ১২৮।

১২২ ॥ গাম্ভীর্য্যশালী রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মলয়গন্ধিনী কহিল, হে উদারমতে! হে মহাবীর! আমি অদূষিতা কুলকন্যা; তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে। আমার জীবন তোমার নিকট বিক্রীত হইল। আমাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? ১২৩ ॥ বিদ্যাধরবালা এই কথা কহিবামাত্র স্বৈরবিহারী দেবর্ষি নারদ পুনরায় দেবলোক হইতে অতর্কিত ভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১২৪ ॥ রাজা এবং বিদ্যাধরকুমারী তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। মুনিবর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যথাবিধি পরিণয়সূত্রে নিবদ্ধ করিলেন ॥ ১২৫ ॥ ১২৬ ॥ অনন্তর রাজা অমিত্রজিৎ বিদ্যাধরকুমারী মলয়গন্ধিনীর সহিত কৃতমঙ্গল হইয়া, নারদনির্দ্দিষ্টপথে ক্ষেত্রবাসীর মঙ্গলবিধায়িনী বারাণসীপুরীতে গমন করিলেন ॥ ১২৭ ॥ যে কাশী দর্শন করিলে নরের নরকবাস হয় না, যে কাশী

যস্যাং পুর্য্যাং প্রবেশং ন লভন্তে বাসবাদয়ঃ।
কৈবল্যজনয়িত্র্যাং হি তাং পুরীমবিশন্নৃপঃ ॥ ১২৯।
অপি স্মৃত্বা পুরীং যাং বৈ কাশীং ত্রৈলোক্যকাঙ্ক্ষিতাম্।
ন নরো লিপ্যতে পাপৈস্তাং বিবেশ স ভূপতিঃ ॥১৩০।
যস্যাং পুর্য্যাং প্রবিষ্টো নামহদ্ভিরপি পাতকৈঃ।
নাভিভূয়েত তাং কাশীং প্রবিশৎ স বিশাম্পতিঃ ॥১৩১।
সাপি বিদ্যাধরী কাশীসমৃদ্ধিং বীক্ষ্য দূরতঃ।
নিনিন্দ স্বর্গলোকঞ্চ পাতালনগরীমপি ॥ ১৩২।
প্রাপ্যামিত্রজিতং কান্তং তথা হৃষ্টা ন সা বধূঃ।
যথা দৃষ্টাপ্যহো কাশীং পরমানন্দকেতনম্ ॥ ১৩৩।
সা কৃতার্থমিবাত্মানং মন্যমানা মনস্বিনী।
তেন পত্যা চ কাশ্যা চ পরাং নির্বৃতিমাযযৌ ॥ ১৩৪।

দর্শন করিলে নরের মুক্তিলাভ হয়, রাজা অমিত্রজিৎ সেই মোক্ষধাম কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রাদিদেবগণও যে কাশীতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন্ না, নরবর অমিত্রজিৎ সেই কৈবল্য জননী কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন। যে কাশীর নামমাত্র স্মরণ করিলে নরগণকে পাপলিপ্ত হইতে হয় না, ভূপতি অমিত্রজিৎ সেই ত্রিলোকাকাঙ্ক্ষিত কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন। যে কাশীতে প্রবেশ করিলে কোন প্রকার মহাপাতকে অভিভূত হইতে হয় না, রাজা অমিত্রজিৎ সেই মহাপাতকনাশিনী কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১২৮—১৩১ ॥ বিদ্যাধরনন্দিনী মলয়গন্ধিনী দূর হইতে কাশীপুরীর সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গপুরী ও পাতালপুরীর নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩২ ॥ পরমানন্দ-নিকেতন কাশীপুরী সন্দর্শন করিয়া মলয়গন্ধিনী যেরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন, রাজা অমিত্রজিৎকে পতিলাভ করিয়াও তাঁহার হৃদয়ে তদনুরূপ আনন্দের সঞ্চার হয় নাই ॥ ১৩৩ ॥ সেই

সোঽপ্যমিত্রজিদাসাদ্য পত্নীং মলয়গন্ধিনীম্।
ধর্ম্মপ্রধানং সংসেব্য কামং প্রাপোত্তমং সুখম্॥ ১৩৫।
সৈকদা তং পতিং রাজ্ঞী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণম্।
রহো বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রে পতিভক্তা সুতার্থিনী॥ ১৩৬।

রাজ্ঞ্যুবাচ

ভূপাভীষ্টতৃতীয়ায়াশ্চরিষ্যামি মহাব্রতম্।
যদ্যনুজ্ঞা ভবেদ্ভর্ত্তুঃ পুত্রকামার্থিতপ্রদম্॥ ১৩৭

রাজোবাচ।

দেব্যভীষ্টতৃতীয়ায়াং ব্রতং কীদৃগ্ভবেদ্বদ।
কা দেবতা তত্র পূজ্যা বিধানঞ্চাপি কিং ফলম্॥ ১৩৮
নারী পত্যনুজ্ঞাতা যা ব্রতাদি সমাচরেৎ।
জীবন্তী দুঃখিনী সাস্যান্ মৃতা নিরয়মৃচ্ছতি॥ ১৩৯।

মনস্বিনী যুগপৎ পতিলাভ ও কাশী লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থমানসে পরম শান্তিলাভ করিলেন॥ ১৩৪॥ রাজা অমিত্রজিৎও মলয়গন্ধিনীকে পত্নীত্বে প্রাপ্ত হইয়া সারভূত সস্ত্রীকধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক চিরাভিলষিত পরম সুখ প্রাপ্ত হইলেন॥ ১৩৫॥ রাজ্ঞী মলয়গন্ধিনী একদা পুত্রার্থিনী হইয়া নির্জ্জনে বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ পতিকে কহিলেন, হে মহারাজ! যদি তোমার অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি পুত্রকামার্থপ্রদ অভীষ্ট তৃতীয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করি॥ ১৩৬॥ ১৩৭॥ রাজা কহিলেন, হে প্রিয়ে! দেবীর আদিষ্ট অভীষ্ট তৃতীয়া-ব্রত কি প্রকার? সেই ব্রতে কোন্ দেবতার পূজা করিতে হয়? তাহার বিধানই বা কিরূপ এবং ফলই বা কি? ১৩৮॥

পতির অনুজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া যে নারী কোন প্রকার ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাকে যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিয়া জীবনান্তে নিরয়গামিনী

ইতি রাজ্ঞোদিতা রাজ্ঞী প্রবক্তুমুপচক্রমে ।
ইতি কর্ত্তব্যতাং তস্য ব্রতস্য সরহস্যকাং ॥ ১৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বীরেশ্বরাবির্ভাবপরাক্রমো
নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

হইতে হয় ॥ ১৩৯ ॥ মহিষী রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্রতের নিগূঢ় রহস্যগর্ভ কর্ত্তব্যতা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৪০ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বীরেশ্বরাবির্ভাব পরাক্রম
নাম দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রাজ্ঞ্যুবাচ

অবধেহি ধরানাথ কথয়ামি যথাতথম্।
ব্রতস্যাস্য বিধানঞ্চ ফলঞ্চাভীষ্টদেবতাম্ ॥ ১।
পুরা পুরঃশ্রীদপত্ন্যাঃ শ্রীমুখ্যা ব্রহ্মসূনুনা ॥
নারদেন সুতার্থিন্যা ব্রতমেতদুদীরিতম্ ॥ ২।
চীর্ণঞ্চাথ তয়া দেব্যা পুত্রোঽভূন্নলকূবরঃ।
অন্যাভিরপি বহ্বীভিঃ পুত্রাঃ প্রাপ্তা ব্রতাদিতঃ ॥ ৩
বিধিনাপ্যত্র সম্পূজ্যা গৌরী সর্ব্ববিধানবিৎ।
স্তনন্ধয়েন সহিতা ধয়তা স্তনমুন্মুখম্ ॥ ৪।
মার্গশীর্ষতৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং কলশোপরি।
তাম্রপাত্রং নিধায়ৈকং তণ্ডুলৈঃ পরিপূরিতম্ ॥ ৫।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

রাণী মলয়গন্ধিনী কহিলেন, হে ধরানাথ! আমি অভীষ্ট তৃতীয়াব্রতের বিধান, অভীষ্টদেবতা এবং ফলশ্রুতি যথাযথরূপে বর্ণন করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ পুরাকালে শ্রীমুখী কুবেরপত্নী পুত্রার্থিনী হইয়া ব্রহ্ম-পুত্র নারদকে জিজ্ঞাসা করাতে নারদ এই ব্রতকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ যক্ষপত্নী তদ্ব্রতাচরণ করিয়া নলকুবর নামে পুত্রলাভ করিয়াছিল, আরও অনেক রমণী এই ব্রতফলে বহুপুত্র লাভ করিয়াছে ॥ ৩ ॥ হে সর্ব্ব-বিধানবিৎ! এই ব্রতে স্তন্যপায়ী বালাপত্যের সহিত বিধিপূর্ব্বক গৌরী পূজা করিতে হয় ॥ ৪ ॥ অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লতৃতীয়ায় কলসোপরি তণ্ডুল-

অবিচ্ছিন্নং নবীনঞ্চ রজনীরাগরঞ্জিতম্।
বাসঃ পাত্রোপরি ন্যস্য সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং পরম্॥ ৬।
তস্যোপরি শুভং পদ্মং রবিরশ্মিবিকাশিতম্।
তৎ কর্ণিকায়া উপরি চতুঃস্বর্ণবিনির্ম্মিতম্॥ ৭।
বিধিং সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা রত্নপট্টাম্বরাদিভিঃ।
পুষ্পৈর্নানাবিধৈরম্যৈঃ ফলৈর্নারঙ্গমুখ্যকৈঃ॥ ৮।
সুগন্ধৈশ্চন্দনাদ্যৈশ্চ কর্পূরমৃগনাভিভিঃ।
পরমান্নাদিনৈবেদ্যৈঃ পক্কান্নৈর্বহুভঙ্গিভিঃ॥ ৯।
ধূপৈরগরুমুখ্যৈশ্চ রম্যে কুসুমমণ্ডপে।
রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং বিনিদ্রৈঃ পরমোৎসবৈঃ॥ ১০।
হস্তমাত্রমিতে কুণ্ডে জাতবেদস ইত্যৃচা।
ঘৃতেন মধুনা প্লুত্য জুহুয়ান্ মন্ত্রবিদ্দ্বিজঃ॥ ১১।
সহস্রং কমলানাঞ্চ স্মেরাণাং স্বয়মেব হি।
নবপ্রসূতাং কপিলাং সুশীলাঞ্চ পয়স্বিনীম্॥ ১২।

পরিপূর্ণ তাম্রপাত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি অবিচ্ছিন্ন নবীন অতি সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র বিন্যস্ত করিতে হয়। তদুপরি রবিরশ্মি-বিকাশিত একটী পবিত্র পদ্মফুল স্থাপন করিয়া তাহার কর্ণিকার উপরে অশীতিচতুষ্টয় রক্তিক পরিমিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত ব্রহ্মার প্রতিমা সংস্থাপন করিতে হয়॥ ৫—৭॥ অনন্তর রত্ন, পট্টাম্বর, নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প, নাগরঙ্গাদি বিবিধ ফল, সুগন্ধচন্দন, কস্তূরী, মৃগনাভি, পরমান্নাদি নৈবেদ্য, বহুবিধ পক্কান্ন, ধূপ, ও অগুরু প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক ভক্তি-ভাবে সেই ব্রহ্মার পূজা করিয়া কুসুমমণ্ডপে মহা মহোৎসবে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়॥ ৮—১০॥

অনন্তর দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা হস্তপরিমিত কুণ্ডে জাতবেদসমন্ত্রে ঘৃতমধু-পরিপ্লুত স্বতঃপ্রস্ফুটিত সহস্র কমলে হোম কার্য্য সমাধানানন্তর শ্রেষ্ঠ আচা-

দদ্যাদাচার্য্যবর্য্যায় সালঙ্কারাং সলক্ষণাম্ ।
উপোষ্য দম্পতী ভক্ত্যা নবাম্বরবিভূষিতৌ ॥ ১৩ ।
প্রাতঃ স্নাত্বা চতুর্থ্যাঞ্চ সম্পূজ্যাচার্য্যমাদৃতঃ ।
বস্ত্রৈরাভরণৈর্মাল্যৈর্দক্ষিণাভির্মুদান্বিতৌ ॥ ১৪ ।
সোপস্করাঞ্চ তাং মূর্ত্তিমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ।
সমুচ্চরন্নিমং মন্ত্রং ব্রতকৃন্মিথুনং মুদা ॥ ১৫ ।
নমো বিশ্ববিধানজ্ঞে বিধে বিবিধকারিণি ।
সুতং বংশকরং দেহি তুষ্টামুষ্মাদ্ব্রতাচ্ছুভাৎ ॥ ১৬ ।
সহস্রং ভোজয়িত্বাথ দ্বিজানাং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
ভুক্তশেষেণ চান্নেন কুর্য্যাদ্বিপারণং ততঃ ॥ ১৭ ।
ইত্থমেতদ্ব্রতং রাজংশ্চিকীর্ষামি ত্বয়া সহ ।
কুরু বৈ তৎ প্রিয়ং মহ্যমভীষ্টফললব্ধয়ে ॥ ১৮ ।

র্য্যকে সালঙ্কৃতা, সুলক্ষণা. নবপ্রসূতা সুশীলা কপিলাপয়স্বিনী দান করিতে হয় ॥ ১১—১৩ ॥ ব্রতাহে উপবাসী থাকিয়া পরদিন চতুর্থীতে প্রাতঃস্নান করিয়া নববস্ত্রপরিধান পূর্ব্বক প্রতিদম্পতীকে প্রফুল্লচিত্তে বস্ত্র, অভরণ, মাল্য ও দক্ষিণাপ্রদানে পরমসমাদরে ভক্তিভাবে আচার্য্যের পূজা করিতে হয় ॥ ১৪ ॥ অতঃপর সেই ব্রতদম্পতী সানন্দচিত্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া রত্ন-কুণ্ডলাদির সহিত সেই সুবর্ণপ্রতিমা আচার্য্যকে দান করিবেন। "হে বিশ্ব-বিধানজ্ঞে! হে বিবিধবিধায়িনি! হে বিধিস্বরূপিনি! তোমাকে নমস্কার। আমার শুভব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া তুমি আমাকে বংশধর পুত্র প্রদান কর" ॥ ১৫॥ ১৬ ॥ অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ভুক্ত শেষান্নে পারণ করিতে হয় ॥ ১৭ ॥ হে রাজন্! আমি তোমার সহিত এই ব্রত করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি। তুমি আমার প্রীতি এবং অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠান কর ॥ ১৮ ॥ রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট

ইতি ভূপালবর্য্যেণ শ্রুত্বা সংহৃষ্টচেতসা।
মুনে ব্রতং সমাচীর্ণং সান্তর্বত্নী বভূব হ॥ ১৯।
তয়াথ প্রার্থিতা গৌরী গর্ব্বিণ্যা ভক্তিতোষিতা।
পুত্রং দেহি মহামায়ে সাক্ষাদ্বিষ্ণ্বংশসম্ভবম্॥ ২০।
জাতমাত্রো ব্রজেৎ স্বর্গং পুনরায়াতি চাত্র বৈ।
ভক্তঃ সদাশিবেত্যর্থং প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বভূতলে॥ ২১।
বিনৈব স্তন্যপানেন ষোড়শাব্দাকৃতিঃ ক্ষণাৎ।
এবম্ভূতঃ সুতো গৌরি যথা মে স্যাত্তথা কুরু॥ ২২
মৃড়ান্যাপি তথেত্যুক্তা রাজ্ঞী ভক্ত্যাতিতুষ্টয়া।
অথ কালেন তনয়ং মূলর্ক্ষে সাপ্যজীজনৎ॥ ২৩।
হিতৈরমাত্যৈরথ সা বিজ্ঞপ্তারিষ্টসংস্থিতা।
দেবি রাজার্থিনী চেত্ত্বন্ত্যজ দুষ্টর্ক্ষজং সুতম্॥ ২৪।

হইলেন। তদনন্তর যথাবিধি ব্রতাচরণ করিয়া রাজ্ঞী মলয়গন্ধিনী গর্ভবতী হইলেন॥১৯॥ গর্ভাবস্থায় তিনি ভক্তিতোষিতা গৌরীর নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন যে, হে মহামায়ে! দয়া করিয়া আমাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত একটি পুত্র প্রদান কর॥ ২০॥ সেই পুত্র যেন জাতমাত্রে স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় এস্থানে আগমন করে। সেই পুত্র যেন সর্ব্বদা সদাশিবের ভক্ত এবং পৃথ্বীতলে প্রসিদ্ধ হয়; স্তন্যপান ব্যতিরেকে সেই পুত্র যেন ষোড়শবর্ষীয়ের তুল্য আকার প্রাপ্ত হয়। হে গৌরি! যাহাতে আমি এইরূপ পুত্রলাভ করি তুমি তাহার বিধান কর॥ ২২॥ রাজমহিষীর ভক্তিতে গৌরি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন 'তথাস্তু'। অনন্তর যথাকালে মূলানক্ষত্রে রাণী এক নবকুমার প্রসব করিলেন॥ ২৩॥ গণ্ডরিষ্টিযোগে প্রসূতা হওয়াতে হিতার্থী অমাত্যগণ রাজ্ঞিকে কহিলেন হে দেবি! আপনি যদি রাজার হিতার্থিনী হন, তাহা হইলে এই কুনক্ষত্রজাত পুত্রকে পরিত্যাগ করুন॥ ২৪॥ মন্ত্রীবাক্য

সা মন্ত্রিবাক্যমাকর্ণ্য কেবলং পতিদেবতা।
অত্যাক্ষীত্তং তথা প্রাপ্তং তনয়ং নয়কোবিদা॥ ২৫।
ধাত্রেয়িকাং সমাহূয় প্রাহেদং সা নৃপাঙ্গনা।
পঞ্চমুদ্রে মহাপীঠে বিকটা নাম মাতৃকা॥ ২৬।
তদগ্রে স্থাপয়িত্বামুম্বালং ধাত্রেয়িকে বদ।
গৌর্য্যা দত্তঃ শিশুরসৌ তবাগ্রে বিনিবেদিতঃ॥ ২৭।
রাজ্ঞ্যা পত্যুঃ প্রিয়ৈষিণ্যা মন্ত্রিবিজ্ঞপ্তপুত্রয়া।
সাঁপি রাজ্ঞ্যুদিতং শ্রুত্বা শিশুং লাস্যশশিপ্রভম্॥২৮।
বিকটায়াঃ পুরঃ স্থাপ্য গৃহং ধাত্রেয়িকা গতা।
অথ সা বিকটা দেবী সমাহূয় চ যোগিনীঃ॥ ২৯।
উবাচ নয়ত ক্ষিপ্রং শিশুং মাতৃগণাগ্রতঃ।
তাসামাজ্ঞাঞ্চ কুরুত রক্ষতামুং প্রযত্নতঃ॥ ৩০।
যোগিন্যো বিকটাবাক্যাৎ খেচর্য্যস্তাঃ ক্ষণেন তম্।
নিন্যুর্গমনমার্গেণ ব্রাহ্ম্যাদ্যা যত্র মাতরঃ॥ ৩১।

শ্রবণ করিয়া একমাত্র পতিদেবতা নীতিবিশারদা রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ সেই সন্তান পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর ধাত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ধাত্রি! তুমি এই বালককে লইয়া পঞ্চমুদ্রামহাপীঠে বিকটা-নাম্নী মাতৃকাসমীপে এই কথা বলিয়া রাখিয়া আইস যে, হে দেবি! গৌরী দত্ত এই শিশু তোমার অগ্রে সমর্পিত হইল॥ ২৫—২৭॥ পতিহিতৈষিণী রাণী মন্ত্রী বাক্যানুসারে ধাত্রীকে এইরূপ আদেশ করিলে ধাত্রী সেই পূর্ণ-চন্দ্রসন্নিভ শিশুকে বিকটামাতৃকার সমীপে সমর্পণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইল॥ ২৮॥ ২৯॥ বিকটাদেবী তদ্দর্শনে যোগিনীগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা এই শিশুকে মাতৃকাগণের নিকটে লইয়া যাও॥ ৩০॥ তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া এই শিশুটীকে সযত্নে রক্ষা করিবে।

প্রণম্য যোগিনীবৃন্দং তং শিশুং সূর্য্যবর্চ্চসম্।
পুরো নিধায় মাতৃণাং প্রোবাচ বিকটোদিতম্ ॥ ৩২।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রৌদ্রী বারাহী নারসিংহিকা।
কৌমারী চাপি মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা চৈব চণ্ডিকা ॥ ৩৩।
দৃষ্টা তং বালকং রম্যং বিকটাপ্রেষিতং ততঃ।
পপ্রচ্ছুর্যুগপড্ডিম্ভং কস্তে তাতঃ প্রসূশ্চ কা ॥ ৩৪।
মাতৃভিশ্চেতি পৃষ্টঃ স যদা কিঞ্চিন্ন বক্তি চ।
তদা তদ্যোগিনীচক্রং প্রাহ মাতর্গণস্থিতি ॥ ৩৫।
রাজযোগ্যো ভবত্যেষ মহালক্ষণলক্ষিতঃ।
পুনস্তত্রৈব নেতব্যো যোগিন্যস্ত্ববিলম্বিতম্ ॥ ৩৬।
পঞ্চমুদ্রা মহাদেবী তিষ্ঠতে যত্র কাম্যদা যস্যাঃ।
সংসেবনান্নৃণাং নির্ব্বাণশ্রীরদূরতঃ ॥ ৩৭।

৩. ॥ খেচরী যোগিনীগণ বিকটাদেবীর আজ্ঞানুসারে সেই শিশু গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গগণমার্গে উড্ডীন হইয়া ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণের নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৩২ ॥ তথায় তাহারা মাতৃকাগণকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিকটাদেবীর আদেশমত বাক্যে নিবেদন করিয়া সেই সূর্য্যসন্নিভ শিশু তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিল ॥ ৩৩ ॥ ব্রাহ্মী, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা অকস্মাৎ বিকটাদেবী প্রেরিত সেই কমনীয় শিশুকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার জনকজননী কে? ৩৪ ॥ মাতৃকাগণের প্রশ্নে বালক কিছুমাত্র উত্তর করিল না দেখিয়া মাতৃগণ যোগিনীচক্রকে কহিলেন, হে যোগিনিগণ! এই শিশুতে রাজ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব তোমরা যে স্থান হইতে ইহাকে আনয়ন করিয়াছ, পুনরায় সেই স্থানে লইয়া যাও ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ তথায় সর্ব্বকামপ্রদায়িনী পঞ্চমুদ্রাদেবী বিরাজিতা আছেন। তাঁহার সেবা করিলে নরগণ নিঃসন্দেহ নির্ব্বাণলক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়। যদিও কাশীপুরী সর্ব্বত্র শুভজননী, তথাপি

সর্ব্বত্র শুভজন্মিন্যাং কাশ্যাং মুক্তিঃ পদে পদে।
তথাপি সবিশেষং হি তৎপীঠং সর্ব্বসিদ্ধিকৃৎ ॥ ৩৮।
তৎপীঠসেবনাদস্য ষোড়শাব্দা কৃতেঃ শিশোঃ।
সিদ্ধির্ভবিত্রী পরমা বিশ্বেশানুগ্রহাৎ পরাৎ ॥ ৩৯।
এবং মাতৃগণাশীর্ব্বির্যোগিনীভিঃ ক্ষণেন হি।
প্রাপিতো মাতৃবাক্যেন পঞ্চমুদ্রাঙ্কিতং পুনঃ ॥ ৪০।
সম্প্রাপ্য তন্মহাপীঠং স্বর্গলোকাদিহাগতঃ।
আনন্দকাননে দিব্যং ততাপ বিপুলন্তপঃ ॥ ৪১।
তপসাতীব তীব্রেণ নিশ্চলেন্দ্রিয়চেতসঃ।
তস্য রাজকুমারস্য প্রসন্নোঽভূদুমাধবঃ ॥ ৪২।
আবির্বভূব পুরতো লিঙ্গরূপেণ শঙ্করঃ।
প্রোবাচ চ প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহি নৃপাঙ্গজ ॥ ৪৩।

স্কন্দ উবাচ।

সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং পুরতো বীক্ষ্য বাঙ্ময়ম্।
সপ্তপাতালমুদ্ভিদ্য স্থিতং বৃহদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৪।

পঞ্চমুদ্রা মহাপীঠ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। সেই পীঠ সেবনে এই শিশু ষোড়শ-বর্ষীয়ের ন্যায় আকার ধারণ করিবে। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে ইহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। ৩৭—৩৯॥ মাতৃকাগণের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই যোগিনীগণ ক্ষণমাত্রে শিশুকে গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় পঞ্চমুদ্রাপীঠে আগমন করিল ॥ ৪০॥ সেই বালক স্বর্গলোক হইতে পঞ্চমুদ্রাপীঠে সমাগত হইয়া তথায় বিপুল তপস্যা করিলেন ॥ ৪১॥ নিশ্চলেন্দ্রিয়-মানস রাজকুমারের তীব্রতর তপস্যায় উমাপতি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। অতঃপর লিঙ্গ-রূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে রাজকুমার! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর ॥ ৪২॥ ৪৩॥ সপ্ত-পাতাল ভেদ করিয়া সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময় বেদযোনিলিঙ্গকে মহাকৃপাবশে সম্মুখে

প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ পরিতুষ্টাব ধূর্জ্জটিম্।
সূক্তৈর্জন্মান্তরাভ্যস্তৈঃ সুহৃষ্টো রুদ্রদৈবতৈঃ॥ ৪৫।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
সন্তুষ্টস্তপসা তস্য প্রোবাচ বৃষভধ্বজঃ॥ ৪৬।

দেবদেব উবাচ।

বরং বরয় সন্তপ্তং তপসা ক্লেশিতং বপুঃ।
তবেদং বালবপুষা বশীভূতং মনো মম॥ ৪৭।
শিবোক্তঞ্চ সমাকর্ণ্য বরদানং পুনঃ পুনঃ।
বরঞ্চ প্রার্থয়াঞ্চক্রে পরিহৃষ্টতনূরুহঃ॥ ৪৮।

কুমার উবাচ।

দেবদেব মহাদেব যদি দেয়ো বরো মম।
তদত্র ভবতা স্থেয়ং ভবতাপহৃতা সদা॥ ৪৯।
অস্মিল্লিঙ্গে স্থিতং শম্ভো কুরু ভক্তসমীহিতম্।
বিনা মুদ্রাদিকরণং মন্ত্রেণাপি বিনা বিভো॥ ৫০।

আবির্ভূত হইতে দর্শন করিয়া রাজকুমার ভূলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে রুদ্রমন্ত্রে তাঁহাকে স্তব করিলেন॥৪৪।৪৫॥ ভগবান দেবাদি-দেব বৃষধ্বজ মহেশ্বর তাঁহার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে বৎস! কঠোর তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া তোমার শরীর নিতান্ত শীর্ণ হইয়াছে। তোমার এই সুকুমার বালবপু আমার মনকে বশীভূত করিয়াছে। অতএব তুমি বর-গ্রহণ কর॥ ৪৬॥ ৪৭॥ রাজপুত্র বিশ্বেশ্বরের বরদান বাক্য পুনঃ পুনঃ আকর্ণন করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিতগাত্রে বর প্রার্থনা করিলেন, হে দেবাদি-দেব! হে মহাদেব! যদি আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, তুমি সর্ব্বদা এই স্থানে অবস্থান করিয়া ইহসংসারের শোক সন্তাপ হরণ কর॥ ৪৮॥ ৪৯॥ হে বিভো! তুমি

দিশ সিদ্ধিং পরামত্র দর্শনাৎ স্পর্শনান্নতেঃ।
অস্য লিঙ্গস্য যে ভক্তা মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ॥ ৫১।
সদৈবানুগ্রহস্তেষু কর্ত্তব্যো বর এষ মে।
ইতি তদ্বরমাকর্ণ্য লিঙ্গরূপোঽবদৎ প্রভুঃ॥ ৫২।
এবমস্তু যদুক্তং মে বীর বৈষ্ণবসূনুনা।
জনেতুর্বিষ্ণুভক্তাচ্চ রাজ্ঞো মিত্রজিতো ভবান্॥ ৫৩।
বিষ্ণ্বংশ এবমুৎপন্নো মম ভক্তিপরাঙ্গজ।
বীর বীরেশ্বরং নাম লিঙ্গমেতত্ত্বদাখ্যয়া॥ ৫৪।
কাশ্যাং দাস্যত্যভীষ্টানি ভক্তানাং চিন্তিতান্যহো।
অস্মিল্লিঙ্গে সদা বীর স্থাস্যাম্যদ্যদিনাবধি॥ ৫৫।
দাস্যামি চ পরাং সিদ্ধিমাশ্রিতেভ্যো ন সংশয়ঃ।
পরন্নমহিমানং মে কলৌ কশ্চিচ্চ বেৎস্যতি॥ ৫৬।

এই লিঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিনাযোগে বিনামন্ত্রে ভক্তের মনোরথ সিদ্ধ কর॥ ৫০॥ কায়মনোবাক্যে যাহারা ভক্তিভাবে তোমাকে দর্শন, স্পর্শ অথবা প্রণিপাত করিবে, তোমার অনুগ্রহে তাহারা যেন এই স্থানে পরম-সিদ্ধি উপদেশ প্রাপ্ত হয়॥ ৫১॥ সর্ব্বদা যেন তাহাদিগের প্রতি তোমার অনুগ্রহ থাকে। হে বিশ্বনাথ! এই বরই আমার প্রার্থনীয়॥ ৫২॥ রাজ-পুত্রের এই বর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া লিঙ্গরূপী মহেশ্বর কহিলেন, হে বীর! তুমি বিষ্ণুভক্তের পুত্র; তোমার পিতা রাজা অমিত্রজিৎ বিষ্ণুর পরম ভক্ত, তুমি তাঁহার ঔরষে বিষ্ণুর অংশে উৎপন্ন হইয়াছ; অতএব হে বৎস! তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিলে তাহাই সুসিদ্ধ হইবে। অদ্যাবধি তোমার বীর নাম হইল; তোমার নামানুসারে এই লিঙ্গের নাম বীরেশ্বর হইবে॥ ৫৩॥ ৫৪॥ হে বীর! অদ্যাবধি আমি কাশীতে এই লিঙ্গে অধি-ষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তগণের চিরাকাঙ্ক্ষিত অভীষ্ট প্রদান করিব॥ ৫৫॥ আমি আশ্রিত ভক্তগণকে পরমাসিদ্ধি প্রদান করিব সন্দেহ নাই। কিন্তু কলিযুগে

যস্তু বেৎস্যতি ভাগ্যেন স পরাং সিদ্ধিমাপ্স্যতি।
অত্র জপ্তং হুতং দত্তং স্তুতমর্চ্চিতমেব বা ॥ ৫৭ ।
জীর্ণোদ্ধারাদিকরণমক্ষয্যফলহেতুকম্।
ত্বন্তু রাজ্যং পরং প্রাপ্য সর্ব্বভূপালদুর্ল্লভম্ ॥ ৫৮ ।
ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চ বিপুলানন্তে সিদ্ধিমবাপ্স্যতি।
পুরী বারাণসী রম্যা সর্ব্বস্মিন্ জগতীতলে ॥ ৫৯ ।
পুণ্যস্তত্রাপি সম্ভেদঃ সরিতোরসিগঙ্গয়োঃ।
ততোঽপি চ হয়গ্রীবং তীর্থঞ্চৈবাতিপুণ্যদম্ ॥ ৬০ ।
যত্র বিষ্ণুর্হয়গ্রীবো ভক্ত চিন্তিতমর্পয়েৎ।
হয়গ্রীবাচ্চ বৈ তীর্থাদ্গজতীর্থং বিশিষ্যতে ॥ ৬১ ।
যত্র বৈ স্নানমাত্রেণ গজদানফলং লভেৎ।
কোকাবারাহতীর্থঞ্চ পুণ্যদং গজতীর্থতঃ ॥ ৬২ ।
কোকাবারাহমভ্যর্চ্চ্য তত্র নো জন্মভাগ্জনঃ।
অপি কোকাবরাহাস্য দিলীপেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৬৩ ।

আমার এই মহিমা কেহ অবগত থাকিবে না। ভাগ্যক্রমে যাহারা এই মহিমা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে তাহারা এই জরামরণহারিণী অক্ষয় ফল-প্রদায়িনী বারাণসীক্ষেত্রে জপ, হোম, দান এবং আমার অর্চ্চনা করিলে পরম সিদ্ধি লাভ করিবে। হে বীর! তুমি সর্ব্বভূপালদুর্ল্লভ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করণানন্তর পরিশেষে সিদ্ধি লাভ করিবে। ইহ জগতীতলে এই রমণীয় বারাণসীপুরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে অসিগঙ্গাসঙ্গম এবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হয়গ্রীব তীর্থ আছে ॥ ৫৬—৬০ ॥ বিষ্ণু সেই স্থানে ভক্তের মনোরথ সিদ্ধ করেন। হয়গ্রীব তীর্থ অপেক্ষা গজতীর্থ শ্রেষ্ঠ। তথায় স্নান করিবামাত্র গজদানের ফল লাভ হয়। গজতীর্থ অপেক্ষা কোকাবরাহ তীর্থ অধিক পুণ্যপ্রদ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ কোকাবরাহের পূজা করিলে পুনর্জ্জন্ম

দিলীপতীর্থং সুশ্রেষ্ঠং সদ্যঃ পাপহরং পরম্।
ততঃ সগরতীর্থঞ্চ সগরেশসমীপতঃ ॥ ৬৪ ।
যত্র মজ্জন্নরো মজ্জেন্ন ভূয়ো দুঃখসাগরে।
সপ্তসাগরতীর্থঞ্চ শুভং সগরতীর্থতঃ ॥ ৬৫ ।
সপ্তাব্ধিস্নানজং পুণ্যং যত্র স্নাত্বা নরো লভেৎ।
মহোদধীতি বিখ্যাতং তীর্থং সপ্তাব্ধিতীর্থতঃ ॥ ৬৬ ।
সকৃৎ যত্রাপ্লুতো ধীমান্ দহেদঘমহোদধিম্।
চৌরতীর্থং ততঃ পুণ্যং কফক্লেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৬৭ ।
পাপং সুবর্ণচৌর্য্যাদি যত্র স্নাত্বা ক্ষয়ং ব্রজেৎ।
হংসতীর্থং ততোঽপীড্যং কেদারেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৬৮ ।
হংসস্বরূপী যত্রাহং নয়ামি ব্রহ্মদেহিনঃ ॥ ৬৯ ।
ততস্ত্রিভুবনাখ্যস্য কেশবস্যাতিপুণ্যদম্।
তীর্থং যত্রাপ্লুতা মর্ত্ত্যা মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ন ॥ ৭০ ।

হয় না। সেই কোকাবরাহ লিঙ্গ দিলীপেশ্বরের সমীপদেশে প্রতিষ্ঠিত। দিলীপতীর্থ সদ্য-পাপহর এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ সগরেশ্বর সমীপে সগরতীর্থ। তথায় স্নান করিলে নরগণকে দুঃখসাগর-রূপ সংসারসাগরে নিমজ্জিত হইতে হয় না। সপ্তসাগরতীর্থ সগরতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথায় স্নান করিলে সপ্তসিন্ধুজলে স্নান করণের ফল হয় ॥ ৬৫—৬৬ ॥ সপ্তসাগর-তীর্থ অপেক্ষা মহোদধিতীর্থ বিখ্যাত। তথায় স্নান করিলে সমস্ত পাপসাগর বিশুষ্ক হইয়া যায় ॥ ৬৭ ॥ কফক্লেশ্বর সন্নিধানে পুণ্যময় চৌরতীর্থ। তথায় স্নান করিলে স্বর্ণ-চৌর্য্য প্রভৃতি সকল পাপ ক্ষয় হয় ॥ ৬৮ ॥ কেদারেশ্বর সমীপে হংসতীর্থ। তথায় আমি হংসেশ্বর রূপে দেহিগণকে ব্রহ্মলোকে প্রেরণ করি ॥ ৬৯ ॥ তৎসমীপে পুণ্যপ্রদ ত্রিভুবনকেশব তীর্থ; তথায় স্নান করিলে নরগণকে আর নরলোকে প্রবেশ করিতে হয় না ॥ ৭০ ॥

গোব্যাঘ্রেশ্বরতীর্থঞ্চ ততোপ্যধিকমেব হি।
স্বভাববৈরমুৎসৃজ্য যত্রোভৌ সিদ্ধিমাপতুঃ॥ ৭১।
ততোঽপি হি বরং বীজতীর্থং মান্ধাতৃসংজ্ঞিতম্।
চক্রবর্ত্তিপদং যত্র প্রাপ্তং তেন মহীভুজা॥ ৭২।
ততোঽপি মুচুকুন্দাখ্যং তীর্থঞ্চাতীব পুণ্যদম্।
যত্র স্নাতো নরো জাতু রিপুভির্নাভিভূয়তে॥ ৭৩।
পৃথুতীর্থং ততোপ্যুচ্চৈঃ শ্রেয়সাং সাধনং পরম্।
পৃথ্বীশ্বরং যত্র দৃষ্ট্বা নরঃ পৃথ্বীপতির্ভবেৎ॥ ৭৪।
ততঃ পরশুরামস্য তীর্থঞ্চাতীব সিদ্ধিদম্।
যত্র ক্ষত্রবধাৎ পাপাজ্জামদগ্ন্যো বিমুক্তবান্॥ ৭৫।
অদ্যাপি ক্ষত্রবধজং পাপং তত্র প্রণশ্যতি।
একেন স্নানমাত্রেণ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতেন চ॥ ৭৬।
ততোঽপি শ্রেয়সাং কর্ত্তৃতীর্থং কৃষ্ণাগ্রজস্য হি।
যত্র সূতবধাৎ পাপাদ্বলদেবো বিমুক্তবান্॥ ৭৭।

তদপেক্ষা গোব্যাঘ্রেশ্বরতীর্থ উৎকৃষ্ট। গোব্যাঘ্র উভয়েই তথায় স্বভাববৈর পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল॥ ৭১॥ হে বীর! মান্ধাতাতীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নরপতিগণ তথায় চক্রবর্ত্তীত্বপদ লাভ করেন॥ ৭২॥ মান্ধাতাতীর্থ অপেক্ষা মুচুকুন্দ তীর্থ অতীব উৎকৃষ্ট। তথায় স্নান করিলে নরগণকে কদাপি রিপুভয়ে অভিভূত হইতে হয় না॥ ৭৩॥ সেই তীর্থ অপেক্ষা পৃথুতীর্থ অধিকতর শ্রেয়ঃসাধন। তথায় পৃথ্বীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে লোকে পৃথ্বীপতি হয়॥ ৭৪॥ তৎসমীপে পরশুরামতীর্থ অতীব সিদ্ধিপ্রদ। পরশুরাম তথায় ক্ষত্রিয়বধ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। তথায় একবারমাত্র স্নান করিলে অদ্যাপি জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত ক্ষাত্রবধ-জনিত পাপক্ষয় হয়॥ ৭৫—৭৬॥ তত্তীর্থ অপেক্ষা বলরামতীর্থ অধিকতর শ্রেয়স্কর।

দিবোদাসস্য বৈ তীর্থং যত্র রাজ্ঞোঽতিমেধসঃ।
তত্র স্নাতো নরো জাতু ন জ্ঞানাচ্চ্যবতেঽন্ততঃ॥ ৭৮।
ততোঽপি হি মহাতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
যত্র ভাগীরথী সাক্ষান্মূর্ত্তিরূপেণ তিষ্ঠতি॥ ৭৯।
স্নাত্বা ভাগীরথীতীর্থে কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানবিৎ।
দত্ত্বা দানঞ্চ পাত্রেভ্যো ন ভূয়ো গর্ভভাগ্ ভবেৎ॥ ৮০।
হরং পাপঞ্চ ভো বীরতীর্থং ভাগীরথীতটে।
তত্র স্নাত্বা ক্ষয়ং যান্তি মহাপাপকুলান্যপি॥ ৮১।
যে নিষ্পাপেশ্বরং লিঙ্গং তত্র পশ্যতি মানবঃ।
নিষ্পাপো জায়তে বীর স তল্লিঙ্গেক্ষণাৎ ক্ষণাৎ॥ ৮২।
দশাশ্বমেধতীর্থঞ্চ ততোঽপি প্রবরং মতম্।
দশানামশ্বমেধানাং যত্র স্নাত্বা ফলং লভেৎ॥ ৮৩।
ততোপি শুভদং বীরবন্দীতীর্থং প্রচক্ষতে।
যত্র স্নাতো নরো মুচ্যেদপি সংসারবন্ধনাৎ॥ ৮৪।

বলদেব তথায় সূতবধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন॥ ৭৭॥ তৎসমীপে পরমজ্ঞানী রাজা দিবোদাসের মহাতীর্থ। তথায় স্নান করিলে অনন্ত কালেও জ্ঞানভ্রষ্ট হইতে হয় না॥ ৭৮॥ তৎসন্নিধানে সর্ব্বপাপ-প্রনাশন ভাগীরথী মহাতীর্থ। ভাগীরথী তথায় সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজিতা আছেন। ভাগীরথীতীর্থে স্নান করিয়া বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ এবং যথাযোগ্য পাত্রে দান করিলে আর গর্ভবাস হয় না॥ ৭৯—৮০॥ হে বীর! ভাগীরথী তটে পাপহরতীর্থ। তথায় স্নান করিলে মহা পাতকরাশি বিধ্বংসিত হয়॥ ৮১॥ হে বীর! তথায় নিষ্পাপেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে নরগণ ক্ষণমাত্রেই নিষ্পাপ হয়॥ ৮২॥ দশাশ্বমেধতীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। তথায় স্নান করিলে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ৮৩॥ হে বীর! বন্দীতীর্থ তদপেক্ষা শুভপ্রদ। তথায় স্নান করিলে নরগণ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত

হিরণ্যাক্ষেণ দৈত্যেন বহুশো দেবতাঃ পুরা।
বন্দীকৃতা নিগড়িতাস্তুষ্টুবুর্জগদম্বিকাম্ ॥ ৮৫।
ততো বিশৃঙ্খলীভূতৈর্ব্বন্দিতা যজ্জগজ্জনিঃ।
তদাপ্রভৃতি বন্দীতি গীয়তেঽদ্যাপি মানবৈঃ ॥ ৮৬।
বন্দীতীর্থন্তু তত্রৈব মহানিগড়খণ্ডনম্।
যত্র স্নাতো বিমুচ্যেত সর্ব্বস্মাৎ কর্ম্মপাশতঃ ॥ ৮৭।
বন্দীতীর্থং মহাশ্রেষ্ঠং কাশীপুর্য্যাং বিশাম্পতে।
তত্র স্নাতো নরো যায়াদ্বিমুক্তিং দেব্যনুগ্রহাৎ ॥ ৮৮।
ততোপি হি শ্রেষ্ঠতরং প্রয়াগমিতি বিশ্রুতম্।
প্রয়াগমাধবো যত্র সর্ব্বযাগফলপ্রদঃ ॥ ৮৯।
ক্ষৌণীবরাহতীর্থঞ্চ ততোপি শুভদং পরম্।
তত্র স্নাতো নরো জাতু তির্য্যগ্‌যোনিং ন গচ্ছতি ॥ ৯০।
ততঃ কালেশ্বরং তীর্থং বীরশ্রেষ্ঠতরং পরম্।
কলিকালৌ ন বাধেতে যত্র স্নাতং নরোত্তমম্ ॥ ৯১।

হয় ॥ ৮৪ ॥ পুরাকালে দেবগণ হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকর্ত্তৃক নিগড়বদ্ধ হইয়া বারম্বার জগদম্বিকার স্তব করিয়াছিলেন। সেই স্তুতিকালে তাঁহারা শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া অম্বিকাকে বন্দনা করেন। তদবধি মানবগণ এই তীর্থকে বন্দীতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করে। এই নিগড়-খণ্ডন বন্দীতীর্থে স্নান করিলে জীবগণ সর্ব্ব কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হয়। হে রাজন্! বন্দীতীর্থ মহাশ্রেষ্ঠ। তথায় স্নান করিলে নরগণ দেবীর অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করে ॥ ৮৫—৮৮ ॥ বন্দীতীর্থ অপেক্ষা প্রয়াগতীর্থ শ্রেষ্ঠতর। তথায় সর্ব্বযাগফলপ্রদ প্রয়াগমাধব বিরাজিত আছেন ॥ ৮৯ ॥ তদপেক্ষা ক্ষৌণীবরাহতীর্থ অধিকতর শুভপ্রদ। তথায় স্নান করিলে নরগণ কদাপি তীর্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৯০ ॥ হে বীর! কালেশ্বরতীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-তর। তথায় স্নান করিলে নরগণের

অশোকতীর্থং তত্রৈব ততোপ্যতিতরাং শুভম্।
যত্র স্নাতো নরো জাতু নাপতেচ্ছোকসাগরে ॥ ৯২।
ততোতিনির্ম্মলতরং শুক্রতীর্থং নৃপাঙ্গজ।
শুক্রদ্বারা ন জায়েত যত্র স্নাতো নরোত্তমঃ ॥ ৯৩।
ততোঽপি পুণ্যদং রাজন্ ভবানীতীর্থমুত্তমম্।
যত্র স্নাত্বা ভবানীশৌ দৃষ্টা নৈব পুনর্ভবেৎ ॥ ৯৪।
প্রভাসতীর্থং বিখ্যাতং ততোঽপি শুভদং নৃণাম্।
সোমেশ্বরস্য পুরতস্তত্র স্নাতো ন গর্ভভাক্॥ ৯৫।
ততো গরুড়তীর্থঞ্চ সংসারবিষনাশনম্।
গরুড়েশং সমভ্যর্চ্চ্য তত্র স্নাত্বা ন শোচতি ॥ ৯৬।
ব্রহ্মতীর্থং ততঃ পুণ্যং বীরব্রহ্মেশ্বরাৎ পুরঃ।
ব্রহ্মবিদ্যামবাপ্নোতি তত্র স্নানেন মানবঃ ॥ ৯৭।
ততো বৃদ্ধার্কতীর্থঞ্চ বিধিতীর্থং ততঃ পরম্।
তত্রাপ্লুতো নরো যাতি রবিলোকং সুনির্ম্মলম্ ॥ ৯৮।

কলিকাল-ভয় থাকে না ॥ ৯১ ॥ সেই তীর্থ অপেক্ষা অশোকতীর্থ অধিকতর শুভপ্রদ। তথায় স্নান করিলে নরগণকে শোকসাগরে নিপতিত হইতে হয় না ॥ ৯২ ॥ হে রাজকুমার! শুক্রতীর্থ তদপেক্ষা নির্ম্মলতর। তথায় স্নান করিলে ভবসংসারে আর জন্ম হয় না ॥ ৯৩ ॥ হে রাজন্! শুক্রতীর্থ অপেক্ষা ভবানীতীর্থ অধিকতর পুণ্যপ্রদ। তথায় স্নান করিয়া ভবানী এবং ভবানীশ্বরকে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না ॥ ৯৪ ॥ সোমেশ্বরের সমীপে নরগণের শুভপ্রদ প্রভাসতীর্থ। তথায় স্নান করিলে আর গর্ভবাস হয় না ॥ ৯৫ ॥ তৎসমীপে সংসার-বিষ-নাশন গরুড়তীর্থ। তথায় স্নান করিয়া গরুড়েশ্বরকে দর্শন করিলে শোকতাপ থাকে না ॥ ৯৬ ॥ হে বীর! ব্রহ্মেশ্বর সমীপে গরুড়তীর্থ অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মতীর্থ। তথায় স্নান করিলে মানবগণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৭ ॥ তাঁহার পর বৃদ্ধার্কতীর্থ এবং বিধিতীর্থ।

ততো নৃসিংহতীর্থঞ্চ মহাভয়নিবারণম্।
কালাদপি কুতস্তত্র স্নাত্বা পরিবিভেতি চ॥ ৯৯।
ততোঽপি পুণ্যদং নৃণাং তীর্থং চিত্ররথেশ্বরম্।
যত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ চিত্রগুপ্তং ন পশ্যতি॥ ১০০।
ধর্ম্মতীর্থং ততঃ পুণ্যং ধর্ম্মেশপুরতঃ স্থিতম্।
তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥ ১০১।
বিশালতীর্থং বিমলং বিশালফলদং ততঃ।
তত্র স্নাত্বা বিশালাক্ষীং দৃষ্ট্বা গর্ভে ন জায়তে॥ ১০২।
জরাসন্ধেশতীর্থঞ্চ জরাসন্ধেশসন্নিধৌ।
সংসারজ্বরপীড়াভিস্তত্র স্নাতো ন মুহ্যতি॥ ১০৩।
ততোঽপি ললিতাতীর্থং মহাসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্।
স্নাত্বাঽর্চ্চয়িত্বা ললিতাং ন দরিদ্রো ন দুঃখভাক্॥ ১০৪।
ততো গৌতমতীর্থঞ্চ সর্ব্বপাপবিশোধনম্।
স্নাত্বা পিণ্ডান্ বিনির্ব্বাপ্য যত্র শোচতি ন ক্বচিৎ॥১০৫।

তথায় স্নান করিলে সুনির্ম্মল রবিলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৯৮॥ তদনন্তর মহাভয়-নিবারণ নৃসিংহতীর্থ। তথায় স্নান করিলে কালভয় থাকে না॥ ৯৯॥ তাহার পর নরগণের পুণ্যপ্রদ চিত্ররথেশ্বরতীর্থ। তথায় স্নান দান করিলে যমভয় থাকে না॥ ১০০॥ ধর্ম্মেশ্বরের সমীপভাগে ধর্ম্মতীর্থ। তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভ হয়॥ ১০১॥ অতঃপর বিশালফলপ্রদ বিমল বিশালতীর্থ। তথায় স্নান করিয়া বিশালাক্ষী দর্শন করিলে গর্ভবাস হয় না॥ ১০২॥ জরাসন্ধেশ্বর সমীপে জরাসন্ধতীর্থ। তথায় স্নান করিলে সংসার-জ্বরপীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয় না॥ ১০৩॥ তাহার পর মহাসৌভাগ্যবর্দ্ধন ললিতাতীর্থ। তথায় স্নান করিয়া ললিতাদেবীর অর্চ্চনা করিলে দারিদ্র্য-দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না॥ ১০৪॥ অতঃপর সর্ব্বপাপবিশোধন গৌতম

গঙ্গাকেশবতীর্থঞ্চ তীর্থঞ্চাগস্ত্যসংজ্ঞকম্ ।
ততস্তু যোগিনীতীর্থং ত্রিসন্ধ্যাখ্যং ততঃ পরম্ ॥ ১০৬ ।
ততস্তু নার্ম্মদং তীর্থং ত্বত আরুন্ধতেয়কম্ ।
বাসিষ্ঠঞ্চ ততস্তীর্থং মার্কণ্ডেয়মনুত্তমম্ ॥ ১০৭ ।
জ্ঞেয়ান্যেতানি তীর্থানি পুণ্যদান্যুত্তরোত্তরম্ ।
খুরকর্ত্তরিসংজ্ঞঞ্চ ততস্তীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১০৮ ।
তত্র শ্রাদ্ধাদিকরণান্নরো মুচ্যেত কিল্বিষৈঃ ।
ততো ভগীরথং তীর্থং রাজর্ষেরতিপুণ্যদম্ ॥ ১০৯ ।
তত্রাল্পমপি যচ্ছেৎ যৎ কল্পান্তেপ্যক্ষয়ং হি তৎ ।
এতেভ্যোপি হি তীর্থেভ্যো লিঙ্গকোটিত্রয়াদপি ॥১১০।
বীরবীরেশ্বরং লিঙ্গং মহাশ্রেষ্ঠং ভবিষ্যতি ।
বীরতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বীরেশং পরিপূজ্য চ ॥ ১১১ ।
তীর্থেষ্বেতেষু সর্ব্বেষু স্নাতো ভবতি নান্যথা ।
যস্তু বীরেশ্বরং লিঙ্গং নক্তমভ্যর্চ্চয়িষ্যতি ।
তেন ত্রিকোটিসংখ্যানি লিঙ্গানীহার্চ্চিতানি বৈ ॥১১২।

তীর্থ। তথায় স্নান করিয়া পিণ্ডদান করিলে শোক-সন্তপ্ত হইতে হয় না ॥ ১০৫ ॥ তৎপর গঙ্গাকেশবতীর্থ, অগস্ত্যতীর্থ, যোগিনীতীর্থ, সন্ধ্যাতীর্থ, নর্ম্মদাতীর্থ, অরুন্ধতীতীর্থ, বশিষ্ঠতীর্থ ও মার্কণ্ডেয় তীর্থ। এই সকল তীর্থ উত্তরোত্তর অধিকতর পুণ্যপ্রদ ॥ ১০৬—১০৮ ॥ অতঃপর অনুত্তম ক্ষুরকর্ত্তরী তীর্থ। তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে নরগণ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ১০৯ ॥ তাহার পর পুণ্যপ্রদ ভগীরথতীর্থ। তথায় অল্পমাত্র দান করিলে কল্পান্তেও তাহা অক্ষয় হয় ॥ ১১০ ॥ হে রাজকুমার! হে বীর! এই সকল তীর্থে তিন কোটি লিঙ্গ আছেন, এই বীরেশ্বর লিঙ্গ তৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেন ॥ ১১১ ॥ বীরতীর্থে স্নান করিয়া বীরেশ্বরের পূজা করিলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত

যস্তু কাময়তে লক্ষ্মীং মুক্তিদাং মুক্তিদামপি।
তেন বীরেশ্বরং লিঙ্গং সংসেব্যমতিযত্নতঃ॥ ১১৩।
বিধায়ৈকং জাগরণং নরো বীরেশমর্চ্চয়ন্।
ভূতায়াং নৈব গৃহ্ণাতি শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্॥ ১১৪।
ইদং লিঙ্গং সদাভ্যর্চ্চ্যং সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধিকামুকৈঃ।
ঐহিকামুষ্মিকান্ যস্মাৎ সর্ব্বান্ কামান্ সমর্থয়েৎ॥১১৫।
পঞ্চামৃতেন স্নপনং যঃ করিষ্যতি মানবঃ।
পলে পলে ফলং তস্য বীরেশে ঘটকোটিজম্॥ ১১৬।
যদন্যত্র ফলং লিঙ্গে কোটিপুষ্পপ্রদানতঃ।
তদেকেনৈব পুষ্পেণ বীরেশেনাত্রসংশয়ঃ॥ ১১৭।
একামপ্যাহুতিং দত্ত্বা বীরেশ্বরসমীপতঃ।
কোটিহোমফলং সম্যঙ্‌নাত্রকার্য্যা বিচারণা॥ ১১৮।

তীর্থস্নানের ফল হইবে॥ ১১২॥ যে ব্যক্তি নিশাকালে বীরেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহার অত্রত্য ত্রিকোটি লিঙ্গপূজার ফল হইবে॥ ১১৩॥ যাহারা ভক্তিমুক্তিদায়িনী মোক্ষলক্ষ্মী কামনা করিবে, প্রযত্নসহকারে বীরেশ্বর লিঙ্গের পূজা করা তাহাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥ ১১৪॥ চতুর্দ্দশী তিথিতে যাহারা ভক্তিভাবে বীরেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া নিশাজাগরণ করিবে, তাহাদিগকে আর পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিগ্রহ করিতে হইবে না॥ ১১৫॥ এই বীরেশ্বর লিঙ্গের সর্ব্বদা অর্চ্চনা করা সর্ব্বসিদ্ধিকামুক সাধকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই অর্চ্চনাফলে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে॥ ১১৬॥ বীরেশ্বর লিঙ্গকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইলে, পলে পলে কোটিঘটজলে স্নান করাইবার ফল হয়॥ ১১৭॥ অন্যত্রে কোটি পুষ্পে পূজা করিলে যে ফল, একটীমাত্র পুষ্পে বীরেশ্বরের পূজা করিলে সেই ফল হয় সন্দেহ নাই॥১১৮॥

সিক্‌থ সিক্‌থ চ নৈবেদ্যে কোটিসিক্‌থফলং লভেৎ।
অত্যল্পমপি বীরেশে কৃতমক্ষয়তাং ব্রজেৎ॥ ১১৯।
অপ্যেকং যো মহারুদ্রং জপেদ্‌বীরেশসন্নিধৌ।
জাপয়েদ্বা ভবেত্তস্য কোটিরুদ্রফলং ধ্রুবম্‌॥ ১২০।
ব্রতোৎসর্গাদি বীরেশে যৎকৃতং ব্রতিভির্ন্ৃভিঃ।
তৎ কোটিগুণসংখ্যাকং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১২১।
কৃতা অষ্টৌ নমস্কারা যেন বীরেশ্বরাগ্রতঃ।
অষ্টকোটিনমস্কারফলং তস্য ন সংশয়ঃ॥ ১২২।
সর্ব্বাসাং সম্পদাং স্থানমিদং লিঙ্গং ভবিষ্যতি।
বীরেশ্বরং ন সন্দেহো বীর মে বরদানতঃ॥ ১২৩।
জ্ঞানমুৎপৎস্যতে পুংসাং তারকাখ্যং মমাজ্ঞয়া।
জীবতামেব তৎ সেব্যমেতল্লিঙ্গং শুভার্থিভিঃ॥ ১২৪।
এতচ্ছ্রুত্বা পুনঃপ্রাহ বীরো মিত্রজিতঃ সুতঃ।
প্রণম্য দেবদেবেশং পরিপূর্ণমনোরথঃ॥ ১২৫।

বীরেশ্বর সমীপে একবারমাত্র আহুতি প্রদান করিলে কোটি হোমের ফললাভ হইবে, তাহাতে আর কার্য্যাকার্য্যের বিচার থাকিবে না॥ ১১৯॥ বীরেশ্বরকে কণামাত্র নৈবেদ্য দান করিলে কোটি কণা নৈবেদ্য দানের ফল হইবে। তাঁহার উদ্দেশে অত্যল্পমাত্র দান করিলেও তাহা অক্ষয় হইবে॥ ১২০॥ বীরেশ্বর সন্নিধানে একটিমাত্র মহারুদ্রমন্ত্র জপ করিলে কিম্বা জপ করাইলে, কোটিরুদ্র মন্ত্র জপের ফল হইবে॥ ১২১॥ ব্রতাচারিগণ বীরেশ্বর সমীপে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলে, কোটিগুণ ফললাভ করিবে॥ ১২২॥ বীরেশ্বরের অগ্রে অষ্ট নমস্কার করিলে অষ্টকোটি নমস্কারের ফললাভ হইবে॥ ১২৩॥ হে বীর! আমার বরপ্রভাবে এই বীরেশ্বর লিঙ্গ সমস্ত আশা ও সমস্ত সম্পদের আশ্রয় স্থান হইবেন॥ ১২৪॥ হে রাজকুমার! আমার আজ্ঞাক্রমে এই বীরেশ্বর লিঙ্গ জীবগণকে তারকজ্ঞান প্রদান করিবেন, অতএব ইহাঁর পূজা করা

তীর্থান্যেতানি দেবেশ যান্যুক্তানি মমাগ্রতঃ।
কৃপয়া পুনরপ্যেব তদন্যানি বদ প্রভো॥ ১২৬।
আদিকেশবমারভ্য তত্তীর্থান্ম ভগীরথাৎ।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ নিষ্পাপো জায়তে নরঃ॥ ১২৭।
ইতি শ্রুত্বা মহেশানো মহীপতনয়োদিতম্।
পুনস্তীর্থানি গঙ্গায়াং বক্তুং সমুপচক্রমে॥ ১২৮।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বীরেশ্বরাবির্ভাবো
নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শুভার্থী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ১২৫॥ রাজা অমিত্রজিৎ কুমার বীর, এই সকল বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ হইয়া, বীরেশ্বরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে প্রভো! যে সকল তীর্থের নাম শ্রবণ করিলে নরগণ নিষ্পাপ হয়, আদিকেশব হইতে আরম্ভ করিয়া ভগীরথ পর্য্যন্ত সেই সমস্ত তীর্থ মহিমা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে; এক্ষণে কৃপা করিয়া তদ্ব্যতীত অপরাপর তীর্থ মহিমা বর্ণন কর॥ ১২৬॥ ১২৭॥ বিশ্বেশ্বর মহীপালতনয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গাতীরস্থ অপরাপর তীর্থ মহিমা কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১২৮॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বীরেশ্বরাবির্ভাব
নাম ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

আকর্ণয় ক্ষোণিসুর যথা স্থাণুরচীকরৎ।
গঙ্গাবরণয়োঃ পুণ্যাৎ সম্ভেদাত্তীর্থভূমিকাম্॥ ১।
সঙ্গমে তত্র নিস্নাতঃ সঙ্গমেশং সমর্চ্চ্য চ।
নরো ন জাতু জননীগর্ভসঙ্গমমাপ্নুয়াৎ॥ ২।
তত্র পাদোদকং তীর্থং যত্র দেবেন শার্ঙ্গিণা।
আদৌ পাদৌ ক্ষালিতৌ তু মন্দরাচ্চাগতেন যৎ॥ ৩
বিষ্ণুপাদোদকে তীর্থে বারিকার্য্যং করোতি যঃ।
ব্যতীতা তেন নিয়তং ভূয়ঃ সাংসারিকী গতিঃ॥ ৪।
কৃতপাদোদকস্নানঃ কৃতকেশবপূজনঃ।
বীতসংসারবসতিঃ কাশ্যামাসীন্নরোত্তমঃ॥ ৫।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! গঙ্গাবরণাসঙ্গম অবধি যে সমস্ত পুণ্যময় তীর্থভূমি আছে, বিশ্বেশ্বর যে প্রকারে তৎসমস্ত তীর্থের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১॥ সঙ্গমে স্নান করিয়া সঙ্গমেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে জীবকে আর জননী-জঠরে বাস করিতে হয় না॥ ২॥ বিষ্ণু, মন্দর হইতে কাশীতে আগমন পূর্ব্বক যে স্থানে প্রথম পদ প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সঙ্গমেশ্বর সমীপে সেই পাদোদক তীর্থ। তথায় স্নান-তর্পণ করিলে পুনঃ পুনঃ সংসারে গতিবিধি করিতে হয় না। কাশীতে বিষ্ণুপাদোদক তীর্থে স্নান করিয়া কেশবের অর্চ্চনা করিলে সংসার বাস তিরোহিত হয়। বারাণসীস্থ সেই স্থানকে পণ্ডিতেরা শ্বেতদ্বীপ

কাশ্যাং সা ভূমিরুদ্দিষ্টা শ্বেতদ্বীপ ইতি দ্বিজৈঃ।
তত্র পুণ্যার্জ্জনং কৃত্বা শ্বেতদ্বীপাধিপো ভবেৎ ॥ ৬।
ততঃ পাদোদকাত্তীর্থাত্তীর্থং ক্ষীরাব্ধিসংজ্ঞকম্।
তত্রার্জ্জিত মহাপুণ্যো বসেৎ ক্ষীরাব্ধি রোধসি ॥ ৭।
ক্ষীরোদাদ্দক্ষিণে ভাগে তীর্থং শঙ্খাখ্যমুত্তমম্।
তত্র স্নাতো ভবেন্নূনং না শঙ্খাদি নিধেঃ পতিঃ ॥ ৮।
অর্বাক্‌চক্র, শঙ্খতীর্থাদ্বৈচক্রতীর্থমনুত্তমম্।
সংসারচক্রে ন পতেত্তত্তীর্থজলমজ্জনাৎ ॥ ৯।
গদাতীর্থং তদগ্রে তু সংসারগদনাশনম্।
তত্র শ্রাদ্ধাদিকরণাৎ পশ্যেদ্দেবং গদাধরম্ ॥ ১০।
পদ্মাকৃৎ পদ্মতীর্থঞ্চ তদগ্রে পিতৃতৃপ্তিকৃৎ।
তত্র স্নানাদিকরণাৎ প্রাপ্নুয়াদঘসংক্ষয়ম্ ॥ ১১।
ততস্তীর্থং মহালক্ষ্ম্যা মহাপুণ্যফলপ্রদম্।
তত্রাভ্যর্চ্চ্য মহালক্ষ্মীং নির্ব্বাণকমলাং লভেৎ ॥ ১২।

কহেন। তথায় পুণ্যার্জ্জন করিলে সেই পুণ্যবান শ্বেতদ্বীপের অধিপতি হয়। ৩—৬॥ পাদোদক তীর্থ সমীপে ক্ষীরাব্ধি তীর্থ। তথায় মহাপুণ্য অর্জ্জন করিলে ক্ষীরাব্ধি তটে বাস হয় ॥ ৭ ॥ ক্ষীরাব্ধি তীর্থের দক্ষিণাংশে অনুত্তম শঙ্খতীর্থ। সেই তীর্থে স্নান করিলে শঙ্খপরিমিত রত্নের অধীশ্বর হয় ॥ ৮ ॥ শঙ্খতীর্থের পশ্চিমাংশে অনুত্তম চক্রতীর্থ। সেই তীর্থে স্নান করিলে নরগণকে আর সংসারচক্রে নিপতিত হইতে হয় না ॥ ৯ ॥ চক্রতীর্থের সমীপভাগে সংসার-রোগ-নাশন গদাতীর্থ। তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে গদাধরের দর্শন লাভ হয় ॥ ১০ ॥ গদাতীর্থের সমীপদেশে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধক মোক্ষপ্রদ পদ্মতীর্থ। তথায় স্নান তর্পণাদি করিলে সমস্ত পাপক্ষয় হয় ॥ ১১ ॥ তৎসমীপে মহাপুণ্যফলপ্রদ মহালক্ষ্মী তীর্থ। তথায় মহালক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিলে

ততো গারুত্মতং তীর্থং সংসারগরনাশনম্।
কৃতোদকক্রিয়স্তত্র বৈকুণ্ঠে বসতিং লভেৎ॥ ১৩।
ততো নারদতীর্থঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যৈককারণম্।
তত্র স্নানেন মুক্তঃ স্যাদৃষ্ট্বা নারদকেশবম্॥ ১৪।
প্রহ্লাদতীর্থং তদ্‌যাম্যে মহাভক্তিফলপ্রদম্।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ বিষ্ণোঃ প্রিয়তরো ভবেৎ॥ ১৫।
অম্বরীষং ততস্তীর্থং মহাপাতকনাশনম্।
তত্র বৈ শুভকর্ম্মাণো জনা নো গর্ভভাজনম্॥ ১৬।
আদিত্যকেশবং নাম তদগ্রে তীর্থমুত্তমম্।
কৃতাভিষেকস্তত্রাপি লভেৎ স্বর্গাভিষেচনম্॥ ১৭।
দত্তাত্রেয়স্য তত্রাস্তি তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্।
যোগসিদ্ধিং লভেত্তত্র স্নানমাত্রেণ ভাবতঃ॥ ১৮।
তদগ্রে ভার্গবং তীর্থং মহাজ্ঞানসমর্পকম্।
তত্র স্নানবিধানেন ভবেদ্ভার্গবলোকভাক্॥ ১৯।

নির্ব্বাণলক্ষ্মী লাভ হয়॥ ১২॥ মহালক্ষ্মী তীর্থের নিকটে সংসারবিঘ্ননাশন গারুড় তীর্থ। তথায় স্নান তর্পণ করিলে বৈকুণ্ঠে বাস হয়॥ ১৩॥ তৎসমীপে ব্রহ্মজ্ঞাননিধান নারদ তীর্থ। তথায় স্নান করিয়া নারদকেশবকে দর্শন করিলেই মুক্তিলাভ হয়॥ ১৪॥ তাঁহার দক্ষিণাংশে মহাভক্তিফলপ্রদ প্রহ্লাদতীর্থ। তথায় স্নান করিলে নরগণ বিষ্ণুর প্রিয় হয়॥ ১৫॥ সেই তীর্থের সমীপে মহাপাপনাশন অম্বরীষ তীর্থ। তথায় শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে আর গর্ভবাস হয় না॥ ১৬॥ অম্বরীষতীর্থ নিকটে অনুত্তম আদিত্যকেশব তীর্থ। তথায় কৃতাভিষেক হইলে ভক্তগণ স্বর্গাভিষিক্ত হয়॥ ১৭॥ তৎসমীপে ত্রিলোকপাবন দত্তাত্রেয় তীর্থ। তথায় ভক্তিভাবে স্নান করিলে যোগসিদ্ধি লাভ হয়॥ ১৮॥ তৎসমীপে মহাজ্ঞানপ্রদ ভার্গব তীর্থ। বিধিপূর্ব্বক সেই তীর্থে স্নান করিলে ভার্গবলোক প্রাপ্তি হয়। ১৯॥ সেই তীর্থের

ততো বামনতীর্থঞ্চ বিষ্ণুসান্নিধ্যহেতুকম্।
তত্র শ্রাদ্ধবিধানেন মুচ্যতে পিতৃজাদৃণাৎ ॥ ২০ ।
নরনারায়ণাখ্যং হি ততস্তীর্থং শুভপ্রদম্।
তত্তীর্থমজ্জনাৎ পুংসাং গর্ভবাসঃ সুদুর্লভঃ ॥ ২১ ।
যজ্ঞবারাহতীর্থঞ্চ ততো দক্ষিণতঃ শুভম্।
যত্র স্নানস্য বৈ পুংসাং রাজসূয়ফলং ধ্রুবম্ ॥ ২২ ।
বিদারনারসিংহাখ্যং তীর্থং তত্রাস্তি পাবনম্।
যত্রৈকস্নানতো নশ্যেদঘং জন্মশতার্জ্জিতম্ ॥ ২৩ ।
গোপীগোবিন্দতীর্থঞ্চ ততো বৈষ্ণবলোকদম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো বিদ্বান্ ন বিন্দ্যাদ্ গর্ভবেদনম্ ॥২৪।
লক্ষ্মীনৃসিংহতীর্থঞ্চ গোপীগোবিন্দদক্ষিণে।
নির্ব্বাণলক্ষ্ম্যা যত্রত্যো ব্রিয়তে তু নরোত্তমঃ ॥ ২৫ ।
তদ্দক্ষিণায়াং কাষ্ঠায়াং শেষতীর্থমনুত্তমম্।
মহাপাপৌঘশেষোপি ন তিষ্ঠেদ্‌যন্নিমজ্জনাৎ ॥ ২৬ ।

সম্মুখভাগে বিষ্ণু-সান্নিধ্যবিধায়ক বামন তীর্থ। তথায় বিধি পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করিলে মানবগণ পিতৃঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় ॥ ২০ ॥ তৎসমীপে শুভপ্রদ নরনারায়ণ তীর্থ। তথায় স্নান করিলে কদাপি আর গর্ভবাস হয় না ॥ ২১ ॥ তাঁহার দক্ষিণাংশে শুভপ্রদ যজ্ঞবারাহ তীর্থ। তথায় স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ২২ ॥ তত্তীর্থসমীপে বিদারনারসিংহ তীর্থ। একবারমাত্র সেই তীর্থে স্নান করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয় ॥ ২৩ ॥ তাহার পুরোভাগে বিষ্ণুলোকপ্রদ গোপীগোবিন্দতীর্থ। তথায় স্নান করিলে নরগণকে আর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ২৪ ॥ গোপীগোবিন্দ তীর্থের দক্ষিণাংশে লক্ষ্মীনৃসিংহ তীর্থ। ভক্তগণ তথায় নির্ব্বাণলক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়। ২৫ ॥ তাহার দক্ষিণদিকে শ্রেষ্ঠতম শেষ তীর্থ। সেই তীর্থে স্নান করিলে

শঙ্খমাধবতীর্থঞ্চ তৎযাম্যান্দিশি চোত্তমম্।
তত্তীর্থসেবনান্নৃণাং কুতঃ পাপভয়ং মহৎ॥ ২৭।
ততোঽপি পাবনতরং তীর্থং তৎক্ষণসিদ্ধিদম্।
নীলগ্রীবাখ্যমতুলং তৎস্নায়ী সর্ব্বদা শুচিঃ॥ ২৮।
তত্রোদ্দালকতীর্থঞ্চ সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনম্।
দদাতি মহতীং ঋদ্ধিং স্নানমাত্রেণ তন্নৃণাম্॥ ২৯।
ততঃ সাংখ্যাখ্যতীর্থঞ্চ সাংখ্যেশ্বরসমীপতঃ।
তত্তীর্থসেবনাৎ পুংসাং সাংখ্যো যোগঃ প্রসীদতি॥৩০।
স্বর্লোকাৎ যত্র সংলীনঃ স্বয়ং দেব উমাপতিঃ।
অতঃ স্বর্লীনতীর্থঞ্চ স্বর্লীনেশ্বরসন্নিধৌ॥ ৩১।
তত্র স্নানেন দানেন শ্রদ্ধয়া দ্বিজভোজনৈঃ।
জপহোমার্চ্চনৈঃ পুংসামক্ষয়ং সর্ব্বমেব হি॥ ৩২।
মহিষাসুরতীর্থঞ্চ তৎ সমীপেতিপাবনম্।
যত্র তপ্ত্বা স দৈত্যেন্দ্রো বিজিগ্যে সকলান্ সুরান্॥৩৩।

মহাপাপের লেশমাত্রও থাকে না॥ ২৬॥ সেই তীর্থের দক্ষিণাংশে পবিত্রতম শঙ্খমাধব তীর্থ। সেই তীর্থের সেবা করিলে মহাপাপের ভয় থাকে না। ২৭॥ তত্তীর্থ নিকটে পরম পবিত্র অনুপম নীলগ্রীব তীর্থ। তথায় স্নান করিলে সর্ব্বত্র পবিত্রতা লাভ হয়॥২৮॥ তাহার নিকটে সর্ব্বপাপপ্রনাশন উদ্দালক তীর্থ। তথায় স্নান করিলে মহাসমৃদ্ধি লাভ হয়॥ ২৯॥ সাংখ্যেশ্বর সমীপে সাংখ্য তীর্থ। তথায় স্নান করিলে সাংখ্যযোগলাভ হয়॥৩০॥ স্বর্লীনেশ্বর সমীপে স্বর্লীনতীর্থ। স্বয়ং দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর স্বর্গলোক হইতে সেই স্থানে লীন হইয়াছেন। সেই তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম এবং লিঙ্গ পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অক্ষয় ফল লাভ হয়॥ ৩১॥ ৩২॥ তত্তীর্থ সমীপে পরমপাবন মহিষাসুর তীর্থ। মহিষাসুর সেই স্থানে তপস্যা করিয়া সমস্ত সুরলোক জয় করিয়াছিল। অদ্যাপি সেই তীর্থ সেবনে মানবগণ রিপুভয়ে অথবা পাপ

তত্তীর্থসেবকোদ্যাপি নারীভিঃ পরিভূয়তে।
ন পাতকৈর্ম্মহদ্ভিশ্চ প্রার্থিতঞ্চ ফলং লভেৎ॥ ৩৪।
বাণতীর্থঞ্চ তস্যারাত্তৎ সহস্রভুজপ্রদম্।
তত্র স্নাতো নরো ভক্তিং প্রাপ্নুয়াচ্ছাম্ভবীং স্থিরাম্।৩৫॥
গোপ্রতারেশ্বরং নাম তদগ্রে তীর্থমুত্তমম্।
অপুত্রোপি তরেদ্যত্র স্নাতো বৈতরণীং সুখম্॥ ৩৬।
তীর্থং হিরণ্যগর্ভাখ্যং তদ্যাম্যে সর্ব্বপাপহৃৎ।
তত্র স্নাতো হিরণ্যেন মুচ্যতে ন কদাচন॥ ৩৭।
ততঃ প্রণবতীর্থঞ্চ সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্।
জীবন্মুক্তো ভবেত্তত্র স্নানমাত্রেণ মানবঃ॥ ৩৮।
ততঃ পিশঙ্গিলাতীর্থং দর্শনাদপি পাপহৃৎ।
মুনে মমাধিষ্ঠানং বৈ তদগস্ত্যেতি সিদ্ধিদম্॥ ৩৯।
স্নাত্বা পিশঙ্গিলাতীর্থে দত্বা দানঞ্চ কিঞ্চন।
কিং শোচতি কৃতাৎ পাপাদন্যত্রাপি মৃতো যদি॥ ৪০।

ভয়ে অভিভূত হয় না এবং তাহাদিগের সমস্ত বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়॥ ৩৩॥ ৩৪॥ সেই তীর্থের সমীপভাগে বাণতীর্থ। বাণরাজা তথায় তপস্যা করিয়া সহস্র বাহু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাণতীর্থে স্নান করিলে অচলা শাম্ভবী ভক্তি প্রাপ্তি হয়॥ ৩৫॥ সেই তীর্থের সমীপদেশে অনুত্তম গোপ্রতারেশ্বর তীর্থ। তথায় স্নান করিলে অপুত্রক লোকেও সুখে বৈতরণী পার হয়॥ ৩৬॥ তাহার দক্ষিণাংশে সর্ব্বপাপ-বিনাশন হিরণ্যগর্ভ তীর্থ। তথায় স্নান করিলে কদাচ হিরণ্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না॥ ৩৭॥ হিরণ্যগর্ভ তীর্থের পুরোভাগে সর্ব্বতীর্থোত্তম প্রণবতীর্থ। তথায় স্নানমাত্র মানব জীবন্মুক্ত হয়॥৩৮॥ হে অগস্ত্যে! প্রণবতীর্থ সমীপে পরমসিদ্ধিপ্রদ পিশঙ্গিলা তীর্থ। সেই তীর্থ আমার অধিষ্ঠান স্থান। তাহা দর্শনমাত্রেই সমস্ত পাপক্ষয় হয়॥ ৩৯॥ পিশঙ্গিলাতীর্থে স্নান দান করিয়া অন্যত্রে মৃত্যু হইলেও কোন পাপে সন্তপ্ত

যো বৈ পিশঙ্গিলাতীর্থে স্নাত্বা মামর্চ্চয়িষ্যতি।
ভবিষ্যতি স মে মিত্রং মিত্রতেজঃ সমপ্রভম্‌॥ ৪১।
ততস্ত্রৈবিষ্টপীদৃষ্টি নির্ম্মলীকৃতপুষ্কলম্‌।
তীর্থং পিলিপিপ্যিলাখ্যং বৈ মনোমলবিনাশনম্‌॥ ৪২।
তত্র শ্রাদ্ধাদিকরণাদ্দীনানাথপ্রতর্পণাৎ।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি মানবোতীব নিশ্চলাম্‌॥ ৪৩।
ততো নাগেশ্বরং তীর্থং মহাঘপরিশোধনম্‌।
তত্তীর্থমজ্জনাদেব ভবেৎ সর্ব্বাঘসংক্ষয়ঃ॥ ৪৪।
তদ্দক্ষিণে মহাপুণ্যং কর্ণাদিত্যাখ্যমুত্তমম্‌।
তীর্থে যাত্রাপ্লুতো মর্ত্ত্যো ভাস্করীং শ্রিয়মাবহেৎ॥ ৪৫।
ততো ভৈরবতীর্থঞ্চ মহাঘৌঘক্ষয়প্রদম্‌।
চতুরর্থোদয়করং সর্ব্ববিঘ্ননিবারণম্‌॥ ৪৬।
ভৌমাষ্টম্যাং তত্র নরঃ স্নাত্বা সন্তর্পয়েৎ পিতৃন্‌।
দৃষ্টা চ ভৈরবং কালং কলিং কালঞ্চ সঞ্জয়েৎ॥ ৪৭।

হইতে হয় না॥ ৪০॥ পিশঙ্গিলাতীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি আমার অর্চ্চনা করিবে সেই ব্যক্তি সূর্য্যতেজ সমপ্রভ হইয়া আমার মিত্র হইবে॥ ৪১॥ তৎসমীপে ত্রিলোচনদৃষ্টি-পবিত্রীকৃত মনোমলবিনাশন পিলিপিলাতীর্থ। সেই তীর্থে শ্রাদ্ধাদি করিয়া দীন অনাথগণের তৃপ্তিসাধন করিলে মানবগণ নিশ্চলা-মহতীশ্রী প্রাপ্ত হয়॥ ৪২॥ ৪৩॥ তৎসমীপে মহাপাপবিশোধন নাগেশ্বর তীর্থ। সেই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিমোচন হয়॥ ৪৪॥ তদ্দক্ষিণে শ্রেষ্ঠতম কর্ণাদিত্য তীর্থ। তথায় স্নান করিলে ভাস্করীশ্রী প্রাপ্ত হয়॥ ৪৫॥ তৎসমীপে সর্ব্বপাপ-বিনাশন সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ ভৈরব তীর্থ। অষ্টমীতিথিতে মঙ্গলবাসরে সেই তীর্থে স্নান তর্পণ করিয়া কালভৈরবকে দর্শন করিলে নবগণ কলি এবং কালকে জয় করিতে সমর্থ হয়॥ ৪৬॥৪৭॥ ভৈরব

তীর্থং খর্ব্বনৃসিংহাখ্যং তীর্থাদ্ভৈরবতঃ পুরঃ।
তত্র স্নাতস্য বৈ পুংসঃ কুতোদ্যজনিতং ভয়ম্ ॥ ৪৮ ॥
মৃকণ্ডস্য মুনেস্তীর্থে তৎ যাম্যামতিনির্ম্মলম্।
তত্র স্নানেন মর্ত্ত্যানাং নাপাতমরণং ক্বচিৎ ॥ ৪৯ ॥
ততঃ পঞ্চনদাখ্যং বৈ সর্ব্বতীর্থনিষেবিতম্।
তীর্থং যত্র নরঃ স্নাত্বা ন সংসারী পুনর্ভবেৎ ॥ ৫০ ॥
ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তীনি যানি তীর্থানি সর্ব্বতঃ।
ঊর্জ্জে যত্র সমায়ান্তি স্বাঘৌঘপরিমুক্তয়ে ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বদা যত্র সর্ব্বাণি দশম্যাদিদিনত্রয়ম্।
তিষ্ঠন্তি তীর্থবর্যাণি নিজনৈর্ম্মল্যহেতবে ॥ ৫২ ॥
ভূরিশঃ সর্ব্বতীর্থানি মধ্যে কাশি পদে পদে।
পরং পাঞ্চনদঃ কৈশ্চিন্মহিমা নাপি কুত্রচিৎ ॥ ৫৩ ॥
অপ্যেকং কার্ত্তিকস্যাহস্তত্র বৈ সফলীকৃতম্।
জপহোমার্চ্চনাদ্দানৈঃ কৃতকৃত্যাস্তএব হি ॥ ৫৪ ॥

তীর্থের সমীপভাগে খর্ব্বনৃসিংহ তীর্থ। তথায় স্নান করিলে পাপভয় থাকে না ॥ ৪৮ ॥ হে মুনে! তাহার দক্ষিণাংশে সুনির্ম্মল মৃকণ্ডতীর্থ। তথায় স্নান করিলে অকালমৃত্যু হয় না ॥ ৪৯ ॥ তৎসমীপে সর্ব্বতীর্থ নিসেবিত পঞ্চনদ তীর্থ। তথায় স্নান করিলে নরগণকে আর সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যত তীর্থ আছে, কার্ত্তিকমাসে তৎসমস্তই পবিত্রতা লাভের নিমিত্ত পঞ্চনদ তীর্থে আগমন করিয়া দশমী অবধি দিনত্রয় তথায় অবস্থান করে ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ কাশীক্ষেত্রে পদে পদে ভূরি ভূরি তীর্থ আছে, কিন্তু কোন তীর্থের মহিমাই পঞ্চনদতীর্থের মহিমার তুল্য নহে ॥৫৩॥ কার্ত্তিক মাসের মধ্যে একদিনমাত্র যে ব্যক্তি তথায় জপ, হোম, দান এবং লিঙ্গার্চ্চন করে, সেই ব্যক্তি সফল-মনোরথ হইয়া কৃতকৃত্য হয় ॥ ৫৪ ॥ পঞ্চনদ

সর্ব্বাণ্যপি চ তীর্থানি যুগপত্তুলিতান্যপি।
নাধিজগ্মুঃ পঞ্চনদ্যাঃ কলায়া অপি তুল্যতাম্ ॥ ৫৫।
স্নাত্বা পাঞ্চনদে তীর্থে দৃষ্ট্বা বৈ বিন্দুমাধবম্।
ন জাতু জায়তে ধীমান্ জননীজঠরাজিরে ॥ ৫৬।
ততো জ্ঞানহ্রদং তীর্থং জড়ানামপি জাড্যহৃৎ।
তত্র স্নাতো নরো জাতু জ্ঞানভ্রংশং ন চাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭।
তত্র জ্ঞানহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা জ্ঞানেশ্বরং নরঃ।
জ্ঞানং তদধিগচ্ছেদ্বৈ যেন নো বাধ্যতে পুনঃ ॥ ৫৮।
ততোঽস্তি মঙ্গলং তীর্থং সর্ব্বামঙ্গলনাশনম্।
তত্রাবগাহনং কৃত্বা ভবেন্মঙ্গলভাজনম্ ॥ ৫৯।
তত্রাপ্লুতো গভস্তীশং বিলোক্য বিমলো ভবেৎ।
অমঙ্গলানি নশ্যেয়ুর্ভবেয়ুর্মঙ্গলানি চ ॥ ৬০।
স্নাতুর্বৈ মঙ্গলে তীর্থে নমস্কর্ত্তুশ্চ মঙ্গলম্।
ময়ূখমালিনস্তীর্থং তদগ্রে মলনাশনম্ ॥ ৬১।

তীর্থের সহিত তুলনায় যুগপৎ সমস্ততীর্থও তাহার কলামাত্রেরও তুল্য হয় না ॥ ৫৫ ॥ পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া বিন্দুমাধবলিঙ্গ দর্শন করিলে জীবকে আর কদাপি জননী-জঠরে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৫৬ ॥ পঞ্চনদসমীপে জড়ের জড়তা-বিনাশন জ্ঞানহ্রদ তীর্থ। তথায় স্নান করিলে কদাপি জ্ঞান-ভ্রষ্ট হইতে হয় না ॥ ৫৭ ॥ জ্ঞান-হ্রদে স্নান করিয়া জ্ঞানেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাতে আর পুনরায় সংসার-বন্ধন হয় না ॥ ৫৮ ॥ তৎ-সমীপে অমঙ্গল-নাশন মঙ্গল তীর্থ। তথায় অবগাহন করিলে মঙ্গল লাভ হয় ॥ ৫৯ ॥ মঙ্গলতীর্থে স্নান করিয়া গভস্তীশ্বর লিঙ্গকে দর্শন ও নমস্কার করিলে সমস্ত অমঙ্গল নাশ হইয়া মঙ্গল লাভ হয় ॥ ৬০ ॥ তৎপুরোভাগে পাপ-নাশন ময়ূখমালী তীর্থ। মথেশ্বর সমীপে মথতীর্থ। তথায় স্নান করিলে

মখতীর্থন্তু তত্রৈব মখেশ্বরসমীপতঃ।
মখজং পুণ্যমাপ্নোতি তত্র স্নাতো নরোত্তমঃ॥ ৬২।
তৎ পার্শ্বে বিন্দুতীর্থঞ্চ পরমজ্ঞানকারণম্।
তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা লভেৎ সুকৃতমুত্তমম্॥ ৬৩।
পিপ্যলাদস্য চ মুনেস্তীর্থং তদ্যাম্যদিক্‌স্থিতম্।
স্নাত্বা শনের্দিনে তত্র দৃষ্ট্বা বৈ পিপ্যলেশ্বরম্॥ ৬৪।
পিপ্যলং তত্র সেবিত্বা অশ্বত্থ ইতি মন্ত্রতঃ।
শনিপীড়াং ন লভতে দুঃস্বপ্নঞ্চাপি নাশয়েৎ॥ ৬৫।
ততস্তাম্রবরাহাখ্যং তীর্থঞ্চৈবাতিপাবনম্।
যত্র স্নানেন দানেন নমজ্জেদঘসাগরে॥ ৬৬।
তদগ্রে কালগঙ্গা চ কলিকল্মষনাশিনী।
তস্যাং স্নাত্বা নরো ধীমান্ তৎক্ষণান্নিরঘো ভবেৎ॥৬৭।
ইন্দ্রদ্যুম্নং মহাতীর্থমিন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরাগ্রতঃ।
তোয়কৃত্যং তত্র কৃত্বা লোকমৈন্দ্রমবাপ্নুয়াৎ॥ ৬৮।

যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত পুণ্য লাভ হয়॥ ৬১॥ ৬২॥ তৎপার্শ্বে পরমজ্ঞান-কারণ বিন্দুতীর্থ। তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে মহাপুণ্য লাভ হয়॥ ৬৩॥ হে মুনিবর! তাহার দক্ষিণাংশে পিপ্যলাদতীর্থ। শনিবারে তথায় স্নান করিয়া পিপ্যলেশ্বরকে দর্শন পূর্ব্বক অশ্বত্থ মন্ত্রে পিপ্যলের সেবা করিলে শনিগ্রহপীড়া এবং দুঃস্বপ্ন দূর হয়॥ ৬৪॥ ৬৫॥ তৎসমীপে পরমপাবন তাম্রবারাহ তীর্থ। তথায় স্নান দান করিলে পাপসাগরে নিমর্জ্জিত হইতে হয় না॥ ৬৬॥ তৎপুরোভাগে কলিকল্মষ-নাশিনী কাল গঙ্গা। ধীমান ব্যক্তি তথায় স্নান করিলে নিষ্পাপ হয়॥ ৬৭॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের পুরোভাগে ইন্দ্রদ্যুম্ন-মহাতীর্থ। তথায় শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৬৮॥ রামেশ্বরের সমীপে রামতীর্থ। তথায় স্নানমাত্রে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৬৯॥ তৎসমীপে সর্ব্বপাপবিনাশন

ততস্তু রামতীর্থঞ্চ বীররামেশ্বরাগ্রতঃ।
তত্তীর্থস্নানমাত্রেণ বৈষ্ণবং লোকমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৯।
ততো ঐক্ষ্বাকবং তীর্থং সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনম্।
ততঃ স্নানেন পূতাত্মা জায়তে মনুজোত্তমঃ॥ ৭০।
মরুত্ততীর্থং তৎপ্রান্তে মরুতেশ্বরসন্নিধৌ।
তত্র স্নাত্বা তমর্চ্চেশং মহদৈশ্বর্য্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৭১।
মৈত্রাবরুণতীর্থঞ্চ ততঃ পাতকনাশনম্।
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন পিতৃণাং ভবতি প্রিয়ঃ॥ ৭২।
ততোগ্নিতীর্থং বিমলমগ্নীশপুরতো মহৎ।
অগ্নিলোকমবাপ্নোতি তত্তীর্থপরিমজ্জনাৎ॥ ৭৩।
অঙ্গারতীর্থং তত্রৈব অঙ্গারেশ্বরসন্নিধৌ।
তত্রাঙ্গারচতুর্থ্যান্তু স্নাত্বা নিষ্পাপতামিয়াৎ॥ ৭৪।
ততো বৈকলতীর্থঞ্চ কলসেশ্বরসন্নিধৌ।
স্নাত্বা তল্লিঙ্গমভ্যর্চ্চ্য কলিকালান্ন বিভ্যতি॥৭৫।
চন্দ্রতীর্থঞ্চ তত্রৈব চন্দ্রেশ্বরসমীপতঃ।
তত্র স্নাত্বার্চ্চ্য চন্দ্রেশং চন্দ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭৬।

ইক্ষ্বাকুতীর্থ। তথায় স্নান করিলে আত্মার পবিত্রতা লাভ হয়॥৭০॥ মরুতেশ্বরসমীপে মরুত্ততীর্থ। তথায় স্নান করিয়া মরুতেশ্বরলিঙ্গের পূজা করিলে মহৈশ্বর্য্য লাভ হয়॥ ৭১॥ তৎসমীপে পাতকনাশন মিত্রাবরুণ তীর্থ। তথায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের প্রিয় হয়॥ ৭২॥ অগ্নীশ্বরের পুরোভাগে সুমহৎ অগ্নিতীর্থ। সেই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৬৩॥ অঙ্গারেশ্বর সন্নিধানে অঙ্গারতীর্থ। চতুর্থী তিথিতে মঙ্গলবাসরে তথায় স্নান করিলে নরগণ নিষ্পাপ হয়॥ ৭৪॥ কলসেশ্বর সন্নিধানে বৈকল তীর্থ। তথায় স্নান করিয়া কলসেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে কলিকাল ভয় থাকে না॥৭৫॥

তদগ্রে বীরতীর্থঞ্চ বীরেশ্বরসমীপতঃ।
যদুক্তং প্রাক্ তব পুরস্তীর্থানামুত্তমং পরম্ ॥ ৭৭ ।
বিঘ্নেশতীর্থঞ্চ ততঃ সর্ব্ববিঘ্নবিঘাতকৃৎ।
জাতুচিত্তত্র সংস্নাতো ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ৭৮ ॥
হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেস্ততস্তীর্থমনুত্তমম্।
যত্র স্নাতো নরো জাতু ন সত্যাচ্চ্যবতে ক্বচিৎ ॥ ৭৯ ।
হরিশ্চন্দ্রস্য তীর্থে তু যচ্ছ্রেয়সমুপার্জ্জিতম্।
তদক্ষয়ফলং বীর ইহলোকে পরত্র চ ॥ ৮০ ।
ততঃ পর্ব্বততীর্থঞ্চ পর্ব্বতেশসমীপতঃ।
সর্ব্বপর্ব্বফলং তস্য স্নাত্বা পর্ব্বণ্যপর্ব্বণি ॥ ৮১ ।
কম্বলাশ্বতরং তীর্থং তত্র সর্ব্ববিষাপহম্।
তত্র স্নাতো ভবেন্মর্ত্ত্যো গীতবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৮২ ।

চন্দ্রেশ্বরসমীপে চন্দ্রতীর্থ। তথায় স্নান করিয়া চন্দ্রেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ৭৬ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এইরূপ নানা তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বিশ্বেশ্বর রাজপুত্র বীরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, হে বীর! চন্দ্রতীর্থের নিকটে বীরেশ্বরসমীপে বীর তীর্থ। ইত্যগ্রে আমি তোমাকে এতদ্বৃত্তান্ত কহিয়াছি ॥ ৭৭ ॥ তৎসমীপে সর্ব্ববিঘ্নবিঘাতন বিঘ্নেশ্বর তীর্থ। তথায় স্নান করিলে কোন প্রকার বিঘ্নে অভিভূত হইতে হয় না ॥ ৭৮ ॥ তৎপুরোভাগে রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত অনুত্তম হরিশ্চন্দ্র তীর্থ। তথায় স্নান করিলে নরগণ কদাচ সত্য হইতে বিচ্যুত হয় না ॥ ৭৯ ॥ হে বীর! হরিশ্চন্দ্র তীর্থে যে কিছু শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ইহলোকে ও পরলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥ পর্ব্বতেশ্বরসমীপে পর্ব্বত তীর্থ। পর্ব্বদিবসে অথবা অপর্ব্বে তথায় স্নান করিলে সর্ব্বপর্ব্ব স্নানের ফল লাভ হয় ॥ ৮১ ॥ তৎসমীপে সর্ব্ববিষহর কম্বলাশ্বতর তীর্থ। তথায় স্নান করিলে নরগণ গীত-

ততঃ সারস্বতং তীর্থং সর্ব্ববিদ্যোপপাদকম্।
তিষ্ঠেয়ুঃ পিতরস্তত্র সহ দেবর্ষি মানবৈঃ ॥ ৮৩।
উমাতীর্থন্তু তত্রৈব সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।
ঔমেয়লোকপ্রাপ্তিঃস্যাৎ স্নানমাত্রেণ নিশ্চিতম্ ॥ ৮৪।
ততস্ত্রিলোকীবিখ্যাতং ত্রিলোক্যুদ্ধরণক্ষমম্।
তীর্থং শ্রেষ্ঠতরং বীর যদাখ্যা মণিকর্ণিকা ॥ ৮৫।
চক্রপুষ্করিণীতীর্থং তদাদৌ বিষ্ণুনা কৃতম্।
তদাখ্যাকর্ণনাদেব সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮৬।
স্বর্গৌকসস্ত্রিসন্ধ্যং বৈ জপন্তি মণিকর্ণিকাম্।
যন্নামগ্রহণং পুংসাং শ্রেয়সে পরমায় হি ॥ ৮৭।
যৈঃ শ্রুতা যৈঃ স্মৃতা বীর যৈদৃ ষ্টা মণিকর্ণিকা।
ত এব কৃতিনো লোকে কৃতকৃত্যাস্তএব হি ॥ ৮৮।
ত্রিলোকে যে জপন্তীহ মানবা মণিকর্ণিকাম্।
জপামি তানহং বীর ত্রিকালং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৮৯।

বাদ্য বিশারদ হয় ॥ ৮২ ॥ তৎসমীপে সর্ব্ববিদ্যা-বিধায়ক সারস্বত তীর্থ। পিতৃলোক তথায় দেবর্ষিমানবগণের সহিত অবস্থান করেন ॥ ৮৩ ॥ তাহার নিকটে সর্ব্বশক্তি সমন্বিত উমাতীর্থ। তথায় স্নানমাত্র নিশ্চয়ই উমালোক প্রাপ্তি হয় ॥ ৮৪ ॥ হে বীর! তৎসমীপে ত্রিলোকবিখ্যাত ত্রিলোকোদ্ধার-ক্ষম শ্রেষ্ঠতর মণিকর্ণিকা তীর্থ। প্রথমে বিষ্ণু কর্ত্তৃক এই তীর্থের চক্রপুষ্করিণী নামকরণ হইয়াছিল। সেই নাম শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ বিমোচন হয় ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ দেবগণ সর্ব্বদা ত্রিসন্ধ্যা মণিকর্ণিকা নাম জপ করেন। এই নাম গ্রহণে নরগণের পরম শ্রেয়োলাভ হয় ॥ ৮৭ ॥ হে বীর! যাহারা মণিকর্ণিকা নাম শ্রবণ করে, যাহারা মণিকর্ণিকা নাম স্মরণ করে এবং যাহারা মণিকর্ণিকা দর্শন করে, তাহারা সকলেই কৃতকৃত্য হয় ॥ ৮৮ ॥ হে বীর! ত্রিলোকে যাহারা মণিকর্ণিকা নাম জপ করে, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই সকল

তুষ্টং তেন মহাযজ্ঞৈঃ সহস্রশতদক্ষিণৈঃ।
পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা যেনোক্তা মণিকর্ণিকা॥ ৯০।
মহাদানানি দত্তানি তেন বৈ পুণ্যকর্ম্মণা।
যেনাহমর্চ্চিতো বীর সম্প্রাপ্য মণিকর্ণিকাম্॥ ৯১।
মণিকর্ণ্যম্বুভির্যেন তর্পিতাঃ প্রপিতামহাঃ।
তেন শ্রাদ্ধানি দত্তানি গয়ায়াং মধুপায়সৈঃ॥ ৯২।
মণিকর্ণীজলং যেন সম্পীতং শুদ্ধবুদ্ধিনা।
কিং তস্য সোমপানৈস্তৈঃ পুনরাবৃত্তিলক্ষণৈঃ॥ ৯৩।
তে স্নাতাঃ সর্ব্বতীর্থেষু মহাপর্ব্বসু ভূরিশঃ।
তথাচ সর্ব্বাবভৃথৈর্যৈঃ স্নাতা মণিকর্ণিকা॥ ৯৪।
তৈঃ সুরাঃ পূজিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুমুখামখৈঃ।
যৈঃ স্বর্ণকুসুমৈ রত্নৈরর্চ্চিতা মণিকর্ণিকা॥ ৯৫।
অহং তেনোময়া সার্দ্ধং দীক্ষাং সম্প্রাপ্য শাম্ভবীম্।
অর্চ্চিতঃ প্রত্যহং যেন পূজিতা মণিকর্ণিকা॥ ৯৬।

পুণ্যাত্মার নাম জপ করি॥ ৮৯॥ যাহারা পঞ্চাক্ষরা মণিকর্ণিকামন্ত্র জপ করে সেই সকল পুণ্যবানের শতসহস্র সদক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥৯০॥ হে বীর! যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকা প্রাপ্ত হইয়া আমাকে অর্চ্চনা করে, সেই পুণ্যবানের সমস্ত মহাদানের ফল হয়॥ ৯১॥ মণিকর্ণিকানীরে যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষের তর্পণ করে, তাহার গয়াধামে মধুপায়সে শ্রাদ্ধকরণের ফল হয়॥ ৯২॥ হে বীর! যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্তে মণিকর্ণিকার জল পান করে তাহার আর পুনরাবৃত্তি-লক্ষণ সোমপানের আবশ্যকতা কি? ৯৩॥ যাহারা মণিকর্ণিকাজলে স্নান করে, তাহাদিগের ভূরি ভূরি মহা মহা পর্ব্বে সর্ব্বতীর্থ জলে স্নান এবং সর্ব্বযজ্ঞে অবভৃথ স্নানের ফল হয়॥ ৯৪॥ হে বীর! যাহারা স্বর্ণকুসুমে এবং রত্নে মণিকর্ণিকার পূজা করে, তাহাদিগের ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রমুখ সমস্ত যজ্ঞে সমস্ত দেবগণের পূজা করা হয়॥ ৯৫॥ হে বীর! যে ব্যক্তি শাম্ভবীদীক্ষা

তপাংসি তেন তপ্তানি শীর্ণপর্ণাদিনা চিরম্।
সেবিতা শ্রদ্ধয়া যেন শ্রীমতী মণিকর্ণিকা ॥ ৯৭ ।
দত্ত্বা দানানি ভূরীণি মখানিষ্টা তু ভূরিশঃ।
চিরং তপ্ত্বাপ্যরণ্যেষু স্বর্গৈশ্বর্য্যান্ মহীং পুনঃ ॥ ৯৮ ।
বিপুলেত্র মহীপৃষ্ঠে পঞ্চক্রোশ্যাং মনোহরা।
সংশ্রিতা মণিকর্ণী যৈস্তে যাতাশ্চানিবর্ত্তকাঃ ॥ ৯৯ ।
দানানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ ক্রতূনাং তপসামপি।
ইদমেব ফলং মন্যে যদাপ্যা মণিকর্ণিকাঃ ॥ ১০০ ।
মোক্ষলক্ষ্মীরিয়ং সাক্ষাচ্ছ্রীমতী মণিকর্ণিকা।
প্রায়োস্যা মহিমানং বৈ ন বেদ্ম্যহমপি স্ফুটম্ ॥ ১০১ ।
অবাচ্যাং মণিকর্ণ্যাশ্চ তীর্থং পাশুপতং পরম্।
তীর্থন্তু রুদ্রাবাসাখ্যং বিশ্বতীর্থমতঃপরম্ ॥ ১০২ ।

প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ মণিকর্ণিকার পূজা করে, আমি উমার সহিত তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হই ॥ ৯৬ ॥ হে বীর! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি শ্রীমতী মণিকর্ণিকার সেবা করে তাহার বহুকাল শীর্ণপর্ণাশনে বহুতর তপস্যার ফল লাভ হয়। ৯৭ ॥ ভূরি ভূরি দান, ভূরি ভূরি যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অরণ্য মধ্যে চিরকাল মহাতপস্যা করিয়াও পুনরায় স্বর্গৈশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া মহীতলে আগমন করিতে হয়। এই বিপুল মহীপৃষ্ঠে পঞ্চক্রোশময়ী কাশীপুরীতে যাহারা মনোহরা মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারা অনিবর্ত্তক হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥ হে বীর! মণিকর্ণিকা প্রাপ্তি হইলেই দান, ব্রত, যজ্ঞ ও তপস্যার সমস্ত ফল লাভ হয় ॥ ১০০ ॥ শ্রীমতী মণিকর্ণিকা সাক্ষাৎ মোক্ষলক্ষ্মীস্বরূপিণী। ইহাঁর সম্পূর্ণ মহিমা আমিও অবগত নহি ॥ ১০১ ॥ মণিকর্ণিকার দক্ষিণাংশে পরমোৎকৃষ্ট পাশুপত তীর্থ। তৎসমীপে রুদ্রাবাস তীর্থ। অতঃপর বিশ্বতীর্থ। তৎসমীপে রমণীয় মুক্তিতীর্থ। তৎ

মুক্তিতীর্থং ততো রম্যমবিমুক্তমথোত্তমম্ ।
তীর্থঞ্চ তারকং স্কান্দং ঢুণ্ঢেস্তীর্থং ততোঽপি চ ॥ ১০৩ ॥
ভবানেয়মথৈশানং জ্ঞানতীর্থমথোত্তমম্ ।
নন্দিতীর্থং বিষ্ণুতীর্থং তীর্থং পৈতামহং ততঃ ॥ ১০৪ ॥
নাভিতীর্থমিদঞ্চৈব ব্রহ্মনালমতঃপরম্ ।
ততো ভাগীরথং তীর্থং যত্তবাগ্রে পুরাকথি ॥ ১০৫ ॥
তীর্থান্যুত্তরবাহিন্যাং স্বর্ধুন্যাং কাশিসন্নিধৌ ।
সন্ত্যনেকানি পুণ্যানি ময়োক্তান্যল্পশঃ পুনঃ ॥ ১০৬ ॥
তত্রাপি নিতরাং শ্রেষ্ঠা পঞ্চতীর্থো নৃপাঙ্গজ ।
যস্যাং স্নাত্বা নরো ভূয়ো গর্ভবাসং ন সংস্মরেৎ ॥১০৭॥
প্রথমঞ্চাসিসম্ভেদং তীর্থানাং প্রবরং পরম্ ।
ততো দশাশ্বমেধাখ্যং সর্ব্বতীর্থনিষেবিতম্ ॥ ১০৮ ॥
ততঃ পাদোদকং তীর্থমাদিকেশবসন্নিধৌ ।
ততঃ পঞ্চনদং পুণ্যং স্নানমাত্রাদঘোঘহৃৎ ॥ ১০৯ ॥

পরে অবিমুক্ত তীর্থ। তৎসমীপে তারকতীর্থ। তাহার নিকটে স্কান্দতীর্থ। তৎসমীপে ঢুণ্টিতীর্থ। তাহার নিকটে ভবানী তীর্থ। তৎসমীপে জ্ঞান তীর্থ। তৎপরে নন্দী তীর্থ। অনন্তর বিষ্ণু তীর্থ। তৎসমীপে পিতামহ তীর্থ। ততঃপর নাভি তীর্থ। হে বীর! ভগীরথ-তীর্থ মাহাত্ম্য আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ১০২—১০৫ ॥ হে বীর! কাশীতে উত্তরবাহিনী ভাগীরথী তীরে অনেকানেক পুণ্যময় তীর্থ আছে। তন্মধ্যে অতি অল্পই আমি উল্লেখ করিলাম ॥ ১০৬ ॥ হে রাজকুমার! অপরাপর সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অসিসঙ্গম, সর্ব্বতীর্থ নিষেবিত দশাশ্বমেধ, আদিকেশব-সন্নিহিত পাদোদক এবং পাপবিনাশন পঞ্চনদ এই তীর্থ চতুষ্টয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই সকল তীর্থে স্নান করিলে পুনরায় আর গর্ভবাস হয় না ॥১০৭—১০৯॥ হে নৃপসত্তম!

এতেষামপি তীর্থানাং চতুর্ণামপি সত্তম।
পঞ্চমং মণিকর্ণ্যাখ্যং মনোবয়বশুদ্ধিদম্ ॥ ১১০।
অহং স্নাম্যত্র সততমুময়া সহ পর্ব্বসু।
ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা সার্দ্ধং মহেন্দ্রাদিসুরর্ষিভিঃ ॥ ১১১।
অতএবাত্র গীয়েত গাথেয়ং শ্রুতিসম্মতা।
নাগলোককৃতাবাসৈঃ স্বর্গৌকোভিশ্চ সন্ততম্ ॥ ১১২।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যপূর্ব্বমিদং বচঃ।
মণিকর্ণীসমং তীর্থং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে ॥ ১১৩।
পঞ্চতীর্থ্যাং নরঃ স্নাত্বা ন দেহং পাঞ্চভৌতিকম্।
গৃহ্ণাতি জাতুচিৎ কাশ্যাং পঞ্চাস্যো বাথ জায়তে ॥১১৪।
স্কন্দ উবাচ।
ইতি দত্ত্বা বরান্ দেবো বীরস্যান্তর্দ্দধে হরঃ।
স চ বীরোপি বীরেশং প্রার্চ্চ্য প্রাপ্তঃ সমীহিতম্ ॥ ১১৫।

এই তীর্থ চতুষ্টয় ব্যতীত পঞ্চম তীর্থ শ্রীমতী মণিকর্ণিকা। তাঁহার সেবায় দেহের এবং মনের পবিত্রতা লাভ হয় ॥ ১১০ ॥ এই তীর্থে আমি উমার সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ এবং ঋষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া পর্ব্বদিনে স্নান করিয়া থাকি ॥ ১১১ ॥ অতএব দেবগণ এবং নাগগণ নিরন্তর শ্রুতিসম্মত গাথায় এই তীর্থ মহিমা গান করিয়া থাকেন ॥ ১১২ ॥ হে রাজকুমার! আমার এই বাক্য সত্য সত্য পরম সত্য। মণিকর্ণিকার তুল্য মহাতীর্থ ব্রহ্মাণ্ডে নাই ॥ ১১৩ ॥ কাশীতে পঞ্চতীর্থে স্নান করিলে আর পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিগ্রহ করিতে হয় না। অনায়াসে পঞ্চাননের স্বরূপত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ ১১৪ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! বিশ্বেশ্বর সেই রাজপুত্রে এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; রাজকুমার বীরও বীরেশ্বরের

তীর্থাধ্যায়মিমং পুণ্যমগস্তে যো নিশাময়েৎ।
তস্যাঘং সংক্ষয়ং যায়াদপি জন্মশতার্জ্জিতম্‌॥ ১১৬।
ইতি বীরেশ্বরাখ্যানং তীর্থাখ্যানপ্রসঙ্গতঃ।
কথিতং তে পুরাগস্তে কামেশং কথয়াম্যতঃ॥ ১১৭।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বীরেশ্বরাখ্যানং
নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অর্চ্চনা করিয়া মনোভীষ্ট প্রাপ্ত হইলেন॥ ১১৫॥ হে অগস্ত্য! যে ব্যক্তি এই পুণ্যতম তীর্থাধ্যায় শ্রবণ করে তাহার শতজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়॥ ১১৬॥ হে মহর্ষে! পূর্ব্বে আমি তীর্থাখ্যান প্রসঙ্গে এই বীরেশ্বরমাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি; এক্ষণে কামেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিব॥ ১১৭॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বীরেশ্বরাখ্যান নাম
চতুরশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

অন্যচ্চ শৃণু বিপ্রেন্দ্র বৃত্তান্তং তত্র সম্ভবম্।
মহাশ্চর্য্যপ্রজননং মহাপাতকহারকং ॥ ১।
ইত্থং কথাং প্রকুর্ব্বাণে রত্নেশস্য মহেশ্বরে।
কোলাহলো মহানাসীত্ত্রাত ত্রাতেতি সর্ব্বতঃ ॥ ২।
মহিষাসুরপুত্রোঽসৌ সমায়াতি গজাসুরঃ।
প্রমথন্ প্রমথান্ সর্ব্বান্নিজবীর্য্যমদোদ্ধতঃ ॥ ৩।
যত্র যত্র ধরায়াং স চরণং প্রমিণোতি হি।
অচলো লোলয়াঞ্চক্রে তত্র তত্রাস্য ভারতঃ ॥ ৪।
ঊরুবেগেন তরবঃ পতন্তি শিখরৈঃ সহ।
যস্য দোর্দ্দণ্ডঘাতেন চূর্ণাঃ স্যুশ্চ শিলোচ্চয়াঃ ॥ ৫।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া স্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! সেই স্থানের আর একটি মহাশ্চর্য্য-প্রতিপাদন সর্ব্বপাপ-প্রনাশন পবিত্র বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মহেশ্বর এইরূপ রত্নেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে চতুর্দ্দিকে ‘পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর,’ এইরূপ মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল ॥ ২ ॥ মহিষাসুরের পুত্র গজাসুর তথায় আগমন পূর্ব্বক স্বীয় বীর্য্য-মদে প্রমত্ত হইয়া, সমস্ত প্রমথগণকে প্রমথিত করিতেছিল ॥ ৩ ॥ সেই দৈত্য যেখানে যেখানে পদার্পণ করিতেছে, অচলা পৃথিবীর সেই সেই স্থান তাহার পাদভরে টলমল করিতেছে ॥ তাহার ঊরুবেগে সবৃক্ষ গিরিশৃঙ্গ ভূতলে পতিত হইতেছে; ভুজদণ্ডের দারুণ

যস্য মৌলিজসংঘর্ষাৎ ঘনা ব্যোম ত্যজন্ত্যপি।
নীলিমানং ন চাদ্যাপি জহ্রুস্তৎকেশসঙ্গজম্ ॥ ৬।
যস্য নিঃশ্বাসসম্ভারৈরুত্তরঙ্গা মহাব্ধয়ঃ।
নদ্যোঽপ্যমন্দকল্লোলা ভবন্তি তিমিভিঃ সহ ॥ ৭।
যোজনানাং সহস্রাণি নব যস্য সহস্রশঃ।
তাবানেব হি বিস্তারস্তনোর্মায়াবিনোঽস্য হি ॥ ৮।
যন্নেত্রয়োঃ পিঙ্গলিমা তথা তরলিমা পুনঃ।
বিদ্যুতা নোহ্যতেঽদ্যাপি সোয়মায়াতি সত্বরঃ ॥ ৯।
যাং যাং দিশং সমভ্যেতি সোয়ং দুঃসহদানবঃ।
সা সা সমীভবেদস্য সাধ্বসাদিব দিগ্ধ্রুবম্ ॥ ১০।
ব্রহ্মলব্ধবরশ্চাঽয়ং তৃণীকৃতজগত্রয়ঃ।
অবধ্যোঽহং ভবামীতি স্ত্রীপুংসৈঃ কামনির্জ্জিতৈঃ ॥ ১১।
ততস্ত্রিশূলহেতিস্তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
বিজ্ঞায় বধ্যমন্যেন শূলেনাভিজঘানতম্ ॥ ১২।

অভিঘাতে পর্ব্বতমালা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে ॥ ৫ ॥ যাহার কেশঘর্ষণে গগণ-বিহারী মেঘমালা নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অদ্যাপি সেই নিলীমা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না ॥ ৬ ॥ যাহার নিঃশ্বাসভরে মহাসাগরেও তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, নদীগণও জলচরগণের সহিত আলোড়িত হইয়া প্রবলবেগে কল্লোলিত হইতেছে ॥ ৭ ॥ এই মায়াবী দৈত্যের দেহের উচ্চতা নব সহস্র যোজন, বিস্তারও তদনুরূপ ॥৮॥ তাহার নেত্রের পিঙ্গলতা ও চঞ্চলতা সম্পর্ক, বিদ্যুৎ অদ্যাপি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সেই দুঃসহ দানব এরূপ দ্রুতবেগে আগমন করিতেছে যে, সে যে দিক দিয়া ধাবিত হইতেছে, সেই দিকই যেন তাহার ভয়ে এককালে সমভূমি হইয়া যাইতেছে ॥ ৯—১০ ॥ এই অসুর ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমি যেন কাম-পরাজিত স্ত্রীপুরুষ মাত্রেরই অবধ্য হই; দুরাচার তাহাই লাভ করিয়া ত্রিজগৎ

প্রোতস্তেন ত্রিশূলেন স চ দৈত্যো গজাসুরঃ।
ছত্রীকৃতমিবাত্মানং মন্যমানো জগৌ হরম্ ॥ ১৩।

গজাসুর উবাচ।

ত্রিশূলপাণে দেবেশ জানে ত্বাং স্মরহারিণম্।
তব হস্তে মম বধঃ শ্রেয়ানেব পুরান্তক ॥ ১৪।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুমিচ্ছামি অবধেহি মমেরিতম্।
সত্যং ব্রবীমি নাসত্যং মৃত্যুঞ্জয় বিচারয় ॥ ১৫।
ত্বমেকো জগতাং বন্দ্যো বিশ্বস্যোপরিসংস্থিতঃ।
অহং ত্বদুপরিষ্ঠাচ্চ স্থিতোঽস্মীতি জিতং ময়া ॥ ১৬।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ত্বত্ত্রিশূলাগ্রসংস্থিতঃ।
কালেন সর্ব্বৈর্মর্ত্তব্যং শ্রেয়সে মৃত্যুরীদৃশঃ ॥ ১৭।

তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেছে ॥ ১১ ॥ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া এবং তাহাকে সংসারের অবধ্য জানিয়া, ত্রিশূলপাণি বিশ্বেশ্বর তৎকালে তাহার প্রতি শূল নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২ ॥ দৈত্যবর গজাসুর ত্রিশূল-বিদ্ধ হইয়া আত্মাকে যেন শতধা বিদীর্ণ জ্ঞান করিতে লাগিল এবং নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরকে কহিল, হে ত্রিশূলপাণে! হে দেবেশ! তুমি স্মরহর, ইহা আমি জানি; হে ত্রিপুরারে! তোমার হস্তে আমার নিধন অবশ্যই শ্রেয়স্কর ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ হে মৃত্যুঞ্জয়! এক্ষণে আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, কিঞ্চিৎ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর; যাহা আমি বলিতেছি, তাহা সত্য কি অসত্য, তুমি তাহার বিচার কর। ১৫ ॥ হে বিশ্বেশ্বর! তুমিই একমাত্র জগতের বন্দনীয়। সমস্ত বিশ্বের উপরিভাগ তোমার অধিষ্ঠান স্থান; আমি তাহার উপরেও স্থান লাভ করিলাম, অতএব আমারই জয় হইল ॥ ১৬ ॥ আমি তোমার ত্রিশূলাগ্রে স্থান পাইলাম, অতএব আমিই ধন্য, আমিই কৃতকৃত্য। কালে সকলেরই মৃত্যু আছে, কিন্তু ঈদৃশ মৃত্যুই

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবঃ কৃপানিধিঃ।
প্রোবাচ প্রহসন্ শম্ভুর্ঘটোদ্ভব গজাসুরম্॥ ১৮।

ঈশ্বর উবাচ।

গজাসুর প্রসন্নোঽস্মি মহাপৌরুষশেবধে।
স্বানুকূলং বরং ব্রূহি দদামি সুমতেঽসুর॥ ১৯।
ইত্যাকর্ণ্য স দৈতেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ মহেশ্বরম্।

গজাসুর উবাচ।

যদি প্রসন্নো দিগ্বাসস্তদা নিত্যং বসান মে।
ইমাং কৃত্তিং বিরূপাক্ষ ত্বত্ত্রিশূলাগ্নিপাবিতাম্॥ ২০।
সুপ্রমাণাং সুখস্পর্শাং রণাঙ্গণপণীকৃতাম্॥ ২১॥
ইষ্টগন্ধিঃ সদৈবাস্তু সদৈবাস্ত্বতিকোমলা।
সদৈব নির্ম্মলা চাস্তু সদৈবাস্ত্বতি মণ্ডনম্॥ ২২।
মহাতপোঽনলজ্বালাঃ প্রাপ্যাপি সুচিরং বিভো।
ন দগ্ধা কৃত্তিরেষা মে পুণ্যগন্ধনিধিস্ততঃ॥ ২৩।

শ্রেয়স্কর॥ ১৭॥ হে ঘটোদ্ভব! দেবাদিদেব কৃপানিধান বিশ্বেশ্বর গজাসুরের এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে তাহাকে কহিলেন, হে গজাসুর! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব হে মহা-পৌরুষ-রত্নাকর! হে সুমতে! তুমি এক্ষণে অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর; তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই আমি প্রদান করিব॥ ১৮॥ ১৯॥ গজাসুর ইহা শ্রবণ করিয়া, মহেশ্বরকে কহিল, হে দিগম্বর! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে তোমার ত্রিশূলাগ্নি-পবিত্রীকৃত সুপ্রমান ও সুখস্পর্শ আমার এই গাত্রচর্ম্ম তুমি পরিধান কর। এই চর্ম্ম দীর্ঘকাল তোমার মহা-তপোগ্নি-তাপ প্রাপ্ত হইয়াও যেন ভস্মসাৎ না হয় এবং ইহা পুণ্য-গন্ধ-পূর্ণ হইয়া যেন সর্ব্বদা তোমার সুগন্ধময়, সুকোমল ও সুনির্ম্মল প্রিয়-ভূষণ হয়। হে দিগম্বর! তোমার সহিত রণে

যদি পুণ্যবতী নৈষা মম কৃত্তির্দিগম্বর।
তদা ত্বদঙ্গসঙ্গোঽস্যাঃ কথং জাতো রণাঙ্গণে ॥ ২৪।
অন্যঞ্চ মে বরং দেহি যদি তুষ্টোঽসি শঙ্কর।
নামাস্তু কৃত্তিবাসাস্তে প্রারভ্যাদ্যতনং দিনম্ ॥ ২৫।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তথেত্যুক্ত্বা চ শঙ্করঃ।
পুনঃ প্রোবাচ তং দৈত্যং ভক্তিনির্ম্মলমানসম্ ॥ ২৬।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু পুণ্যনিধে দৈত্য বরমন্যং সুদুর্লভম্।
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে রণত্যক্তকলেবর ॥ ২৭।
ইদং পুণ্যশরীরং তে ক্ষেত্রেঽস্মিন্ মুক্তিসাধনে।
মম লিঙ্গং ভবত্বত্র সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্ ॥ ২৮।
কৃত্তিবাসেশ্বরং নাম মহাপাতকনাশনম্।
সর্ব্বেষামেব লিঙ্গানাং শিরোভূতমিদং বরম্ ॥ ২৯।
যাবন্তি সন্তি লিঙ্গানি বারাণস্যাং মহান্ত্যপি।
উত্তমং তাবতামেতদুত্তমাঙ্গবদুত্তমম্ ॥ ৩০।

আমার এই পণ। আমার এই চর্ম্ম তোমার অঙ্গ স্পর্শে পুণ্যময় হইবে ॥ ২০—২৪ ॥ হে শঙ্কর! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে এই দ্বিতীয় বর প্রদান কর যে, অদ্যাবধি তোমার নাম কৃত্তিবাস হউক ॥ ২৫ ॥

গজাসুরের এই প্রার্থনা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর তথাস্তু বলিয়া সেই ভক্তি-নির্ম্মল-চিত্ত দৈত্যকে পুনরায় কহিলেন, হে দৈত্যবর! হে পুণ্যনিধে! তোমাকে আমি আর একটি দুর্ল্লভ বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। রণ-ক্ষেত্রে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত তোমার এই শরীর, এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তি-বিধায়ক লিঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মহাপাতক-নাশন কৃত্তিবাসেশ্বর নামে এই লিঙ্গ সমস্ত লিঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। বারাণসীতে যে সমস্ত মহা-

মানবানাং হিতায়াত্র স্থাস্যেহং সপরিগ্রহঃ।
দৃষ্টেনানেন লিঙ্গেন পূজিতেন স্তুতেন চ।
কৃতকৃত্যো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ সংসারং ন বিশেৎ পুনঃ॥ ৩১।
রুদ্রা পাশুপতাঃ সিদ্ধা ঋষয়স্তত্ত্বচিন্তকাঃ।
শান্তা দান্তা জিতক্রোধা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥ ৩২।
অবিমুক্তে স্থিতা যেতু মম ভক্তা মুমুক্ষবঃ।
মানাপমানয়োস্তুল্যাঃ সমলোষ্ঠাশ্মকাঞ্চনাঃ॥ ৩৩।
কৃত্তিবাসেশ্বরে লিঙ্গে স্থাস্যেহং তদনুগ্রহে।
দশকোটিসহস্রাণি তীর্থানি প্রতিবাসরম্॥ ৩৪।
ত্রিকালমাগমিষ্যন্তি কৃত্তিবাসেন শংসয়ঃ।
কলিদ্বাপরসম্ভূতা নরাঃ কল্মষবুদ্ধয়ঃ॥ ৩৫।
সদাচারবিনির্মুক্তাঃ সত্যশৌচপরাঙ্মুখাঃ।
মায়য়া দম্ভলোভাভ্যাং মোহাহংকৃতিসংযুতাঃ॥ ৩৬।

লিঙ্গ আছেন, এই লিঙ্গ তৎসমস্তের উত্তমাঙ্গ স্বরূপ শ্রেষ্ঠতম হইয়া থাকিবে। ২৬—৩০॥ মানবগণের হিতার্থ আমি সপরিবারে সর্ব্বদা এই স্থানে অবস্থান করিব। এই লিঙ্গ দর্শন, পূজন অথবা স্তবনে মর্ত্তবাসীগণ কৃতকৃত্য হইবে, পুনরায় তাহাদিগকে সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না॥ ৩১॥ হে দনুজ-প্রবর! কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গে আমি সর্ব্বদা আবির্ভূত থাকিব। অতএব রুদ্র, পাশুপত ও সিদ্ধগণ, শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণ এবং মানাপমান ও লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চনে সমভাবদর্শী সাধুগণ প্রভৃতি মদ্ভক্তি-পরায়ণ যে সকল মুমুক্ষু পুরুষ কাশীক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই এবং দশ কোটি সহস্র তীর্থ প্রতিদিবস এই স্থানে নিশ্চয়ই ত্রিকালীন সমাগত হইবেন॥ ৩২—৩৫॥ দ্বাপর ও কলি-যুগ-সম্ভূত পাপবুদ্ধি সদাচার-বহির্ভূত সত্য-শৌচ-পরাঙ্মুখ ও মায়া, দম্ভ, লোভ, মোহ এবং অহঙ্কার-

শূদ্রান্নসেবিনো বিপ্রা জিহ্বালা অতিলালসাঃ।
সন্ধ্যাস্নানজপেজ্যাসু দূরিকৃতমনোধিয়ঃ॥ ৩৭।
কৃত্তিবাসেশ্বরং প্রাপ্য সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ।
সুখেন মোক্ষমেষ্যন্তি যথা সুকৃতিনস্তথা॥ ৩৮।
কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং সেব্যং কাশ্যাং ততো নরৈঃ।
জন্মান্তর সহস্রেষু মোক্ষোন্যত্র সুদুর্ল্লভঃ॥ ৩৯।
কৃত্তিবাসেশ্বরে লিঙ্গে লভ্যস্ত্বেকেন জন্মনা।
পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং তপোদানাদিভিঃ শনৈঃ।
নশ্যেৎ সদ্যো বিনশ্যেত কৃত্তিবাসেশ্বরেক্ষণাৎ॥ ৪০।
কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
প্রবিষ্টাস্তে শরীরে মে তেষাং নাস্তি পুনর্ভবঃ॥ ৪১।
অবিমুক্তেঽত্র বস্তব্যং জপ্তব্যং শতরুদ্রিয়ম্।
কৃত্তিবাসেশ্বরো দেবী দ্রষ্টব্যশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ৪২।

বিমূঢ়, লোলুপ, অতি লালসা-পরায়ণ, স্নান, পূজা ও সন্ধ্যা-বিবর্জ্জিত শূদ্রান্ন-ভোজী বিপ্রগণও কৃত্তিবাসেশ্বরের শরণাগত হইলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যবানের ন্যায় অনায়াসে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৬—৩৮॥ অন্যত্রে সহস্র জন্মেও মোক্ষ প্রাপ্তি সুদুর্ল্লভ। অতএব কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গের সেবা করা নরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যত্রে বারম্বার-কৃতং তপোদানাদি প্রভাবে পূর্ব্বজন্ম-কৃত পাপ ক্ষয় হয়। কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শনে সদ্যই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে। অতএব এক জন্মেই কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গের কৃপায় মোক্ষ প্রাপ্তি অতি সুলভ॥ ৩৯—৪০॥ যাহারা কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, তাহাদিগের আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না, তাহারা অবলীলাক্রমে আমার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে॥ ৪১॥ এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস, শত রুদ্র মন্ত্র জপ এবং পুনঃ পুনঃ কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৪২॥ বিধি পূর্ব্বক

সপ্তকোটি মহারুদ্রৈঃ সুজপ্তৈর্যৎ ফলং ভবেৎ।
তৎ ফলং লভ্যতে কাশ্যাং পূজনাৎ কৃত্তিবাসসঃ ॥৪৩।
মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামুপোষ্য নিশি জাগৃয়াৎ।
কৃত্তিবাসেশমভ্যর্চ্চ যঃ স যায়াৎ পরাঙ্গতিম্ ॥ ৪৪।
শুক্লায়াং পঞ্চ দশ্যাং যশ্চৈত্র্যাং কর্ত্তা মহোৎসবম্।
কৃত্তিবাসেশ্বরে লিঙ্গে ন স গর্ভং প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৪৫।
কথয়িত্বেতি দেবেশস্তৎ কৃত্তিং পরিগৃহ্য চ।
গজাসুরস্য মহতীং প্রাবৃণোদ্ধরিদম্বরঃ ॥ ৪৬।
মহামহোৎসবো জাতস্তস্মিন্নহনি কুম্ভজ।
কৃত্তিবাসত্বমাপেদে যস্মিন্ দেবো দিগম্বরঃ ॥ ৪৭।
যত্র ছত্রীকৃতো দৈত্যঃ শূলমারোপ্য ভূতলে।
তচ্ছূলোৎপাটনাজ্জাতং তত্র কুণ্ডং মহত্তরম্ ॥ ৪৮।

ভক্তিভাবে সপ্তকোটি মহারুদ্র মন্ত্র জপ করিলে যে ফল, কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে সেই ফল লাভ হইবে ॥ ৪৩॥ মাঘী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি কাশীধামে কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ সমীপে নিশা জাগরণ করিবে, নিঃসংশয়েই তাহার পরমগতি লাভ হইবে ॥ ৪৪ ॥ চৈত্রী পূর্ণিমাতে যে ব্যক্তি কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বর-সমীপে মহোৎসব করিবে, তাহার আর গর্ভবাস হইবে না ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বেশ্বর এই সকল কথা কহিয়া গজাসুরের সেই মহতীকৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরীয় স্বরূপ অঙ্গে ধারণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! দিগম্বর যে দিন গজাসুরের কৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃত্তিবাস নাম প্রাপ্ত হইলেন, সেই দিন মহামহোৎসব হইয়াছিল ॥৪৭॥ গজাসুর ত্রিশূলাঘাতে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, শূলোৎপাটনকালে সেই স্থানে একটি কুণ্ড উৎখাত হয় ॥ ৪৮ ॥

তস্মিন্ কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা কৃত্বা চ পিতৃতর্পণম্।
কৃত্তিবাসেশ্বরং দৃষ্ট্বা কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ ॥ ৪৯।

স্কন্দ উবাচ।

তস্মিন্ তীর্থে তু যদ্বৃত্তং তদগস্তে নিশাময়।
কাকা হংসত্বমাপন্নাস্তত্তীর্থস্য প্রভাবতঃ ॥ ৫০।
একদা কৃত্তিবাসে তু চৈত্র্যাং যাত্রাঽভবৎ পুরা।
অন্নং রাশীকৃতং তত্র হ্যুপহারসমুদ্ভবম্ ॥ ৫১।
বহুদেবলকৈর্বিপ্র তং দৃষ্ট্বা পক্ষিণোঽমিলন্।
পরস্পরং তদন্নার্থং যুধ্যন্তো ব্যোমবর্ত্মনি ॥ ৫২।
বলিপুষ্টৈরপুষ্টাঙ্গা রটন্তঃ করটাঃ কটু।
বলিভিশ্চাতিপুষ্টাঙ্গৈরবলাশ্চঞ্চুভির্হতাঃ ॥ ৫৩।
তে হন্যমানা ন্যপতংস্তস্মিন্ কুণ্ডে নভোঽঙ্গণাৎ।
আয়ুঃশেষেণ সন্ত্রাতা হংসীভূতাস্তু বায়সাঃ ॥ ৫৪।
আশ্চর্য্যবন্তস্তত্রত্যা যাত্রায়াং মিলিতা জনাঃ।
ঊচুরঙ্গুলিনির্দ্দেশৈরহো পশ্যত পশ্যত ॥ ৫৫।

নরগণ সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া, পিতৃপুরুষের তর্পণ এবং কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, কৃতকৃতার্থ হয় ॥ ৪৯॥ হে অগস্ত্য! এই তীর্থের এক ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই তীর্থের মাহাত্ম্য প্রভাবে বায়স হংসত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৫০ ॥ একদা পুরাকালে কৃত্তিবাস তীর্থে বার্ষিকী চৈত্রী-যাত্রা উপলক্ষে উপহারার্থ রাশীকৃত অন্ন প্রস্তুত হইয়াছিল ॥ ৫১ ॥ হে বিপ্র-বর! সেই অন্নরাশি দর্শন করিয়া বহুতর দেবলব্রাহ্মণ এবং পক্ষীকুল একত্রিত হইয়াছিল। পক্ষীগণ সেই অন্ন ভক্ষণ করিবার আশয়ে পরস্পর ব্যোম-মার্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥ কাকগণের মধ্যে বলবানও দুর্ব্বল উভয় প্রকারই ছিল। দুর্ব্বলেরা বলবানের চঞ্চুঘাতে আহত হইয়া, উৎকট কাকা-রব করিতে করিতে সেই কুণ্ডে নিপতিত হইল। অনন্তর অন্তকালে সেই সকল

অস্মাসু বীক্ষমাণেষু কাকাঃ কুণ্ডেঽত্র যেঽপতন্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্তু তে জাতাস্তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৫৬।
হংসতীর্থং তদারভ্য কৃত্তিবাসসমীপতঃ।
নাম্না খ্যাতমভূল্লোকে তৎ কুণ্ডং কলশোদ্ভব ॥ ৫৭।
অতীব মলিনাত্মানো মহামলিনকর্ম্মভিঃ।
ক্ষণান্নির্ম্মলতাং যান্তি হংসতীর্থকৃতোদকাঃ ॥ ৫৮।
কাশ্যাং সদৈব বস্তব্যং স্নাতব্যং হংসতীর্থকে।
দ্রষ্টব্যঃ কৃত্তিবাসেশঃ প্রাপ্তব্যং পরমং পদম্ ॥ ৫৯।
কাশ্যাং লিঙ্গান্যনেকানি মুনে সন্তি পদে পদে।
কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং সর্ব্বলিঙ্গশিরঃ স্মৃতম্ ॥ ৬০।
কৃত্তিবাসং সমারাধ্য ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
সর্ব্বলিঙ্গারাধনজং ফলং কাশ্যামবাপ্যতে ॥ ৬১।
জপো দানং তপো হোমস্তর্পণং দেবতার্চ্চনম্।
সমীপে কৃত্তিবাসস্য কৃতং সর্ব্বমনন্তকম্ ॥ ৬২।

কাকের হংসত্বপ্রাপ্তি হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ তৎকালে তথায় সমাগত যাত্রীগণ এই ব্যাপার দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ দেখ, কি চমৎকার! ৫৫ ॥ আমরা বিস্মিতনয়নে দর্শন করিতে করিতে এই কুণ্ডে কাক নিপতিত হইল; দেখিতে দেখিতে সেই কাকেরা হংস হইয়াগেল ॥ ৫৬ ॥ হে কলসোদ্ভব! তদবধি সেই কুণ্ড, হংস তীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। কৃত্তিবাসেশ্বরের সমীপভাগে সেই হংস তীর্থ ॥ ৫৭ ॥ মহা মহা দুষ্কর্ম্ম করিয়া মহা মহা পাতকিগণও হংস তীর্থে স্নান করিলে নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৮ ॥ সর্ব্বদা কাশীবাস, সর্ব্বদা হংসতীর্থে স্নান এবং সর্ব্বদা কৃত্তিবাসেশ্বর দর্শন, মানবগণের পরমপদ প্রদ ॥ ৫৯ ॥ হে মুনে! কাশীতে অনেক অনেক লিঙ্গ আছেন; কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ তৎ সমস্ত লিঙ্গের শিরস্বরূপ ॥ ৬০ ॥ ভক্তিভাবে কাশীধামে কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা

তীর্থন্ত্বনাদিসংসিদ্ধমেতৎ কলশসম্ভব।
পুনর্দেবস্য সান্নিধ্যাদাবিরাসীন্মহেশিতুঃ ॥ ৬৩।
এতানি সিদ্ধলিঙ্গানি ছন্নানি স্যুর্যুগে যুগে।
অবাপ্য শম্ভু সান্নিধ্যং পুনরাবির্ভবন্তি হি ॥ ৬৪।
হংসতীর্থস্য পরিতো লিঙ্গানামযুতং মুনে।
প্রতিষ্ঠিতং মুনিবরৈরত্রাস্তি দ্বিশতোত্তরম্ ॥ ৬৫।
একৈককং সিদ্ধিদং নৃণামবিমুক্তনিবাসিনাম্।
লিঙ্গং কাত্যায়নেশাদিচ্যবনেশান্তমেব হি ॥ ৬৬।
লোমশেশং মহালিঙ্গং লোমশেন প্রতিষ্ঠিতম্।
কৃত্তিবাসঃ প্রতীচ্যান্তু তদ্দৃষ্ট্বা ক্বান্তকাদ্ভয়ম্ ॥ ৬৭।
মালতীশং শুভং লিঙ্গং কৃত্তিবাসোত্তরে মহৎ।
সপর্য্যয়িত্বা তল্লিঙ্গং রাজা গজপতির্ভবেৎ ॥ ৬৮।

করিলে সমস্ত লিঙ্গ আরাধনার ফল হয় ॥ ৬১ ॥ জপ, দান, তপস্যা, হোম, তর্পণ ও দেবতার্চ্চন, ইহার মধ্যে যাহা কিছু কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গের সমীপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে অনন্ত ফল হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ হে কলসোদ্ভব! এই তীর্থটি অনাদিতীর্থ, তাহাতে আবার বিশ্বেশ্বরের সন্নিধানে আবির্ভূত এই তীর্থ বিশ্বেশ্বর হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥ হে অগস্ত্য! যে সকল সিদ্ধলিঙ্গ যুগে যুগে প্রচ্ছন্ন থাকেন, বিশ্বেশ্বর দর্শন মাত্রে আবির্ভূত হন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হংসতীর্থের পুরোভাগে মুনিবরগণের প্রতিষ্ঠিত দশ সহস্র দ্বিশত লিঙ্গ আছেন ॥ ৬৫ ॥ হে মুনিবর! কাত্যায়ন আদি চ্যবনেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত সিদ্ধলিঙ্গের প্রত্যেকেই কাশীবাসীগণের সিদ্ধিদাতা ॥ ৬৬ ॥ কৃত্তিবাসেশ্বরের পশ্চিমদিকে লোমশমণি প্রতিষ্ঠিত লোমশেশ্বর মহালিঙ্গ। তাঁহার দর্শনে জীবের কালভয় থাকে না। ৬৭ ॥ কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরভাগে মালতীশ্বর মহালিঙ্গ, যিনি তাঁহার পূজা

অন্তকেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ লিঙ্গং তত্রুদ্রদিক্‌স্থিতম্।
অতিপাপোঽপি নিষ্পাপো জায়তে তদ্বিলোকনাৎ ॥৬৯।
জনকেশং মহালিঙ্গং তৎপার্শ্বে জ্ঞানদং পরম্।
তল্লিঙ্গবরিবস্যাতো ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে ॥ ৭০।
তদুত্তরে মহামূর্ত্তিরসিতাঙ্গোঽস্তি ভৈরবঃ।
তস্য দর্শনতঃ পুংসাং ন ভবেৎ যমদর্শনম্ ॥ ৭১।
শুষ্কোদরী চ তত্রাস্তি দেবী বিকটলোচনা।
কৃত্তিবাসাদুদীচ্যাস্তু কাশীপ্রত্যূহ ভক্ষিণী ॥ ৭২।
অগ্নিজিহ্বোঽস্তি বেতালস্তস্যা দেব্যাস্তু নৈর্ঋতে।
দদাতি বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিং সোঽর্চ্চিতো ভৌমবাসরে ॥৭৩।
বেতালকুণ্ডং তত্রাস্তি সর্ব্বব্যাধিবিঘাতকৃৎ।
তৎ কুণ্ডোদকসংস্পর্শাদ্ ব্রণবিস্ফোটরুগ্ ব্রজেৎ ॥৭৪।
বেতালকুণ্ডে সুস্নাতো বেতালং প্রণিপত্য চ।
লভেত বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিং দুর্ল্লভাং সর্ব্বদেহিভিঃ ॥ ৭৫।

করেন, তিনি গজপতি রাজা হন ॥ ৬৮ ॥ মালতীশ্বরের ঈশানকোণে অন্ত-কেশ্বর মহালিঙ্গ তাঁহার পূজা করিলে মহাপাতকও বিমোচন হয় ॥ ৬৯ ॥ তৎপার্শ্বে পরমজ্ঞানপ্রদ জনকেশ্বর মহালিঙ্গ, তাঁহার পূজা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ॥ ৭০॥ তদুত্তরে অসিতাঙ্গ ভৈরবের মহামূর্ত্তি, তাঁহার দর্শনে জীবের যমভয় দূর হয় ॥ ৭১ ॥ কৃত্তিবাসের উত্তরে কাশীবিঘ্ননাশিনী বিকট-লোচনা শুষ্কোদরীদেবী অধিষ্ঠিতা আছেন ॥ ৭২ ॥ সেই দেবীর নৈর্ঋৎ কোণে অগ্নিজিহ্ব বেতাল আছেন। মঙ্গলবাসরে তাঁহার পূজা করিলে তিনি বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করেন ॥ ৭৩॥ তথায় সর্ব্বব্যাধি বিমোচন বেতালকুণ্ড বিদ্যমান, সেই কুণ্ডে স্নান করিলে ব্রণ বিস্ফোটক আরোগ্য হয় ॥ ৭৪ ॥ বিধিপূর্ব্বক বেতালকুণ্ডে স্নান করিলে অগ্নিজিহ্ব বেতালকে

গণোঽস্তি তত্র দ্বিভুজশ্চতুষ্পাৎ পঞ্চশীর্ষকঃ।
তস্য সংবীক্ষণাদেব পাপং যাতি সহস্রধা ॥ ৭৬।
তদুত্তরে মুনে রুদ্রশ্চতুঃশৃঙ্গোঽস্তি ভীষণঃ।
ত্রিপদস্তু দ্বিশীর্ষা চ হস্তা চ স্যুঃ সপ্ত এব হি ॥ ৭৭।
রোরূয়তে বৃষাকারস্ত্রিধাবদ্ধঃ স কুম্ভজ ॥ ৭৮।
কাশীবিঘ্নকরা যে চ যে কাশ্যাং পাপবুদ্ধয়ঃ।
তেষাঞ্চ সংছিদাং কর্ত্তুং অহং ধৃতকুঠারকঃ ॥ ৭৯।
যে কাশ্যাং বিঘ্নহর্ত্তারো যে কাশ্যাং ধর্ম্মবুদ্ধয়ঃ।
সুধাঘটকরশ্চাহং তদ্বংশপরিষেককৃৎ ॥ ৮০।
তং দৃষ্ট্বা বৃষরুদ্রং যো পূজয়িত্বা তু ভক্তিতঃ।
মহামহোপচারৈশ্চ ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ৮১।
মণিপ্রদীপো নাগোঽস্তি তস্মাদ্রুদ্রাদুদগ্ দিশি।
মণিকুণ্ডং তদগ্রে তু বিষব্যাধিহরং পরম্ ॥ ৮২।

প্রণিপাত করিলে, সর্ব্বদেহিদুর্লভ বাঞ্ছিতসিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৭৫ ॥ তথায় দ্বিভুজ, চতুষ্পদ, পঞ্চশীর্ষ একগণ দেবতা আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে পাপরাশি সহস্রধা বিদলিত হইয়া যায় ॥ ৭৬ ॥ তদুত্তরে সপ্তহস্ত, ত্রিপদ, দ্বিশীর্ষ, চতুঃশৃঙ্গ অতি ভীষণাকার এক রুদ্র আছেন। তাঁহার আকার বৃষভের ন্যায় এবং ত্রিধাবদ্ধ। যে সকল ব্যক্তি কাশীক্ষেত্রের কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করে, অথবা কাশীক্ষেত্রের প্রতি কোন প্রকার পাপবুদ্ধি প্রকাশ করে, সেই বৃষভাকার রুদ্রদেব বৃষভ চিৎকারে যেন তাহাদিগকে এই কথা বলেন যে, আমি কুঠার ধারণ পূর্ব্বক ঐরূপ বিঘ্নকারী ও পাপবুদ্ধি নরাধমগণকে ছেদন করিব ॥ ৭৭—৭৯ ॥ যাহারা কাশীর বিঘ্ননিবারণ ও ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ অমৃতকলস হস্তে লইয়া আমি তাহাদিগের বংশের অভিষেক করিব ॥ ৮০ ॥ বৃষরুদ্র দর্শন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক মহোপচারে পূজা করিলে কোন প্রকার বিঘ্নে অবিভূত হয় না ॥ ৮১ ॥ বৃষরুদ্রের উত্তরদিকে মণিপ্রদীপ

তস্মিন্ কুণ্ডে কৃতস্নানস্তং নাগং পরিবীক্ষ্য চ।
মণিমাণিক্যসম্পূর্ণগজাশ্বরথসঙ্কুলম্ ॥ ৮৩।
স্ত্রীরত্নপুত্ররত্নৈশ্চ সমৃদ্ধং রাজ্যমাপ্নুয়াৎ।
কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যাং যৈর্ন বিলোকিতম্।
তৈমর্ত্ত্যলোকে ভারায় ভুবো ভূতা ন সংশয়ঃ ॥ ৮৪।

স্কন্দ উবাচ।

কৃত্তিবাসঃসমুৎপত্তিং যে শ্রোষ্যন্তীহ মানবাঃ।
তল্লিঙ্গদর্শনাচ্ছ্রেয়ো লপ্স্যন্তে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৮৫।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে কৃত্তিবাসসমুদ্ভবো
নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নামে নাগ আছেন, তাঁহার সম্মুখে বিষব্যাধি নিবারণ মণিকুণ্ড, সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সেই নাগরাজকে দর্শন করিলে নানা রত্ন, গজাশ্ব রথ, স্ত্রীরত্ন পুত্ররত্ন এবং মণিমাণিক্যাদি নানারত্ন পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী রাজ্য লাভ হয়। ৮২ ॥ ৮৩ ॥

যাহারা কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন না করে, সেই নরাধম কেবল পৃথিবীর ভারভূত মাত্র ॥ ৮৪ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! যাঁহারা কৃত্তিবাসেশ্বরের উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ ও তল্লিঙ্গ দর্শন করেন, নিঃসন্দেহ তাঁহাদিগের শ্রেয়োলাভ হয়। ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে কৃত্তিবাসেশ্বর
সমুদ্ভব নাম অষ্টষষ্টিতম
অধ্যায়।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

শৃণ্বগস্ত্য তপোরাশে কাশ্যাং লিঙ্গানি যানি বৈ।
সেবিতানি নৃণাং মুক্ত্যৈ ভবেয়ুর্ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১।
কৃত্তিপ্রাবরণং যত্র কৃতং দেবেন লীলয়া।
রুদ্রাবাস ইতি খ্যাতং তৎস্থানং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ২।
স্থিতে তত্রোময়া সার্দ্ধং স্বেচ্ছয়া কৃত্তিবাসসি।
আগত্য নন্দী বিজ্ঞপ্তিং চক্রে প্রণতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩।
দেবদেবেশ বিশ্বেশ প্রাসাদাঃ সুমনোহরাঃ।
সর্ব্বরত্নময়া রম্যাঃ সাষ্টষষ্টিরভূদিহ ॥ ৪।
ভূর্ভুবঃ স্বস্তলে যানি শুভান্যায়তনানি হি।
মুক্তিদান্যপি তানীহ ময়ানীতানি সর্ব্বতঃ ॥ ৫।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! কাশীতে যে সকল লিঙ্গের পূজা করিলে ভক্তগণের মুক্তিলাভ হয়, হে তপোধন! আমি তাহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ বিশ্বেশ্বর যে স্থানে গজাসুরের কৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তদবধি সেই স্থানের নাম সর্ব্বসিদ্ধি প্রদ-রুদ্রাবাস হইয়াছে ॥২॥ মহাদেব তথায় এইরূপে উমার সহিত অবস্থান করিতেছেন, ইত্যবসরে নন্দী আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিল, হে দেবাদিদেব! হে বিশ্বেশ্বর! এই স্থানে অষ্টষষ্টিতম অতি মনোহর বিবিধ-রত্নময় পরম রমণীয় প্রাসাদ ছিল। ভূলোক, ভবলোক এবং স্বর্গলোকে যে সকল শুভায়তন মুক্তিপ্রদ তীর্থ আছে, আমি তৎ সমস্ত এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি। হে বিশ্বেশ্বর! যে স্থান হইতে যে যে তীর্থ আমার দ্বারা আনীত হইয়াছে, আমি তাহার

যতো যচ্চ সমানীতং যত্র যচ্চ কৃতাস্পদম্।
কথয়িষ্যাম্যহং নাথ ক্ষণং তদবধার্য্যতাম্ ॥ ৬।
স্থাণুর্নাম মহালিঙ্গং দেবদেবস্য মোক্ষদম্।
কুরুক্ষেত্রাদিহোদ্ভূতং কলা শেষোঽস্তি তত্র বৈ ॥৭।
তদগ্রে সন্নিহত্যাখ্যা মহাপুষ্করিণী শুভা।
লোলার্কপশ্চিমে ভাগে কুরুক্ষেত্রস্থলী তু সা ॥ ৮।
তত্র স্নাতং হুতং জপ্তং তপ্তং দত্তং শুভার্থিভিঃ।
কুরুক্ষেত্রাদ্ ভবেৎ সত্যং কোটিকোটি গুণাধিকম্ ॥ ৯।
নৈমিষাদ্দেবদেবোঽত্র ব্রহ্মাবর্ত্তেন সংযুতঃ।
তত্রাংশমাত্রং সংস্থাপ্য কাশ্যামাবিরভূদ্বিভো ॥ ১০।
ঢুণ্ঢিরাজোত্তরে ভাগে সিদ্ধিদং সাধকস্য বৈ।
লিঙ্গং বৈ দেবদেবাখ্যং তদগ্রে কূপ উত্তমঃ ॥ ১১।
ব্রহ্মাবর্ত্ত ইতি খ্যাতঃ পুনরাবৃত্তিহৃন্নৃণাম্।
তৎ কূপাদ্ভিঃ কৃতস্নানো দেবদেবং সমর্চ্চ্য চ ॥ ১২।

নাম কীর্ত্তন করিতেছি, কিয়ৎক্ষণ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩—৬ ॥ হে মহেশ্বর! দেবদেবের মোক্ষপ্রদ স্থাণুলিঙ্গ, কুরুক্ষেত্র হইতে এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন; তথায় কেবল কলামাত্র অবশিষ্ট আছে ॥ ৭ ॥ লোলার্কের পশ্চিমে স্থাণুলিঙ্গের সম্মুখভাগে সন্নিহত্যাখ্য এক মহাপুষ্করিণী আছে। সেই স্থান কুরুক্ষেত্রস্থলী বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৮ ॥ তথায়, স্নান, দান, হোম ও জপ, তপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ ফল হয় ॥ ৯ ॥ হে বিভো! নৈমিষারণ্য হইতে দেবদেব ব্রহ্মাবর্ত্ত-নামক কূপসহ এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন। নৈমিষারণ্যে কেবল অংশমাত্র অবশিষ্ট আছে ॥ ১০ ॥ ঢুণ্ঢিরাজের উত্তরে সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ দেবদেব-লিঙ্গ অধিষ্ঠিত; তাঁহার সম্মুখভাগে নরগণের পুনর্জন্ম-নিবারণ অনুত্তম ব্রহ্মাবর্ত্তকূপ। সেই কূপে স্নান করিয়া দেবদেবলিঙ্গের পূজা করিলে, নৈমিষারণ্য

তৎ পুণ্যং নৈমিষারণ্যাৎ কোটিকোটিগুণং স্মৃতম্।
গোকর্ণায়তনাদত্র স্বয়ম্ভাবিরভূন্ মহৎ॥ ১৩।
লিঙ্গং মহাবলং নাম শাম্বাদিত্যসমীপতঃ।
দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ যস্য ক্ষণাদেনো মহাবলম্॥ ১৪।
বাতাহতস্তুলরাশিরিব বিদ্রাতি দূরতঃ।
কপালমোচনপুরো দৃষ্টা লিঙ্গং মহাবলম্॥ ১৫।
মহাবলমবাপ্নোতি নির্ব্বাণনগরং ব্রজেৎ।
ঋণমোচনতঃ প্রাচ্যাং প্রভাসাৎ ক্ষেত্রসত্তমাৎ॥ ১৬।
শশিভূষণসংজ্ঞস্তু লিঙ্গমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
তল্লিঙ্গসেবনান্ মর্ত্ত্যঃ শশিভূষণতাং ব্রজেৎ॥ ১৭।
প্রভাসক্ষেত্রে যাত্রায়াঃ পুণ্যং প্রাপ্নোতি কোটিকৃৎ।
উজ্জয়িন্যা মহাকালঃ স্বয়মত্রাগতো বিভুঃ॥ ১৮।
যন্নামস্মরণাদেব ন ভয়ং কলিকালতঃ।
প্রণবাখ্যান্ মহালিঙ্গাৎ প্রাচ্যাং কল্মষনাশনম্॥ ১৯

অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ পুণ্য লাভ হয়॥ ১১—১৩॥ গোকর্ণায়তন তীর্থ হইতে মহাবল নামে মহালিঙ্গ স্বয়ং এই স্থানে সমাগত হইয়া সাম্বাদিত্য সমীপে অবস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার দর্শনস্পর্শনে মহা মহা পাতকরাশি ক্ষণকাল মধ্যে বাতাহত তুলারাশির ন্যায় দূরীকৃত হইয়া যায়॥ ১৪—১৫॥ কপালমোচনের পুরোভাগে মহাবললিঙ্গ দর্শন করিলে, মহতীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণনগরে বাস হয়॥ ১৬॥ পুণ্যক্ষেত্র প্রভাসক্ষেত্র হইতে শশিভূষণ লিঙ্গ এই স্থানে সমাগত হইয়া ঋণমোচনের পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার সেবা করিলে, মর্ত্ত্যবাসীগণ শশিভূষণত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রভাসযাত্রা অপেক্ষা এই স্থানে কোটি গুণ পুণ্য লাভ হয়॥ ১৭॥ হে বিভো! উজ্জয়িনী তীর্থ হইতে মহাকাল স্বয়ং এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন; তাঁহার নাম মাত্র

মহাকালাভিধং লিঙ্গং দর্শনান্ মোক্ষদং পরম্।
অযোগন্ধেশ্বরং লিঙ্গং পুষ্করাত্তীর্থসত্তমাৎ ॥ ২০।
আবিরাসীদিহ মহৎ পুষ্করেণ সহৈব তু।
মৎস্যোদর্য্যুত্তরে ভাগে দৃষ্টা যোগন্ধমীশ্বরম্ ॥ ২১।
স্নাত্বা যোগন্ধকুণ্ডে তু ভবাত্তারয়তে পিতৄন্।
মহানাদেশ্বরং লিঙ্গমট্টহাসাদিহাগতম্ ॥ ২২।
ত্রিলোচনাদুদীচ্যাস্তু তদ্দৃষ্টং মুক্তয়ে মতম্।
মহোৎকটেশ্বরং লিঙ্গং মরুৎকোটাদিহাগতম্।
কামেশ্বরোত্তরে ভাগে দৃষ্টং বিমলসিদ্ধিদম্ ॥ ২৩।
বিশ্বস্থানাদিহায়াতং লিঙ্গং বৈ বিমলেশ্বরম্।
স্বর্লীনাৎ পশ্চিমে ভাগে দৃষ্টং বিমলসিদ্ধিদম্ ॥ ২৪।
মহাব্রতং মহালিঙ্গং মহেন্দ্রাদিহ সংস্থিতম্।
স্কন্দেশ্বরসমীপে তু মহাব্রতফলপ্রদম্ ॥ ২৫।

স্মরণ করিলে কলিকালভয় থাকে না। ওঙ্কারেশ্বর মহালিঙ্গের পূর্ব্বদিকে মহাপাপনাশন মহাকাল লিঙ্গ দর্শনে নির্ব্বাণমোক্ষ লাভ হয় ॥ ১৮—২০ ॥ তীর্থসত্তম পুষ্করতীর্থ হইতে অযোগন্ধেশ্বর মহালিঙ্গ পুষ্করের সহিত এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। মৎস্যোদরীর উত্তরভাগে অযোগন্ধকুণ্ডে স্নান করিয়া অযোগন্ধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, পিতৃগণকে সংসার হইতে উদ্ধার করা হয় ॥ ২১—২২ ॥ হে মহেশ্বর! অট্টহাসতীর্থ হইতে মহানাদেশ্বর মহালিঙ্গ এইস্থানে সমাগত হইয়া ত্রিলোচনের উত্তরভাগে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয়। মরুৎকোট তীর্থ হইতে মহোৎকটেশ্বর লিঙ্গ কাশীতে কামেশ্বরের উত্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে বিমলা সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ২৩ ॥ বিশ্বস্থান তীর্থ হইতে বিমল সিদ্ধিপ্রদ বিমলেশ্বর লিঙ্গ এই স্থানে আগমন করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥২৪॥ মহেন্দ্র তীর্থ হইতে মহাব্রত ফলপ্রদ মহাব্রত নামে মহালিঙ্গ

বৃন্দারকর্ষিবৃন্দানাং স্তুবতাং প্রথমে যুগে।
উৎপন্নং যন্মহালিঙ্গং ভূমিং ভিত্ত্বা সুদুর্ভিদাম্ ॥ ২৬ ।
মহাদেবেতি তৈরুক্তং যন্মনোরথপূরণাৎ।
বারাণস্যাং মহাদেবস্তদারভ্যাভ বচ্চয ॥ ২৭ ।
মুক্তিক্ষেত্রং কৃতং যেন মহালিঙ্গেন কাশিকা।
অবিমুক্তে মহাদেবং যো দ্রক্ষ্যত্যত্র মানবঃ ॥ ২৮ ।
শম্ভুলোকে গমস্তস্য যত্র তত্র মৃতস্য হি।
অবিমুক্তে প্রযত্নেন তৎ সংসেব্যং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ২৯ ।
কল্পান্তরেঽপি ন ত্যক্তং কদাপ্যানন্দকাননম্।
যেন লিঙ্গস্বরূপেণ মহাদেবেন সর্ব্বথা ॥ ৩০ ।
তৎ প্রাসাদোঽয়মতুলঃ সর্ব্বরত্নময়ঃ শুভঃ।
হিরণ্যগর্ভতীর্থাচ্চ প্রতীচ্যাং ক্ষেত্ররক্ষকম্ ॥ ৩১ ।
বারাণস্যামধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাভিলাষদা।
মহাদেবেতিসংজ্ঞা বৈ সর্ব্বলিঙ্গস্বরূপিণী ॥ ৩২ ।

এই স্থানে সমাগত হইয়া স্কন্দেশ্বর সমীপে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ২৫ ॥ হে বিশ্বেশ্বর! সত্যযুগে দুর্ভেদ্যভূমি ভেদ করিয়া যে মহালিঙ্গ সমুৎপন্ন হন, দেবগণও ঋষিগণ তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া, কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেবঋষিগণের স্তবে, সেই লিঙ্গের উদ্ভব, অতএব মনোরথ পূর্ণের হেতুস্বরূপ বারাণসীধামে তদবধি তাঁহার নাম মহাদেব হইয়াছে। সেই মহালিঙ্গ হইতেই কাশীপুরী মুক্তিক্ষেত্র নামে বিখ্যাত। এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে যাহারা মহাদেবকে দর্শন করে, তাহারা যে স্থানেই দেহত্যাগ করুক, অবশ্যই তাহাদিগের শিবলোকে বাস হয়, অতএব অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা করা মুমুক্ষু মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ২৬—২৯ ॥ লিঙ্গরূপী এই মহাদেব কল্পান্তরেও আনন্দকানন পরিত্যাগ করেন না। তিনি সর্ব্বথা লিঙ্গস্বরূপে ক্ষেত্ররক্ষক হইয়া আছেন। সর্ব্বলিঙ্গস্বরূপিণী সর্ব্বাভিলাষ প্রদায়িনী মহাদেবী এই

বারাণস্যাং মহাদেবো দৃষ্টো যৈর্লিঙ্গরূপধৃক্।
তেন ত্রৈলোক্যলিঙ্গানি দৃষ্টানীহ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩।
বারাণস্যাং মহাদেবং সমভ্যর্চ্চ্য সকৃন্নরঃ।
আভূতসংপ্লবং যাবচ্ছিবলোকে বসেন্ মুদা ॥ ৩৪।
পবিত্রপর্ব্বণি সদা শ্রাবণে মাসি যত্নতঃ।
লিঙ্গে পবিত্রমারোপ্য মহাদেবে ন গর্ভভাক্ ॥ ৩৫।
পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং গয়াতীর্থাদিহাগতম্।
ফল্গুপ্রভৃতিভিস্তীর্থৈঃ সার্দ্ধকোট্যষ্টসম্মিতৈঃ ॥ ৩৬।
ধর্ম্মেণ যত্র বৈ তপ্তং যুগানাময়ুতং শতম্।
সাক্ষীকৃত্য মহালিঙ্গং শ্রীমদ্ধর্ম্মেশ্বরাভিধম্ ॥ ৩৭।
পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং তত্রাভ্যর্চ্চ্য নরো মুদা।
ত্রিঃসপ্তকুলসংযুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮।
প্রয়াগাত্তীর্থরাজাচ্চ শূলটঙ্কো মহেশ্বরঃ।
তীর্থরাজেন সহিতঃ স্থিত আগত্য বৈ স্বয়ম্ ॥ ৩৯।

বারাণসীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হিরণ্যগর্ভতীর্থের পশ্চিমদিকে মহাদেবের শুভপ্রদ সর্ব্বরত্নময় অনুপম প্রাসাদ বিদ্যমান। কাশীতে যাহারা লিঙ্গরূপী, মহাদেবকে দর্শন করে, তাহাদিগের ত্রিলোকীস্থ সমস্ত লিঙ্গ দর্শন করা হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৩০—৩৩ ॥ বারাণসীতে একবারমাত্র মহাদেবের পূজা করিলে পরমসুখে কল্পান্তকাল শিবলোকে বাস হয় ॥৩৪॥ প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীতিথিতে ভক্তিভাবে মহাদেব-লিঙ্গে যজ্ঞসূত্র দান করিলে, জীবের আর গর্ভবাস হয় না ॥ ৩৫ ॥ গয়াতীর্থ হইতে পিতামহেশ্বর লিঙ্গ ফল্গু প্রভৃতি সার্দ্ধ অষ্টকোটি তীর্থ সমভিব্যাহারে এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ ধর্ম্ম সেই স্থানে শ্রীমদ্ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গকে সাক্ষী করিয়া, দশলক্ষ যুগ তপস্যা করিয়াছিলেন, নরগণ প্রসন্নচিত্তে সেই স্থানে পিতামহেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে, একবিংশতি কুলের সহিত মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই ॥৩৭—৩৮॥ তীর্থশ্রেষ্ঠ

নির্ব্বাণমণ্ডপাদ্রম্যাদবাচ্যামতিনির্ম্মলঃ।
প্রাসাদো মেরুণা যস্য স্পর্দ্ধতে কাঞ্চনোজ্জ্বলঃ॥ ৪০।
দেবেনৈব বরো দত্তো যত্র পূর্ব্বং যুগান্তরে।
পূজ্যো মহেশ্বরঃ কাশ্যাং প্রথমং কলুষাপহঃ॥ ৪১।
যঃ প্রয়াগ ইহ স্নাতো নমস্যতি মহেশ্বরম্।
সমভ্যর্চ্চ্য বিধানেন মহাসম্ভারবিস্তরৈঃ॥ ৪২।
প্রয়াগস্নানজাৎ পুণ্যাচ্ছূলটঙ্কবিলোকনাৎ।
স প্রাপ্নুয়ান্ন সন্দেহঃ পুণ্যং কোটিগুণোত্তরম্॥ ৪৩।
শঙ্কুকর্ণান্ মহাক্ষেত্রান্ মহাতেজ ইতীরিতম্।
লিঙ্গমাবিরভূদত্র মহাতেজোঽতিবৃদ্ধিদম্॥ ৪৪।
মহাতেজোনিধিস্তস্য প্রাসাদোঽতীবনির্ম্মলঃ।
জ্বালাজটিলিতাকাশো মাণিক্যৈরেব নির্ম্মিতঃ॥ ৪৫।
তল্লিঙ্গদর্শনাৎ স্পর্শাৎ স্তবনাচ্চ সমর্চ্চনাৎ।
প্রাপ্যতে তৎ পরং ধাম যত্র গত্বা ন শোচতে॥ ৪৬।

প্রয়াগধাম হইতে শূলটঙ্ক মহেশ্বর স্বয়ং সেই তীর্থরাজের সহিত এই স্থানে সমাগত হইয়া অবস্থিত আছেন॥ ৩৯॥ রমণীয় নির্ব্বাণমণ্ডপের দক্ষিণদিকে সেই মহেশ্বরের সুনির্ম্মল কাঞ্চনোজ্জ্বল সমুন্নত প্রাসাদ যেন মেরুশৃঙ্গের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেছে॥ ৪০॥ পূর্ব্বযুগান্তরে স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন যে, কাশীতে মহেশ্বরলিঙ্গ সর্ব্বপ্রথমে পূজনীয়॥ ৪১॥ যাহারা বারাণসীস্থ এই প্রয়াগতীর্থে স্নান করিয়া এই শূলটঙ্ক মহেশ্বর লিঙ্গকে নমস্কার, বিবিধোপচারে পূজা এবং অবলোকন করে, প্রয়াগতীর্থে স্নানাপেক্ষা তাহাদিগের কোটিগুণ পুণ্যলাভ হয়॥ ৪২। ৪৩॥ শঙ্কুকর্ণ মহাতীর্থ হইতে মহাতেজোবিবর্দ্ধন মহাতেজনামে মহালিঙ্গ এই স্থানে সমাগত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার প্রাসাদ সমুজ্জলরত্নসমূহে খচিত অতি নির্ম্মল এবং মাণিক্যবিনির্ম্মিত। তত্রত্য রত্নজ্যোতিতে আকাশ মণ্ডল যেন জ্যোতির্ম্ময় বোধ হই-

বিনায়কেশ্বরাৎ পূর্ব্বং মহাদেবঃ সমর্চ্চনাৎ।
তেজোময়েন যানেন যাতি মাহেশ্বরং পদম্॥ ৪৭।
রুদ্রকোটিসমাখ্যাতাত্তীর্থাৎ পরমপাবনাৎ।
মহাযোগীশ্বরং লিঙ্গমাবিশ্চক্রে স্বয়ং পরম্॥ ৪৮।
পার্ব্বতীশ্বরলিঙ্গস্য সমীপে সর্ব্বসিদ্ধিকৃৎ।
তল্লিঙ্গদর্শনাৎ পুংসাং কোটিলিঙ্গফলং ভবেৎ॥ ৪৯।
তৎপ্রাসাদস্য পরিতো রুদ্রাণাং কোটিসম্মিতাঃ।
প্রাসাদা রম্যসংস্থানা নির্ম্মিতা রুদ্রমূর্ত্তিভিঃ॥ ৫০।
কাশ্যাং রুদ্রস্থলী সা তু পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ।
রুদ্রস্থল্যাং মৃতা যে বৈ কৃমিকীটপতঙ্গকাঃ॥ ৫১।
পশুপক্ষিমৃগা মর্ত্ত্যা ম্লেচ্ছা বাপ্যথ দীক্ষিতাঃ।
তেষান্তু রুদ্রীভূতানাং পুনরাবৃত্তিরত্র ন॥ ৫২।
জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্।
রুদ্রস্থলীং প্রবিষ্টস্য তৎ সর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্॥ ৫৩।

তেছে। যে ধামে গমন করিলে, শোকতাপ থাকে না, মহাতেজলিঙ্গ দর্শনে স্পর্শনে, স্মরণেও পূজনে জীবের সেই পরমধাম লাভ হয়॥ ৪৪—৪৬॥ বিনায়কেশ্বরের পূর্ব্বদিকে মহাদেবের পূজা করিলে, জ্যোতির্ম্ময়রথে আরোহণপূর্ব্বক মহেশ্বরধামে গমন হয়॥ ৪৭॥ পরমপাবন রুদ্রকোটিতীর্থ হইতে মহাযোগীশ্বর লিঙ্গ স্বয়ং আবিষ্কৃত হইয়াছেন॥ ৪৮॥ পার্ব্বতীশ্বরলিঙ্গ সমীপে সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ দর্শন করিলে কোটি লিঙ্গ দর্শনের ফল হয়। মহাযোগীশ্বরের প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে রুদ্রগণ নির্ম্মিত কোটিরুদ্রের রমণীয় প্রাসাদ সংস্থাপিত আছে॥৪৯—৫০॥ পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ সেই স্থানকে রুদ্রস্থলী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কৃমি, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মৃগ এবং অদীক্ষিত ম্লেচ্ছমানব প্রভৃতি যাহারা এই রুদ্রস্থলীতে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা সকলেই রুদ্রত্বপ্রাপ্ত হয় এবং সংসারে তাহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ৫১। ৫২॥ রুদ্রস্থলীতে

অকামো বা সকামো বা তির্য্যগ্‌যো নিগতোপি বা।
রুদ্রস্থল্যাং ত্যজন্ প্রাণান্ পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥৫৪।
স্বয়মেকাম্বরাৎ ক্ষেত্রাৎ কৃত্তিবাসা ইহাগতঃ।
কৃত্তিবাসসি লিঙ্গেঽত্র স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৫।
অস্মিন্ স্থানে স্বভক্তানাং সাম্বঃ সর্ষিগণো বিভুঃ।
স্বয়ঞ্চোপদিশেদ্‌ব্রহ্ম শ্রুতৌ শ্রুতিভিরীড়িতম্ ॥ ৫৬।
ক্ষেত্রেঽত্র সিদ্ধিদে প্রাপ্তশ্চণ্ডীশো মরুজাঙ্গলাৎ।
প্রচণ্ডপাপসঙ্ঘাতং খণ্ডয়েচ্ছতধেক্ষণাৎ ॥ ৫৭।
পাশপাণিগণাধ্যক্ষসমীপে যঃ প্রপশ্যতি।
চণ্ডীশ্বরং মহালিঙ্গং স যাতি পরমাঙ্গতিম্ ॥ ৫৮।
কালঞ্জরান্নীলকণ্ঠস্তিষ্ঠেদত্র স্বয়ং বিভুঃ।
গণেশাদ্দন্তকূটাখ্যাৎ সমীপে ভবনাশনঃ ॥ ৫৯।
নীলকণ্ঠেশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যাং যৈঃ পরিপূজিতম্।
নীলকণ্ঠাস্তএব স্যুস্তএব শশিভূষণাঃ ॥ ৬০।

প্রবেশ করিবামাত্র সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ সকাম, নিষ্কাম অথবা তীর্য্যক্‌যোনিপ্রাপ্ত যে কেহ রুদ্রস্থলীতে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয় ॥ ৫৪ ॥ ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র হইতে কৃত্তিবাস স্বয়ং অত্রাগত হইয়া কৃত্তিবাসলিঙ্গে অবস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫৫ ॥ বেদে কথিত আছে, বিশ্বেশ্বর এই স্থানে উমার সহিত সপ্তর্ষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, ভক্তের কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ করেন ॥ ৫৬ ॥ সিদ্ধিপ্রদ মরুজাঙ্গল ক্ষেত্র হইতে চণ্ডীশ্বর এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে, মহাপ্রচণ্ড পাপরাশিও শতধা বিধ্বংসিত হয় ॥ ৫৭ ॥ পাশপাণি গণাধ্যক্ষ-সমীপে যিনি চণ্ডীশ্বর মহালিঙ্গ দর্শন করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৫৮ ॥ কালঞ্জর তীর্থ হইতে ভবভয় নাশন। নীলকণ্ঠ, স্বয়ং সমাগত হইয়া, দন্তকূট গণেশের

কাশ্মীরাদিহ সম্প্রাপ্তং লিঙ্গং বিজয়সংজ্ঞিতম্।
সদা বিজয়দং পুংসাং প্রাচ্যাং শালকটঙ্কটাৎ॥ ৬১।
রণে রাজকুলে দ্যূতে বিবাদে সর্ব্বদৈব হি।
বিজয়ো জায়তে পুংসাং বিজয়েশসমর্চ্চনাৎ॥ ৬২।
ঊর্দ্ধরেতাস্ত্রিদণ্ডায়াঃ সম্প্রাপ্তোঽত্র স্বয়ং বিভুঃ।
কুষ্মাণ্ডকং গণাধ্যক্ষং পুরস্কৃত্য ব্যবস্থিতঃ॥ ৬৩।
ঊর্দ্ধাঙ্গতিমবাপ্নোতি বীক্ষণাদূর্দ্ধরেতসঃ।
ঊর্দ্ধরেতসি যে ভক্তা ন হি তেষামধোগতিঃ॥ ৬৪।
মণ্ডলেশ্বরতঃ ক্ষেত্রাল্লিঙ্গং শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞিতম্।
বিনায়কান্ মণ্ডসংজ্ঞাদুত্তরস্যাং ব্যবস্থিতম্॥ ৬৫।
শ্রীকণ্ঠস্য চ যে ভক্তাঃ শ্রীকণ্ঠা এব তে নরাঃ।
নেহ শ্রিয়া বিযুজ্যন্তে ন পরত্র কদাচন॥ ৬৬।

সমীপে অবস্থিত আছেন। ৫৯॥ যাঁহারা কাশীতে ভক্তিভাবে নীলকণ্ঠেশ্বরের পূজা করেন, তাঁহারা শশিভূষণ নীলকণ্ঠের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন॥ ৬০॥ কাশ্মীর হইতে বিজয়প্রদ বিজয়লিঙ্গ এই স্থানে সমাগত হইয়া শালঙ্কটঙ্কটেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন॥ ৬১॥ বিজয়েশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে রণে, রাজদ্বারে দ্যূতক্রীড়ায়ও বিবাদে নরগণের সর্ব্বদা বিজয় লাভ হয়। ৬২॥ ত্রিদণ্ডপুরী হইতে ঊর্দ্ধরেতাঃ স্বয়ং এই স্থানে সমাগত হইয়া কুষ্মাণ্ডবিনায়কের সমীপে অবস্থিত হইয়াছেন॥ ৬৩॥ ঊর্দ্ধরেতা লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবের ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়, ঊর্দ্ধরেতা ভক্তগণের কদাচ অধোগতি হয় না। ৬৪॥ মণ্ডলেশ্বর ক্ষেত্র হইতে শ্রীকণ্ঠদেব এই স্থানে সমাগত হইয়া মণ্ডবিনায়কের উত্তরে সংস্থিত আছেন। ৬৫॥ যাঁহারা শ্রীকণ্ঠের ভক্ত, তাঁহারা শ্রীকণ্ঠের স্বরূপত্ব লাভ করেণ, ইহপর কোন কালেই তাঁহাদিগকে শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয় না। ৬৬॥

ছাগলাণ্ডান্ মহাতীর্থাৎ কপর্দ্দীশ্বরসংজ্ঞিতঃ।
পিশাচমোচনে তীর্থে স্বয়মাবিরভূদ্বিভুঃ॥ ৬৭।
কপর্দীশং সমভ্যর্চ্চ্য ন নরো নিরয়ং ব্রজেৎ।
ন পিশাচত্বমাপ্নোতি কৃত্বাত্রাপ্যঘমুত্তমম্॥ ৬৮।
আম্রাতকেশ্বরাৎ ক্ষেত্রাল্লিঙ্গং সূক্ষ্মেশসংজ্ঞিতম্।
স্বয়মভ্যাগতঞ্চাত্র ক্ষেত্রে বৈ শ্রেয়সাং পদে॥ ৬৯।
বিকটদ্বিজসংজ্ঞস্য গণেশস্য সমীপতঃ।
দৃষ্ট্বা সূক্ষ্মেশ্বরং লিঙ্গং গতিং সূক্ষ্মামবাপ্নুয়াৎ॥ ৭০।
সম্প্রাপ্তমিহ দেবেশং জয়ন্তং মধুকেশ্বরাৎ।
লম্বোদরাদ্গণপতেঃ পুরস্তাত্তদবস্থিতম্॥ ৭১।
জয়ন্তেশ্বরমালোক্য স্নাত্বা গঙ্গাজলে শুভে।
প্রাপ্নুয়াদ্বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিং সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥ ৭২।
প্রাদুশ্চকার দেবেশঃ শ্রীশৈলাত্রিপুরান্তকঃ।
শ্রীশৈলশিখরং দৃষ্ট্বা যৎ ফলং সমুদীরিতম্॥ ৭৩।

ছাগলাণ্ড মহাতীর্থ হইতে কপর্দ্দীশ্বর স্বয়ং এই স্থানে সমাগত হইয়া পিশাচমোচন তীর্থে অবস্থিত হইয়াছেন॥ ৬৭॥ মহা মহা পাপকরিলেও, কপর্দ্দীশ্বরের ভক্তগণকে পিশাচযোনি প্রাপ্ত অথবা নিরয়গামী হইতে হয় না॥ ৬৮॥ আম্রাতকেশ্বর ক্ষেত্র হইতে সূক্ষ্মেশ্বর স্বয়ং এই মঙ্গলাস্পদ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি বিকটদন্ত গণেশের সমীপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার দর্শনে জীবের সূক্ষ্মগতি প্রাপ্তি হয়॥ ৬৯। ৭০॥ মধুকেশ্বর তীর্থ হইতে জয়ন্তেশ্বর সমাগত হইয়া এই স্থানে লম্বোদর গণপতির পুরোভাগে অধিষ্ঠিত আছেন। ৭১॥ ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া জয়ন্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে বাঞ্ছিতসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বত্রে বিজয়লাভ হয়॥ ৭২॥ শ্রীশৈল পর্ব্বত হইতে ত্রিপুরান্তকেশ্বর অত্রাগত হইয়া, বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমভাগে বিরাজিত

ত্রিপুরান্তকমালোক্য তৎ ফলং হেলয়াপ্যতে।
বিশ্বেশাৎ পশ্চিমে ভাগে ত্রিপুরান্তকমীশ্বরম্ ॥ ৭৪ ॥
সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা ন নরো গর্ভমাবিশেৎ।
সৌম্যস্থানাদিহায়াতো ভগবান্ কুক্কুটেশ্বরঃ ॥ ৭৫ ॥
বক্রতুণ্ডগণাধ্যক্ষসমীপে সোঽবতিষ্ঠতে।
তদ্দর্শনাদর্চ্চনাচ্চ করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ৭৬ ॥
জালেশ্বরাত্রিশূলী চ স্বয়মীশঃ সমাগতঃ।
কূটদন্তাদ্গণপতেঃ পুরস্তাৎ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৭৭ ॥
রামেশ্বরান্ মহাক্ষেত্রাজ্জটীদেবঃ সমাগতঃ।
একদন্তোত্তরে ভাগে সোঽর্চ্চিতঃ সর্ব্বকামদঃ ॥ ৭৮ ॥
ত্রিসন্ধ্যাৎ ক্ষেত্রতো দেবস্ত্র্যম্বকোঽস্তি সমাগতঃ।
ত্রিমুখাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে পূজিতস্ত্র্যম্বকত্বকৃৎ ॥ ৭৯ ॥
হরেশ্বরো হরিশ্চন্দ্রাৎ ক্ষেত্রাদত্র সমাগতঃ।
হরিশ্চন্দ্রেশ্বরপুরঃ পূজিতো জয়দঃ সদা ॥ ৮০ ॥

আছেন, শ্রীশৈলশিখর দর্শনে যেরূপ ফল কথিত আছে, ত্রিপুরান্তক দর্শনে অনায়াসে সেই ফল লাভ হয়। ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলে, গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ৭৩—৭৫ ॥ সৌমস্থান হইতে ভগবান কুক্কুটেশ্বর সমাগত হইয়া, বক্রতুণ্ডগণাধ্যক্ষ সমীপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার দর্শন ও অর্চ্চনে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৭৬ ॥ জালেশ্বরতীর্থ হইতে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ভগবান ত্রিশূলী সমাগত হইয়া, কূটদন্ত গণপতির পুরোভাগে অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥ রামেশ্বর মহাক্ষেত্র হইতে ভগবান জটীশ্বর সমাগত হইয়া, একদন্ত বিনায়কের উত্তরে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার অর্চ্চনা করিলে সমস্ত কামনা সুসিদ্ধ হয় ॥ ৭৮ ॥ ত্রিসন্ধ্যক্ষেত্র হইতে ভগবান ত্র্যম্বকেশ্বর সমাগত হইয়া, এই স্থানে ত্রিমুখেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার পূজা করিলে ত্র্যম্বকত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ ৭৯ ॥ হরিশ্চন্দ্র ক্ষেত্র হইতে ভগ-

ইহ শর্ব্বঃ সমায়াতঃ স্থানান্ মধ্যমকেশ্বরাৎ।
চতুর্ব্বেদেশ্বরং লিঙ্গং পুরোধায় ব্যবস্থিতম্ ॥ ৮১।
শর্ব্বং লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য কাশ্যাং পরমসিদ্ধিকৃৎ।
ন জাতু জন্তুপদবীং প্রাপ্নুয়াৎ কোঽপি মানবঃ ॥ ৮২।
স্থলেশ্বরান্ মহালিঙ্গং প্রাদুর্ভূতং পরং ত্বিহ।
যত্র যজ্ঞেশ্বরং লিঙ্গং সর্ব্বলিঙ্গফলপ্রদম্ ॥ ৮৩।
মহালিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য মহাশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি লোকেঽত্র চ পরত্র চ ॥ ৮৪।
ইহ লিঙ্গং সহস্রাক্ষং সুবর্ণাখ্যাৎ সমাগতম্।
যস্য সন্দর্শনাৎ পুংসাং জ্ঞানচক্ষুঃ প্রজায়তে ॥ ৮৫।
শৈলেশ্বরাদবাচ্যান্তু সহস্রাক্ষেশ্বরং বিভুম্।
দৃষ্ট্বা জন্মসহস্রাণাং শতানাং পাতকং ত্যজেৎ ॥ ৮৬।
হর্ষিতাদ্ধর্ষিতঞ্চাত্র প্রাদুরাসীত্তমোহরম্।
লিঙ্গং হর্ষপ্রদং পুংসাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি ॥ ৮৭।

বান হরেশ্বর সমাগত হইয়া কাশীতে হরিশ্চন্দ্রেশ্বরের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার পূজা করিলে, সর্ব্বদা জয়শ্রী লাভ হয় ॥ ৮০ ॥ মধ্যমেশ্বর স্থান হইতে ভগবান শর্ব্ব সমাগত হইয়া, এই স্থানে চতুর্ব্বেদেশ্বর লিঙ্গের সমীপদেশে সংস্থিত হইয়াছেন। কাশীতে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদ শর্ব্বলিঙ্গের পূজা করিলে, কদা চ ভবসংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৮১। ৮২ ॥ স্থলেশ্বর হইতে সর্ব্বলিঙ্গ ফলপ্রদ মহালিঙ্গ কাশীতে যজ্ঞেশ্বর সমীপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, সেই মহালিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে ইহকালেও পরকালে পরমশ্রেয়ো লাভ হয় ॥ ৮৩। ৮৪ ॥ সুবর্ণক্ষেত্র হইতে ভগবান সহস্রাক্ষ এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে নরগণের জ্ঞানচক্ষু লাভ হয় ॥৮৫॥ এবং শৈলেশ্বরের দক্ষিণে সহস্রাক্ষেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে শতসহস্র জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয় ॥ ৮৬ ॥ হর্ষিতক্ষেত্র হইতে অজ্ঞানতমোহর

মন্ত্রেশ্বরসমীপে তু প্রাসাদো হর্ষিতেশিতুঃ।
তদ্বিলোকনতঃ পুংসাং নিত্যং হর্ষপরম্পরা॥ ৮৮।
ইহ স্বয়ং সমায়াতো রুদ্রো রুদ্রমহালয়াৎ।
যস্য দর্শনতো যান্তি রুদ্রলোকে নরাঃ স্ফুটম্॥ ৮৯
যৈস্তু রুদ্রেশ্বরং লিঙ্গং কাশ্যামত্র সমর্চ্চিতম্।
তে রুদ্ররূপিণো মর্ত্ত্যা বিজ্ঞেয়া নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯০।
ত্রিপুরেশসমীপে তু দৃষ্ট্বা রুদ্রেশ্বরং বিভুম্।
রুদ্রাস্ত এব বিজ্ঞেয়া জীবন্তোঽপি মৃতা অপি॥ ৯১।
আগাদিহ মহাদেবো বৃষেশো বৃষভধ্বজাৎ।
বাণেশ্বরস্য লিঙ্গস্য সমীপে বৃষদঃ সদা॥ ৯২।
ইহাগতং তু কেদারাদীশানেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
তদ্দ্রষ্টব্যং প্রতীচ্যাঞ্চ লিঙ্গং প্রহ্লাদকেশবাৎ॥ ৯৩

ভগবান হর্ষিতেশ্বর সমাগত হইয়া, কাশীতে প্রাদুর্ভূত* হইয়াছেন। তাঁহার দর্শনস্পর্শনে মানবগণের পরমানন্দ লাভ হয়। মন্ত্রেশ্বর সমীপে হর্ষিতেশ্বরের বিচিত্র প্রাসাদ, তাহা অবলোকন করিলেও নিত্য হর্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৮৭। ৮৮॥ মহারুদ্রালয় হইতে ভগবান রুদ্রদেব এই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে, রুদ্রলোকে বাস হয়॥ ৮৯॥ যাঁহারা কাশীতে রুদ্রেশ্বরের পূজা করেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহই রুদ্ররূপী হন॥৯০॥ ত্রিপুরেশ্বরের সমীপদেশে রুদ্রেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবিত এবং মৃত অবস্থাতে রুদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়॥৯১॥ বৃষধ্বজ তীর্থ হইতে ধর্ম্ম বিবর্দ্ধন ভগবান বৃষেশ্বর এই স্থানে আগমন করিয়া বাণেশ্বর লিঙ্গ সমীপে বিরাজ করিতেছেন॥৯২॥ কেদার তীর্থ হইতে ভগবান ঈশানেশ্বর ইহাগত হইয়া প্রহ্লাদ কেশব লিঙ্গের পশ্চিম দিকে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করা একান্ত বিধেয়। উত্তর বাহিনী ভাগীরথী-জলে স্নান করিয়া ঈশানেশ্বরের পূজা করিলে ঈশান নগরে

ঈশানেশং সমভ্যর্চ্চ্য স্নাত্বোত্তরবহাম্ভসি।
বসেদীশাননগরে ঈশানসদৃশপ্রভঃ॥ ৯৪।
ভৈরবাদ্ভৈরবী মূর্ত্তিরত্রায়াতা মনোহরা।
সংহারভৈরবো নাম দ্রষ্টব্যঃ স প্রযত্নতঃ॥ ৯৫।
পূজনাৎ সর্ব্বসিদ্ধ্যৈ স প্রাচ্যাং খর্ব্ববিনায়কাৎ।
সংহারভৈরবঃ কাশ্যাং সংহরেদঘসন্ততিম্॥ ৯৬।
উগ্রঃ কনখলাত্তীর্থাদাবিরাসেহ সিদ্ধিদঃ।
তদ্বিলোকনতো নৃণামুগ্রং পাপং প্রণশ্যতি॥ ৯৭।
উগ্রং লিঙ্গং সদা সেব্যং প্রাচ্যামর্কবিনায়কাৎ।
অত্যুগ্রা অপি নশ্যেয়ুরুপসর্গাস্তদর্চ্চনাৎ॥ ৯৮।
বস্ত্রাপথান্ মহাক্ষেত্রাদ্ভবো নাম স্বয়ং বিভুঃ।
ভীমচণ্ডীসমীপে তু প্রাদুরাসীদিহ প্রভো॥ ৯৯।
ভবেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য ভবে নাবির্ভবেন্নরঃ।
প্রভুর্ভবতি সর্ব্বেষাং রাজ্ঞামাজ্ঞাকৃতামিহ॥ ১০০।

বাস হয়॥ ৯৩। ৯৪॥ ভৈরব তীর্থ হইতে ভগবান সংহার ভৈরব কাশীতে সমাগত হইয়া খর্ব্ব বিনায়কের পূর্ব্বদিকে ব্যবস্থিত হইয়াছেন সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত তাঁহাকে দর্শন করা উচিত; ভক্তিভাবে সংহার ভৈরবের পূজা করিলে সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হয়॥ ৯৫। ৯৬॥ কনখল তীর্থ হইতে সিদ্ধিপ্রদ উগ্রদেব এই স্থানে আগমন করিয়া অর্ক বিনায়কের পূর্ব্বদিকে ব্যবস্থিত হইয়াছেন উগ্রলিঙ্গ সর্ব্বদা সেবনীয়, তাঁহার পূজা করিলে অত্যুগ্র উপসর্গও বিনষ্ট হয়॥ ৯৭। ৯৮॥

হে প্রভো! বস্ত্রাপথ মহাতীর্থ হইতে ভবনামক বিভু স্বয়ং এই স্থানে সমাগত হইয়া ভীমচণ্ডী-সমীপে আবির্ভূত হইয়াছেন॥ ৯৯॥ তাঁহার পূজা করিলে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজা তাঁহার আজ্ঞাকারী হন এবং পুনরায় তাঁহার আর ভবজন্ম হয় না॥ ১০০॥ দেবদারু বনতীর্থ হইতে মহাপাতক নাশন

দেবদারুবনাদ্দণ্ডী দণ্ডয়ন্ পাতকাবলীঃ।
বারাণস্যাং সমাগত্য স্থিতো লিঙ্গাকৃতির্বিভুঃ॥ ১০১।
প্রাচ্যাং দণ্ডীশ্বরঃ পূজ্যঃ সদেহলিবিনায়কাৎ।
তস্যার্চ্চনেন মর্ত্ত্যানাং ন পুনর্ভব ঈক্ষ্যতে॥ ১০২।
ভদ্রকর্ণহ্রদাদত্র ভদ্রকর্ণহ্রদান্বিতঃ।
শিবঃ সাক্ষাদিহায়াতঃ সর্ব্বেষাং শিবদোঽর্চ্চিতঃ॥১০৩।
উদ্দণ্ডাখ্যাদ্ গণপতেঃ প্রাচ্যাং তত্তীর্থমুত্তমম্।
ভদ্রকর্ণহ্রদে স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য লিঙ্গং শিবাহ্বয়ম্॥ ১০৪।
সর্ব্বত্র শিবমাপ্নোতি ভদ্রকর্ণেশপূজনাৎ।
শৃণুয়াৎ সর্ব্বভূতানাং ভদ্রং পশ্যতি চাক্ষিভিঃ॥ ১০৫।
শঙ্করশ্চ হরিশ্চন্দ্রাত্তৎপুরঃ প্রতিভাসতে।
তৎপূজনাজ্জনানাং ন জননীজঠরে জনিঃ॥ ১০৬।
যমলিঙ্গান্ মহাতীর্থাৎ কাললিঙ্গমিহ স্থিতম্।
কলশেশ ইতি খ্যাতং চন্দ্রেশাৎ পশ্চিমেন চ॥ ১০৭।

ভগবান দণ্ডীশ্বর এই স্থানে সমাগত হইয়া দেহ বিনায়কের পূর্ব্বদিকে লিঙ্গ-রূপে বিদ্যমান আছেন। দণ্ডীশ্বরের পূজা করিলে মানবগণকে আর পুনরায় ভবদর্শন করিতে হয় না॥ ১০১। ১০২॥ ভদ্রকর্ণ হ্রদ হইতে ভদ্রকর্ণ হ্রদা-ন্বিত ভদ্রকর্ণেশ্বর এই স্থানে সমাগত হইয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, উদ্দণ্ড বিনায়-কের পূর্ব্বদিকে অধিষ্ঠিত আছেন। যিনি তাঁহার পূজা করেন, ভদ্রকর্ণেশ্বর তাঁহার কল্যাণদাতা হন। তীর্থোত্তম ভদ্রকর্ণ হ্রদে স্নান ও সেই শিব লিঙ্গের পূজা করিলে সর্ব্বত্র কল্যাণ লাভ হয়। সেই পুণ্যবানের সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা দর্শনের ও শ্রবণের বিষয় সকলই শুভাবহ হয়॥ ১০৩—১০৫॥ হরিশ্চন্দ্র তীর্থ হইতে ভগবান শঙ্কর সমাগত হইয়া ভদ্রকর্ণেশ্বরের পুরোভাগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার পূজা করিলে আর জননী-জঠরে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১০৬॥ যমলিঙ্গ মহাতীর্থ হইতে কাললিঙ্গ সমাগত হইয়া কাশীতে

যমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা মিত্রাবরুণদক্ষিণে।
কাললিঙ্গং সমালোক্য কলিকালভয়ং কুতঃ ॥ ১০৮।
তত্র ভৌমচতুর্দ্দশ্যাং যস্তু যাত্রাং করিষ্যতি।
অপি পাতকযুক্তঃ স যমযাত্রাং ন যাস্যতি ॥ ১০৯।
নেপালাচ্চ মহাক্ষেত্রাদায়াৎ পশুপতিস্ত্বিহ।
যত্র পাশুপতো যোগ উপদিষ্টঃ পিনাকিনা ॥ ১১০।
ভবতা দেবদেবেন ব্রহ্মাদিভ্যো বিমুক্তয়ে।
তস্য সন্দর্শনাদেব পশুপাশৈর্বিযুজ্যতে ॥ ১১১।
করবীরকতীর্থাচ্চ কপালীশ ইহাগতঃ।
কপালমোচনে তীর্থে দ্রষ্টব্যঃ স প্রযত্নতঃ ॥ ১১২।
তদ্বিলোকনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা বিলীয়তে।
উমাপতির্দেবিকায়া ইহাগত্য ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১৩।
দৃষ্টঃ পশুপতিঃ প্রাচ্যাং হরেৎ পাপং চিরার্জ্জিতম্।
লিঙ্গং মহেশ্বরক্ষেত্রাদিহ দীপ্তেশসংজ্ঞিতম্ ॥ ১১৪।

চন্দ্রেশ্বরের পশ্চিম দিকে বিরাজিত আছেন। পূর্ব্বে ইঁহার কলসেশ্বর নাম ছিল ॥ ১০৭ ॥ মিত্রাবরুণের দক্ষিণ দিকে এই যমতীর্থ, তথায় স্নান করিয়া কাল লিঙ্গ দর্শন করিলে কলিকাল ভয় দূর হয় ॥ ১০৮ ॥ চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলবাসরে এই তীর্থে বার্ষিকী যাত্রা করিলে মহাপাতকী হইলেও জীবের যম যন্ত্রণার ভয় থাকে না। ১০৯ ॥ নেপাল তীর্থ হইতে পশুপতি স্বয়ং এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন তথায় বিশ্বেশ্বর স্বয়ং পাশুপত যোগ উপদেশ করেন। ১১০ ॥ হে বিশ্বেশ্বর! তুমি নিজেই তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণেরও মুক্তি বিধানার্থ পাশুপত যোগ উপদেশ কর, সেই লিঙ্গ দর্শনে জীবের পশু পাশ-চ্ছেদ হয়। ১১১ ॥ করবীর তীর্থ হইতে ভগবান কপালীশ্বর এই স্থানে সমাগত হইয়া কপালমোচন তীর্থে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্ম-হত্যার পাপক্ষয় হয়। ১১২। ১১৩ ॥ দেবিকা তীর্থ হইতে ভগবান উমাপতি

উপোমাপতি তিষ্ঠেত দীপ্ত্যৈ চেহ পরত্র চ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং লিঙ্গং দীপ্তেশং কাশিমধ্যগম্ ॥ ১১৫।
কায়ারোহণতঃ ক্ষেত্রাদাচার্য্যো ন কুলীশ্বরঃ।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তিষ্ঠেন্ মহাপাশুপতব্রতৈঃ ॥ ১১৬।
দক্ষিণে হি মহাদেবাদ্দৃষ্টো জ্ঞানং প্রযচ্ছতি।
অজ্ঞানং নাশয়েৎ ক্ষিপ্রং গর্ভসংসৃতিহেতুকম্ ॥ ১১৭।
গঙ্গাসাগরতশ্চায়াদমরেশ ইতীরিতম্।
লিঙ্গং যদ্দর্শনাদেব নামরত্বং হি দুর্ল্লভম্ ॥ ১১৮।
সপ্তগোদাবরীতির্থাদ্দেবো ভীমেশ্বরঃ প্রভুঃ।
প্রকাশতে লিঙ্গরূপী ভুক্ত্যৈ মুক্ত্যৈ নৃণামিহ ॥ ১১৯।
নকুলীশাৎ পুরোভাগে দৃষ্টা ভীমেশ্বরং প্রভুম্।
মহাভীমানি পাপানি প্রণশ্যন্তি হি তৎক্ষণাৎ ॥ ১২০।

সমাগত হইয়া পশুপতির পূর্ব্বদিকে ব্যবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে চির জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়। ১১৪ ॥ মহেশ্বর ক্ষেত্র হইতে দীপ্তেশ্বর লিঙ্গ সমাগত হইয়া উমাপতির সমীপে অবস্থিত আছেন। জ্ঞানদীপ্তি লাভার্থ সেই ভক্তি মুক্তি প্রদ দীপ্তেশ্বর লিঙ্গ সর্ব্বদা ভক্তিভাবে অর্চ্চনীয় ॥ ১১৫ ॥ কায়ারোহণ তীর্থ হইতে আচার্য্য নকুলীশ্বর লিঙ্গ সমাগত হইয়া মহাদেবের দক্ষিণাংশে বিরাজিত আছেন। পাশুপত-যোগ সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার পূজা করিলে, ভবজন্ম হেতুভূত অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়া দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় ॥ ১১৬। ১১৭ ॥ গঙ্গাসাগর হইতে ভগবান অমরেশ্বর এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে অমরত্ব দুর্ল্লভ হয় না ॥ ১১৮ ॥ সপ্তগোদাবরী তীর্থ হইতে ভক্তিমুক্তিপ্রদ ভীমেশ্বর লিঙ্গ ইহাগত হইয়া নকুলীশ্বরের দক্ষিণে প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মহা মহা পাতক বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১১৯। ১২০ ॥ ভূতেশ্বর তীর্থ হইতে ভগবান

ভূতেশ্বরাদ্ ভস্মমাত্রং প্রাদুরাসীদিহ স্বয়ম্।
ভীমেশাদ্দক্ষিণে ভাগে তদভ্যর্চ্চ্য প্রযত্নতঃ॥ ১২১।
সম্যক্ পাশুপতাদ্ যোগাৎ অভ্যস্তাচ্চ সমাঃ শতম্।
যৎ প্রাপ্যতে ফলং তস্মাৎ ভস্মগাত্রবিলোকনাৎ॥১২২।
নকুলীশ্বরতো দেবঃ স্বয়ম্ভূরিতি বিশ্রুতঃ।
আত্মনা প্রকটীভূতঃ কাশ্যাং লিঙ্গাকৃতির্হরঃ॥ ১২৩।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গং সম্পূজ্য স্নাত্বা সিদ্ধিহ্রদে নরঃ।
মহালক্ষ্মীশ্বরপুরো ন ভূয়ো জন্মভাগ্ ভবেৎ॥ ১২৪।
প্রয়াগতীর্থনিকষাপ্রাসাদো বিদ্রুমপ্রভঃ।
বারাহস্য মহানেষ ধরণীনাম্ন এব হি॥ ১২৫।
বিন্ধ্যপর্ব্বততঃ প্রাপ্তো দেবং শ্রুত্বা সমাগতম্।
সগণং সর্ষিদেবঞ্চ মন্দরাদ্রেস্তুকন্দরাৎ॥ ১২৬।
কাশ্যাং ধরণিবারাহো দ্রষ্টব্যঃ স প্রযত্নতঃ।
আপৎসমুদ্রসংমগ্নমুদ্ধরেচ্ছরণাগতম্॥ ১২৭।

ভস্মগাত্র অত্রাগত হইয়া ভীমেশ্বরের দক্ষিণভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই ভস্মগাত্র লিঙ্গ সর্ব্বপ্রযত্নে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনীয়। শতবর্ষকাল সম্যক্ পাশুপতযোগ অভ্যাস করিলে যে ফল হয়, ভস্মগাত্র দর্শনে নিশ্চয়ই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ১২১। ১২২॥ নকুলীশ্বর হইতে ভগবান স্বয়ম্ভু স্বয়ং এই স্থানে আবির্ভূত হইয়া মহালক্ষ্মীশ্বরের পুরোভাগে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সিদ্ধিহ্রদে স্নান করিয়া তাঁহার পূজা করিলে ভবধামে আর জন্ম হয় না॥১২৩।১২৪॥

বিশ্বেশ্বর স্বগণ ও ঋষিবৃন্দের সহিত কাশীধামে আগমন করিয়াছেন, এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে ভগবান ধরণীবারাহ এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন। প্রয়াগতীর্থ সমীপে তাঁহার প্রবাল-সন্নিভ প্রাসাদ বিদ্যমান আছে। কাশীতে সর্ব্বপ্রযত্নে ধরণীবারাহ লিঙ্গ দর্শন করা বিধেয়। তাঁহার শরণাগত হইলে আপদ্-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেও উদ্ধার লাভ হয়॥১২৫।

কর্ণিকারাদ্‌ গণাধ্যক্ষঃ কর্ণিকারপ্রসূনরুক্‌।
সমর্চ্চ্যোঽয়ং গদাহস্ত উপসর্গসহস্রভৃৎ ॥ ১২৮।
তস্মাদ্ধরণিবারাহাৎ প্রতীচ্যাং দিশি সংস্থিতম্‌।
পূজয়িত্বা গণাধ্যক্ষং গাণপত্যপদং লভেৎ ॥ ১২৯।
হেমকূটাদ্‌ বিরূপাক্ষং লিঙ্গমত্রাবিরাস হ।
মহেশ্বরাদবাচ্যাঞ্চ দৃষ্টং সংসারতারকম্‌ ॥ ১৩০।
গঙ্গাদ্বারাদ্ধিমস্থেশং লিঙ্গং হিমসমপ্রভম্‌।
ব্রহ্মনালাৎ প্রতীচ্যাঞ্চ দ্রষ্টব্যমিহ সিদ্ধিদম্‌ ॥ ১৩১।
গণাধিপশ্চ কৈলাসাৎ গণা অন্যে মহাবলাঃ।
কৈলাসাদ্রেঃ সমায়াতাঃ সপ্তকোটিমিতাঃ প্রভো ॥১৩২।
দুর্গাণি তৈঃ কৃতানীহ সপ্তস্বর্গসমানি চ।
সদ্বারাণি সযন্ত্রাণি সকপাটবিটানি চ ॥ ১৩৩।

১২৬। ১২৭ ॥ কর্ণিকার তীর্থ হইতে কর্ণিকার-কুসুম-সন্নিভ সহস্র সহস্র উপসর্গ-বিঘাতন গদাহস্ত ভগবান গণাধ্যক্ষ অত্রাগত হইয়া ধরণীবারাহের পশ্চিমদিকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; ভক্তিভাবে গণাধ্যক্ষের পূজা করিলে, গাণপত্যপদ লাভ হয় ॥ ১২৮। ১২৯ ॥ হেমকূট পর্ব্বত হইতে বিরূপাক্ষ সমাগত হইয়া মহেশ্বরের দক্ষিণে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই ভবতারণ লিঙ্গ সর্ব্বপ্রযত্নে দর্শনীয় ॥ ১৩০ ॥ গঙ্গাদ্বার হইতে হিমস্থেশ্বর লিঙ্গ সমাগত হইয়া ব্রহ্মনালের পশ্চিমে বিরাজিত আছেন, সেই সিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ দর্শন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ১৩১ ॥ হে প্রভো! কৈলাস পর্ব্বত হইতে স্বয়ং গণাধিপ এবং সপ্তকোটি মহাবল গণসমূহ এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন ॥ ১৩২ ॥ সেই গণসমূহ এই স্থানে পাষাণময় বিশাল কপাটযুক্ত সুবিস্তৃত দ্বার-সমন্বিত বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র-পরিপূর্ণ, সপ্তস্বর্গ সদৃশ বিচিত্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কোটি কোটি যোদ্ধৃগণ বিবিধ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া অহোরহঃ তথায় প্রহরিতা করিতেছে। স্থানে স্থানে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল ও সীসক

কোটিকোটিভটাঢ্যানি সর্ব্বর্দ্ধি সহিতান্যপি।
সুবর্ণরূপ্যতাম্রৈশ্চ কাংস্যরীতিকসীসকৈঃ ॥ ১৩৪ ।
অয়স্কান্তেন কান্তানি দৃঢ়ান্যভ্রংলিহান্যপি।
ততঃ শৈলং মহাদুর্গং তৈঃ কাশীপরিতঃ কৃতম্ ॥ ১৩৫ ।
পরিখাপি কৃতা নিম্না মৎস্যোদর্য্যা জলাবিলা।
মৎস্যোদরী দ্বিধা জাতা বহিরন্তশ্চরা পুনঃ ॥ ১৩৬ ।
তচ্চ তীর্থং মহৎখ্যাতং মিলিতং গাঙ্গবারিভিঃ।
যদা সংহারমার্গেণ গঙ্গান্তঃ প্রসরেদিহ ॥ ১৩৭ ।
তদা মৎস্যোদরীতীর্থং লভ্যতে পুণ্যগৌরবাৎ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ পর্ব্ব তদা কোটিগুণং শতম্ ॥ ১৩৮ ।
সর্ব্বপর্ব্বাণি তত্রৈব সর্ব্বতীর্থানি তত্র বৈ।
তত্রৈব সর্ব্বলিঙ্গানি গঙ্গা মৎস্যোদরী যতঃ ॥ ১৩৯ ।
মৎস্যোদর্য্যাং হি যে স্নাতা যত্র কুত্রাপি মানবাঃ।
কৃতপিণ্ডপ্রদানাস্তে ন মাতুরুদরেশয়াঃ ॥ ১৪০ ।

• বিকীর্ণ রহিয়াছে। কাশীপুরীর ইতস্ততঃ সুশোভিত সেই সকল দুর্গ অতিশয় দৃঢ়ায়তন এবং অয়স্কান্তমণি-প্রভায় প্রভান্বিত হওয়াতে যেন অভ্রভেদী সুমহৎ শৈল-দুর্গের ন্যায় বোধ হইতেছে। নিম্নে সুগভীর পরিখা, সেই পরিখায় মৎস্যোদরীর জল তরঙ্গিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। সুতরাং মৎস্যোদরী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অন্তর্বহিশ্চারিণী হইয়াছে ॥ ১৩৩—১৩৬ ॥ যদবধি মৎস্যোদরী দক্ষিণবাহিনী হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তদবধি সেই তীর্থ মহা বিখ্যাত হইয়া, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ অপেক্ষা শতকোটী গুণ ফলপ্রদ এবং মহা গৌরবান্বিত হইয়াছে ॥ ১৩৭—১৩৯ ॥ যে কোন সময়ে মৎস্যোদরীতে স্নান করিয়া পিণ্ডদান করিলে আর মাতৃগর্ভে বাস হয় না ॥ ১৪০ ॥ চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণশীল গঙ্গাবারি পরিপ্লুত হওয়াতে এই অবি-

অবিমুক্তমিদং ক্ষেত্রং মৎস্যাকারত্বমাপ্নুয়াৎ।
পরিতঃ স্বর্ধুনী বারি সংসারি পরিবীক্ষ্যতে ॥১৪১।
মৎস্যোদর্য্যাং কৃতস্নানা যে নরাস্তে নরোত্তমাঃ।
কৃত্বাপি বহুপাপানি নেক্ষন্তে ভাস্করেঃ পুরীম্ ॥ ১৪২।
কিং স্নাত্বা বহুতীর্থেষু কিং তপ্ত্বা দুষ্করং তপঃ।
যদি মৎস্যোদরী স্নাতা কুতো গর্ভভয়ং ততঃ ॥ ১৪৩।
যত্র যত্র হি লিঙ্গানি নৃদেবর্ষি কৃতান্যপি।
তত্র মৎস্যোদরীং প্রাপ্য সুস্নাতো মোক্ষভাজনম্ ॥১৪৪।
সন্তি তীর্থান্যনেকানি ভূর্ভুবঃ স্বর্গতান্যপি।
ন সমানি পরন্তানি কোট্যংশেনাপি নিশ্চিতম্ ॥ ১৪৫।
ইত্থং তীর্থং কৃতং তেন বিভো কৈলাসবাসিনা।
গণাধিপেন সুমহৎ সুমহোদারকর্ম্মণা ॥ ১৪৬।
ভূর্ভুবঃ সংজ্ঞকং লিঙ্গং পর্ব্বতাৎ গন্ধমাদনাৎ।
স্বয়মাবিরভূদত্র তস্মাৎ প্রাচ্যাং গণাধিপাৎ ॥ ১৪৭।

মুক্ত ক্ষেত্র যেন মৎস্যাকারে পরিদৃশ্যমান হইতেছে ॥ ১৪১ ॥ মৎস্যোদরীতে যিনি স্নান করেন, তিনিই নরশ্রেষ্ঠ। মহা মহা পাপ করিয়াও মৎস্যোদরী জলে স্নান করিলে যমপুরী নিরীক্ষণ করিতে হয় না ॥ ১৪২ ॥ যিনি মৎস্যোদরীজলে স্নান করেন, তাঁহার আর বহুতীর্থে স্নানেরই বা কি প্রয়োজন? মহা মহা দুষ্কর তপোনুষ্ঠানেরই বা কি আবশ্যকতা, এবং তাঁহার গর্ভবাসের আশঙ্কাই বা কোথায়?১৪৩॥ যে স্থানে দেবতা ঋষি এবং মানব-প্রতিষ্ঠিত সমস্ত লিঙ্গ বিদ্যমান, সেই মৎস্যোদরী তীর্থে স্নান করিলে নির্ব্বাণ-মোক্ষ-প্রাপ্তি কদাচ দুর্লভ হয় না ॥ ১৪৪ ॥ ভূলোক এবং স্বর্গলোকে অসংখ্য তীর্থ আছে কিন্তু সেই সমস্ত তীর্থ এই তীর্থের কোটি অংশের এক অংশের তুল্যও নহে ॥ ১৪৫ ॥ হে বিভো! কৈলাসবাসী সুমহৎ উদারকর্ম্মা গণাধিপ এই সুমহৎ তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ॥ ১৪৬ ॥ গন্ধমাদন হইতে ভূর্ভুব লিঙ্গ স্বয়ং

বিলোক্য ভূর্ভুবং লিঙ্গং ভূর্ভুবঃ স্বর্মহঃ পরে।
নিবসন্তি জনাঃ পুণ্যাঃ সুচিরং দিব্যভোগিনঃ ॥ ১৪৮ ।
হাটকেশং মহালিঙ্গং ভোগবত্যা সমাযুতম্।
সপ্তপাতালতলত ইহায়াতং স্বয়ং বিভো ॥ ১৪৯ ।
শেষবাসুকিমুখ্যৈশ্চ তৎ প্রাসাদো মহানিহ।
মণিমাণিক্যরত্নৌঘৈর্নিরমায়ি প্রযত্নতঃ ॥ ১৫০।
তল্লিঙ্গং হাটকময়ং রত্নমালাভিরর্চ্চিতম্।
ঈশানেশ্বরতঃ প্রাচ্যাং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১৫১ ।
ভক্তিতোঽভ্যর্চ্চ্য তল্লিঙ্গং নরঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
ভুক্ত্বা ভোগানসংখ্যাতানন্তে নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ১৫২ ।
আকাশাত্তারকাল্লিঙ্গং জ্যোতীরূপমিহাগতম্।
জ্ঞানবাপ্যাঃ পুরোভাগে তল্লিঙ্গং তারকেশ্বরম্ ॥ ১৫৩।
তারকজ্ঞানমাপ্যেত তল্লিঙ্গস্য সমর্চ্চনাৎ।
জ্ঞানবাপ্যাং নরঃ স্নাত্বা তারকেশং বিলোক্য চ ॥১৫৪।

এই স্থানে আবির্ভূত হইয়া গণাধিপের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছেন ॥ ১৪৭ ॥ ভূর্ভুব লিঙ্গ দর্শন করিলে, ভূরাদি লোক-চতুষ্টয়ের উপর পরম সুখে চিরবাস হয় ॥ ১৪৮ ॥ হে বিভো! সপ্তপাতালতল হইতে হাটকেশ্বর লিঙ্গ ভোগবতী তীর্থের সহিত এই স্থানে স্বয়ং সমাগত হইয়া ঈশানেশ্বরের পূর্ব্বদিকে আবির্ভূত হইয়াছেন। শেষ বাসুকি-প্রমুখ নাগগণ সর্ব্বপ্রযত্নে হাটকেশ্বরের নানারত্নময় সুমহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ হিরণ্ময়, বিবিধ রত্নমালায় সুশোভিত, প্রযত্নসহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত। ভক্তিভাবে হাটকেশ্বরের পূজা করিলে, মহা সমৃদ্ধিমান্ হইয়া বিবিধ সুখভোগান্তে চরমে নির্ব্বাণ লাভ হয় ॥ ১৪৯—১৫২ ॥ আকাশ হইতে জ্যোতিরূপ তারকেশ্বর লিঙ্গ এই স্থানে সমাগত হইয়া জ্ঞানবাপীর পুরোভাগে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ১৫৩ ॥ জ্ঞানবাপীতে স্নান করিয়া তারকেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা

কৃতসন্ধ্যাদিনিয়মঃ পরিতর্প্য পিতামহান্।
ধৃতমৌনব্রতো ধীমান্ যাবল্লিঙ্গং বিলোকনম্ ॥ ১৫৫।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পুণ্যং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্।
প্রান্তে চ তারকজ্ঞানং যস্মাদ্ জ্ঞানাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৫৬।
কিরাতাচ্চ কিরাতেশ ইহ চাবির্ব্বভূব হ।
কিরাতরূপো ভগবান্ যত্র দেবোঽভবৎ পুরা ॥ ১৫৭।
তৎ কিরাতেশ্বরং লিঙ্গং ভারভূতেশ্বরাদনু।
নমস্কৃত্য নরো জাতু ন মাতুরুদরেশয়ঃ ॥ ১৫৮।
লঙ্কাপূর্য্যাঃ সমাগচ্ছন্ মরুকেশ্বরসংজ্ঞকম্।
লিঙ্গং যদর্চ্চমাৎ পুংসাং ন ভয়ং রক্ষসাং ভবেৎ ॥১৫৯।
নৈঋ্র্ত্যাং দিশি তল্লিঙ্গং নৈঋ্র্তেশ্বরসংজ্ঞকম্।
পৌলস্ত্যরাঘবাৎ পশ্চাৎ পূজিতং সর্ব্বদুঃখহৃৎ ॥ ১৬০।

করিলে, তারকজ্ঞান লাভ হয় ॥ ১৫৪ ॥ জ্ঞানবাপীতে সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া লিঙ্গ দর্শনকাল পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিলে, সমস্ত পাপ বিনির্মুক্ত হইয়া শাশ্বত পুণ্য লাভ হয়। অনন্তর যে জ্ঞানে মুক্তি হইয়া থাকে, অন্তকালে সেই তারকজ্ঞান প্রাপ্তি হয় ॥ ১৫৫ । ১৫৬ ॥ কিরাত তীর্থ হইতে কিরাতেশ্বর এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, সেই স্থানে ভগবান স্বয়ং পূর্ব্বে কিরাতরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫৭ ॥ কিরাতেশ্বর লিঙ্গ ভারভূতেশ্বরের সমীপদেশে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে নমস্কার করিলে, মাতৃগর্ভে বাস করিতে হয় না ॥ ১৫৮ ॥ লঙ্কাপুরী হইতে মরুকেশ্বর নামক লিঙ্গ এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে রাক্ষসের ভয় থাকে না ॥ ১৫৯ ॥ তল্লিঙ্গের নৈঋ্র্তকোণে পৌলস্ত্য রাঘবের পশ্চিমদিকে নৈঋ্র্তেশ্বর লিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার পূজা করিলে, সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। ১৬০ ॥ স্থললিঙ্গ হইতে জলপ্রিয় জললিঙ্গ আবির্ভূত হইয়া ভাগিরথীর

পুণ্যং জলপ্রিয়ং লিঙ্গং জললিঙ্গস্থলাদপি।
আয়াতং তচ্চ গঙ্গায়া জলমধ্যে ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৬১।
তৎ প্রাসাদোঽদ্ভুততরো মধ্যে গঙ্গং নিরীক্ষ্যতে।
সর্ব্বধাতুময়ঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বরত্নময়ঃ শুভঃ ॥ ১৬২।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৈশ্চিৎ পুণ্যসম্ভারগৌরবাৎ।
শ্রেষ্ঠং লিঙ্গমিহায়াতং তীর্থাৎ কোটীশ্বরাদপি ॥ ১৬৩।
কোটিলিঙ্গেক্ষণে পুণ্যং তল্লিঙ্গস্য নিরীক্ষণাৎ।
শ্রেষ্ঠং জ্যেষ্ঠেশ্বরাৎ পশ্চাৎ শ্রেষ্ঠসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥১৬৪।
বড়বাস্যাৎ সমুদ্ভূতং লিঙ্গমত্রানলেশ্বরম্।
নলেশ্বরপুরোভাগে পূজিতং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ১৬৫।
আগত্য বিরজস্তীর্থাদ্দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ।
লিঙ্গেত্বনাদিসংসিদ্ধেহ্যবতস্থে ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৬৬।
পুণ্যে পিলিপিলাতীর্থে সর্ব্বেষাং তারকপ্রদে।
আবিশ্চক্রে স্বয়ং দেব ওঙ্কারোঽমরকণ্টকাৎ ॥ ১৬৭।

জল মধ্যে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৬১ ॥ ভাগীরথী মধ্যে জললিঙ্গের সর্ব্ব-ধাতুময় নানা রত্ন-বিনির্ম্মিত পরম সুন্দর অতি অদ্ভুত প্রাসাদ নিরীক্ষিত হয়। অদ্যাপি কোন কোন পুণ্যবানের পুণ্যগৌরবে তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ॥ ১৬২। ১৬৩ ॥ কোটীশ্বর তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিপ্রদ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ অত্রাগত হইয়া জ্যেষ্ঠেশ্বরের পশ্চিমে সংস্থিত আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে, কোটি লিঙ্গ দর্শনের ফল হয় ॥ ১৬৪ ॥ বড়বাস্য তীর্থ হইতে অনলেশ্বর সমাগত হইয়া নলেশ্বরের পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পূজা করিলে, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় ॥ ১৬৫ ॥ বীরজা তীর্থ হইতে দেবদেব ত্রিলোচন সমাগত হইয়া অনাদি-সিদ্ধি ত্রিবিষ্টপ লিঙ্গে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ১৬৬ ॥ অমর-কণ্টক হইতে ওঙ্কারেশ্বর আগমন করিয়া সর্ব্ব-জন-জ্ঞান-প্রদ পুণ্যতম পিল্লিলী

তদাদ্যং তারকক্ষেত্রং যদা গঙ্গা ন চাগতা।
যদৈবাবিরভূৎ কাশী ত্রৈলোক্যোদ্ধরণায় বৈ॥ ১৬৮।
তদাকৃতি মহল্লিঙ্গং স্বয়মাবিরভূত্ততঃ।
মহিমানং ন তস্যান্যঃ পরিবেত্তি বিভো ঋতে॥ ১৬৯।
এতান্যায়তনানীশ আনিনায় মহান্তি চ।
শেষয়িত্বাংশমাত্রঞ্চ তস্মিন্ ক্ষেত্রে নিজে নিজে॥ ১৭০।
ইহায়াতানি পুণ্যানি সর্ব্বভাবেন নান্যথা।
প্রাসাদাঃ সর্ব্বতশ্চৈষাং রম্যা অভ্রংলিহা বিভো॥১৭১।
বহুধাতুময়াশ্চিত্রাঃ সর্ব্বরত্নসমুজ্জ্বলাঃ।
যেষাং কলশমাত্রস্য দর্শনান্ মুক্তিরাপ্যতে॥ ১৭২।
শ্রুত্বাপি নাম চৈতেষাং লিঙ্গানাং সুরসত্তম।
অপি জন্মসহস্রোত্থাঃ ক্ষীয়ন্তে পাপরাশয়ঃ॥ ১৭৩।

তীর্থে স্বয়ং আবিভূর্ত হইয়াছেন॥ ১৬৭॥ যৎকালে কাশীপুরী সমুদ্ভূত হয়, যৎকালে ভাগিরথী কাশীতে আগমন করেন নাই, তৎকালে এই তীর্থই ত্রিলোক উদ্ধারার্থ তারকক্ষেত্র নামে গণণীয় ছিল॥ ১৬৮॥ সেই প্রণবাকার লিঙ্গ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। অতএব স্বয়ং বিভু ভিন্ন তাঁহার অনন্ত মহিমা আর কেহই পরিজ্ঞাত নহে॥ ১৬৯॥ হে বিশ্বেশ্বর! এই সকল মহা মহা পুণ্যলিঙ্গ এই স্থানে আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিজ নিজ অংশমাত্র তত্তৎ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট আছে॥ ১৭০॥ তাঁহারা এই স্থানে সর্ব্বতোভাবে বিরাজিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অভ্রভেদী রমণীয় প্রাসাদ সমূহ এই স্থানে বিদ্যমান আছে॥ ১৭১॥ সেই সকল মনোহর প্রাসাদ নানা রত্ন ও নানা ধাতু বিনির্ম্মিত, তাহার কলসমাত্র দর্শনে মুক্তি লাভ হয়॥ ১৭২॥ হে সুর-সত্তম! এই সকল লিঙ্গের নাম মাত্র শ্রবণ করিলেও সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষয় হয়॥ ১৭৩॥ এক্ষণে আমারে আর কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে

ইদানীং কো নিদেশোঽত্র ময়ানুষ্ঠেয় ঈশিতঃ।
প্রসাদীক্রিয়তাং সোঽপি সিদ্ধো মন্তব্য এব হি ॥১৭৪।

স্কন্দ উবাচ।

শ্রুত্বেতি নন্দিনো বাক্যং দেবদেবেশ্বরো হরঃ।
শ্রদ্ধাপ্রসাদ্য শৈলাদিমিদং প্রোবাচ কুম্ভজ ॥ ১৭৫।

শ্রীদেবদেব উবাচ।

সাধুকৃতং ত্বয়া নন্দিন্ সদানন্দবিধায়ক।
বিধেহি মে নিদেশঞ্চ চণ্ডীর্ব্যাপারয়াধুনা ॥ ১৭৬।
নবকোট্যস্তু চামুণ্ডা যা যত্র নিবসন্তি হি।
স্বদেবতাভিঃ সহিতা ভূতবেতালভৈরবৈঃ ॥ ১৭৭।
তাঃ পুরীরক্ষণার্থায় সবাহনবলায়ুধাঃ।
প্রতিদুর্গং দুর্গরূপাঃ পরিতঃ পরিবাসয় ॥ ১৭৮।

স্কন্দ উবাচ।

নন্দিনং সংনিদেশ্যেতি মৃড়ান্যা সহিতো মৃড়ঃ।
যযৌ ত্রৈবিষ্টপং ক্ষেত্রং মুক্তিবীজপ্ররোহণম্ ॥ ১৭৯।

হইবে, প্রসন্নচিত্তে তোমার সেই সিদ্ধ মন্তব্য পালনে আমাকে আদেশ কর ॥ ১৭৪ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! দেব দেব বিশ্বেশ্বর নন্দীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে নন্দিন্! হে সদানন্দ-বিধায়ক! তুমিই সাধু, যাহা যাহা তুমি সাধন করিয়াছ, তৎ সমস্তই উত্তম হইয়াছে; এক্ষণে আমার আদেশে তুমি চণ্ডভৈরবীগণকে এই স্থানে নিযুক্ত কর। আমার নবকোটি চামুণ্ডা আছেন। যিনি যে স্থানে বাস করেন, তত্তৎ স্থল হইতে তাঁহাদিগকে ভূত বেতাল ভৈরবগণের সহিত এই স্থানে আনয়ন করিয়া পুরী পরিরক্ষণার্থ সবল, সবাহন, সশস্ত্র প্রত্যেক দুর্গে দুর্গ-রূপে সংস্থাপিত কর ॥ ১৭৫—১৭৮ ॥ নন্দীকে এইরূপ আদেশ প্রদান

শিলাদতনয়োঽপ্যৈশীং মূর্দ্ধন্যাজ্ঞাং বিধায় চ।
আহূয় সর্ব্বতো দুর্গাঃ প্রতিদুর্গং ন্যবেশয়ৎ॥ ১৮০।
নিশম্যাধ্যায়মেতঞ্চ পুণ্যায়তনগর্ভিণম্।
নরঃ স্বর্গাপবর্গৌ চ প্রাপ্নুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া ক্রমাৎ॥ ১৮১।
শ্রুত্বাষ্টষষ্টিমেতাং বৈ মহাযতনসংশ্রয়াম্।
ন জাতু প্রবিশেন্ মর্ত্ত্যো জনন্যা জাঠরীন্দরীম্॥ ১৮২

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অষ্টষষ্ট্যায়তনসমাগমো নামৈকোনসপ্ততিতমোধ্যায়ঃ।

করিয়া ভগবান বিশ্বেশ্বর ভগবতী অন্নপূর্ণার সহিত মুক্তিবীজ-প্রেরোহণ ত্রিবিষ্টপ ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন॥ ১৭৯॥ হে অগস্ত্য! অনন্তর নন্দী বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নানা স্থান হইতে ভগবতী চামুণ্ডাগণকে স্ব স্ব দেবতার সহিত কাশীতে আনয়ন পূর্ব্বক প্রত্যেক দুর্গে বিনিবেশিত করিল॥ ১৮০॥ হে ঘটোদ্ভব! শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যথাক্রমে এই পুণ্যতম অধ্যায় শ্রবণ করিলে নরগণের স্বর্গাপবর্গ লাভ হয়॥ ১৮১॥ হে মহর্ষে! এই অষ্টষষ্টি শ্রেষ্ঠায়াতন পবিত্র প্রাসাদের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মর্ত্ত্যগণকে জননী জঠরে প্রবেশ করিতে হয় না॥ ১৮২॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অষ্টষষ্টি আয়তন সমাগম নাম একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

কাত্যায়নেয় কথয় নন্দিনা বিশ্বনন্দিনা।
যথাব্যাপারিতা দেব্যো দেবদেবনিদেশতঃ ॥ ১।
অবিমুক্তস্য রক্ষার্থং যত্র যা দেবতা স্থিতাঃ।
প্রসাদং কুরু মে দেব তাঃ সমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ ॥ ২।
ইত্যগস্ত্যোদিতং শ্রুত্বা মহাদেবতনূদ্ভবঃ।
কথয়ামাস যা যত্র স্থিতা নন্দবনে মুদা ॥ ৩।

স্কন্দ উবাচ।

বারাণস্যাং বিশালাক্ষী ক্ষেত্রস্য পরমেষ্টদা।
বিশালতীর্থং গঙ্গায়াং কৃত্বা পৃষ্ঠে ব্যবস্থিতা ॥ ৪।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে কাত্যায়নেয়! বিশ্বেশ্বরের নিদেশানুক্রমে বিশ্বানন্দ বিধায়ক নন্দী যেরূপে দেবীগণকে নিয়োযিত করিল, অবিমুক্ত ক্ষেত্র রক্ষার্থ সেই সকল দেবতা যে যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, হে ষড়ানন! অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ১ ॥ ২ ॥

অতঃপর যে যে দেবতা আনন্দ কাননের যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া সদানন্দ-নন্দন স্কন্দদেব প্রফুল্লবদনে ক্রমান্বয়ে তাহা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥ হে ঘটোদ্ভব! কাশীধামে গঙ্গাতীরে বিশাল তীর্থের পশ্চিমাংশে কাশীক্ষেত্রের পরমেষ্টদায়িনী বিশালাক্ষী দেবী বিরাজিতা ॥ ৪ ॥ বিশাল তীর্থে স্নান করিয়া লোকদ্বয়-কল্যাণ-

সা চ পূজ্যা প্রযত্নেন সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে।
ললিতাপূজকানাঞ্চ জাতু বিঘ্নো ন জায়তে ॥ ১৯।
ইষে কৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াং ললিতাং পরিপূজ্য বৈ।
নারী বা পুরুষো বাপি লভতে বাঞ্ছিতং পদম্ ॥ ২০।
স্নাত্বা চ ললিতা তীর্থে ললিতাং প্রণিপত্য বৈ।
লভেৎ সর্ব্বত্র লালিত্যং যদ্বা তদ্বানুলপ্য চ ॥ ২১।
মুনে বিশ্বভুজা গৌরী বিশালাক্ষীপুরস্থিতা।
সংহরন্তী মহাবিঘ্নং ক্ষেত্রভক্তিজুষাং সদা ॥ ২২।
শারদং নবরাত্রঞ্চ কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ।
দেব্যা বিশ্বভুজায়া বৈ সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ২৩।
যো ন বিশ্বভুজাং দেবীং বারাণস্যাং নমেন্নরঃ।
কুতো মহোপসর্গেভ্যস্তস্য শান্তির্দুরাত্মনঃ ॥ ২৪।
যৈস্তু বিশ্বভুজা দেবী বারাণস্যাং স্তুতার্চ্চিতা।
ন হি তান্ বিঘ্নসঙ্ঘাতো বাধতে সুকৃতাত্মনঃ ॥ ২৫।

নিমিত্ত তাঁহার পূজা করা আবশ্যক। ললিতা দেবীর পূজা করিলে কদাচ কোন প্রকার বিঘ্নে অভিভূত হইতে হয় না ॥১৯॥ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া দ্বিতীয়া তিথিতে ললিতা দেবীর পূজা করিলে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই বাঞ্ছিত পদ লাভ হয় ॥ ২০ ॥ ললিতা কুণ্ডে স্নান করিয়া ললিতা দেবীর স্তুতি প্রণতি করিলে সর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ হয় ॥ ২১ ॥ হে মুনিবর! বিশালাক্ষীর পুরোভাগে বিশ্বভুজা গৌরী বিরাজিতা; তিনি ক্ষেত্রে ভক্তগণের সমস্ত মহাবিঘ্ন বিমোচন করেন ॥ ২২ ॥ সমস্ত কামনার সিদ্ধির নিমিত্ত বিশ্বভূজা গৌরী সমীপে ভক্তিভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে শারদীয় নবরাত্রি যাত্রা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ২৩ ॥ যে ব্যক্তি বারাণসী ক্ষেত্রে বিশ্বভূজা দেবীকে নমস্কার না করে, মহা মহা উপসর্গ হইতে সেই দুরাত্মার শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? ২৪ ॥ যাঁহারা বারাণসী ক্ষেত্রে বিশ্বভূজা দেবীর স্তব ও পূজা করেন, কোন প্রকার

অন্যাস্তি কাশ্যাং বারাহী ঋতুবারাহসন্নিধৌ।
তাং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা বিপদব্ধৌ ন মজ্জতি॥ ২৬।
শিবদূতী তু তত্রৈব দ্রষ্টব্যাপদ্বিনাশিনী।
আনন্দবনরক্ষার্থমুদ্যচ্ছূলারিতর্জ্জনী॥ ২৭।
বজ্রহস্তা তথা চৈন্দ্রীগজরাজরথাস্থিতা।
ইন্দ্রেশাদ্দক্ষিণে ভাগেঽর্চ্চিতা সম্পৎকরী সদা॥ ২৮।
স্কন্দেশ্বরসমীপে তু কৌমারী বর্হিযানগা।
প্রেক্ষণীয়া প্রযত্নেন মহাফলসমৃদ্ধয়ে॥ ২৯।
মহেশ্বরাদ্দক্ষিণতো দেবী মাহেশ্বরী নরৈঃ।
বৃষযানবতী পূজ্যা মহাবৃষসমৃদ্ধিদা॥ ৩০।
নির্ব্বাণনরসিংহস্য সমীপে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
নারসিংহী সমর্চ্চ্যা চ সমুদ্যচ্চক্ররম্যদোঃ॥ ৩১।
হংসযানবতী ব্রাহ্মী ব্রহ্মেশাৎ পশ্চিমে স্থিতা।
গলৎকমণ্ডলুজলচুলুকাতাড়িতা হি তা॥ ৩২।

বিঘ্ন সেই সকল পুণ্যাত্মাকে অভিভূত করিতে পারে না॥ ২৫॥ ক্রতুবারাহ সমীপে বারাহী দেবী, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে বিপদ্‌সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয় না॥ ২৬॥ তৎসমীপে আপদ্‌ বিনাশিনী শিবদূতী দেবী, তিনি অরি-শাসন শূল উদ্যত করিয়া কাশী ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ২৭॥ ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে বজ্রহস্তা ঐন্দ্রীদেবী গজ-রাজ রথে বিরাজিত আছেন, তাঁহার অর্চ্চনা করিলে সর্ব্ব সম্পৎ লাভ হয়। ২৮॥ স্কন্দেশ্বরের সমীপ দেশে ময়ূর-বাহনা কৌমারী দেবী, তাঁহাকে দর্শন করিলে মহাফল লাভ হয়॥ ২৯॥ মহেশ্বরের দক্ষিণে বৃষভ-বাহনা মাহে-শ্বরী দেবী। তাঁহার পূজা করিলে মহাপুণ্য লাভ হয়॥ ৩০॥ নির্ব্বাণ নর-সিংহ সমীপে সুদর্শন মনোহর-হস্তা নারসিংহী দেবী। তাঁহার পূজা করা মুমুক্ষুগণের একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৩১॥ ব্রহ্মেশ্বরের পশ্চিমাংশে হংসযানবতী

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোবোধার্থং কাশ্যাং পূজ্যা দিনে দিনে।
ব্রাহ্মৈর্যতিভির্নিত্যং নিজতত্ত্বাববোধিভিঃ ॥ ৩৩।
শার্ঙ্গচাপবিনির্মুক্ত মহেষুভিরিতস্ততঃ।
উৎসাদয়ন্তী প্রত্যুহান্ কাশ্যাং নারায়ণীং শ্রয়েৎ ॥৩৪।
প্রতীচ্যাং গোপিগোবিন্দাদ্ভ্রাম্যচ্চক্রোৎসতর্জ্জনীম্।
নারায়ণীং যঃ প্রণমেত্তস্য কাশ্যাং মহোদয়ঃ ॥ ৩৫।
ততো গৌরীং বিরূপাক্ষীং দেবযান্যা উদগ্‌দিশি।
পূজয়িত্বা নরো ভক্ত্যা বাঞ্ছিতাং লভতে শ্রিয়ম্ ॥ ৩৬।
শৈলেশ্বরী সমভ্যর্চ্চ্যা শৈলেশ্বরসমীপগা।
তর্জ্জয়ন্তী চ তর্জ্জন্যা সংসর্গমুপসর্গজম্ ॥ ৩৭।
চিত্রকূপে নরঃ স্নাত্বা বিচিত্রফলদে নৃণাম্।
চিত্রগুপ্তেশ্বরং বীক্ষ্য চিত্রঘণ্টাং প্রপূজ্য চ ॥ ৩৮।
বহুপাতকযুক্তোঽপি ত্যক্তধর্ম্মপথোঽপি বা।
ন চিত্রগুপ্তলেখ্যঃ স্যাচ্চিত্রঘণ্টার্চ্চকো নরঃ ॥ ৩৯।

ব্রাহ্মী দেবী। তিনি কমণ্ডলু-নিঃসৃত বারি বিন্দু প্রক্ষেপে বিপক্ষ বিনাশ করেন ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধার্থ নিত্য যতি-ধর্ম্মাচারী হইয়া কাশীধামে প্রতিদিন ব্রাহ্মীদেবীর পূজা করা আত্ম তত্ত্ব-জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ৩৩ ॥ গোপী গোবিন্দের পশ্চিমাংশে নারায়নী দেবী অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। তিনি ঊর্দ্ধভাগে চক্র বিঘূর্ণন করিয়া বিপক্ষগণকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। কাশীধামে নারায়ণ দেবীর পূজা করিলে সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ লাভ হয় ॥ ৩৪॥৩৫॥ দেবযানীর উত্তরাংশে বিরূপাক্ষী গৌরী, তাঁহার পূজা করিলে নরগণের বাঞ্ছিত সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৩৬ ॥ শৈনেশ্বর সমীপে শৈনেশ্বরী গৌরী, তিনি তর্জ্জনী সঞ্চালন দ্বারা উপসর্গ-সম্ভূত বিঘ্নরাশি দূরীভূত করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥ তৎসমীপে চিত্রকুঁটী তীর্থ, সেই বিচিত্র-ফল-প্রদ চিত্রকুপে স্নান করিয়া, চিত্র-গুপ্তেশ্বর দর্শন ও চিত্রঘণ্টাদেবীর পূজা করা উচিত। মহাপাতকযুক্ত এমন

যোষিদ্বা পুরুষো বাপি চিত্রঘণ্টাং ন যোঽর্চ্চয়েৎ।
কাশ্যাং বিঘ্নসহস্রাণি তং সেবন্তে পদে পদে ॥ ৪০ ।
চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ।
মহামহোৎসবঃ কার্য্যো নিশিজাগরণং তথা ॥ ৪১ ।
মহাপূজোপকরণৈশ্চিত্রঘণ্টাং সমর্চ্চ্য চ।
শৃণোতি নান্তকস্যেহ ঘণ্টাং মহিষকণ্ঠগাম্ ॥ ৪২ ।
চিত্রাঙ্গদেশ্বরপ্রাচ্যাং চিত্রগ্রীবাং প্রণম্য চ।
ন জাতু জন্তুর্বীক্ষেত বিচিত্রাং যমযাতনাম্ ॥ ৪৩ ।
ভদ্রকালীং নরো দৃষ্ট্বা নাভদ্রং পশ্যতি ক্বচিৎ।
ভদ্রনাগস্য পুরতো ভদ্রবাপ্যাং কৃতোদকঃ ॥ ৪৪ ।
হরসিদ্ধিং প্রযত্নেন পূজয়িত্বা নরোত্তমঃ।
মহাসিদ্ধিমবাপ্নোতি প্রাচ্যাং সিদ্ধিবিনায়কাৎ ॥ ৪৫ ।

কি ধর্ম্মপথ পরিত্যক্ত হইলেও চিত্রঘণ্টার ভক্তগণকে কদাপি চিত্রগুপ্তের লেখনীর লক্ষ্য হইতে হয় না ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ কি স্ত্রী কি পুরুষ, কাশীতে যাহারা চিত্রঘণ্টার অর্চ্চনা না করে, তাহাদিগকে পদে পদে সহস্র বিঘ্নকূপে পতিত হইতে হয় ॥ ৪০ ॥ চৈত্রমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে চিত্রঘণ্টা সমীপে ভক্তি ভাবে বার্ষিকী যাত্রা করিয়া মহামহোৎসবে নিশা জাগরণ করিয়া বিবিধ-উপচারে চিত্রঘণ্টার পূজা করিলে যমরাজের মহিষ-কণ্ঠস্থ ঘণ্টা-নিনাদ শ্রবণ করিতে হয় না ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ চিত্রাঙ্গদেশ্বরের পূর্ব্বাংশে চিত্রগ্রীবা গৌরী, তাঁহাকে প্রণাম করিলে নিদারুণ যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ৪৩ ॥ ভদ্রনাগের পুরো ভাগে ভদ্রবাপীতে স্নান করিয়া ভদ্রকালী দর্শন করিলে কদাচ অমঙ্গল হয় না ॥ ৪৪ ॥ সিদ্ধিবিনায়কের পূর্ব্বাংশে হরসিদ্ধি-গৌরী, ভক্তি ভাবে তাঁহার পূজা করিলে সেই নরোত্তমের মহাসিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৪৫ ॥

বিধিং সম্পূজ্য বিধিবদ্ বিবিধৈরূপহারকৈঃ।
বিবিধাং লভতে সিদ্ধিং বিধীশ্বরসমীপগাম্ ॥ ৪৬।
প্রয়াগতীর্থে সুস্নাতো জনো নিগড়ভঞ্জনীম্।
সভাজয়িত্বা নো জাতু নিগড়ৈঃ পরিবাধ্যতে ॥ ৪৭।
ভৌমবারে সদা পূজ্যা দেবী নিগড়ভঞ্জনী।
কৃত্বৈকভুক্তং ভক্ত্যাত্র বন্দীমোক্ষণকাম্যয়া ॥ ৪৮।
সংসারবন্ধবিচ্ছিত্তিমপি যচ্ছতি সার্চ্চিতা।
গণনা শৃঙ্খলাদীনাং কা চ তস্যাঃ সমর্চ্চনাৎ ॥ ৪৯।
দূরস্থোপি হি যো বন্ধুঃ সোঽপি ক্ষিপ্রং সমেষ্যতি।
বন্দীপদজুষাং পুংসাং শ্রদ্ধয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০।
কিঞ্চিন্নিয়মমালম্ব্য যদি সা পরিসেবিতা।
কামান্ পূরয়তি ক্ষিপ্রং কাশীসন্দেহহারিণী ॥ ৫১।
ঘনটঙ্ককরা দেবী ভক্তবন্ধনভেদিনী।
কঙ্কং ন পূরয়েৎ কামং তীর্থরাজসমীপগা ॥ ৫২।

বিধীশ্বরের সমীপ ভাগে বিধি-গৌরী বিরাজিতা, বিধি পূর্ব্বক বিবিধ উপচারে তাহার পূজা করিলে বিবিধ সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৪৬ ॥ প্রয়াগ তীর্থে স্নান করিয়া নিগড়ভঞ্জনী দেবীর পূজা করিলে কৃতান্ত-নিগড়ে নিবদ্ধ হইতে হয় না ॥ ৪৭ ॥ কালবন্ধন বিমোচনার্থ ভক্তি ভাবে এক ভক্তব্রতাচারী হইয়া প্রতি মঙ্গলবারে নিগড় ভঞ্জনী দেবীর পূজা করা উচিত ॥ ৪৮ ॥ তাঁহার পূজা করিলে সংসার পাশ ছেদ হয়। নিগড়-ভঞ্জনীর ভক্তগণের অন্যপ্রকার শৃঙ্খল বন্ধনাদির ভয় কি ॥ ৪৯ ॥ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বন্দীদেবীর পাদপদ্ম সেবা করিলে নিরুদ্দেশ বন্ধুগন দূরস্থ হইলেও শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। কিঞ্চিৎ নিয়ম অবলম্বন করিয়া কাশী-সন্দেহ হারিণী সেই দেবীর পূজা করিলে শীঘ্রই সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ তীর্থ-রাজ সমীপ বর্ত্তিনী ভক্ত-বন্ধন-ভেদিনী ঘনটঙ্ক-করা দেবীর পূজা করিলে সমস্ত

দেবী পশুপতেঃ পশ্চাদমৃতেশ্বরসন্নিধৌ।
স্নাত্বা চৈবামৃতে কুণ্ডে নমনীয়া প্রযত্নতঃ॥ ৫৩।
পূজয়িত্বা নরো ভক্ত্যা দেবতামমৃতেশ্বরীম্।
অমৃতত্বং ভজেদেবতৎপাদাম্বুজসেবনাৎ॥ ৫৪।
ধারয়ন্তীং মহামায়ামমৃতস্য কমণ্ডলুম্।
দক্ষিণে ভয়দাং বামে ধ্যাত্বা কো নাঽমৃতত্বভাক্॥ ৫৫।
সিদ্ধলক্ষ্মীং জগদ্ধাত্রীং প্রতীচ্যামমৃতেশ্বরাৎ।
প্রপিতামহলিঙ্গস্য পুরতঃ সিদ্ধিদার্চ্চিতা॥ ৫৬।
প্রাসাদং সিদ্ধলক্ষ্ম্যাশ্চ বিলোক্য কমলাকৃতিম্।
লক্ষ্মীবিলাসসংজ্ঞঞ্চ কো ন লক্ষ্মীংসমাপ্নুয়াৎ॥ ৫৭।
ততঃ কুব্জা জগন্মাতা নলকূবরলিঙ্গতঃ।
পূজনীয়া পুরোভাগে প্রপিতামহপশ্চিমে॥ ৫৮।
উপসর্গানশেষাংশ্চ কুব্জা হরতি পূজিতা।
তস্মাৎ কুব্জা প্রযত্নেন পূজ্যা কাশ্যাং শুভার্থিভিঃ॥৫৯।

কামনা পরিপূর্ণ হয়॥ ৫২॥ অমৃতকুণ্ডে স্নান করিয়া প্রযত্ন সহকারে পশুপতির পশ্চিমদিকস্থ অমৃতেশ্বরের সমীপবর্ত্তিনী অমৃতেশ্বরী দেবীর চরণাম্বুজ সেবা ও নমস্কার করিলে অমরত্ব লাভ হয়॥ ৫৩॥ ৫৪॥ বাম হস্তে কমণ্ডলু-ধারিণী এবং দক্ষিণে অভয় প্রদায়িনী মহামায়া দেবীর ধ্যান করিলে কোন্ ভক্ত অমরত্ব লাভ না করে॥ ৫৫॥ অমৃতেশ্বরের পশ্চিমভাগে প্রপিতামহ লিঙ্গের পুরবর্ত্তিনী জগদ্ধাত্রী সিদ্ধিলক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। সিদ্ধিলক্ষ্মী দেবীর কমলাকৃতি লক্ষ্মীবিলাস-সংজ্ঞক প্রাসাদ দর্শন করিলে লক্ষ্মী লাভ হয়॥ ৫৬॥ ৫৭॥ প্রপিতামহ লিঙ্গের পশ্চিমবর্ত্তিনী, নলকূবর লিঙ্গের পুরোবর্ত্তিনী, জগন্মাতা কুব্জা দেবী ভক্তিভাবে পূজনীয়া। প্রযত্ন সহ-কারে তাঁহার পূজা করিলে অশেষ বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, অতএব শুভার্থি ব্যক্তির কাশীতে কুব্জা দেবীর পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নলকূবর লিঙ্গের পশ্চি-

কুব্জাম্বরেশ্বরং লিঙ্গং নলকূবরপশ্চিমে।
ত্রিলোকসুন্দরী গৌরী তত্রার্চ্চ্যাভীষ্টদায়িনী॥ ৬০।
ত্রিলোকসুন্দরীসিদ্ধিং দদ্যাত্রৈলোক্যসুন্দরীম্।
বৈধব্যং নাপ্যতে ক্বাপি তস্যা দেব্যাঃ সমর্চ্চনাৎ॥৬১
দীপ্তা নাম মহাশক্তিঃ শাম্বাদিত্যসমীপগা।
দেদীপ্যমানলক্ষ্মীকা জায়ন্তে তৎ সমর্চ্চনাৎ॥ ৬২।
শ্রীকণ্ঠসন্নিধৌ দেবী মহালক্ষ্মীর্জগজ্জনিঃ।
স্নাত্বা শ্রীকুণ্ডতীর্থে তু সমর্চ্চ্যা জগদম্বিকা॥ ৬৩।
পিতৄন্ সন্তর্প্য বিধিবৎ তীর্থে শ্রীকুণ্ডসংজ্ঞিতে।
দত্বা দানানি বিধিবৎ ন লক্ষ্ম্যা পরিমুচ্যতে॥ ৬৪।
লক্ষ্মীক্ষেত্রং মহাপীঠং সাধকস্যৈব সিদ্ধিদম্।
সাধকস্তত্র মন্ত্রাংশ্চ নরঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৬৫।
সন্তি পীঠান্যনেকানি কাশ্যাং সিদ্ধিকরাণ্যপি।
মহালক্ষ্মীপীঠসমং নান্যল্লক্ষ্মীকৎ পরম্॥ ৬৬।

মাংশে কুব্জাম্বরেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত॥ ৫৮॥ ৫৯॥ তৎসমীপে সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী ত্রিলোকসুন্দরী গৌরী সর্ব্ব প্রযত্নে অর্চ্চনীয়া; ত্রিলোক সুন্দরীস্বরূপিণী ত্রিলোকসুন্দরী দেবীর পূজা করিলে ত্রিলোকসুন্দরী মহাসিদ্ধি লাভ হয়। এই ত্রিলোকসুন্দরীর পূজা করিলে কদাপি নারীগণের বৈধব্য যন্ত্রণা হয় না॥ ৬০॥ ৬১॥ শাম্বাদিত্য-সমীপে মহাশক্তি দীপ্তা দেবীর পূজা করিলে দেদীপ্যমান লক্ষ্মী লাভ হয়॥ ৬২॥ শ্রীকণ্ঠ সমীপে জগদধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মীদেবী আছেন। শ্রীকুণ্ড তীর্থে স্নান, যথাবিধি পিতৃতর্পণ ও যথাশক্তি দান করিয়া সেই জগজ্জননী মহালক্ষ্মী দেবীর পূজা করিলে, কদাচ লক্ষ্মীহীন হইতে হয় না॥ ৬৩। ৬৪॥ সাধকের সিদ্ধিপ্রদ এই লক্ষ্মীক্ষেত্র মহাপীঠ স্থান। তথায় মন্ত্র সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়॥ ৬৫॥ কাশীতে

মহালক্ষ্ম্যষ্টমীং প্রাপ্য তত্র যাত্রাকৃতাং নৃণাম্।
সম্পূজিতেহ বিধিবৎ পদ্মা সদ্ম ন মুঞ্চতি॥ ৬৭।
উত্তরে তু মহালক্ষ্ম্যাহয়কণ্ঠীকুঠারধৃক্।
কাশীবিঘ্নমহাবৃক্ষান্ ছিনত্তি প্রতিবাসরম্॥ ৬৮।
কৌর্ম্মীশক্তির্মহালক্ষ্মীদক্ষিণে পাশপাণিকা।
বধ্নাতি বিঘ্নসংঙ্ঘাতং ক্ষেত্রস্যাস্য প্রতিক্ষণম্॥ ৬৯।
সা পূজিতা স্তুতা মর্ত্ত্যৈঃ ক্ষেত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছতি।
বায়ব্যাঞ্চ শিখীচণ্ডী ক্ষেত্ররক্ষাকরীপরা॥ ৭০।
খাদন্তী বিঘ্নসঙ্ঘাতং শিখীশব্দং করোতি চ।
তস্যাঃ সন্দর্শনাৎ পুংসাং নশ্যন্তি ব্যাধয়োঽখিলাঃ॥৭১।
ভীমচণ্ড্যুত্তরদ্বারং সদা রক্ষেদতন্দ্রিতা।
ভীমেশ্বরস্য পুরতঃ পাশমুদ্গরধারিণাম্॥ ৭২।

অনেক অনেক সিদ্ধিপ্রদ পীঠস্থান আছে, কিন্তু মহালক্ষ্মী ক্ষেত্রের ন্যায় লক্ষ্মী বৃদ্ধিকর মহাপীঠ স্থান আর কুত্রাপি নাই॥ ৬৬॥ অষ্টমী তিথিতে, যিনি মহালক্ষ্মী ক্ষেত্রে যাত্রা করেন, কমলা কদাচ তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করেন না॥ ৬৭॥ মহালক্ষ্মী দেবীর উত্তরে হয়কণ্ঠী দেবী বিরাজ করিতেছেন, তিনি হস্তে কুঠার ধারণ পূর্ব্বক প্রতিদিবস কাশী-বিঘ্নরূপ মহাবৃক্ষ ছেদন করিয়া থাকেন॥ ৬৮॥ মহালক্ষ্মীর দক্ষিণে পাশপাণি কৌর্ম্মীশক্তি দেবী। তিনি প্রতিক্ষণ কাশী ক্ষেত্রের বিঘ্নসমূহ সংহার করেন। তাঁহার স্তুতি এবং পূজা করিলে নরগণের ক্ষেত্রসিদ্ধি লাভ হয়॥৬৯॥ তাঁহার বায়ুকোণে ক্ষেত্র-রক্ষা-কারিণী শিখিচণ্ডী দেবী। তিনি শিখিরব করিতে করিতে ক্ষেত্রের সমস্ত বিঘ্নরাশি গ্রাস করেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে নিখিল ব্যাধি বিনষ্ট হয়॥ ৭০। ৭১॥ ভীমেশ্বরের পুরোভাগে ভীমচণ্ডী দেবী। তিনি সর্ব্বদা অতন্দ্রিত থাকিয়া উত্তর দ্বার রক্ষা করিতেছেন। ভীম কুণ্ডে স্নান,

ভীমচণ্ডীং নরো দৃষ্ট্বা ভীমকুণ্ডে কৃতোদকঃ।
ভীমাকৃতীন্ন বৈ পশ্যেদ্ যাম্যান্ দূতান্ ক্বচিৎ কৃতী ॥ ৭৩।
ছাগবক্ত্রেশ্বরী দেবী দক্ষিণে বৃষভধ্বজাৎ।
অহর্নিশং ভক্ষয়তি বিঘ্নৌঘতরুপল্লবান্ ॥ ৭৪।
তস্যা দেব্যাঃ প্রসাদেন কাশীবাসঃ প্রলভ্যতে।
অতশ্ছাগেশ্বরীং দেবীং মহাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৫।
তালজঙ্ঘেশ্বরী দেবী তালবৃক্ষকৃতায়ুধা।
উৎসাদয়তি বিঘ্নৌঘানানন্দবনমধ্যগান্ ॥ ৭৬।
সঙ্গমেশ্বরলিঙ্গস্য দক্ষিণে বিকটাননাম্।
তালজঙ্ঘেশ্বরীং নত্বা ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ৭৭।
উদ্দালকেশ্বরাল্লিঙ্গাত্তীর্থ উদ্দালকাভিধে।
যাম্যাঞ্চ যমদংষ্ট্রাখ্যাচর্বয়েদ্ বিঘ্নসংহতিম্ ॥ ৭৮।
প্রণতা যমদংষ্ট্রা যৈস্তীর্থে চোদ্দালকাভিধে।
কৃত্বাপি পাপসঙ্ঘাতং নযমাদ্বিভ্যতীহতে ॥ ৭৯।

তর্পণ করিয়া পাশ-মুদ্গরধারিণী ভীম চণ্ডী দেবীকে দর্শন করিলে কদাচ ভীমাকৃতি যম দূতের লক্ষ্য হইতে হয় না ॥ ৭২। ৭৩॥ বৃষভধ্বজের দক্ষিণ-ভাগে ছাগবক্ত্রেশ্বরী দেবী আছেন। তিনি অহর্নিশি কাশী-বিঘ্নরূপ তরু-পল্লব ভক্ষণ করিতেছেন ॥ ৭৪॥ তাঁহার প্রসাদে কাশী বাস লাভ হয়, অতএব মহাষ্টমীর দিবস ছাগেশ্বরী দেবীর পূজা করা বিহিত ॥ ৭৫॥ সঙ্গ-মেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে তালবৃক্ষ-ধারিণী, বিকটাননা তালজঙ্ঘেশ্বরী দেবী। তিনি আনন্দকানন-সম্ভূত বিঘ্নসমূহের উৎসেধ সাধন করেন। তালজঙ্ঘা দেবীকে নমস্কার করিলে কোন প্রকার বিঘ্নে অভিভূত হইতে হয় না ॥ ৭৬। ৭৭॥ উদ্দানকেশ্বরের দক্ষিণে উদ্দানক তীর্থে যমদংষ্ট্রা দেবী আছেন। তিনি কাশীক্ষেত্রের সর্ব্ব বিঘ্ন চর্ব্বণ করেন ॥৭৮॥ উদ্দানক তীর্থে যমদংষ্ট্রা দেবীকে

দারুকেশ্বরতীর্থে তু দারুকেশরাসীপতঃ।
পাতালতালুবদনামাকাশৌষ্ঠীং ধরাধরাম্ ॥ ৮০ ।
কপালকর্ত্রীহস্তাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডকবলপ্রিয়াম্ ।
শুষ্কোদরীং স্নায়ুবদ্ধাং চর্ম্মমুণ্ডেতি বিশ্রুতাম্ ॥ ৮১ ।
ক্ষেত্রস্য পূর্ব্বদিগ্‌ভাগং রক্ষন্তী বিঘ্নসঙ্ঘতঃ ।
লসৎসহস্রদোর্দ্দণ্ডাং জ্বলৎ কেকরবীক্ষণম্ ॥ ৮২ ।
পারাবারপ্রসৃমরহস্তন্যস্তারিমোদকাম্ ।
দ্বীপিকৃত্তিপরীধানাং কটুকাট্টাট্টহাসিনীম্ ॥ ৮৩ ।
মৃণালনালবত্তীব্রং চর্ব্বন্তীমস্থি পাপিনঃ ।
শূলাগ্রপ্রোতদুর্বৃত্তক্ষেত্রদ্রোহিকলেবরাম্ ॥ ৮৪ ।
কপালমালাভরণাং মহাভীষণরূপিণীম্ ।
চর্ম্মমুণ্ডাং নরো নত্বা ক্ষেত্রবিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৮৫ ।
যথৈব চর্ম্মমুণ্ডৈষা মহারুণ্ডাপি তাদৃশী ।
এতাবানেব ভেদোস্যা রুণ্ডস্রগ্‌ভূষণাত্বিয়ম্ ॥ ৮৬ ।

প্রণাম করিলে যম ভয়ে অভিভূত হইতে হয় না ॥ ৭৯ ॥ দারুকেশ্বর সমীপে দারুকেশ্বর তীর্থে মহাভীষণ-রূপিণী চর্ম্মমুণ্ডা দেবী। আকাশ তাঁহার ওষ্ঠ, পৃথিবী তাঁহার অধর, পাতাল তাঁহার তালু, হস্তে নরকপাল ও ছুরিকা; ব্রহ্মাণ্ডকবল-প্রিয়া, শুষ্কোদরী, ক্ষেত্ররিপুগণের মাংসাদি ভক্ষণে সর্ব্বদা তিনি অনুরক্তা। এইরূপে তিনি সমস্ত বিঘ্নরাশি হইতে ক্ষেত্রের পুর্ব্বদিক্ ভাগ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সহস্র বাহু, তিনি প্রজ্জ্বলিত কুটিল কটাক্ষে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার পারাবার সদৃশ পাণি তলে রিপুগণ মোদক স্বরূপ হইয়াছে। পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তিনি বিকট অট্ট অট্ট হাস্য করিতে করিতে সুকোমল মৃণালনালের ন্যায় পাপীগণের তীব্র অস্থি চর্ব্বণ করিতেছেন। তিনি তীক্ষ্ণ শূলাগ্র দ্বারা ক্ষেত্র-বিদ্রোহীগণের কলেবর বিদীর্ণ করিতেছেন তাঁহার গলদেশে মুণ্ডমালা, সেই বিঘ্নঘাতিনী চর্ম্মমুণ্ডা দেবীকে প্রণাম করিলে

ক্ষেত্ররক্ষাং প্রকুরুত উমে দেব্যৌ মহাবলে।
হসন্ত্যৌ করতালীভিরন্যোন্যক্রোদাঃ প্রসারণাৎ ॥ ৮৭ ।
হয়গ্রীবেশ্বরে তীর্থে লোলার্কাদুত্তরে সদা।
মহারুণ্ডাপ্রচণ্ডাস্যা তিষ্ঠতে ভক্তবিঘ্নহৃৎ ॥ ৮৮ ।
চর্ম্মমুণ্ডা মহারুণ্ডা কথিতে যে তু দেবতে।
তয়োরন্তরতস্তিষ্ঠেচ্চামুণ্ডা মুণ্ডরূপিণী ॥ ৮৯ ।
এতাস্তিস্রঃ প্রযত্নেন পূজ্যাঃ ক্ষেত্রনিবাসিভিঃ।
ধনধান্যপ্রদাশ্চৈতাঃ পুত্রপৌত্রপ্রদাইমাঃ ॥ ৯০ ।
উপসর্গানমূঘ্নন্তি দহ্যৈর্ন শ্রেয়সীং শ্রিয়ম্।
স্মৃতা দৃষ্টা নতাঃ স্পৃষ্টাঃ পূজিতাঃ শ্রদ্ধয়া নরৈঃ ॥ ৯১
মহারুণ্ডা প্রতীচ্যাঞ্চ দেবী স্বপ্নেশ্বরী শুভা।
ভবিষ্যং কথয়েৎ স্বপ্নে ভক্তস্যাগ্রে শুভাশুভম্ ॥ ৯২ ।

কোন প্রকার ক্ষেত্র-বিঘ্নে অভিভূত হইতে হয় না ॥ ৮০—৮৫ ॥ চর্ম্মমুণ্ডা যেরূপ, মহারুণ্ডাও তদ্রূপ, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ যে, মহারুণ্ডা দেবী কবন্ধ-মাল্য-বিভূষিতা ॥ ৮৬ ॥ সেই মহাবলশালিনী উভয় দেবীই করতালি প্রদান পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে কাশীধাম রক্ষা করিতেছেন ॥ ৮৭ ॥ হয়গ্রীবেশ্বর তীর্থে, লোলার্কের উত্তরে, ভক্ত-বিঘ্ন-বিনাশিনী প্রচণ্ড-বদনা মহারুণ্ডা দেবী বিরাজিতা আছেন ॥ ৮৮ ॥ এই চর্ম্মমুণ্ডা ও মহারুণ্ডাভিধেয়া যে দুই দেবীর বৃত্তান্ত কথিত হইল, তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলে মুণ্ডরূপিণী চামুণ্ডা অবস্থিত আছেন ॥ ৮৯॥ কাশী বাসী গণের পক্ষে সর্ব্ব-প্রযত্নে ধনধান্য ও পুত্র পৌত্র-প্রদায়িনী এই দেবীর পূজা করা অত্যাবশ্যক ॥ ৯০ ॥ শ্রদ্ধা-সহকারে এই ত্রিদেবীকে স্মরণ, দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চন, নমস্কার ও পূজা করিলে সমস্ত উপসর্গ বিনষ্ট হইয়া মোক্ষলক্ষ্মী লাভ হয় ॥ ৯১ ॥ মহারুণ্ডার পশ্চিমে শুভ-প্রদায়িনী স্বপ্নেশ্বরী দেবী। তিনি ভক্তগণকে স্বপ্নযোগে শুভা-

তত্র স্বপ্নেশ্বরং লিঙ্গং দেবীং স্বপ্নেশ্বরীং তথা।
স্নাত্বাসিসঙ্গমে পুণ্যে যস্মিন্ কস্মিন্ তিথাবপি ॥ ৯৩।
উপোষণপরো ধীমান্ নারী বা পুরুষোঽপি বা।
সম্পূজ্য স্থণ্ডিলশয়ঃ স্বপ্নে ভাবি বিলোকয়েৎ ॥ ৯৪।
অদ্যাপি প্রত্যয়স্তত্র কার্য্য এষ বিজানতা।
ভূতং ভাবি ভবৎ সর্ব্বং বদেৎ স্বপ্নেশ্বরী নিশি ॥ ৯৫।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং নিশি বা দিবা।
প্রযত্নতঃ সমর্চ্চ্যা সা কাশ্যাং জ্ঞানার্থিভির্নরৈঃ ॥ ৯৬।
স্বপ্নেশ্বর্য্যাশ্চ বারুণ্যাং দুর্গাদেবী ব্যবস্থিতা।
ক্ষেত্রস্য দক্ষিণং ভাগং সা সদৈরাভিরক্ষতি ॥ ৯৭।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দেবতাধিষ্ঠানং নাম
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শুভ আদেশ করেন ॥ ৯২ ॥ তথায় স্বপ্নেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত আছেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ অনশনে পুণ্যসঙ্গমে স্নান করিয়া স্বপ্নেশ্বর লিঙ্গ ও স্বপ্নেশ্বরী দেবীর সমর্চ্চন পূর্ব্বক ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে স্বপ্নে ভাবী শুভাশুভ জ্ঞান লাভ করিতে পারে ॥ ৯৩। ৯৪ ॥ স্বপ্নেশ্বরী দেবী নিশা যোগে স্বপ্নে শুভাশুভ আদেশ করেন, এই বাক্যের প্রতি নরগণের অদ্যাপি স্থির বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক ॥ ৯৫ ॥ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও নবমী তিথিতে দিবা অথবা রাত্রি ভাগে স্বপ্নেশ্বরী দেবীর অর্চ্চনা করা জ্ঞানার্থীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৯৬॥ স্বপ্নেশ্বরী দেবীর পশ্চিমাংশে দুর্গা দেবী অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বদা কাশী ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিক্ রক্ষা করেন ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দেবতাধিষ্ঠান
নাম সপ্ততিতম অধ্যায়।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

কথং দুর্গেতি বৈ নাম দেব্যা জাতমুমাসুত।
কথঞ্চ কাশ্যাং সা সেব্যা সমাচক্ষ্বেতি মামিহ ॥ ১।

স্কন্দ উবাচ।

কথয়ামি মহাবুদ্ধে যথা কলশসম্ভব।
দুর্গা নামাভবদ্দেব্যা যথা সেব্যা চ সাধকৈঃ ॥ ২।
দুর্গো নাম মহাদৈত্যো রুরুদৈত্যাঙ্গজোঽভবৎ।
যশ্চ তপ্ত্বা তপস্তীব্রং পুংভ্যো জেয়ত্বমাপ্তবান্ ॥ ৩
ততস্তেনাখিলা লোকা ভূর্ভুবঃ স্বমুখা অপি।
স্বসাৎকৃতা বিনির্জ্জিত্য রণে স্বভুজসারতঃ ॥ ৪।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে উমাপুত্র! কিরূপে সেই দেবীর নাম দুর্গা হইল এবং কাশীধামে কি প্রকারেই বা তাঁহার সেবা করিতে হয়; তাহা তুমি এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ১ ॥ স্কন্দ উত্তর করিলেন, হে মহাবুদ্ধে! হে মুনিবর! যেরূপে সেই দেবীর দুর্গা নাম হইয়াছে এবং যে প্রকারে কাশীতে তাঁহার সেবা করা আবশ্যক, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

রুরু দৈত্যের ঔরষে দুর্গ নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত মহাদৈত্য জন্ম গ্রহণ করে, সেই অসুর এই স্থানে কঠোরতর তপস্যা করিয়া ত্রিভুবন বিজয়ী হয়। ৩ ॥ দুর্গাসুর নিজ ভুজ-বীর্য্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল প্রভৃতি সমস্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ড

স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং বায়ুঃ স্বয়ং চন্দ্রঃ স্বয়ং যমঃ।
স্বয়মগ্নিঃ স্বয়ং পাশী ধনদোঽভূৎ স্বয়ং বলী ॥ ৫।
স্বয়মীশানরুদ্রার্কবসূনাং পদমাদদে।
তৎসাধ্বসাদ্ বিমুক্তানি তপাংস্যতিতপস্বিভিঃ ॥ ৬।
ন বেদাধ্যয়নং চক্রুর্ব্রাহ্মণাস্তদ্ভয়ার্দ্দিতাঃ।
যজ্ঞবাটা বিনির্ধ্বস্তাস্তদ্ভটৈরতিদুঃসহৈঃ ॥ ৭।
বিধ্বস্তা বহুশঃ সাধ্ব্যস্তৈরমার্গকৃতাস্পদৈঃ।
প্রসভঞ্চ পরস্বানি অপহৃত্য দুরাসদাঃ।
অভোক্তুমিষুদুরাচারাঃ ক্রূরকর্ম্মপরিগ্রহাঃ ॥ ৮।
নদ্যো বিমার্গগা আসন্ জ্বলন্তি ন তথাগ্নয়ঃ।
জ্যোতীংষি ন প্রদীপ্যন্তে তদ্ভয়াকুলিতান্যতো ॥ ৯।
দিগ্বধূবদনান্যাসন্ বিচ্ছায়ানি সমন্ততঃ ॥ ১০।

আত্মসাৎ করিয়াছিল ॥৪॥ সেই তপোবল-দর্পিত দৈত্যরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, চন্দ্রের চন্দ্রত্ব, যমের যমত্ব, অগ্নির অগ্নিত্ব, বরুণের বরুণত্ব এবং কুবেরের কুবেরত্ব হরণ পূর্ব্বক স্বয়ং ইন্দ্র, স্বয়ং বায়ু, স্বয়ং চন্দ্র, স্বয়ং যম, স্বয়ং অগ্নি, স্বয়ং বরুণ এবং স্বয়ং কুবের হইয়াছিল। সে স্বয়ং ঈশানের ঈশান পদ, রুদ্রের রুদ্রত্ব পদ, সূর্য্যের সূর্য্যত্ব পদ এবং বসুগণের বসুত্ব পদ অধিকার করিয়াছিল। তপস্বিগণ তাহার ভয়ে তপস্যা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণগণ তাহার ভয়ে ত্রাসিত হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতে পারিতেন না। তাহার দুঃসহ অনুচরগণ নিখিল যজ্ঞবাটিকার চিহ্ন পর্য্যন্তও বিলুপ্ত করিয়াছিল ॥ ৭ ॥ সেই পাষণ্ডেরা বহু সতীর সতীত্ব বিনষ্ট করিয়াছিল, সেই সকল ক্রূরকর্ম্মা দুরাচার ও দুরাসদ দৈত্যেরা অবলীলাক্রমে পরের সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক উপভোগের ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ৮ ॥ তাহাদের ভয়ে নদী সকল বিপরীত ভাবে বহন হইয়াছিল, তাহাদের ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত না; তাহাদের ভয়ে আকুলিত হইয়া জ্যোতিঃপদার্থ মাত্রেই নিষ্প্রভ

ধর্ম্মক্রিয়া বিলুপ্তাশ্চ প্রবৃত্তাঃ সুকৃতেতরাঃ।
ত এব জলদীভূয় ববর্ষু র্নির্জলীলয়া ॥ ১১।
সস্যানি তদ্ভয়াৎ সূতেত্বনুপ্তাপি বসুন্ধরা।
সদৈব ফলিনো জাতাস্তরবোপ্যবকেশিনঃ ॥ ১২।
বন্দীকৃতাঃ সুরর্ষীণাং পত্ন্যস্তেনাতিদর্পিণা।
দিবৌকসঃ কৃতাস্তেন সমস্তাঃ কাননৌকসঃ ॥ ১৩।
মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যান্ স্বগৃহং প্রাপ্তানপি ভয়ার্দ্দিতাঃ।
অপি সম্ভাষমাত্রেণ নার্চ্চয়ন্তি বিপজ্জুষঃ ॥ ১৪।

স্কন্দ উবাচ।

ন কৌলীন্যং ন সদ্বৃত্তং মহত্ত্বায় প্রকল্পতে।
একমেব পদং শ্রেয়ঃ পদভ্রংশো হি লাঘবম্ ॥ ১৫।

হইয়াছিল। তাহাদের ভয়ে দিগ্বধূগণের বদন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ তাহাদের ভয়ে ধর্ম্ম ক্রিয়া সকল বিলুপ্ত হইয়া পাপ ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহারা মায়া বলে স্বয়ং জলধর হইয়া বারি বর্ষণ করিত ॥ ১১ ॥ বীজাবলি বপণ না করিলেও বসুন্ধরা সেই সকল পাষণ্ড দৈত্যের ভয়ে সমূহ শষ্য প্রসব করিতেন। যে সকল বৃক্ষে কস্মিন্‌কালেও ফল হয় নাই তৎকালে তাহাদিগের ভয়ে সেই সকল বৃক্ষও সর্ব্বদা ফলবান হইয়াছিল ॥ ১২ ॥ সেই বল-দর্পিত দুর্দ্দান্ত দৈত্য সুরপত্নী ও ঋষিপত্নীগণকে কারাগারে বন্দিনী করিয়া স্বর্গবাসী দেবগণকে কাননবাসী করিয়াছিল ॥১৩॥ দেবগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিলেও মানবগণ সেই সকল পাপিষ্ঠ দৈত্যের ভয়ে সামান্য সম্ভাষণ মাত্র দ্বারাও তাহাদিগকে অর্চ্চনা করিতে পারিতেন না ॥ ১৪ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! কৌলিন্য অথবা সদাচারে কিছুমাত্রও মহত্ত্ব পরিকল্পিত হয় নাই। একমাত্র পদই কেবল সর্ব্বত্র মহত্ত্বের কারণ বলিয়া নির্ণীত হয়। পদভ্রষ্ট হইলেই সকলে অনাদর করে ॥ ১৫ ॥

বিপদ্যপি হি তে ধন্যা ন যে দৈন্যপ্রণোদিতাঃ।
ধনৈর্ম্মলিনচিত্তানামালভন্তেঽঙ্গণং ক্বচিৎ ॥ ১৬।
পঞ্চত্বমেব হি বরং লোকে লাঘববর্জ্জিতম্।
নামরত্বমপি শ্রেয়ো লাঘবেন সমন্বিতম্ ॥ ১৭।
ত এব লোকে জীবন্তি পুণ্যভাজস্ত এব বৈ।
বিপদ্যপি ন গাম্ভীর্য্যং যচ্চেতোব্ধিঃ পরিত্যজেৎ ॥১৮।
কদাচিৎ সম্পদুদয়ঃ কদাচিৎ বিপদুদ্গমঃ।
দৈবাদ্দ্বয়মপি প্রাপ্য ধীরো ধৈর্য্যং ন হাপয়েৎ ॥ ১৯।
উদয়াস্তুদয়ৌ প্রাজ্ঞৈর্দ্দৃষ্টব্যৌ পুষ্পবন্তয়োঃ।
সদৈকরূপতা ত্যাজ্যা হর্ষা হর্ষৌ ততোঽধ্রুবৌ ॥ ২০।
যস্ত্বাপদং সমাসাদ্য দৈন্যগ্রস্তো বিপদ্যতে।
তস্য লোকদ্বয়ং নষ্টং তস্মাদ্দৈন্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২১।

হে অগস্ত্য! যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি দারিদ্র্য-তাড়নে বিপদগ্রস্ত হইয়াও ধন-মদ-গর্ব্বিত ধনবানের দ্বারস্থ না হয়, তাহারাই ধন্য ॥ ১৬ ॥ লাঘব স্বীকার না করিয়া মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, লাঘব স্বীকার করিয়া অমরত্ব লাভও শ্রেয়স্কর নহে ॥১৭॥ যাঁহাদিগের হৃদয়-সমুদ্র বিপদ কালেও গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ না করে ইহ সংসারে তাঁহারাই জীবিত এবং তাঁহারাই পুণ্যবান ॥১৮॥ সংসারে কখন সম্পদের কখন বা বিপদের উদয় হয়, এই উভয়ই দৈবায়ত্ত, অতএব ধীর ব্যক্তি সম্পদে অথবা বিপদে কদাচ ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবেন না, যেহেতু চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অথচ তাঁহাদিগের সর্ব্বদাই সমভাব পরিলক্ষিত হয়, অতএব কদাচ স্বভাব পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সম্পদে হর্ষ প্রকাশ করা এবং বিপদে অবসন্ন হওয়া নিস্ফল ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ যে ব্যক্তি দুর্ব্বিপাকে বিপদগ্রস্ত হইয়া অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়, অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে অসদ্বৃত্তি পরিবর্জ্জন করা উচিত ॥ ২১ ॥ আপৎকালে

আপদ্যপি হি যে ধীরা ইহ লোকে পরত্র চ।
ন তান্ পুনঃ স্পৃশেদাপত্তদ্ধৈর্য্যেণাবধীরিতা ॥ ২২।
ভ্রষ্টরাজ্যাশ্চ বিবুধা মহেশং শরণং গতাঃ।
সর্ব্বজ্ঞেন ততো দেবী প্রেরিতাসুরমর্দ্দনে ॥ ২৩।
মাহেশ্বরীং সমাসাদ্য ভবান্যাজ্ঞাং প্রহৃষ্টবৎ।
অমর্ত্ত্যেভ্যোঽভয়ং দত্বা সমরায়োপচক্রমে ॥ ২৪।
কালরাত্রিং সমাহূয় কান্ত্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরীম্।
প্রেষয়ামাস রুদ্রাণী তমাহ্বাতুং সুরদ্রুহম্ ॥ ২৫।
কালরাত্রিঃ সমাসাদ্য তং দৈত্যং দুষ্টচেষ্টিতম্।
উবাচ দৈত্যাধিপতে ত্যজ ত্রৈলোক্যসম্পদম্ ॥ ২৬।
ত্রিলোকীং লভতামিন্দ্রস্ত্বন্তু যাহি রসাতলম্।
প্রবর্ত্তন্তাং ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বেদোক্তা বেদবাদিনাম্ ॥ ২৭।

যাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করেন, ইহকালে ও পরকালে তাঁহাদিগকে আর কোন আপৎ স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহাদিগের সেই ধৈর্য্য পুরোবর্ত্তী হইয়া সমস্ত আপদকে দূরীভূত করে ॥ ২২ ॥)

এই সকল কথা বলিয়া ভগবান স্কন্দ পুনরায় অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মুনিবর! দেবগণ এইরূপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বেশ্বর তাঁহাদিগের অভিপ্রেত অবগত হইয়া সেই অসুর বিমর্দ্দনের নিমিত্ত ভগবতীকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৩ ॥ মহেশ্বরী মহেশ্বরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, সানন্দচিত্তে সুরগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সমর যাত্রার উপক্রম করিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর ভগবতী রুদ্রানী ত্রৈলোক্যসুন্দরী কালরাত্রি শক্তিকে আহ্বান পূর্ব্বক সেই সুরদ্রোহী দৈত্যসমীপে প্রেরণ করিলেন। কালরাত্রি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই দুশ্চেষ্টিত দৈত্য সন্নিধানে গমন করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যাধিপতে! তুমি ত্রৈলোক্য-সম্পদ্ পরিত্যাগ কর, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিলোকী-সম্পদ লাভ করুন, তুমি

অথ চেদ্গর্ব্বলেশোঽস্তি তদা যাহি রণায় বৈ।
অথবা জীবিতাকাঙ্ক্ষী তদিন্দ্রং শরণং ব্রজ॥ ২৮।
ইতি বক্তুং মহাদেব্যা মহামঙ্গলরূপয়া।
ত্বদন্তিকং প্রেষিতাহং মৃত্যুস্তে তদুপেক্ষয়া॥ ২৯।
অতো যদুচিতং কর্ত্তুং তদ্বিধেহি মহাসুর।
পরং হিতং শৃণ্বীছ্ শরণ্যাজ্জীবগ্রাহং ততো ব্রজ॥ ৩০।
ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যা মহাকাল্যাঃ স দৈত্যরাট্।
প্রজজ্বাল তদা ক্রোধাৎ গৃহ্যতাং গৃহ্যতামিয়ম্॥ ৩১।
ত্রৈলোক্যমোহিনী হ্যেষা প্রাপ্তা মদ্ভাগ্যগৌরবৈঃ।
ত্রৈলোক্যরাজ্যসম্পত্তিবল্ল্যাঃ ফলমিদং মহৎ॥ ৩২।
এতদর্থং হি দেবর্ষিনৃপা বন্দীকৃতা ময়া।
অনায়াসেন মে প্রাপ্তা গৃহমেষা শুভোদয়াৎ॥ ৩৩।

রসাতলে গমন কর। বেদবাদীগণের সমস্ত ক্রিয়া পুনঃ প্রবর্ত্তিত হউক। ২৫—২৭॥ অথবা হে দৈত্যেন্দ্র! যদি গর্ব্ব থাকে, তবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও; যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হও॥ ২৮॥ মহামঙ্গল-স্বরূপা মহাদেবী এই কথা বলিবার নিমিত্ত আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, যদি ইহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়॥ ২৯॥ হে মহাসুর! এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিরুচি তাহার সমুচিত বিধান কর। আমি তোমাকে হিত বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। এক্ষণে তুমি জীবন লাভের নিমিত্ত বিশ্বেশ্বরীর শরণাগত হও॥ ৩০॥ সেই দৈত্যরাজ মহাকালী দেবীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কহিল, এই গ্রহণ কর, এই গ্রহণ কর। আমি ভাগ্যবলে এই ত্রৈলোক্য মোহিনী লাভ করিলাম। এই ইনিই আমার ত্রৈলোক্য-সম্পত্তিরূপিণী লতা-বলীর মহৎফল। ইহাঁরই নিমিত্ত আমি দেব ঋষি ও নৃপতিগণকে বন্দী করিয়াছি, এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে অনায়াসেই স্বগৃহে ইঁহাকে প্রাপ্ত হইলাম। যে

অবশ্যং যস্য যোগ্যং যত্তত্তস্যেহোপতিষ্ঠতে।
অরণ্যে বা গৃহে বাপি যতো ভাগ্যস্য গৌরবাৎ ॥ ৩৪।
অন্তঃপুরচরা এতাং নয়ন্ত্বন্তঃ পুরং মহৎ।
অনয়াসদলঙ্কৃত্যা মম রাষ্ট্রমলঙ্কৃতম্ ॥ ৩৫।
অহো মহোদয়শ্চাদ্য জাতো মম মহামতেঃ।
কেবলং ন মমৈকস্য সর্ব্বদৈত্যান্বয়স্য চ ॥ ৩৬।
নৃত্যন্তু পিতরশ্চাদ্য মোদন্তাং বান্ধবাঃ সুখম্।
মৃত্যুঃকালোঽন্তকো দেবাঃ প্রাপ্নুবন্ত্বদ্য মে ভয়ম্ ॥৩৭।
ইতি যাবৎ সমায়াতাস্তাং নেতুং সৌবিদল্লকাঃ।
তাবত্তয়া কালরাত্র্যা প্রত্যুক্তো দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥ ৩৮।

কালরাত্র্যুবাচ।

দৈত্যরাজ মহাপ্রাজ্ঞ নৈতৎ যুক্তং ভবাদৃশাম্।
বয়ং দূত্যঃ পরবশা রাজনীতিবিদুত্তম ॥ ৩৯।

বস্তু যাহার যোগ্য, গৃহেই হউক বা অরণ্যেই হউক, ভাগ্যগৌরবে সেই বস্তু স্বয়ংই তাহার সমীপে সমুপস্থিত হয়। আমার অন্তঃপুরচারিণীরা ইঁহাকে মহদন্তঃপুরে লইয়া যাইবে, ইনি পরম সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া আমার রাজ্য অলঙ্কৃত করিবেন। অহো! আমার কি মহাবুদ্ধি! অদ্য আমার কি মহাভাগ্যোদয়! একমাত্র কেবল আমারই ভাগ্যবল নহে, সমস্ত দৈত্যবংশেরও মহাভাগ্যোদয়। অদ্য পিতৃপুরুষগণ আনন্দে নৃত্য করুন, বান্ধবগণ সুখে আমোদ প্রমোদ করুন এবং মৃত্যু, কাল এবং অন্তকদেব অদ্য ভয় প্রাপ্ত হউন ॥ ৩১—৩৭ ॥ সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু এইরূপ দম্ভ প্রকাশ করিতেছে ইত্যবসরে তাহার অন্তঃপুর রক্ষিগণ মহাকালী দেবীকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। দেবী তৎকালে দৈত্যবরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! আমি দূতী, সুতরাং হে রাজনীতিবিদুত্তম! আমি পরাধীন, অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার ভবাদৃশ বুদ্ধিমান পুরু-

অল্পোঽপি দূতসম্বাধাং ন বিদধ্যাৎ কদাচন।
কিং পুনর্যো ভবাদৃক্ষা মহান্তো বলিনোঽধিপাঃ ॥ ৪০ ।
দূতীষু কোঽনুরাগোঽয়ং মহারাজাল্পকাস্বিহ।
অনায়াসেন চ বয়মায়াস্যামস্তদাগমাৎ ॥ ৪১ ।
বিজিত্য সমরে তান্তু স্বামিনীং মম দৈত্যপ।
মাদৃশীনাং সহস্রাণি পরিভুঙ্ক্ষ্ব যথেচ্ছয়া ॥ ৪২ ।
অদ্যৈব তে মহাসৌখ্যং ভাবি তস্যা বিলোকনাৎ।
বান্ধবানাং সুখন্তেঽদ্য ভবিতা সহ পূর্ব্বজৈঃ ॥ ৪৩ ।
সম্পৎস্যন্তেঽদ্য তে কামাঃ সর্ব্বে যে চিরচিন্তিতাঃ।
অবলা সা চ মুগ্ধা চ তস্যাস্ত্রাতা ন কশ্চন ॥ ৪৪ ।
সর্ব্বরূপময়ী চৈব তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি।
অহং হি দর্শয়িষ্যামি যত্র সাঽস্তি জগৎখনিঃ ॥ ৪৫ ।

ষের উচিত নহে। হে দৈত্যেন্দ্র! নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি লোকেরাও দূতের প্রতি কদাচ দুর্ব্যবহার করে না। এরূপ স্থলে ভদ্রিরুদ্ধ আচরণ করা কি ভবাদৃশ পরাক্রান্ত অধিপতির পক্ষে যুক্তিযুক্ত। হে মহারাজ! অল্পপ্রাণা দূতীর প্রতি ভবাদৃশ মহাপুরুষের এতাদৃশ অনুরাগ কেন। আমি যাঁহার প্রেরিত, তিনি আগমন করিলেই আমরা স্বয়ং পুরমধ্যে প্রবেশ করিব। হে শূরেন্দ্র! অগ্রে সমরাঙ্গনে আমার স্বামিনীকে পরাভব কর, তাহা হইলেই হে দৈত্যাধিপতে! আমার ন্যায় সহস্র সহস্র কামিনীকে গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবে ॥ ৩৮—৪২ ॥ হে দৈত্যরাজ! তাঁহাকে দর্শন করিয়া অদ্যই তোমার পরমানন্দ লাভ হইবে। তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত বান্ধবগণেরও অদ্য পরমানন্দ। হে ভাগ্যধর! অদ্য তোমার সমস্ত চিরাভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে; সেই বালা অবলা ও মুগ্ধা, তাহার রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। তিনি সর্ব্বরূপময়ী, তাঁহাকে দর্শন করা তোমার অবশ্যই উচিত। জগতের সমস্ত রূপরাশির সেই লাবণ্যময়ী রত্ন-খনি যে স্থানে আছেন আমিই তোমাকে

ধৃতায়ামপি চৈকস্যাং কস্তে কামো ভবিষ্যতি।
অহং তে সন্নিধিং নৈব ত্যক্ষ্যাম্যদ্যদিনাবধি ॥ ৪৬।
ততো নিবারয়ৈতাম্মামাদিৎসূন্ সৌবিদল্লকান্।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ স কামক্রোধমোহিতঃ ॥ ৪৭।
তামেব বহ্বমংস্তৈকাং দূতীং মৃত্যোরিবাসুরঃ।
শুদ্ধান্তরক্ষিণশ্চৈতাং শুদ্ধান্তং প্রাপয়ন্ত্বরম্ ॥ ৪৮।
ইতি তেন সমাদিষ্টাঃ সর্ব্বে বর্ষবরা মুনে।
তাং ধর্ত্তুমুদ্যমং চক্রুর্বলেন বলবত্তরাঃ ॥ ৪৯।
সা তান্ ভস্মীচকারাশু হুঙ্কারজনিতাগ্নিনা।
ততো দৈত্যপতিঃ ক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বা তান্ ভস্মসাৎ কৃতান্ ॥৫০
ক্ষণেনৈব তয়া দূত্যা দৈত্যাংস্ত্র্যযুতসম্মিতান্।
দৃশা ব্যাপারয়ামাস দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখং খরম্ ॥ ৫১।
সীরপাণিং পাশপাণিং সুরেন্দ্রদমনং হনুম্।
যজ্ঞারিং খড়্গলোমানমুগ্রাস্যং দেবকম্পনম্ ॥ ৫২।

তাহা নির্দ্দেশ করিব। একমাত্র তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তুমি পূর্ণকাম হইবে। অদ্যাবধি আমিও তোমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিব না। অতএব হে দৈত্যরাজ! আমাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিতে তোমার কঞ্চুকীগণকে নিবারণ কর ॥৪৩—৪৬॥ দুর্গাসুর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কামক্রোধে বিমোহিত হইয়া, মৃত্যুর দূতী স্বরূপিণী সেই দেবীকেই মহারত্ন জ্ঞান করিতে লাগিল। অনন্তর অনুচরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে রক্ষিগণ! তোমরা ইঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই মহাবল কঞ্চুকীগণ এই আদেশ প্রাপ্ত মাত্রে বলপূর্ব্বক দেবীকে ধারণ করিতে উদ্যত হইল ॥ ৪৯ ॥ দেবী তৎক্ষণাৎ হুঙ্কারজনিত অগ্নিতে তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিলেন। দুর্দ্দান্ত দৈত্যাধিপতি সেই দূতীর কটাক্ষমাত্রে স্বীয় অনুচরবর্গকে ভস্মীভূত দর্শনপূর্ব্বক মহাক্রোধে উন্মত্ত

বধ্বা পাশৈরিমাং দুষ্টামানয়ত্বাশু দানবাঃ।
বিধ্বস্তকেশপাশঞ্চ বিস্রস্তাং বরভূষণাম্ ॥ ৫৩।
ইতি দৈত্যাধিপাদেশাদ্দুর্দ্ধরপ্রমুখাস্ততঃ।
পাশাসিমুদ্গরধরাস্তামাদাতুং কৃতোদ্যমাঃ ॥ ৫৪।
গিরীন্দ্রগুরুবর্ষ্মাণঃ শস্ত্রাস্ত্রোদ্যতপাণয়ঃ।
দিগন্তং তে পরিপ্রাপ্তাস্তদুচ্ছ্বাসানিলাহতাঃ ॥ ৫৫।
তেষূড্ডীনেষু দৈত্যেষু শতকোটিমিতেষু চ।
নির্জ্জগাম ততঃ সা তু কালরাত্রির্নভোঽধ্বগা ॥ ৫৬।
ততস্তাং তু বিনির্যান্তীমনুজগ্মুর্মহাসুরাঃ।
কোটিকোটিসহস্রাণি পূরয়িত্বা তু রোদসীঃ ॥ ৫৭।
দুর্গো নাম মহাদৈত্যঃ শতকোটিরথাবৃতঃ।
গজানামর্বুদশতদ্বয়েন পরিবারিতঃ ॥ ৫৮।

হইয়া, দুর্দ্ধর, দুর্ম্মুখ, খর, হলপাণি, পাশপাণি, সুরেন্দ্রদমন, হনু, যজ্ঞারি, খড়্গলোমা, উগ্রাস্য ও দেবকম্পন প্রমুখ ত্রিংশৎ সহস্র দৈত্যকে ইঙ্গিতে অনুমতি করিল, হে দৈত্যগণ! তোমরা এই দুষ্টাকে পাশবদ্ধকরত বিবসনা ও নিরলঙ্কৃতা করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন কর॥ ৫০—৫৩॥ দৈত্যের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, দুর্দ্ধর-প্রমুখ সৈন্যগণ পাশ খড়্গ ও মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক দেবীকে আক্রমণ করিবার উদ্যম করিল। ৫৪॥ শস্ত্রোদ্যতপাণি ভীষণ পর্ব্বতাকার সেই সকল দানব মহাকালীর নিশ্বাসানিলে উড্ডীন হইয়া ইতস্ততঃ ও দিগ্দিগন্তে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল॥ ৫৫॥

এইরূপে শতকোটি দৈত্য হতাশ হইলে পর দেবী কালরাত্রি স্বয়ং গগণমার্গে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে কোটি কোটি সহস্র দৈত্য আকাশ পথ পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল॥ ৫৬॥৫৭॥ মহাদৈত্য দুর্গাসুর শতকোটি রথ, দ্বিশত অর্ব্বুদ গজ, অর্ব্বুদকোটি বায়ুর ন্যায় বেগগামী অশ্ব এবং অসংখ্য পদাতি পরিবৃত হইয়া মহাক্রোধে ত্রিভুবন-প্রকম্পন মহাভীষণ

কোট্যর্বুদেন সহিতো হয়ানাং বাতরংহসাম্।
পদাতিভিরসংখ্যাতৈঃ পচ্চূর্ণিতশিলোচ্চয়ৈঃ ॥ ৫৯।
উদায়ুধৈর্মহাভীমৈঃ কৃতত্রিজগতীভয়ৈঃ।
সমেতঃ স মহাদৈত্যো দুর্গঃ ক্রুদ্ধো বিনির্যযৌ ॥ ৬০।
অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবীং বিন্ধ্যাচলকৃতালয়াম্।
আগত্য কালরাত্র্যা চ নিবেদিততদাগমাম্ ॥ ৬১।
মহাভুজসহস্রাঢ্যাং মহাতেজোভিরংহিতাম্।
তত্তদ্ঘোরপ্রহরণাং রণকৌতুকসাদরাম্ ॥ ৬২।
প্রোদ্যচ্চন্দ্রসহস্রাংশু নির্মার্জ্জিতশুভাননাম্।
লাবণ্যবার্দ্ধিনির্গচ্ছচ্চঞ্চচ্চন্দ্রেকচন্দ্রিকাম্ ॥ ৬৩।
মহামাণিক্যনিচয়রোচিঃ খচিতবিগ্রহাম্।
ত্রৈলোক্যরম্যনগরীসুপ্রকাশপ্রদীপিকাম্ ॥ ৬৪।
হরনেত্রাগ্নিনির্দগ্ধকামজীবাতুবীরুধম্।
লসৎ সৌন্দর্য্যসম্ভারজগন্মোহমহৌষধম্ ॥ ৬৫।

আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। সমবেত সৈন্যের পদভরে পর্ব্বত-সমূহ বিচূর্ণিত হইতে লাগিল ॥ ৫৮—৬০ ॥ এদিকে কালরাত্রি দেবী বিন্ধ্যাচল-বাসিনী মহাদেবীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, সেই দৈত্যাধমের আগমন ও অপরাধ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর সহস্র মহাভুজপ্রসারিণী, মহাতেজস্বিনী, ঘোরপ্রহরণ-ধারিণী, রণকৌতুক-বিলাসিনী, সহস্র-শরচ্চন্দ্র-সন্নিভবদনা, লাবণ্যসমুদ্রসম্ভূত চন্দ্রপ্রভাস্বরূপিণী, মহা মহা মণিরত্ন-বিভূষিতাঙ্গী, দীপবৎ ত্রিলোকরম্যনগরীর সুপ্রকাশ-কারিণী, হর-নেত্রানল-ভস্মীভূত কন্দর্পের সঞ্জীবনী ওষধি-স্বরূপিণী এবং প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্য সম্ভারে জগন্মোহের মহৌষধি সেই মহাদেবীকে নয়নগোচর পূর্ব্বক সেই পাপিষ্ঠ দৈত্যপুঙ্গব কন্দর্পশরে প্রপীড়িত হইয়া, স্বকীয় সেনাপতিগণকে এই আদেশ করিল যে, হে জম্ভ! হে

বিষমেষুশরৈর্ভিন্নহৃদয়ো দৈত্যপুঙ্গবঃ।
আদিষ্টবান্ মহাসৈন্যনায়কানুগ্রশাসনঃ॥ ৬৬।
অয়ি জম্ভ মহাজম্ভ কুজম্ভ বিকটানন।
লম্বোদর মহাকায় মহাদংষ্ট্র মহাহনো॥ ৬৭।
পিঙ্গাক্ষ মহিষগ্রীব মহোগ্রাত্যুগ্রবিগ্রহ।
ক্রূরাক্ষ ক্রোধনাক্রন্দ সংক্রন্দন মহাভয়॥ ৬৮।
জিতান্তক মহাবাহো মহাবক্ত্র মহীধর।
দুন্দুভে দুন্দুভিরব মহাদুন্দুভিনাসিক॥ ৬৯।
উগ্রাস্য দীর্ঘদশন মেঘকেশবৃকানন।
সিংহাস্য শূকরমুখ শিবারাব মহোৎকট॥ ৭০।
শুকতুণ্ড প্রচণ্ডাস্য ভীমাক্ষ ক্ষুদ্রমানস।
উলূকনেত্র কঙ্কাস্য কাকতুণ্ড করালবাক্॥ ৭১।
দীর্ঘগ্রীব মহাজঙ্ঘ ক্রমেলকশিরোধর।
রক্তবিন্দো জবানেত্র বিদ্যুজ্জিহ্বাগ্নিতাপন॥ ৭২।

মহাজম্ভ! হে কুজম্ভ! হে বিকটানন! হে লম্বোদর! হে মহাকায়! হে মহাদংষ্ট্র! হে মহাহনু! হে পিঙ্গাক্ষ! হে মহিষগ্রীব! হে মহোগ্র! হে অত্যুগ্র! হে উগ্রবিগ্রহ! হে ক্রূরাক্ষ! হে ক্রোধন! হে অক্রোন্দ! হে সংক্রন্দন! হে মহাভয়! হে জিতান্তক! হে মহাবাহো! হে মহাবক্ত্র! হে মহীধর! হে দুন্দুভে! হে দুন্দুভিরব! হে মহাদুন্দুভিনাসিক! হে উগ্রাস্য! হে দীর্ঘদশন! হে মেঘকেশ! হে বৃকানন! হে সিংহাস্য! হে শূকরমুখ! হে শিবারাব! হে মহোৎকট! হে শুকতুণ্ড! হে প্রচণ্ডাস্য! হে ভীমাক্ষ! হে ক্ষুদ্রমানস! হে উলুকনেত্র! হে কঙ্কাস্য! হে কাকতুণ্ড! হে করালবাক্! হে দীর্ঘগ্রীব! হে মহাজঙ্ঘ! হে ক্রমেলক! হে শিরোধর! হে রক্তবিন্দো! হে জবানেত্র! হে বিদ্যুজ্জিহ্ব! হে অগ্নিতাপন! হে ধূম্রাক্ষ! হে ধূমনিঃশ্বাস!

ধূম্রাক্ষ ধূমনিঃশ্বাস চণ্ড চণ্ডাংশুতাপন।
মহাভীষণমুখ্যাশ্চ শৃণুত্বাজ্ঞাং মমাদরাৎ॥ ৭৩।
ভবৎস্বেতেষু চান্যেষু য এতাং বিন্ধ্যবাসনীম্‌।
ধৃত্বা নেষ্যতি বুদ্ধ্যা বা বলেনাপি ছলেন বা॥ ৭৪।
তস্যাহমিন্দ্রপদবীমদ্য দাস্যাম্যসংশয়ম্‌।
দৃষ্টৈতাং সুন্দরীমদ্য মনো মে ব্যাকুলং ভবেৎ॥ ৭৫।
যান্তু ক্ষিপ্রং ন যাবন্‌ মে পঞ্চেষুশরপীড়িতম্‌।
মনো বিহ্বলতাং গচ্ছেদেতৎ প্রাপ্তেরভাবতঃ॥ ৭৬।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য দুর্গস্য দনুজেশিতুঃ।
প্রোচুঃ সর্ব্বে তদা দৈত্যাঃ প্রবদ্ধকরসম্পুটাঃ॥ ৭৭।
অবধেহি মহারাজ কিমেতৎ কর্ম্ম দুষ্করম্‌।
অনাথায়াস্তথৈকস্যা অবলায়া বিশেষতঃ॥ ৭৮।

হে চণ্ড! হে চণ্ডাংশুতাপন! হে মহাভীষণ! তোমরা সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক আমার আদেশ শ্রবণ কর॥ ৬১—৭৩॥

তোমাদিগের এবং অপরাপর দৈত্যগণের মধ্যে যে কেহ এই বিন্ধ্যবাসিনীকে ছলে বলে অথবা বুদ্ধিকৌশলে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে আমি অদ্যই তাহাকে ইন্দ্রত্ব-পদ প্রদান করিব। এই রমণীকে দর্শন করিয়া অদ্য আমার চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে। যদবধি তোমরা গমন না করিবে, তদবধি আমি তাঁহার অভাবে কুসুমশরে প্রপীড়িত হইয়া, চিত্তবিহ্বলতা প্রাপ্ত হইতে থাকিব; অতএব তোমরা শীঘ্র গমন কর॥ ৭৪—৭৬॥ দনুজরাজ দুর্গাসুরের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া সেনাপতিগণ প্রবদ্ধ-করসম্পুটে নিবেদন করিল হে মহারাজ! সেই রমণী অনাথা, তাহাতে একাকিনী, বিশেষতঃ অবলা; তাহাকে ধৃত করা আর দুষ্কর কার্য্য কি? হে প্রভো! তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত মহাযত্নের আবশ্যকতা কি? আমরা প্রলয়কালাগ্নি-সম্ভূত মহাজ্বালাবলী-সন্নিভ মহাবলীয়ান্‌। আপনার শ্রীচরণ-

অস্যা আনয়নে কোঽয়ং মহাযত্নবিধিঃ প্রভো।
কোঽস্মান্ প্রলয়কালাগ্নিমহাজ্বালাবলীসমান্ ॥ ৭৯।
সহেত ত্রিষু লোকেষু ত্বৎপ্রসাদাৎ কৃতোদ্যমান্।
যদ্যাদেশো ভবেদদ্য তদিন্দ্রং সমরুদ্গণম্ ॥ ৮০।
সান্তঃপুরং সমানীয় ক্ষিপ্নুমস্ত্বৎপদাগ্রতঃ।
ভূর্ভুবঃ স্বরিদং সর্ব্বং ত্বদাজ্ঞাবশবর্ত্তিতম্ ॥ ৮১।
মহর্জনস্তপঃ সত্যলোকাস্ত্বদধিকারিণঃ।
তত্রাপ্যসাধ্যং নাস্মাকং ত্বন্নিদেশান্ মহাসুর ॥ ৮২।
বৈকুণ্ঠনায়কো নিত্যং ত্বদাজ্ঞাপরিপালকঃ।
যানি রম্যাণি রত্নানি তানি সংপ্রেষয়ন্ মুদা ॥ ৮৩।
অস্মাভিরেব সংত্যক্তঃ কৈলাসাধিপতিঃ স বৈ।
বিষাশী চাতিনিঃস্বত্বাদ্ভস্মকৃত্ত্যহিভূষণঃ ॥ ৮৪।

প্রসাদে আমাদিগের সহিত বিরোধ করিতে ত্রিভুবনে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ? হে প্রভো! আপনি যদি অদ্য আদেশ করেন, তাহা হইলে আমরা মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রকে সপরিবারে এই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক আপনার চরণে সমর্পণ করিতে পারি। হে প্রভো! যদিও স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালবাসি সমস্ত লোক তোমার আজ্ঞাকারী ॥ ৭৭—৮১ ॥ মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক প্রভৃতি সমস্তই তোমার আয়ত্ত, তত্রাপি হে অসুরেন্দ্র! তোমার আদেশে আমাদিগেরও কিছুমাত্র অসাধ্য নাই। বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং সর্ব্বদাই তোমার আজ্ঞা প্রতিপালক। তিনি সানন্দ-চিত্তে তোমার গৃহে নিত্য নিত্য মহার্ঘ্য রত্নরাজী প্রেরণ করেন ॥ ৮৩ ॥ আমরা কৈলাসাধিপতিকে পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই শিব হলাহল-পায়ী, এবং দারিদ্র্য-নিবন্ধন ভস্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও সর্প তাহার ভূষণ। আমাদিগের ভয়ে সেই শিব একমাত্র রমণীর সহিত লুক্কায়িত থাকে। তাহার বাসস্থানে একটীমাত্র বৃষ আছে। এক শিব ভিন্ন সেই বৃষেরও অন্য জীবনোপায় নাই। শিবের নগরে কৌপীন-ধারী, বিভূতি

অর্দ্ধাঙ্গেনাস্মদ্ভর্তো যোষিদেকানি গৃহিতা।
তস্য গ্রামেঽপি সকলে দ্বিতীয়ো ন চতুষ্পদঃ।
একো জরদ্গবঃ সোঽপি নান্যস্মাৎ পরিজীবতি॥ ৮৫।
শ্মশানবাসিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে কৌপীনবাসসঃ।
সর্ব্বে বিভূতিধবলাঃ সর্ব্বেপ্যেককপর্দ্দিনঃ॥ ৮৬।
সমস্তে নগরে তস্য বসন্ত্যেবম্বিধা গণাঃ।
তেষাং গণানাং কিং কুর্ম্মো দরিদ্রাণাং বয়ং বিভো॥৮৭।
সমুদ্রা রত্নসম্ভারং প্রত্যহং প্রেষয়ন্তি চ।
নাগা বরাকাশ্চাস্মাকং সায়ং সায়ং স্বয়ং প্রভো॥ ৮৯।
প্রদীপয়ন্তি সততং ফণারত্নপ্রদীপকান্।
কল্পদ্রুমঃ কামগবী চিন্তামণিগণা বহু॥ ৮৯।
তব প্রসাদাদস্মাকমপি তিষ্ঠন্তি বেশ্মসু।
বায়ুর্ব্যজনতাং যাতস্ত্বাং সেবেত প্রযত্নতঃ॥ ৯০।
স্বচ্ছান্যম্বূনি বরুণঃ প্রত্যহং পূরয়ত্যহো।
বাসাংসি ক্ষালয়েদগ্নিশ্চন্দ্রশ্ছত্রধরঃ স্বয়ম্॥ ৯১।

ধবল, এবং জটামাত্রধারীগণেরা বাস করে। তাহারা সকলেই শ্মশানবাসী। হে বিভো! সেই সকল দরিদ্রগণকে লইয়া আমরা কি করিব? ৮৪—৮৭॥ হে মহারাজ! সমুদ্র সকল তোমাকে প্রত্যহ বিবিধ রত্ন-সম্ভার প্রেরণ করে। নাগরাজেরা প্রতিদিন সায়ংকালে তোমার মন্দিরে আগমন করিয়া ফণারত্নে রত্নদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া থাকে। কল্প-পাদপ, কামধেনু এবং অসংখ্য চিন্তা-মণিগণ তোমার প্রসাদে আমাদিগের গৃহেই অবস্থান করিতেছে। বায়ু তোমাকে বীজন করিয়া প্রযত্নসহকারে সেবা করে, বরুণ প্রত্যহ সুনির্ম্মল জল প্রদান করে। অগ্নি বস্ত্র প্রক্ষালন করে, চন্দ্র ছত্র ধারণ করে, সূর্য্য প্রতিদিন তোমার ক্রীড়াবাপীস্থ কমলিনীগণকে প্রস্ফুটিত করে। দেব, নর

সূর্য্যঃ প্রকাশয়েন্নিত্যং ক্রীড়াবাপ্যম্বুজানি চ।
কস্ত্বৎপ্রসাদং নেচ্ছেত মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যোরগেষু চ॥ ৯২।
সর্ব্বে ত্বামুপজীবন্তি সুরাসুরখগাদয়ঃ।
পশ্য নঃ পৌরুষং রাজন্নানয়ামো বলাদিমাম্॥ ৯৩।
ইত্যুক্ত্বা যুগপৎ সর্ব্বেঽক্ষুব্ধাস্তোয়ধয়ো যথা।
সম্বর্ত্তকালমাসাদ্য প্লাবিতুং জগতীমিমাম্॥ ৯৪।
রণতূর্য্যনিনাদশ্চ সমুত্তস্থৌ সমন্ততঃ।
রোমাঞ্চিতা যচ্ছ্রবণাৎ কাতরা অপ্যকাতরাঃ॥ ৯৫।
ততো দেবা ভয়ত্রস্তাশ্চকম্পে চ বসুন্ধরা।
ক্ষুব্ধা অম্বুধয়ঃ সর্ব্বে পেতুর্নক্ষত্রমালিকাঃ॥ ৯৬।
রোদসীমণ্ডলং ব্যাপ্তং তেন তূর্য্যরবেণ বৈ।
ততো ভগবতী দেবী স্বশরীরসমুদ্ভবাঃ॥ ৯৭।

ও নাগগনের মধ্যে কে তোমার প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা না করে? ৮৮—৯২॥ হে রাজন্! সুরাসুর খেচর প্রভৃতি সকলেই তোমার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করে, এক্ষণে তুমি আমাদিগের পৌরুষ দর্শন কর, আমরা সেই রমণীকে ক্ষণমাত্রেই ধৃত করিয়া আনায়ন করিতেছি ॥৯৩॥ এই কথা বলিয়া সংক্ষোভিত জলনিধি যেমন প্রলয়কালে জগৎ প্লাবিত করিবার নিমিত্ত উচ্ছলিত হয়, সেইরূপে সেই দৈত্যগণ যুগপৎ রণোন্মত্ত হইয়া উঠিল॥ ৯৪॥ তাহাদিগের ভীষণ রণতূর্য্য-নিনাদ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তচ্ছ্রবণে অক্ষুব্ধ-চিত্ত লোকেরাও রোমাঞ্চিত কলেবরে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥৯৫॥ দেবগণ ভয়ে অভিভূত হইলেন। বসুন্ধরা ভয়ে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। অম্বুনিধি-সকল সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল, নক্ষত্র-মালা নিপতিত হইতে লাগিল। ৯৬॥ সেই তূর্য্যনিনাদে গগণপথ পরিপূরিত হওয়াতে ভগবতীদেবী স্বীয় শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ শতসহস্র শক্তি উৎপাদন করিলেন। সেই সকল

শক্তীরুৎপাদয়ামাস শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তাভিঃ শক্তিভিরেতেষাং বলিনান্দিতিজন্মনাম্।
প্রত্যেকং পরিতোরুদ্ধ উদ্বেলঃ সৈন্যসাগরঃ॥ ৯৮।
শস্ত্রাস্ত্রাণি মহাদৈত্যৈর্যান্যুৎসৃষ্টানি সঙ্গরে।
তাভিঃ শক্তিভিরুগ্রাণি তৃণীকৃত্যোজ্ঝিতান্যরং॥ ৯৯।
ততোঽতিকোপপূর্ণাস্তে জম্ভমুখ্যাঃ সুরারয়ঃ।
অসিচক্রভুশুণ্ডীভির্গদামুদ্গরতোমরৈঃ॥ ১০০।
ভিণ্ডিপালৈশ্চ পরিঘৈঃ কুন্তৈঃ শল্যৈশ্চ শক্তিভিঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রৈঃ ক্ষুরপ্রৈশ্চ নারাচৈশ্চ শিলীমুখৈঃ॥ ১০১।
মহাভল্লৈঃ পরশুভির্ভিদুরৈর্ম্মর্মভেদিভিঃ।
বৃক্ষোপলমহাবর্ষৈর্ববৃষুর্জ্জলদা ইব॥ ১০২।
অথ সা বিন্ধ্যনিলয়া মহামায়া মহেশ্বরী।
আদায়োদ্দণ্ডকোদণ্ডং বায়ব্যাস্ত্রেণ হেলয়া॥ ১০৩।
দৈত্যাস্ত্রশস্ত্রজালানি পরিচিক্ষেপ দূরতঃ।
ততো মহাসুরো দুর্গো বীক্ষ্য সৈন্যং নিরায়ুধম্॥ ১০৪।

দেবিশক্তি সেই মহাবল দিতি-সুতগণের-উদ্বেল সৈন্যসাগরের চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ করিল। দৈত্যগণ সমরস্থলে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল, শক্তিগণ তাহা তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া নিমেষমধ্যেই ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। ৯৭—৯৯॥ জম্ভ-প্রমুখ মহাবল অসুরেরা তর্দ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, অসি, চক্র, গদা, মুদ্গর, ভুশণ্ডী, তোমর, ভিন্দীপাল, পরিঘ, প্রাস, শল্য, শক্তি, অর্দ্ধচন্দ্র, ক্ষুরপ্র, নারাচ, শিলীমুখ, মহাভল্ল, পরশু, ও বজ্র প্রভৃতি মর্ম্মভেদী অস্ত্র এবং বৃক্ষ, প্রস্তর ও পর্ব্বত সমূহ চতুর্দ্দিক হইতে বারিধরের বারিধারার ন্যায় বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ১০০—১০২॥ অনন্তর সেই বিন্ধ্যবাসিনী মহামায়া মহেশ্বরী দেবী উর্দ্ধীকৃত কোদণ্ডে বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিয়া, অবলীলাক্রমে দৈত্য-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রজাল দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর মহা-

জ্বলন্তীং শক্তিমাদায় তাং দেবীং প্রতি সোঽক্ষিপৎ।
তান্তু শক্তিং সমায়ান্তীং মহাবেগবতীং রণে।
নিজচাপ বিনির্মুক্তৈর্বাণৈশ্চূর্ণী চকার সা॥ ১০৫।
ভগ্নাং শক্তিং সমালোক্য ততো দুর্গো মহাসুরঃ।
চক্রঞ্চ প্রেষয়ামাস দৈত্যচক্রাতি হর্ষদম্॥ ১০৬।
তচ্চ দেব্যা শরশতৈরস্তরৈর্বাণবৎ কৃতম্।
ততঃ শার্ঙ্গং সমাদায় ধনুঃ শক্রধনুর্যথা॥ ১০৭।
হৃদি বিব্যাধ বাণেন তাং দেবীমমরার্দ্দনঃ॥ ১০৮।
স চ বাণস্তয়া দেব্যা নিজবাণৈর্মহাজবৈঃ।
নিবারিতোঽপি বেগেন তাং দেবীমভ্যগান্ মুনে॥ ১০৯।
ততঃ কোদণ্ডদণ্ডেন আশুগেন তমাশুগম্।
হত্বা নিবারয়ামাস কালদণ্ডমিবাপরম্॥ ১১০।

বল দুর্গাসুর নিজ সৈন্যগণকে নিরায়ুধ দর্শন করিয়া সেই দেবীর প্রতি সক্রোধে জ্বলদগ্নিবৎ একটি শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাদেবী সেই প্রজ্জ্বলিত শক্তিকে মহাবেগে রণস্থলে আগমন করিতে দেখিয়া নিজ চাপ বিনির্ম্মুক্ত তীক্ষ্ণাস্ত্রে তাহা চূর্ণীকৃত করিলেন॥ ১০৩—১০৫॥ শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া মহাবাহু দুর্গাসুর পুনরায় মহাকোপে চক্র নিক্ষেপ করিল। সেই চক্র বর্ষণ দর্শনে দৈত্যগণ পরম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল॥ ১০৬॥ দেবী শত-শরনিক্ষেপে সম্যক্‌প্রকারে সেই চক্র ও তিলপ্রমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন॥১০৭॥ অতঃপর সেই দৈত্য ইন্দ্রধনুঃ সদৃশ শার্ঙ্গধনুগ্রহণ পূর্ব্বক, মহাদেবীর হৃদয় বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিল॥ ১০৮॥ হে মুনে! মহাদেবী সেই দৈত্যশর নিবারণ করিবার নিমিত্ত বায়ুবেগগামী শরজাল বর্ষণ করিলেন, তথাপি সেই বাণ অপ্রতিহত হইয়া, মহাবেগে তদভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল॥ ১০৯॥ দেবী তদ্দর্শনে পুনরায় শরাসনে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া,

তস্মিন্ বিমুখতাং যাতে মার্গণে দুর্গমাসুরঃ।
ক্রুদ্ধঃ শূলং সমাদায় সম্বর্ত্তানলসুপ্রভম্ ॥ ১১১।
মহাবেগেন চিক্ষেপ তাং দেবীমভিদৈত্যপঃ।
পরাপতচ্চ তচ্ছূলং নিজশূলেন চণ্ডিকা ॥ ১১২।
অন্তরৈব প্রচিচ্ছেদ সহ দৈত্যজয়াশয়া।
তস্মিন্নপি মহাশূলে দেবী শূলাবহেলিতে ॥ ১১৩।
গদামাদায় দৈত্যেন্দ্রঃ সহসাভিপপাত হ।
আজঘান চ তাং দেবীং ভুজমূলে মহাবলঃ ॥ ১১৪।
সাঽপি দেবীভুজং প্রাপ্য গিরীন্দ্রশিখরাকৃতিঃ।
গদাশু পরিপুস্ফোট শতধা চ সহস্রধা ॥ ১১৫।
তদা দেব্যা স দৈত্যেন্দ্রো বামপাদতলেন হি।
আতাড়িতঃ পপাতোর্ব্যাং হৃদি গাঢ়ং প্রপীড়িতঃ ॥১১৬।
তৎক্ষণাদেব দৈত্যেন্দ্রঃ পতিত্বা পুনরুত্থিতঃ।
বভূব সহসা দৃশ্যো দীপো বাতহতো যথা ॥ ১১৭।

অসুরের সেই কালদণ্ডসম মহাস্ত্র ছেদন করিলেন ॥ ১১০ ॥ বাণ ব্যর্থ দর্শনে দুর্গাসুর মহাক্রোধে অধীর হইয়া, প্রলয়-কালানল-সন্নিভ এক শূল গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবী চণ্ডিকা সেই শূল সমাগত দেখিয়া নিজ শূল দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন ॥ ১১১—১১৩ ॥ মহাদেবীর মহাশূলে দৈত্যশূল বিচ্ছিন্ন হইলে সেই দৈত্যেন্দ্র এক গদা গ্রহণপূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া, সহসা দেবীর বাহুমূলে আঘাত করিল। ১১৪ ॥ সেই গিরি-শিখরসদৃশ গদা ভগবতীর ভুজস্পর্শে শতধা সহস্রধা বিচূর্ণিত হইয়া গেল ॥ ১১৫ ॥ দেবী সেই সময়ে তাহার বক্ষঃস্থলে বাম পদাঘাত করিলেন। দুরাচার দৈত্য সেই আঘাতে প্রপীড়িত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। অনন্তর তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থিত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ যেন বাতাহত দীপের ন্যায় সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

তা বজ্জগজ্জনন্যা তাঃ প্রেরিতা নিজশক্তয়ঃ।
বিচেরুর্দৈত্যসৈন্যেষু সম্বর্ত্তে মৃত্যুসৈন্যবৎ॥ ১১৮।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দুর্গপরাক্রমো
নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

হে অগস্ত্য! দেবী জগজ্জননীর আদেশে তাঁহার শক্তিগণ তৎকালে দৈত্য সৈন্য মধ্যে প্রলয়কালীন মৃত্যু-সৈন্যবৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ১১৮।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দুর্গপরাক্রম নাম
একসপ্ততিতম অধ্যায়।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দ স্কন্দ সর্ব্বজ্ঞনন্দন।
কাঃ কাস্তু শক্তয়স্তা বৈ তাসাং নামানি মে বদ ॥ ১

স্কন্দ উবাচ।

তাসাং পরমশক্তীনামুমাবয়বসম্ভুবাম্।
আখ্যাম্যাখ্যাং শৃণু মুনে কুম্ভসম্ভব তত্ত্বতঃ ॥ ২।
ত্রৈলোক্যবিজয়াধারা ক্ষমা ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
ত্রিপুরা ত্রিজগন্মাতা ভীমা ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৩।
কামাখ্যা কমলাক্ষী চ ধৃতিস্ত্রিপুরতাপনী।
জয়া জয়ন্তী বিজয়া জলদা চাপরাজিতা ॥ ৪।
শঙ্খিনী গজবক্ত্রা চ মহিষঘ্নী রণপ্রিয়া।
শুভানন্দা কোটরাক্ষী বিদ্যুজ্জিহ্বা শিবারবা ॥ ৫।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দবর্দ্ধন! হে সর্ব্বজ্ঞনন্দন! যে সকল শক্তি দৈত্যসেনা মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের কি কি নাম, হে স্কন্দদেব! তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ১ ॥ স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! সেই সকল উমাবয়ব-সম্ভবা শক্তিগণের আখ্যা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥২॥ ত্রৈলোক্যবিজয়াধারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগন্মাতা, ভীমা, ত্রিপুরভৈরবী, কামাখ্যা, কমলাক্ষী,

ত্রিনেত্রা চ ত্রিবক্ত্রা চ ত্রিপদা সর্ব্বমঙ্গলা ।
হুঙ্কারহেতিস্তালেশী সর্পাস্যা সর্ব্বসুন্দরী ॥ ৬ ।
সিদ্ধির্বুদ্ধিঃ স্বধা স্বাহা মহানিদ্রা শরাসনা ।
পাশপাণিঃ খরমুখী বজ্রতারা ষড়াননা ॥ ৭ ।
ময়ূরবদনা কাকী শুকী ভাসী গরুত্মতী ।
পদ্মাবতী পদ্মকেশী পদ্মাস্যা পদ্মবাসিনী ॥ ৮ ।
অক্ষরা ত্র্যক্ষরা তন্তুঃ প্রণবেশী স্বরাত্মিকা ।
ত্রিবর্গা গর্ব্বরহিতা অজপা জপহারিণী ॥ ৯ ।
জপসিদ্ধিস্তপঃসিদ্ধির্য্যোগসিদ্ধিঃ পরামৃতা ।
মৈত্রীকৃন্মিত্রনেত্রা চ রক্ষোঘ্নী দৈত্যতাপনী ॥ ১০ ।
স্তম্ভনী মোহনী মায়া বহুমায়া বলোৎকটা ।
উচ্চাটনী মহোল্কাস্যা দনুজেন্দ্রক্ষয়ঙ্করী ॥ ১১ ।
ক্ষেমঙ্করী সিদ্ধিকরী ছিন্নমস্তা শুভাননা ।
শাকম্ভরী মোক্ষলক্ষ্মীস্ত্রিবর্গফলদায়িনী ॥ ১২ ।

স্তুতি, ত্রিপুরতাপিনী, জয়া, জয়ন্তী, বিজয়া, জলদা, অপরাজিতা, সখিনী, গজবক্ত্রা, মহিষঘ্নী, রণপ্রিয়া, শুভানন্দা, কোটরাক্ষী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, শিবারবা, ত্রিনেত্রা, ত্রিবক্ত্রা, ত্রিপদা, সর্ব্বমঙ্গলা, হুঙ্কারহেতী, তালেশী, সর্পাস্যা, সর্ব্বসুন্দরী, সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, খরমুখী, বজ্রতারা, ষড়াননা, ময়ূরবদনা, কাকী, শুকী, ভাসী, গরুত্মতী, পদ্মাবতী, পদ্মকেশী, পদ্মাস্যা, পদ্মবাসিনী, অক্ষরা, ত্র্যক্ষরা, তন্তু, প্রণবেশী, স্বরাত্মকা, ত্রিবর্গা, গর্ব্বরোহিতা, অজপা, জপহারিণী, জপসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি, যোগসিদ্ধি, পরামৃতা, মৈত্রী, মৈত্রীকারিণী, মিত্রনেত্রা, রক্ষঘ্নী, দৈত্যতাপনী, স্তম্ভনী, মোহিনী, মায়া, বহুমায়া, বলোৎকটা, উচ্চাটনী, মহোল্কাস্যা, দনুজনাশিনী ক্ষেমঙ্করী, সিদ্ধিকরী, ছিন্নমস্তা, শুভাননা, শাকম্ভরী, মোক্ষলক্ষ্মী, ত্রিবর্গদায়িনী, বার্ত্তালী, জঙ্গলী, ক্রিয়া, অম্বারূঢ়া,

বার্ত্তালী জম্ভলী ক্লিন্না অশ্বারূঢ়া সুরেশ্বরী।
জ্বালামুখী প্রভৃতয়ো নবকোট্যো মহাবলাঃ ॥ ১৩।
বলানি বলিনাং তাভির্দানবানাং স্বলীলয়া।
সংক্ষিপ্তানি জগন্তীব প্রলয়ানলহেতিভিঃ ॥ ১৪।
তাবৎ স দুর্গো দৈত্যেন্দ্রঃ পয়োদান্তরতো বলী।
চকার করকাবৃষ্টিং বাত্যা বেগবতীং বহু ॥ ১৫।
ততো ভগবতী দেবী শোষণাস্ত্রপ্রয়োগতঃ।
বৃষ্টিং নিবারয়ামাস বর্ষোপলময়ীং ক্ষণাৎ ॥ ১৬।
যোষিন্ মনোরথবতী ষণ্ডং প্রাপ্য যথাফলা।
সা দৈত্যকরকাবৃষ্টির্দেবীং প্রাপ্য তথাভবৎ ॥ ১৭।
অথ দৈতেয়রাজেন বাহুসঙ্কর্ষকোপতঃ।
উৎপাট্য শৈলশিখরং পরিক্ষিপ্তং নভোঽঙ্গণাৎ ॥ ১৮।
অদ্রেঃ শৃঙ্গং সুবিস্তীর্ণমাপতৎপরিবীক্ষ্য সা।
শতকোটিপ্রহারেণ কোটিশঃ শকলম্ব্যধাৎ ॥ ১৯।

সুরেশ্বরী ও জ্বালামুখী প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্তা নবকোটি শক্তি ॥ ৩—১৩॥ প্রলয়কালীন কালানলশিখা যেমন জগৎ বিধ্বংশিত করে, মহাদেবীর সেই শক্তিগণ অবলীলাক্রমে তদ্রূপ মহাবল দৈত্যবলের সমস্ত বল ক্ষয় করিলেন। ১৪॥ তৎকালে মায়াবী দুর্গাসুর, মেঘের অন্তরাল হইতে বাত্যাবেগে মুষলধারে করকাবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ মহাদেবী তৎক্ষণাৎ শোষণাস্ত্র সন্ধান করিয়া নিমেষমাত্রেই সেই শিলাবৃষ্টি নিবারণ করিলেন ॥ ১৬ ॥ ক্লীবের নিকটে বিলাসিনী রমণীর মনোরথ যেমন বিফল হয়, মহাদেবী প্রভাবে দুর্গাসুরের শিলাবৃষ্টি সেইরূপ নিষ্ফল হইয়া গেল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর দৈত্যরাজ ক্রোধে বাহ্বাস্ফোটন করিতে করিতে এক শৈল-শিখর উৎপাটন পূর্ব্বক গগনাঙ্গন হইতে নিক্ষেপ করিল ॥ ১৮ ॥ সেই সুবিস্তীর্ণ শৈল-শৃঙ্গ পতিত হইতেছে দেখিয়া দেবী ভগবতী শতকোটী বাণে তাহা কোটি কোটি খণ্ডে বিচ্ছিন্ন

আন্দোল্য মৌলিমসকৃৎ কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্।
গজীভূয়াভিদুদ্রাব তাং দেবীং সমরেঽসুরঃ ॥ ২০ ।
শৈলাকারং তমায়ান্তং দৃষ্ট্বা ভগবতী গজম্।
বদ্ধ্বা পাশেন জবতঃ খড়্গেন করমচ্ছিনৎ ॥ ২১ ।
ততোঽত্যন্তং স চীৎকৃত্য দেব্যা কৃত্তকরঃ করী।
অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্য মাহিষং বপুরাদদে ॥ ২২ ।
অচলাং সচলাং সর্ব্বাং স চক্রে খুরঘাততঃ।
শিলোচ্চয়াংশ্চ বহুশঃ শৃঙ্গাভ্যাং সোঽক্ষিপদ্বলী ॥ ২৩
নিশ্বাসবাতনিহতাঃ পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাদ্রুমাঃ।
উদ্বেলিতাঃ সমভবন্ সপ্তাপি জলরাশয়ঃ ॥ ২৪ ।
মহামহিষরূপেণ তেন ত্রৈলোক্যমণ্ডপঃ।
আন্দোলিতোঽতিবলিনা যুগান্তে বাত্যয়া যথা ॥ ২৫ ।

করিলেন ॥ ১৯ ॥ কামচারি সুরারি তদ্দর্শনে কুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে করিরূপ ধারণ পূর্ব্বক দেবীর প্রতি ধাবমান হইল ॥ ২০ ॥ পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল সেই দন্তাবলকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া মহাদেবী তৎক্ষণাৎ পাশবদ্ধ করত তাহার শুণ্ড ছেদন করিলেন ॥ ২১ ॥ দেবীর অস্ত্রে বিচ্ছিন্নকর সেই করিবর স্বীয় মায়া বিফল হইল ভাবিয়া, ভীষণ চিৎকার পূর্ব্বক বৃহৎ একটা মহিষের রূপ ধারণ করিল ॥ ২২ ॥ তাহার খুরপ্রহারের খন খন শব্দে ক্ষৌণিমণ্ডল প্রকম্পিত এবং তাহার বিশাল বিষাণের আস্ফালনে পর্ব্বত সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া দিগ্দিগন্তে প্রক্ষিপ্ত ~~হইয়া~~ছিল ॥ ২৩ ॥ তদীয় শ্বাসপ্রশ্বাস বায়ুতে বৃহৎ বৃহদ্বৃক্ষ সকল সমূলে সমুৎপাটিত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছিল ও সপ্তসাগর বেলাতিক্রম পূর্ব্বক সমুচ্ছোলিত হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥ কল্পান্তে প্রবল রূপে সর্ব্বদা বহমান সদাগতির ন্যায় সেই দুর্দ্দান্ত দানব মহিষ রূপে অনায়াসে ভুবন ত্রয়কে আন্দোলিত

ব্রহ্মাণ্ডমপ্যকাণ্ডেন তদ্ভয়েন সমাকুলম্।
দৃষ্ট্বা ভগবতী ক্রুদ্ধা ত্রিশূলেন জঘান তম্ ॥ ২৬।
ত্রিশূলঘাতবিভ্রান্তঃ পতিত্বা পুনরুত্থিতঃ।
তত্যাজ মাহিষং বেশমভূদ্বাহুসহস্রভৃৎ ॥ ২৭।
স দুর্গো নিতরাং দুর্গো বিবভৌ সমরাজিরে।
আয়ুধানাং সহস্রাণি বিভ্রৎকালান্তকোপমঃ ॥ ২৮।
অথ তূর্ণং স দৈত্যেন্দ্রস্তাং দেবীং রণকোবিদাম্।
মহাবলঃ প্রগৃহ্যাশু নীতবান্ গগনাঙ্গণম্ ॥ ২৯।
ততো নভোঙ্গণাদ্দূরাৎ ক্ষিপ্ত্বা স জগদম্বিকাম্।
ক্ষণাৎ কলম্বজালেন ছাদয়ামাস বেগবান্ ॥ ৩০।
অথান্তরীক্ষগা দেবী তস্য মার্গণমধ্যগা।
বিদ্যুন্মালেব বিবভৌ মহাভ্রপটলীবৃতা ॥ ৩১।

করিয়াছিল ॥ ২৫ ॥ অকালে যেন প্রলয় উপস্থিত হইল, তদ্দর্শনে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আকাণ্ড ভঙ্গুর প্রায় হইয়াছিল। ইত্যবসরে ক্রোধভরে লোহিত নয়না হরললনা দুর্দ্ধর্ষ সেই দানবের বিনাশার্থ তাহার প্রতি শূল নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রলয়াগ্নি সদৃশ ত্রিশূল জ্যোতিতে বিলুপ্ত দৃষ্টি হইয়া বিভ্রান্ত-চিত্তে সেই দুর্দ্দান্ত দানব রণশায়ী হইয়াছিল। পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া মহিষ-রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক সহস্র বাহু ধারণ পূর্ব্বক ভীষণাকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ সেই দুর্গাসুর তৎকালে সহস্র আয়ুধে সুসজ্জিত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া সমর বিজয়ী হইয়া উঠিল ॥ ২৮ ॥ মহাসুর, মহাবল পরাক্রান্ত মহাপাপরত সেই মহাসুর রণকোবিদা মহা-দেবীকে দ্রুতগতি আক্রমণ পূর্ব্বক আশু গগণপথে প্রস্থান করিল ॥ ২৯ ॥ তৎক্ষণাৎ গগণাঙ্গনের অত্যুচ্চ প্রদেশ হইতে দেবী জগদম্বিকাকে নিক্ষেপ করিয়া সেই দুরাত্মা শরজাল বর্ষণে ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল ॥ ৩০ ॥ মহাদেবী তন্নিক্ষিপ্ত শরজাল মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া অন্ত-

তং বিধূয় শরব্রাতং নিজেষুনিকরৈররলম্।
মহেষুণাথ বিব্যাধ সা তং দৈত্যজনেশ্বরম্ ॥ ৩২।
হৃদি বিদ্ধস্তয়া দেব্যা স চ তেন মহেষুণা।
ব্যাঘূর্ণমাননয়নঃ ক্ষিতিমাপাতিবিহ্বলঃ ॥ ৩৩।
মহারুধিরধারাভিঃ স্রবন্তীশ্চ প্রবর্ত্তয়ন্।
তস্মিন্ নিপতিতে দুর্গে মহাদুর্গপরাক্রমে ॥ ৩৪।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃপ্রহৃষ্টানি জগন্তিচ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাগ্নী তেজো নিজমবাপতুঃ ॥ ৩৫।
পুষ্পবৃষ্টিং প্রকুর্ব্বন্তঃ প্রাপ্য দেবা মহর্ষিভিঃ।
তুষ্টুবুশ্চ মহাদেবীং মহাস্তুতিভিরাদরাৎ ॥ ৩৬।

দেবা ঊচুঃ।

নমো দেবি জগদ্ধাত্রি জগত্ত্রয়মহারণে।
মহেশ্বরমহাশক্তে দৈত্যদ্রুমকুঠারিকে ॥ ৩৭।

রীক্ষ পথে যেন জলদপটলাবৃত বিদ্যুন্মালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ তিনিও শরাসার বিধূনন পূর্ব্বক শরনিকরে দৈত্যশর নিরাকরণ পূর্ব্বক স্বকীয় মহাস্ত্র দ্বারা সেই দুরাচার দানবকে প্রবিদ্ধ করিলেন ॥ ৩২ ॥ দেবীনির্ম্মিপ্ত শরে বিদ্ধ হৃদয় হইয়া সেই দৈত্য বিঘূর্ণিত নয়নে বিহ্বল-চিত্তে আকাশ হইতে ভূমে নিপতিত হইল। তাহার কলেবরে মহারুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৩৩। ৩৪ ॥ এইরূপে সেই মহাবল পরাক্রম দুর্গাসুর নিপতিত হইলে আকাশে দেব-দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, সমস্ত জগৎ আনন্দ প্রফুল্ল হইল এবং চন্দ্র সূর্য্য ও হুতাশন স্ব স্ব তেজ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ দেবগণ এবং মহর্ষিগণ স্ব স্ব পদ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দেবীর অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভক্তিভাবে তাঁহাকে এইরূপে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ হে দেবি! হে জগদ্ধাত্রি! হে ত্রিজগৎ-প্রসবিনি! তুমি মহেশ্বরের মহাশক্তি স্বরূপিণী। হে দানবদলনি!

ত্রৈলোক্যব্যাপিনি শিবে শঙ্খচক্রগদাধরি।
স্বশার্ঙ্গ ব্যগ্রহস্তাগ্রে নমো বিষ্ণুস্বরূপিণি ॥ ৩৮ ।
হংসযানে নমস্তুভ্যং সর্ব্বসৃষ্টিবিধায়িনি।
প্রাচাং বাচাং জন্মভূমে চতুরাননরূপিণি ॥ ৩৯ ।
ত্বমৈন্দ্রী ত্বঞ্চ কৌবেরী বায়বী ত্বং ত্বমম্বুপা।
ত্বং যামী নৈঋ‌র্তী ত্বঞ্চ ত্বমৈশী ত্বঞ্চ পাবকী ॥ ৪০ ।
শশাঙ্ককৌমুদী ত্বঞ্চ সৌরী শক্তিস্ত্বমেব চ।
সর্ব্বদেবময়ী শক্তিস্ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৪১ ।
ত্বং গৌরী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ত্বং গায়ত্রী সরস্বতী ॥ ৪২ ।
প্রকৃতিস্ত্বং মতিস্ত্বঞ্চ ত্বমহঙ্কৃতিরূপিণী।
চেতঃস্বরূপিণী ত্বং বৈ ত্বং সর্ব্বেন্দ্রিয়রূপিণী ॥ ৪৩ ।
পঞ্চতন্মাত্ররূপা ত্বং মহাভূতাত্মিকেম্বিকে।
শব্দাদিরূপিণী ত্বং বৈ করণানুগ্রহা ত্বমু ॥ ৪৪ ।

তুমি দানবরূপ মহাদ্রুমের কুঠারস্বরূপিণী, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥ হে শিবে! হে ত্রৈলোক্যব্যাপিণী! হে শঙ্খচক্রগদাধারিণি! হে সার্ঙ্গপাণি! হে বিষ্ণুস্বরূপিণী! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৮ ॥ হে হংসবাহিনি! হে সর্ব্ব-, সৃষ্টি-বিধায়িণী! হে বেদপ্রসবিনি! হে ব্রহ্মস্বরূপিণী! তোমাকে নমস্কার। ॥ ৩৯ ॥ হে মহামায়ে! তুমি ঐন্দ্রী, তুমি কৌবেরী, তুমি বায়বী, তুমি বারুণী, তুমি যামী, তুমি নৈঋ‌তী, তুমি ঈশানী, এবং তুমিই পাবকী ॥ ৪০ ॥ তুমি শশাঙ্ক-কৌমুদী, তুমি সৌরী-শক্তি, তুমি সর্ব্বদেবময়ী তুমি পরমেশ্বরী ॥ ৪১ ॥ তুমি গৌরী, তুমি সাবিত্রী, তুমি গায়ত্রী, তুমি সরস্বতী, তুমি প্রকৃতি, তুমি মতি, তুমি অহংস্বরূপিণী, তুমি চৈতন্যরূপিণী, তুমি সর্ব্বেন্দ্রিয়-স্বরূপিণী ॥ ৪৩ ॥

হে মহাভূতাত্মিকে! হে অম্বিকে! তুমি পঞ্চতন্মাত্ররূপিণী, তুমি শব্দাদিস্বরূপিণী এবং তুমি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! ৪৪ ॥ হে দেবি!

ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী ত্বং দেবি ব্রহ্মাণ্ডান্তস্ত্বমেব হি ।
ত্বং পরাসি মহাদেবি ত্বঞ্চ দেবি পরাপরা ॥ ৪৫ ।
পরাপরাণাং পরমাপরমাত্মস্বরূপিণী ।
সর্ব্বরূপা ত্বমীশানি ত্বমরূপাসি সর্ব্বগে ॥ ৪৬ ।
ত্বং চিচ্ছক্তির্মহামায়ে ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধামৃতে ।
বষট্ বৌষট্ স্বরূপাসি ত্বমেব প্রণবাত্মিকা ॥ ৪৭ ।
সর্ব্বমন্ত্রময়ী ত্বং বৈ ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বংসমুদ্ভবাঃ ।
চতুর্ব্বর্গাত্মিকা ত্বং বৈ চতুর্ব্বর্গফলোদয়ে ॥ ৪৮ ।
ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং ত্বয়ি সর্ব্বং জগন্নিধে ।
যদ্দৃশ্যং যদদৃশ্যঞ্চ স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপতঃ ।
তত্র ত্বং শক্তিরূপেণ কিঞ্চিন্ন ত্বদৃতে ক্বচিৎ ॥ ৪৯ ।

মাতস্ত্বয়াদ্য বিনিহত্য মহাসুরেন্দ্রং
দুর্গং নিসর্গবিবুধার্পিতদৈত্যসৈন্যম্ ।
ত্রাতাঃ স্ম দেবি সততং নমতাং শরণ্যে
ত্বত্তোঽপরঃ ক ইহ যং শরণং ব্রজামঃ ॥ ৫০ ।

তুমি ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী, তুমি ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপিণী, তুমি ঈশ্বরী, হে মহাদেবি! তুমিই পরাৎপরা ॥ ৪৫ ॥ হে ঈশানী! তুমি পরমাপ্রকৃতি, তুমি পরমাত্মস্বরূপিণী, তুমি অরূপা, তুমি সর্ব্বরূপা ॥ ৪৬ ॥ হে মহামায়ে! তুমি চিদানন্দরূপিণী, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, হে অমৃতে! তুমি বষট্কার, তুমি বৌষট্, তুমি প্রণবাত্মিকা ॥ ৪৭ ॥ হে চতুর্বর্গপ্রদায়িনী! তুমিই চতুর্ব্বর্গস্বরূপিণী, তুমি সর্ব্বমন্ত্রময়ী, তোমা হইতে ব্রহ্মাদি উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ হে দেবি! তুমিই এই সমস্ত বিশ্বের আধার, তোমা হইতেই এই স্থূলসূক্ষ্ম স্বরূপ দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বিশ্বসংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত চরাচরে তুমিই শক্তিরূপিণী, তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ৪৯ ॥ হে মাতঃ! যে দুর্দ্দান্ত

লোকে ত এব ধনধান্যসমৃদ্ধিভাজস্তে
পুত্রপৌত্রসুকলত্রসুমিত্রবন্তঃ।
তেষাং যশঃ প্রসর চন্দ্রকরাবদাতং
বিশ্বং ভবেদ্ ভবসি যেষু সুদৃক্ত্বমীশে ॥ ৫১।
ত্বদ্ভক্তিচেতসি জনেন বিপত্তিলেশঃ
ক্লেশঃ ক্ব বানুভবতীনতিকৃৎসুপুজ্ক্ষু।
ত্বন্নামসংস্মৃতি জুষাং সকলামুষাং
ক্ব ভূয়ঃ পুনর্জনিরিহ ত্রিপুরারিপত্নি ॥ ৫২।
চিত্রং যদত্র সমরে স হি দুর্গদৈত্য-
স্ত্বদ্দৃষ্টিপাতমধিগম্য সুধানিধানম্।
মৃত্যোর্বশত্বমগমদ্বিদিতং ভবানি
দুষ্টোঽপি তেদৃশিগতঃ কুগতিং ন যাতি ॥ ৫৩।

দৈত্য বহুতর দৈত্যসৈন্যে পরিবৃত হইয়া স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাদিকে জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, অদ্য তুমি সেই দুষ্ট দুর্গাসুরকে নিহত করিয়া, আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলে। হে শরণাগতবৎসলে! এক্ষণে তুমি ভিন্ন আমরা আর কাহার শরণাপন্ন হইব? ৫০ ॥ হে পরমেশ্বরি! জগতে যাঁহার প্রতি তোমার শুভাদৃষ্টি হয়, সেই পুণ্যাত্মাই প্রচুর ধনধান্য পুত্র পৌত্র, সাধ্বী ভার্য্যা এবং উত্তম সুহৃদ্ লাভ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারে সেই পুণ্যাত্মাই শরচ্চন্দ্র দীধিতির ন্যায় বিমল যশোলাভ করেন ॥ ৫১ ॥ হে মহেশ্বরি! তোমার ভক্তগণের কিছুমাত্র বিপদ্‌লেশ থাকে না; তোমাকে যাহারা নমস্কার করে, তাহাদিগের সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হয়; এবং ভক্তিপূর্ব্বক যাহারা তোমার নাম জপ করে, তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ৫২ ॥ কি আশ্চর্য্য! তোমার সুধানিধান দৃষ্টিপাতে দুরাত্মা দুর্গাসুর মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল; তথাপি হে ভবানি! তোমার এতদূর মহিমা যে, নিতান্ত পাপিষ্ঠ হইলেও তোমার নেত্রপাতে সেই দুষ্ট দুর্গের আর দুর্গতি হইবে না ॥ ৫৩ ॥

ত্বচ্ছস্ত্রবহ্নিশলভত্বমিতা অপীহ দৈত্যাঃ
পতঙ্গরুচিমাপ্য দিবং ব্রজন্তি।
সন্তঃ খলেম্বপি ন দুষ্টধিয়ো যতঃ
স্যুঃ সাধুম্বিব প্রণয়িনঃ স্বপথং দিশন্তি ॥ ৫৪।
প্রাচ্যাং মৃড়ানি পরিপাহি সদা
নতান্নোয়াম্যামব প্রতিপদং বিপদো ভবানি।
প্রত্যগ্দিশি ত্রিপুরতাপনপত্নি রক্ষ ত্বং
পাহ্যুদীচি নিজভক্তজনান্ মহেশি ॥ ৫৫।
ব্রহ্মাণি রক্ষ সততং নতমৌলিদেশং
ত্বং বৈষ্ণবিপ্রতিকূলং পরিপালয়াধঃ।
রুদ্রাগ্নি নৈর্ঋতি সদাগতি দিক্ষু পান্তু
মৃত্যুঞ্জয়া ত্রিনয়না ত্রিপুরা ত্রিশক্ত্যঃ ॥ ৫৬।

হে দেবি! যাহারা সাধু, কদাচ তাঁহারা খলের প্রতিও দুষ্টভাব প্রকাশ করেন না। তাঁহারা সাধুর প্রতিও যেমন অনুরাগী, খলের প্রতিও তদ্রূপ অনুরাগী হইয়া সাধুপথ নির্দেশ করেন। অতএব হে নিস্তারিণি! পাপিষ্ঠ দৈত্যগণ তোমার অস্ত্রানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করে ॥ ৫৪ ॥ হে মৃড়ানি! আমরা তোমার ভক্ত, অতএব হে ভক্তবৎসলে! তুমি আমাদিগের পূর্ব্বদিক্ রক্ষা কর। হে ভবানি! তুমি আমাদিগের দক্ষিণদিক্ রক্ষা কর। হে ত্রিপুরারিমোহিণি! তুমি আমাদিগের উত্তরদিক রক্ষা কর, হে মহেশ্বরি! তুমি আমাদিগের পশ্চিমদিক্ রক্ষা কর। ৫৫ ॥ হে ব্রহ্মাণি! তুমি আমাদিগের উর্দ্ধভাগ রক্ষা কর, হে বৈষ্ণবি! তুমি আমাদিগের অধোভাগ রক্ষা কর। হে জগদীশ্বরি! তুমি মৃত্যুবিজয়িনীরূপে ঈশান কোন, ত্রিণয়না রূপে অগ্নিকোন, ত্রিপুরারূপে নৈঋত কোন এবং ত্রিশক্তিরূপে মরুৎ কোণ রক্ষা কর ॥ ৫৬ ॥ হে

পাতু ত্রিশূলমমলে তব মৌলিজন্নো
ভালস্থলং শশিকলাভৃদুমা ভ্রুবৌ চ।
নেত্রে ত্রিলোচনবধূর্গিরিজা চ নাসামোষ্ঠং
জয়া চ বিজয়াত্বধরপ্রদেশম্ ॥ ৫৭।
শ্রোত্রদ্বয়ং শ্রুতিরবা দশনাবলিং
শ্রীশ্চণ্ডী কপালযুগলং রসনাঞ্চ বাণী।
পায়াৎ সদৈব চিবুকং জয়মঙ্গলা নঃ
কাত্যায়নী বদনমণ্ডলমেব সর্ব্বম্ ॥ ৫৮।
কণ্ঠপ্রদেশমবতাদিহ নীলকণ্ঠীভূদার
শক্তিরনিশঞ্চ কৃকাটিকায়াম্।
কৌর্ম্ম্যং সদংশমনিশং ভুজদণ্ডমৈন্দ্রী
পদ্মা চ পাণিফলকং নতিকারিণাং নঃ ॥ ৫৯।
হস্তাঙ্গুলীঃ কমলজাবিরজা নখাংশ্চ
কক্ষান্তরং তরণিমণ্ডলগা তমোঘ্নী।
বক্ষস্থলং স্থলচরী হৃদয়ং ধরিত্রী
কুক্ষিদ্বয়ং ত্ববতু নঃ ক্ষণদাচরঘ্নী ॥ ৬০।

অমলে! তোমার ত্রিশূল আমাদিগের কেশ রক্ষা করুক। হে বিমলে! তুমি শশিমৌলিনী রূপে আমাদিগের ভালস্থল ও উমারূপে ভ্রূদ্বয় রক্ষা কর। তুমি ত্রিলোচনারূপে আমাদিগের নেত্র, গিরিজা রূপে নাশা, জয়ারূপে ওষ্ঠ এবং বিজয়ারূপে অধর রক্ষা কর ॥ ৫৭ ॥ হে সর্ব্বেশ্বরি! তুমি শ্রুতিরবা-রূপে আমাদিগের শ্রুতিযুগল রক্ষা কর। শ্রীরূপে দশনাবলী, চণ্ডীরূপে কপোলযুগল, বাণীরূপে রসনা, জয়মঙ্গলারূপে চিবুক এবং কাত্যায়নীরূপে বদনমণ্ডল রক্ষা কর ॥ ৫৮ ॥ হে বিশ্বেশ্বরি! তুমি নীলকণ্ঠীরূপে আমা-দিগের কণ্ঠদেশ রক্ষা কর। বারাহীরূপে কৃকাটীকা, কৌর্ম্মীরূপে স্কন্ধদেশ,

অব্যাৎ সদোদরদরীং জগদীশ্বরী নো
নাভিং নভোগতি রজাস্ত্বথ পৃষ্ঠদেশম্।
পায়াৎ কটিঞ্চ বিকটা পরমাস্ফিচৌ
নো গুহ্যং গুহারণিরপানমপায়হন্ত্রী॥ ৬১।
উরুদ্বয়ঞ্চ বিপুলা ললিতা চ জানুজঙ্ঘেঽ
জরাঽবতু কঠোরতরাত্র গুল্‌ফৌ।
পাদৌ রসাতলচরাঙ্গুলিদেশমুগ্রা
চান্দ্রীনখান্ পদতলং তলবাসিনী চ॥ ৬২।
গৃহং রক্ষ তু নো লক্ষ্মীঃ ক্ষেত্রং ক্ষেমকরী সদা।
পাতু পুত্রান্ প্রিয়করী পায়াদায়ুঃ সনাতনী॥ ৬৩।
যশঃ পাতু মহাদেবী ধর্ম্মং পাতু ধনুর্দ্ধরী।
কুলদেবী কুলং পাতু সদ্গতিং সদ্গতিপ্রদা॥ ৬৪।

ঐন্দ্রীরূপে ভুজদণ্ড, এবং পদ্মারূপে পাণিতল রক্ষা কর॥ ৫৯॥ তুমি নারায়ণীরূপে আমাদিগের হস্তাঙ্গুলি রক্ষা কর, বিবজারূপে নখরাজি, সূর্য্যমণ্ডলবাসিনী তমোঘ্নীরূপে কক্ষদেশ স্থলচরীরূপে বক্ষঃস্থল, ধরিত্রীরূপে স্তনদ্বয় এবং নিশাচরঘাতিনীরূপে আমাদিগের কুক্ষিদ্বয় রক্ষা কর। ৬০॥ হে মহাদেবি! তুমি জগদীশ্বরীরূপে সর্ব্বদা আমাদিগের জঠরকন্দর রক্ষা কর। নভোগতিরূপে নাভিদেশ, আদ্যাশক্তিরূপে পৃষ্ঠদেশ, বিকটারূপে কটিদেশ, পরমারূপে কটিপ্রোথ, গুহারণিরূপে শিশ্ন এবং বিপদ্‌নাশিনীরূপে গুহ্যদেশ রক্ষা কর॥ ৬১॥ হে দেবি! তুমি বিপুলারূপে উরুদ্বয়, ললিতারূপে জানু, অজরারূপে জঙ্ঘা কঠোররূপে গুল্‌ফদেশ, রসাতলচারিণীরূপে পাদদ্বয়, উগ্ররূপে পদাঙ্গুলি, চন্দ্রিকারূপে পদনখ এবং পাতালবাসিনী, রূপে আমাদিগের পদতল রক্ষা কর॥ ৬২॥ হে গৌরি! তুমি লক্ষ্মীরূপে আমাদিগের গৃহ, ক্ষেমঙ্করী রূপে ক্ষেত্র, কল্যানী রূপে এবং সনাতনী রূপে পরমায়ু রক্ষা কর॥ ৬৩॥ হে সর্ব্বাণি! তুমি মহাদেবী রূপে আমাদিগের যশ রক্ষা

রণে রাজকুলে দ্যূতে সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে।
গৃহে বনে জলাদৌ চ সর্ব্বাণী সর্ব্বতোঽবতু ॥ ৬৫।
ইতি স্তুত্বা জগদ্ধাত্রীং প্রণেমুশ্চ পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বে সবাসবা দেবাঃ সর্ষিগন্ধর্ব্বচারণাঃ ॥ ৬৬।
ততস্তুষ্টা জগন্মাতা তানাহ সুরসত্তমান্।
স্বাধিকারান্ সুরাঃ সর্ব্বে শাসন্তু প্রাগ্যথা যথা ॥ ৬৭।
বরমন্যং প্রদাস্যামি তচ্ছৃণ্বন্তু সুরোত্তমাঃ ॥ ৬৮।

দুর্গোবাচ।

যঃ স্তোষ্যতি তু মাং ভক্ত্যা নরঃ স্তুত্যানয়া শুচিঃ।
তস্যাহং নাশয়িষ্যামি বিপদশ্চ পদে পদে ॥ ৬৯।
এতৎ স্তোত্রস্য কবচং পরিধাস্যতি যো নরঃ।
তস্য ক্বচিৎ ভয়ং নাস্তি বজ্রপঞ্জরগস্য হি ॥ ৭০।

কর। ধর্ম্মধরীরূপে ধর্ম্ম, কুলদেবী রূপে কুল এবং সদ্গতিপ্রদায়িনী রূপে সদ্গতি বিধান কর ॥ ৬৪ ॥ হে সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি সর্ব্বাণীরূপে রণে, রাজকুলে, দ্যূতে, সংগ্রামে, শত্রুসঙ্কটে, গৃহে, বনে এবং জলে আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৬৫ ॥

হে অগস্ত্য! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, চারণ এবং ঋষিগণ এই রূপে জগদ্ধাত্রীর স্তব করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন ॥ ৬৬ ॥ দেবী জগজ্জননী তাঁহাদিগের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় যথাবিধানে স্ব স্ব অধিকার শাসন কর। হে দেবগণ! আমি তোমাদিগকে আর একটী বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬৭—৬৮ ॥ যে সমস্ত মানব শুচি হইয়া ভক্তিভাবে আমাকে এইরূপে স্তব করিবে, আমি পদে পদে তাহাদিগের বিপদ্ নাশ করিব ॥ ৬৯ ॥ যে ব্যক্তি এই স্তবকবচ অঙ্গে ধারণ করিবে, তাহার দেহ বজ্রতুল্য হইবে এবং তাহাদিগের কদাচ কোন ভয় থাকিবে না ॥ ৭০ ॥ আমি দুর্গমসমরে দুর্গাসুরকে নিধন করি-

অদ্যপ্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতি মেষ্যতি।
দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ ॥ ৭১।
যে মাং দুর্গাং শরণগা ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ।
দুর্গাস্তুতিরিয়ং পুণ্যা বজ্রপঞ্জরসংজ্ঞিকা ॥ ৭২।
অনয়াকবচঙ্কৃত্বা মা বিভেতু যমাদপি।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ শাকিনী ডাকিনী গণাঃ ॥ ৭৩।
ফোটিঙ্গা রাক্ষসাঃ ক্রূরা বিষসর্পাগ্নিদস্যবঃ।
বেতালাশ্চাপিকঙ্কালগ্রহা বালগ্রহা অপি ॥ ৭৪।
বাতপিত্তাদিজনিতাস্তথাচ বিষমজ্বরাঃ।
দূরাদেব পলায়ন্তে শ্রুত্বা স্তুতিমিমাং শুভাম্ ॥ ৭৫।
বজ্রপঞ্জরনাম্নৈতৎ স্তোত্রং দুর্গাপ্রশংসনম্।
এতৎ স্তোত্রকৃতত্রাণে বজ্রাদপি ভয়ং ন হি ॥ ৭৬।
অষ্টজপ্তেন চানেন যোঽভিমন্ত্র্য জলং পিবেৎ।
তস্যোদরগতাপীড়া ক্বাপি নো সম্ভবিষ্যতি ॥ ৭৭।
গর্ভপীড়া তু নো জাতু ভবিষ্যত্যভিমন্ত্রণাৎ।
বালানাং পরমাশান্তিরেতৎ স্তোত্রাম্বুপানতঃ ॥ ৭৮।

য়াছি, অতএব অদ্যাবধি আমার নাম দুর্গা বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে ॥ ৭১ ॥ হে সুরগণ! এই পবিত্র দুর্গাস্তুতির নাম বজ্রপঞ্জর। যাহারা দুর্গার শরনাগত হইবে, তাহাদিগের কদাচ দুর্গতি থাকিবে না ॥ ৭২ ॥ এই স্তবকবচ ধারণ করিলে যমভয় থাকিবে না। কবচের প্রভাবে ভূত, প্রেত, পিশাচ, শাকিনী, ডাকিনী, রাক্ষস, ক্রূর বিষধর সর্প, দস্যু, বেতাল, কঙ্কাল, গ্রহ, বালগ্রহ, বাতজ্বর, পিত্তজ্বর ও বিষমজ্বর প্রভৃতি দূর হইতে পলায়ন করিবে ॥ ৭৩—৭৫ ॥ এই বজ্রপঞ্জর স্তবকবচ ধারণ করিলে বজ্রের ভয় থাকিবে না ॥ ৭৬ ॥ অষ্টবার এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই মন্ত্রপূত জল পান করিলে কদাচ কাহারও উদর পীড়া উৎপন্ন হইবে না ॥ ৭৭ ॥ এই মন্ত্র

যত্র সান্নিধ্য মে তস্য স্তবস্যেহ ভবিষ্যতি।
এতাস্তু শক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বত্র সহিতা ময়া ॥ ৭৯।
রক্ষাং পরিকরিষ্যন্তি মদ্ভক্তানাং মমাজ্ঞয়া।
ইতি দত্ত্বা বরান্ দেবী দেবেভ্যোন্তর্হিতা তদা ॥ ৮০।
তেঽপি স্বর্গৌকসঃ সর্ব্বে স্বং স্বং স্বর্গং যযুর্মুদা।

স্কন্দ উবাচ।

ইত্থং দুর্গাভবন্নাম তস্যা দেব্যা মহামুনে।
কাশ্যাং সেব্যা যথা সা চ তচ্ছৃণুষ্ব বদামি তে ॥ ৮১।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং ভৌমবারে বিশেষতঃ।
সম্পূজ্যা সততং কাশ্যাং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ৮২।
নবরাত্রং প্রযত্নেন প্রত্যহং সা সমর্চ্চিতা।
নাশয়িষ্যতি বিঘ্নৌঘান্ সুমতিঞ্চ প্রদাস্যতি ॥ ৮৩।

জপ করিলে নারীগণের গর্ভপীড়া হইবে না এবং এই মন্ত্রপূত জল পান করিলে তাহাদিগের পরমাশান্তি লাভ হইবে ॥ ৭৮ ॥ যে স্থানে এই স্তবের সান্নিধ্য থাকিবে, আমার এই সকল শক্তিগণ সর্ব্বদা আমার সহিত সেই স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া আমার ভক্তগণকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিবে ॥ ৮০ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! দুর্গাসুরনাশিনী দুর্গা দেবগণকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন, দেবতারাও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে ভগবতীর নাম দুর্গা হইয়াছে। কাশীধামে যে প্রকারে তাঁহার সেবা করা উচিত, এক্ষণে তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮১ ॥ অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে, বিশেষতঃ মঙ্গল বাসরে কাশীক্ষেত্রে সতত দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করা উচিত ॥ ৮২ ॥ ক্রমাগত নবরাত্রি প্রযত্নসহকারে তাঁহার পূজা করিলে তিনি ভক্তের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ করিয়া সুমতি প্রদান করেন ॥ ৮৩ ॥ মহোপচারে

মহাপূজোপহারৈশ্চ মহাবলিনিবেদনৈঃ।
দাস্যত্যভীষ্টদা সিদ্ধিং দুর্গা কাশ্যাং ন সংশয়ঃ॥ ৮৪।
প্রতিসম্বৎসরং তস্যাঃ কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ।
শারদং নবরাত্রঞ্চ সকুটুম্বৈঃ শুভার্থিভিঃ॥ ৮৫।
যো ন সাম্বৎসরীং যাত্রাং দুর্গায়াঃ কুরুতে কুধীঃ।
কাশ্যাং বিঘ্নসহস্রাণি তস্য স্যুশ্চ পদে পদে॥ ৮৬।
দুর্গাকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বদুর্গার্ত্তিহারিণীম্।
দুর্গাং সম্পূজ্য বিধিবন্নবজন্মাঘমুৎসৃজেৎ॥ ৮৭।
সা দুর্গা শক্তিভিঃ সার্দ্ধং কাশীং রক্ষতি সর্ব্বতঃ।
তাঃ প্রযত্নেন সম্পূজ্যা কালরাত্রিমুখা নরৈঃ॥ ৮৮।
রক্ষন্তি ক্ষেত্রমেতদ্বৈ তথান্যা নবশক্তয়ঃ।
উপসর্গসহস্রেভ্যস্তাবৈ দিগ্দেবতাঃ ক্রমাৎ॥ ৮৯।
শতনেত্রা সহস্রাস্যা তথাযুতভুজা পরা।
অশ্বারূঢ়া গজাস্যা চ ত্বরিতা শববাহিনী॥ ৯০।

মহাবলি নিবেদন করিয়া কাশীতে দুর্গা পূজা করিলে তিনি নিশ্চয়ই অভীষ্ট-সিদ্ধি প্রদান করেন॥ ৮৪॥ প্রতিবৎসর শারদীয় নবরাত্রে ক্রমাগত দুর্গা-ক্ষেত্রে সাম্বৎসরিক যাত্রা করা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৮৫॥ যাহারা কাশীতে দুর্গাসমীপে বার্ষিকী যাত্রা না করে, সেই সকল মূঢ়মতির সহস্র সহস্র বিঘ্ন সমুপস্থিত হয়॥ ৮৬॥ দুর্গাকুণ্ডে স্নান করিয়া বিধিপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সর্ব্বদুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করিলে নবজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়॥ ৮৭॥ হে মুনিবর! কালরাত্রীপ্রমুখা শক্তিগণের সহিত সেই দুর্গা-দেবী সর্ব্বদা কাশীপুরীর চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৮৮॥ আরও শতনেত্রা, সহস্রাস্যা, অযুত-ভুজা, অশ্বারূঢ়া, গজবক্ত্রা, ত্বরিতা, শববাহিনী, বিশ্বা ও সৌভাগ্যগৌরী এই

বিশ্বা সৌভাগ্যগৌরী চ সৃষ্টাঃ প্রাচ্যাদি মধ্যতঃ।
এতা যত্নেন সম্পূজ্যাঃ ক্ষেত্ররক্ষণদেবতাঃ ॥ ৯১।
তথৈব ভৈরবাশ্চাষ্টৌ দিক্ষ্বষ্টাসু প্রতিষ্ঠিতাঃ।
রক্ষন্তি সততং কাশীং নির্ব্বাণশ্রীনিকেতনম্ ॥ ৯২।
রুরুশ্চণ্ডোঽসিতাঙ্গশ্চ কপালী ক্রোধনস্তথা।
উন্মত্তভৈরবস্তদ্বক্রমাৎ সংহারভীষণৌ ॥ ৯৩।
চতুঃষষ্টিস্তু বেতালা মহাভীষণমূর্ত্তয়ঃ।
রুণ্ডমুণ্ডস্রজঃ সর্ব্বে কর্ত্রী খর্পরপাণয়ঃ ॥ ৯৪।
শ্ববাহনা রক্তমুখা মহাদংষ্ট্রা মহাভুজাঃ।
নগ্না বিমুক্তকেশাশ্চ প্রমত্তা রুধিরাসবৈঃ ॥ ৯৫।
নানারূপধরাঃ সর্ব্বে নানাশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ।
তদাকারৈশ্চ তদ্রূপৈঃ কোটিশঃ পরিবারিতাঃ ॥ ৯৬।
বিদ্যুজ্জিহ্বো ললজ্জিহ্বঃ ক্রূরাস্যঃ ক্রূরলোচনঃ।
উগ্রো বিকটদংষ্ট্রশ্চ বক্রাস্যো বক্রনাসিকঃ ॥ ৯৭।

দিগধিষ্ঠাত্রী অপরা নবশক্তি পূর্ব্বাদি অষ্টদিগ্‌ভাগে ও মধ্যভাগে নিযুক্ত হইয়া সহস্র সহস্র উপসর্গ হইতে সর্ব্বদা কাশীক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। এই ক্ষেত্ররক্ষিণী দেবীগণকেও ভক্তিভাবে পূজা করা উচিত ॥ ৮৯—৯১॥ তদতিরিক্ত অষ্টভৈরব অষ্টদিগ্‌ভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বদা এই নির্ব্বাণ-লক্ষ্মীনিকেতন কাশীধাম রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের নাম রুরুভৈরব, চণ্ডভৈরব, সিতাঙ্গভৈরব, কপালীভৈরব, ক্রোধনভৈরব, উন্মত্তভৈরব, সংহারভৈরব এবং ভীষণভৈরব ॥ ৯২—৯৩॥ হে অগস্ত্য! ইহা ব্যতীত মুণ্ডমালাবিভূষিত, খড়্গখর্পরপাণি, কুক্কুবাসন রক্তমুখ, মহাদংষ্ট্র, মহাভুজ, বিবসন, মুক্তকেশ, রুধিরাসবপ্রমত্ত, নানারূপধারী এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী, চতুঃষষ্টি বেতাল আছেন। তাঁহারা তদাকারবিশিষ্ট কোটি কোটি অনুচরে পরিবেষ্টিত। সেই

জম্ভকো জৃম্ভণমুখো জ্বালানেত্রো বৃকোদরঃ।
গর্ত্তনেত্রো মহানেত্রস্তুচ্ছনেত্রোঽন্ত্রমণ্ডনঃ॥ ৯৮।
জ্বলৎকেশঃ কম্বুশিরাঃ খর্ব্বগ্রীবো মহাহনুঃ।
মহানাসো লম্বকর্ণঃ কর্ণপ্রাবরণো নসঃ॥ ৯৯।
ইত্যাদয়ো মুনে ক্ষেত্রং দুর্ব্বৃত্তরুধিরপ্রিয়াঃ।
ত্রাসয়ন্তো দুরাচারান্ রক্ষন্তি পরিতঃ সদা॥ ১০০।
ত্রৈলোক্যবিজয়াদ্যাশ্চ জ্বালামুখ্যন্তগাশ্চ যাঃ।
শক্তয়োঽত্র ময়াখ্যাতা মুনে কলশসম্ভব॥ ১০১।
তাঃ কাশীং পরিরক্ষন্তি চতুর্দ্দিক্ষূদ্যতায়ুধাঃ।
তাঃ সমর্চ্চ্যাঃ প্রযত্নেন মহাবিঘ্নপ্রশান্তয়ে॥ ১০২।
ভৈরবা রুরুমুখ্যাশ্চ মহাভয়নিবারকাঃ।
সম্পূজ্যাঃ সর্ব্বদা কাশ্যাং সর্ব্বসম্পত্তিহেতবঃ॥ ১০৩।
বিদ্যুজ্জিহ্বপ্রভৃতয়ো বেতালা উগ্ররূপিণঃ।
অত্যুগ্রানপি বিঘ্নৌঘান্ হরিষ্যন্ত্যর্চ্চিতা ইহ॥ ১০৪।

সকল অনুচরের বিদ্যুজ্জিহ্ব, ললজ্জিহ্ব, ক্রূরাস্য, ক্রূরলোচন, উগ্র, বিকটদংষ্ট্র, বক্রাস্য, বক্রনাসিক, জম্ভক, জৃম্ভনমুখ, জ্বালানেত্র, বৃকোদর, কোটরনেত্র, মহানেত্র, তুচ্ছনেত্র, মণ্ডন, জ্বলৎকেশ, কম্বুশির, খর্ব্বগ্রীব, মহাহনু, মহানাসিক, লম্বকর্ণ, কর্ণপ্রাবরণ এবং শকট প্রভৃতি অসংখ্য নাম॥ ৯৪—৯৯॥ হে মুনিবর! দুর্ব্বৃত্তগণের রুধিরপ্রিয় সেই সকল বেতালচর কাশীস্থ দুরাচারগণের ত্রাস উৎপাদনপূর্ব্বক সর্ব্বদা ক্ষেত্রের সর্ব্বদিক রক্ষা করিতেছে॥ ১০০॥ হে কলসোদ্ভব! হে মুনে! আমি তোমার নিকট ত্রৈলোক্য-বিজয়াদি জ্বালামুখী পর্য্যন্ত যে সমস্ত শক্তির নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, তাঁহারা সর্ব্বদা উদ্যতায়ুধ হইয়া কাশীপুরী রক্ষা করিতেছেন। মহাবিঘ্ন উপশান্তির নিমিত্ত ভক্তিভাবে তাঁহাদিগের পূজা করা উচিত॥ ১০১। ১০২॥ হে কুম্ভযোনে! সর্ব্বসম্পৎ লাভের কামনায় সতত মহাভয় নিবারণ রুরুভৈরবাদি অষ্ট ভৈরবের

তথা ভূতাবলী চাত্র নানাভীষণরূপিণী।
উদায়ু ধাবন্তি পুরীং শতকোটিমিতা মুনে ॥ ১০৫।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীক্ষেত্রস্য পালয়িত্রী পদে পদে।
এতা বৈ দেবতাঃ পূজ্যাঃ কাশ্যাং নির্ব্বাণকাঙ্ক্ষিভিঃ॥১০৬
শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং নরো দুর্গজয়াভিধম্।
ননাশক্তিসমাযুক্তং দুর্গমাশুতরিষ্যতি ॥ ১০৭।
য এতে ভৈরবাঃ প্রোক্তা যে বেতালা উদাহৃতাঃ।
তেষাং নামানি চাকর্ণ্য নরো বিঘ্নৈর্ন দূয়তে ॥ ১০৮।
অদৃষ্টা অপি তে ভূতা এতদাখ্যান পাঠকম্।
রক্ষিষ্যন্তি প্রযত্নেন সহ শ্রোতৃজনেন চ ॥ ১০৯।
তস্মান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন কাশী ভক্তিপরৈর্নরৈঃ।
শ্রোতব্যমিদমাখ্যানং মহাবিঘ্ননিবারণম্ ॥ ১১০।

পূজা করা বিহিত ॥ ১০৩ ॥ বিদ্যুজ্জিহ্ব-প্রমুখ উগ্ররূপী বেতালগণের অর্চ্চনা করিলে অত্যুগ্র বিঘ্নরাশিও বিনষ্ট হয় ॥ ১০৪ ॥ হে মুনিবর! বিবিধ ভীষণ রূপধারী উদগত অস্ত্রপাণি শতকোটি পরিমিত ভূতগণ সর্ব্বদা পদে পদে ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন ॥ ১০৫ ॥ নির্ব্বাণলক্ষ্মী ক্ষেত্র-প্রতিপালক সেই সকল দেবতার পূজা করা নির্ব্বাণলক্ষ্মী অভিলাষী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১০৬॥

এইরূপ দেবী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া অগস্ত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্কন্দ পুনরায় কহিলেন, হে মিত্রাবরুণে! নানাশক্তি-সমন্বিত দুর্গজয়াভিহিত এই পুণ্যতম অধ্যায় শ্রবণ করিলে নরগণ দুর্গম সংসার হইতে আশু পরিত্রাণ পায় ॥ ১০৭ ॥ হে মহর্ষে! যে সকল ভৈরব ও বেতালগণের নাম উদাহৃত হইল, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ করিলে নরগণকে কোন প্রকার বিঘ্নে অভিভূত হইতে হয় না ॥ ১০৮ ॥ হে মুনে! ভূতগণ অদৃষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা এতদধ্যায় পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব হে কুম্ভসম্ভব! কাশীভক্তি-পরায়ণ মানবগণের সর্ব্বপ্রযত্নে এই মহাবিঘ্ন-প্রণাশন

গৃহেঽপি যস্য লিখিতমেতৎ স্থাস্যতি পূজিতম্।
তস্যাপদাং সহস্রাণি নাশয়িষ্যন্তি দেবতাঃ॥ ১১১॥
কাশ্যাং যস্যাস্তি বৈ প্রেম তেন কৃত্বাদরঙ্গুরুম্।
শ্রোতব্যমিদমাখ্যানং বজ্রপঞ্জরসন্নিভম্॥ ১১২॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দুর্গবিজয়ো নাম
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ১০৯॥ ১১০॥ যাঁহারা এই পুণ্যাধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া গৃহে সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজা করেন, দেবতারা তাঁহাদিগের সমস্ত বিপদ দূর করিয়া দেন॥ ১১১॥ হে অগস্তে! কাশীর প্রতি যাঁহাদিগের অকপট প্রেম আছে, তাঁহারা প্রযত্ন সহকারে এই বজ্রপঞ্জর-স্তোত্র সন্নিভ পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিবেন॥ ১১২॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দুর্গবিজয়
নাম দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

ত্রিলোচনং সমাসাদ্য দেবদেবঃ ষড়ানন।
জগদম্বিকয়া যুক্তঃ কিঞ্চকারাশু তদ্বদ॥ ১।

স্কন্দ উবাচ।

মুনে কলশজাখ্যামি যৎ পৃষ্টং তন্নিশাময়।
বিরজঃসংজ্ঞকং পীঠং যৎ প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥ ২
তৎপীঠদর্শনাদেব বিরজা জায়তে নরঃ।
যত্রাস্তি তন্মহালিঙ্গং বারাণস্যাং ত্রিলোচনম্॥ ৩।
তীর্থং পিলিপ্পিলাখ্যং তৎ দ্যুনদ্যম্ভসি বিশ্রুতম্।
সর্ব্বতীর্থময়ং তীর্থং তৎ কাশ্যাং পরিগীয়তে॥ ৪।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ষড়ানন! ভগবতী দুর্গা অনন্তর দেবদেব ত্রিলোচনের নিকট গমন করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট আশু কীর্ত্তন কর॥ ১॥ স্কন্দ কহিলেন, হে কলসসম্ভব! যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিরজ নামে পীঠ পরমসিদ্ধি-প্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ২॥ কাশীতে সেই পীঠ-স্থানে ত্রিলোচন নামে মহালিঙ্গ বিরাজমান আছেন। সেই বিরজা পীঠ দর্শন করিলে মানবকে রজোগুণে অভিভূত হইতে হয় না॥ ৩॥ সুরধুনী তীরে সেই তীর্থের নাম পিলিপিলা তীর্থ; কাশীতে সেই তীর্থ সর্ব্বতীর্থময় বলিয়া কথিত আছে॥ ৪॥ হে মুনে! ত্রিজগতের সমস্ত দেবতা, ঋষি, মানব, নাগ, নদ,

বিষ্টপত্রিতয়ান্তর্যে দেবর্ষিমনুজোরগাঃ।
সসরিৎপর্ব্বতারণ্যাঃ সন্তি তে তত্র ষন্মুনে ॥ ৫।
তদারভ্য চ তত্তীর্থং তচ্চ লিঙ্গং ত্রিলোচনম্।
ত্রিবিষ্টপমিতিখ্যাতমতো হেতোর্ম্মহত্তরম্ ॥ ৬।
ত্রিবিষ্টপস্য লিঙ্গস্য মহিমোক্তঃ পিনাকিনা।
জগজ্জনন্যাঃ পুরতো যথা বচ্মি তথা মুনে ॥ ৭।

দেব্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ শর্ব্ব সর্ব্বদ সর্ব্বগ।
সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বজনক কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি তদ্বদ ॥ ৮।
ইদং তব প্রিয়ং ক্ষেত্রং কর্ম্মবীজমহৌষধম্।
নৈঃশ্রেয়স্যাঃ শ্রিয়ো গেহং মমাপি প্রীতিদং মহৎ ॥ ৯।
যৎ ক্ষেত্ররজসোপ্যগ্রে ত্রিলোক্যপি তৃণায়তে।
তস্যাখিলস্য মহিমা বিধক্রেনাবগম্যতে ॥ ১০

নদী পর্ব্বত ও অরণ্যানি সেই তীর্থে বিদ্যমান আছে বলিয়া ইহার নাম তদবধি ত্রিবিষ্টপ তীর্থ এবং লিঙ্গের নাম ত্রিলোচন হইয়াছে, এবং সেই নিমিত্তই এই তীর্থ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৬ ॥ বিশ্বেশ্বর ভগবতীসমীপে এই ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের যেরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, হে মহর্ষে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ ভগবতী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে দেবাদিদেব! হে জগন্নাথ! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বদ! হে সর্ব্বত্রগামিন্! হে সর্ব্বদর্শিন্! হে সর্ব্বভূত-ভাবন! আমি কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তর প্রদান করুন ॥ ৮ ॥ কর্ম্ম বীজের মহৌষধি স্বরূপ ও নির্ব্বাণ লক্ষ্মীর পবিত্র আশ্রয় স্বরূপ তোমার এই প্রিয়তম ক্ষেত্র আমারও অতিশয় প্রীতি-প্রদ ॥ ৯ ॥ যে ক্ষেত্রের রজের নিকটে ত্রিভুবন তৃণ-তুল্য, সেই ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ মহিমা কেবল ব্রহ্মা ভিন্ন অপর কেহই অবগত নহে ॥ ১০ ॥ এই স্থানে নির্ব্বাণ মোক্ষের হেতুভূত যে

যানীহ সন্তি লিঙ্গানি তানি সর্ব্বাণ্যসংশয়ম্।
নির্ব্বাণকারণান্যেব স্বয়ম্ভুস্থাপিতান্যপি ॥ ১১।
যদ্যপ্যেবং তথাপীশ বিশেষং বক্তুমর্হসি।
কাশ্যামনাদিসিদ্ধানি কানি লিঙ্গানি শঙ্কর ॥ ১২।
যত্র দেবঃ সদা তিষ্ঠেৎ সম্বর্ত্তেঽপি স বল্লভঃ।
যৈরিয়ং প্রথিতিং প্রাপ্তা কাশীমুক্তিপুরীতি চ ॥ ১৩।
যেষাং স্মরণতোপ্যত্র ভবেৎ পাপস্য সঙ্ক্ষয়ঃ।
দর্শনস্পর্শনাভ্যাঞ্চ স্যাতাং স্বর্গাপবর্গকৌ ॥ ১৪।
যেষাং সমর্চ্চনাদেব মধ্যে জন্ম সকৃদ্বিভো।
লিঙ্গানি পূজিতানি স্যুঃ কাশ্যাং সর্ব্বাণি নিশ্চিতম্ ॥১৫।
বিধায় ময্যনুক্রোশং কারুণ্যামৃতসাগর।
এতদাচক্ষ্ব মে শম্ভো পাদয়োঃ প্রণতাস্ম্যহম্ ॥ ১৬।
ইত্যাকর্ণ্য মহেশানস্তস্যা দেব্যাঃ সুভাষিতম্।
কথয়ামাস বিন্ধ্যারে মহালিঙ্গানি সত্তম ॥ ১৭।

সমস্ত লিঙ্গ আছেন, তাঁহারা সকলেই অনাদি ॥ ১১ ॥ হে বিশ্বেশ্বর! যদিও এই সকল লিঙ্গ অনাদিসম্ভূত তথাপি তুমিই ইহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। অতএব কাশীধামে কোন্ কোন্ লিঙ্গ অনাদি-সিদ্ধ, যাঁহাদিগের সহিত বিশ্বেশ্বর প্রলয় কালেও শক্তি-সমবেত হইয়া অবস্থান করাতে এই কাশীপুরী মুক্তিপুরী নামে বিখ্যাত হইয়াছে, যাঁহাদিগের স্মরণমাত্রে এই স্থানে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, যাঁহাদিগের দর্শন স্পর্শনে স্বর্গাপবর্গ লাভ হয়, জন্মের মধ্যে একবার যে সকল লিঙ্গের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, হে শঙ্কর! হে করুণাসাগর! হে শম্ভো! আমি তোমার চরণ ধারণ পূর্ব্বক মিনতি করিতেছি, তুমি দয়া করিয়া সেই সকল লিঙ্গের নাম আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ১২—১৬ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মহেশ্বর ভগবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া

যন্নামাকর্ণনাদেব ক্ষীয়ন্তে পাপরাশয়ঃ।
প্রাপ্যতে পুণ্যসম্ভারঃ কাশ্যাং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ১৮।

দেবদেব উবাচ।

শৃণু দেবি পরং গুহ্যং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ মুক্তিকারণম্।
ইদং বিন্দতি নৈবাপি ব্রহ্মনারায়ণাদয়ঃ ॥ ১৯।
অসংখ্যাতানি লিঙ্গানি পার্ব্বত্যানন্দকাননে।
স্থূলান্যপি চ সূক্ষ্মাণি নানারত্নময়ানি চ ॥ ২০।
নানাধাতুময়ানীশে দার্ষদান্যপ্যনেকশঃ।
স্বয়ম্ভুন্যপ্যনেকানি দেবর্ষিস্থাপিতান্যহো ॥ ২১।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষোঽর্চ্চিতান্যপি।
অসুরোরগমর্ত্ত্যৈশ্চ দানবৈরপ্সরো গণৈঃ ॥ ২২।
দিগ্গজৈর্গিরিভিস্তীর্থৈর্ঋক্ষবানরকিন্নরৈঃ।
পতত্রিপ্রমুখৈর্দেবি স্বস্বনামাঙ্কিতানি বৈ ॥ ২৩।
প্রতিষ্ঠিতানি যানীহ মুক্তিহেতূনি তান্যপি।
অদৃশ্যান্যপি দৃশ্যানি দূরবস্থান্যপি প্রিয়ে ॥ ২৪ ॥

মহালিঙ্গ সমূহের নাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের নির্ব্বাণপ্রদ নাম শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপরাশি ক্ষয় হইয়া প্রচুর পুণ্য লাভ হয় ॥১৭।১৮॥

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে দেবি! এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মুক্তির হেতুভূত লিঙ্গমহিমা পরম গুহ্য, ব্রহ্মা বিষ্ণুও তাহা পরিজ্ঞাত নহেন ॥ ১৯ ॥ হে পার্ব্বতি! এই আনন্দকাননে নানা রত্নময়, নানা ধাতু বিনির্ম্মিত, পাষাণময় অনাদিসিদ্ধ এবং দেবঋষি প্রতিষ্ঠিত, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, দানব, অপ্সরা, দিগ্গজ, পর্ব্বত, তীর্থ, ঋক্ষ, বানর, কিন্নর, ও পক্ষী প্রভৃতি দ্বারা সংস্থাপিত ও প্রপূজিত স্থূল সূক্ষ্ম স্বরূপ অসংখ্য লিঙ্গ আছেন ॥ ২০—২৩ ॥ তাঁহারা সকলেই মুক্তির হেতু। হে প্রিয়ে! সেই সকল লিঙ্গের মধ্যে কতকগুলি দৃশ্য,

ভগ্নান্যপি চ কালেন তানি পূজ্যানি সুন্দরি।
পরার্দ্ধশতসংখ্যানি গণিতান্যেকদা ময়া॥ ২৫।
গঙ্গাম্ভস্যপি তিষ্ঠন্তি ষষ্টিকোটিমিতানি হি।
সিদ্ধলিঙ্গানি তানীশে তিষ্যেঽদৃশ্যত্বমাযযুঃ॥ ২৬।
গণনাদিবসাদর্বাঙ্ মমভক্তজনৈঃ প্রিয়ে।
প্রতিষ্ঠিতানি যানীহ তেষাং সঙ্খ্যা ন বিদ্যতে॥ ২৭।
ত্বয়া তু যানি পৃষ্টানি যৈরিদং ক্ষেত্রমুত্তমম্।
তানি লিঙ্গানি বক্ষ্যামি মুক্তিহেতূনি সুন্দরি॥ ২৮।
কলাবতীব গোপ্যানি ভবিষ্যন্তি গিরীন্দ্রজে।
পরং তেষাং প্রভাবো যঃ স্বং স্বং স্থানং ন হাস্যতি॥২৯।
কলিকল্মষপুষ্টা যে যে দুষ্টা নাস্তিকাঃ শঠাঃ।
এতেষাং সিদ্ধলিঙ্গানাং জ্ঞাস্যন্ত্যাখ্যামপীহ ন॥ ৩০।

কতকগুলি অদৃশ্য এবং কতকগুলি দুরবস্থাপন্ন॥ ২৪॥ হে সুন্দরি! কালক্রমে যে সকল লিঙ্গ ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাও পূজনীয়; আমি একদা তৎসমস্ত লিঙ্গ গণনা করিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের সংখ্যা শত পরার্দ্ধ পরিমিত॥ ২৫॥ ভাগীরথী-নীরে ষষ্টি কোটী পরিমিত লিঙ্গ নিহিত আছেন। হে ঈশানি! সেই সকল সিদ্ধ লিঙ্গ কলিযুগে অদৃশ্য থাকিবেন॥ ২৬॥ হে প্রিয়ে! আমি যে দিবস লিঙ্গ সংখ্যা গণনা করিয়াছিলাম তাহার পরে আমার ভক্তগণ যে সকল লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই॥ ২৭॥ হে পার্ব্বতি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যে সকল লিঙ্গের দ্বারা এই বারাণসী ক্ষেত্র অনুত্তমরূপে প্রসিদ্ধ, আমি সেই সকল লিঙ্গের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ২৮॥ হে গিরীন্দ্রজে! কলিযুগে সকল লিঙ্গ অদৃশ্য হইবেন কিন্তু তাঁহাদিগের প্রভাব স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিবে না॥ ২৯॥ কলিকালের-পাপী, দুরাচার, নাস্তিক ও শঠ লোকেরা সেই সকল লিঙ্গের নাম

নামশ্রবণতোঽপীহ যল্লিঙ্গানাং শুভাননে।
বৃজিনানি ক্ষয়ং যান্তি বর্দ্ধন্তে পুণ্যরাশয়ঃ॥ ৩১।
ওঙ্কারঃ প্রথমং লিঙ্গং দ্বিতীয়ঞ্চ ত্রিলোচনম্।
তৃতীয়শ্চ মহাদেবঃ কৃত্তিবাসাশ্চতুর্থকম্॥ ৩২।
রত্নেশঃ পঞ্চমং লিঙ্গং ষষ্ঠং চন্দ্রেশ্বরাভিধম্।
কেদারঃ সপ্তমং লিঙ্গং ধর্ম্মেশশ্চাষ্টমং প্রিয়ে॥ ৩৩।
বীরেশ্বরঞ্চ নবমং কামেশং দশমং বিদুঃ।
বিশ্বকর্ম্মেশ্বরং লিঙ্গং শুভমেকাদশং পরম্॥ ৩৪।
দ্বাদশং মণিকর্ণীশমবিমুক্তং ত্রয়োদশম্।
চতুর্দ্দশং মহালিঙ্গং মম বিশ্বেশ্বরাভিধম্॥ ৩৫।
প্রিয়ে চতুর্দ্দশৈতানি শ্রিয়ো হেতূনি সুন্দরি।
এতেষাং সমবায়োঽয়ং মুক্তিক্ষেত্রমিহেরিতম্॥ ৩৬।
দেবতাঃ সমধিষ্ঠাত্র্যঃ ক্ষেত্রস্যাস্য পরা ইমা।
আরাধিতাঃ প্রযচ্ছন্তি নৃভ্যো নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ম্॥ ৩৭।
আনন্দকাননে মুক্তেঃ প্রোক্তান্যেতানি সুন্দরি।
প্রিয়ে চতুর্দ্দশৈজ্যানি মহালিঙ্গানি দেহিনাম্॥ ৩৮।

পর্য্যন্তও পরিজ্ঞাত থাকিবে না॥ ৩০॥ হে শুভাননে! তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া পুণ্য লাভ হয়॥ ৩১॥ প্রথম লিঙ্গের নাম ওঁকার, দ্বিতীয় ত্রিলোচন; তৃতীয় মহাদেব, চতুর্থ কৃত্তিবাস, পঞ্চম রত্নেশ্বর, ষষ্ঠ চন্দ্রেশ্বর, সপ্তম কেদারেশ্বর, অষ্টম ধর্ম্মেশ্বর, নবম বীরেশ্বর, দশম কামেশ্বর, একাদশ বিশ্ব-কর্ম্মেশ্বর, দ্বাদশ মণিকর্ণিকেশ্বর, ত্রয়োদশ অবিমুক্তেশ্বর, এবং চতুর্দ্দশ বিশ্বেশ্বর! হে প্রিয়ে! এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ নির্ব্বাণমোক্ষের হেতু। ইহাঁদিগের সমবায়েই কাশীর নাম মুক্তিক্ষেত্র॥ ৩২—৩৬॥ এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহাঁদিগের আরাধনা করিলে

প্রতিমাসং সমারভ্য তিথিং প্রতিপদং শুভাম্।
এতেষাং লিঙ্গমুখ্যানাং কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ॥ ৩৯।
অনারাধ্য মহাদেবমেষু লিঙ্গেষু কুম্ভজ।
কঃ কাশ্যাং মোক্ষমাপ্নোতি সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ॥৪০।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কাশীফলমভীপ্সুভিঃ।
পূজ্যান্যেতানি লিঙ্গানি ভক্ত্যা পরময়া মুনে॥ ৪১।

অগস্ত্য উবাচ।

এতান্যেব কিমন্যানি মহালিঙ্গানি ষণ্মুখ।
নির্ব্বাণকারণানীহ যদি সন্তি তদা বদ॥ ৪২।

স্কন্দ উবাচ।

অন্যান্যপি চ সন্তীহ মহালিঙ্গানি সুব্রত।
কলিপ্রভাবাদ্গুপ্তানি ভবিষ্যন্ত্যেব তানি বৈ॥ ৪৩।

নরগণের মোক্ষ লক্ষ্মী লাভ হয়॥ ৩৭॥ হে প্রিয়ে! এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গই আনন্দ-কাননে মুক্তির হেতু, অতএব ইহাঁরা দেহীগণের অবশ্য পূজনীয়। ৩৮॥ প্রতিমাসের প্রতিপদ তিথিতে এই চতুর্দ্দশ মুখ্য লিঙ্গ সমীপে প্রযত্ন সহকারে নিয়মিত যাত্রা করা আবশ্যক॥ ৩৯॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! আমি পুনঃ পুনঃ নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি এই সকল লিঙ্গে মহাদেবের আরাধনা না করিলে কেহই মোক্ষলাভের অধিকারী হয় না॥ ৪০॥ অতএব হে মুনিবর! কাশীধামে পরম ভক্তি-ভাবে এই সকল লিঙ্গের পূজা করা কাশী ফলাকাঙ্ক্ষী মুমুক্ষুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৪১॥

অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ষড়ানন! কাশীতে কেবল এই কয়েকটী লিঙ্গই মোক্ষদাতা অথবা আরও কোন মহালিঙ্গ বিদ্যমান আছেন? যদি থাকেন, হে কার্ত্তিকেয়! তাহা হইলে তুমি তাঁহাদের বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ৪২। স্কন্দ কহিলেন, হে সুব্রত! কাশীতে আরও অনেককালের মহালিঙ্গ সকল

যস্যেশ্বরে তদা ভক্তির্যঃ কাশীতত্ত্ববিত্তমঃ।
স এবৈতানি লিঙ্গানি বেৎস্যত্যন্যো ন কশ্চন॥ ৪৪।
যেষাং নাম গ্রহেণাপি কলিকল্মষসঙ্ক্ষয়ঃ।
অমৃতেশস্তারকেশো জ্ঞানেশঃ করুণেশ্বরঃ॥ ৪৫।
মোক্ষদ্বারেশ্বরশ্চৈব স্বর্গদ্বারেশ্বরস্তথা।
ব্রহ্মেশো লাঙ্গলশ্চৈব বৃদ্ধকালেশ্বরস্তথা॥ ৪৬।
বৃষেশশ্চৈব চণ্ডীশো নন্দিকেশো মহেশ্বরঃ।
জ্যোতীরূপেশ্বরং লিঙ্গং খ্যাতমত্র চতুর্দ্দশম্॥ ৪৭।
কাশ্যাং চতুর্দ্দশৈতানি মহালিঙ্গানি সুন্দরি।
ইমানি মুক্তিহেতূনি লিঙ্গান্যানন্দকাননে॥ ৪৮।
কলিকল্মষবুদ্ধীনাং নাখ্যেয়ানি কদাচন।
এতান্যারাধয়েৎ যস্তু লিঙ্গানীহ চতুর্দ্দশ॥ ৪৯।
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ সংসারাধ্বনি কর্হিচিৎ।
কাশীকোষোরমতুলো ন প্রকাশ্যো যতস্ততঃ॥ ৫০।

আছেন, কলিপ্রভাবে তাঁহারাও অদৃশ্য হইবেন॥৪৩॥ সর্ব্বদা বিশ্বেশ্বরে যাঁহার ভক্তি এবং কাশীর মাহাত্ম্য যাঁহার সুপরিজ্ঞাত, তিনি ভিন্ন অপর কেহই সেই সকল লিঙ্গের অস্তিত্ব অবগত হইতে পারিবে না॥ ৪৪॥ হে অগস্ত্য! যে সকল লিঙ্গের নামমাত্র গ্রহণেও কলিকাল-সম্ভূত পাপক্ষয় হইবে, আমি তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অমৃতেশ্বর, তারকেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, করুণেশ্বর, মোক্ষদ্বারেশ্বর, স্বর্গদ্বারেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, লাঙ্গলেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, বৃষেশ্বর, চণ্ডীশ্বর, নন্দিকেশ্বর, মহেশ্বর এবং জ্যোতীরূপেশ্বর, এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ॥৪৫—৪৭॥ হে মহর্ষে! বিশ্বেশ্বর অতঃপর ভগবতীকে কহিলেন, হে সুন্দরি! কাশীতে এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ জীবের মুক্তির নিদান স্বরূপ॥ ৪৮॥ কলিকালের পাপীগণের সমীপে এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গের নামও গ্রহণ করিবে না। যিনি কাশীতে এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গের আরাধনা করিবেন, তাঁহাকে আর কদাপি সংসার-ক্ষেত্রে

এতল্লিঙ্গাভিধা দেবি মহাপদ্যপি দুঃখহৃৎ।
রহস্যং পরমঞ্চৈতৎ ক্ষেত্রস্যাস্য বরাননে ॥ ৫১ ।
চতুর্দ্দশাপি লিঙ্গানি মৎসান্নিধ্যকরাণি হি।
অবিমুক্তস্য হৃদয়মেতদেব গিরীন্দ্রজে ॥ ৫২ ।
ইমানি যানি লিঙ্গানি সর্ব্বেষাং মুক্তিদানি হি।
একৈকভুবনস্যেহ সারমাদায় সর্ব্বতঃ।
ময়ৈতানি কৃতান্যেব মহাভক্তিকৃপাবশাৎ ॥ ৫৩ ।
অস্মিন্ ক্ষেত্রে ধ্রুবং মুক্তিরিতি যা প্রথিতিঃ।
প্রিয়ে কারণং তত্র লিঙ্গানি মমৈতানি চতুর্দ্দশ ॥ ৫৪ ।
ত এব ব্রতিনঃ কান্তে ত এব চ তপস্বিনঃ।
ধ্যাতান্যেতানি যৈর্ভক্তৈর্লিঙ্গান্যানন্দকাননে ॥ ৫৫ ।
ত এবাভ্যস্তসদ্‌যোগা দত্তদানাস্ত এব হি।
কাশ্যামিমানি লিঙ্গানি যৈর্দৃষ্টান্যপি দূরতঃ ॥ ৫৬ ।

পুনরাগমন করিতে হইবে না ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ এই অতুল কাশীকোষ যথাতথা প্রকাশ্য নহে। হে দেবি! এই সকল মহালিঙ্গের নাম গ্রহণ করিলে মহা-মহা আপদেও নিষ্কৃতি লাভ হয়। হে বরাননে! কাশীক্ষেত্রের এই পরম রহস্য ॥ ৫১ ॥ হে গিরীন্দ্র-বালিকে! এই চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গ আমার সান্নিধ্য বিধান করেন; ইহাই এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের হৃদয়-গত রহস্য ॥৫২॥ সকলের মুক্তিপ্রদ এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ প্রত্যেকেই প্রত্যেক ভুবনের সার গ্রহণপূর্ব্বক এই কাশীতে অধিষ্ঠান করিতেছেন। হে দেবি! আমি ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া এই সকল লিঙ্গ সমধিষ্টিত করিয়াছি ॥ ৫৩ ॥ কাশীক্ষেত্রে নিশ্চিত মুক্তি, এই যে মূল তত্ত্ব প্রথিত আছে, তাহার প্রকৃত কারণই এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ ॥ ৫৪ ॥ হে কান্তে! আমার যে সকল ভক্ত এই আনন্দ-কাননে এই সকল লিঙ্গের আরাধনা করেন, তাঁহারাই ব্রতী এবং তাঁহারাই তপস্বী ॥ ৫৫॥ যাঁহারা দূর হইতেও এই সকল লিঙ্গ দর্শন করেন, তাঁহাদের সমস্ত সদ্‌যোগ

ইষ্টাপূর্ত্তাশ্চ যে ধর্ম্মাপ্রণীতা মুনিসত্তমৈঃ।
তে সর্ব্বে তেন বিহিতা যাবজ্জীবন্নিরেনসা ॥ ৫৭ ।
যেনাবিমুক্তমাসাদ্য মহালিঙ্গানি পার্ব্বতি।
সকৃদভ্যর্চ্চিতানীহ স মুক্তো নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৫৮ ।

স্কন্দ উবাচ।

অন্যান্যপি চ বিন্ধ্যারে দেব্যৈ প্রোক্তানি শম্ভুনা।
স্বভক্তানাং হিতার্থায় তান্ যথা কর্ণয়াগ্রজ ॥ ৫৯ ।
শৈলেশঃ সঙ্গমেশশ্চ স্বর্লীনো মধ্যমেশ্বরঃ।
হিরণ্যগর্ভ ঈশানো গোপ্রেক্ষো বৃষভধ্বজঃ ॥ ৬০ ।
উপশান্তশিবো জ্যেষ্ঠো নিবাসেশ্বর এব চ।
শুক্রেশো ব্যাঘ্রলিঙ্গঞ্চ জম্বুকেশং চতুর্দ্দশম্ ॥ ৬১ ।
মুনে চতুর্দ্দশৈতানি মহান্ত্যায়তনানি বৈ।
এতেষামপি সেবাতো নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২ ।

অভ্যাস করা হয়, ও দান ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের সমস্তই দান করা হয় ॥ ৫৬ ॥ মহর্ষিগণ শাস্ত্রে যে সকল ইষ্টাপূর্ত্ত ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গে ভক্তিমান চির-জীবন নিষ্পাপ ব্যক্তিগণের তৎ সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হয় ॥ ৫৭ ॥ হে পার্ব্বতি! যে সকল পুণ্যবান কাশীধামে আগমন করিয়া একবার মাত্রও এই সকল লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের মুক্তি অসংশয় ॥ ৫৮ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! ভগবান শম্ভু ভগবতী ভবানীকে আরও অনেক প্রকার নিগূঢ় তত্ত্ব কহিয়াছিলেন, তাহাও আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৯ ॥ বিশ্বেশ্বর উভয়-বিধ চতুর্দ্দশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া এইরূপে তৃতীয় চতুর্দ্দশ লিঙ্গের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। শৈলেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, স্বর্গেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, হিরণ্যগর্ভেশ্বর, ঈশানেশ্বর, গোপ্রেক্ষেশ্বর, বৃষভধ্বজ, উপশান্ত শিব, জ্যেষ্ঠেশ্বর, নিবাসেশ্বর, শুক্রেশ্বর,

চৈত্রকৃষ্ণপ্রতিপদং সমারভ্য প্রযত্নতঃ।
আচতুর্দ্দশি পূজ্যানি লিঙ্গান্যেতানি সত্তমৈঃ॥ ৬৩।
এতেষাং বার্ষিকী যাত্রা সুমহোৎসবপূর্ব্বকম্।
কার্য্যা মুমুক্ষুভিঃ সম্যক্ ক্ষেত্রসংসিদ্ধিদায়িনী॥ ৬৪।
মুনে চতুর্দ্দশৈতানি মহালিঙ্গানি যত্নতঃ।
দৃষ্ট্বা ন জায়তে জন্তুঃ সংসারে দুঃখসাগরে॥ ৬৫।
ক্ষেত্রস্য পরমং তত্ত্বমেতদেব প্রিয়ে ধ্রুবম্।
সংসাররোগগ্রস্তানামিদমেব মহৌষধম্॥ ৬৬।
ক্ষেত্রস্যোপনিষচ্চৈষা মুক্তিবীজমিদং পরম্।
কর্ম্মকাননদাবাগ্নিরেষা লিঙ্গাবলিঃ প্রিয়ে॥ ৬৭।
একৈকস্যাস্য লিঙ্গস্য মহিমাদ্যন্তবর্জ্জিতঃ।
ময়ৈব জ্ঞায়তে দেবি সম্যঙ্ নান্যেন কেনচিৎ॥ ৬৮

ব্যাঘ্রেশ্বর, ও জম্বুকেশ্বর; হে অগস্ত্য! এই মহায়তন চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গ বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদিগের সেবা করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়॥ ৬০—৬২॥ চৈত্রমাসের কৃষ্ণ-প্রতিপদে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রযত্ন সহকারে ভক্তিভাবে এই সকল লিঙ্গের পূজা করা সাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৬৩॥ এই লিঙ্গক্ষেত্রে মহামহোৎসবে ক্ষেত্র-সিদ্ধি-প্রদায়িনী বার্ষিকী যাত্রা করা মুমুক্ষুগণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক॥ ৬৪॥ হে মহামুনে! প্রযত্ন সহকারে এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবকে আর দুঃখ-সাগর সংসার-সাগরে প্রবেশ করিতে হয় না॥ ৬৫॥ হে মহর্ষে! অতঃপর বিশ্বেশ্বর ভগবতীকে কহিলেন, হে প্রিয়ে! আমার এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ইহাই পরমতত্ত্ব এবং ইহাই সংসার রোগগ্রস্ত জীবের পক্ষে অব্যর্থ মহৌষধ॥ ৬৬॥ এই চতুর্দ্দশ লিঙ্গই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের উপনিষদ্-স্বরূপ পরম রহস্য, ইহাঁরাই মুক্তির বীজ স্বরূপ এবং কর্ম্মকাননের দাবাগ্নি স্বরূপ॥ ৬৭॥ হে দেবি! ইহাঁদিগের

ইতি শ্রুত্বা মুনে প্রাহ দেবী হৃষ্টতনূরুহা।
প্রণম্য দেবমীশানং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদং শিবম্ ॥ ৬৯।

দেব্যুবাচ।

রহস্যং পরমং কাশ্যাং যদেতৎ সমুদীরিতং।
তচ্ছ্রুত্বোৎসুকতাং প্রাপ্তং মনো মেঽতীবল্লভ ॥ ৭০।
যদুক্তং লিঙ্গমেকৈকং মহাসারতরং পরং।
কাশ্যাং পরমনির্ব্বাণকারণং কারণেশ্বর ॥ ৭১।
প্রত্যেকং মহিমানং মে ব্রূহ্যেষাং ভুবনেশ্বর।
চতুর্দ্দশানাং লিঙ্গানাং শ্রবণাদঘহারিণাম্ ॥ ৭২।
ওঙ্কারেশস্য লিঙ্গস্য কথমত্র সমাগমঃ।
অতিপুণ্যতমাত্তস্মাৎ ক্ষেত্রাদমরকণ্টকাৎ ॥ ৭৩।
কিম্‌রূপকোঽয়মোঙ্কারো মহিমাস্য চ কো হর।
কেনারাধিপুরা চৈষ দদাবারাধিতশ্চ কিম্ ॥ ৭৪।

এক একটী লিঙ্গের মহিমার আদিও নাই, অন্তও নাই, কেবল আমিই পূর্ণ-জ্ঞান প্রভাবে কথঞ্চিৎ প্রকারে সেই মহিমা অবগত আছি ॥ ৬৮ ॥

দেবী ভগবতী এই সকল বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট-মানসে রোমাঞ্চিত কলেবরে দেবাদিদেব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, সদাশিবকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে বিশ্ববল্লভ! তুমি যে প্রকার কাশীপুরীর পরম রহস্য কীর্ত্তন করিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মন অতীব সমুৎসুক হইতেছে ॥ ৬৯ ॥ ॥ ৭০ ॥ অতএব হে কারণ-কারণ! তুমি যে কাশীতে নির্ব্বাণ মুক্তির সারভূত পরম কারণ এক একটী লিঙ্গের নাম করিলে, যাঁহাদিগের নাম শ্রবণে সর্ব্ব পাপ বিমোচন হয়, হে ভুবনেশ্বর! তুমি দয়া করিয়া সেই চতুর্দ্দশলিঙ্গের প্রত্যেকের মহিমা আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ হে মহেশ্বর! সেই সুপ্রসিদ্ধ পুণ্যতম অমর-কণ্টক ক্ষেত্র হইতে ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের কিরূপে কাশীতে আবির্ভাব হইল, তাঁহার রূপই বা কি প্রকার, মহিমাই বা কি,

মৃড়ানীবাক্সুধামেতাং বিধায় শ্রুতিগোচরাম্।
কথামকথয়দ্দেব ওঙ্কারস্য মহাদ্ভুতাম্ ॥ ৭৫।

দেবদেব উবাচ।

কথামাকর্ণয়াপর্ণে বর্ণয়ামি তবাগ্রতঃ।
যথোঙ্কারস্য লিঙ্গস্য প্রাদুর্ভাব ইহাভবৎ ॥ ৭৬।
পরানন্দবনে চাত্র ব্রহ্মণা বিশ্বযোনিনা।
তপস্তপ্তং মহাদেবি সমাধিং দধতা পরম্ ॥ ৭৭।
পূর্ণে যুগসহস্রেঽথ ভিত্ত্বা পাতালসপ্তকম্।
উদতিষ্ঠৎ পুরোজ্যোতির্বিদ্যোতিতহরিন্মুখম্ ॥ ৭৮।
যদন্তরাবিরভবন্নির্ব্যাজেন সমাধিনা।
তদেব পরমং ধাম বহিরাবিরভূদ্বিধেঃ ॥ ৭৯।
যো ভূচ্চটচটাশব্দঃ স্ফুটতো ভূমিভাগতঃ।
তচ্ছব্দাদ্ব্যসৃজদ্বেধাঃ সমাধিং ক্রমতো বশী ॥ ৮০।

পুরাকালে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন এবং আরাধনা করিয়াই বা কি ফল লাভ করিয়াছিলেন? ৭৩ ॥ ৭৪ ॥ মহেশ্বরীর এই বাক্যসুধা পান করিয়া মহেশ্বর এইরূপে ওঙ্কারেশ্বরের মহা অদ্ভুত ইতিহাস আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৫ ॥ হে অপর্ণে! যেরূপে কাশীতে ওঙ্কারেশ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭৬ ॥ হে মহাদেবি! পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই আনন্দ-কাননে সমাধি অবলম্বন করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥ অনন্তর সহস্রযুগ পরিপূর্ণ হইলে সপ্ত-পাতাল ভেদ করিয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত এক জ্যোতিঃ তাঁহার সম্মুখে সমুত্থিত হইলেন ॥ ৭৮ ॥ অকপট সমাধি যোগে বিধাতার অন্তরে যে জ্যোতিঃ সমুদিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই পরম জ্যোতিঃ তাঁহার পুরোভাগে প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৭৯ ॥ তৎকালীন ভূমি ভেদের চট্-চটা শব্দে ব্রহ্মার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি ধ্যান ভঙ্গে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে

স্রষ্টা বিসৃষ্টতধ্যানো যাবদুন্মীল্য লোচনে।
পুরঃ পশ্যেদ্দদর্শাগ্রে তাবদক্ষরমাদিমম্ ॥ ৮১ ।
অকারং সত্ত্বসম্পন্নমৃক্‌ক্ষেত্রং সৃষ্টিপালকম্।
নারায়ণাত্মকং সাক্ষাত্তমঃ পারে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮২ ।
উকারমথ তস্যাগ্রে রজোরূপং যজুর্জনিম্।
বিধাতারং সমস্তস্য স্বাকারমিব বিম্বিতম্ ॥ ৮৩ ।
নীরবধ্বান্তসঙ্কেতসদনাভং তদগ্রতঃ।
মকারং স দদর্শাথ তমোরূপং বিশেষতঃ ॥ ৮৪ ।
সাম্নোযোনিং লয়ে হেতুং সাক্ষাদ্রুদ্রস্বরূপিণম্।
অথ তৎপুরতো ধ্যাতাব্যধাৎ স্বনয়নাতিথিম্ ॥ ৮৫ ।
বিশ্বরূপমথোঙ্কারং সগুণং বাপি নির্গুণং।
অনাখ্যনাদসদনং পরমানন্দবিগ্রহম্ ॥ ৮৬ ।
শব্দব্রহ্মেতি যৎখ্যাতং সর্ব্ববাঙ্ময়কারণম্।
অথোপরিষ্টান্নাদস্য বিন্দুরূপং পরাৎপরম্ ॥ ৮৭ ।
কারণং কারণানাঞ্চ জগদ্‌যোনিঞ্চ তং পরম্।
বিধির্বিলোকয়াঞ্চক্রে তপসা গোচরীকৃতম্ ॥ ৮৮ ।

সত্ত্ব-সম্পন্ন ঋগ্বেদ-ক্ষেত্র, সৃষ্টি-পালক, সাক্ষাৎ নারায়ণাত্মক, তমোগুণ-বর্জ্জিত জ্যোতির্ম্ময় আদ্যক্ষর অংকার দর্শন করিলেন ॥ ৮০—৮২ ॥ অনন্তর তস্যাগ্রে রজোগুণময়, যজুঃক্ষেত্র, সমস্ত বিশ্বের বিধাতাস্বরূপ, ব্রহ্মপ্রতিবিম্বিত উকার তাঁহার নেত্রগোচর হইল ॥ ৮৩ ॥ তদনন্তর নিঃশব্দ অন্ধতমসের সঙ্কেত-সদন স্বরূপ তমোগুণময় সামবেদ ক্ষেত্র, প্রলয় কারণ, সাক্ষাৎ রুদ্রস্বরূপ মকার তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ এই ত্রিবর্ণাত্মক ওঙ্কার, বিশ্বরূপ, সগুণ, নির্গুণ-নাদ, বিন্দুময়, পরমানন্দস্বরূপ ॥৮৬॥ সমস্ত বাঙ্ময়-শাস্ত্রের কারণ যে শব্দ, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া প্রখ্যাত আছে। নাদচিহ্নের উপরিস্থিত বিন্দুই সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ॥ ৮৭ ॥ প্রজাপতি ব্রহ্মা তপোবলে গোচরীকৃত

অবনাদোমিতিখ্যাতং সর্ব্বস্যাস্য প্রভাবতঃ।
ভক্তমুন্নয়তে যস্মাত্তদোমিতি স ঈরিতঃ॥ ৮৯।
অরূপোঽপি স্বরূপাঢ্যঃ স ধাত্রা নেত্রগীকৃতঃ।
তারয়েদ্ যদ্ভবাম্ভোধেঃ স্বজপাসক্তমানসম্।
ততস্তার ইতি খ্যাতো যস্তং ব্রহ্মাব্যলোকয়ৎ॥ ৯০।
প্রণূয়তে যতঃ সর্ব্বৈঃ পরনির্ব্বাণকামুকৈঃ।
সর্ব্বেভ্যোভ্যধিকস্তস্মাৎ প্রণবো যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৯১।
স্বসেবিতারং পুরুষং প্রণয়েৎ যঃ পরং পদম্।
অতস্তং প্রণবং শান্তং প্রত্যক্ষীকৃতবান্ বিধিঃ॥ ৯২।
ত্রয়ীময়স্তুরীয়ো যস্তুর্যাতীতোখিলাত্মকঃ।
নাদবিন্দুস্বরূপো যঃ সংপ্রেক্ষি দ্বিজগামিনা॥ ৯৩।
প্রাবর্ত্তন্তয়তো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সর্ব্বস্য যোনয়ঃ।
সবেদাদিঃ পদ্মভুবা পুরস্তাদবলোকিতঃ॥ ৯৪।

সেই করণ-কারণ, জগৎপ্রসূ, পরাৎপর ওঙ্কারকে অবলোকন করিলেন॥ ৮৮॥ এই ওঙ্কার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে সকলকে রক্ষা করেন, এবং সর্ব্বাবয়বে একত্রীভূত হইয়া ভক্তের উদ্ধার সাধন করেন, এই নিমিত্তই ইহাঁর নাম ওম্॥৮৯॥ ইনি অরূপ হইলেও ব্রহ্মা ইহাঁকে স্বরূপ দর্শন করিলেন। ভবসমুদ্র হইতে জপাসক্ত-চিত্ত ভক্তগণকে পরিত্রাণ করেন, এই নিমিত্তই ইহাঁর নাম তার। ব্রহ্মা তাঁহাকেই দর্শন করিলেন॥ ৯০॥ পরমনির্ব্বাণ কামুক সমস্ত লোক তাঁহার স্তব করেন এবং তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্তই তাঁহার নাম প্রণব॥ ৯১॥ যে সকল পুরুষ তাঁহার সেবা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি পরম পদ প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম শমগুণাত্মক প্রণব। বিধাতা তাঁহাকে প্রত্যক্ষীভূত করিলেন॥ ৯২॥ যিনি বেদময়, চৈতন্যস্বরূপ, বেদাতীত, অখিলাত্মক, নাদবিন্দু-স্বরূপ, ব্রহ্মা তাঁহাকেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলেন॥ ৯৩॥ যাঁহা হইতে সমস্ত সাঙ্গ বেদ সমুৎপন্ন হইয়াছে, বিধাতা সেই

বৃষভোঽয়স্ত্রিধাবদ্ধো রোরবীতি মহোময়ঃ।
স নেত্রবিষয়ী চক্রে পরমঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৯৫।
শৃঙ্গাশ্চত্বারি যস্যাসন্ হস্তাশ্চ সপ্তএব চ।
দ্বে শীর্ষে চ ত্রয়ঃ পাদাঃ স দেবো বিধিনৈক্ষত ॥৯৬।
যদন্তর্লীনমখিলং ভূতং ভাবি ভবৎ পুনঃ।
তদ্বীজং বীজরহিতং দ্রুহিণেন বিলোকিতম্ ॥ ৯৭।
লীনং যুগেত্যত যত্রৈতদাব্রহ্মস্তম্বভাজনম্।
অতঃ স ভাজ্যতে সদ্ভির্যল্লিঙ্গং তদ্বিলোকিতম্ ॥ ৯৮।
পঞ্চার্থা যত্র ভাসন্তে পঞ্চব্রহ্মময়ং হি যৎ।
আদিপঞ্চস্বরূপং যন্নিরৈক্ষি ব্রহ্মণা হি তৎ ॥ ৯৯।
তমালোক্য ততো বেধা লিঙ্গরূপিণমীশ্বরম্।
পঞ্চাক্ষরং প্রপঞ্চাচ্চ ভিন্নং তুষ্টাব শঙ্করম্ ॥ ১০০।

বেদের আদীভূত ওঙ্কারকে দর্শন করিলেন ॥ ৯৪ ॥ ঋগ্বেদ যাঁহার গুণ গান করেন, সামবেদ যাঁহার স্তুতি করেন এবং যজুর্ব্বেদ যাহার উদ্দেশে যাগ করেন সেই মহাতেজোময় বৃষভরূপী ত্রিধাবদ্ধ ওঙ্কারকে ব্রহ্মা নয়নগোচর করিলেন ॥ ৯৫ ॥ চতুর্ব্বেদ যাঁহার চতুঃশৃঙ্গ, সপ্তছন্দ যাঁহার সপ্ত হস্ত, যজ্ঞ যাঁহার ত্রিপাদ এবং নাদবিন্দু যাঁহার শীর্ষদ্বয়, প্রজাপতি সেই ওঙ্কারকে দর্শন করিলেন ॥ ৯৬ ॥ অখিলসংসার যাঁহার অন্তর্লীন, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যাঁহার সুপরিজ্ঞাত, সেই অনাদি বিশ্ববীজস্বরূপ ওঙ্কারকে ব্রহ্মা নেত্রগোচর করিলেন ॥ ৯৭ ॥ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত অখিল সংসার যাঁহাতে লীন হয়, সাধুগণ যে লিঙ্গের ভজনা করেন, ব্রহ্মা সেই ওঙ্কারেশ্বরকে দর্শন করিলেন। ৯৮ ॥ যিনি পঞ্চ বেদ স্বরূপ, যিনি পঞ্চ ব্রহ্মময় এবং যিনি আদি পঞ্চস্বরূপ, ব্রহ্মা সেই পরাৎপর ওঙ্কারকে নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৯৯ ॥

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে শৈলসুতে! কমলযোনি ব্রহ্মা সেই প্রপঞ্চাতীত লিঙ্গরূপী ওঙ্কারেশ্বরকে অবলোকন করিয়া এইরূপ স্তব আরম্ভ করিলেন॥১০০॥

ব্রহ্মোবাচ।

নম ওঙ্কাররূপায় নমোঽক্ষয়বপুর্দ্ধৃতে।
নমোঽকারাদিবর্ণানাং প্রভবায় সদাশিব ॥ ১০১।
অকারস্ত্বমুকারস্ত্বং মকারস্ত্বমনাকৃতে।
ঋগ্‌যজুঃসামরূপায় রূপাতীতায় তে নমঃ ॥ ১০২।
নমো নাদাত্মনে তুভ্যং নমো বিন্দুকলাত্মনে।
অলিঙ্গলিঙ্গরূপায় সর্ব্বরূপস্বরূপিণে ॥ ১০৩।
নমস্তে ধামনিধয়ে নিধনাদিবিবর্জ্জিত।
নমো ভবায় রুদ্রায় শর্ব্বায় চ নমোঽস্তু তে ॥ ১০৪।
নম উগ্রায় ভীমায় পশূনাং পতয়ে নমঃ।
নমস্তারস্বরূপায় সম্ভবায় নমোঽস্তু তে ॥ ১০৫।
অমায়ায় নমস্তুভ্যং নমঃ শিবতরায় তে।
কপর্দ্দিনে নমস্তুভ্যং শিতিকণ্ঠ নমোঽস্তু তে ॥ ১০৬।
মীঢুষ্টমায় গিরিশ শিপিবিষ্টায় তে নমঃ।
নমোঽহ্রস্বায় খর্ব্বায় বৃহতে বৃদ্ধরূপিণে ॥ ১০৭।

হে প্রভো! তুমি ওঙ্কারস্বরূপ, তুমি অক্ষয়-বপুধারী, তুমি অকারাদি বর্ণের উৎপত্তি ভূমি, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০১ ॥ হে নিরাকার! তুমিই অকার, তুমিই উকার, তুমিই মকার, তুমি ঋক্‌যজুঃ সামরূপ, তুমি রূপাতীত, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০২ ॥ তুমি নাদাত্মক, তুমি বিন্দুকলাত্মক, তুমি অলিঙ্গ, তুমিই লিঙ্গরূপী, তুমিই সর্ব্বরূপময়, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০৩ ॥ তুমি জ্যোতির্ম্ময়, তুমি নিধনাদি-বিবর্জ্জিত, তুমি ভব, তুমি রুদ্র, তুমি শর্ব্ব, তোমাকে নমস্কার। ১০৪ ॥ তুমি উগ্র, তুমি ভীম, তুমি পশুপতি, তুমি তারস্বরূপ, তুমি স্বয়ম্ভু, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০৫ ॥ তুমি মায়ারহিত, তুমি পরমকল্যাণস্বরূপ, তুমি কপর্দ্দী, তুমি শিতিকণ্ঠ, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০৬ ॥ হে গিরিশ! তুমিই শ্রেষ্ঠ-ফলদাতা, তুমি যজ্ঞেশ্বর, তুমি হ্রস্ব, তুমি খর্ব্ব, তুমি বৃহৎ, তুমি বৃদ্ধ,

কুমারগুরবে তুভ্যং কুমারবপুষে নমঃ।
নমঃ শ্বেতায় কৃষ্ণায় পীতায়ারুণমূর্ত্তয়ে॥ ১০৮।
ধূম্রবর্ণায় পিঙ্গায় নমঃ কির্ম্মীরবর্চ্চসে।
নমঃ পাটলবর্ণায় নমো হরিততেজসে॥ ১০৯।
নানাবর্ণস্বরূপায় বর্ণানাং পতয়ে নমঃ।
নমস্তে স্বররূপায় নমো ব্যঞ্জনরূপিণে॥ ১১০।
উদাত্তায়ানুদাত্তায় স্বরিতায় নমো নমঃ।
হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতেশায় সবিসর্গায় তে নমঃ॥ ১১১।
অনুস্বারস্বরূপায় নমস্তে সানুনাসিক।
নমো নিরনুনাসায় দন্ত্যতালব্যরূপিণে॥ ১১২।
ওষ্ঠ্যোরস্যস্বরূপায় নম উষ্মস্বরূপিণে।
অন্তস্থায় নমস্তুভ্যং পঞ্চমায় পিনাকিনে॥ ১১৩।
নিষাদায় নমস্তুভ্যং নিষাদপতয়ে নমঃ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গাদিবাদ্যরূপায় তে নমঃ॥ ১১৪।

তোমাকে নমস্কার॥ ১০৭॥ হে সর্ব্বেশ্বর! তুমি কুমার-জনক, তুমি সুকুমার-বপু, তুমি শ্বেত, তুমি কৃষ্ণ, তুমি পীত, তুমি অরুণমূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার। ১০৮॥ হে বিভো! তুমি ধূম্র, তুমি পিঙ্গল, তুমি কির্ম্মীর, তুমি পাটল, তুমি হরিৎ, তোমাকে নমস্কার॥ ১০৯॥ তুমি নানাবর্ণ-স্বরূপ, অতএব হে সর্ব্ববর্ণ-পতে! আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি স্বরবর্ণ, তুমি ব্যঞ্জনবর্ণ। হে বর্ণাত্মক! তোমাকে নমস্কার॥ ১১০॥ তুমি উদাত্ত, তুমি অনুদাত্ত, তুমি স্বরিত, তুমি হ্রস্ব, তুমি দীর্ঘ, তুমি প্লুত, তুমি বিসর্গ, তোমাকে নমস্কার। ১১১॥ তুমি অনুস্বার, তুমি সানুনাসিক, তুমি নিরনুনাসিক, তুমি দন্ত্য, তুমি তালব্য, তোমাকে নমস্কার॥ ১১২॥ তুমি ওষ্ঠ্য, তুমি উরস্য, তুমি উষ্ম, তুমি অন্তস্থ, তুমি পঞ্চম, তুমি পিনাকি, তোমাকে নমস্কার॥ ১১৩॥ তুমি নিষাদ, তুমি নিষাদপতি, তুমি বীণা-বেণু-মৃদঙ্গবাদ্য, তোমাকে নমস্কার।

নমস্তারায় মন্দ্রায় ঘোরায়াঘোরমূর্ত্তয়ে।
নমস্তানস্বরূপায় মূর্চ্ছনাপতয়ে নমঃ ॥ ১১৫।
স্থায়িসঞ্চারিভেদেন নমো ভাবস্বরূপিণে।
তালপ্রিয়ায় তালায় লাস্যতাণ্ডবজন্মনে ॥ ১১৬।
তৌর্য্যত্রিকস্বরূপায় তৌর্য্যত্রিকমহাপ্রিয়।
তৌর্য্যত্রিককৃতাং ভক্ত্যা নির্ব্বাণশ্রীপ্রদায়ক ॥ ১১৭।
স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপায় দৃশ্যাদৃশ্যস্বরূপিণে।
অর্বাচীনায় চ নমঃ পরাচীনায় তে নমঃ ॥ ১১৮।
বাক্‌প্রপঞ্চস্বরূপায় বাক্‌প্রপঞ্চপরায় চ।
একায়ানেকভেদায় সদসৎপতয়ে নমঃ ॥ ১১৯।
শব্দব্রহ্ম নমস্তুভ্যং পরব্রহ্ম নমোঽস্তুতে।
নমো বেদান্তবেদায় বেদানাং পতয়ে নমঃ ॥ ১২০।
নমো বেদস্বরূপায় বেদগোচরমূর্ত্তয়ে।
পার্ব্বতীশ নমস্তুভ্যং জগদীশ নমোঽস্তু তে ॥ ১২১।

১১৪ ॥ তুমি তারস্বর, তুমি মন্দ্র, তুমি ঘোর, তুমি অঘোর, তুমি তান-স্বরূপ, তুমি মূর্চ্ছনা, তোমাকে নমস্কার ॥ ১১৫ ॥ তুমি স্থায়িভাব, তুমি সঞ্চারিভাব, তুমি তালপ্রিয়, তুমি তাল, তুমিই লাস্যতাণ্ডবের উৎপত্তি-নিদান, তোমাকে নমস্কার।১১৬॥ তুমি তৌর্য্যত্রিক-স্বরূপ, তুমি তৌর্য্যত্রিকপ্রিয়! যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক নৃত্যগীতাদি করে, তুমি তাহাদিগকে নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান কর, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১১৭ ॥ তুমি স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম, তুমি দৃশ্য, তুমি অদৃশ্য, তুমি অর্ব্বাচীন, তুমি পরাচীন, তোমাকে নমস্কার ॥ ১১৮ ॥ তুমি বাক্‌প্রপঞ্চ-স্বরূপ, বাক্ প্রপঞ্চাতীত, তুমি এক, তুমি অনেক, তুমি কার্য্যকারণের নিয়ন্তা, তোমাকে নমস্কার ॥ ১১৯ ॥ হে দেব! তুমি শব্দ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি পরমব্রহ্ম, তুমি বেদবেদ্য, তুমি বেদপতি, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২০ ॥ হে পার্ব্বতীশ্বর! তুমি বেদস্বরূপ, তুমি বেদগোচর, তুমি নিখিলজগতের ঈশ্বর, তোমাকে নম-

নমস্তে দেবদেবেশ দেব দিব্যপদপ্রদ।
শঙ্করায় নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং মহেশ্বর ॥ ১২২ ।
নমস্তে জগদানন্দ নমস্তে শশিশেখর।
মৃত্যুঞ্জয় নমস্তুভ্যং নমস্তে ত্র্যম্বকায় চ ॥ ১২৩ ।
নমঃ পিনাকহস্তায় ত্রিশূলায়ুধধারিণে।
নমস্ত্রিপুরহন্ত্রে চ নমোঽন্ধকনিষূদন ॥ ১২৪ ।
কন্দর্পদর্পদলন নমো জালন্ধরারয়ে।
কালায় কালকালায় কালকূটবিষাদিনে ॥ ১২৫ ।
বিষাদহন্ত্রে ভক্তানামভক্তৈকবিষাদহ।
জ্ঞানায় জ্ঞানরূপায় সর্ব্বজ্ঞায় নমোঽস্তুতে ॥ ১২৬ ।
যোগসিদ্ধিপ্রদোঽসি ত্বং যোগিনাং যোগসত্তম।
তপসাং ফলদোঽসি ত্বং তপস্বিভ্যস্তপোধন ॥ ১২৭ ।
ত্বমেব মন্ত্ররূপোঽসি মন্ত্রাণাং ফলদো ভবান্।
মহাদানফলং ত্বং বৈ মহাদানপ্রদো ভবান্ ॥ ১২৮ ।

স্কার ॥ ১২১ ॥ হে দেব-দেবেশ! তুমি দেবগণকে দিব্যপদ প্রদান কর। তুমি শঙ্কর, তুমি মহেশ্বর, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২২ ॥ তুমি জগদানন্দ, তুমি শশি শেখর, তুমি মৃত্যুঞ্জয়, তুমি ত্র্যম্বক, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২৩ ॥ তুমি পিনাকপাণি, তুমি ত্রিশূলপাণি, তুমি ত্রিপুরারি, তুমি অন্ধক-নিসূদন, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২৪ ॥ তুমি কন্দর্প-দর্প-দলন, তুমি জালন্ধর-নিপাতন, তুমি কাল, তুমি কালের কাল, তুমি কালকূটভোজী, অতএব হে কালেশ্বর। তোমাকে নমস্কার ॥ ১২৫ ॥ হে বিপদভঞ্জন, তুমি ভক্তগণের বিষাদ নিবারণ কর, অভক্তের বিষাদ উৎপাদন কর, তুমি জ্ঞানস্বরূপ, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২৬ ॥ হে যোগসত্তম! তুমি যোগিগণের যোগসিদ্ধি প্রদান কর, হে তপোধন! তুমি তপস্বিগণের তপস্যার ফল প্রদান কর। তুমি মন্ত্র-স্বরূপ, তুমি মন্ত্রের ফলদাতা, তুমি মহাদানের ফলস্বরূপ, তুমিই মহাদানের

মহাযজ্ঞস্ত্বমেবেশ মহাযজ্ঞফলপ্রদ।
ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্বগস্ত্বং বৈ সর্ব্বদঃ সর্ব্বদৃগ্‌ভবান্।
সর্ব্বভুক্ সর্ব্বকর্ত্তা ত্বং সর্ব্বসংহারকারক॥ ১২৯।
যোগিনাং হৃদয়াকাশকৃতালয় নমোঽস্তু তে।
ত্বমেব বিষ্ণুরূপেণ শঙ্খচক্রগদাধর॥ ১৩০।
ত্রিলোকীং ত্রায়সে ত্রাতঃ সত্ত্বমূর্ত্তে নমোঽস্তু তে।
ত্বমেব বিদধাস্যেতদ্বিধিভূর্ত্বা বিধানবিৎ॥ ১৩১।
রজোরূপং সমালম্ব্য নীরজস্কপদপ্রদ।
ত্বমেব হি মহারুদ্রস্ত্বং মহোগ্রো ভুজঙ্গভৃৎ॥ ১৩২
ত্বমেব হি মহাভীমো মহাপিতৃবনেচর।
তামসীং তনুমাশ্রিত্য ত্বং কৃতান্তকৃতান্তক॥ ১৩৩।
কালাগ্নিরুদ্রোভূত্বান্তে ত্বং সম্বর্ত্তপ্রবর্ত্তকঃ॥ ১৩৪।

ফলপ্রদ, তুমিই মহা যজ্ঞস্বরূপ, তুমি মহাযজ্ঞের ফলদাতা, তুমি সর্ব্বময়, তুমি সর্ব্বত্রগামী, তুমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, তুমি সর্ব্বদর্শী, তুমি সর্ব্বভুক্, তুমি সর্ব্বস্রষ্টা, তুমি সর্ব্বসংহারক, অতএব তোমাকে নমস্কার॥ ১২৭—১২৯॥ হে যোগেশ্বর! তুমি যোগিগণের হৃদয়াকাশে অবস্থান কর, তুমিই বিষ্ণুরূপে শঙ্খ-চক্র গদা-ধর॥ অতএব তোমাকে নমস্কার॥ ১৩০॥ হে সত্ত্বমূর্ত্তে! তুমি বিষ্ণুরূপে সত্ত্বগুণে ত্রিলোক পালন কর, হে সৃষ্টিকোবিদ! তুমি তমোগুণে ব্রহ্মারূপে ত্রিলোকের সৃষ্টিবিধান কর, অতএব তোমাকে নমস্কার॥ ১৩১॥ হে ভুজঙ্গ-ভূষণ! তুমি মহা উগ্র মহারুদ্ররূপে রজোগুণে জীবের মোক্ষ বিধান কর, অতএব তোমাকে নমস্কার॥ ১৩২॥ হে মহাকাল! তুমি মহাভীম, তুমি শ্মসান বাসী এবং তমোগুণাশ্রয়। তুমি কৃতান্তের কৃতান্ত-স্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার॥ ১৩৩॥ হে প্রলয়ঙ্কর! চরমে তুমিই মহাকালাগ্নি স্বরূপ হইয়া মহাপ্রলয়ের প্রবর্ত্তক হও, অতএব তোমাকে নমস্কার॥ ১৩৪॥

ত্বং পুংপ্রকৃতিরূপাভ্যাং মহদাদ্যখিলং জগৎ।
অক্ষিপক্ষ্মসমুৎক্ষেপাৎ পুনরাবিষ্করোষ্যজ ॥ ১৩৫।
উন্মেষবিনিমেষৌ তে সর্গাসর্গৈককারণম্।
কপালমালাখেলোঽয়ং ভবতঃ স্বৈরচারিণঃ ॥ ১৩৬।
ত্বৎ কণ্ঠে নৃকরোটীয়ং ধূর্জ্জটে যা বিভাসতে।
সর্ব্বেষামন্তদগ্ধানাং সাস্ফুটং বীজমালিকা ॥ ১৩৭।
ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং শম্ভো ত্বয়ি সর্ব্বং চরাচরম্।
কস্ত্বাং স্তোতুং বিজানাতি পুরা বাচামগোচরম্ ॥ ১৩৮।
স্তোতা ত্বং হি স্তুতিস্ত্বং হি নিত্যং স্তুত্যস্ত্বমেব চ।
বেদ্ম্যোন্নমঃ শিবায়েতি নান্যদ্বেদ্মোব কিঞ্চন ॥ ১৩৯।
ত্বমেব হি শরণ্যং মে ত্বমেব হি গতিঃ পরা।
ত্বামেব প্রণমামীশ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ১৪০।

হে জন্মবর্জিত! পুনরায় তুমিই কটাক্ষে পুরুষ-প্রকৃতি-রূপে মহদাদি অখিল সংসার আবিষ্কার কর, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১৩৫ ॥ হে সর্ব্বময়! তোমার উন্মেষেই উৎপত্তি এবং নিমেষেই লয়, তুমি ইচ্ছাময়। কপাল-মালা ক্রীড়ার ন্যায় ইহাও তোমার এক ক্রীড়া, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১৩৬ ॥ হে নীলকণ্ঠ! তোমার কণ্ঠে যে নৃকপাল-মালা শোভা পাইতেছে, তাহা প্রলয়-বিদগ্ধ অখিল সংসারের বীজমালিকা স্বরূপ। অতএব হে ধূর্জটে! আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৩৭ ॥ হে শম্ভো! তোমা হইতেই এই সমস্ত চরাচর বিশ্বসংসার সমুৎপন্ন, তোমাতেই এই অখিল বিশ্বের স্থিতি, তোমার মহিমা বেদেরও অগোচর, কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ ॥ ১৩৮ ॥ হে পরমেশ্বর! তুমিই স্তোতা, তুমিই স্তুতি এবং স্তবনীয়, আমি তোমাকে কি বলিয়া স্তব করিব, কেবল 'নমঃশিবায়' এই বাক্যটি ভিন্ন আর কিছুই আমি জানিনা। ১৩৯ ॥ হে মহেশ্বর! তুমি আমার শরণ্য, তুমিই আমার পরম গতি, আমি তোমাকে বার বার প্রণিপাত করি ॥ ১৪০ ॥

ইত্যুদীর্য্যাসরুদ্বেধাঃ প্রণনাম মহেশ্বরম্।
প্রণবাখ্যং মহালিঙ্গরূপিণং দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ॥ ১৪১।

ঈশ্বর উবাচ।

ততো গিরীন্দ্রতনয়ে শ্রুত্বা ব্রহ্মস্তুতিং পরাম্।
পরমৈশ্বর্য্যসম্পত্তিহেতুং তুষ্টোঽহমদ্ভুতম্॥ ১৪২।
অমূর্ত্তোঽহং ততো লিঙ্গান্ মূর্ত্তিমাস্থায় শাঙ্করীম্।
প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহীত্যুবাচ চতুরাননম্॥ ১৪৩।
চতুর্ব্বক্ত্রঃ সমুত্থায় প্রত্যক্ষং বীক্ষ্য মামথ।
পুনর্জয় জয়েত্যুক্ত্বা প্রণনাম কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১৪৪।
আনন্দবাষ্পসলিলনেত্রো হৃষ্টতনূরুহঃ।
গদ্গদেন স্বরেণাথ প্রোবাচ জলজাসনঃ॥ ১৪৫।

ব্রহ্মোবাচ।

যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম।
তদেতস্মিন্ মহালিঙ্গে সান্নিধ্যন্তেঽস্তু শঙ্কর॥ ১৪৬।

কমলাসন ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিয়া ওঁকারেশ্বর মহালিঙ্গকে পুনঃ পুনঃ ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন॥ ১৪১॥ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে গিরিরাজতনয়ে! ব্রহ্মার সেই পরমৈশ্বর্য্যের নিদানীভূত স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম॥ ১৪২॥ হে শুভে! অনন্তর আমি রূপবর্জিত হইয়াও শাঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সেই লিঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলাম, হে চতুরানন! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর॥ ১৪৩॥ হে দেবি! অনন্তর চতুরানন, উত্থিত হইয়া আমাকে প্রত্যক্ষে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রণাম করিলেন॥ ১৪৪॥ কমলাসন তৎপরে আনন্দ-বাষ্প—পূর্ণলোচনে, রোমাঞ্চিত-কলেবরে হৃষ্টচিত্তে গদ্গদ-স্বরে কহিলেন, হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই

অয়মেব বরো দেয়ো নান্যং বরমহং বৃণে।
ওঙ্কারেশ্বরনাম্নৈতদস্তু ভক্তৈকমুক্তিদম্॥ ১৪৭।
স্কন্দ উবাচ।
বিধ্যুক্তমিতি বিপ্রর্ষে সমাকর্ণ্য তদেশিতা।
উবাচ বচনং চৈতত্তথাস্তু চতুরাননম্॥ ১৪৮।
বরানন্যানপি বিভুঃ প্রসন্নস্তৎক্ষণাদ্দদৌ।
বিধয়ে দীর্ঘতপসে তয়া স্তুত্যাতিতোষিতঃ॥ ১৪৯।
ঈশ্বর উবাচ।
সুরশ্রেষ্ঠ তপঃশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাম্নায়নিধির্ভব।
সৃষ্টেঃ করণসামর্থ্যং তবাস্তু মদনুগ্রহাৎ॥ ১৫০।
পিতামহস্ত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্বেষাং মান্যভূর্ভবান্।
ত্বত্তপঃ ফলদানার্থং যদেতল্লিঙ্গমুত্থিতম্॥ ১৫১।

বর প্রদান করুন যে স্বয়ং এই লিঙ্গে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত থাকিবেন॥ ১৪৫॥ ১৪৬॥ হে বরদ! আমি আর অন্য বর প্রার্থনা করি না, কেবল এই বর প্রদান করুন যে, এই লিঙ্গের নাম ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ হউক এবং ইনি ভক্তগণের মুক্তিদাতা হউন॥ ১৪৭॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ব্রহ্মার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন, তথাস্তু॥ ১৪৮॥ অনন্তর সেই চির-তপস্বী ব্রহ্মার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে আরও কয়েকটী বর প্রদান করিলেন॥ ১৪৯॥ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে তাপসশ্রেষ্ঠ! আমার অনুগ্রহে তুমি সমস্ত বেদের নিধি হইবে এবং সৃষ্টি বিধান করণে তোমার সামর্থ্য হইবে।১৫০। হে বিধে! তোমার তপস্যার ফলদানার্থ এই লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। অতএব তুমি সকলের পিতামহ এবং সকলের সম্মান-ভূমি হইবে॥ ১৫১॥ হে ব্রহ্মন্! এই ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ শব্দব্রহ্মময় পরমোঙ্কার-স্বরূপ। ইহাঁর

পরমোঙ্কাররূপঞ্চ শব্দব্রহ্মময়ং বিধে।
অস্যারাধনতঃ পুংসাং ন দূরং ব্রহ্মণঃ পদম্॥ ১৫২।
অকারাখ্যমিদং লিঙ্গমুকারাখ্যমিদং পরম্।
মকারাহ্বয়মেতচ্চ নাদাখ্যং বিন্দুসজ্ঞকম্॥ ১৫৩।
পঞ্চায়তনমীশানমিত্থমেতদুদীরিতম্।
মোক্ষায় সর্ব্বজন্তূনামস্মিন্নানন্দকাননে॥ ১৫৪।
স্নাত্বা মৎস্যোদরীতীর্থে বিলোক্যোঙ্কারমীশ্বরম্।
ন জাতু জায়তে জন্তুর্জননীজঠরে ক্বচিৎ॥ ১৫৫।
এতন্নাদেশ্বরং লিঙ্গমেতল্লিঙ্গং সুদুর্লভম্।
রম্যে মৎস্যোদরীতীরে দৃষ্টং স্পৃষ্টং বিমুক্তিদম্॥ ১৫৬।
যদেতৎ কাপিলং জ্যোতিরেতল্লিঙ্গে বিলোক্যতে।
অতস্তু কপিলেশাখ্যমেতল্লিঙ্গং সুদুর্লভম্॥ ১৫৭।
মৎস্যোদরী যদা গঙ্গা কপিলেশ্বরসন্নিধৌ।
তদা তত্র নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ১৫৮।

আরাধনা করিলে জীবের ব্রহ্মপদ দূরস্থ হইবে না॥ ১৫২॥ হে প্রজাপতে! অকার উকার মকার ও নাদবিন্দুময় এই পরম লিঙ্গের নাম ওঙ্কারেশ্বর॥১৫৩ এই পঞ্চায়তনের আশ্রয়ভূত এই ঈশানলিঙ্গ পঞ্চবর্ণাত্মক ওঙ্কারেশ্বর নামে অভিহিত। ইনি এই আনন্দ-কাননে সর্ব্ব জীবের মোক্ষদাতা হইবেন। ১৫৪॥ মৎস্যোদরী তীর্থে স্নান করিয়া এই ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিলে জীবকে আর কদাচ জননী-জঠরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। ১৫৫॥ রমণীয় মৎস্যোদরী-তীরে এই নাদেশ্বর লিঙ্গ অতি দুর্লভ। ইঁহার দর্শন-স্পর্শনে মুক্তি লাভ হইবে॥১৫৬॥ এই লিঙ্গে কপিলরূপী বিষ্ণুর জ্যোতি বিলোকিত হয়, অতএব ইঁহার নাম সুদুর্লভ কপিলেশ্বর॥ ১৫৭॥ কপিলেশ্বর সমীপে গঙ্গা মৎস্যোদরী নামে বিখ্যাত হইবেন। তথায় স্নান করিলে ব্রহ্ম-

বরণোৎসিক্তপানীয়েদ্ব্যনদীতোয়মিশ্রিতে।
স্নাত্বা নাদেশ্বরং দৃষ্ট্বা নরঃ কিমনুশোচতি॥ ১৫৯।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং তীর্থানি সহ সাগরৈঃ।
ষষ্টিকোটিসহস্রাণি মৎস্যোদর্য্যাং বিশন্তি হি॥ ১৬০।
প্রণবেশসমীপে তু যদা গঙ্গা সমেষ্যতি।
তদা পুণ্যতমঃ কালো দেবর্ষিপিতৃবল্লভঃ॥ ১৬১।
তত্র স্নানং জপো দানং হবনং দেবতার্চ্চনম্।
মৎস্যোদর্য্যামক্ষয়ং স্যাদোঙ্কারেশ্বরসন্নিধৌ॥ ১৬২।
ঔঙ্কারদর্শনাদেববাজিমেধফলং লভেৎ।
তস্মাৎ কাশ্যাং প্রযত্নেন দৃশ্য ঔঙ্কার ঈশ্বরঃ॥ ১৬৩।
দুর্ল্লভং মানবং জন্ম চতুর্ব্বর্গৈকসাধনম্।
জলবুদ্বুদবত্তৎ স্যান্নাদেশো যেন নেক্ষিতঃ॥ ১৬৪।
নিরীক্ষ্য কপিলেশানং স্নাত্বা মৎস্যোদরী জলে।
কৃত্বা পিণ্ডপ্রদানানি পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥ ১৬৫।

হত্যার পাপ ক্ষয় হইবে॥ ১৫৮॥ গঙ্গা-বরণা-সঙ্গমে স্নান করিয়া নাদেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবের আর কোন প্রকার শোক তাপ থাকিবে না। ১৫৯॥ অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে সপ্ত সাগরের সহিত ষষ্টি কোটি তীর্থ এই মৎস্যোদরী তীর্থে প্রবিষ্ট হইবে॥ ১৬০॥ গঙ্গা যৎকালে প্রণবেশ্বর সমীপে সমাগত হইবেন, তৎকালে দেব-ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ পুণ্যতম যোগ সমুপস্থিত হইবে॥ ১৬১॥ ওঙ্কারেশ্বর সমীপে মৎস্যোদরী তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম ও দেবতার্চ্চন করিলে তাহা অক্ষয় হইবে॥ ১৬২॥ ওঙ্কারেশ্বর দর্শনে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। অতএব কাশীতে প্রযত্ন সহকারে ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করা আবশ্যক॥ ১৬৩॥ যাহারা নাদেশ্বর লিঙ্গ দর্শন না করিবে, তাহাদিগের চতুর্ব্বর্গ-সাধন, দুর্ল্লভ মানব-জন্ম জলবুদ্বুদের ন্যায় বিফল হইবে॥ ১৬৪॥ মৎস্যোদরী জলে স্নান করিয়া পিতৃগণের

কৃত্বাপি মোহাৎ পাপানি ভূরীণ্যেব মহান্ত্যপি।
কাশ্যামোঙ্কারমালোক্য কুতস্ত্রস্যতি বৈ যমাৎ॥ ১৬৬।
ওঙ্কারযাত্রাভিমুখং নরং বীক্ষ্য পিতামহাঃ।
পরিনৃত্যন্তি মুদিতাঃ স্বসন্তানসমুদ্ভবম্॥ ১৬৭।
যস্য যস্য চ বৈ নাম স্মৃত্বা স্মৃত্বা নমস্যতি।
তন্তমুন্নয়তে প্রাজ্ঞঃ পিতরং ব্রহ্মণঃ পদম্॥ ১৬৮।
রুদ্রাণাং নিযুতং জপ্ত্বা যৎ ফলং সম্যগাপ্যতে।
তৎ ফলং লভতে নূনং ভক্ত্যোঙ্কারবিলোকনাৎ॥১৬৯।
কেবলং ভূমিভারায় জন্মিনো জন্ম তস্য বৈ।
যেনানন্দবনে দৃষ্টো নোঙ্কারঃ সর্ব্বকামদঃ॥ ১৭০।
একমোঙ্কারমালোক্য সমস্তে ক্ষৌণিমণ্ডলে।
লিঙ্গজাতানি সর্ব্বাণি দৃষ্টানি স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ১৭১।
প্রণবেশং প্রণম্যাথ যদ্যন্যত্র বিপদ্যতে।
স্বর্গলোকমবাপ্যাথ কাশ্যাং মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৭২।

উদ্দেশে পিণ্ড দান ও কপিলেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণ পিতৃ-ঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবে॥ ১৬৫॥ মোহবশে মহামহা পাপানুষ্ঠান করিলেও কাশীতে ওঙ্কারেশ্বর দর্শনে জীবের যমভয় থাকিবে না॥ ১৬৬॥ স্ব স্ব বংশীয় সন্তানগণকে ওঙ্কারেশ্বর যাত্রাভিমুখ দর্শন করিলে পিতৃ পিতামহগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবেন॥ ১৬৭॥ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ওঙ্কারেশ্বর সমীপে যে যে পিতৃ-পুরুষের নাম গ্রহণপূর্ব্বক নমস্কার করিবেন, সেই সেই পিতৃলোকের ব্রহ্মপদ লাভ হইবে ১৬৮॥ দশ লক্ষ রুদ্রনাম জপ করিলে যে ফল হয়, ভক্তিপূর্ব্বক ওঙ্কারেশ্বর দর্শন করিলে সেই ফল লাভ হইবে॥ ১৬৯॥ যাহারা কাশীধামে সর্ব্বকাম-প্রদ ওঙ্কারেশ্বর দর্শন না করিবে, ইহসংসারে তাহাদের জন্মগ্রহণ কেবল পৃথিবীর ভারবৃদ্ধির নিমিত্ত হইবে॥ ১৭০॥ নিখিল ক্ষৌণি-মণ্ডলে যে সমস্ত লিঙ্গ আছেন, একমাত্র ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ দর্শনে তৎ সমস্ত লিঙ্গ দর্শনের

অস্মিল্লিঙ্গে সদা ব্রহ্মন্ স্থাস্যামীতি বিনিশ্চিতম্।
দাস্যামি চ সদা মোক্ষমেতল্লিঙ্গার্চ্চকায় বৈ॥ ১৭৩।
ওঁকারসকৃদপ্যত্র নরো নত্বা প্রযত্নতঃ।
কৃতকৃত্যো ভবেন্নূনং পরমাম্মদনুগ্রহাৎ॥ ১৭৪।
ওঁকারপশ্চিমে ভাগে তারতীর্থমনুত্তমম্।
কৃতোদকক্রিয়স্তত্র নরস্তরতি দুর্গতিম্॥ ১৭৫।
ওঁকারেশস্য যে ভক্তাঃ জ্ঞেয়াস্তে নৈব মানবাঃ।
মনুষ্যচর্ম্মণানদ্ধাস্তে রুদ্রা মোক্ষগামিনঃ॥ ১৭৬।
অস্য লিঙ্গস্য মহিমা নান্যৈরত্রাবগম্যতে।
ত্বৎপুণ্যোদয়তো যস্মাদ্বিধেঽত্রাবিরভূদিদম্॥ ১৭৭।
এতল্লিঙ্গপ্রভাবাচ্চ সর্ব্বং জ্ঞাস্যতি তত্ত্বতঃ।
বিধে বিধেহি তস্মাত্ত্বং সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্॥ ১৭৮।

ফল হইবে সন্দেহ নাই॥ ১৭১॥ প্রণবেশ্বরকে প্রণাম করিয়া জীব যদি অন্যত্রেও দেহত্যাগ করে, তাহা হইলেও স্বর্গলোক লাভ করিয়া পরিণামে কাশী-মুক্তির অধিকারী হইবে॥ ১৭২॥ হে ব্রহ্মন্! আমি নিশ্চয়ই এই লিঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া সর্ব্বদাই ভক্তগণকে মুক্তিদান করিব॥ ১৭৩॥ কাশীতে যে ব্যক্তি একবারমাত্র ভক্তিভাবে ওঙ্কারেশ্বরকে নমস্কার করিবে, আমার পরমানুগ্রহে সেই ব্যক্তি কৃত-কৃতার্থতা লাভ করিবে সন্দেহ নাই। ১৭৪॥ ওঙ্কারেশ্বরের পশ্চিমদিকে অনুত্তম তার তীর্থ। তথায় স্নান তর্পণ করিলে সমস্ত দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ লাভ হইবে॥ ১৭৫॥ ওঙ্কারেশ্বরের ভক্তগণকে মনুষ্য জ্ঞান করিতে নাই। তাঁহারা মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত সাক্ষাৎ মোক্ষগামি রুদ্র স্বরূপ॥ ১৭৬॥

হে বিধাতঃ! এই লিঙ্গের মহিমা কেহই অবগত নহে। কেবল তোমার পুণ্যপ্রভাবেই ইনি কাশীতে আবির্ভূত হইয়াছেন॥ ১৭৭॥ হে বিধে! এই

ইতি দত্বা বরং তস্মৈ ব্রহ্মণে পদ্মসম্ভবে।
তস্মিন্নেব মহালিঙ্গে শম্ভুর্লীনো বভূব হ॥ ১৭৯।

স্কন্দ উবাচ।

ব্রহ্মাঽপি ভজতেঽদ্যাপি তল্লিঙ্গং কলশোদ্ভব।
স্তুবন্‌ ব্রহ্মস্তবেনৈব স্বাত্মনা বিহিতেন হি॥ ১৮০।
ব্রহ্মস্তবং জপন্‌ মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
পূর্য্যতে চ মহাপুণ্যৈর্জ্ঞানং প্রাপ্নোতি সত্তমম্‌॥ ১৮১।
ব্রহ্মস্তবমিদং জপ্ত্বা ত্রিকালং পরিবৎসরম্‌।
অন্তকালে ভবেৎ জ্ঞানং যেন বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৮২।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ওঙ্কারমহিমাবর্ণনং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

লিঙ্গ প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইবে। অতএব তুমি এই সমস্ত চরাচরের সৃষ্টি বিধান কর॥ ১৭৮॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ভগবান ভবানীপতি পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এইরূপ বর প্রদান-পূর্ব্বক সেই স্থানে সেই লিঙ্গেই বিলীন হইলেন॥ ১৭৯॥ হে কলসোদ্ভব! ব্রহ্মাও অদ্যাপি এই লিঙ্গের অর্চ্চনা এবং আত্মবিহিত ব্রহ্ম স্তবে স্তুতি করিয়া থাকেন॥ ১৮০॥ মানবগণ এই ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহাপুণ্য এবং পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে॥ ১৮১॥ হে মহর্ষে! যে জ্ঞানে ভব বন্ধন ছেদ হয়, সম্বৎসর কাল ত্রিকালীন এই ব্রহ্মস্তব জপ করিলে জীব অন্তকালে সেই পরমজ্ঞান লাভ করে॥ ১৮২॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ওঙ্কার মহাত্ম্যবর্ণন নাম ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

শ্রুত্বা স্কন্দ ন তৃপ্তোঽস্মি তব বক্ত্রেরিতাং কথাম্।
অত্যাশ্চর্য্যকরং প্রোক্তমাখ্যানং বৈন্দুমাধবম্ ॥ ১।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি দেবদেব সমাগমম্।
তার্ক্ষ্যাৎ ত্র্যক্ষঃ সমাকর্ণ্য দিবোদাসস্য চেষ্টিতম্ ॥ ২।
বিষ্ণুমায়াপ্রপঞ্চঞ্চ কিমাহ গরুড়ধ্বজম্।
কে কে চ শম্ভুনা সার্দ্ধং সমীয়ুর্মন্দরাদ্গিরেঃ ॥ ৩।
ব্রহ্মণেশঃ কথং দৃষ্টস্ত্রপাকুলিতচক্ষুষা।
কিমাহ দেবো ব্রহ্মাণং কিমুক্তং ভাস্বতাপি চ ॥ ৪।
যোগিনীভিঃ কিমাখ্যায়ি গণা স্ত্রীণাঃ কিমব্রুবন্।
এতদাখ্যাহি মে স্কন্দ মহৎকৌতূহলং ময়ি ॥ ৫।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! তোমার বদনবিনির্গত সুধাসিক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না, তুমি বিন্দুমাধবের যে আখ্যান কীর্ত্তন করিলে, তাহা অতীব আশ্চর্য্য ॥ ১ ॥ অধুনা আমি দেবদেব বিশ্বেশ্বরের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিতে অভিলাষী। বিষ্ণুমায়াপ্রপঞ্চ শ্রবণ করিয়া বিশ্বেশ্বর তখন নারায়ণকে কি বলিয়াছিলেন এবং মন্দরপর্ব্বত হইতে কাহারাই বা তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন, দৌত্যকার্য্যে বিফলমনোরথ ব্রহ্মা লজ্জাকুলিত নেত্রে কিরূপে বিশ্বেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিশ্বেশ্বরই বা তাঁহাকে কি বলিলেন, সূর্য্যই বা

ইদং প্রশ্নং নিশম্যেশির্মুনেঃ কলসজন্মনঃ।
প্রত্যুবাচ নমস্কৃত্য শিবৌ প্রণতসিদ্ধিদৌ ॥ ৬।

স্কন্দ উবাচ।

মুনে শৃণু কথামেতাং সর্ব্বপাতকনাশিনীম্।
অশেষবিঘ্নশমনীং মহাশ্রেয়োভিবর্দ্ধিনীম্ ॥ ৭।
অথ দেবোঽসুররিপুঃ শ্রুত্বা শম্ভুসমাগমম্।
দ্বিজরাজায় স মুদা সমদাৎ পারিতোষিকম্ ॥ ৮।
আয়ানং শংসতে শম্ভোরুপবারাণসীপ্রিয়ম্।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা ততশ্চাভ্যুৎযযৌ হরিঃ ॥ ৯।
বিবস্বতা সমেতশ্চ তৈর্গণৈঃ পরিতো বৃতঃ।
যোগিনীভিরনুদ্যাতো গণেশমুপসংস্থিতঃ ॥ ১০।
অথ নেত্রাতিথীকৃত্য দেবদেবং বৃষধ্বজম্।
মঙ্ক্ষু তার্ক্ষ্যাদবারুহ্য প্রণনাম শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ১১।

কি কহিলেন, যোগিনীরা কে কি বলিল, সলজ্জ প্রমথগণই বা কে কি কহিলেন, হে স্কন্দ! এই সকল আখ্যান শ্রবণ করিতে আমার মহান্ কৌতূহল জন্মিতেছে ॥ ২—৫ ॥ মহর্ষি অগস্ত্যের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ষড়ানন ভক্তবৎসল হরপার্ব্বতীকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনে! আমি তোমার নিকট সেই সকল মহাপাপনাশিনী, অশেষ বিঘ্নহারিণী, মহাশ্রেয়োবিবর্দ্ধিনী কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪—৭ ॥ দানবারি হৃষীকেশ গরুড়ের মুখে বিশ্বেশ্বর সমাগম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে সেই শুভবার্ত্তাবহ পক্ষিরাজকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ৮ ॥ বিশ্বেশ্বর তাঁহার প্রিয় বারাণসী উদ্দেশে আগমন করিতেছেন, নারায়ণ এই সংবাদে ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করিয়া সূর্য্য, প্রমথগণ, যোগিনীবৃন্দ এবং গণপতি সমভিব্যাহারে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ অনন্তর বৃষধ্বজ বিশ্বেশ্বরকে নেত্রপথের অতিথি করিয়া শ্রীপতি বিষ্ণু তৎ-

পিতামহোঽপি স্থবিরো ভৃশং নম্রশিরোধরঃ।
প্রণম্যেশং মৃড়েনৈব প্রণমন্ বিনিবারিতঃ॥ ১২॥
স্বস্ত্যভ্যুদিতপাণিশ্চ রুদ্রসূক্তৈরমন্ত্রয়ৎ।
অক্ষতান্যথ সাদ্রাণি দর্শয়ন্ সফলান্যজঃ॥ ১৩॥
মৌলিং পাদাব্জয়োঃ কৃত্বা গণেশঃ সত্বরো নতঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যুপাজিঘ্রয়াঙ্কক্রে হরো হর্ষাদ্ গজাননম্॥ ১৪॥
অভ্যুপাবেশয়চ্চাপি পরিষ্বজ্য নিজাসনে।
সোমনন্দিপ্রভৃতয়ঃ প্রণেমুর্দণ্ডবদ্গণাঃ॥ ১৫॥
যোগিন্যোঽপি প্রণম্যেশং চক্রুর্মঙ্গলগায়নম্।
তরণিঃ প্রণনামাথ প্রমথাধিপতিং হরম্॥ ১৬॥
খণ্ডেন্দুশেখরশ্চাথ উপসিংহাসনং হরিম্।
সমুপাবেশয়দ্বামপার্শ্বে মানপুরঃসরম্॥ ১৭॥
ব্রহ্মাণং দক্ষিণে ভাগে পরিবিশ্রাণিতাসনম্।
দৃষ্ট্বা সম্ভাবিতাঃ সর্ব্বে শর্ব্বেণ প্রণতা গণাঃ॥ ১৮॥

ক্ষণাৎ গরুড় হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন॥ ১১॥ বৃদ্ধ পিতামহ ব্রহ্মাও অবনত মস্তকে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। বিশ্বেশ্বর স্বস্তি ইত্যাদি আগমোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ফলসংযুক্ত আর্দ্র আতপ-তণ্ডুল প্রদর্শন করিয়া উত্থান করিতে বলিলেন॥ ১২॥ ১৩॥ অনন্তর গণেশ পিতার পাদপদ্ম মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সত্বর প্রণিপাত করিলেন। মহাদেব প্রহৃষ্ট-চিত্তে গজাননের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিজাসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর সোমনন্দিপ্রমুখ প্রমথগণ একে একে বিশ্বেশ্বরকে দণ্ড-বৎ প্রণিপাত করিলেন॥ ১৪॥ ১৫॥ যোগিনীবৃন্দও মঙ্গলগান পাঠ করিতে করিতে মহাদেবকে প্রণাম করিল, সূর্য্যদেবও প্রমথাধিপতি বিশ্বেশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন॥ ১৬॥ অনন্তর বিশ্বেশ্বর বহুমান পুরঃসর বিষ্ণুকে আপন সিংহাসনোপরি বামপার্শ্বে এবং ব্রহ্মাকে দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করা-

মৌলিচালনমাত্রেণ যোগিন্যোঽপি প্রসাদিতাঃ।
সন্তোষিতো রবিশ্চাপি বিশেতি করসংজ্ঞয়া॥ ১৯।
অথ শম্ভুং শতধৃতিঃ প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ।
পরিবিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রে প্রসন্নবদনাম্বুজম্॥ ২০।

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ক্ষন্তব্যং গিরিজাপতে।
বারাণসীং সমাসাদ্য যদহং নাগতঃ পুনঃ॥ ২১।
প্রসঙ্গতোঽপি কঃ কাশীং প্রাপ্য চন্দ্রবিভূষণ।
কিঞ্চিদ্বিধাতুং শক্তোঽপি ত্যজেৎ স্থবিরতাং দধন্॥ ২২।
স্বরূপতো ব্রাহ্মণত্বাদপাকর্ত্তুং ন শক্যতে।
অথ শক্তোপ্যপা কর্ত্তুং কঃ পুণ্যে সঙ্কিকীর্ষতি॥ ২৩।
বিভোরপি সমাজ্ঞেয়ং ধর্ম্মবর্ত্মানুসারিণি।
ন কিঞ্চিদপকর্ত্তব্যং জানতা কেনচিৎ ক্বচিৎ॥ ২৪।

ইলেন, অপরাপর প্রমথগণকেও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন॥ ১৭॥ ॥ ১৮॥ যোগিনীগণ বিশ্বেশ্বরের শিরশ্চালনেই প্রসাদিত হইল এবং উপবেশনানুমতি পরিব্যঞ্জক হস্তসঞ্চালনেই সূর্য্যদেব সন্তোষলাভ করিলেন॥১৯॥ অনন্তর ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্নচিত্তে পঙ্কজানন পঞ্চাননকে নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! হে গিরিজাপতে! বারাণসীতে আগমন করিয়া আমি যে মন্দরে প্রতিগমন করি নাই, হে দেবদেবেশ! তুমি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর॥ ২০॥ ২১॥ হে চন্দ্রভূষণ! কোন্ স্থবিরপুরুষ বারাণসী প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? ২২॥ স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া, আমি রাজা দিবোদাসের অপকার করিতে পারি নাই, অপকার করিবার শক্তি থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহার অনুষ্ঠান করে, তাহার পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিফল॥ ২৩॥ নিয়ত ধর্ম্মানুসারী ব্যক্তির জ্ঞানপূর্ব্বক কোন প্রকার অপকার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে বিভো! ইহা

কস্তাদৃশি মহীজানৌ পুণ্যবত্যন্যতন্দ্রিতে।
কাশীপালে দিবোদাসে মনাগপি বিরুদ্ধধীঃ ॥ ২৫ ।
নিশম্যেতি বচস্তুষ্টঃ শ্রীকণ্ঠোতি বিশুদ্ধধীঃ।
হসন্ প্রোবাচ ধাতারং ব্রহ্মন্ সর্ব্বমবৈম্যহম্ ॥ ২৬।

দেবদেব উবাচ।

আদৌ তাবদদোষং হি ব্রহ্মত্বং ব্রাহ্মণস্য তে।
বাজিমেধাধ্বরাণাঞ্চ ততোপি দশকং কৃতম্ ॥ ২৭।
ততোপি বিহিতং ব্রহ্মন্ ভবতা পরমং হিতম্।
অপরাধসহস্রাণি যল্লিঙ্গং স্থাপিতং মম ॥ ২৮।
যেনৈকমপি মে লিঙ্গং স্থাপিতং যত্র কুত্রচিৎ।
তস্যাপরাধলেশোপি নাস্তি সর্ব্বাপরাধিনঃ ॥ ২৯।
অপরাধসহস্রেপি ব্রাহ্মণং যোপরাধ্নুয়াৎ।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব তস্যৈশ্বর্য্যং বিনশ্যতি ॥ ৩০।

তোমারও পরিজ্ঞাত আছে ॥ ২৪ ॥ রাজা দিবোদাসের মনে বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধ বুদ্ধি নাই, পৃথিবীতে কোন্ মহীপতি তাঁহার তুল্য ধর্ম্মপথে নিরালস্য আছেন ২৫ ॥ ব্রহ্মার এইরূপ ক্ষমা প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্টচিত্তে সহাস্য বদনে তাঁহাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মণ্! সমস্তই আমি জ্ঞাত আছি ॥ ২৬ ॥ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ সর্ব্বাংশেই দোষস্পর্শশূন্য, কারণ তোমার ব্রহ্মত্ব তাহাতে বিদ্যমান, দ্বিতীয়তঃ তিনি দশাশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অতএব হে ব্রহ্মণ্! তুমি যে তাঁহার পরম হিতসাধন করিয়াছ, তাহা উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে, তাঁহার সহস্র অপরাধ থাকিলেও ক্ষমার্হ, যেহেতু তিনি আমার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে কেহ যেস্থানে ইচ্ছা, একটিমাত্র শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন, সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তদপরাধের লেশমাত্র থাকে না ॥ ২৭—২৯ ॥ ব্রাহ্মণ সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও যে কেহ তাঁহার অপকার ইচ্ছা করে, অল্পদিন মধ্যেই তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥ মহা-

ইতি ব্রুবতি দেবেশেঽপ্যন্তরুচ্ছ্বসিতং গণৈঃ।
সমাতৃভিঃ সমন্তাচ্চ বিলোক্যাস্যং পরস্পরম্ ॥ ৩১ ।
অর্কোপ্যবসরং জ্ঞাত্বা নত্বা শম্ভুং ব্যজিজ্ঞপৎ।
প্রসন্নাস্যমুমাকান্তং দৃষ্ট্বা দৃষ্টচরাচরঃ ॥ ৩২ ।

অর্ক উবাচ।

নাথ কাশীমিতো গত্বা যথাশক্তি কৃতোপধিঃ।
অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্তঃ সহস্রকরবানপি ॥ ৩৩ ।
স্বধর্ম্মপালকে তস্মিন্ দিবোদাসে ধরাপতৌ।
নিশ্চিতাগমনং জ্ঞাত্বা দেবস্যাহমিহ স্থিতঃ ॥ ৩৪ ।
প্রতীক্ষমাণো দেবেশ ত্বদাগমনমুত্তমম্।
বিভজ্য বহুধাত্মানং ত্বদারাধনতৎপরঃ ॥ ৩৫ ।
মনোরথদ্রুমশ্চাদ্য ফলিতঃ শ্রীমদীক্ষণাৎ।
কিঞ্চিদ্ভক্তিজলবাম্ভোভিঃ সিক্তো ধ্যানেন পুষ্পিতঃ ॥৩৬।

দেবের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বমাতৃক প্রমথগণ সকলেই উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ চরাচর প্রকাশক প্রভাকর এই সময় অবসর প্রাপ্ত হইয়া, উমাকান্ত বিশ্বেশ্বরকে সুপ্রসন্ন দর্শন করিয়া কহিলেন হে কাশীপতে! আমি সহস্রকরবান্ হইয়াও সাধ্যানুসারে সেই স্বধর্ম্মপ্রতিপালক রাজা দিবোদাসের অপকারসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়াছি এবং হে দেব! তোমার আগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াই আমি এই স্থানে অবস্থান করিতেছি ॥ ৩২—৩৪ ॥ হে দেবেশ! তোমার শুভাগমন প্রতীক্ষায় আমি বহুধা বিভক্ত হইয়া, কাশীতে তোমার আরাধনায় তৎপর হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩৫ ॥ আমার সেই মনোরথবৃক্ষ কিঞ্চিৎ ভক্তিরূপ বারিসিক্ত এবং ধ্যানযোগে পুষ্পিত হইয়া, অদ্য ভগবদ্দর্শনে ফলবান হইল। ৩৬ ॥ বিশ্বেশ্বর, সূর্য্যের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভাস্কর!

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য রবের্ব্বিরবিলোচনঃ।
প্রোবাচ দেবদেবেশো নাপরাধ্যসি ভাস্কর ॥ ৩৭।
মমৈব কার্য্যং বিহিতং ত্বং যদত্র ব্যবস্থিতঃ।
যস্যাং সুরপ্রবেশো ন তস্মিন্ রাজনি শাসতি ॥ ৩৮।
ইতি সূরং সমাশ্বাস্য দেবদেবঃ কৃপানিধিঃ।
গণানাশ্বাসয়ামাস ব্রীড়ানম্রশিরোধরান্ ॥ ৩৯।
যোগিন্যোপি সুদৃষ্ট্যাঽথ শম্ভুনা সংপ্রসাদিতাঃ।
ত্রপাভরসমাক্রান্তকন্ধরা ইব সম্মতাঃ ॥ ৪০।
ততো ব্যাপারয়াঞ্চক্রে ত্র্যক্ষো নেত্রাণি চক্রিণি।
হরির্ন্ন কিঞ্চিদপ্যূচে সর্ব্বজ্ঞাগ্রে মহামনাঃ ॥ ৪১।
ঈশোপি শ্রুতবৃত্তান্তস্তার্ক্ষ্যাদ্ গণপশার্ঙ্গিণোঃ।
মনসৈব প্রসন্নোঽভূন্ন কিঞ্চিৎ পর্য্যভাষত ॥ ৪২।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা গোলোকাৎ পঞ্চধেনবঃ।
সুনন্দা সুমনাশ্চাপি সুশীলাসুরভিস্তথা ॥ ৪৩।

তোমার কোন অপরাধ নাই ॥ ৩৭ ॥ রাজা দিবোদাসের শাসনে কাশীতে দেবগণের প্রবেশাধিকার ছিল না, তুমি এখানে অবস্থান করাতেই আমারি কার্য্য সাধিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ কৃপানিধি বিশ্বেশ্বর এইরূপে সূর্য্যকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, লজ্জাবিনম্রবদন প্রমথগণকে আশ্বাস দান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ লজ্জাভারাক্রান্তা যোগিনীরাও মহেশ্বরের কৃপাদৃষ্টিপাতে অনুগৃহীত হইলেন। ৪০ ॥ ত্রিলোচন তদনন্তর চক্রপাণির প্রতি নেত্রপাত করিলেন, কিন্তু মহামনা হরি একটিও বাক্য উচ্চারণ করিলেন না। ৪১ ॥ বিশ্বেশ্বর গরুড়ের মুখে নারায়ণ ও গণপতির সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, মনে মনে প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং বাক্যদ্বারা তিনিও কিছু প্রকাশ করিলেন না ॥ ৪২ ॥ এই অবসরে গোলোকধাম হইতে সুনন্দা, সুমনা, সুশীলা, সুরভি ও কপিলা

পঞ্চমীকপিলা চাপি সর্ব্বাঘৌঘবিঘট্টিনী।
বাৎসল্য দৃষ্ট্যা গর্ভস্য তাসামূধাংসি সুস্রুবুঃ ॥ ৪৪ ।
ববর্ষুঃ পয়সাং পূরৈস্তদূধাংসি পয়োধরাঃ।
ধারাসারৈরবিচ্ছিন্নৈস্তাবৎ যাবদ্ধ্রদোঽভবৎ ॥ ৪৫ ।
পয়ঃ পয়োধিরিব স দ্বিতীয়ঃ প্রৈক্ষি পার্শ্বদৈঃ।
দেবেশসহধিষ্ঠানাত্তত্তীর্থমভবৎ পরম্ ॥ ৪৬ ।
কপিলাহ্রদ ইত্যাখ্যাঞ্চক্রে তস্য মহেশ্বরঃ।
ততো দেবাজ্ঞয়া সর্ব্বে স্নাতাস্তত্র দিবৌকসঃ ॥ ৪৭ ।
আবিরাসুস্ততস্তীর্থাদথ দিব্যপিতামহাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা তে সুরাঃ সর্ব্বে তর্পয়াঞ্চক্রিরে মুদা ॥ ৪৮ ।
অগ্নিষ্বাত্তাবর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা।
ইত্যাদ্যা দিব্যপিতরস্তুষ্টাঃ শম্ভুং ব্যজিজ্ঞপন্ ॥ ৪৯ ।
দেবদেব জগন্নাথ ভক্তানামভয়প্রদ।
অস্মিংস্তীর্থে ত্বদভ্যাশাজ্জাতা নস্তৃপ্তিরক্ষয়া ॥ ৫০ ।

এই পঞ্চধেনু সমাগত হইল, মহাপাপনাশিনী পয়স্বিনী কপিলা বৃষবাৎসল্য রসে বিগলিত ধারে ক্ষীরবর্ষণ করাতে তথায় একহ্রদ উৎপন্ন হইল ॥ ৪৩—৪৫ ॥ সেই হ্রদ, সমস্ত অনুচরবর্গের নয়নে দ্বিতীয় ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং দেবাদিদেব বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান হেতু সেই স্থানটি পরম তীর্থরূপে বিখ্যাত হইল ॥ ৪৬ ॥ মহেশ্বর সেই তীর্থের কপিলাহ্রদ নামকরণ করিলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে সমস্ত দেবগণ সেই হ্রদে স্নান করিলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর সেই তীর্থ হইতে দিব্য পিতামহগণ আবির্ভূত হইলেন, দেবতারা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া, প্রহৃষ্টমানসে তর্পণ করিলেন। ৪৮ ॥ অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, আজ্যপা এবং সোমপা প্রভৃতি দিব্য পিতৃগণ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া বিশ্বেশ্বরকে কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে ভক্তগণের অভয়প্রদ! তোমার সমীপস্থ এই তীর্থে আমাদিগের অক্ষয়

তস্মাচ্ছম্ভো বরং দেহি প্রসন্নেনান্তরাত্মনা।
ইতি দিব্যপিতৃণাং স শ্রুত্বা বাক্যং বৃষধ্বজঃ ॥ ৫১।
শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানামিদং বচনমব্রবীৎ।
শর্ব্বঃ সর্ব্বপিতৃণাং বৈ পরতৃপ্তিকরং পরম্ ॥ ৫২।

শ্রীদেবদেব উবাচ।

শৃণু বিষ্ণো মহাবাহো শৃণু ত্বঞ্চ পিতামহ।
এতস্মিন্ কাপিলে তীর্থে কাপিলেয়পয়োভৃতে ॥ ৫৩।
যে পিণ্ডান্নির্ব্বপিষ্যন্তি শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধদানতঃ।
তেষাং পিতৃণাং সন্তৃপ্তির্ভবিষ্যতি মমাজ্ঞয়া ॥ ৫৪।
অন্যং বিশেষং বক্ষ্যামি মহাতৃপ্তিকরং পরম্।
কুহূসোমসমাযোগে দত্তং শ্রাদ্ধমিহাক্ষয়ম্ ॥ ৫৫।
সম্বর্ত্তকালে সম্প্রাপ্তে জলরাসির্জলান্যপি।
ক্ষীয়ন্তে ন ক্ষয়ং তত্র শ্রাদ্ধং সোমকুহূকৃতম্ ॥ ৫৬ ॥

তৃপ্তিলাভ হইল। অতএব হে শম্ভো! প্রসন্নান্তকরণে আমাদিগকে বর প্রদান কর ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

দিব্য পিতৃগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বৃষধ্বজ বিশ্বেশ্বর, সমস্ত লোকের পিতৃপুরুষের পরম পরিতৃপ্তি বিধানার্থ শ্রবণাকাঙ্ক্ষী দেবগণ মধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহু নারায়ণ! হে পিতামহ ব্রহ্মণ্! তোমরা সকলে শ্রবণ কর। কপিলা ক্ষীরোৎপন্ন এই কপিলা তীর্থে যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণ, ও পিণ্ডদান করিয়া যথাশক্তি দান করিবে, আমার আজ্ঞায় তাহাদের পিতৃগণের পরমতৃপ্তি লাভ হইবে ॥ ৫১—৫৪ ॥ মহাতৃপ্তিকর আর একটি পরমোৎকৃষ্ট বিশেষ নিয়ম কহিতেছি শ্রবণ কর; সোমবারযুক্ত অমাবস্যাতে কপিলাতীর্থে শ্রাদ্ধ এবং দান করিলে তাহা অক্ষয় হইবে ॥ ৫৫ ॥

প্রলয়কালে জলনিধির জলরাশিও ক্ষয় হয়, কিন্তু সোমবার অমাবস্যা

অমাসোমসমাযোগে শ্রাদ্ধং যদ্যত্র লভ্যতে।
তীর্থে কাপিলধারেস্মিন্ গয়য়া পুষ্করেণ কিম্ ॥ ৫৭।
গদাধরভবান্ যত্র যত্র ত্বঞ্চ পিতামহ।
বৃষধ্বজোঽস্ম্যহং যত্র ফল্গুস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮।
দিব্যন্তরিক্ষভৌমানি যানি তীর্থানি সর্ব্বতঃ।
তান্যত্র নিবসিষ্যন্তি দর্শে সোমদিনান্বিতে ॥ ৫৯।
কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
গ্রহণে শ্রাদ্ধতো যৎ স্যাত্তত্তীর্থে বার্ষভধ্বজে ॥ ৬০।
অস্য তীর্থস্য নামানি যানি দিব্যপিতামহাঃ।
তান্যহং কথয়িষ্যামি ভবতাং তৃপ্তিদান্যলম্ ॥ ৬১।
মধুস্রবেতি প্রথমমেষা পুষ্করিণী স্মৃতা।
ঘৃতকুল্যা ততো জ্ঞেয়া ততোঽসৌ ক্ষীরনীরধিঃ ॥ ৬২।
বৃষভধ্বজতীর্থঞ্চ তীর্থং পৈতামহং ততঃ।
ততো গদাধরাখ্যঞ্চ পিতৃতীর্থং ততঃ পরম্ ॥ ৬৩।

যোগে কপিলাতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ফল চিরকাল অক্ষয় ॥ ৫৬ ॥ যে ব্যক্তি এইযোগে কপিলাতীর্থে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার আর গয়া অথবা পুষ্করে শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না ॥ ৫৭ ॥ হে গদাধর! তুমি স্বয়ং যে স্থানে, পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং যে স্থানে, এবং আমি মহাদেব স্বয়ং যেস্থানে উপস্থিত, সেস্থানে অবশ্যই ফল্গুর আবির্ভাব, সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ স্বর্গ, অন্তরীক্ষ এবং ভূমণ্ডলে যত তীর্থ আছে, সোমবারে অমাবস্যা প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত তীর্থই এই কপিলাতীর্থে সমাগত হয় ॥ ৫৯ ॥ কুরুক্ষেত্রে, নৈমিষারণ্যে এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গ্রহণকালে শ্রাদ্ধ করিলে, যে ফল হয়, বৃষধ্বজতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও সেইরূপ ফল ॥ ৬০ ॥ দিব্যপিতামহগণ এইতীর্থের যে সকল তৃপ্তিপ্রদ নামকরণ করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদিগের নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর। মধুস্রবা, পুষ্করিণী, ঘৃত-

ততঃ কাপিলধারং বৈ সুধাখনিরিয়ং পুনঃ।
ততঃ শিবগয়াখ্যঞ্চ জ্ঞেয়ং তীর্থমিদং শুভম্॥ ৬৪।
এতানি দশনামানি তীর্থস্যাঽস্য পিতামহাঃ।
ভবতাং তৃপ্তিকারীণি বিনাপি শ্রাদ্ধতর্পণৈঃ॥ ৬৫।
সূর্য্যেন্দুসঙ্গমে যেঽত্র পিতৄণাং তৃপ্তিকামুকাঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িষ্যন্তি তেষাং শ্রাদ্ধমনন্তকম্॥ ৬৬।
শ্রাদ্ধে পিতৄণাং সন্তৃপ্ত্যৈ দাস্যন্তি কপিলাং শুভাম্।
যেঽত্র তেষাং পিতৃগণো বসেৎ ক্ষীরোদরোধসি॥ ৬৭।
বৃষোৎসর্গঃ কৃতো যৈস্তু তীর্থেঽস্মিন্ বার্ষভধ্বজে।
অশ্বমেধপুরোডাশৈঃ পিতরস্তেন তর্পিতাঃ॥ ৬৮।
গয়াতোঽষ্টগুণং পুণ্যমস্মিংস্তীর্থে পিতামহাঃ।
অমায়াং সোমযুক্তায়াং শ্রাদ্ধৈঃ কাপিলধারিকে॥ ৬৯।
যেষাং গর্ভেঽভবচ্ছ্রাবো যেঽদন্তজননা মৃতাঃ।
তেষাং তৃপ্তির্ভবেন্নূনং তীর্থে কাপিলধারিকে॥ ৭০।

কুল্যা, ক্ষীরনীরধি, বৃষধ্বজ, পৈতামহ, গদাধর, পিতৃতীর্থ, কাপিলধার, এবং সুধাকর দেবতীর্থ; অমৃতমিলয় কল্যানপ্রদ পিতামহতীর্থের এই দশবিধ নাম। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ তর্পণ না করিলেও তোমাদিগের তৃপ্তি সাধিত হইবে। যাঁহারা পিতৃপুরুষের তৃপ্তিকামনায় এইতীর্থে অমাবস্যা শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করান, তাঁহাদিগের অনন্তশ্রাদ্ধের ফললাভ হয়॥ ৬১—৬৬॥ যাঁহারা পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত এইতীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া ধেনুদান করেন, তাঁহাদের পিতৃপুরুষের ক্ষীরোদসমুদ্রে বাস হয়॥৬৭॥ অশ্বমেধ যজ্ঞের হুতাবশিষ্ট হবিতে পিতৃগণের যেরূপ তৃপ্তিলাভ হয়, বৃষভধ্বজতীর্থে বৃষোৎসর্গ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে তাঁহাদিগের সেইরূপ তৃপ্তি হইয়া থাকে॥ ৬৮॥ মৌনি অমাবস্যা যোগে কপিলাতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, গয়াশ্রাদ্ধের অষ্টগুণ ফল হয়॥ ৬৯॥ গর্ভস্রাবে এবং দন্তউঠিবার অগ্রে যাহাদিগের মৃত্যু হয়, কপিলতীর্থে

অদত্তমৌঞ্জীদানা যে যে চাদারপরিগ্রহাঃ।
তেভ্যো নির্ব্বাপিতং পিণ্ডমিহ হ্যক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥৭১।
অগ্নিদাহমৃতা যে বৈ নাগ্নিদাহশ্চ যেষু বৈ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তি তীর্থে কাপিলধারিকে ॥ ৭২।
ঔর্দ্ধদৈহিকহীনা যে ষোড়শশ্রাদ্ধবর্জ্জিতাঃ।
তে তৃপ্তিমধিগচ্ছন্তি ঘৃতকুল্যাং নিবাপতঃ ॥ ৭৩।
অপুত্রাশ্চ মৃতা যে বৈ যেষাং নাস্ত্যুদকপ্রদঃ।
তেঽপি তৃপ্তিং পরাং যান্তি মধুস্রবসি তর্পিতাঃ ॥ ৭৪।
অপমৃত্যুমৃতা যে বৈ চৌরবিদ্যুজ্জলাদিভিঃ।
তেষামিহ কৃতং শ্রাদ্ধং জায়তে সুগতিপ্রদম্ ॥ ৭৫।
আত্মঘাতেন নিধনং যেষামিহ বিকর্ম্মণাম্।
তেঽপি তৃপ্তিং লভন্তেঽত্র পিণ্ডৈঃ শিবগয়াকৃতৈঃ ॥ ৭৬।

তাহাদিগেরও তৃপ্তি সাধিত হয়॥ ৭০॥ অকৃত উপনয়ন ও অকৃতদার মৃতগণের উদ্দেশে এইতীর্থে পিণ্ডদান করিলে, তাহা অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ॥৭১॥ মৃত্যুর পর যাহাদিগের দেহ দাহ হইয়াছে এবং যাহাদিগের দাহ হয় নাই, কপিলাতীর্থে পিণ্ডদানে তাহাদিগের সকলেরই তৃপ্তিলাভ হয়॥ ৭২॥ যাহাদিগের ষোড়শ শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ানুষ্ঠিত না হয়, ঘৃতকুল্যাতীর্থে পিণ্ডদানে তাহাদিগেরও সদ্গতি হইয়া থাকে॥ ৭৩॥ জলগণ্ডূষস্থল বিবর্জ্জিত হইয়া অপুত্রক অবস্থায় যাহাদিগের মৃত্যু হয়, মধুস্রবাতীর্থে তর্পণ করিলে তাহাদিগেরও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে॥ ৭৪॥ দস্যুহস্তে, বজ্রপতনে, জলনিমজ্জনে, অথবা অন্যপ্রকারে যাহাদিগের অপমৃত্যু ঘটে, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদিগের সদ্গতি লাভ হয়॥ ৭৫॥ ইহসংসারে যে সকল পাপকর্ম্মা লোক আত্মঘাতী হয়, এই শিবগয়ায় পিণ্ডদান করিলে তাহারাও উদ্ধার হইয়া থাকে॥ ৭৬॥ এই স্থানে পিণ্ডদান করিলে পিতৃ-

পিতৃগোত্রে মৃতা যে বৈ মাতৃপক্ষে চ যে মৃতাঃ।
তেষামত্র কৃতঃ পিণ্ডো ভবেদক্ষয়তৃপ্তিদঃ॥ ৭৭।
পত্নীবর্গে মৃতা যে বৈ মিত্রবর্গে চ যে মৃতাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তি তর্পিতা বার্ষভধ্বজে॥ ৭৮।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বংশে শূদ্রবংশেঽন্ত্যজেষু চ।
যেষাং নাম গৃহীত্বাঽত্র দীয়তে তে সমুদ্ধৃতাঃ॥ ৭৯।
তির্য্যগ্‌যোনি মৃতা যে বৈ যে পিশাচত্বমাগতাঃ।
তেপ্যূর্দ্ধগতিমায়ান্তি তৃপ্তাঃ কাপিলধারিকে॥ ৮০।
যে তু মানুষলোকেস্মিন্ পিতরো মর্ত্যযোনয়ঃ।
তে দিব্যযোনয়ঃ স্যুর্ব্বৈ মধুস্রবসি তর্পিতাঃ॥ ৮১।
যে দিব্যলোকে পিতরঃ পুণ্যৈর্দেবত্বমাগতাঃ।
তে ব্রহ্মলোকে গচ্ছন্তি তৃপ্তাস্তীর্থে বৃষধ্বজে॥ ৮২।
কৃতে ক্ষীরময়ং তীর্থং ত্রেতায়াং মধুমৎ পুনঃ।
দ্বাপরে সর্পিষা পূর্ণং কলৌ জলময়ং ভবেৎ॥ ৮৩।

গোত্রীয় এবং মাতৃপক্ষীয় সমস্ত মৃতব্যক্তির অক্ষয় তৃপ্তিলাভ হয়॥ ৭৭॥ বৃষভধ্বজতীর্থে তর্পণ করিলে, পত্নীপক্ষীয় এবং মিত্রপক্ষীয় সমস্ত মৃতব্যক্তির তৃপ্তিসাধিত হয়॥ ৭৮॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চাতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাহাদের নাম করিয়া এই তীর্থে পিণ্ডপ্রদত্ত হয়, তাহারাই উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৭৯॥ যাহারা তির্য্যক যোনি অথবা পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, কপিলাতীর্থে পিণ্ডদান করিলে, তাহারাও তৃপ্তিলাভ করিয়া উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়॥ ৯০॥ এই মানবলোকে যাঁহাদিগের পিতৃপুরুষ পুনরায় মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই মধুস্রবাতীর্থে তর্পণ করিলে সেই পিতৃগণ দিব্যযোনি প্রাপ্ত হন॥ ৮১॥ যে সকল পিতৃপুরুষ পুণ্যবলে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দিব্যলোকে বাস করিতেছেন, বৃষভধ্বজতীর্থে তাঁহাদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিলে, তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন॥ ৮২॥ এইতীর্থ সত্যযুগে ক্ষীর

সীমাবহির্গতমপি জ্ঞেয়ং তীর্থমিদং শুভম্।
মধ্যে বারাণসীশ্রেষ্ঠং মম সান্নিধ্যতো নরৈঃ॥ ৮৪।
কাশীস্থিতৈর্যতোঽদর্শি ধ্বজো মে বৃষলাঞ্ছনঃ।
বৃষধ্বজেন নাম্নাতঃ স্থাস্যাম্যত্র পিতামহাঃ॥ ৮৫।
পিতামহেন সহিতো গদাধরসমন্বিতঃ।
রবিণা পার্শ্বদৈঃ সার্দ্ধং তুষ্টয়ে বঃ পিতামহাঃ॥ ৮৬।
ইতি যাবৎ বরং দত্তে পিতৃভ্যো বৃষভধ্বজঃ।
তাবন্নন্দী সমাগত্য প্রণম্যেশং ব্যজিজ্ঞপৎ॥ ৮৭।

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

বিহিতঃ স্যন্দনঃ সজ্জস্ততোঽস্তু বিজয়োদয়ঃ॥
অষ্টৌ কণ্ঠীরবাযত্র যত্রোক্ষামষ্টকং শুভম্॥ ৮৮।
যত্রেভাঃ পরিভান্ত্যষ্টৌ যত্রাষ্টৌ জবিনো হয়াঃ।
মনঃ সংযমনং যত্র কশাপাণিব্যবস্থিতম্॥ ৮৯।

ময়, ত্রেতাযুগে মধুময়, দ্বাপরে ঘৃতময় এবং কলিযুগে জলময়। সীমা বহির্গত হইলেও এই শুভদতীর্থ আমার সান্নিধ্য হেতু বারাণসীমধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে পরিজ্ঞেয়। ৮৩॥ ৮৪॥ হে পিতামহগণ! কাশীবাসী মাত্রেই আমার বৃষলাঞ্ছন কেতন দর্শন করিয়াছেন, অতএব আমি, ব্রহ্মা, গদাধর, সূর্য্য এবং পার্ষদগণ সহ তোমাদিগের তৃপ্তিসাধনার্থ বৃষধ্বজনামে এই স্থানেই অবস্থান করিব॥ ৮৫॥ ৮৬॥ ভগবান বৃষধ্বজ পিতৃগণকে এইরূপ বর প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে নন্দী তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল, হে বিশ্বনাথ! সুসজ্জিত পুষ্পকরথ সমাগত হইয়াছে। সেইরথে অষ্টকেশরী, অষ্টবৃষ, অষ্টমাতঙ্গ, এবং বেগবান অষ্টতুরঙ্গ বিনিযোজিত, সংযতচিত্ত তাহার সারথি, রথদণ্ডে গঙ্গা ও যমুনা এবং চক্রে পবনদেবের অধিষ্ঠান, প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল তাহার চক্র, গগনমণ্ডল ছত্র, তারাবলী কীলক, নাগগণ রথবন্ধন রজ্জু, চতুর্ব্বেদ পথপ্রদর্শক, স্মৃতিসমূহ রথাবরণ, দক্ষিণা ধুরন্ধর

গঙ্গাযমুনয়োরীষে চক্রে পবনদেবতাঃ।
সায়ং প্রাতর্দ্বয়ে চক্রে ছত্রং দ্যোর্মণ্ডলং শুচি ॥ ৯০।
তারাবলীময়াঃ কীলা আহেয়া উপনায়কাঃ।
শ্রুতয়ো মার্গদর্শিন্যঃ স্মৃতয়ো রথগুপ্তয়ঃ ॥ ৯১।
দক্ষিণা ধূর্দৃঢ়া যত্র মখা যত্রাভিরক্ষকাঃ।
আসনং প্রণবো যত্র গায়ত্রী পাদপীঠভূঃ ॥ ৯২।
সাঙ্গা ব্যাহৃতয়ো যত্র শুভাঃ সোপানবীথিকাঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যত্র সততং দ্বাররক্ষকৌ ॥ ৯৩।
অগ্নির্মকরতুণ্ডশ্চ রথভূঃ কৌমুদীময়ী।
ধ্বজদণ্ডো মহামেরুঃ পতাকাহস্করপ্রভা ॥ ৯৪।
স্বয়ং বাগ্দেবতা যত্র চঞ্চচ্চামরধারিণী।

স্কন্দ উবাচ।

শৈলাদিনেতি বিজ্ঞপ্তো দেবদেব উমাপতিঃ ॥ ৯৫।
কৃতনীরাজনবিধিরষ্টভির্দেবমাতৃভিঃ।
পিনাকপাণিরুত্তস্থৌ দত্তহস্তোঽথশার্ঙ্গিণা ॥ ৯৬।

যজ্ঞসমূহ রথরক্ষক, প্রণব আসন, গায়ত্রী পাদপীঠ, ব্যাহৃতিগণ সোপানাবলী, চন্দ্রসূর্য্য দ্বাররক্ষক, অগ্নিদেব মকরাস্য, রথভূমি কৌমুদীময়, মহামেরু ধ্বজদণ্ড, সূর্য্যপ্রভা তাহার পতাকা এবং দেবী সরস্বতী স্বয়ং চামরধারিণী। ৮৭—৯৪ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! দেবদেব উমাপতি বিশ্বেশ্বর নন্দীরমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, চক্রপাণির হস্তধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। অষ্টমাতৃকা দেবীগণ তাঁহার আরতি করিতে লাগিলেন, দিব্য বাদ্যনিনাদে স্বর্গমর্ত্ত পরিপূরিত হইল। চারণগণ স্তুতিগান করিতে লাগিল এবং সেই গীতবাদ্য নিঃস্বনে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, বিশ্ববাসী লোকপালগণ তথায়

নিনাদো দিব্যবাদ্যানাং রোদসীং পরিপূরয়ন্।
গীতমঙ্গলগীর্ভিশ্চ চারণৈরনুবর্দ্ধিতঃ॥ ৯৭।
তেন দিব্যনিনাদেন বধিরীকৃতদিঙ্মুখাঃ।
আহূতা ইব আজগ্মুর্বিশ্বগ্ ভুবনবাসিনঃ॥ ৯৮।
দেবাঃ কোট্যস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্গণাঃ কোট্যযুতদ্বয়ম্।
নবকোট্যস্তু চামুণ্ডা ভৈরব্যঃ কোটিসম্মিতাঃ॥ ৯৯।
ষড়াননাঃ কুমারাশ্চ ময়ূরবরবাহনাঃ।
মমানুগাঃ সমায়াতাঃ কোটয়োষ্টৌ মহাবলাঃ॥ ১০০।
আযযুঃ কোটয়ঃ সপ্ত স্ফুরৎপরশুপাণয়ঃ।
পিচিণ্ডিলা মহাবেগা বিঘ্নবিঘ্না গজাননাঃ॥ ১০১।
ষড়শীতিসহস্রাণি মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
তাবন্তোঽপি সমাজগ্মুস্তত্রান্যে গৃহমেধিনঃ॥ ১০২।
নাগানাং কোটয়স্তিস্রঃ পাতালতলবাসিনাম্।
দানবানাঞ্চ দৈত্যানাং দ্বে দ্বে কোটিশিবাত্মনাম্॥১০৩।
গন্ধর্ব্বা নিযুতান্যষ্টৌ কোট্যর্দ্ধং যক্ষরক্ষসাম্।
বিদ্যাধরাণামযুতং নিযুতদ্বয়সংযুতম্॥ ১০৪।

সমাগত হইলেন। তেত্রিশ কোটি দেবতা বিংশতি সহস্র কোটি গণ-দেবতা, নয়কোটি চামুণ্ডা, এককোটি ভৈরবী, আমার অষ্ট কোটি অনুগামী মহাবল শিখীবাহন ষড়ানন কুমারগণ, সপ্তকোটি মহাবেগগামী বিঘ্নবিনাশন লম্বোদর গজানন, ষড়শীতি সহস্র ব্রহ্মবিদ্ মুনি এবং যাবতীয় গৃহাশ্রমী, পাতালতলবাসী শিবভক্ত তিনকোটি নাগ, দুই কোটি দানব, দুই কোটি দৈত্য, অশীতি লক্ষ গন্ধর্ব্ব, পঞ্চাশলক্ষ যক্ষ, বিংশতি লক্ষ রক্ষ, দশ সহস্র বিদ্যাধর, ষষ্টিসহস্র অপ্সরা, অষ্টলক্ষ সুরভি, ষষ্টিসহস্র সুপর্ণ, সপ্ত সমুদ্র, ত্রিপঞ্চাশৎসহস্র নদনদী, অষ্টসহস্র পর্ব্বত, তিনশত বনস্পতি এবং অষ্ট

তথা ষষ্টিসহস্রাণি দিব্যাশ্চাপ্সরসঃ শুভাঃ।
গোমাতরোঽষ্টৌ লক্ষাণি সুপর্ণান্যযুতানি ষট্ ॥ ১০৫।
সাগরাঃ সপ্তসম্প্রাপ্তা নানারত্নোপদপ্রদাঃ।
সরিতাঞ্চ সহস্রাণি ত্রীণি পঞ্চাযুতানি চ ॥ ১০৬।
গিরয়োঽষ্টৌ সহস্রাণি বনস্পতিশতত্রয়ম্।
আজগ্মুর্দ্দিগ্গজা অষ্টৌ যত্র দেবঃ পিনাকধৃক্ ॥ ১০৭।
এতৈঃ সমেতঃ সন্তুষ্টঃ পরিষ্টুত ইতস্ততঃ।
শ্রীকণ্ঠো রথমারুহ্য কাশীং প্রাবিশদুত্তমাম্ ॥১০৮।
সগিরীন্দ্রসুতস্ত্র্যক্ষো মুদাং ধাম মুদাং খনিঃ।
কাশীং প্রৈক্ষিষ্ট সংহৃষ্টস্ত্রিবিষ্টপসমুৎকটাম্ ॥ ১০৯।

স্কন্দ উবাচ।

শ্রুত্বাখ্যানমিদং পুণ্যং কোটিজন্মাঽঘনাশনম্।
পঠিত্বা পাঠয়িত্বা চ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১০।
শ্রাদ্ধকালে বিশেষেণ পঠনীয়ং প্রযত্নতঃ।
অক্ষয়ং তদ্ভবেচ্ছ্রাদ্ধং পিতৃতুষ্টিকরং পরম্ ॥ ১১১।

দিগ্গজ তৎকালে পিণাকপাণি মহেশ্বরের সমীপে আগমন করিলেন ॥ ১০৫—১০৭ ॥ সমবেত এই সমস্ত পার্ষদগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া কাশীনাথ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কাশীপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১০৮ ॥ পরমানন্দধাম বিশ্বেশ্বর ভগবতী পার্ব্বতীর সহিত স্বর্গাদপি গরীয়সী বারাণসীপুরী সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন ॥ ১০৯ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! কাশীপতির এই পুণ্যময় উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, কোটিজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়, এই শুভ আখ্যান পাঠ করিলে, কিম্বা পাঠ করাইলে শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি হয় ॥ ১১০ ॥ বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকালে ভক্তিপূর্ব্বক এই পুণ্য আখ্যান পাঠ করিলে, পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ

বৃষভধ্বজমাহাত্ম্যং পঠিত্বা শিবসন্নিধৌ।
প্রত্যহং বর্ষমাত্রন্তু হ্যপুত্রঃ পুত্রবান্ ভবেৎ ॥১১২।
বিশ্বেশিতুঃ সংপ্রবেশো যঃ কাশ্যাং সমুদাহৃতঃ।
পরমানন্দকন্দস্য বীজমেতৎ সুনিশ্চিতম্ ॥ ১১৩।
পঠিত্বৈতমুদাখ্যানং প্রবিশেৎ যো নবং গৃহম্।
স সর্ব্বসৌখ্যনিলয়ো ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ১১৪।
ত্রৈলোক্যানন্দজনকমেতদাখ্যানমুত্তমম্।
অস্য শ্রবণমাত্রেণ বিশ্বেশঃ সংপ্রসীদতি ॥ ১১৫।
অলভ্যলাভো দেবস্য জাতোঽত্র হি যতঃ পরঃ।
ততঃ কাশীপ্রবেশাখ্যং জপ্যমাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ১১৬।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বৃষভধ্বজপ্রাদুর্ভাবো নাম
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হয় ॥ ১১১ ॥ একবৎসরকাল প্রত্যহ শিবসন্নিধানে বৃষভধ্বজ মাহাত্ম্য পাঠ করিলে, অপুত্রকের পুত্রলাভ হয় ॥ ১১২ ॥ কাশীনাথের কাশীপ্রবেশাখ্যান নিশ্চয়ই পরমানন্দমূলের বীজস্বরূপ, যিনি হৃষ্টান্তঃকরণে এই শুভ আখ্যান পাঠ করিয়া নূতনগৃহে প্রবেশ করেন, তাঁহার সমস্ত সুখসম্পদ লাভ হয়। ১১৩ ॥ ১১৪ ॥ এই পবিত্র আখ্যান ত্রিভুবনে পরমানন্দবর্দ্ধন, ইহা শ্রবণ মাত্রেই বিশ্বেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হয়, কাশীশ্বরের কাশীপ্রবেশমূলক সুপবিত্র আখ্যান পাঠ করিলে, পরম দুর্ল্লভ বস্তু লাভ হয় ॥ ১১৫ ॥ ১১৬॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বৃষভধ্বজ
প্রাদুর্ভাবনাম দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

দৃষ্ট্বা কাশীং দৃগানন্দাং তারকারে পুরারিণা।
কিমকারি সমাচক্ষ্ব প্রাপ্তাং বহুমনোরথৈঃ ॥ ১।

স্কন্দ উবাচ।

পতিব্রতাপতেঽগস্ত্য শৃণু বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
মৃগাঙ্কলক্ষ্মণোৎকণ্ঠং কাশীনেত্রাতিথীকৃতা ॥ ২।
অথ সর্ব্বজ্ঞনাথেন ভক্তবৎসলচেতসা।
জৈগীষব্যো মুনিশ্রেষ্ঠো গুহান্তস্থো নিরীক্ষিতঃ ॥ ৩।
যমনেহ সমারভ্য মন্দরাদ্রিং বিনির্যযৌ।
অদ্রীন্দ্রসুতয়া সার্দ্ধং রুদ্রেণোক্ষেন্দ্রগামিনা ॥ ৪।
তং বাসরং পুরস্কৃত্য জগ্রাহ নিয়মং দৃঢ়ম্।
জৈগীষব্যো মহামেধাঃ কুম্ভযোনে মহাকৃতী ॥ ৫।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে তারকনিসূদন! বহুদিনের পর নয়নানন্দদায়িনী বারাণসী দর্শনে সিদ্ধমনোরথ হইয়া ত্রিপুরারি কি করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ১॥ হে পতিব্রতালোপামুদ্রাপতে! হে অগস্ত্য! আমি তৎসমস্ত বিশেষ বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, চন্দ্রশেখর উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া কাশীপুরী নেত্রগোচর করিলেন॥ ২॥ ভক্তবৎসলচিত্ত সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বনাথ যৎকালে ভগবতী পার্ব্বতীর সহিত বৃষভারোহণে মন্দর যাত্রা করেন, তৎকালে জানিতে পারিলেন, গুহাস্থিত দৃঢ়ব্রত মহাজ্ঞানী মহাযোগী

বিষমেক্ষণপাদাব্জং সমীক্ষিষ্যে যদা পুনঃ।
তদাম্বুবিপ্রুষমপি ভক্ষয়িষ্যামি চেত্যহো ॥ ৬ ।
কুতশ্চিদ্ধারণাযোগাদথ বা শম্ভ্বনুগ্রহাৎ।
অনশ্নন্নপিবন্ যোগী জৈগীষব্যঃ স্থিতো মুনে ॥ ৭ ।
তং শম্ভুরেব জানাতি নান্যো জানাতি কশ্চন।
অতএব ততঃ প্রাপ্তঃ প্রথমং প্রমথাধিপঃ ॥ ৮ ।
জ্যৈষ্ঠশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সোমবারানুরাধয়োঃ।
তৎপর্ব্বণি মহাযাত্রা কর্ত্তব্যা তত্র মানবৈঃ ॥ ৯ ।
জ্যেষ্ঠস্থানং ততঃ কাশ্যাং তদাভূবতি পুণ্যদম্।
তত্র লিঙ্গং সমভবৎ স্বয়ং জ্যেষ্ঠেশ্বরাভিধম্ ॥ ১০ ।
তল্লিঙ্গদর্শনাৎ পুংসাং পাপং জন্মশতার্জ্জিতম্।
তমোর্কোদয়মাপ্যেব তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১১ ।

মুনিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়াছেন যে, যতদিন আমি পুনরায় ত্রিলোচন মহেশ্বরের পাদপদ্ম দর্শন না করিব, ততদিন জলবিন্দুও পান করিব না। হে মুনিবর! গোগবলে অথবা বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য এইরূপে অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর ভিন্ন এই বৃত্তান্ত অপর কাহার ও পবিজ্ঞাত ছিল না, অতএব প্রমথাধিপতি বিশ্বপতি সর্ব্বপ্রথমেই সেইস্থানে গমন করিলেন ॥৩—৮॥ জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল-চতুর্দ্দশী তিথিতে অনুরাধানক্ষত্রযুক্ত সোমবাসরে সেই স্থানে বার্ষিকী যাত্রা করা মানবগণের উচিত ॥ ৯ ॥ বিশ্বেশ্বর সর্ব্বাগ্রেই সেই স্থানে গমন করিয়া-ছিলেন বলিয়া কাশীর মধ্যে সেই স্থান জ্যৈষ্ঠস্থান বলিয়াই বিখ্যাত এবং তিনি স্বয়ং সেইতীর্থে জ্যৈষ্ঠেশ্বরনামে লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥১০॥ সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই লিঙ্গদর্শনে তদ্রূপ নরগণের শতজন্মা-র্জ্জিত পাপরাশি ধ্বংশ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ জ্যৈষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া

জ্যেষ্ঠবাপ্যাং নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা পিতামহান্‌।
জ্যেষ্ঠেশ্বরং সমালোক্য ন ভূয়ো জায়তে ভুবি॥ ১২।
আবিরাসীৎ স্বয়ং তত্র জ্যেষ্ঠেশ্বরসমীপতঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা গৌরী জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা সমন্ততঃ॥ ১৩।
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতাষ্টম্যাং তত্র কার্য্যো মহোৎসবঃ।
রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে॥ ১৪।
জ্যেষ্ঠাং গৌরীং নমস্কৃত্য জ্যেষ্ঠবাপীপরিপ্লুতা।
সৌভাগ্যভাজনং ভূয়াৎ যোবা সৌভাগ্যভাগপি॥ ১৫।
নিবাসং কৃতবান্‌ শম্ভুস্তস্মিন্‌ স্থানে যতঃ স্বয়ম্‌।
নিবাসেশ ইতি খ্যাতং লিঙ্গং তত্র পরন্তপঃ॥ ১৬।
নিবাসেশ্বরলিঙ্গস্য সেবনাৎ সর্ব্বসম্পদঃ।
নিবসন্তি গৃহে নিত্যং নিত্যং প্রতিপদং পুনঃ॥ ১৭।
কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানেন জ্যেষ্ঠস্থানে নরোত্তমঃ।
জ্যেষ্ঠাং তৃপ্তিং দদাত্যেব পিতৃভ্যো মধুসর্পিষা॥ ১৮।

তথায় পিতৃপুরুষের তর্পণ এবং জ্যেষ্ঠেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিলে পৃথিবীতে আর জন্ম হয় না॥ ১২॥ সেই তীর্থে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী সর্ব্ব কল্যানময়ী গৌরী স্বয়ং জ্যেষ্ঠাগৌরীনামে জ্যেষ্ঠেশ্বর সমীপে অধিষ্ঠিত হইলেন॥ ১৩॥ জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্লাষ্টমীতে জ্যেষ্ঠাগৌরী সমীপে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া নিশা-জাগরণ করিলে সর্ব্বসম্পদ লাভ হয়॥ ১৪॥ জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠা-গৌরীকে নমস্কার করিলে, অসৌভাগ্যবতী রমণীগণও পরম সৌভাগ্যবতী হয়॥ ১৫॥ সেইস্থানে বিশ্বেশ্বর স্বয়ং বাস করিতেছেন, বলিয়া, তথায় নিবাসেশ্বরনামে পরমলিঙ্গ বিরাজমান,। যিনিনিত্য নিবাসেশ্বরলিঙ্গের সেবা করেন, তাঁহার গৃহ নিত্য সম্পদের আবাস হয়॥ ১৬॥ ১৭॥ জ্যেষ্ঠতীর্থে যথাবিধি ঘৃত ও মধুদ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদিগের পরমপরিতৃপ্তি লাভ হয়॥ ১৮॥ জ্যেষ্ঠতীর্থে মহাশক্তি

জ্যেষ্ঠতীর্থে নরঃ কাশ্যাং দত্ত্বা দানানি শক্তিতঃ।
জ্যেষ্ঠান্ স্বর্গানবাপ্নোতি নরো মোক্ষঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৯।
জ্যৈষ্ঠেশ্বরোঽর্চ্চ্যঃ প্রথমং কাশ্যাং শ্রেয়োর্থিভির্নরৈঃ।
জ্যেষ্ঠা গৌরী ততোভ্যর্চ্চ্যা সর্ব্বজ্যেষ্ঠমভীপ্সুভিঃ ॥২০।
অথ নন্দিনমাহূয় ধূর্জ্জটিঃ স কৃপানিধিঃ।
শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১।

ঈশ্বর উবাচ।

শৈলাদে প্রবিশাশু ত্বং গুহাস্ত্যত্র মনোহরা।
তদন্তরেঽস্তি মে ভক্তো জৈগীষব্যস্তপোধনঃ ॥ ২২।
মহানিয়মবান্নন্দিন্ ত্বগস্থিস্নায়ুশেষিতঃ।
তমিহানয় মদ্ভক্তং মদ্দর্শনদৃঢ়ব্রতম্ ॥ ২৩।
যদাপ্রভৃত্যগাং কাশ্যা মন্দরং সর্ব্বসুন্দরম্।
মহানিয়মবানেষস্তদারভ্যোজ্ঝিতাশনঃ ॥ ২৪।
গৃহাণ লীলাকমলমিদং পীযূষপোষণম্।
অনেন তস্য গাত্রাণি স্পৃশ সদ্যঃ স্বৃংহিণা ॥ ২৫।

দান করিলে মোক্ষলাভ হয় ॥ ১৯ ॥ কাশীতে প্রথমে জ্যেষ্ঠেশ্বরের পূজা করিয়া জ্যেষ্ঠাগৌরীর পূজা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ লাভ হয় ॥ ২০ ॥ অনন্তর কৃপানিধান মহেশ্বর সমস্ত শ্রবণার্থী দেবগণ সমীপে নন্দীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে নন্দিকেশ্বর! মহানিয়মবান অস্থিচর্ম্মস্নায়ুমাত্রাবশিষ্ট আমার পরমভক্ত তপোধন জৈগীষব্যে গুহামধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্বর সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ॥ ২১—২৩ ॥ আমি যখন কাশীধাম হইতে মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম, তখন হইতে তিনি মহানিয়মবান হইয়া অনশনে রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ হে নন্দিন্! এই কান্তিবর্দ্ধন পীযূষপূর্ণ লীলাকমল গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা তাঁহার গাত্রোস্পর্শ করিলেই তিনি কান্তিবিশিষ্ট হইবেন ॥ ২৫ ॥ অনন্তর বিশ্বেশ্বরের

ততো নন্দী সমাদায় তল্লীলাকমলং বিভোঃ।
প্রণম্য দেবদেবেশমাবিশদ্দাস্বরাং গুহাম্ ॥ ২৬।
নন্দী দৃষ্ট্বাঽথ তং তত্র ধারণাদৃঢ়মানসম্ ।
তপোঽগ্নিপরিশুষ্কাঙ্গং কমলেন সমস্পৃশৎ ॥২৭।
তপান্তে বৃষ্টিসংযোগাচ্ছালূর ইব কোটরে।
উল্ললাস স যোগীন্দ্রঃ স্পর্শমাত্রাত্তদব্জজাৎ ॥ ২৮।
অথ নন্দী সমাদায় সত্বরং মুনিপুঙ্গবম্ ।
দেবদেবস্য পাদাগ্রে নমস্কৃত্য ন্যপাতয়ৎ ॥ ২৯।
জৈগীষব্যোঽথ সম্ভ্রান্তঃ পুরতো বীক্ষ্য শঙ্করম্ ।
বামাঙ্গসন্নিবিষ্টাদ্রিতনয়াং প্রণনাম হ ॥ ৩০।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ পরিলুণ্ঠ্য সমন্ততঃ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা স মুনিশ্চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৩১।

জৈগীষব্য উবাচ।

নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বজ্ঞায় শুভাত্মনে।
জগদানন্দকন্দায় পরমানন্দহেতবে ॥ ৩২।

লীলাকমল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নন্দী সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সেই যোগীন্দ্রকে যোগবলে দৃঢ়চিত্ত ও তপোগ্নি পরিশুষ্কাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, সেই লীলাকমল দ্বারা তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিলেন ২৬ ॥ ২৭ নিদাবান্তে বর্ষাধারা সম্পাতে কোটরস্থ ভেকের ন্যায় সেই যোগীন্দ্র বিশ্বেশ্বরের লীলাকমল স্পর্শে সমুল্লাসিত হইলেন ॥ ২৮ ॥ তদনন্তর নন্দী সত্বর সেই মুনিবরকে গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের পাদাগ্রে সংস্থাপন করিয়া নমস্কার করিলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর তপোধন জৈগীষব্য সম্মুখে অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া, সম্ভ্রান্তচিত্তে ভূমিলুণ্ঠনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পরম ভক্তিভাবে এইরূপে চন্দ্রশেখরের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ হে শিব! হে শান্ত! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে শুভাত্মন্! হে জগদানন্দ-

অরূপায় সরূপায় নানারূপধরায় চ।
বিরূপাক্ষায় বিধয়ে বিধিবিষ্ণুস্তুতায় চ॥ ৩৩।
স্থাবরায় নমস্তুভ্যং জঙ্গমায় নমোস্তু তে।
সর্ব্বাত্মনে নমস্তুভ্যং নমস্তে পরমাত্মনে॥ ৩৪।
নমস্ত্রৈলোক্যকাম্যায় কামাঙ্গদহনায় চ।
নমো শেষবিশেষায় নমঃ শেষাঙ্গদায় তে॥ ৩৫।
শ্রীকণ্ঠায় নমস্তুভ্যং বিষকণ্ঠায় তে নমঃ।
বৈকুণ্ঠবন্দ্যপাদায় নমো কুণ্ঠিতশক্তয়ে॥ ৩৬।
নমঃ শক্ত্যর্দ্ধদেহায় বিদেহায় সুদেহিনে।
সকৃৎপ্রণামমাত্রেণ দেহি দেহনিবারিণে॥ ৩৭।
কালায় কালকালায় কালকূটবিষাদিনে।
ব্যালযজ্ঞোপবীতায় ব্যালভূষণধারিণে॥ ৩৮।
নমস্তে খণ্ডপরশো নমঃ খণ্ডেন্দুধারিণে।
খণ্ডিতাশেষদুঃখায় খেটখেটকধারিণে॥ ৩৯।

কারণ! হে পরমানন্দনিদান! তোমারে নমস্কার। হে অরূপ! হে স্বরূপ! হে নানারূপধারিণ্! হে বিরূপাক্ষ! হে বিধাতঃ! হে বিধিবিষ্ণুস্তবনীয়! তোমারে নমস্কার। হে স্থাবরজঙ্গমাত্মন্! তোমারে নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! তোমারে নমস্কার। হে পরমাত্মন্! তোমারে নমস্কার। হে ত্রিলোকারাধ্য! হে স্মরহর! হে অনাদিঅনন্ত! হে পন্নগবলয়! তোমারে নমস্কার। হে শ্রীকণ্ঠ! হে নীলকণ্ঠ! হে বিশ্ববন্দনীয়! হে সর্ব্বশক্তিমন্! তোমারে নমস্কার। হে অর্দ্ধনারীশ্বর! হে নিরাকার! হে সুদেহিন্! তোমাকে একবারমাত্র প্রণাম করিলে দেহীগণকে আর দেহধারণ করিতে হয় না; অতএব তোমারে নমস্কার। হে কাল! হে কালের কাল! হে কালকূটপায়িন্! হে নাগযজ্ঞোপবীত! হে ভুজঙ্গভূষণ! তোমাকে নমস্কার।

গীর্ব্বাণগীতনাথায় গঙ্গাকল্লোলমালিনে।
গৌরীশায় গিরীশায় গিরিশায় গুহারিণে ॥ ৪০।
চন্দ্রার্দ্ধশুদ্ধভূষায় চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষে।
নমস্তে চর্ম্মবসন নমো দিগ্বসনায় তে ॥ ৪১।
জগদীশায় জীর্ণায় জরাজন্মহরায় তে।
জীবায় তে নমস্তুভ্যং জঞ্জপূকাদিহারিণে ॥ ৪২।
নমো ডমরুহস্তায় ধনুর্হস্তায় তে নমঃ।
ত্রিনেত্রায় নমস্তুভ্যং জগন্নেত্রায় তে নমঃ ॥ ৪৩।
ত্রিশূলব্যগ্রহস্তায় নমস্ত্রিপথগাধর।
ত্রিবিষ্টপাধিনাথায় ত্রিবেদীপঠিতায় চ ॥ ৪৪।
ত্রয়ীময়ায় তুষ্টায় ভক্তুষ্টিপ্রদায় চ।
দীক্ষিতায় নমস্তুভ্যং দেবদেবায় তে নমঃ ॥ ৪৫।
দারিতাশেষপাপায় নমস্তে দীর্ঘদর্শিনে।
দূরাপ দুরবাপ্যায় দোষনির্দ্দলনায় চ। ৪৬ ॥

হে চন্দ্রশেখর! হে খণ্ডপরশো! হে অশেষদুঃখহর! হে শূলখড্গপাণে! তোমাকে নমস্কার। হে গীর্ব্বাণগীতনাথ! হে গঙ্গাধর! হে গৌরীপতে! হে গিরীশ! হে গুহারিণ্! তোমাকে নমস্কার। হে অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষণ! হে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি লোচন! হে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর! তোমারে নমস্কার। হে জগদীশ! হে শাশ্বত! হে জরাজন্মহর! হে জীবাত্মন্! হে পাপহর! তোমারে নমস্কার। হে ডমুরুধর! হে শার্ঙ্গপাণে! হে ত্রিনেত্র! হে বিশ্বনেত্র! তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিশূলপাণে! হে ভাগীরথীমৌলে! হে ত্রিদিবনাথ! হে ত্রিবেদবেদ্য! তোমাকে নমস্কার। হে বেদময়! হে আশুতোষ! হে ভক্তবৎসল! হে দীক্ষিত! হে দেবদেব! তোমারে নমস্কার। হে অশেষপাপহারিণ্! হে দূরদর্শিন্! হে দূরপ্রাপ্য! হে দুষ্প্রাপ্য! হে দুষ্কৃতিদলন! তোমারে নমস্কার। হে চন্দ্রকলাভাল! হে নির্দ্দোষ! হে আগম! হে

দোষাকর কলাধার ত্যক্তদেশাগমায় চ।
নমো ধূর্জ্জটয়ে তুভ্যং ধুস্তূরকুসুমপ্রিয়। ৪৭॥
নমো ধীরায় ধর্ম্মায় ধর্ম্মপালায় তে নমঃ।
নীলগ্রীব নমস্তুভ্যং নমস্তে নীললোহিত। ৪৮॥
নামমাত্রস্মৃতিকৃতাং ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যপূরক।
নমঃ প্রমথনাথায় পিনাকোদ্দতপাণয়ে। ৪৯॥
পশুপাশবিমোক্ষায় পশূনাং পতয়ে নমঃ।
নামোচ্চারণমাত্রেণ মহাপাতকহারিণে। ৫০॥
পরাৎপরায় পারায় পরাপরপরায় চ।
নমোঽপারচরিত্রায় সুপবিত্রকথায় চ। ৫১॥
বামদেবায় বামার্দ্ধধারিণে বৃষগামিনে।
নমো ভর্গায় ভীমায় নতভীতিহরায় চ। ৫২॥
ভবায় ভবনাশায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
মহাদেব নমস্তুভ্যং মহেশ মহসাম্পতে। ৫৩॥

ধূর্জ্জটে! হে ধুস্তূরকুসুমপ্রিয়! তোমাকে নমস্কার। হে ধীর! তোমারে নমস্কার। হে ধর্ম্ম! তোমাকে নমস্কার। হে ধর্ম্মপাল! তোমাকে নমস্কার। হে নীলগ্রীব! তোমারে নমস্কার। হে নীললোহিত! তোমারে নমস্কার। হে প্রমথনাথ! হে পিনাকপাণে! তোমাকে নমস্কার। তোমার নামমাত্র স্মরণ করিলে, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হয়। হে পশুপাশবিমোচন। হে পশুপতে! তোমারে নমস্কার। তোমার নাম উচ্চারণমাত্র মহাপাতক নিবারিত হয়। হে পরাৎপর! হে ভবপারকর্ণধার! হে কার্য্যকারণরূপ অপারচরিত্র! হে সুপবিত্রবাক্! তোমারে নমস্কার। হে বামদেব! হে ভবানীপতে! হে বৃষবাহিন! হে ভর্গ! হে ভীম! হে ভীতিহর! তোমাকে নমস্কার। হে ভবভয়নাশন! হে ভূতপতে! হে মহাদেব! হে জ্যোতিষ্মন্! হে মহেশ! তোমাকে নমস্কার। হে মৃড়ানীপতে! হে

নমো মৃড়ানীপতয়ে নমো মৃত্যুঞ্জয়ায় তে।
যজ্ঞারয়ে নমস্তুভ্যং যক্ষরাজপ্রিয়ায় চ। ৫৪॥
যাযজুকায় যজ্ঞায় যজ্ঞানাং ফলদায়িনে।
রুদ্রায় রুদ্রপতয়ে ক ক্রুদ্রায় রমায় চ। ৫৫॥
শূলিনে শাস্বতেশায় শ্মশানাবনিচারিণে।
শিবাপ্রিয়ায় সর্ব্বায় সর্ব্বজ্ঞায় নমোস্তু তে। ৫৬॥
হরায় ক্ষান্তিরূপায় ক্ষেত্রজ্ঞায় ক্ষমাকর।
ক্ষমায় ক্ষিতি হর্ত্রে চ ক্ষীরগৌরায় তে নমঃ। ৫৭॥
অন্ধকারে নমস্তুভ্যমাদ্যন্তরহিতায় চ।
ঈড়াধারায় ঈশায় উপেন্দ্রেন্দ্রস্তুতায় চ। ৫৮॥
উমাকান্তায় উগ্রায় নমস্তে ঊর্দ্ধরেতসে।
একরূপায় চৈকায় মহদৈশ্বর্য্যরূপিণে। ৫৯॥
অনন্তকারিণে তুভ্যমম্বিকাপতয়ে নমঃ।
ত্বমোঙ্কারো বষট্করো ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বমেব হি। ৬০॥

মৃত্যুঞ্জয়! হে দক্ষযজ্ঞবিনাশন! হে যক্ষরাজপ্রিয়! তোমারে নমস্কার। হে যজ্ঞশীল! হে যজ্ঞ! হে যজ্ঞফলপ্রদ! হে পাপবিমোচন! হে রুদ্র! হে রুদ্রপতে! হে রাম! তোমাকে নমস্কার। হে শূলপাণে! হে শাশ্বত! হে ঈশ! হে শ্মশানবাসিন্! হে শিবাপ্রিয়! হে শর্ব্ব! হে সর্ব্বজ্ঞ! তোমাকে নমস্কার। হে হর! হে ক্ষমাকর! হে ক্ষেত্রজ্ঞ! হে ক্ষান্তি-রূপ! হে ক্ষমানিদান! হে ক্ষিতিনাশন! হে ক্ষীরগৌরবর্ণ! তোমাকে নমস্কার। হে অন্ধকনিসূদন্! হে আদ্যন্তবর্জ্জিত! হে ঈড়াধার! হে ঈশ! ইন্দ্রাদি উপেন্দ্র তোমার স্তব করেন, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে উমা-কান্ত! হে উগ্র! হে ঊর্দ্ধরেতঃ! হে একরূপ! হে এক! হে মহৈশ্বর্য্য-রূপ! তোমাকে নমস্কার। হে অনন্তকারিণ্! হে অম্বিকাপতে! হে ওঁকার! হে বষট্কার! হে ভূঃ! হে ভুবঃ! হে স্বর্গ! তোমাকে নমস্কার। ৩২—৬০॥

দৃশ্যাদৃশ্যং যদত্রাস্তি তৎসর্ব্বত্বমুমাধব।
স্তুতিং কর্ত্তুং ন জানামি স্তুতিকর্ত্তা ত্বমেব হি। ৬১॥
বাচ্যস্ত্বম্বাচকস্ত্বং হি বাক্ চ ত্বং প্রণতোঽস্মি তে।
নান্যংবেদ্মি মহাদেব নান্যংস্তৌমি মহেশ্বর। ৬২॥
নান্যং নমামি গৌরীশ নান্যাখ্যামাদদে শিব।
মূকোঽন্যনামগ্রহণে বধিরোঽন্যকথাশ্রুতৌ। ৬৩॥
পঙ্গুরন্যাভিগমনেস্মন্ধোন্যপরিবীক্ষণে।
এক এব ভবানীশ একঃ কর্ত্তা ত্বমেব হি। ৬৪॥
পাতা হর্ত্তা ত্বমেবৈকো নানাত্বমূঢ়কল্পনা।
অতস্ত্বমেব শরণঃ ভূয়োভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ। ৬৫॥
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর মহেশ্বর।
ইতিস্তুত্বা মহেশানং জৈগীষব্যো মহামুনিঃ। ৬৬॥

হে উমাপতে! ইহসংসারে দৃশ্যাদৃশ্য যতপ্রকার বস্তু আছে, তৎসমস্তই তুমি; আমি তোমার স্তুতি করিতে অসমর্থ, তুমি স্বয়ংই তোমার একমাত্র স্তুতিকর্ত্তা ॥ ৬১ ॥ হে পরমেশ্বর! তুমি বাচ্য, তুমি বাচক এবং তুমিই বাক্য, আমি তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি। হে মহাদেব! তুমি ভিন্ন অপর কাহাকেও আমি জানি না, হে মহেশ্বর! তুমি ভিন্ন অপর কাহারও আমি স্তব করি না ॥ ৬২ ॥ হে গৌরীপতে! আমি অন্য কাহাকেও নমস্কার করি না, অন্য আখ্যান গ্রাহ্য করি না, অন্য নাম উচ্চারণ করি না, অন্য কথা শ্রবণ করি না ॥ ৬৩ ॥ অন্যত্র গমনে আমি পঙ্গু, অন্য পদার্থ দর্শনে আমি অন্ধ, তুমিই আমার একমাত্র ঈশ্বর, তুমিই বিশ্বসংসারের সর্ব্বময়কর্ত্তা। ৬৪ ॥ তুমিই একমাত্র পাতা, তুমিই সংহারকর্ত্তা, যাঁহারা তোমার নানারূপত্ব কল্পনা করে, তাহারা মূঢ়, অতএব বারম্বার আমি কেবল তোমাকেই স্মরণ করিতেছি ॥ ৬৫ ॥ হে মহেশ্বর! আমি সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। তপোধন জৈগীষব্য এইরূপে মহেশ্বরের স্তুতি করিয়া তাঁহার অগ্রে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥৬৬॥

বাচংযমোঽভবৎ স্থাণোঃ পুরতঃ স্থাণুসন্নিভঃ।
ইতিস্তুতিং সমাকর্ণ্য মুনেশ্চন্দ্রবিভূষণঃ।
উবাচ চ প্রসন্নাত্মা বরং ব্রূহীতি তং মুনিং। ৬৭॥

জৈগীষব্য উবাচ।

যদি প্রসন্নো দেবেশ ততস্তব পদাম্বুজাৎ।
মা ভবানি ভবানীশ দূরং দূরপদপ্রদ। ৬৮॥
অপরশ্চ বরো নাথঽদেয়ো য়মবিচারতঃ।
যন্ময়া স্থাপিতং লিঙ্গন্তত্র সান্নিধ্যমস্তু তে। ৬৯॥
ঈশ্বর উবাচ জৈগীষব্য মহাভাগ যদুক্তং।
ভবতানঘ তদস্তু সর্ব্বতেঽভীষ্টং বরমন্যদ্দদামি চ। ৭০॥
যোগশাস্ত্রং ময়া দত্তং তব নির্ব্বাণসাধকম্।
সর্ব্বেষাং যোগিনাং মধ্যে যোগাচার্য্যোঽস্তু বৈ ভবান্। ৭১॥
রহস্যং যোগবিদ্যায়া যথাবত্ত্বং তপোধন।
সম্বেৎস্যসে প্রসাদান্মে যেন নির্ব্বাণমাপ্স্যসি। ৭২॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মুনিবর জৈগীষব্যের এইরূপ স্তুতি শ্রবণ করিয়া, ভগবান চন্দ্রভূষণ প্রসন্নবদনে তাঁহাকে কহিলেন, হে মুনিবর! বর প্রার্থনা কর॥ ৬৭॥ জৈগীষব্য কহিলেন, হে মহেশ্বর! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে, হে ভবদুঃখবিভঞ্জন! আমাকে এই বরদান কর যে, তোমার শ্রীপদাম্বুজ হইতে যেন আমাকে দূরে অবস্থান করিতে না হয়॥ ৬৮॥ অপর আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আমি যে লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছি তাহার সন্নিধানে তুমি অবস্থান করিবে॥ ৬৯॥ ভগবান কহিলেন, হে জৈগীষব্য! হে মহাভাগ! তুমি যে বর প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাতে তোমার অভীষ্টসিদ্ধ করিলাম। হে অনঘ! আমি তোমারে আর একটি বর প্রদান করি॥ ৭০॥ আমি তোমাকে নির্ব্বাণ সাধন যোগশাস্ত্র প্রদান করিলাম; তুমি সমস্ত যোগীগণের মধ্যে যোগাচার্য্য হইবে॥ ৭১॥ হে তপোধন! যোগ-

যথানন্দী যথাভৃঙ্গী সোমনন্দী যথা তথা।
ত্বন্তবিষ্যসি ভক্তো মে জরামরণবর্জ্জিতঃ। ৭৩॥
সন্তি ব্রতানি ভূয়াংসি নিয়মাঃ সন্ত্যনেকধা।
তপাংসি নানা সন্ত্যত্র সন্তি দানান্যনেকশঃ। ৭৪॥
শ্রেয়সাং সাধনান্যত্র পাপঘ্নান্যপি সর্ব্বথা।
পরং হি পরমশ্চৈষ নিয়মো যস্ত্বয়া কৃতঃ। ৭৫॥
পরো হি নিয়মশ্চৈষ মাম্বিলোক্য যদস্যতে।
মামনালোক্য যদ্ভুক্তং তদ্ভুক্তং কেবলং ত্বঘম্। ৭৬॥
অসমর্চ্চ্য চ যো ভুঙ্‌ক্তে পত্রপুষ্পফলৈরপি।
রেতোভক্ষী ভবেন্মূঢ়ঃ স জন্মান্যেকবিংশতিম্। ৭৭॥
মহতো নিয়মস্যাস্য ভবতানুষ্ঠিতস্য বৈ॥
নার্হন্তি ষোড়শীংমাত্রামপ্যন্যে নিয়মা যমাঃ। ৭৮॥

শাস্ত্র অতি গুহ্য, আমার প্রসাদে তাহার যথাযথ রহস্য তুমি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে, এবং সেই যোগবলেই তুমি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবে॥ ৭২॥ নন্দী, ভৃঙ্গী এবং সোমনন্দী যেমন আমার প্রিয়, তুমিও আমার সেইরূপ ভক্ত হইয়া চিরদিন জরামরণবর্জ্জিত হইয়া থাকিবে॥ ৭৩॥ সংসারে বহুপ্রকার ব্রত, বহু নিয়ম, বহু তপস্যা এবং বহুপ্রকার দান বিদ্যমান আছে॥ ৭৪॥ এই বিশ্বসংসারে বহুপ্রকার পাপবিমোচন ও মোক্ষসাধনের উপায় ও নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহাই পরমোৎকৃষ্ট। ৭৫॥ হে তপোনিধে! তুমি নিত্য নিত্য পূজা ও আমাকে দর্শন এবং খাদ্য বস্তু অগ্রে আমাকে নিবেদন করিয়া তৎপরে ভোজন কর, অতএব তুমি যে নিয়ম অবলম্বন করিয়াছ, তাহাই পরমোৎকৃষ্ট। যাহারা আমাকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগের কেবল পাপ ভক্ষণ করা হয়॥ ৭৬॥ পত্র, পুষ্প, অথবা ফলদ্বারা আমার পূজা না করিয়া যাহারা ভোজন করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি এক-

অতোমচ্চরণাভ্যাশে ত্বং নিবৎস্যসি সর্ব্বথা।
অতো নৈঃশ্রেয়সীং লক্ষ্মীং তত্রৈব প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্।৭৯॥
জৈগীষব্যেশ্বরং নাম লিঙ্গং কাশ্যাং সুদুর্ল্লভম্।
ত্রীণি বর্ষাণি সংসেব্য লভেৎ যোগং ন সংশয়ঃ। ৮০॥
জৈগীষব্যগুহাং প্রাপ্য যোগাভ্যাসনতৎপরঃ।
ষণ্মাসেন লভেৎ সিদ্ধিম্বাংঞ্ছিতাং মদনুগ্রহাৎ। ৮১॥
তব লিঙ্গমিদং ভক্তৈঃ পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ।
বিলোক্যা চ গুহা রম্যা পরাং সিদ্ধিমভীপ্সিভিঃ। ৮২॥
অত্র জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে ত্বল্লিঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
নাশয়েদঘসঙ্ঘানি দৃষ্টং স্পৃষ্টং সমর্চ্চিতম্। ৮৩॥
অস্মিন্ জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে সম্ভোজ্য শিবয়োগিনঃ।
কোটিভোজ্যফলং সম্যগেকৈকপরিসঙ্খ্যয়া। ৮৪॥

বিংশতি জন্ম প্রেতভক্ষী হয়॥ ৭৭॥ হে মহর্ষে! সংসারের অপরাপর নিয়ম তোমার অনুষ্ঠিত এই মহৎ নিয়মের ষোড়শাংশেরও তুল্য হইতে পারে না॥ ৭৮॥ অতএব তুমি সর্ব্বথা আমার চরণ সমীপে বাস করিয়া সেই স্থানেই মোক্ষলক্ষ্মী লাভ করিতে পারিবে॥ ৭৯॥ কাশীতে জৈগীষব্যেশ্বর-লিঙ্গ পরম দুর্ল্লভ, তিন বৎসর তাঁহার সেবা করিলে নিশ্চয়ই যোগলাভ হয়॥ ৮০॥ জৈগীষব্য গুহায় যোগাভ্যাসে তৎপর হইলে আমার অনুগ্রহে ছয়মাসের মধ্যেই সিদ্ধি লাভ হয়॥ ৮১॥ তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গের ভক্তিভাবে পূজা করিয়া তোমার রমণীয় গুহা দর্শন করিলে, ভক্তগণের নিশ্চয়ই অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইবে॥ ৮২॥ এই জ্যেষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে তোমার সংস্থাপিত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শ ও সমার্চ্চনে সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইবে॥ ৮৩॥ এই জ্যেষ্ঠেশ্বর ক্ষেত্রে শিবযোগীগণকে ভোজন করাইলে, প্রত্যেক যোগী ভোজনে কোটি যোগী ভোজনের ফল লাভ হইবে॥

জৈগীষব্যেশ্বরং লিঙ্গং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
কলৌ কলুষবুদ্ধীনাং পুরতশ্চ বিশেষতঃ। ৮৫ ॥
করিষ্যাম্যত্র সান্নিধ্যমস্মিল্লিঙ্গে তপোধন।
যোগসিদ্ধিপ্রদানায় সাধকেভ্যঃ সদৈব হি। ৮৬ ॥
দদে শৃণু মহাভাগ জৈগীষব্যাপরম্বরম্।
ত্বয়েদং যৎ কৃতং স্তোত্রং যোগসিদ্ধিকরম্পরম্। ৮৭ ॥
মহাপাপৌঘশমনং মহাপুণ্যপ্রবর্দ্ধনম্।
মহাভীতিপ্রশমনং মহাভক্তিবিবর্দ্ধনম্। ৮৮ ॥
এতৎস্তোত্রজপাৎ পুংসামসাধ্যন্নৈব কিঞ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জপনীয়ং সুসাধকৈঃ। ৮৯ ॥
ইতিদত্বা বরং তস্মৈ স্মরারিঃ স্মেরলোচনঃ।
দদর্শ ব্রাহ্মণাংস্তত্র সমেতান্ ক্ষেত্রবাসিনঃ। ৯০ ॥

৮৪ ॥ জৈগীষব্যেশ্বর লিঙ্গ সর্ব্বপ্রযত্নে গোপনীয, বিশেষতঃ কলি কালের কলুষিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকটে ইহা প্রকাশ করা একান্ত নিষিদ্ধ ॥ ৮৫ ॥ হে তপোধন! সাধকগণকে যোগসিদ্ধি প্রদানার্থ আমি সর্ব্বদা এই লিঙ্গে অধিষ্ঠান করিব ॥ ৮৬ ॥

হে জৈগীষব্য! হে মহাভাগ! তোমাকে আমি আর একটি বর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই স্থানে যে মন্ত্রে আমার স্তব করিয়াছ তাহা পরম যোগসিদ্ধিপ্রদ, মহাপাপপ্রনাশন, মহাপুণ্যপ্রবর্দ্ধন, মহাভীতি প্রশমন এবং মহাভক্তিবিবর্দ্ধন ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥ সেই স্তোত্র পাঠ করিলে নরগণের কিছুই অসাধ্য থাকিবে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই স্তোত্র পাঠ করা সাধকগণের একান্ত বিধেয় ॥ ৮৯ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মহাতপা জৈগীষব্যকে বর প্রদান করিয়া মহেশ্বর সুপ্রসন্নলোচনে ক্ষেত্রবাসী সমবেত ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন।

স্কন্দ উবাচ।

নিশম্যাখ্যানমতুলমেতৎ প্রাজ্ঞঃ প্রযত্নতঃ।
নিষ্পাপো জায়তে মর্ত্ত্যো নোপসর্গৈঃ প্রবাধ্যতে। ৯১॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে জ্যেষ্ঠেশাখ্যাননাম
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভক্তিভাবে এই অনুপম আখ্যান শ্রবণ করিলে, মর্ত্ত্যবাসীগণ নিষ্পাপ হইয়া থাকে, কোন প্রকার উপসর্গে তাহাদিগকে পীড়াক্রান্ত হইতে হয় না। ৯০॥ ৯১॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে জ্যেষ্ঠেশ্বরাখ্যান
নাম ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়।

অগস্ত্য উবাচ।

দৃষ্ট্বা ভূদেবতাঃ শম্ভুং কিমাচখ্যুঃ ষড়ানন।
কানি কানি চ লিঙ্গানি তত্রতান্যপি চক্ষ্ব মে॥ ১।
জ্যেষ্ঠস্থানে মহাপুণ্যে দেবদেবস্য বল্লভে।
আশ্চর্য্যং কিমভূত্তত্র তদাচক্ষ্ব ষড়ানন। ২॥

স্কন্দ উবাচ।

শৃণ্বগস্ত্য যথাপৃচ্ছি ভবতা তদ্ব্রবীম্যহম্।
মন্দরাদ্রিং যদা দেবো গতবান্ ব্রহ্মগৌরবাৎ। ৩॥
তদা নিরাশ্রয়া বিপ্রাঃ ক্ষেত্রসন্ন্যাসিনোঽনঘাঃ।
উপাকৃতাশ্চাবিরতং মহাক্ষেত্রপ্রতিগ্রহাৎ। ৪॥
খাতং খাতঞ্চ দণ্ডাগ্রৈর্ভূমিং কন্দাদিবৃত্তয়ঃ।
চক্রুঃ পুষ্করিণীং রম্যাং দণ্ডখাতাভিধাং মুনে। ৫॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! ভূদেব ব্রাহ্মণগণ বিশ্বেশ্বরকে কি কহিলেন,—দেবদেবের সেই প্রিয়তম জ্যেষ্ঠস্থানে আর কোন্ কোন্ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং তথায় কি কি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর॥ ১—২॥ স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মার গৌরব রক্ষার্থ বিশ্বেশ্বর মন্দর পর্ব্বতে যাত্রা করিলে পর ক্ষেত্রসন্ন্যাসী নিষ্পাপ বিপ্রগণ ক্ষেত্রপ্রতিগ্রহে বিরত হইলেন এবং অবিরত স্ব স্ব দণ্ডাগ্র

তত্তীর্থং পরিতঃ স্থাপ্য মহালিঙ্গান্যনেকশঃ।
মহেশারাধনপরাস্তপশ্চক্রুঃ প্রযত্নতঃ। ৬ ॥
বিভূতিধারিণো নিত্যং নিত্যং রুদ্রাক্ষধারিণঃ।
লিঙ্গপূজারতা নিত্যং শতরৌদ্রীয়জাপিনঃ। ৭ ॥
তে শ্রুত্বা দেবদেবস্য পুনরাগমনং মুনে।
তপঃকৃশা অতিতরাং ভূসুরানন্দমেদুরাঃ। ৮ ॥
দ্বিজাঃ পঞ্চসহস্রাণি চরন্তো বিপুলন্তপঃ।
দণ্ডখাতামহাতীর্থাদাজগ্মুর্দ্দেবদর্শনে। ৯ ॥
তীর্থান্মন্দাকিনীনাম্নো দ্বিজাঃ পাশুপতব্রতাঃ।
শিবৈকারাধনপরাঃ সমেতা অযুতোন্মিতাঃ। ১০ ॥
হংসতীর্থাৎ পরিপ্রাপ্তাঃ অযুতং ত্রিংশতোত্তরম্।
শতং দুর্ব্বাসসস্তীর্থাদেকাদশশতাধিকম্। ১১ ॥
মৎস্যোদর্য্যাঃ পরাপেতুঃ সহস্রাণি ষড়েব হি।
কপালমোচনাৎ সপ্তশতান্যভ্যাগতা দ্বিজাঃ। ১২ ॥

দ্বারা পৃথিবী বিখননপূর্ব্বক একটী রমণীয় পুষ্করিণী প্রস্তুত করিলেন ॥৩—৫॥ অনন্তর তাঁহারা সেই তীর্থে বহুতর লিঙ্গ সংস্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে মহেশ্বরের আরাধনায় তৎপর হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন॥ ৬॥ তদবধি তাঁহারা নিত্য বিভূতি ও রুদ্রাক্ষধারী হইয়া নিত্য লিঙ্গার্চ্চনা ও শতরুদ্রমন্ত্র জপে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন॥ ৭॥ কাশীতে কাশীনাথের পুনরাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেই বিপুলতপা পঞ্চ সহস্র ভূদেব সানন্দচিত্তে দণ্ডখাত মহাতীর্থ হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন॥ ৮—৯॥ মন্দাকিনী তীর্থ হইতে পাশুপতব্রতাচারী শিবারাধনপরায়ণ দশ সহস্র ব্রাহ্মণ সমাগত হইলেন॥ ১০॥ হংসতীর্থ হইতে ত্রিংশতাধিক দশ সহস্র এবং দুর্ব্বাসা তীর্থ হইতে দ্বিশতাধিক সহস্র, মৎস্যোদরীতীর্থ হইতে ছয় সহস্র, কপালমোচনতীর্থ হইতে সপ্তশত, ঋণমোচন তীর্থ হইতে দ্বিশতাধিকসহস্র, বৈতরণী তীর্থ

ঋণমোচনতস্তীর্থাৎ সহস্রং দ্বিশতাধিকম্।
বৈতরণ্যা অপি মুনে দ্বিজানামযুতার্দ্ধকম্। ১৩ ॥
ততঃ পৃথূদকাৎ কুণ্ডাৎ পৃথুনা পরিখানিতাৎ।
অযাসিষুর্দ্বিজানাঞ্চ শতান্যেব ত্রয়োদশ। ১৪ ॥
তথৈবাপ্সরসঃ কুণ্ডান্মেনকাখ্যাচ্ছতদ্বয়ম্।
ঊর্ব্বশীকুণ্ডতঃ প্রাপ্তাঃ সহস্রং দ্বিশতাধিকম্। ১৫ ॥
তথৈরাবতকুণ্ডাচ্চ ব্রাহ্মণস্ত্রিশতানি চ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সপ্তশতানি দ্বিশতানি চ। ১৬ ॥
বৃষেশতীর্থাদাজগ্মুর্নবতিঃ সশতত্রয়া।
যক্ষিণীকুণ্ডতঃ প্রাপ্তাঃ সহস্রং ত্রিশতোত্তরম্। ১৭ ॥
লক্ষ্মীতীর্থাৎ পরং জগ্মুঃ ষোড়শৈব শতানি চ।
পিশাচমোচনাৎ সপ্তসহস্রাণি দ্বিজোত্তমাঃ। ১৮ ॥
পিতৃকুণ্ডাচ্ছতং সাগ্রং ধ্রুবতীর্থাচ্ছতানি ষট্।
মানসাখ্যাচ্চ সরসো দ্বিশতো সশতত্রয়া। ১৯ ॥
ব্রাহ্মণা বাসুকিহ্রদাৎ সহস্রাণি দশৈব তু।
তথৈবাষ্টশতং দ্রষ্টুং জানকীকুণ্ডতো দ্বিজাঃ। ২০ ॥

হইতে পঞ্চসহস্র, পৃথুপরিখণিত পৃথূদককুণ্ড তীর্থ হইতে ত্রিশতাধিক সহস্র, মেনকাতীর্থ হইতে দ্বিশত, উর্ব্বশীতীর্থ হইতে দ্বিশতাধিক সহস্র, ঐরাবত-তীর্থ হইতে তিন শত, গন্ধর্ব্ব তীর্থ হইতে সপ্তশত, অপ্সরা তীর্থ হইতে দ্বি-শত, বৃষেশ্বর তীর্থ হইতে ত্রিশত নবতি, যক্ষিণী তীর্থ হইতে ত্রিশতাধিক সহস্র, লক্ষ্মী তীর্থ হইতে ষোড়শ শত, পিশাচমোচন তীর্থ হইতে সপ্তসহস্র, পিতৃতীর্থ হইতে শতাধিক, ধ্রুব তীর্থ হইতে ছয়শত, মানসসরোবর হইতে পঞ্চশত, বাসুকি তীর্থ হইতে দশসহস্র, জানকী তীর্থ হইতে আটশত, গৌতম তীর্থ হইতে নয়শত এবং দুর্গতিসংহরতীর্থ হইতে একাদশ শত ব্রাহ্মণ আগমন

কাশীনাথমনুপ্রাপ্তাঃ পরমানন্দদায়িনম্।
তথা গৌতমকুণ্ডাচ্চ শতানি নবচাগতাঃ। ২১ ॥
তীর্থাদ্দুর্গতিসংহর্ত্তুর্ব্রাহ্মণাঃ প্রতিপেদিরে।
একাদশশতান্যেব দ্রষ্টুং দেবমুমাপতিম্। ২২ ॥
অসীসম্ভেদমারভ্য গঙ্গাতীরস্থিতা দ্বিজাঃ।
আসঙ্গমেশ্বরাত্তত্র পরিপ্রাপ্তা ঘটোদ্ভব। ২৩ ॥
অষ্টাদশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতান্যপি।
ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ গঙ্গাতীরাৎ সমাগতাঃ। ২৪ ॥
সার্দ্রদূর্ব্বাক্ষতকরৈঃ সপুষ্পফলপাণিভিঃ।
সুগন্ধমাল্যহস্তৈশ্চ ব্রাহ্মণৈর্জয়বাদিভিঃ। ২৫ ॥
স্তুতো মঙ্গলসূক্তৈশ্চ প্রণতশ্চ পুনঃ পুনঃ।
তেভ্যো দত্তাভয়ঃ শম্ভুঃ পপ্রচ্ছ কুশলং মুদা। ২৬ ॥
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ প্রোচুঃ প্রবদ্ধকরসম্পুটাঃ।
ক্ষেত্রে নিবসতাং নাথ সদা নঃ কুশলোদয়ঃ। ২৭ ॥
বিশেষতঃ কৃতোঽস্মাভিঃ সাক্ষান্নয়নগোচরঃ।
ত্বাং যৎস্বরূপং শ্রুতয়ো ন বিদুঃ পরমার্থতঃ। ২৮ ॥

করিলেন। হে ঘটোদ্ভব! অসি সঙ্গম অবধি সঙ্গমেশ্বর পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরাশ্রিত অষ্টাদশসহস্র পঞ্চশত পঞ্চপঞ্চাশৎ ব্রাহ্মণ, দূর্ব্বাদল, আর্দ্র আতপতণ্ডুল, ফলপুষ্প ও সুগন্ধ মাল্যপাণি হইয়া জয়গান করিতে করিতে কাশীপতিকে দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন ॥ ১১—২৫ ॥ সেই সকল ব্রাহ্মণ মঙ্গলমন্ত্রে স্তুতিপাঠ এবং পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিলে, বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণেরা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে বিশ্বনাথ! কাশীবাসনিবন্ধন নিয়তই আমাদিগের সমস্ত মঙ্গল ॥ ২৭ ॥ বিশেষতঃ তোমাকে আমরা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম। হে

সদৈবাকুশলং তেষাং যে ত্বৎ ক্ষেত্রপরাঙ্মুখাঃ।
চতুর্দ্দশাপি বৈ লোকাস্তেষাং নিত্যং পরাঙ্মুখাঃ। ২৯ ॥
যেষাং হৃদি সদৈবাস্তে কাশী ত্বাশীবিষাঙ্গদঃ।
সংসারাশীবিষবিষং ন তেষাং প্রভবেৎ ক্কচিৎ। ৩০ ॥
গর্ভরক্ষামণির্মন্ত্রঃ কাশীবর্ণদ্বয়াত্মকঃ।
যস্য কণ্ঠে সদা তিষ্ঠেৎ তস্যাকুশলতা কুতঃ। ৩১ ॥
সুধাং পিবতি যো নিত্যং কাশীবর্ণদ্বয়াত্মিকাম্।
স নৈর্জ্জরীং দশাং হিত্বা সুধাপঃ পরিজায়তে। ৩২ ॥
শ্রুতং কর্ণামৃতং যেন কাশীত্যক্ষরযুগ্মকম্।
ন সমাকর্ণয়ত্যেব স পুনর্গর্ভজাং কথাম্। ৩৩ ॥
কাশীরজোপি যন্মূর্দ্ধ্নি পতেদপ্যনিলাহৃতম্।
চন্দ্রশেখরতন্মূর্দ্ধান্ ভবেচ্চন্দ্রকলাঙ্কিতঃ। ৩৪ ॥

পরাৎপর! তুমি বেদেরও অগোচর, তোমাকে যাহারা নয়নগোচর করে, তাহাদের অমঙ্গল কোথায়? ২৮ ॥ হে ক্ষেত্রপতে! যাহারা তোমার এই অবিমুক্তক্ষেত্র পরাঙ্মুখ, পদে পদেই তাহাদের অমঙ্গল, চতুর্দ্দশলোক সর্ব্বদাই তাহাদের প্রতি বিমুখ ॥ ২৯ ॥ হে ফণিভূষণ! তোমার এই মোহনাশিনী কাশী যাহাদিগের হৃদয়ে নিয়ত জাগরূক, সংসাররূপ হলাহল কদাচ তাহাদিগকে বিমোহিত করিতে পারে না ॥ ৩০ ॥ হে ভবতারণ! তোমার এই বর্ণদ্বয়াত্মিকা 'কাশী' জীবের গর্ভবাস নিবারণ করিতে সক্ষম, এই কাশীরূপ মুনিমন্ত্র সর্ব্বদা যাহাদিগের কণ্ঠে অবস্থান করে, তাহাদিগের অমঙ্গল সম্ভাবনা কি? ৩১ ॥ যিনি এই বর্ণদ্বয়াত্মিকা কাশীরূপিণী সুধা পান করেন, ইহ সংসারের জরামরণ অতিক্রম করিয়া সেই মহাত্মার অমরত্বলাভ হয় ॥ ৩২ ॥ বর্ণদ্বয়াত্মক অমৃতময় কাশীনাম যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহাকে আর ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না ॥ ৩৩ ॥ হে কাশীপতে! এই কাশীরজ বায়ু সঞ্চালনে যদি কাহারও মস্তকে পতিত হয়, তাহার মস্তক শশাঙ্কশেখরের তুল্য চন্দ্রকলায়

প্রসঙ্গতোঽপি যন্নেত্রপথমানন্দকাননম্।
জাতং তেঽত্র ন জায়ন্তে নেক্ষেরন্ পিতৃকাননম্। ৩৫ ॥
গচ্ছতা তিষ্ঠতা বাপি স্বপতা জাগ্রতাথবা।
কাশীত্যেষ মহামন্ত্রো যেন জপ্তঃ স নির্ভয়ঃ। ৩৬ ॥
যেন বীজাক্ষরযুগং কাশীতি হৃদি ধারিতম্।
অবীজানি ভবন্ত্যেব কর্ম্মবীজানি তস্য বৈ। ৩৭ ॥
কাশী কাশীতি কাশীতি জপতো যস্য সংস্থিতিঃ।
অন্যত্রাপি স্বতস্তস্য পুরো মুক্তিঃ প্রকাশতে। ৩৮ ॥
ক্ষেমমূর্ত্তিরিয়ং কাশী ক্ষেমমূর্ত্তির্ভবান্ ভব।
ক্ষেমমূর্ত্তিস্ত্রিপথগা নান্যৎ ক্ষেমত্রয়ং ক্বচিৎ। ৩৯ ॥
ব্রাহ্মণানামিতিবচঃ ক্ষেত্রভক্তিবিবৃংহিতম্।
নিশম্য গিরিজাকান্তস্তুতোষ নিতরাং হরঃ। ৪০ ॥
প্রোবাচ চ প্রসন্নাত্মা ধন্যা যূয়ং দ্বিজর্ষভাঃ।
যেষামিহেদৃশী ভক্তির্মমক্ষেত্রেতি পাবনে। ৪১ ॥

সুশোভিত হয় ॥ ৩৪ ॥ প্রসঙ্গক্রমেও কাশী যাহার নেত্রপথগামিনী হয়, তাহার আর জন্মমৃত্যু থাকে না ॥ ৩৫ ॥ গমনে, শয়নে, উপবেশনে, নিদ্রায় বা জাগরণে কাশীনাম মহামন্ত্র জপ করিলে, জীবের আর কালভয় থাকে না ॥ ৩৫ ॥ যিনি বীজাক্ষরযুগল কাশীনাম হৃদয়ে ধারণ করেন, সংসারে তাঁহার কর্ম্মভোগ দূর হইয়া যায় ॥ ৩৭ ॥ অন্যত্র বাস করিয়াও যিনি বারত্রয় "কাশী কাশী কাশী" মন্ত্র জপ করেন, স্বয়ং মূর্ত্তিমতী মুক্তি আসিয়া সেই সাধুপুরুষের পুরবর্ত্তিনী হন ॥ ৩৮ ॥ হে বিশ্বময়! এই কাশীপুরী মঙ্গলময়ী, হে সর্ব্বময়! তুমিও মঙ্গলময়। ত্রিপথগামিনী ভাগিরথীও মঙ্গলপ্রদায়িনী! এই মঙ্গলত্রয় ভিন্ন আর কোন মঙ্গলময় বস্তু নাই ॥ ৩৯ ॥ ব্রাহ্মণগণ ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ নানা স্তব করিলেন; বিশ্বেশ্বর তাহা শ্রবণপূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট

জানে সত্ত্বময়াজাতাঃ ক্ষেত্রস্যাস্য নিষেবণাৎ।
নীরজস্কা বিতমসঃ সংসারার্ণবপারগাঃ। ৪২॥
বারাণস্যাস্তুযেভক্তাস্তেভক্তা মম নিশ্চিতম্।
জীবন্মুক্তা হি তে নূনং মোক্ষলক্ষ্ম্যা কটাক্ষিতাঃ। ৪৩॥
যৈশ্চ কাশীস্থিতো জন্তুরল্পকোঽপি বিরোধিতঃ।
তৈর্ব্বৈবিশ্বম্ভরা সর্ব্বা ময়া সহ বিরোধিতা। ৪৪॥
বারাণস্যাঃস্তুতিমপি যো নিশম্যানুমোদতে।
অপি ব্রহ্মাণ্ডমখিলং ধ্রুবং তে নানুমোহিতম্। ৪৫॥
নিবসন্তি হি যে মর্ত্যা অস্মিন্নানন্দকাননে।
মমান্তঃকরণে তে বৈ নিবসেয়ুরকল্মষাঃ॥ ৪৬।
নিবসন্তি মম ক্ষেত্রে মম ভক্তিং প্রকুর্ব্বতে।
মম লিঙ্গধরা যে তু তানেবোপদিশাম্যহম্॥ ৪৭।

হইয়া প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমার এই সুপবিত্র ক্ষেত্রে তোমাদিগের যখন এতাদৃশী ভক্তি তখন তোমরাই ধন্য॥ ৪০—৪১॥

হে বিপ্রগণ! তোমরা যে কাশীক্ষেত্র সেবনগুণে তম ও রজোগুণ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমরা যে ভবপারাবার সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছ, তাহা আমি পরিজ্ঞাত আছি॥ ৪২॥ যাঁহারা বারাণসীর ভক্ত, তাঁহারা আমারই ভক্ত এবং তাঁহারাই মোক্ষলক্ষ্মীর কটাক্ষপ্রসাদে ধরাধামে জীবন্মুক্ত॥ ৪৩॥ যাহারা কাশীবাসি জীবগণের অল্পমাত্রও অনিষ্ট সাধনার্থ বিরোধী, তাহারা সাগরাম্বরা পৃথিবীর সহিত আমারও বিরোধীরূপে পরিগণিত॥ ৪৪॥ যাঁহারা কাশীস্তুতি ভক্তিপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পরিতোষ করা হয়॥ ৪৫॥ যে সকল জীব কাশীক্ষেত্রনিবাসী, চরমে তাহারা নিষ্পাপ হইয়া আমার অন্তরে বাস করে॥ ৪৬॥ যাঁহারা কাশীবাসী-হইয়া আমাতে ভক্তিবিধানপূর্ব্বক বৈদিক ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ করেন, আমি

নিবসন্তি মম ক্ষেত্রে মম ভক্তিং ন কুর্ব্বতে।
মম লিঙ্গধরা যে নো ন তানুপদিশাম্যহম্॥ ৪৮।
কাশীনির্ব্বাণনগরী যেষাং চিত্তে প্রকাশতে।
তে সৎপুরঃ প্রকাশন্তে নৈঃশ্রেয়স্যা শ্রিয়া বৃতাঃ॥ ৪৯।
মোক্ষলক্ষ্মীরিয়ং কাশী ন যেভ্যঃ পরিরোচতে।
স্বর্লক্ষ্মীং কাঙ্ক্ষমাণেভ্যঃ পতিতাস্তে ন সংশয়ঃ॥ ৫০
কাশীং সঙ্কাঙ্ক্ষমাণানাং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
পুরঃ কিঙ্করবত্তিষ্ঠেন্মমানুগ্রহতো দ্বিজাঃ॥ ৫১।
আনন্দকাননে হ্যত্র জ্বলদ্দাবানলোঽস্ম্যহং।
কর্ম্মবীজানি জন্তূনাং জ্বালয়ে ন প্ররোহয়ে॥ ৫২।
বস্তব্যং সততং কাশ্যাং যষ্টব্যোঽহং প্রযত্নতঃ।
জেতব্যৌ কলিকালৌ চ রন্তব্যা মুক্তিরঙ্গনা॥ ৫৩।

তাঁহাদিগকে তারকব্রহ্মমন্ত্র উপদেশ করি॥ ৪৭॥ যাঁহারা কাশীতে বাস করিয়াও আমাতে ভক্তি ও ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ না করে, আমি তাঁহাদিগকে মন্ত্র উপদেশ প্রদান করি না॥ ৪৮॥ নির্ব্বাণনগরী কাশীপুরী যাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হয় সেই পুণ্যবান পুরুষ মোক্ষলক্ষ্মী লাভ করিয়া মম পুরী উজ্জ্বল করেন॥ ৪৯॥ স্বর্গলক্ষ্মীলাভাকাঙ্ক্ষীগণের যদি এই মোক্ষলক্ষ্মীস্বরূপিণী কাশীপুরীতে অভিরুচি না হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংসার-সাগরে নিপতিত হইতে হয়॥ ৫০॥ হে দ্বিজগণ! আমার প্রসাদে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ পুরুষার্থচতুষ্টয় কাশীসমাকাঙ্ক্ষীগণের পুরবর্ত্তী হইয়া থাকে॥৫১॥ এই আনন্দকাননে আমি প্রজ্জ্বলিত দাবানল; আমি জীবগণের সমস্ত কর্ম্ম-বীজ বর্দ্ধিত হইতে না দিয়া নিঃশেষে দগ্ধীভূত করি॥ ৫২॥ সর্ব্বদা কাশী-বাস করিয়া ভক্তিভাবে আমার অর্চ্চনা করিলে, কলিকাল জয় করিয়া মুক্তি-কামিনীর সহিত জীবের বিহার হয়॥ ৫৩॥ যে পামর কাশীবাস প্রাপ্ত

প্রাপ্যাপি কাশীং দুর্ব্বুদ্ধির্যো ন মাং পরিসেবতে।
তস্য হস্তগতাপ্যাশু কৈবল্যশ্রীঃ প্রণশ্যতি ॥ ৫৪।
ধন্যা মদ্ভক্তিলক্ষ্মাণো ব্রাহ্মণাঃ কাশীবাসিনঃ।
যূয়ং যচ্চেতসো বৃত্তের্ন দূরেঽহং ন কাশিকা ॥ ৫৫।
দাতব্যো বো বরঃ কোঽত্র ব্রিয়তাং মে যথারুচি।
প্রেয়াংসো মে যতো যূয়ং ক্ষেত্রসন্ন্যাসকারিণঃ ॥ ৫৬।
ইতি পীত্বা মহেশানমুখক্ষীরাব্ধিজাং সুধাম্।
পরিতৃপ্তা দ্বিজাঃ সর্ব্বে বব্রুর্বরমনুত্তমম্ ॥ ৫৭।

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

উমাপতে মহেশান সর্ব্বজ্ঞ বরএষ নঃ।
কাশী কদাপি ন ত্যাজ্যা ভবতা ভবতাপহৃৎ ॥ ৫৮।
বচনাদ্ব্রাহ্মণানান্তু শাপো মা প্রভবত্বিহ।
কদাচিদপি কেষাঞ্চিৎকাশ্যাং মোক্ষান্তরায় কঃ ॥ ৫৯।

হইয়াও আমার সেবা না করে মোক্ষলক্ষ্মী সেই মূঢ়ের হস্তগত হইলেও বিচ্যুত হইয়া যায় ॥ ৫৪ ॥ হে মদ্ভক্তিপরায়ণ কাশীবাসি ব্রাহ্মণগণ! তোমরাই ধন্য, তোমাদিগের চিত্তবৃত্তি হইতে আমিও দূরস্থ নহি, মোক্ষলক্ষ্মী বারাণসীও দূরবর্ত্তিনী নহেন ॥ ৫৫ ॥ হে বিপ্রর্ষিগণ! তোমরা আমার কাশী বিরহ কালে ক্ষেত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলে, অতএব তোমরা আমার পরম প্রিয়পাত্র, এক্ষণে তোমাদিগের যাহা অভিরুচি প্রার্থনা কর, আমি তাহাই তোমাদিগকে প্রদান করিব ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মণগণ মহেশ্বরের বদন ক্ষীরাব্ধি বিনিঃসৃত এই বাক্যামৃত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্তচিত্তে তাঁহার নিকট এই শ্রেষ্ঠতম বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৫৭ ॥ হে উমাপতে! হে মহেশ্বর! হে সর্ব্বজ্ঞ! যাহাতে আমাদিগকে কস্মিনকালেও ভবযন্ত্রণাবারিণী কাশী পরিচ্যুত হইতে না হয় তুমি আমাদিগকে সেই বর প্রদান কর ॥ ৫৮ ॥ কদাপি যেন কোন ব্রাহ্মণের অভিশাপ কাশীতে আমাদিগের মোক্ষের অন্ত-

তব পাদাম্বুজদ্বন্দ্বে নির্দ্বন্দ্বা ভক্তিরস্তু নঃ।
আকলেবরপাতঞ্চ কাশীবাসোঽস্তু নোঽনিশম্ ॥ ৬০।
কিমন্যেন বরেণেশ দেয় এষ বরো হি নঃ।
অবধেহ্যন্ধকধ্বংসিন্ বরমন্যং বৃণীমহে ॥ ৬১।
তব প্রতিনিধীকৃত্যাস্মাভিস্ত্বদ্ভক্তিভাবিতৈঃ।
প্রতিষ্ঠিতেষু লিঙ্গেষু সান্নিধ্যং ভবতোঽস্ত্বিহ ॥ ৬২।
শ্রুত্বেতি তেষাং বাক্যানি তথাস্ত্বিতি পিনাকিনা।
প্রোচেঽন্যোঽপি বরো দত্তো জ্ঞানমশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৬৩।
পুনঃ প্রোবাচ দেবেশো নিশাময়ত ভো দ্বিজাঃ।
হিতমঃ কথয়াম্যত্র তদনুষ্ঠীয়তাং ধ্রুবম্ ॥ ৬৪।
সেব্যোত্তরবহা নিত্যং লিঙ্গমর্চ্চ্যং প্রযত্নতঃ।
দমো দানং দয়া নিত্যং কর্ত্তব্যং মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৬৫।

রায় না হয় ॥ ৫৯ ॥ হে মহেশ্বর! তোমার শ্রীপদাম্বুজযুগলে আমাদিগের যেন অচলা ভক্তি থাকে এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত আমাদিগের যেন নিরন্তর কাশী-ধামে বাস হয় ॥ ৬০ ॥

হে কাশীনাথ! আর আমরা তোমার নিকট কি বর প্রার্থনা করিব, তুমি আমাদিগকে অপর এই বর প্রদান কর যে আমাদিগের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে যেন সর্ব্বদা তোমার অধিষ্ঠান হয় ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ স্কন্দ কহিলেন হে অগস্ত্য! দ্বিজগণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান শূলপাণি কহিলেন 'তথাস্তু।' আরও তাহাদিগকে তিনি এই বর প্রদান করিলেন যে আমার প্রসাদে তোমাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হউক ॥ ৬৩ ॥ বিশ্বেশ্বর পুনরায় কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি তোমাদিগের হিতের নিমিত্ত আরও কিছু কহিতেছি শ্রবণ কর, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার অনুষ্ঠান করা তোমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ৬৪ ॥ নিত্য উত্তরবাহিনী ভাগিরথীর সেবা, নিত্য ভক্তিভাবে লিঙ্গপূজা, নিত্য ইন্দ্রিয় সংযম, নিত্য সৎপাত্রে দান এবং নিত্য সর্ব্বভূতে সমভাবে দয়া

ইদমেব রহস্যঞ্চ কথিতং ক্ষেত্রবাসিনাম্।
মতিঃ পরহিতা কার্য্যা বাচ্যং নোদ্বেগকৃদ্বচঃ ॥ ৬৬।
মনসাপি ন কর্ত্তব্যমেনোঽত্র বিজিগীষুণা।
অত্রত্যমক্ষয়ং যস্মাৎ সুকৃতং সুকৃতেতরম্ ॥ ৬৭।
অন্যত্র যৎ কৃতং পাপং তৎ কাশ্যাং পরিনশ্যতি।
বারাণস্যাং কৃতং পাপমন্তর্গেহে প্রণশ্যতি ॥ ৬৮।
অন্তর্গেহে কৃতং পাপং পৈশাচ্যং নরকাবহম্।
পিশাচনরকপ্রাপ্তির্গচ্ছত্যেব বহির্যদি ॥ ৬৯।
ন কল্পকোটিভিঃ কাশ্যাং কৃতং কর্ম্ম প্রমুচ্যতে।
কিন্তু রুদ্রপিশাচত্বং জায়তেঽত্রাযুতত্রয়ম্ ॥ ৭০।
বারাণস্যাং স্থিতো যো বৈ পাতকেষু রতঃ সদা।
যোনিং প্রাপ্যাপি পৈশাচীং বর্ষাণামযুতত্রয়ম্ ॥ ৭১।

প্রকাশ করা মুমুক্ষুগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ৬৫ ॥ ক্ষেত্রবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বিশ্বেশ্বর আরও কহিলেন হে বিপ্রগণ! তোমাদিগের নিকট আমি আর একটী নিগূঢ় তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর; সর্ব্বদা পরহিতে নিরত এবং কাহারও অপ্রিয় বাক্যকথনে বিরত থাকা বিধেয় ॥ ৬৬ ॥ মনে মনেও পাপ কার্য্যের কল্পনা করা সংসার বিজিগীষু ব্যক্তিগণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য, কারণ কাশীতে অনুষ্ঠিত পাপ পুণ্য উভয়ই অক্ষয় হয় ॥৬৭॥ অন্যত্র-কৃত পাপ কাশীতে বিনষ্ট হয়, কাশীতে কৃত পাপ অন্তর্গৃহে বিনষ্ট হয় ॥ ৬৮॥ যে সকল মহাপাতকে পৈশাচ নরকে বাস হয় তাহা অন্তর্গৃহ মধ্যে অনুষ্ঠিত হইলে আর বিমোচন হয় না। কিন্তু অন্তর্গৃহের বহির্ভাগে সেই সকল পাপ করিলে অন্তর্গৃহে ক্ষয় হয় ॥ ৬৯ ॥ কাশীকৃত পাপ কোটি কল্পেও বিমোচন হয় না, কাশীপাপিগণকে ত্রিংশৎ সহস্র দিব্যবর্ষকাল রুদ্রপিশাচ হইয়া থাকিতে হয় ॥ ৭০ ॥ যাহারা বারাণসী বাসী হইয়া সর্ব্বদা পাপে নিরত থাকে তাহারা ত্রিংশৎ সহস্র দিব্যবর্ষ পিশাচযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১ ॥

পুনরত্রৈব নিবসন্ জ্ঞানং প্রাপ্স্যত্যনুত্তমম্।
তেন জ্ঞানেন সম্প্রাপ্তে মোক্ষমাপ্স্যত্যনুত্তমম্ ॥ ৭২।
দুষ্কৃতানি বিধায়েহ বহিঃপঞ্চত্বমাগতাঃ।
তেষাং গতিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু তদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭৩।
যামাখ্যা যে গণাঃ সন্তি ঘোরা বিকৃতমূর্ত্তয়ঃ।
মূষায়াস্তে ধমন্ত্যাদৌ ক্ষেত্রদুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ৭৪।
নয়ন্ত্যনূপপ্রায়াঞ্চ ততঃ প্রাচীং দুরাসহাম্।
বর্ষাকালে দুরাচারান্ পাতয়ন্তি মহাজলে ॥ ৭৫।
জলৌকাভিঃ সপক্ষাভির্দ্দন্দশূকৈর্জলোদ্ভবৈঃ।
দুর্নিবারৈশ্চ মশকৈর্দশ্যন্তে তে দিবানিশম্ ॥ ৭৬।
ততো যামৈর্হিমর্ত্তৌ তে নীয়ন্তেঽদ্রৌ হিমালয়ে।
অশনাবরণৈর্হীনাঃ ক্লিশ্যন্তে তে দিবানিশম্ ॥ ৭৭।
মরুস্থলে ততো গ্রীষ্মে বারিবৃক্ষবিবর্জ্জিতে।
দিবাকরকরৈস্তীব্রৈস্তাপ্যন্তে তে পিপাসিতাঃ ॥ ৭৮।

তদনন্তর পুনরার কাশীবাস লাভ করিয়া দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ৭২ ॥ হে দ্বিজসত্তমগণ! কাশীতে পাপ করিয়া জীবগণ অন্যত্র, দেহত্যাগ করিলে তাহাদিগের যে গতি হয় তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭৩ ॥ আমার ঘোর বিকটমূর্ত্তি যামাখ্য গণসমূহ সেই সকল ক্ষেত্রপাপীগণকে প্রতপ্ত কটাহে দগ্ধ করে ॥ ৭৪ ॥ সেই সকল দুরাচারকে পাপীগণের সম্মুখে বর্ষাকালে জালের ন্যায় গভীরজলে নিক্ষেপ করে ॥ ৭৫ ॥ তথায় তাহাদিগকে জলচর, জলৌকা, সর্প প্রভৃতি এবং সপক্ষ দংশ মশকাদি অহোরহ দংশন করিতে থাকে ॥ ৭৬ ॥ সেই যামগণ হেমন্ত ঋতুতে সেই সকল পাপাধমকে হিমালয় পর্ব্বতে লইয়া অনশনে বিবসনে দিবানিশি অশেষ প্রকারে পীড়ন করে ॥ ৭৭ ॥ নিদাঘ ঋতুতে বারিবৃক্ষ পরিশূন্য মরুভূমিতে লইয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করে তাহাদিগকে দারুণ পিপাসায়

ক্লেশিতাস্তে গণৈরুগ্রৈর্যাতনাভিঃ সমন্ততঃ।
ইত্থং কালমসংখ্যাতমানীয়ন্তে ততস্ত্বিহ ॥ ৭৯।
নিবেদয়ন্তি তে যামাঃ কালরাজান্তিকে ততঃ।
কালরাজোঽপি তান্ দৃষ্ট্বা কর্ম্ম সংস্মার্য্য দুষ্কৃতম্ ॥ ৮০।
বিবস্ত্রান্ ক্ষুত্তৃষার্ত্তাংশ্চ লগ্নপৃষ্ঠোদরত্বচঃ।
অন্যৈ রুদ্রপিশাচৈশ্চ সহ সংযোজয়ত্যপি ॥ ৮১।
ততো রুদ্রপিশাচাস্তে ভৈরবানুচরাঃ সদা।
সহন্তে ক্লমমত্যর্থং ক্ষুত্তৃষ্ণোগ্রত্বসম্ভবম্ ॥ ৮২।
আহারং রুধিরোন্মিশ্রন্তে লভন্তে কদাচন।
এবং ত্র্যযুতসংখ্যাককালং তত্রাতি দুঃখিতাঃ ॥ ৮৩।
স্মশানস্তম্ভমভিতো নীয়ন্তে কণ্ঠপাশিতাঃ।
পিপাসিতা অপি ন তেঽম্বুস্পর্শমপি চাপ্নুয়ুঃ ॥ ৮৪।

পরিতাপিত করে॥ ৭৮॥ উগ্র যমদূতগণ অসংখ্যকাল তাহাদিগকে এই প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করিয়া অবশেষে এই স্থানে কালভৈরবের নিকট আনয়ন করে। কালরাজ তাহাদিগকে নয়নগোচরপূর্ব্বক তাহাদিগের পাপকার্য্য স্মরণ করিয়া অপরাপর বিবস্ত্র ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত কঙ্কালাবশিষ্ট রুদ্র পিশাচগণের সহিত একত্র অবস্থান করিতে নিয়োজিত করেন॥ ৭৯—৮১॥

তদনন্তর সেই রুদ্র পিশাচগণ সর্ব্বদা কালভৈরবের অনুচর হইয়া নিদারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় দারুণ উৎপীড়ন সহ্য করে এবং আহারার্থ কেবল কথন কথন যৎকিঞ্চিৎ রুধিরাক্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তাহারা ত্রিংশৎ সহস্রবর্ষ কাল যৎপরোনাস্তি ক্লেশে অতিবাহিত করে॥ ৮২॥ ৮৩॥ দূতেরা তাহাদিগের গলদেশ পাশবদ্ধ করিয়া স্মশানস্তম্ভে বন্ধন করে। তাহারা নিদারুণ পিপাসায় উৎপীড়িত হইলেও বিন্দুমাত্রও বারি প্রাপ্ত হয় না॥ ৮৪॥ কালভৈরব দর্শনে তাহাদিগের পাপরাশি বিধ্বংশিত হইয়া যায়, এই স্থানে তাহারা আমার আজ্ঞায় সেই দুর্গতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া

অথ সংক্ষীণপাপাস্তে কালভৈরবদর্শনাৎ।
ইহৈব দেহিনো ভূত্বা মুচ্যন্তে তে মমাজ্ঞয়া ॥ ৮৫ ।
তস্মান্ন কাময়েতাত্র বাঙ্মনঃকর্ম্মণাপ্যঘম্‌।
শুচৌ পথি সদা স্থেয়ং মহালাভমভীপ্সুভিঃ ॥ ৮৬ ।
নাবিমুক্তে নরঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিল্বিষী।
মমানুগ্রহমাসাদ্য গচ্ছত্যেব পরাঙ্গতিম্‌ ॥ ৮৭ ।
অনাশকং যঃ কুরুতে মদ্ভক্ত ইহ সুব্রতঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৮৮ ।
অশাশ্বতমিদং জ্ঞাত্বা মানুষ্যম্বহুকিল্বিষম্‌।
অবিমুক্তং সদা সেব্যং সংসারভয়মোচকম্‌ ॥ ৮৯ ।
নান্যৎ পশ্যামি জন্তুনাং মুক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্‌।
সর্ব্বপাপপ্রশমনীং প্রায়শ্চিত্তং কলৌ যুগে ॥ ৯০ ।
জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্‌।
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎ সর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্‌ ॥ ৯১ ।

দিব্য যোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৫ ॥ অতএব বাক্য মন অথবা কার্য্য দ্বারাও কাশীতে পাপকার্য্যের কল্পনা না করিয়া সর্ব্বদা সৎপথে অবস্থান করা মুক্তি-পথাভিলাষী পুরুষগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৮৬ ॥ আমার এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসীক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে কোন পাপিকেও কদাপি পাপময় নিরয়গামী হইতে হয় না। আমার অনুগ্রহে তাহাদিগের পরম গতি লাভ হয়। ৮৭ ॥ আমার যে ভক্ত শুদ্ধচিত্তে ব্রতাচারী হইয়া কাশীতে অনশন ব্রতানুষ্ঠান করেন, শতকোটি কল্পেও তাঁহার আর জন্ম হয় না ॥ ৮৮ ॥ ক্ষণভঙ্গুর মানবজন্ম নিতান্ত অনিত্য জানিয়া সর্ব্বদা কালভয় বিমোচন এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৮৯ ॥ যাহারা সর্ব্বপাপ প্রনাশিনী কাশী-পুরী পরিত্যাগ করিয়া যায় কলিযুগে সেই সকল জীবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর কিছুই দেখি না ॥ ৯০ ॥ এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীপুরীতে প্রবেশ

জন্মান্তরসহস্রেষু যুঞ্জন্ যোগী যদাপ্নুয়াৎ।
তদিহৈব পরো মোক্ষো মরণাদধিগম্যতে॥ ৯২।
তির্য্যক্‌যোনিগতাঃ সত্ত্বা যেঽবিমুক্তকৃতালয়াঃ।
কালেন নিধনং প্রাপ্তাস্তে প্রযান্তি পরাঙ্গতিম্॥ ৯৩।
অবিমুক্তং ন সেবন্তে যে মূঢ়াস্তমসাবৃতাঃ।
বিণ্মূত্ররেতসাং মধ্যে তে বসন্তি পুনঃ পুনঃ॥ ৯৪।
অবিমুক্তং সমাসাদ্য যো লিঙ্গং স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
কল্পকোটিশতৈর্ব্বাপি নাস্তি তস্য পুনর্ভবঃ॥ ৯৫।
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং কালেন পতনং ধ্রুবম্।
অবিমুক্তে মৃতানান্তু পতনং নৈব বিদ্যতে॥ ৯৬।
ব্রহ্মহত্যাং নরঃ কৃত্বা পশ্চাৎ সংযতমানসঃ।
প্রাণাংস্ত্যজতি যঃ কাশ্যাং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯৭।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতা য়াশ্চ মম ভক্তি সমাহিতাঃ।
অবিমুক্তে মৃতা বিপ্রা যান্তি তাং পরমাঙ্গতিম্॥ ৯৮।

করিলে সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপও ক্ষয় হইয়া যায়॥ ৯১॥ যোগীগণ সহস্র জন্ম যোগানুষ্ঠান করিয়া যে পদ প্রাপ্ত হন, কাশীতে প্রাণত্যাগ মাত্রেই জীবের সেই মোক্ষপদ লাভ হয়॥ ৯২॥ কাশীতে তীর্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও জীবনান্তে পরমগতি লাভ হয়। ৯৩॥ যে তমোগুণাক্রান্ত মূঢ় কাশীর সেবা না করে, পুনঃ পুনঃ তাহাকে বিষ্ঠা মুত্র ও রেতপূর্ণ গর্ভে বসতি করিতে হয়। ৯৪॥ যে মহাত্মা কাশীবাস লাভ করিয়া এই স্থানে লিঙ্গ সংস্থাপন করেন, শতকোটী কল্পেও তাঁহার আর ভব সংসারে জন্ম হয় না॥ ৯৫॥ কালে গ্রহ নক্ষত্র তারা রাজীরও পতন আছে, কিন্তু কাশীমৃত ব্যক্তির কোন কালেও পতন নাই॥ ৯৬॥

ব্রহ্মহত্যা করিয়াও যদি কেহ সংযতচিত্তে কাশীবাস করিয়া কাশীতে প্রাণত্যাগ করে তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়॥৯৭॥ হে দ্বিজ-

অত্রোৎক্রমণকালেঽহং স্বয়মেব দ্বিজোত্তমাঃ।
দিশামি তারকং ব্রহ্ম দেহী স্যাৎ যেন তন্ময়ঃ ॥ ৯৯।
মন্মনা মম ভক্তশ্চ ময়ি সর্ব্বার্পিতক্রিয়ঃ।
যথা মোক্ষমিহাপ্নোতি ন তথান্যত্র কুত্রচিৎ ॥ ১০০।
মরণং নিশ্চিতং জ্ঞাত্বা গতিঞ্চাসুখরূপিণীম্।
চলমাগন্তুকং সর্ব্বং ততঃ কাশীং সমাশ্রয়েৎ ॥ ১০১।
কাশী সমাশ্রিতা যৈস্তু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
তানত্র নির্ম্মলধিয়ো নির্ব্বাণশ্রীঃ সমাশ্রয়েৎ ॥ ১০২।
কাশীস্থিতৈকমপি যঃ প্রীণয়েন্ন্যায়জৈর্দ্ধনৈঃ।
তেন ত্রৈলোক্যমখিলং প্রীণিতন্তু ময়া সহ ॥ ১০৩।
যঃ প্রীণয়তি পুণ্যাত্মা নির্ব্বাণনগরী নরম্।
পুমর্থেন স্থিতৈর্নিত্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রীণয়ামিতম্ ॥ ১০৪।

গণ! পতিব্রতা রমণীগণ আমাতে ভক্তিমতী হইয়া এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই পরমগতি লাভ করে ॥ ৯৮ ॥ হে ব্রহ্মর্ষিগণ! আমি স্বয়ং এই কাশীধামে অন্তকালে জীবের কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ করি, সেই মন্ত্রবলে জীবের ব্রহ্মপদ লাভ হয় ॥ ৯৯ ॥ এই কাশীধামে ভক্তি-পরায়ণ হইয়া আমাতেই মন ও সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করিলে যেমন সহজে মুক্তিলাভ হয়, তেমন আর কুত্রাপি হয় না ॥ ১০০ ॥ ক্ষণভঙ্গুর জীবন অনিত্য, সংসারের গতি নিত্য অশুভরূপিণী, দৃশ্যপদার্থ সমস্তই চঞ্চল, জীবনের সমস্ত ক্রিয়াই চঞ্চলা, অতএব বারাণসী আশ্রয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ১০১ ॥ যাঁহারা কাশীবাস করিয়া কায়মনোবাক্যে এবং কর্ম্মযোগে আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, সেই বিশুদ্ধাত্মা পুণ্যাত্মাগণের নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ হয় ॥ ১০২ ॥ কাশীবাস করিয়া যাঁহারা ন্যায় উপার্জ্জিত ধনে পরিতৃপ্ত থাকেন অখিলব্রহ্মাণ্ডের সহিত আমাকে তাহাদের প্রীত করা হয় ॥ ১০৩ ॥ যাহারা পুরুষার্থচতুষ্টয় স্থিতির নিমিত্ত নিত্য কাশীবাসিগণের প্রীতি সাধন

দিবোদাসোঽপি রাজর্ষিঃ কাশীং ধর্ম্মেণ পালয়ন্।
সদেহো মৎপদং প্রাপ্তো যতো ন পুনরাগতিঃ ॥ ১০৫।
অত্র যোগস্তথা জ্ঞানং মুক্তিরেকেন জন্মনা।
অতোঽবিমুক্তমাসাদ্য নান্যদ্গচ্ছেত্তপোবনম্ ॥ ১০৬।
মোক্ষং সুদুর্লভং জ্ঞাত্বা সংসারঞ্চাতিভীষণম্।
অশ্মনা চরণৌ হত্বা কালমত্র প্রতীক্ষয়েৎ ॥ ১০৭।
অবিমুক্তং পরিত্যজ্য যদা যাস্যন্তি দুর্ব্বিধঃ।
হসিষ্যন্তি তদা ভূতান্যন্যোন্যকরতাড়নৈঃ ॥ ১০৮।
প্রাপ্য বারাণসীং পুণ্যাং সিদ্ধিক্ষেত্রমনুত্তমম্।
পরিনিষ্ক্রান্তুমন্যত্র কস্য জন্তোর্মতির্ভবেৎ ॥ ১০৯।
মহাদানেন চান্যত্র যৎ ফলং লভতে নরৈঃ।
অবিমুক্তে তু কাকিন্যাং দত্ত্বা যাং তদবাপ্যতে ॥ ১১০।

করেন, আমি সেই সকল পুণ্যাত্মার প্রতি প্রসন্ন হই ॥ ১০৪ ॥ যে পদ লাভ করিলে ভবসংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না, রাজর্ষি দিবোদাস ধর্ম্মানুসারে আমার এই কাশীক্ষেত্র পরিপালন করিয়া স্বশরীরে সেই পদ লাভ করিয়াছেন॥ ১০৫ ॥ কাশীবাস করিয়া একজন্মেই জ্ঞানযোগে মুক্তিলাভ হয়, অতএব কাশীবাসীর আর তপোবন গমনের আবশ্যকতা থাকে না ॥ ১০৬ ॥ সংসার অতি ভীষণ স্থান, মোক্ষ অতি সুদুর্লভ পদার্থ, বিশেষরূপে ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া পাষাণপ্রতিহত পদে কাশীতেই মৃত্যুকাল প্রতীক্ষা করা উচিত ॥ ১০৭ ॥ অজ্ঞান জীবেরা যৎকালে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে, ভূতগণ তৎকালে পরস্পর করতালি দিয়া হাস্য করিতে থাকে ॥ ১০৮ ॥ পরম সিদ্ধিপ্রদায়িনী পুণ্যময়ী কাশী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনে কোন্ জীবের মতি হয়? ১০৯ ॥ অন্যত্র মহাদান করিলে যে ফল হয়, কাশীতে একটিমাত্র কপর্দ্দক দানের সেইরূপ ফল।

একং সমর্চ্চয়েল্লিঙ্গং তপস্তপ্যেত চাপরঃ।
তয়োর্মধ্যে তু স শ্রেষ্ঠো যো লিঙ্গং পূজয়েদিহ ॥ ১১১।
তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবৎ যঃ প্রযচ্ছতি।
একাহং যো বসেৎ কাশ্যাং কাশীবাসী তয়োর্বরঃ॥১১২।
অন্যত্র ব্রাহ্মণানান্তু কোটিং সম্ভোজ্য যৎ ফলম্।
বারাণস্যান্তু চৈকেন ভোজিতেন তদাপ্যতে ॥ ১১৩।
সন্নিহত্যাং কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
তুলাপুরুষদানেন কাশীভিক্ষাসমং ভবেৎ ॥ ১১৪।
মমেহ পরমং জ্যোতিরাপাতালাদ্ব্যবস্থিতম্।
অতীত্য সপ্তলোকাদীননন্তং লিঙ্গরূপধৃক্॥ ১১৫।
পৃথিব্যন্তেঽপি যে লিঙ্গমবিমুক্তং স্মরন্তি মে।
কলুষৈস্তে বিমুচ্যন্তে মহদ্ভিরিতি নিশ্চিতম্ ॥ ১১৬।
অস্মিন্ ক্ষেত্রে তু যেনাহং দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ সমর্চ্চিতঃ।
সম্প্রাপ্য তারকং জ্ঞানং ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ১১৭

১১০॥ কাশীবাসী লিঙ্গার্চ্চক ও অন্যতীর্থবাসী তপস্বী এই উভয়ের মধ্যে কাশীবাসী লিঙ্গ পূজকই শ্রেষ্ঠ ॥ ১১১ ॥ অন্যতীর্থে যিনি কোটি ধেনু দান করেন এবং যিনি একদিন মাত্র কাশীধামে বাস করেন, তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কাশীবাসীই শ্রেষ্ঠ ॥ ১১২ ॥ অন্যত্র কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল, কাশীতে একটী মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেও সেই ফল ॥ ১১৩ ॥ সূর্য্যগ্রহণ কালে কুরুক্ষেত্র তীর্থে তুলাপুরুষদানে যে ফল, এই কাশীতে ভিক্ষান্ন মাত্রে জীবনধারণেরও সেই ফল ॥ ১১৪ ॥ পাতালাদি সপ্তলোক ব্যাপ্ত আমার পরমানন্দ জ্যোতি, কাশীতে লিঙ্গরূপে বিরাজ-করিতেছে ॥ ১১৫ ॥ মৃত্যুকালেও যে ব্যক্তি আমার অবিমুক্ত লিঙ্গ স্মরণ করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার মহা কলুষ বিমোচিত হয় ॥ ১১৬ ॥ এই কাশী ক্ষেত্রে যাঁহারা আমাকে দর্শন, অর্চ্চন ও স্পর্শ করেন, তাঁহারা তারকব্রহ্ম

যো মামিহ সমভ্যর্চ্চ্য ম্রিয়তেঽন্যত্র কুত্রচিৎ।
জন্মান্তরেঽপি মাম্ প্রাপ্য স বিমুক্তো ভবিষ্যতি॥ ১১৮।
ইত্যুক্ত্বা ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং দ্বিজানামগ্রতো হরঃ।
পশ্যতামেব তেষান্তু তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবৎ॥ ১১৯।
তেঽপি সাক্ষাদ্বিরূপাক্ষং প্রত্যক্ষীকৃত্য বাড়বাঃ।
প্রহৃষ্টমনসোঽত্যন্তং প্রযযুঃ স্বং স্বমাশ্রয়ম্॥ ১২০।
শম্ভোর্ব্বাক্যং বিনিশ্চিত্য সর্ব্বজ্ঞস্য কৃপানিধেঃ।
ত্যক্ত্বা কার্য্যান্তরং বিপ্রা লিঙ্গান্যেব সমর্চ্চিষুঃ॥ ১২১।

স্কন্দ উবাচ।

পঠিত্বা পাঠয়িত্বা চ রহস্যাখ্যানমুত্তমম্।
শ্রদ্ধালুঃ পাতকৈর্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে॥ ১২২।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ক্ষেত্ররহস্যকথনং নাম
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং পৃথিবীতে আর তাঁহাদের জন্ম হয় না॥ ১১৭॥ যে ব্যক্তি কাশীতে আমার অর্চ্চনা করিয়া অন্যত্রেও দেহত্যাগ করে জন্মান্তরে আমারে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মুক্তিলাভ হয়॥ ১১৮॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! বিশ্বেশ্বর সেই ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ ক্ষেত্র মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন॥ ১১৯॥ ব্রাহ্মণগণও মহেশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রহৃষ্টমনে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন॥ ১২০। কৃপাময় সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বেশ্বরের বাক্যানুসারে সেই বিপ্রগণ অপরাপর কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়তই কেবল লিঙ্গার্চ্চনে সমাহিত হইলেন॥ ১২১॥ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই অনুত্তম ক্ষেত্র রহস্যাখ্যান পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে নরগণ বিগত পাপ হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়॥ ১২২॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ক্ষেত্ররহস্য
কথন নাম চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়।

স্কন্দ উবাচ।

জ্যেষ্ঠেশ্বরস্য পরিতো যানি লিঙ্গানি কুম্ভজ।
তানি পঞ্চসহস্রাণি মুনীনাং সিদ্ধিদান্যলম্॥ ১।
পরাশরেশ্বরং লিঙ্গং জ্যেষ্ঠেশাদুত্তরে মহৎ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নির্ম্মলং জ্ঞানমাপ্যতে॥ ২।
তত্রৈব সিদ্ধিদং লিঙ্গং মাণ্ডব্যেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
ন তস্য দর্শনাজ্জাতু দুর্ব্বুদ্ধিং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ ৩।
লিঙ্গঞ্চ শঙ্করেশাখ্যং তত্রৈব শুভদং সদা।
ভৃগুনারায়ণস্তত্রভক্তানাং সর্ব্বসিদ্ধিদঃ॥ ৪।
জাবালীশ্বরসংজ্ঞঞ্চ লিঙ্গং তত্রাতিসিদ্ধিদম্।
তস্য সন্দর্শনাজ্জাতু ন জন্তুর্দুর্গতিং ব্রজেৎ॥ ৫।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! মুনিগণের নিশ্চিত সিদ্ধিপ্রদ পঞ্চসহস্র লিঙ্গ, জ্যেষ্ঠেশ্বর লিঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন॥ ১॥ জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তর দিকে পরমপাবন পরাশরেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হয়॥ ২॥ তাঁহার নিকট সিদ্ধিপ্রদ মাণ্ডব্যেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করিলে জীবের কোন প্রকার দুর্ম্মতি থাকে না॥ ৩॥ তাঁহার নিকটে শুভপ্রদ শঙ্করেশ্বর এবং ভক্তগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ভৃগুনারায়ণ লিঙ্গ॥ ৪॥ তৎসমীপে পরম সিদ্ধিপ্রদ জাবালীশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে জীবের আর ভবদুর্গতি থাকে না॥ ৫॥ তৎসন্নিপানে সুমন্তু মুনি প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিত্যলিঙ্গ,

সুমন্তুমুনিনা শ্রেষ্ঠস্তত্রাদিত্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
তস্য সন্দর্শনাদেব কুষ্ঠব্যাধিঃ প্রশাম্যতি ॥ ৬ ।
ভৈরবী ভীষণা নাম তত্র ভীষণরূপিণী ।
ক্ষেত্রস্য ভীষণং সর্ব্বং নাশয়েদ্ভাবতোঽর্চ্চিতা ॥ ৭ ।
তত্রোপজঙ্ঘনের্লিঙ্গং কর্ম্মবন্ধবিমোক্ষণম্ ।
নৃভিঃ সংসেবিতং ভক্ত্যা ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিদং পরম্ ॥ ৮।
ভারদ্বাজেশ্বরং লিঙ্গং লিঙ্গং মাদ্রীশ্বরং বরম্ ।
একত্র সংস্থিতে দ্বে তু দ্রষ্টব্যে সুকৃতাত্মনা ॥ ৯ ।
অরুণিস্থাপিতং লিঙ্গং তত্রৈব কলসোদ্ভব ।
তস্য লিঙ্গস্য সেবাতঃ সর্ব্বাম্বৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ।
লিঙ্গং বাজসনেয়াখ্যং তত্রাস্ত্যতিমনোহরম্ ।
তস্য সন্দর্শনাৎ পুংসাং বাজপেয় ফলং লভেৎ ॥ ১১ ।
কণ্বেশ্বরং শুভং লিঙ্গং লিঙ্গং কাত্যায়নেশ্বরম্ ।
বামদেবেশ্বরং লিঙ্গমৌতথ্যেশ্বরমেব চ ॥ ১২ ।

তাঁহাকে দর্শন করিলে কুষ্ঠব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় ॥ ৬॥ ভগবতী সেই স্থানে ভীষণরূপিণী ভীষণা ভৈরবী নামে অধিষ্ঠিত আছেন, ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলে ক্ষেত্রবাসির সমস্ত ভীষণ উপসর্গ প্রশমিত হয় ॥ ৭ ॥ তৎসন্নিধানে কর্ম্মবন্ধনবিনাশন উপজঙ্ঘনি লিঙ্গ, ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা করিলে ছয়মাসের মধ্যে সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৮ ॥ ভারদ্বাজেশ্বর এবং মাদ্রীশ্বর এই উভয় লিঙ্গ একত্র সন্নিবেশিত আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করা পুণ্যবান ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥ হে কলসোদ্ভব ! তৎসন্নিধানে অরুণিকর্ত্তৃক স্থাপিত অরুণীশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার সেবা করিলে সর্ব্বসমৃদ্ধি লাভ হয় ॥১০॥ তৎসন্নিধানে অতিমনোহর বাজসনেয় লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় ॥ ১১॥ তদনন্তর শুভপ্রদ কন্বেশ্বর, কাত্তায়নেশ্বর, বামদেবেশ্বর, ঔতথ্যেশ্বর, মহাপুণ্যপ্রদ হারীতেশ্বর, গালবেশ্বর, কুম্ভীশ্বর, কৌসুমেশ্বর, অগ্নিবর্ণেশ্বর, ধ্রুবে-

হারীতেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ লিঙ্গং বৈ গালবেশ্বরম্‌।
কুম্ভের্লিঙ্গং মহাপুণ্যং তথা বৈ কৌস্তুমেশ্বরম্‌॥ ১৩।
অগ্নিবর্ণেশ্বরঞ্চৈব নৈধ্রুবেশ্বরমেব চ।
বৎসেশ্বরং মহালিঙ্গং পর্ণাদেশ্বরমেব চ॥ ১৪।
সক্তুপ্রস্থেশ্বরং লিঙ্গং কণাদেশং তথৈব চ।
অন্যত্তত্র মহালিঙ্গং মাণ্ডূকায়নিরূপিতম্‌॥ ১৫।
বাভ্রবেয়েশ্বরং লিঙ্গং শিলাবৃত্তীশ্বরং তথা।
চ্যবনেশ্বরলিঙ্গঞ্চ শালঙ্কায়নকেশ্বরম্‌॥ ১৬।
কলিন্দমেশ্বরং লিঙ্গং লিঙ্গমক্রোধনেশ্বরম্‌।
লিঙ্গং কপোতবৃত্তীশং কঙ্কেশং কুন্তলেশ্বরম্‌॥ ১৭।
কঠেশ্বরং কহোলেশং লিঙ্গং তুম্বুরুপূজিতম্‌।
মতঙ্গেশং মরুত্তেশং মগধেয়েশ্বরং তথা॥ ১৮।
জাতূকর্ণেশ্বরং লিঙ্গং জম্বুকেশ্বরমেব চ।
জাতুধীশং জলেশঞ্চ জাল্মেশং জালকেশ্বরম্‌॥ ১৯।
এবমাদীনি লিঙ্গানি অযুতার্দ্ধানি কুম্ভজ।
স্মরণাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাদর্চ্চনান্নমনাৎ স্তুতেঃ॥ ২০।
ন জাতু জায়তে জন্তোঃ কলুষস্য সমুদ্ভবঃ।
এতেষাং শুভলিঙ্গানাং জ্যেষ্ঠস্থানেঽতিপাবনে॥ ২১।

শ্বর, বৎসেশ্বর, পর্ণাদেশ্বর, সক্তুপ্রস্থেশ্বর, কণাদেশ্বর, মণ্ডুকেশ্বর, বাভ্রবেয়েশ্বর, শিলাবৃত্তীশ্বর, চ্যবনেশ্বর, শালঙ্কায়নকেশ্বর, কলিন্দমেশ্বর, অক্রোধনেশ্বর, কপোত বৃত্তীশ্বর, কঙ্কেশ্বর, কুন্তলেশ্বর, কঠেশ্বর, কহোলেশ্বর, তুম্বুরুমুনীশ্বর, মতঙ্গেশ্বর, মরুতেশ্বর, মগধেশ্বর, জাতুকর্ণেশ্বর, জম্বুকেশ্বর, জাতুধীশ্বর, জলেশ্বর, জালমেশ্বর এবং জালকেশ্বর লিঙ্গ॥ ১২—১৯॥ হে ঘটোদ্ভব! এইরূপ পঞ্চসহস্র লিঙ্গ পরমপাবন জ্যেষ্ঠেশ্বরতীর্থে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ, দর্শন,

স্কন্দ উবাচ।

একদা তত্র যদ্বৃত্তং জ্যেষ্ঠস্থানে মহামুনে।
তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বঘাঘবিনাশনম্ ॥ ২২।
স্বৈরং বিহরতস্তত্র জ্যেষ্ঠস্থানে মহেশিতুঃ।
কৌতুকেনৈব চিক্রীড় শিবা কন্দুকলীলয়া ॥ ২৩।
উদঞ্চন্যঞ্চদঙ্গানাং লাঘবং পরিতন্বতী।
নিঃশ্বাসামোদমুদিতভ্রমরাকুলিতেক্ষণা ॥ ২৪।
ভ্রশ্যদ্ধম্মিল্লসন্মাল্যস্থপুটীকৃতভূমিকা।
স্বিদ্যৎকপোলপত্রালীস্রবদম্বুকণোজ্জ্বলা ॥ ২৫।
স্ফুটচ্চোলাংশুকপথনির্য্যদঙ্গপ্রভাবৃতা।
উল্লসৎকন্দুকাস্ফালাতিশোণিতকরাম্বুজা ॥ ২৬।

স্পর্শন, অর্চ্চন, নমস্কার ও স্তুতি করিলে, জীবগণের কিছুমাত্র পাপস্পর্শ হয় না।। ২০।। ২১।।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহামুনে! একদা জ্যেষ্ঠেশ্বর তীর্থে যে কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়াছিল আমি এক্ষণে তোমার নিকট সেই পাপবিনাশন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।। ২২।। জ্যেষ্ঠস্থানে স্বেচ্ছাবিহারী মহেশ্বরের কৌতুক পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ভগবতী ভবানী সকৌতুকে কন্দুকক্রীড়া করিতেছিলেন। পুনঃ পুনঃ ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে অঙ্গ সঞ্চালিত হওয়াতে তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা পরিলক্ষিত হইতেছিল; নিঃশ্বাসামৃতের সুরভি পরিমলে ভ্রমরগণে প্রমোদিত হইয়া তাঁহার মুখারবিন্দে প্রধাবিত হইতেছে, পার্ব্বতী তাহাতে আকুলিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নয়নপদ্ম উন্মীলন ও নিমীলন করিতেছেন। তাঁহার পুষ্পমাল্যসুশোভিত সুচারু কবরী ক্রমে ক্রমে শিথিলীকৃত হইয়া ভূমিতল চুম্বন করিতেছে, সুললিত কপোলযুগল ঈষৎ ম্লান হইয়া বিন্দু বিন্দু স্বেদ সলিলে সমুজ্জ্বল হইতেছে।। ২৩—২৫।। পরিহিত বসনপথ ভেদ করিয়া সুকুমার দেহ প্রভা প্রতিভাত হইতেছে, বারম্বার ক্রীড়া কন্দুক

কন্দুকানুগসদ্দৃষ্টির্নর্ত্তিতভ্রূলতাঞ্চলা।
মৃড়ানী কিলখেলন্তী দদৃশে জগদম্বিকা ॥ ২৭।
অন্তরিক্ষচরাভ্যাঞ্চ দিতিজাভ্যাং মনোহরা।
কটাক্ষিতাভ্যামিব বৈ সমুপস্থিতমৃত্যুনা ॥ ২৮।
বিদলোৎপল সংজ্ঞাভ্যাং দৃপ্তাভ্যাং বরতো বিধেঃ।
তৃণীকৃতত্রিজগতীপুরুষাভ্যাং স্বদোর্ব্বলাৎ ॥ ২৯।
দেবীং পরিজিহীর্ষু তৌ বিষমেষুপ্রপীড়িতৌ।
দিবোঽবতেরতুঃ ক্ষিপ্রং মায়াং স্বীকৃত্য শাম্বরীম্ ॥ ৩০।
ধৃত্বা পারষদীং মূর্ত্তিমায়াতাবম্বিকান্তিকম্।
তাবত্যন্তং সুদুর্ব্বৃত্তাবতিচঞ্চলমানসৌ ॥ ৩১।
সর্ব্বজ্ঞেন পরিজ্ঞাতৌ চাঞ্চল্যাল্লোচনোদ্ভবাৎ।
কটাক্ষিতাথ দেবেন দুর্গা দুর্গারিঘাতিনী ॥ ৩২।

উৎক্ষেপ প্রক্ষেপে সুকোমল পাণিতল নিবিড় লোহিতরাগে সুরঞ্জিত হইয়াছে। ২৬ ॥ দৃষ্টি কেবল কন্দুকাভিমুখেই বিন্যস্ত, ভ্রূযুগল এবং নয়নদ্বয় ক্রমাগত নৃত্য করিতেছে; ভগবতী পার্ব্বতী এইরূপ ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ অন্তরীক্ষ পথে দুইজন দৈত্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। সেই দুই দানবের আসন্নকাল উপস্থিত। অতএব তাহারা পরমজ্যোতিষ্মতী পার্ব্বতীকে বিরুদ্ধভাবে দর্শন করিল, তাহাদিগের নাম উৎপল ও বিপল। তাহারা বাহুবলে গর্ব্বিত, অধিকন্তু ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া ত্রিজগতীস্থ পরাক্রান্ত পুরুষগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিত, দেবীকে দর্শন করিবামাত্র তাহারা কন্দর্প শরে প্রপীড়িত হইয়া মায়ারূপ ধারণপূর্ব্বক আশুগতি গগণপথ হইতে অবতরণ করিল ॥২৭—৩০॥ অতঃপর সেই দুর্ব্বৃত্ত দানবদ্বয় কন্দর্পশরে নিতান্ত চঞ্চলচিত্ত হইয়া ভগবতীর সহচরী বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বেশ্বর নিমেষ মধ্যেই তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুর্গাসুরঘাতিনী দুর্গার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিজ্ঞায় নেত্রসং জ্ঞান্তু সর্ব্বজ্ঞার্দ্ধশরীরিণী।
তেনৈককন্দুকেনাথ যুগপন্নিজঘান তৌ॥ ৩৩।
মহাবলৌ মহাদেব্যা কন্দুকেন সমাহতৌ।
পরিভ্রম্য পরিভ্রম্য তৌ দুষ্টৌ বিনিপেততুঃ॥ ৩৪।
বৃন্তাদিব ফলে পক্কে তা লাদনি লোলিতে।
দম্ভোলিনা পরিহতে শৃঙ্গে ইব মহাগিরেঃ॥ ৩৫।
তৌ নিপাত্য মহা দৈত্যাবকার্য্যকরণোদ্যতৌ।
ততঃ পরিণতিং যাতো লিঙ্গরূপেণ কন্দুকঃ॥ ৩৬।
কন্দুকেশ্বরসজ্ঞঞ্চ তল্লিঙ্গম ভবত্তদা।
জ্যেষ্ঠেশ্বরসমীপে তু সর্ব্বদুষ্টনিবারণম্॥ ৩৭।
কন্দুকেশসমুৎপত্তিং যঃ শ্রোষ্যতি মুদান্বিতঃ।
পূজয়িষ্যতি যো ভক্তস্তস্য দুঃখভয়ং কুতঃ॥ ৩৮।
কন্দুকেশ্বরভক্তানাং মানবানাং নিরেনসাম্।
যোগক্ষেমং সদা কুর্য্যাদ্ভবানী ভয়নাশিনী॥ ৩৯।

৩২॥ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী সর্ব্বাণী সেই নেত্র সঙ্কেতেই মহেশের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই উভয় দানবের প্রতি ক্রীড়াকন্দুক নিক্ষেপ করিলেন॥ ৩৩॥ সেই দুরাচার দানবদ্বয় ভগবতীর কন্দুকাঘাতে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল॥ ৩৪॥ বায়ু সঞ্চালনে যেমন বৃক্ষের পক্কফল বৃন্ত হইতে অপসৃত হয়, বজ্র পতনে যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গ নিপতিত হয়, তৎকালে সেই দানবদ্বয়ের সেই রূপ অবস্থা হইয়াছিল॥ ৩৫॥ এইরূপে সেই দুশ্চেষ্ট দৈত্যদ্বয় নিহত হইলে তদবধি সেই কন্দুকের লিঙ্গরূপত্ব প্রাপ্তি হইল॥ ৩৬॥ জ্যেষ্ঠেশ্বর সমীপে সর্ব্বপাপ-নিবারণ কন্দুকেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন॥ ৩৭॥ যে ব্যক্তি প্রহৃষ্টচিত্তে কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করে, তাহার আর ভবভয় থাকে না॥ ৩৮॥ কন্দুকেশ্বর-ভক্ত নিষ্পাপ

মৃড়ানী তস্য লিঙ্গস্য পূজাং কুর্য্যাৎ সদৈব হি।
তত্রৈব দেব্যাঃ সান্নিধ্যং পার্ব্বত্যা ভক্তসিদ্ধিদম্॥ ৪০।
কন্দুকেশং মহালিঙ্গং কাশ্যাং যৈর্ন সমর্চ্চিতম্।
কথং তেষাং ভবানীশৌ স্যাতাং সর্ব্বেপ্সিতপ্রদৌ॥৪১।
দ্রষ্টব্যঞ্চ প্রযত্নেন তল্লিঙ্গং কন্দুকেশ্বরম্।
সর্ব্বোপসর্গসংঘাতবিঘাত করণং পরম্॥ ৪২।
কন্দুকেশ্বরনামাপি শ্রুত্বা বৃজিনসন্ততিঃ।
ক্ষিপ্রং ক্ষয়মবাপ্নোতি তমঃ প্রাপ্যোষ্ণগুং যথা॥ ৪৩।

স্কন্দ, উবাচ।

সংশৃণুষ্ব মহাভাগ জ্যেষ্ঠেশ্বরসমীপতঃ।
যদ্বৃত্তং তমভূদ্বিপ্র পরমাশ্চর্য্যকৃদ্ভবম্॥ ৪৪।
দণ্ডখাতে মহাতীর্থে দেবর্ষিপিতৃতৃপ্তিদে।
তপ্যমানেষু বিপ্রেষু নিষ্কামং পরমন্তপঃ॥ ৪৫।

মানবগণকে ভগবতী ভবানী যোগসিদ্ধি প্রদান করেন এবং ভবানীর ভক্তগণকেও কন্দুকেশ্বর তদ্রূপ সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন; স্বয়ং মহেশ্বরী কন্দুকেশ্বরের পূজা করেন॥ ৪০॥ কাশীতে যাহারা কন্দুকেশ্বর মহালিঙ্গের পূজা না করে, ভব-ভবানী কদাচ তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করেন না॥ ৪১॥ অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্ব-উপসর্গ-প্রনাশন কন্দুকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ৪২॥ কন্দুকেশ্বরের নাম শ্রবণ করিলেও সমস্ত পাপরাশি সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় এককালে নিরাসিত হইয়া যায়॥ ৪৩॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! জ্যেষ্ঠেশ্বর সমীপে আর এক যে আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৪৪॥ একদা দেব, ঋষি এবং পিতৃগণের পরমপরিতৃপ্তি-প্রদ দণ্ডখাত মহাতীর্থে কতিপয় ব্রাহ্মণ নিষ্কাম হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। প্রহ্লাদের মাতুল দুন্দুভি নির্ঘোষী দুরাচার দুন্দুভি দৈত্য কি প্রকারে দেবগণকে পরাজয় করিবে, তৎ-

দৈত্যো দুন্দুভিনির্হ্রাদো দুষ্টঃ প্রহ্লাদমাতুলঃ।
দেবাঃ কথং সুজেয়াঃ স্যুরিত্যুপায়মচিন্তয়ৎ ॥ ৪৬।
কিম্বলাশ্চ কিমাহারাঃ কিমাধারা হি দেবতাঃ।
বিচার্য্য বহুশো দৈত্যস্তত্ত্বং বিজ্ঞায় নিশ্চিতম্ ॥ ৪৭।
অবশ্যমগ্রজন্মানো হেতবোঽত্র বিচারতঃ।
ব্রাহ্মণান্ হন্তুমসকৃৎ কৃতবানুদ্যমন্ততঃ ॥ ৪৮।
যতঃ ক্রতুভুজো দেবাঃ ক্রতবো বেদসম্ভবাঃ।
তে বেদা ব্রাহ্মণাধীনাস্ততো দেববলং দ্বিজাঃ ॥ ৪৯।
নিশ্চিতং ব্রাহ্মণাধারাঃ সর্ব্বে বেদাঃ সবাসবাঃ।
গীর্ব্বাণা ব্রাহ্মণবলানাত্র কার্য্যাবিচারণা ॥ ৫০।
ব্রাহ্মণা যদি নষ্টাস্যুর্ব্বেদা নষ্টাস্ততঃ স্বয়ম্।
আম্নায়েষু প্রনষ্টেষু বিনষ্টাঃ সততং তপঃ ॥ ৫১।
যজ্ঞেষু নাশং গচ্ছৎসু হুতাহারাস্ততঃ সুরাঃ।
নির্ব্বলাঃ সুখজেয়াস্যুর্জ্জিতেষু ত্রিদশেষ্বথ ॥ ৫২।

কালে কেবল ইহাই চিন্তা করিতেছিল। সেই পাপিষ্ঠ প্রথমতঃ দেবগণের বল, আহার এবং আশ্রয় সম্বন্ধে বহু বিতর্ক করিয়া অবশেষে এই স্থির করিল যে আদৌ ব্রাহ্মণেরাই তাহাদিগের প্রধান আশ্রয়। এইরূপ অবধারন করিয়া সেই দানবাধম উক্ত তপস্বী ব্রাহ্মণগণকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল ॥৪৫—৪৮॥ সেই কূটবুদ্ধিদানব মনে মনে ধ্রুবজ্ঞান করিয়াছিল যে দেবতারা যজ্ঞভোজী, সেই যজ্ঞ বেদ হইতে উৎপন্ন, সেই বেদ ব্রাহ্মণের অধীন, অতএব দেবতার আশ্রয়ই ব্রাহ্মণ ॥ ৪৯ ॥ বেদ সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের আশ্রয়, ইন্দ্রাদি দেবগণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের আশ্রিত, ইহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥৫০॥ ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হইলে বেদ আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে। বেদ বিনষ্ট হইলে অচিরে যজ্ঞকাণ্ডও বিনষ্ট হইবে। যজ্ঞ বিনষ্ট হইলেই দেবগণ আহারোপায়

অহমেব ভবিষ্যামি মান্যস্ত্রিজগতীপতিঃ।
আহরিষ্যামি দেবানামক্ষয়াঃ সর্ব্বসম্পদঃ॥ ৫৩।
নির্ব্বেক্ষ্যামি সুখান্যেব রাজ্যে নিহতকণ্টকে।
ইতি নিশ্চিত্য দুর্ব্বুদ্ধিঃ পুনশ্চিন্তিতবান্ মুনে॥ ৫৪।
দ্বিজাঃ ক্ব সন্তি ভূয়াংসো ব্রহ্মতেজোঽতিবৃংহিতাঃ।
শ্রুত্যধ্যয়নসম্পন্নাস্তপোবলসমন্বিতাঃ॥ ৫৫।
ভূয়সাং ব্রাহ্মণানান্তু স্থানং বারাণসী ভবেৎ।
তানাদাবুপসংহৃত্য যামি তীর্থান্তরন্ততঃ॥ ৫৬।
যত্র যত্র হি তীর্থেষু যত্র যত্রাশ্রমেষু চ।
সন্তি সর্ব্বেঽগ্রজন্মানস্তে ময়াদ্যাঃ সমন্ততঃ॥ ৫৭।
ইতি দুন্দুভিনির্হ্রাদো মতিং কৃত্বা কুলোচিতাম্।
প্রাপ্যাপি কাশীং দুর্ব্বৃত্তো মায়াবী ন্যবধীৎ দ্বিজান্॥৫৮।
সমিৎকুশান্ সমাদাতুং যত্র যান্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
অরণ্যে তত্র তান্ সর্ব্বান্ স ভক্ষয়তি দুর্ম্মতিঃ॥ ৫৯।

বিবর্জ্জিত হইয়া দুর্ব্বল হইবে, তৎকালে অতি সহজেই তাহাদিগকে জয় করিয়া ত্রিদশালয় অধিকার করিতে পারিব॥ ৫১—৫২॥ দেবগণের সমস্ত অক্ষয়-সম্পত্তি অধিকার করিয়া আমিই তৎকালে ত্রিজগতের অধিপতিরূপে মাননীয় এবং নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগে সুখী হইব। হে অগস্ত্য! সেই দুরাত্মা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল, ব্রহ্মতেজ-বলীয়ান বেদ-পাঠ-নিরত, তপোবল-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কোথায় অধিক পরিমাণে অবস্থান করে; বারাণসী তীর্থই বহু ব্রাহ্মণের আবাস স্থান, অতএব কাশাবাসি ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে সংহার করিয়া তাহার পর আমি তীর্থান্তর গমন করিব॥ ৫৪—৫৬॥ যে যে তীর্থে ও যে যে আশ্রমে যত ব্রাহ্মণ আছে তাহাদিগের সকলকেই আমি ভক্ষন করিব। হে অগস্ত্য! দুন্দুভিদৈত্য, কুলোচিত জীঘাংসা পরবশ হইয়া এইরূপ দুরভিসন্ধি অবধারণপূর্ব্বক মায়া-

যথা কোঽপি ন বেত্ত্যেব তথাচ্ছন্নোঽভবৎ পুনঃ।
বনে বনেচরো ভূত্বা যাদোরূপী জলাশয়ে॥ ৬০।
অদৃশ্যরূপী মায়াবী দেবানামপ্যগোচরঃ।
দিবাধ্যানপরস্তিষ্ঠেন্ মুনিবন্মুনিমধ্যগঃ॥ ৬১।
প্রবেশমুটজানাঞ্চ নির্গমঞ্চ বিলোকয়ন্।
যামিন্যাং ব্যাঘ্ররূপেণ ব্রাহ্মণান্ ভক্ষয়েদ্বহূন্॥ ৬২।
নিঃশব্দমেব নয়তি ন ত্যজেদপি কীকসম্।
ইত্থং নিপাতিতা বিপ্রাস্তেন দুষ্টেন ভূরিশঃ॥ ৬৩।
একদা শিবরাত্রৌ তু ভক্তস্ত্বেকো নিজোটজে।
সপর্য্যাং দেবদেবস্য কৃত্বাধ্যানস্থিতোঽভবৎ॥ ৬৪।
স চ দুন্দুভিনির্হাদো দৈত্যেন্দ্রো বলদর্পিতঃ।
ব্যাঘ্ররূপং সমাস্থায় তমাদাতুং মতিং দধে॥৬৫।

বলে কাশী আগমন করিয়া ইতস্ততঃ ব্রাহ্মণগণকে নিধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সমিৎ কুশা গ্রহণপূর্ব্বক যে যে ব্রাহ্মণ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিত পাপিষ্ঠ দৈত্য তাহাদিগের সকলকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিত॥ ৫৯॥ সেই দুরাচার সমস্ত প্রাণিকে বিমোহিত করিয়া গুপ্তভাবে বনে বনচর ও জলে জলচর হইয়া বিচরণ করিত, কেহই তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিত না॥৬০॥ অদৃশ্যরূপী মায়াবী দৈত্যের লীলা দেবতাদিগেরও অগোচর, মায়াবলে দিবাভাগে সেই দৈত্য ধ্যান পরায়ণ হইয়া মুনিগণের সহিত একত্রে অবস্থান করিত॥ ৬১॥ রজনীতে ব্যাঘ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক, কুটীরে প্রবেশ ও তথাহইতে ব্রাহ্মণগণের বহির্গমনী লক্ষকরিয়া সেই দৈত্য-কুলাধম বহুতর ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিত॥৬২॥ সেই দুরাচার অসুর নিঃশব্দে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে উদরস্থ করিত, অস্থিমাত্রও পরিত্যাগ করিত না॥ ৬৩॥

হে অগস্ত্য! একদা শিবরাত্রি উপলক্ষে একজন শিবভক্ত ব্রাহ্মণ আপন কুটীরে শিবপূজা করিয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন॥ ৬৪॥ সেই ধ্যানাবলম্বিত ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে সেই ব্যাঘ্ররূপী বলদর্পিত

তং ভক্তং ধ্যানমাপন্নং দৃঢ়চিত্তং শিবেক্ষণে।
কৃতাস্ত্রমন্ত্রবিন্যাসং তং ক্রান্তুমশকন্ন সঃ॥ ৬৬।
অথ সর্ব্বগতঃ শম্ভুর্জ্ঞাত্বা তস্যাশয়ং হরঃ।
দৈত্যস্য দুষ্টরূপস্য বধায় বিদধে ধিয়ম্॥ ৬৭।
যাবদাদিৎসতি ব্যাঘ্রস্তাবদাবিরভূদ্ধরঃ।
জগদ্রক্ষামণিস্ত্র্যক্ষো ভক্তরক্ষণদক্ষধীঃ॥ ৬৮।
রুদ্রমায়ান্তমালোক্য তদ্ভক্তার্চ্চিতলিঙ্গতঃ।
দৈত্যস্তেনৈব রূপেণ ববৃধে ভূধরোপমঃ॥ ৬৯।
সাবজ্ঞমথ সর্ব্বজ্ঞং যাবৎ পশ্যতি দানবঃ।
তাবদায়ান্তমাদায় কক্ষাযন্ত্রে ন্যপীড়য়ৎ॥ ৭০।
পঞ্চাস্যস্ত্বথ পঞ্চাস্যং মুষ্ট্যা মূর্দ্ধ্ন্যতাড়য়ৎ।
স তেন মুষ্টিঘাতেন কক্ষানিষ্পেষণেন চ॥ ৭১।

দৈত্যেন্দ্র দুন্দুভির দুর্ম্মতি জন্মিল॥ ৬৫॥ কিন্তু সেই ধ্যানস্থ পরম ভক্ত, শিব মাত্র চিন্তনে দৃঢ়চিত্ত এবং শিবমন্ত্র বিন্যাসবলে কৃতাস্ত্র ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে তাহার সামর্থ্য হইল না॥ ৬৬॥ অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বেশ্বর সেই দুর্বৃত্ত দৈত্যের দুরভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার নিধনোপায় চিন্তা করিতে-লাগিলেন॥ ৬৭॥ ব্যাঘ্ররূপী দৈত্য যৎকালে সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে মুখ-ব্যাদান করিল, জগতের রক্ষামণিস্বরূপ ভক্ত-রক্ষণ-তৎপর মহেশ্বর তৎ-ক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইলেন॥ ৬৮॥ ভক্তার্চ্চিত লিঙ্গ হইতে মহাদেবের আবির্ভাব দর্শন করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ দানব ব্যাঘ্ররূপেই পর্ব্বতাকারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল॥ ৬৯॥ পাপমতি দানব যৎকালে অবজ্ঞা সহকারে পঞ্চাননকে দর্শন করিয়া সমীপবর্ত্তী হইল, রুদ্রদেব সেই সময়ে তাহাকে কক্ষমধ্যে ধারণ করিয়া তাহার মস্তকে এক দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিলেন৷; ব্যাঘ্ররূপী দৈত্য সেই মুষ্ট্যাঘাতে ও কক্ষপেষণে অধীর হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদে স্বর্গ মর্ত্ত নিনাদিত করিল।

অত্যার্ত্তমরটদ্ব্যাঘ্রো রোদসীং পরিপূরয়ন্ ॥ ৭২।
তেন নাদেন সহসা সম্প্রবেপিতমানসঃ।
তপোধনাঃ সমাজগ্মুর্নিশি শব্দানুসারতঃ ॥ ৭৩।
তত্রেশ্বরং সমালোক্য কক্ষীকৃতমৃগেশ্বরম্।
তুষ্টুবুঃ প্রণতাঃ সর্ব্বে শর্ব্বং জয়জয়াক্ষরৈঃ ॥ ৭৪।
পরিত্রাতা জগত্রাতঃ প্রত্যুহাদ্দারুনাদিতঃ।
অনুগ্রহং কুরুষ্বেশ তিষ্ঠাত্রৈব জগদ্গুরো ॥ ৭৫।
অনেনৈব হি রূপেণ ব্যাঘ্রেশ ইতি নামতঃ।
কুরু রক্ষাং মহাদেব জ্যেষ্ঠস্থানস্য সর্ব্বদা ॥ ৭৬।
অন্যেভ্যোপ্যুপসর্গেভ্যো রক্ষ নস্তীর্থবাসিনঃ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং দেবশ্চন্দ্রবিভূষণঃ ॥ ৭৭।
তথেত্যুক্ত্বা পুনঃ প্রাহ শৃণুধ্বং দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
যো মামনেন রূপেণ দ্রক্ষ্যতি শ্রদ্ধয়াত্র বৈ ॥ ৭৮।
তস্যোপসর্গসঙ্ঘাতং ঘাতয়িষ্যাম্যসংশয়ম্।
এতল্লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য যো যাতি পথি মানবঃ ॥ ৭৯।

৭০—৭২ ॥ সেই বিকট চীৎকারে তপোধনগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাঁহারা সেই শব্দের অনুসরণক্রমে রাত্রিকালে তথায় সমাগত হইয়া শার্দ্দূল-কক্ষ শূলপানি শঙ্করকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রণতি ও জয়স্তুতিগানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥ হে জগত্রাতঃ! তুমিই জগতের পরিত্রাণ কর্ত্তা, তুমিই নিদারুণ সংসার বিঘ্নবিমোচনের একমাত্র উপায়, অতএব হে কৃপানিধে! হে জগৎগুরো! কৃপাবিধানপূর্ব্বক তুমি এই স্থানে এইরূপে ব্যাঘ্রেশ্বর নামে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা এই জ্যেষ্ঠস্থানতীর্থ এবং সমস্ত উপসর্গ হইতে তীর্থবাসিগণকে রক্ষা কর ॥ ৭৫—৭৭ ॥ তপোধনগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ চন্দ্রভূষণ তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজগণ! তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই সফল হইবে, এইরূপ

চৌরব্যাঘ্রাদিসম্ভূতং ভয়ং তস্য কুতো ভবেৎ।
মচ্চরিত্রমিদং শ্রুত্বা স্মৃত্বা লিঙ্গমিদং হৃদি ॥ ৮০।
সংগ্রামে প্রবিশন্ মর্ত্ত্যো জয়মাপ্নোতি নান্যথা।
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশস্তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং যযৌ।
সবিস্ময়াস্ততো বিপ্রাঃ প্রাতর্যাতা যথাগতম্ ॥ ৮১।

স্কন্দ উবাচ।

তদাপ্রভৃতি কুম্ভোত্থ লিঙ্গং ব্যাঘ্রেশ্বরাভিধম্।
জ্যেষ্ঠেশাদুত্তরে ভাগে দৃষ্টং স্পৃষ্টং ভয়াপহম্ ॥ ৮২
ব্যাঘ্রেশ্বরস্য যে ভক্তাস্তেভ্যো বিভ্যতি কিঙ্করাঃ।
যাম্যা অপি মহাক্রূরা জয়জীবেতি বাদিনঃ ॥ ৮৩।
পরাশরেশ্বরাদীনাং লিঙ্গানামিহ সম্ভবম্।
শ্রুত্বা নরো ন লিপ্যেত মহাপাতককর্দ্দমৈঃ ॥ ৮৪।

বরপ্রদান করিয়া বিশ্বেশ্বর পুনরায় কহিলেন, হে তপোধনগণ! যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এইস্থানে আমার এই রূপ দর্শন করিবে আমি নিঃসংশয়েই তাহাদিগের সমস্ত বিঘ্নরাশি বিমোচন করিব। যাহারা এই লিঙ্গের পূজা করিয়া যে কোন স্থানে যাত্রা করিবে, পথিমধ্যে তাহাদিগের চৌর ব্যাঘ্রাদির ভয় থাকিবে না। আমার এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্রেশ্বর লিঙ্গের নাম স্মরণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৭৮—৮০ ॥ বিশ্বেশ্বর এই কথা বলিয়াই সেই লিঙ্গে বিলীন হইলেন, রজনী প্রভাতে ব্রাহ্মণেরাও সবিস্ময়চিত্তে স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮১ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! তদবধি জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরভাগে ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এই লিঙ্গের দর্শন-স্পর্শনে জীবের কাল ভয় নিবারিত হয় ॥ ৮২ ॥ যমকিঙ্করেরাও ব্যাঘ্রেশ্বরের ভক্তগণকে ভয় করে, মহাক্রুর রুদ্র দূতগণও তাঁহাদিগের মঙ্গল ও নিরাময় কীর্ত্তন করিয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

কন্দুকেশসমুৎপত্তিং ব্যাঘ্রেশাবির্ভবন্তথা।
সমাকর্ণ্য নরো জাতু নোপসর্গৈঃ প্রদূয়তে॥ ৮৫।
উটজেশ্বরলিঙ্গন্তু ব্যাঘ্রেশাৎ পশ্চিমে স্থিতম্।
ভক্তরক্ষার্থমুদ্ভূতং স্যাৎ সমভ্যর্চ্চ নির্ভয়ঃ॥ ৮৬।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পরাশরেশ্বরাদি
কন্দুকেশব্যাঘ্রেশ্বরাদিলিঙ্গসম্ভবো নাম
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

জ্যেষ্ঠস্থানস্থিত পরাশরেশ্বরাদি লিঙ্গ সমূহের উদ্ভব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে জীবগণকে আর কদাপি মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয় না॥ ৮৪॥ কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তি ও ব্যাঘ্রেশ্বর লিঙ্গের আবির্ভাব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে জীবের কোন বিঘ্ন-বিপত্তি সমুপস্থিত হয় না॥ ৮৫॥ ব্যাঘ্রেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমদিকে উটজেশ্বর লিঙ্গ, ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্তই এই লিঙ্গের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাঁর পূজা করিলে জীবের আর কাল ভয় থাকে না॥ ৮৬॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পরাশরেশ্বর, কন্দুকেশ্বর ও
ব্যাঘ্রেশ্বরাদি লিঙ্গসম্ভব নাম
পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

জ্যেষ্ঠেশ্বরস্য পরিতো লিঙ্গান্যন্যানি যানি তু।
তানি তে কথয়িষ্যামি শৃণু বাতাপিতাপন ॥ ১ ॥
জ্যেষ্ঠেশাদ্দক্ষিণে ভাগে লিঙ্গমপ্সরসাং শুভম্।
তত্রৈবাপ্সরসঃ কূপঃ সৌভাগ্যোদকসংজ্ঞকঃ ॥ ২।
তৎকূপজলসুস্নাতো বিলোক্যাপ্সরসেশ্বরম্।
ন দৌর্ভাগ্যমবাপ্নোতি নারী বা পুরুষোঽথবা ॥ ৩।
তত্রৈব কুক্কুটেশাখ্যং লিঙ্গং বাপীসমীপগম্।
তস্য পূজনতঃ পুংসাং কুটুম্বং পরিবর্দ্ধতে ॥ ৪।
পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং জ্যেষ্ঠবাপীতটে শুভম্।
তত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা পিতৃণাং মুদমর্পয়েৎ ॥ ৫।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া স্কন্দ কহিলেন, হে বাতাপিতাপন! জ্যেষ্ঠেশ্বর লিঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে যে যে লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন, আমি তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ জ্যেষ্ঠেশ্বরের দক্ষিণদিকে শুভপ্রদ অপ্সরা লিঙ্গ এবং সৌভাগ্যোদক নামে অপ্সরা কুণ্ড বিদ্যমান ॥ ২ ॥ সেই কুণ্ডে অবগাহন করিয়া অপ্সরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে সংসারে নরনারীগণের কদাচ দুর্ভাগ্যের উদয় হয় না ॥ ৩ ॥ জ্যেষ্ঠবাপী সমীপে কুক্কুটেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার পূজা করিলে বংশ বৃদ্ধি হয় ॥ ৪ ॥ ঐ জ্যেষ্ঠবাপী কূলে পিতামহেশ্বর লিঙ্গ। তথায় শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে পিতৃপুরুষের পরম তৃপ্তিলাভ হয় ॥ ৫ ॥ পিতা-

পিতামহেশান্নৈঋর্ত্যাং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ।
গদাধরেশ্বরং লিঙ্গং পিতৃণাং পরিতৃপ্তিদম্‌ ॥ ৬।
দিশি পুণ্যজনাখ্যায়াৎ লিঙ্গাজ্জ্যেষ্ঠেশ্বরান্‌ মুনে।
বাসুকীশ্বরসংজ্ঞঞ্চ লিঙ্গমর্চ্চ্যং সমন্ততঃ ॥ ৭।
তত্র বাসুকিকুণ্ডে চ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সর্পভীতিহরাঃ পুংসাং বাসুকীশপ্রভাবতঃ ॥ ৮।
যঃ স্নাতো নাগপঞ্চম্যাং কুণ্ডে বাসুকিসংজ্ঞিতে।
ন তস্য বিষসংসর্গো ভবেৎ সর্পসমুদ্ভবঃ ॥ ৯।
কর্ত্তব্যা নাগপঞ্চম্যাং যাত্রা বর্ষাসু তত্র বৈ।
নাগাঃ প্রসন্না জায়ন্তে কুলে তস্যাপি সর্ব্বদা ॥ ১০।
তৎকুণ্ডাৎ পশ্চিমে ভাগে লিঙ্গং বৈ তক্ষকেশ্বরম্‌।
পূজনীয়ং প্রযত্নেন ভক্তানাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্‌ ॥ ১১।
মুনে তস্যোত্তরে ভাগে কুণ্ডং তক্ষকসংজ্ঞিতম্‌।
কৃতোদকক্রিয়স্তত্র ন সর্পৈরভিভূয়তে ॥ ১২।

মহেশ্বরের নৈঋর্ৎ কোণে পিতৃগণের পরম পরিতৃপ্তিপ্রদ গদাধরেশ্বর লিঙ্গ সর্ব্বদা ভক্তিভাবে পূজনীয় ॥ ৬ ॥ জ্যেষ্ঠেশ্বর লিঙ্গের উত্তরদিকে বাসুকীশ্বর লিঙ্গ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে অর্চ্চনীয় ॥ ৭ ॥ তথায় বাসুকি-কুণ্ডে স্নানদানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে বাসুকীশ্বর প্রভাবে সর্প ভয় থাকে না ॥ ৮ ॥ নাগ পঞ্চমী তিথিতে যে ব্যক্তি বাসুকিকুণ্ডে স্নান করে, তাহার শরীরে সর্প বিষ সঞ্চারিত হয় না ॥ ৯ ॥ যাহারা নাগপঞ্চমীর দিবস বাসুকিকুণ্ডে বার্ষিকী যাত্রা করে, নাগগণ চিরদিন তাহাদিগের প্রতি পুরুষানুক্রমে সুপ্রসন্ন থাকেন। ১০ ॥ বাসুকিকুণ্ডের পশ্চিমাংশে ভক্তগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তক্ষকেশ্বর লিঙ্গ ভক্তিভাবে অর্চ্চনীয় ॥ ১১ ॥ তাঁহার উত্তরাংশে তক্ষককুণ্ড। তথায় স্নান তর্পণ করিলে কদাপি সর্পভয়ে অভিভূত হইতে হয় না ॥ ১২ ॥ তক্ষককুণ্ডের

তৎকুণ্ডাদুত্তরে ভাগে ক্ষেত্রক্ষেমকরঃ সদা।
ভক্তানাং সাধ্বসধ্বংসী কপালী নাম ভৈরবঃ ॥ ১৩।
ভৈরবস্য মহাক্ষেত্রং তদ্বৈ সাধকসিদ্ধিদম্।
তত্র সংসাধিতা বিদ্যা ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৪।
তত্র চণ্ডীমহামুণ্ডা ভক্তবিঘ্নোপশান্তিদা।
বলিপূজোপহারাদ্যৈঃ পূজ্যা স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১৫।
তস্যা যাত্রান্তু যঃ কুর্য্যান্ মহাষ্টম্যাং নরোত্তমঃ।
যশস্বী পুত্রপৌত্রাৎ যো লক্ষ্মীবাংশ্চাপি জায়তে ॥১৬।
মহামুণ্ডাপ্রতীচ্যান্তু চতুঃসাগরবাপিকা।
তস্যাং স্নাতো ভবেৎ স্নাতঃ সাগরেষু চতুর্ষ্বপি ॥ ১৭।
মহাপ্রসিদ্ধং তৎস্থানং চতুঃসাগরসংজ্ঞিতম্।
চত্বারি তত্র লিঙ্গানি সাগরৈঃ স্থাপিতানি চ ॥ ১৮।
তস্যা বাপ্যাশ্চতুর্দ্দিক্ষুঃ পূজিতানি দহন্ত্যঘম্।
তদুত্তরে মহালিঙ্গং বৃষমেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৯।

উত্তরভাগে ভক্তগণের ভব-ভীতি-হর ক্ষেত্র-কল্যানকর কপালী ভৈরব লিঙ্গ। ভৈরবের সেই মহাক্ষেত্র সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ, তথায় যোগসাধন করিলে ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধ হয় ॥ ১৩। ১৪ ॥ তথায় ভগবতী চণ্ডী মহামুণ্ডা নামে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি নিত্য ভক্তগণের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন, অতএব অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত যথাবিধি বলি উপচারে তাঁহার পূজা করা উচিত ॥ ১৫ ॥ সেই তীর্থে যে পুণ্যবান, মহাষ্টমীর দিবস বার্ষিকী যাত্রা করেন, তিনি শ্রীমান্ ও কীর্ত্তিমান হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখী হন ॥ ১৬ ॥ মহামুণ্ডার পশ্চিমদিকে চতুঃসাগরবাপী, তথায় স্নান করিলে চতুঃসাগরে স্নান করার ফল হয় ॥ ১৭ ॥ চতুঃসাগর তীর্থ অতি প্রসিদ্ধ, সেই বাপীর চতুর্দ্দিকে চতুঃ-সাগর প্রতিষ্ঠিত চারিটী লিঙ্গ বিরাজমান, তাঁহাদের পূজা করিলে সমস্ত

হরস্য বৃষভেনৈব স্থাপিতং তৎ স্বভক্তিতঃ।
তস্য দর্শনতঃ পুংসাং ষণ্মাসান্ মুক্তিরুদ্ভবেৎ ॥ ২০।
বৃষেশ্বরাদুদীচ্যান্তু গন্ধর্ব্বেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
গন্ধর্ব্বকুণ্ডং তৎপ্রাচ্যাং তত্র স্নাত্বা নরোত্তমঃ ॥ ২১।
গন্ধর্ব্বেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য দত্ত্বা দানানি শক্তিতঃ।
সন্তর্প্য পিতৃদেবাংশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ২২।
কর্কোটনামা নাগোঽস্তি গন্ধর্ব্বেশ্বরপূর্ব্বতঃ।
তত্র কর্কোটবাপী চ লিঙ্গং কর্কোটকেশ্বরম্ ॥ ২৩।
তস্যাং বাপ্যাং নরঃ স্নাত্বা কর্কোটেশং সমর্চ্চ্য চ।
কর্কোটনাগমারাধ্য নাগলোকে মহীয়তে ॥ ২৪।
কর্কোটনাগো যৈদৃ´ষ্টস্তদ্বাপ্যাং বিহিতোদকৈঃ।
ক্রমতে ন বিষং তেষাং দেহে স্থাবরজঙ্গমং ॥ ২৫।
কর্কোটেশাৎ প্রতীচ্যান্তু ধুন্ধুমারীশ্বরাভিধম্।
তল্লিঙ্গাভ্যর্চ্চ্যনাৎ পুংসাং ন ভবেদ্বৈরিজং ভয়ম্ ॥ ২৬।

পাতক দগ্ধীভূত হয় ॥ ১৮। ১৯ ॥ চতুঃসাগর তীর্থের উত্তরাংশে বৃষভেশ্বর নামে মহালিঙ্গ। মহাদেবের বৃষ কর্তৃক এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ভক্তিভাবে প্রত্যহ তাঁহাকে দর্শন করিলে ছয়মাসের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় ॥ ২০ ॥ বৃষভেশ্বরের উত্তরাংশে গন্ধর্ব্বেশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার পূর্ব্বাংশে গন্ধর্ব্বকুণ্ড। তথায় স্নান করিয়া পিতৃপুরুষের তর্পণ, গন্ধর্ব্বেশ্বরের পূজা এবং যথাশক্তি দান করিলে গন্ধর্ব্বলোকে বাস হয় ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ গন্ধর্ব্বেশ্বরের পূর্ব্বদিকে কর্কোট নামে এক নাগ আছে, সেই স্থানে কর্কোটবাপী এবং কর্কোটেশ্বর নামে লিঙ্গ বিদ্যমান ॥ ২৩ ॥ কর্কোটবাপীতে স্নান করিয়া কর্কোটেশ্বরের পূজা এবং কর্কোট নাগের আরাধনা করিলে নাগলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ২৪ ॥ সেই বাপীতে স্নান করিয়া যাহারা কর্কোট নাগ দর্শন করে, তাহাদিগের দেহে স্থাবর জঙ্গম কোন প্রকার বিষের বীর্য্য সংক্রামিত হয় না ॥ ২৫ ॥ কর্কোটে-

পুরূরবেশ্বরং লিঙ্গং তদুদীচ্যাং ব্যবস্থিতম্।
দ্রষ্টব্যং তৎ প্রযত্নেন চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥ ২৭।
দিগ্‌গজেনার্চ্চিতং লিঙ্গং সুপ্রতীকেন তৎপুরঃ।
সুপ্রতীকেশ্বরং নাম্না যশোবলবিবর্দ্ধনম্॥ ২৮।
সরশ্চ সুপ্রতীকাখ্যং তৎপুরো ভাসতে মহৎ।
তত্র স্নাত্বা চ তল্লিঙ্গং দৃষ্ট্বা দিব্‌পতিতাং লভেৎ॥ ২৯।
তত্রাস্ত্যেকা মহাগৌরী নাম্না বিজয়ভৈরবী।
রক্ষার্থমুত্তরদ্বারি স্থিতা পূজ্যেষ্টসিদ্ধয়ে॥ ৩০।
বরণায়াস্তটে রম্যে গণৌ হুণ্ডনমুণ্ডনৌ।
ক্ষেত্ররক্ষাম্বিধত্তস্তৌ বিঘ্নস্তম্ভনকারকৌ॥ ৩১।
তৌ দ্রষ্টব্যৌ প্রযত্নেন ক্ষেত্রনির্ব্বিঘ্নহেতবে।
হুণ্ডনেশং মুণ্ডনেশং তত্র দৃষ্ট্বা সুখী ভবেৎ॥ ৩২।

শ্বরের পশ্চিমাংশে ধুন্ধুমারীশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার পূজা করিলে বৈরি-ভয় থাকে না॥ ২৬॥ তাঁহার উত্তরাংশে পুরুরবেশ্বর লিঙ্গ, ভক্তিভাবে তাঁহাকে দর্শন করিলে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়॥ ২৭॥ পুরুরবেশ্বরের পুরোভাগে সুপ্রতীক দিগ্‌গজ প্রতিষ্ঠিত যশোবল-বিবর্দ্ধন সুপ্রতীকেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার সম্মুখে সুপ্রতীক নামে একটী মহাসরোবর আছে, তথায় স্নান করিয়া সুপ্রতীকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে ইন্দ্রপদ প্রাপ্তি হয়॥ ২৮। ২৯॥ মহাগৌরী তথায় বিজয়-শঙ্করী নামে অধিষ্ঠিত হইয়া উত্তর দ্বার রক্ষা করিতেছেন। ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার পূজা করা উচিত॥ ৩০॥ বরণানদীর রমনীয় তটে সর্ব্ববিঘ্ন-নিবারণ হুণ্ডনমুণ্ডন নামে যুগল গণদেব আছেন, তাঁহারা প্রতিনিয়ত কাশী ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন॥ ৩১॥ নির্ব্বিঘ্নে ক্ষেত্রবাসের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগকে দর্শন করা উচিত। তথায় হুণ্ডনেশ্বর ও মুণ্ডনেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবগণ সুখী হয়॥ ৩২॥

স্কন্দ উবাচ।

ইল্বলারে কথামেকাং শৃণুষ্বাবহিতো ভব।
বরণায়াস্তটে রম্যে যদ্বৃত্তং পূর্ব্বমুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥
একদাদ্রীন্দ্রমালোক্য মেনা সংহৃষ্টমানসম্
উমাং সংস্মৃত্য নিঃশ্বস্য প্রোবাচেতি পতিব্রতা ॥ ৩৪ ।

মেনোবাচ।

আর্য্যপুত্র ন জানামি প্রবৃত্তিমপি কাঞ্চন।
বিবাহসময়াদূর্দ্ধং তস্যা গৌর্য্যা গিরীশ্বর ॥ ৩৫ ।
স বৃষেন্দ্রগতির্দেবো ভস্মোরগবিভূষণঃ।
মহাপিতৃবনাবাসো দিগ্বাসাঃ ক্বাস্তি সম্প্রতি ॥ ৩৬ ।
অষ্টৌ যা মাতরো দৃষ্টা ব্রাহ্মী প্রভৃতয়ঃ প্রিয়।
স্বস্বরূপাস্তাশ্চ মন্যে বালিকাকষ্টহেতবঃ ॥ ৩৭ ।
তস্যৈকস্য ন কোপ্যন্যোঽস্ত্যদ্বিতীয়স্য শূলিনঃ।
তদুদন্তপ্রবৃত্ত্যৈ চ ক্রিয়তামুদ্যমো বিভো ॥ ৩৮ ।

পুনরায় অগস্ত্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক ষড়ানন কহিলেন, হে ইল্বল নিসূদন। পূর্ব্বে একবার রমণীয় বরণাতীরে যে এক অপূর্ব্ব ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥ ৩৩॥ একদা পতিব্রতা মেনকা উমাকে স্মরণপূর্ব্বক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্ত হিমালয়কে কহিয়াছিলেন, হে আর্য্যপুত্র! হে গিরিবর! গৌরীর বিবাহের পর অবধি আমি তাহার শুভাশুভ বার্ত্তা কিছুই প্রাপ্ত হইনাই, সেই বৃষভারূঢ় ভস্মভুজঙ্গভূষণ, শ্মশানবাসী দিগম্বর মহাদেব এখন কোথায়? হে রাজন্! পরমরূপলাবণ্যবতী সুখ স্বরূপিণী ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকাই আমার কন্যার কষ্টের হেতু বলিয়াই আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। হে নাথ! শিব একাকী, তাঁহার আর কেহই নাই, অতএব তুমি ত্বরান্বিত হইয়া সেই জামাতার ও আমার উমার সম্বাদ আনিতে যত্ন কর॥ ৩৪—৩৮॥ কন্যা-

তস্যাঃ প্রিয়ায়া বাক্যেন তদপত্যপ্রিয়ো গিরিঃ।
উবাচ বচনং সাশ্রুমুমাবাৎসল্যসন্নধীঃ ॥ ৩৯।

গিরিরাজ উবাচ।

অহমেব গমিষ্যামি তস্যা মেনে গবেষণে।
নিতরাং বাধতে প্রেম তদদৃষ্ট্যগ্নিদূষিতম্ ॥ ৪০।
যদাপ্রভৃতি সা গৌরী নির্গতা মম সদ্মতঃ।
মন্যে মেনে তদারভ্য পদ্মসদ্মা বিনির্যযৌ ॥ ৪১।
তদালাপামৃতধয়ৌ ন মে শব্দগ্রহৌ প্রিয়ে।
প্রাণেশ্বরি তদারভ্য স্যাতাং শব্দান্তরগ্রহৌ ॥ ৪২।
জৈবাতৃকী যতোঽস্তঃ স্যাদ্দূরীভূতা দৃশোর্মম।
অহো জৈবাতৃকী জ্যোৎস্না ততোঽস্তোতিদুনোতি মাং॥৪৩।
ইত্যুক্ত্বাদায় রত্নানি বাসাংসি বিবিধানি চ।
ধরাধরেন্দ্রো নির্যাতঃ শুভলগ্নবলোদয়ে ॥ ৪৪।

বৎসল গিরিরাজ মেনকার এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া উমাবাৎসল্যে করুণার্দ্র-চিত্তে সাশ্রুনয়নে কহিলেন, হে মেনকে! গৌরীর অদর্শনানল আমারও স্নেহ-কাতর হৃদয়কে অতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে, অতএব আমি অবশ্যই তাহার সম্বাদ আনয়নার্থ গমন করিব, যদবধি উমা আমার গৃহ হইতে গমন করিয়াছেন, তদবধি পদ্মালয়া কমলাও যেন মমালয় পরিত্যাগ করিয়া-গিয়াছেন ॥ ৩৯—৪১ ॥ হে প্রিয়ে! প্রাণাধিকা গৌরীর বাক্যামৃত পানেই আমার শ্রবণযুগল পরিতৃপ্ত; হে প্রাণেশ্বরি! যদবধি আমার সেই উমা স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, তদবধি আমার কর্ণ আর অপর শব্দ শ্রবণ করে না ॥ ৪২ ॥ হে প্রণয়িনি! যেদিন অবধি উমা-চন্দ্রের নির্ম্মলজ্যোতি আমার নয়নপথ হইতে অস্তমিত হইয়াছে, তদবধি আকাশের চন্দ্র-রশ্মি আমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর বোধ হইতেছে ॥ ৪৩ ॥

রাণীকে এই সকল কথা বলিয়া গিরিরাজ নানারত্ন ও বিচিত্র-বসন গ্রহন পূর্ব্বক শুভক্ষণে শুভলগ্নে কন্যা-সদনে যাত্রা করিলেন ॥ ৪৪ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

কানি কানি চ রত্নানি কিয়ন্ত্যপি চ ষণ্মুখ।
যান্যাদায় প্রতস্থে স তানি মে ব্রূহি পৃচ্ছতঃ ॥ ৪৫।

স্কন্দ উবাচ।

তুলা মুক্তাফলানান্তু কোটিদ্বয়পরীমিতাঃ।
তথা বারিতরাণাঞ্চ হীরকাণাং তুলাঃ শতম্ ॥ ৪৬।
নবলক্ষাধিকং বিপ্র ষড়স্রাণাং সুতেজসাম্।
লক্ষদ্বয়ং বিদূরাণাং তুলাবিমলবর্চ্চসাম্ ॥ ৪৭।
কোটয়ঃ পদ্মরাগাণাং পঞ্চাবৈহি তুলা মুনে।
পুষ্পরাগতুলালক্ষং গুণিতং নবসংখ্যয়া ॥ ৪৮।
তথা গোমেদরত্নানাং তুলা লক্ষমিতা মুনে।
ইন্দ্রনীলমণীনাঞ্চ তুলাঃ কোট্যর্দ্ধসম্মিতাঃ ॥ ৪৯।
গরুড়োদ্গাররত্নানাং তুলাঃ প্রযুতসম্মিতাঃ।
শুদ্ধবিদ্রুমরত্নানাং তুলাশ্চ নবকোটয়ঃ ॥ ৫০।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! হিমালয় কোন্ কোন্ রত্ন সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ৪৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মহামুনে! নবলক্ষাধিক শত তুলা-পরিমিত ষট্‌কোন যুক্ত সমুজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ হীরক, দ্বিলক্ষ তুলা * পরিমিত জ্যোতির্ম্ময় বৈদূর্য্যমণি, পঞ্চ কোটি তুলা পরিমিত পদ্মরাগমণি, নবলক্ষ তুলা পরিমিত পুষ্পরাগমণি, লক্ষ তুলা পরিমিত গোমেদক মণি, পঞ্চাশ-লক্ষ পরিমিত ইন্দ্রনীলমণি, দশলক্ষ-তুলা পরিমিত মরকত মণি, নবকোটি-তুলা পরিমিত বিমল প্রভা প্রবাল রত্ন; হে মুনিবর! গিরিবর এই সকল রত্নব্যতীত আর

* একশত পলে এক তুলা, গণিত শাস্ত্রানুসারে পল তিন প্রকার। শাস্ত্রে চারিতোলায় পল, বৈদ্যকে আট তোলায় পল এবং লৌকিকে তিন তোলা, দুই মাসা ও আট রতিতে পল, এস্থানে শাস্ত্রোক্ত চারিতোলায় পলই ব্যবহৃত।

অষ্টাঙ্গাভরণানাঞ্চ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে।
বাসসাঞ্চ বিচিত্রাণাং কোমলানাং তথা মুনে॥ ৫১।
চামরাণি চ ভূয়াংসি দ্রব্যাণ্যামোদবন্তি চ।
সুবর্ণদাসদাস্যাদীন্যসংখ্যাতানি বৈ মুনে॥ ৫২।
সর্ব্বাণ্যপি সমাদায় প্রতস্থে ভূধরেশ্বরঃ।
আগত্য বরণাতীরং দূরাৎ কাশীমলোকয়ৎ॥ ৫৩।
অনেকরত্নানি চ যৈঃ খচিতাঽখিলভূমিকাম্।
নানাপ্রাসাদমাণিক্যজ্যোতিস্তুতিততাম্বরাম্॥ ৫৪।
সৌধাগ্রবিবিধস্বর্ণকলসোজ্জ্বলদিঙ্মুখাম্।
জয়ন্তীবৈজয়ন্তীনাং নিকরৈস্ত্রিদিবস্থলীম্॥ ৫৫।
মহাসিদ্ধ্যষ্টকস্যাপি ক্রীড়াভবনমদ্ভুতম্।
জিতকল্পক্রমবনাং বনৈঃ সর্ব্বফলাবনৈঃ॥ ৫৬।
ইতি কাশীসমৃদ্ধিং স বিলোক্যাভূদ্বিলজ্জিতঃ।
উবাচ চ মনস্যেব ভূধরেন্দ্র ইদং বচঃ॥ ৫৭।

যে সমস্ত অষ্টাঙ্গাভরণ সুকোমল বিচিত্র বসন, বহুবিধ চামর, নানাবিধ বিলাসদ্রব্য, সুবর্ণ এবং দাস দাসী সমভিব্যাহারে লইয়া ছিলেন, আমি তাহার সংখ্যা করিতে অসমর্থ॥ ৪৬—৫২॥ তিনি সমস্ত দ্রব্য ভার সঙ্গে লইয়া বরণাতীরে আগমনপূর্ব্বক দূর হইতে নানারত্ন-খচিত, বিচিত্র-মাণিক্য-জড়িত প্রাসাদাবলি--পরিশোভিত মহাষ্টসিদ্ধির ক্রীড়াভবন-স্বরূপ কল্পদ্রুম-নিকেতন নন্দনকানন-লাঞ্ছিত সর্ব্বফল-প্রদ আনন্দ কানন কাশীধাম নয়নগোচর করিলেন। সেই সকল মাণিক্য-জ্যোতিতে আকাশ-মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে। সৌধ-শিখরস্থ বিবিধ স্বর্ণকলস-প্রভায় দিঙ্মণ্ডল ভাসিত। জয়ন্তী বৈজয়ন্তী পতাকাসমূহে সুশোভিত কাশীপুরী যেন তাঁহার নয়নে ত্রিদিবপুরী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল॥ ৫৩—৫৭॥

প্রাসাদেষু প্রতোলীষু প্রাকারেষু গৃহেষু চ।
গোপুরেষু বিচিত্রেষু কপাটেষু তলেম্বপি ॥ ৫৮।
মণিমাণিক্যরত্নানামুচ্ছলচ্চারুরোচিষাম্।
জ্যোতির্জ্জালৈর্জ্জটিলিতং যথেদমবলোক্যতে ॥ ৫৯।
দ্যাবাভূম্যোরন্তরালং তথেতি সমবৈম্যহম্।
ঈদৃক্ সম্পত্তিসম্ভারঃ কুবেরস্যাপি নো গৃহে ॥ ৬০।
অপি বৈকুণ্ঠভবনে নেতরস্যেহ কা কথা।
ইতি যাবদ্গিরীন্দ্রোঽসৌ সম্ভাবয়তি চেতসি ॥ ৬১।
তাবৎ কার্পটিকঃ কশ্চিত্তল্লোচনপথং গতঃ।
আহূয় বহুমানং তমপৃচ্ছচ্চাচলেশ্বরঃ ॥ ৬২।

হিমবানুবাচ।

হংহো কার্পটিকশ্রেষ্ঠ অধ্যাস্বৈতদিহাসনম্।
স্বপুরোদন্তমাখ্যাহি কিমপূর্ব্বমিহাঽধ্বগ ॥ ৬৩।
কোঽত্র সম্প্রত্যধিষ্ঠাতা কিমধিষ্ঠাতৃচেষ্টিতম্।
যদি জানাসি তৎসর্ব্বমিহাচক্ষ্ব মমাগ্রতঃ ॥ ৬৪।

কাশীর এইরূপ শোভা সমৃদ্ধি দর্শনপূর্ব্বক ভূধরেন্দ্র হিমালয় লজ্জিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই কাশীপুরীর প্রাসাদে প্রাসাদে, পথে পথে, প্রাচীরে প্রাচীরে, গৃহে গৃহে, বিচিত্র তোরণে, কপাটে ও ভূতলে যেরূপ সুচারু-দীপ্তি বিকীর্ণ মণিমাণিক্যজ্যোতি দর্শন করিতেছি, অন্যস্থান দূরে থাকুক, কুবেরের অলকা-পুরী অথবা বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামেও এরূপ ঐশ্বর্য্য নাই ॥ ৫৮—৬০ ॥ গিরিরাজ মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে একজন তীর্থসেবী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইলেন। হিমালয় তাঁহাকে বহুমানপুরঃসর নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে কার্পটিকশ্রেষ্ঠ! তুমি এই আসনে উপবেশন কর; এই কাশীপুরীর

সোঽপি কার্পটিকস্তস্য গিরিরাজস্য ভাষিতম্।
সমাকর্ণ্য সমাচষ্টুং মুনে সমুপচক্রমে ॥ ৬৫।

কার্পটিক উবাচ।

আচক্ষে শৃণু রাজেন্দ্র যৎ পৃষ্টোস্মি ত্বয়াঽখিলম্।
অহানি পঞ্চষাণ্যেব ব্যতিক্রান্তানি মানদ ॥ ৬৬।
সমায়তে জগন্নাথে পর্ব্বতেন্দ্রসুতাপতৌ।
সুন্দরান্ মন্দরাদদ্রের্দিবোদাসে গতে দিবি ॥ ৬৭।
যো বৈ জগদধিষ্ঠাতা সোঽধিষ্ঠাতাঽত্র সর্ব্বগঃ।
সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বদঃ শর্ব্বঃ কথং ন জ্ঞায়তে বিভো ॥ ৬৮।
মন্যে দৃষৎস্বরূপোঽসি দৃষদোঽপি কঠোরধীঃ।
যতো বিশ্বেশ্বরং কাশ্যাং ন বেৎসি গিরিজাপতিম্ ॥৬৯।
স্বভাবকঠিনাত্মাপি স বরং হিমবান্ গিরিঃ।
প্রাণাধিকসুতাদানাৎ যোঽধিনোদ্বিশ্বনায়কম্ ॥ ৭০।

অধিষ্ঠাতা কে? এবং তাঁহার অভিলাষই বা কি যদি তাহা তোমার পরিজ্ঞাত থাকে, তবে সেই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ৬১—৬৪ ॥

শৈলরাজেন্দ্রের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কার্পটিক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহার যথাযথ উত্তর দান করিতেছি, শ্রবণ কর। কাশীরাজ দিবোদাস স্বর্গবাসী হইলে পাঁচ ছয় দিবস হইল বিশ্বনাথ সুচারু মন্দর-শিখর হইতে পার্ব্বতীর সহিত এইস্থানে আগমন করিয়াছেন ॥ ৬৫—৬৭ ॥ যিনি জগতের অধিষ্ঠাতা তিনিই এই কাশীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা। তিনি সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদ এবং কল্যানময়। হে মহাভাগ! তুমি সেই বিশ্বেশ্বরকে পরিজ্ঞাত নহ? ৬৮ ॥ হে রাজন্! আমার বোধহয় তুমি পাষাণস্বরূপ, তোমার বুদ্ধিও পাষাণ অপেক্ষা কঠোর, সেই নিমিত্তই তুমি গিরিজা-পতি বিশ্বেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইতে অক্ষম ॥ ৬৯ ॥ গিরিরাজ হিমালয় স্বভাবতঃ পাষাণ হইলেও যে বিশ্বেশ্বরকে গৌরী দান

বিভ্রৎসহজকাঠিন্যং জাতো গৌরীগুরুর্গুরুঃ।
শম্ভুং প্রপূজ্য সুতয়া স্রজা বিশ্বগুরোরপি ॥৭১।
চেষ্টিতং তস্য কো বেদ বদ বেদ্যস্য চেশিতুঃ।
মনাগিতি চ জানেঽহং তচ্চেষ্টিতমিদং জগৎ ॥ ৭২।
অধিষ্ঠাতা ময়াখ্যাতস্তথাধিষ্ঠাতৃচেষ্টিতম্।
অপূর্ব্বং যত্ত্বয়া পৃষ্টং তদাখ্যামি চ তচ্ছৃণু ॥ ৭৩।
শুভে জ্যেষ্ঠেশ্বরস্থানে সাম্প্রতং স উমাপতিঃ।
কাশীং প্রাপ্য মুদা তিষ্ঠেদ্গিরিরাজাঙ্গজাসখঃ ॥ ৭৪।

স্কন্দ উবাচ।

যদা যদা স গিরিজা মৃদুনামাক্ষরামৃতম্।
আবিষ্করোতি পথিকোঽদ্রীন্দ্রো হৃষ্যেত্তদা তদা ॥ ৭৫।
উমানামামৃতং পীতং যেনেহ জগতীতলে।
ন জাতু জননীস্তন্যং স পিবেৎ কুম্ভসম্ভব ॥ ৭৬।

করিয়া তাঁহাকে পরমপরিতুষ্ট করিয়াছেন, স্বভাবতঃ কঠিন হইয়াও যে গিরিবর, প্রজাপতি ব্রহ্মাবও শিরোধার্য্য গৌরীরত্নে, যে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়াছেন, হে কঠিনাত্মন্! কাশীতে তুমি সেই উমাপতি বিশ্বেশ্বরকে পরিজ্ঞাত নহ। ৭০ ॥ ৭১॥ হে রাজেন্দ্র! বেদ-বেদ্য বিশ্বেশ্বরের অভিলাষ, কে নির্ণয় করিতে পারে, আমি কেবল এই যৎকিঞ্চিৎ মাত্র বলিতে পারি যে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার ইচ্ছাবিলাস। পুরীর অধিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠাতার অভিলাষ কথিত হইল, তুমি যে পূর্ব্বে অপূর্ব্বত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এক্ষণে তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ গিরিজাপতি বিশ্বেশ্বর সম্প্রতি কাশীতে আগমন করিয়া সুপবিত্র জ্যেষ্ঠস্থান-তীর্থে গিরিজার সহিত প্রেমানন্দ বিহার করিতেছেন ॥ ৭৪ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! সেই কার্পটিক যতবার উমা, গিরিজা ইত্যাকার সুকোমল নামাক্ষর উচ্চারণ করিয়াছিলেন, গিরিরাজের হৃদয় ততবার

উমেতিদ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং যোঽহর্নিশমনুস্মরেৎ।
ন স্মরেচ্চিত্রগুপ্তস্তং কৃতপাপমপি দ্বিজ।
পুনঃ সুশ্রাব হিমবান্ হৃষ্টঃ কার্পটিকোদিতম্ ॥ ৭৭।

কার্পটিক উবাচ।

রাজন্ বিশ্বেশ্বরার্থং যঃ প্রাসাদো বিশ্বকর্ম্মণা।
নির্ম্মীয়তে সুনির্ম্মাণো জন্মিনির্ব্বাণদায়িনঃ ॥ ৭৮।
তদপূর্ব্বং ন কর্ণাভ্যামপ্যাকর্ণিতবানহম্।
যত্রাতিমিত্রতেজোভিঃ শলাকাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৭৯।
মণিমাণিক্যরত্নানাং প্রাসাদেভিত্তয় কৃতাঃ।
যত্র সন্তি শতং স্তম্ভা ভাস্বন্তো দ্বাদশোত্তরাঃ ॥ ৮০।
একৈকং ভুবনং ধর্ত্তুমষ্টাষ্টাবিতি কল্পিতাঃ।
চতুর্দ্দশসু যা শোভা বিষ্টপেষু সমন্ততঃ ॥ ৮১।
তস্মিন্ বিমানে সান্তীহ শতকোটিগুণোত্তরাঃ ॥ ৮২।

সেই সেই সময়ে পরম পুলকে নৃত্য করিয়াছিল। হে কুম্ভযোনে! ইহ জগতীতলে যে ব্যক্তি উমা-নামামৃত পান করে, তাহাকে আর কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। হে মুনিবর! দ্বিবর্ণাত্মক উমা-মন্ত্র যে ব্যক্তি অহর্নিশি স্মরণ করে, পাপী হইলেও তাহার উপর কৃতান্তের অধিকার থাকে না ॥ ৭৫—৭৭ ॥ গিরিরাজ পুনঃ পুনঃ প্রহৃষ্ট হইয়া কার্পটিকের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কার্পটিক কহিলেন, হে রাজন্! মোক্ষদাতা বিশ্বেশ্বরের অবস্থান নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক যে প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাদৃশ সুনির্ম্মাণ আমি কদাপি দর্শন অথবা শ্রবণও করিনাই। সূর্য্যরশ্মি সন্নিভ বিবিধ রত্নরাজিতে সেই প্রাসাদের ভিত্তিসমূহ পরিগ্রথিত। তথায় প্রত্যেক ভুবনস্থলে আটটী করিয়া চতুর্দ্দশভুবনে দ্বাদশোত্তর শতস্তম্ভ শোভা পাইতেছে; সেই প্রাসাদে সুচারু শিলাতলে চন্দ্রকান্ত মণি-বিনির্ম্মিত শতকোটী পরিমিত স্তম্ভ আছে। চন্দ্রকান্ত-মণি-নির্ম্মিত স্তম্ভাধার শিলাতলে

চন্দ্রকান্তমণীনাঞ্চ স্তম্ভাধারশিলাশ্চ যাঃ।
চিত্ররত্নময়ৈঃ স্তম্ভৈঃ স্তম্ভিতাস্তৎপ্রভাভরাঃ ॥ ৮৩।
পদ্মরাগেন্দ্রনীলানাং শালীনাঃ শালভঞ্জিকাঃ।
নীরাজয়ন্ত্যহোরাত্রং যত্র রত্নপ্রদীপকৈঃ ॥ ৮৪।
স্ফুরৎস্ফটিকনির্ম্মাণশ্লক্ষ্ণপদ্মশিলাতলে।
অনেকরত্নরূপাণি বিচিত্রাণি সমন্ততঃ ॥ ৮৫।
আরক্তপীতমঞ্জিষ্ঠনীলকির্ম্মীরবর্ণকৈঃ।
বিন্যস্তাতীব ভাসেত চিত্রে চিত্রকৃতা যতঃ ॥ ৮৬।
দৃক্‌পিচ্ছিলা বিলোক্যন্তে মাণিক্যস্তম্ভরাজয়ঃ।
যত্রাবিমুক্তে স্বক্ষেত্রে মোক্ষলক্ষ্ম্যঙ্কুরা ইব ॥ ৮৭।
রত্নাকরেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো গণা রত্নোচ্চযান্ বহূন্।
রাশীংশ্চক্রুঃ সমানীয় যত্রাদ্রিশিখরোপমান্ ॥ ৮৮।
যত্র পাতালতলতো নাগানাং কোষবেশ্মতঃ।
গণৈর্ম্মণিগণাঃ সর্ব্বে সমাহৃত্য গিরীকৃতাঃ ॥ ৮৯।

বিচিত্র রত্নময় স্তম্ভরাজী সংস্থাপিত হইয়া সেই মণিপ্রভায় প্রতিভাত হইতেছে। ৭৮—৮৩॥ পদ্মরাগ ও ইন্দ্র-নীলমণির দীপ্তি-পরিশোভিত বিচিত্র শালভঞ্জিকা যেন রত্ন-প্রদীপ হস্তে লইয়া দিবারাত্রি আরতি করিতেছে। ৮৪॥ সেই প্রাসাদে প্রভাময় স্ফটিক-নির্ম্মিত মনোহর পদ্ম ও শিলাতলে ইতস্ততঃ নানারত্নরূপিণী পীতবর্ণ, লোহিতবর্ণ, নীলবর্ণ ও কর্ব্বুরবর্ণ বিচিত্র লতাবলি সমুজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করিতেছে। সেই দৃষ্টিপ্রতিরোধক রত্নময় স্তম্ভসমূহ যেন এই অবিমুক্তক্ষেত্রে মোক্ষলক্ষ্মীর অঙ্কুরের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ৮৫—৮৭॥ ভৈরবানুচরগণ রত্নাকর হইতে পর্ব্বতপ্রমাণ রাশি রাশি রত্ন আহরণপূর্ব্বক এইস্থানে আনয়ন করিয়াছে॥ ৮৮॥ পাতালতল হইতেও নাগগণকর্ত্তৃক মণি সমস্ত এই স্থানে পর্ব্বত প্রমাণে সমাহৃত হইয়াছে।

শিবভক্তঃ স্বয়ং যত্র পৌলস্ত্যঃ স্বাদ্রিকূটতঃ।
কোটিহাটককূটানি আনয়ামাস রাক্ষসৈঃ॥ ৯০।
প্রাসাদনির্ম্মিতিং শ্রুত্বা ভক্তা দ্বীপান্তরস্থিতাঃ।
মাণিক্যানি সমাজহ্রুর্যথাসংখ্যান্যহো নৃপ॥ ৯১।
চিন্তামণিঃ স্বয়ং যত্র কর্ম্মণে বিশ্বকর্ম্মণে।
বিশ্রাণয়েদহোরাত্রং বিচিত্রান্ চিন্তিতান্ মণীন্॥ ৯২।
নানাবর্ণপতাকাশ্চ যত্র কল্পমহীরুহঃ।
অনল্পাঃ কল্পয়ন্ত্যেব নিত্যং ভক্তিসমন্বিতঃ॥ ৮৩।
অব্ধয়ো যত্র সততং দধিক্ষীরেক্ষুসর্পিষাম্।
পঞ্চামৃতানাং কলশৈঃ স্নাপয়ন্তি দিনে দিনে॥ ৯৪।
যত্র কামদুঘা নিত্যং স্নপয়েন্ মধুধারয়া।
স্বদুগ্ধয়া স্বয়ং ভক্ত্যা বিশ্বেশং লিঙ্গরূপিণম্॥ ৯৫।
গন্ধসাররসৈর্যঞ্চ সেবতে মলয়াচলঃ।
কর্পূররম্ভাকর্পূরপূরৈর্ভক্ত্যা নিষেবতে॥ ৯৬।

৮৯॥ শিবভক্ত কুবের স্বয়ং যে গিরিশিখরে বাস করেন যক্ষগণ তথাহইতেও রাশি রাশি স্বর্ণ এইস্থানে আনয়ন করিয়াছে। হে রাজন্! বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে শুনিয়া সপ্তদ্বীপনিবাসী ভক্তগণ অসংখ্য রত্নপ্রদান করিয়াছিলেন॥ ৯১॥ স্বয়ং চিন্তামণি সেই প্রাসাদে-বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মের নিমিত্ত দিবারাত্রি বিবিধ বিচিত্র মহার্ঘ্য মণিরত্ন প্রদান করিয়াছেন॥ ৯২॥ কল্পপাদপ তথায় ভক্তিমান্ হইয়া নানাবর্ণের বিচিত্র বহুসংখ্য পতাকারূপে পরিশোভিত হইতেছে॥ ৯৩॥ ক্ষীরসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র এবং ঘৃতসমুদ্র প্রভৃতি জলনিধিগণ প্রতিনিয়ত পঞ্চামৃত কলশে বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইতেছে॥ ৯৪॥ কামধেনু স্বয়ং ভক্তিমতী হইয়া অহোরহ দুগ্ধামৃতধারে লিঙ্গরূপী বিশ্বেশ্বরকে অভিষিক্ত করিতেছে॥ ৯৫॥ মলয়াচল নিয়ত চন্দন রসে এবং কর্পূরতরু সর্ব্বদা কর্পূর

ইত্যাদ্যপূর্ব্বং যত্রাস্তি প্রত্যহং শঙ্করালয়ে।
কথং তং ত্বমুমাকান্তং ন বেৎসি কঠিনাশয় ॥ ৯৭ ॥
ইতি তস্য সমৃদ্ধিং তাং দৃষ্ট্বা জামাতুরদ্রিরাট্।
ত্রপয়াপরিভূতোঽভূন্নিতরাং কুম্ভসম্ভব ॥ ৯৮ ॥
তস্মৈ কার্পটিকায়াথ স দত্ত্বা পারিতোষিকম্।
পুনশ্চিন্তাপরো জাতোঽদ্রিরাট্ কার্পটিকে গতে ॥ ৯৯ ॥
উবাচেতি মনস্যেব বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
অহো ভদ্রমিদং জাতং যত্ত্বয়াশ্রাবি শর্ম্মভাক্ ॥ ১০০ ॥
যাবৎ সম্পত্তিসম্ভারঃ শ্রূয়তে দৃশ্যতেঽত্র বৈ।
জামাতুরত্র সদনে লীলা ত্রিজগতীপতেঃ ॥ ১০১ ॥
ততঃ প্রাভৃতকস্তুচ্ছো নিতরাং প্রতিভাতি মে।
কন্যার্থং যো ময়া নীতো জামাতুঃ পরিতোষকৃৎ ॥ ১০২ ॥

প্রবাহে বিশ্বেশ্বরকে পরিপ্লুত করিতেছে ॥ ৯৬ ॥ যে বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদে ইত্যাকার অপূর্ব্ব সমৃদ্ধি নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে, হে কঠিনাশয়! তুমি সেই উমাকান্তকে পরিজ্ঞাত নহ ॥ ৯৭ ॥

স্কন্দ কহিলেন হে কলসোদ্ভব! অদ্রিরাজ এইরূপ জামাতৃসম্পদ অবলোকন করিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং সেই তীর্থসেবি পথিককে পারিতোষিক প্রদান করিয়া তাহার প্রস্থানের পর বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে পুনরায় চিন্তানিমগ্ন হইয়া মনে মনে কহিলেন, অহো! পথিকের মুখে কি মঙ্গল বার্ত্তাই শ্রবণ করিলাম! ৯৮—১০০ ॥ আমি এই জামাতৃসদনে জগদীশ্বরের লীলার ন্যায় যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য সম্পত্তি সম্ভার দর্শন ও শ্রবণ করিলাম তাহাতে কন্যাজামাতার পরিতোষসাধনার্থ আমি যে সমস্ত মণিরত্নাদি আনয়ন করিয়াছি তাহা অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ১০১ ॥ ১০২ ॥ পূর্ব্বে আমি ইঁহাকে যেরূপ দর্শন করিয়াছিলাম এক্ষণেও আমার মনে মনে

অহং মন্যে তথৈবাসৌ যথাদর্শি ময়া পুরা।
বৃদ্ধোক্ষমাত্রসম্পত্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মপরাঙ্মুখঃ ॥ ১০৩।
নৈনং কোপি বিজানীয়ান্নান্বয়োঽস্য কদাচন।
নামাপি যস্য নৈকঞ্চ কিংদেশীয়শ্চ নোহ্যতে ॥১০৪।
কিংবৃত্তশ্চ কিমাচারো নামমাত্রেণ চেশ্বরঃ।
ঐশ্বর্য্যসূচকং বস্তু যস্য কিঞ্চিন্নলক্ষ্যতে ॥ ১০৫।
সোঽসৌ নির্ব্বাণসম্পত্তিং রঙ্কায়াপি দদাত্যহো।
সুমুখঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ফলবন্তি করোতি সঃ ॥ ১০৬।
বেদবেদ্যো হি সর্ব্বজ্ঞো যৎসন্তানোঽখিলং জগৎ।
যং ন কোঽপি হি বেদাদৌ বেদবেদ্যঃ স এষ বৈ ॥১০৭।
যোঽনভিজ্ঞঃ সদা জ্ঞাতঃ স সর্ব্বজ্ঞোঽয়মেব হি।
যস্যৈকমপি নো নাম পুংসা জ্ঞেয়ং ন কেনচিৎ ॥১০৮।

এইরূপ সংস্কার ছিল যে সর্ব্বকর্ম্মপরাঙ্মুখ শিবের সম্পত্তির মধ্যে কেবল সেই এক বৃদ্ধ বৃষভমাত্র আছে; ইঁহাকে কেহই পরিজ্ঞাত নহে, ইঁহার বংশ, নাম, চরিত্র, আচার, অথবা কোন্ দেশে ইহাঁর নিবাস, ইহার কিছুই কেহ অবগত নহে; ইনি কেবল নামমাত্রে ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্যসূচক বস্তু কদাপি কিছুমাত্র ইহাঁতে লক্ষিত হয় নাই ॥ ১০৩—১০৫ ॥ অহো! সেই শিব এক্ষণে সাধকের নির্ব্বাণ এবং দরিদ্রের সম্পত্তিদাতা। সেই শিব এক্ষণে সুপ্রসন্নচিত্তে সর্ব্বকর্ম্মের ফলপ্রদ ॥ ১০৬ ॥ যাঁহাকে অগ্রে অখিল সংসারের পিতা ও সর্ব্বজ্ঞ বেদবেদ্য বলিয়া কেহই পরিজ্ঞাত ছিল না সেই শিব এক্ষণে বেদবেদ্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন ॥ ১০৭ ॥ জগতে অগ্রে যাঁহার নাম পর্য্যন্তও কেহ অবগত ছিল না, যিনি সর্ব্বদা লোকের নিকট অনভিজ্ঞ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেই শিব এক্ষণে সর্ব্বজ্ঞরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন ॥ ১০৮ ॥ জগতের সমস্ত নামই তাঁহার নাম, সমস্ত দেশই সেই শিবের আবাস স্থান এবং তিনিই

সর্ব্বেষাং সর্ব্বনামানি যস্য নামানি নিশ্চিতম্।
সোঽসৌ হি সর্ব্বদেশীয়ঃ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥১০৯।
যস্য দেশো ন বিদিতো যস্তু বৃত্তিপরাঙ্মুখঃ।
আচারহীনমিব যং পুরাপশ্যং কঠোরধীঃ ॥ ১১০।
শ্রুতিস্মৃতী যতঃ সর্ব্বমাচারং বিত্ত এব হি।
নামমাত্রেণ নিয়তং যমজ্ঞাসিষমীশ্বরম্ ॥ ১১১।
সাক্ষাদীশ্বর এবৈষ সোঽন্যেষ্বৈশ্বর্য্যসূচকঃ।
অপি সর্ব্বগুণাধারো গুণাতীতঃ পরাপরঃ ॥ ১২।
অর্ব্বাচীন ইহাপ্যেষ পরাচীনঃ পরাৎপরঃ।
ভূধরাণামহং নাথো বিশ্বনাথ উমাপতিঃ ॥ ১১৩।
অহং প্রমিতসম্পত্তিরপ্রমেয়ধনো হ্যসৌ।
তুচ্ছপ্রাভৃতকস্তস্মান্নেদানীমস্য দর্শনম্ ॥ ১১৪।
করিষ্যেঽথ করিষ্যামি ব্যাবৃত্ত্যাগত্য কর্হিচিৎ।
সম্প্রধার্য্যেতি মনসি সায়ং স চ গিরীশ্বরঃ ॥ ১১৫।

সকলের সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা ॥ ১০৯ ॥—অহো! আমি কি অবোধ, পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে আশ্রয়শূন্য, সমস্ত কর্ম্মপরাঙ্মুখ, আচারহীন রূপে দর্শন করিয়াছিলাম, তাঁহাকে আমি পূর্ব্বে কেবল নাম মাত্র ঈশ্বর বলিয়া জানিতাম, এতদিনে আমি নিশ্চয়ই পরিজ্ঞাত হইলাম যে সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি যাঁহা হইতে সমস্ত আচার শিক্ষা করিয়াছে তিনিই এই বিশ্বেশ্বর ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥ সাক্ষাৎ ইনিই সেই সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বগুণাতীত, সংসারের ঐশ্বর্য্যপ্রদ, পরাৎপর পরমেশ্বর ॥ ১১২ ॥ অহো। আমি কি অর্ব্বাচীন, আমি সেই পরাৎপর পরমেশ্বরে পরাঙ্মুখ! আমি কেবল একটী ভূধরের রাজামাত্র, আমার জামাতা এই অখিল বিশ্বসংসারের রাজা ॥ ১১৩ ॥ আমার ধনের পরিমাণ আছে, ইঁহার ধন অপ্রমেয়, অতএব আমি যে যৎকিঞ্চিৎ তুচ্ছ ধনরত্ন আনয়ন করিয়াছি, তাহা লইয়া এক্ষণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত নহে ॥ ১১৪ ॥

আহূয় সর্ব্বাননন্নুগান্ পার্ব্বতীয়ান্ মহাবলান্।
আদিষ্টবানিদং বাক্যং সর্ব্বে যূয়ং বলাধিকাঃ॥ ১১৬।
কুর্ব্বন্ত্বেকং মমাদেশং যাবন্নোদ্যতি ভানুমান্।
তাবচ্ছিবালয়ঞ্চৈকং বিদধত্বত্র সত্বরম্॥ ১৭।
যস্মিন্ কৃতে কৃতার্থঃ স্যামিহ লোকে পরত্র চ।
সমাগত্যেহ কাশ্যাং যঃ কুর্য্যাদেকং শিবালয়ম্॥ ১৮।
তেন ত্রৈলোক্যমখিলং সালয়ঙ্কৃতমেব হি।
তেন দত্তানি দানানি মহান্তি বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৯।
সুপর্ব্বণি সুপাত্রায় সুতীর্থে শ্রদ্ধয়াধিকম্।
যেন স্ববিত্তমানেন ধর্ম্মোপার্জ্জিতবিত্ততঃ॥ ১২০।

স্কন্দ কহিলেন হে অগস্ত্য! শৈলরাজ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া পুনরায় ভাবিলেন আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে যে জানিতে পারি নাই সেই অপরাধ খণ্ডনের নিমিত্ত এই স্থানে আমার একটী কার্য্যকরা উচিত। মনে মনে এইরূপ অবধারণপূর্ব্বক স্বকীয় মহাবল অনুচরগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া এই আদেশ করিলেন যে, হে শৈলবাসীগণ! তোমরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, অতএব তোমাদিগকে আমার একটী আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, অদ্য রজনী প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তোমরা সত্বর এইস্থানে একটী শিবালয় নির্ম্মাণ কর। ১১৫—১১৭॥ এই কার্য্য করিলে আমি ইহলোক ও পরলোকে কৃতার্থ হইব, যে ব্যক্তি কাশীতে আগমন করিয়া একটী শিবালয় সংস্থাপন করে ত্রিলোকী মধ্যে তাহাকে কুত্রাপি নিরাশ্রয় থাকিতে হয় না। প্রধান প্রধান তীর্থে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণে সৎপাত্রে মহামহা দান করিলে যেরূপ ফল, কাশীতে একটী শিবালয় স্থাপনেও সেইরূপ ফল হয়, যে ব্যক্তি স্বকায় ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন হইতে যথাশক্তি পরিমাণে ব্যয় করিয়া কাশীতে একটী শিবালয় স্থাপন করে, পদ্মাসনা কমলা কদাচ তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। শীর্ণ পর্ণাশন

কৃতং শম্ভোর্মহাসদ্ম ন তৎ পদ্মা ত্যজেৎ ক্বচিৎ।
তপাংসি তেন তপ্তানি শীর্ণপর্ণাশনান্যপি ॥ ১২১।
বারাণসীং সমাসাদ্য যেনাকারি শিবালয়ঃ।
অশেষাঃ সুবিশেষাদ্যা ইষ্টাস্তেন মহামখাঃ ॥ ১২২।
আনন্দকাননে যেন দেবদেবালয়ঃ কৃতঃ।
ইতি তস্য সমাদেশং সমাকর্ণ্যানুগাস্ততঃ ॥ ১২৩।
চক্রুর্দেবালয়ং শ্রেষ্ঠং যাবদ্‌ব্যুষ্টা ন যামিনী।
তাবচ্ছৈলেশ্বরং লিঙ্গং শৈলেশেন প্রতিষ্ঠিতম্। ১২৪।
চন্দ্রকান্তমণেশ্চঞ্চৎকান্তিশ্বেতিতমণ্ডপম্ ॥ ১২৫।
অলেখয়ৎ প্রশস্তিঞ্চ প্রশস্তাক্ষরমালিনীম্।
ব্যাচক্ষাণাং নিজাং সর্ব্বগোত্রেভ্যোঽপ্যধিকোন্নতিম্ ॥১২৬।
ততোঽরুণোদয়ে জাতে স্নাত্বা পঞ্চনদে হ্রদে।
শৈলরাজঃ কালরাজং নমস্কৃত্য সমর্চ্চ্য চ ॥ ১২৭।

হইয়া উগ্রতপস্যা করিলে যে ফল, কাশীতে একটী শিবালয় সংস্থাপনেও সেই ফল হয় ॥ ১১৮—১২১॥ কাশীতে আগমন করিয়া যে ব্যক্তি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করে, অশেষ বিশেষে সেই ধর্ম্মাত্মার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয় ॥ ১২২ ॥

শৈলরাজের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ রজনী প্রভাতের পূর্ব্বেই তথায় বিচিত্র শিবালয় নির্ম্মাণ করিল। শৈলরাজ তথায় শৈলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তদবধি শৈলেশ্বর নাম বিখ্যাত হইয়া আছে ॥ ১২৩ ॥ ১২৪ ॥ চন্দ্রকান্ত মণিপ্রভায় শৈলেশ্বরের প্রাসাদ সমুজ্জ্বল। শ্বেতবর্ণ মন্দিরের ভিত্তিতে সুচারু বর্ণমালায় প্রতিষ্ঠাতার প্রতিষ্ঠা সূচিকা প্রশস্তি পত্রিকা পরিযোজিত হইয়া রহিয়াছে। সেই প্রশস্তি পত্রিকা যেন স্পষ্টাক্ষরে এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে যে ভূধরেশ্বর হিমালয় স্বকীয় উন্নত আশয়ে যে কার্য্য করিলেন, তাঁহার বংশে এতাদৃশ মহৎকার্য্য কেহই কখন করিতে পারেন নাই। ১২৫—১২৬ ॥

রত্নরাশিং সমুৎসৃজ্য পরিতস্ত্বরিতো যযৌ।
পার্ব্বতীয়ৈরনুগতঃ সর্ব্বৈরপি নিজালয়ম্॥ ১২৮।
ততঃ প্রাতঃ সমালোক্য গণৌ হুণ্ডনমুণ্ডনৌ।
হৃষ্টৌ দেবালয়ং রম্যং বরণায়াস্তটে শুভে॥ ১২৯।
অদৃষ্টপূর্ব্বং দেবায় নিবেদয়িতুমাগতৌ।
তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাদেবমুমাদর্শিতদর্পণম্॥ ১৩০।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ কৃতাঞ্জলিপুটৌ গণৌ।
কৃতাভ্যনুজ্ঞৌভ্রূক্ষেপাদ্বিজ্ঞপ্তিমথ চক্রতুঃ॥ ১৩১।
দেবদেব ন জানীবঃ কেনচিদ্দৃঢ়ভক্তিনা।
অতীব রম্যঃ প্রাসাদো নির্ম্মিতো বরণাতটে॥ ১৩২।
আসায়ং নৈক্ষি চাবাভ্যাং দৃষ্টোঽদ্যৈব প্রগে বিভো।
গণোদিতমিতীশানো নিশম্যাহ গিরীন্দ্রজাম্॥ ১৩৩।

গিরিরাজ অনন্তর প্রাতঃকালে পঞ্চনদহ্রদে স্নান করিয়া কালভৈরবকে পূজা ও প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বকীয় রত্নরাজী ঐ দেবালয়ে ইতস্ততঃ বিন্যস্ত করিয়া পার্ব্বতীয় অনুচরগণের সহিত সত্বরগমনে নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন॥ ১২৭॥ ১২৮॥ তদনন্তর হুণ্ডনমুণ্ডন নামক গণদ্বয় প্রাতঃকালে বরণাতীরে রমণীয় দেবালয় দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল॥ ১২৯॥ তাহারা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দেবালয় দর্শন করিয়া ত্বরিতপদে উমার অভিন্নাত্মা মহাদেবের নিকট আগমন পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর তাঁহার কটাক্ষপাতে অনুজ্ঞাত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল হে দেবাদিদেব! কোন ব্যক্তি দৃঢ়ভক্তিমান হইয়া বরণাতটে এক রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে; হে বিভো! কল্য সায়ংকাল পর্য্যন্ত আমরা কিছুই নয়নগোচর করিনাই, অদ্যপ্রাতঃকালেই সেই প্রাসাদ দর্শন করিয়াছি॥ ১৩০--১৩৩॥

বিজ্ঞাতসর্ব্ববৃত্তান্তঃ সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যনভিজ্ঞবৎ।
অচলেন্দ্রাঙ্গজে যাবস্তৎপ্রাসাদবিলোকনে ॥ ১৩৪।
ইত্যুক্তে্বশঃ সগিরিজো নিরগাৎ সগণো মুনে।
মহাস্যন্দনমারুহ্য প্রাসাদং দ্রষ্টুমুৎসুকঃ ॥ ১৩৫।
অথালুলোকে গিরিশঃ প্রাসাদং বরণাতটে।
অতীবরম্যরচনং যামিনীমাত্রনির্ম্মিতম্‌ ॥ ১৩৬।
স্যন্দনাদবরুহ্যাথ গর্ভাগারমবীবিশৎ।
দদর্শ চ মহালিঙ্গং চন্দ্রকান্তশিলাময়ম্‌ ॥ ১৩৭।
দেদীপ্যমানং মহসা মোক্ষলক্ষ্ম্যঙ্কুরাকৃতি।
দৃষ্টিপ্রসাদজননং পুনর্জ্জননশাতনম্‌ ॥ ১৩৮।
কেনেদং স্থাপিতং লিঙ্গং যাবজ্জিজ্ঞাসতীশ্বরঃ।
তাবদ্দদর্শ পুরতঃ প্রশস্তিং কর্ত্তৃসূচিকাম্‌ ॥ ১৩৯।
বাচয়িত্বেব চ মনাগ্মনস্যেব মনোজহৃৎ।
উবাচ দেবীং দিষ্ট্যেতি প্রেক্ষস্বাত্মপিতুঃ কৃতিম্‌ ॥১৪০।

বিশ্বেশ্বর তাহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যেন অনভিজ্ঞের ন্যায় গিরিরাজনন্দিনীকে কহিলেন, হে শৈলেন্দ্রকুমারি! একবার চল, আমরা সেই প্রাসাদ দর্শন করিতে যাত্রা করি ॥ ১৩৪ ॥ এই কথা বলিয়াই মহেশ্বর তৎকালে মহেশ্বরীর সহিত স্বগণে পরিবৃত হইয়া মহা স্যন্দনারোহণে সমুৎসুকচিত্তে সেই প্রাসাদ সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন ॥ ১৩৫ ॥ অনন্তর বিশ্বেশ্বর বরণাতটে একরজনীমধ্যে বিনির্ম্মিত সেই সুবিচিত্র প্রাসাদ অবলোকন করিয়া রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকান্তমণিময় মহাদীপ্তিমান মোক্ষলক্ষ্মীর অঙ্কুরস্বরূপ নয়নের প্রসন্নতাসাধন পুনর্জ্জন্মনিবারণ মহালিঙ্গ সন্দর্শন করিলেন ॥ ১৩৬—১৩৮ ॥ কোন্‌ ব্যক্তি এই রত্নময় প্রাসাদ ও মনোরম মহালিঙ্গ স্থাপন করিল, বিশ্বেশ্বর যখন মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতেছিলেন, সেই সময় সহসা সেই প্রতিষ্ঠাসূচিকা প্রশস্তি পত্রিকা তাঁহার

উমা শ্রুত্বেতি সংহৃষ্টা কদম্বকুসুমশ্রিয়ম্।
আনন্দাঙ্কুরলক্ষ্মীবদঙ্গেষু পরিবিভ্রতী॥ ১৪১।
ততো ব্যজিজ্ঞপদ্দেবং দেবী পাদৌ প্রণম্য চ।
অস্মিন্ লিঙ্গবরে নাথ ত্বয়া স্থেয়মহর্নিশম্॥ ১৪২।
অস্য লিঙ্গস্য যে ভক্তাঃ শৈলেশস্য মহেশিতুঃ।
তেভ্যস্ত্বং মহতীমৃদ্ধিং দাস্যসীহ পরত্র চ॥ ১৪৩।
তথেতি দেব উক্ত্বা তাং পার্ব্বতীং পুনরব্রবীৎ।
বরণায়াং কৃতস্নানৈঃ শৈলেশো যৈঃ সমর্চ্চিতঃ॥ ১৪৪।
পিতৄন্ সন্তর্প্য চ মুদা দত্ত্বা দানানি শক্তিতঃ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিরত্র সংসারবর্ত্মনি॥ ১৪৫।
শৈলেশ্বরে মহালিঙ্গে নিত্যং স্থাস্যাম্যহং শুভে।
প্রদাস্যামি পরাং মুক্তিমেতল্লিঙ্গার্চ্চকে জনে॥ ১৪৬।

নেত্রগোচর হইল॥ ১৩৯॥ মন্মথমথন মহেশ্বর তদ্দৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ মনে মনে সেই প্রতিষ্ঠাতার প্রশংসা করিয়া মহাদেবী পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে প্রিয়ে! এই দেখ, তোমার পিতাই এই চমৎকার কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন॥ ১৪০॥ হরমনোরমা উমা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমপ্রহৃষ্টমনা হইলেন। কদম্ব-কুসুমের কেশরস্বরূপ, আনন্দলক্ষ্মীর অঙ্কুরস্বরূপ রোমাঞ্চপুলকে তাঁহার অঙ্গ-যষ্টি তৎকালে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল॥ ১৪১॥ অনন্তর মহাদেবী বিশ্বময় মহাদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে নাথ! তুমি সর্ব্বদা এই লিঙ্গে অধিষ্ঠিত থাক॥ ১৪২॥ হে সর্ব্বদ! তোমার কৃপায় যেন এই শৈলেশ্বরলিঙ্গের ভক্তগণের ইহকালে ও পরকালে মহাঋদ্ধি লাভ হয়॥ ১৪৩॥

ভবানীর এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বিশ্বনাথ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে শিবানি! যাহারা বরণানীরে স্নান করিয়া শৈলেশ্বরলিঙ্গের পূজা ও হৃষ্টচিত্তে পিতৃগণের তর্পণান্তে যথাশক্তি দান করিবে, তাহাদিগকে আর পুনরায় সংসারবর্ত্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে না॥ ১৪৪॥ ১৪৫॥ হে

শৈলেশ্বরং যে দ্রক্ষ্যন্তি বরণায়াঃ সুরোধসি।
তেষাং কাশ্যাং নিবসতাং দুঃখং নাভিভবিষ্যতি ॥১৪৭
উময়াপি বরো দত্তস্তত্র লিঙ্গে ঘটোদ্ভব।
শৈলেশ্বরস্য যে ভক্তাস্তে মে পুত্রা ন সংশয়ঃ ॥ ১৪৮ ।

স্কন্দ উবাচ।

ইতি শৈলেশ্বরং লিঙ্গং কথিতং তে মহামুনে।
ইদানীং কথয়িষ্যামি রত্নেশ্বরসমুদ্ভবম্ ॥ ১৪৯ ।
শ্রুত্বা শৈলেশমাহাত্ম্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া নরঃ।
পাপকঞ্চুকমুৎসৃজ্য শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫০ ।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে শৈলেশাদিলিঙ্গনির্ণয়ো নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

দেবি! আমি এই শৈলেশ্বর লিঙ্গে নিয়ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই লিঙ্গের ভক্তগণকে পরমামুক্তি প্রদান করিব ॥ ১৪৬ ॥ হে কল্যাণি! যাঁহারা কাশীবাস করিয়া রমণীয় বরণাতীরে শৈলেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাঁহাদিগকে কদাচ আর সংসার দুঃখে অভিভূত হইতে হইবে না ॥ ১৪৭ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! জগজ্জননী ভবানীও এই বর প্রদান করিলেন যে, যাহারা শৈলেশ্বর লিঙ্গে ভক্তি বিধান করিবে, তাহারা আমার পুত্রতুল্য হইবে ॥ ১৪৮ ॥ হে ঘটোদ্ভব! শ্রদ্ধাপর হইয়া শৈলেশ্বর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে নরগণ পাপকঞ্চুক উন্মুক্ত হইয়া শিবলোকের অধিকারী হয় ॥ ১৪৯ ॥ হে মুনিবর! এই আমি তোমার নিকট শৈলেশ্বরলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে রত্নেশ্বর লিঙ্গের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥১৫০॥

ইতি শ্রী স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে শৈলেশ্বরাদি লিঙ্গনির্ণয় নাম ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

রত্নেশ্বরসমুৎপত্তিং কথয়স্ব ষড়ানন।
রত্নভূতং মহালিঙ্গং যৎ কাশ্যাং পরিবর্ণ্যতে ॥ ১।
কোঽস্য লিঙ্গস্য মহিমা কেনৈতচ্চ প্রতিষ্ঠিতম্।
এতং বিস্তরতো ব্রূহি গৌরীহৃদয়নন্দন ॥ ২।

স্কন্দ উবাচ।

রত্নেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং কথয়িষ্যামি তে মুনে।
যথা চ তস্য লিঙ্গস্য প্রাদুর্ভাবোঽভবদ্ভুবি ॥ ৩।
শ্রুতং নামাপি লিঙ্গস্য যস্য জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্।
বৃজিনং নাশয়েত্তস্য প্রাদুর্ভাবং ব্রুবে মুনে ॥ ৪।
শৈলরাজেন রত্নানি যানি পুঞ্জীকৃতান্যহো।
উত্তরে কালরাজস্য তানি তস্য গিরের্ব্বশাৎ ॥ ৫।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! কাশীতে যে রত্নেশ্বর লিঙ্গ রত্নস্বরূপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত আছে, তুমি সেই রত্নেশ্বরের সমুদ্ভব, তাঁহার কিরূপ মহিমা এবং কাহার দ্বারাই বা প্রতিষ্ঠিত, হে পার্ব্বতীহৃদয়ানন্দবর্দ্ধন! এই সমস্ত আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর ॥ ১। ২ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! যেরূপে রত্নেশ্বর লিঙ্গ ভূতলে সমুদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাঁহার যেরূপ মাহাত্ম্য, তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রে জীবের ত্রিজন্মার্জ্জিত সমস্ত পাপরাশি ধ্বংশ হইয়া যায় ॥ ৩। ৪ ॥ শৈলরাজ নিজ ধর্ম্মার্থ যে সমস্ত রত্ন তথায় পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই সমস্ত রত্নেই, কাল ভৈরবের

সর্ব্বরত্নময়ং লিঙ্গং জাতং তৎ সুকৃতাত্মনঃ।
শক্রচাপসমচ্ছায়ং সর্ব্বরত্নদ্যুতিপ্রভম্ ॥ ৬ ।
তল্লিঙ্গদর্শনাদেব জ্ঞানরত্নমবাপ্যতে।
শৈলেশ্বরং সমালোক্য শিবৌ তত্র সমাগতৌ ॥ ৭ ।
যত্র রত্নময়ং লিঙ্গমাবির্ভূতং স্বয়ং মুনে।
তস্য স্ফুরৎ প্রভাজালৈস্ততমম্বরমণ্ডলম্ ॥ ৮ ।
তত্র দৃষ্ট্বা শুভং লিঙ্গং সর্ব্বরত্নসমুদ্ভবম্।
ভবান্যদৃষ্টপূর্ব্বা হি পরিপপ্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥ ৯ ।
দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বভক্তাভয়প্রদ।
কুতোঽস্ত্যমেতল্লিঙ্গং হি সপ্তপাতালমূলবৎ ॥ ১০ ।
জ্বালাজটিলিতাকাশং প্রভাভাসিতদিঙ্মুখম্।
কিমাখ্যং কিং স্বরূপঞ্চ কিং প্রভাবং ভবান্তক ॥ ১১ ।
যস্য সংবীক্ষণাদেব মনো মেঽতীব হৃষ্টবৎ।
ইহৈব রমতে নাথ কথয়ৈতৎ প্রসাদতঃ ॥ ১২ ।

উত্তরাংশে ইন্দ্রধনুসদৃশ, সর্ব্বরত্নদ্যুতিপ্রভ সর্ব্বরত্নময় এই লিঙ্গ সমুদ্ভূত হইয়াছেন ।৫।৬॥ সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে জ্ঞানরত্ন লাভ হয়। সেই রত্নেশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিবার নিমিত্ত উমাসহ উমাকান্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। হে মুনে! যেস্থানে রত্নেশ্বর লিঙ্গ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই স্থানের অম্বরপথ সেই লিঙ্গের রত্নপ্রভায় সমুদ্ভাসিত হইতেছে॥ ৭।৮॥ ভগবতী সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব সর্ব্বরত্নসমুদ্ভূত কল্যানময় লিঙ্গদর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবাদিদেব বিশ্বনাথ! হে ভক্তগণের অভয়প্রদ! সপ্তপাতালমূলবৎ এই লিঙ্গ কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইঁহার প্রদীপ্ত জ্যোতিতে আকাশমণ্ডল বিভাসিত এবং ইঁহার দেহপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে। হে ভক্তবৎসল! ইঁহার নাম কি, স্বরূপ কি, এবং ইঁহার প্রভাবই বা কি? এই লিঙ্গ দর্শনে আমার মন নিতান্ত প্রহৃষ্ট হইয়া ইঁহা-

দেবদেব উবাচ।

শৃণু পর্ণে সমাখ্যামি যত্ত্বয়া পৃচ্ছি পার্ব্বতি।
স্বরূপমেতল্লিঙ্গস্য সর্ব্বতেজোনিধেঃ পরম্ ॥ ১৩।
তব পিত্রা হিমবতা গিরিরাজেন ভামিনি।
ত্বামুদ্দিশ্য মহারত্নসম্ভারোঽত্রাপ্যনায়ি হি ॥ ১৪।
অত্র তানি চ রত্নানি রাশীকৃত্য হিমাদ্রিণা।
সুকৃতোপার্জ্জিতান্যেব যযৌ স্বসদনং পুনঃ ॥ ১৫।
তবার্থম্বা মমার্থম্বা শ্রদ্ধয়া যৎ সমর্প্যতে।
কাশ্যাং তস্য পরীপাকো ভবেদীদৃগ্বিধোঽনঘে ॥ ১৬।
লিঙ্গং রত্নেশ্বরাখ্যং বৈ মৎস্বরূপং হি কেবলম্।
অস্য প্রভাবো হিমহান্ বারাণস্যামুমে ধ্রুবম্ ॥ ১৭।
সর্ব্বেষামিহ লিঙ্গানাং রত্নভূতমিদং পরম্।
অতো রত্নেশ্বরং নাম পরং নির্ব্বাণরত্নদম্ ॥ ১৮।
অনেনৈব সুবর্ণেন পিত্রা রাশীকৃতেন চ।
প্রাসাদমস্য লিঙ্গস্য বিধাপয় মহেশ্বরি ॥ ১৯।

তেই অনুরক্ত হইতেছে, অতএব হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ৯—১২ ॥ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে অপর্ণে! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই সর্ব্বরত্ন প্রভ মহালিঙ্গের স্বরূপ আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥১৩॥ হে ভামিনি! তোমার পিতা হিমালয় স্বীয়ধর্ম্মোপার্জ্জিত যে সকল রত্নসম্ভার এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত রত্ন এই স্থানে রাশীকৃত করিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ১৪। ১৫ ॥ হে পার্ব্বতি! তোমার উদ্দেশেই হউক কি আমার উদ্দেশেই হউক, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাশীতে যাহা কিছু সমর্পিত হয়, নিশ্চয়ই তাহার এইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ হে উমে! রত্নেশ্বর লিঙ্গ নিঃসন্দেহ আমারই স্বরূপমাত্র। বারাণসীতে নিশ্চয়ই ইহাঁর

লিঙ্গপ্রাসাদকরণাৎ খণ্ডস্ফুটিতসংস্কৃতেঃ ।
লিঙ্গস্থাপনজং পুণ্যং হেলয়ৈবেহ লভ্যতে ॥ ২০ ।
তথেতি ভগবত্যোক্তা গণাঃ প্রাসাদনির্ম্মিতৌ ।
সোমনন্দিপ্রভৃতয়োঽসংখ্যা ব্যাপারিতা মুনে ॥ ২১।
গণৈশ্চ কাঞ্চনময়ো নানাকৌতুকচিত্রিতঃ ।
নির্ম্মমে যামমাত্রেণ প্রাসাদো মেরুশৃঙ্গবৎ ॥ ২২ ।
দেবী প্রহৃষ্টবদনা দৃষ্ট্বা প্রাসাদনির্ম্মিতিম্ ।
গণেভ্যো ব্যতরদ্ভূরিসম্মানং পারিতোষিকম্ ॥ ২৩ ।
পুনশ্চ দেবী পপ্রচ্ছ প্রণিপাতপুরঃসরম্ ।
মহিমানং মহাদেব লিঙ্গস্যাস্য মহামুনে ॥ ২৪ ।

দেবদেব উবাচ ।

লিঙ্গং ত্বনাদিসংসিদ্ধমেতদ্দেবি শুভপ্রদম্ ।
আবির্ভূতমিদানীঞ্চ ত্বৎপিতুঃ পুণ্যগৌরবাৎ ॥ ২৫ ।

প্রভাব অনন্ত ॥ ১৭ ॥ এই লিঙ্গ সংসারের সমস্ত রত্নসম্ভূত, অতএব ইঁহার নাম নির্ব্বাণরত্নপ্রদ রত্নেশ্বর ॥ ১৮ ॥ হে মহেশ্বরি! তোমার পিতার আনীত রাশীকৃত স্থবর্ণে তুমি এই লিঙ্গের একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর। শিবলিঙ্গের প্রাসাদ নিম্মাণে অথবা তাহার জীর্ণসংস্কারে অবলীলাক্রমে লিঙ্গস্থাপনের ফললাভ হয় ॥ ১৯—২০ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! বিশ্বেশ্বরের বাক্যে তথাস্ত বলিয়া ভগবতী তৎক্ষণাৎ প্রমথগণকে প্রাসাদ নির্ম্মাণে অনুমতি করিলেন। সোমনন্দী প্রভৃতি প্রমথগণ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত হইল ॥ ২১ ॥ তাহারা এক প্রহরের মধ্যে বিচিত্র চিত্রশোভিত কাঞ্চনময় মেরুশৃঙ্গতুল্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল। ২২ ॥ সেই মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ সন্দর্শনে পার্ব্বতী প্রসন্ন বদনে প্রমথগণকে ভূরি ভূরি পারিতোষিক প্রদান করিলেন ॥ ২৩ ॥ হে মহামুনে! দেবী পুনরায় মহেশ্বরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি-

গুহ্যানাং পরমং গুহ্যং ক্ষেত্রেঽস্মিংশ্চিন্তিতপ্রদম্।
কলৌ কলুষবুদ্ধীনাং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥ ২৬।
যথা রত্নং গৃহে গুপ্তং ন কৈশ্চিদ্ জ্ঞায়তে পরৈঃ।
অবিমুক্তে তথা লিঙ্গং রত্নভূতং গৃহে মম॥ ২৭।
যানি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেঽত্র সন্তি লিঙ্গানি পার্ব্বতি।
তৈরর্চ্চিতানি সর্ব্বাণি রত্নেশো যৈঃ সমর্চ্চিতঃ॥ ২৮।
প্রমাদেনাপি যৈর্গৌরি লিঙ্গং রত্নেশমর্চ্চিতম্।
তে ভবন্ত্যেব নিয়তং সপ্তদ্বীপেশ্বরা নৃপাঃ॥ ২৯।
ত্রৈলোক্যে যানি বস্তূনি রত্নভূতানি তানি তু।
রত্নেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য সকৃৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৩০।
পূজয়িষ্যন্তি যে লিঙ্গং রত্নেশং কামবর্জ্জিতাঃ।
তে সর্ব্বে মদ্গণা ভূত্বা প্রান্তে দ্রক্ষ্যন্তি মামিহ॥ ৩১।

লেন, হে মহেশ্বর! এই লিঙ্গের মহিমা কি, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর॥ ২৪॥ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে দেবি! এই সুপ্রসিদ্ধ শুভপ্রদ অনাদি লিঙ্গ সম্প্রতি তোমার পিতার পুণ্যগৌরবেই এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। ॥ ২৫॥ হে ভবানি! কাশীতে এই বাঞ্ছিতপ্রদ মহালিঙ্গ পরম গুহ্য পদার্থ, কলির কলুষবুদ্ধি মানবগণের নিকটে ইহা সর্ব্বপ্রযত্নে গোপনীয়। লোকে যেমন স্বীয় গৃহমধ্যে ধনরত্নগোপন করিয়া রাখে অপরের নিকট তাহা প্রকাশ করেনা, সেইরূপ এই রত্নময় লিঙ্গ আমার এই অবিমুক্তক্ষেত্রে পরম যত্নের গুপ্তধন॥ ২৬। ২৭॥ হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেʼযে সমস্ত লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন, এই রত্নেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে তাহাদিগের সকলেরই অর্চ্চনা করা হয়॥ ২৮॥ হে গৌরি! যাঁহারা ভক্তিভাবে রত্নেশ্বর লিঙ্গের পূজা করেন তাঁহারা এই লিঙ্গের প্রসাদে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হন। ২৯॥ যিনি একবারমাত্র রত্নেশ্বর লিঙ্গ অর্চ্চনা করেন, ত্রিলোকী মধ্যে যত প্রকার রত্নসম্ভূত পদার্থ আছে, তিনি নিশ্চয়ই তৎসমস্তের অধিকারী হন।

রুদ্রাণাং কোটিজপ্যেন যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্।
তৎ ফলং লভ্যতে দেবি রত্নেশস্য সমর্চ্চনাৎ ॥ ৩২।
লিঙ্গেচানাদিসংসিদ্ধে যদ্বৃত্তং তদ্ব্রবীমি তে।
ইতিহাসং মহাশ্চর্য্যং সর্ব্বপাপনিকৃন্তনম্ ॥ ৩৩।
পুরেহ নর্ত্তকী কাচিদাসীন্নাট্যার্থকোবিদা।
সৈকদা ফাল্গুনে মাসি শিবরাত্র্যাং কলাবতী ॥ ৩৪।
ননর্ত্ত জাগরং প্রাপ্য জগৌ গীতঞ্চ পেশলম্।
স্বয়ঞ্চ বাদয়ামাস নানাবাদ্যানি বাদ্যবিৎ ॥ ৩৫।
তেন তৌর্য্যত্রিকেণাপি প্রীণয়িত্বাথ সা নটী।
রত্নেশ্বরং মহালিঙ্গং দেশমিষ্টং জগাম হ ॥ ৩৬।
কালধর্ম্মবশং যাতা তত্র সা বরনর্ত্তকী।
সুতা গন্ধর্ব্বরাজস্য বসুভূতির্বভূব হ ॥ ৩৭।

৩০। যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া রত্নেশ্বর লিঙ্গের পূজা করেন তাঁহারা অন্তে আমার গণত্ব লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩১ ॥

হে দেবি! এক কোটি রুদ্রমন্ত্র জপের যে ফল পরিকীর্ত্তিত আছে, রত্নেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনাতেও সেইরূপ ফল হয় ॥৩২॥ অতঃপর এই অনাদি সিদ্ধ লিঙ্গের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমি এক সর্ব্বপাপপ্রনাশন আশ্চর্য্য ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥ পুরাকালে কাশীপুরীতে নাট্যশাস্ত্রনিপুণা কলাবতী নাম্নী এক নর্ত্তকী ছিল ॥ ৩৪ ॥ সেই কলাবতী একদা শিবরাত্রি উপলক্ষে জাগরণ করিয়া মনোহর নৃত্য, সুমধুর সঙ্গীত এবং স্বয়ং বিবিধ মধুর যন্ত্র বাদিত করিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥ সেই নৃত্যগীতবাদ্যে রত্নেশ্বরকে প্রীত করিয়া সেই নর্ত্তকী আপন অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। তাহার পর কালপ্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৩৬। ৩৭ ॥ শিব রাত্রিতে জাগরণপূর্ব্বক নৃত্যগীত করিয়া রত্নেশ্বরকে প্রীত করিয়াছিল সেই

সগীতস্য সবাদ্যস্য তস্য লাস্যস্য পুণ্যতঃ।
তত্রৈশাগ্রে কৃতস্যেহ জাগরে শিবরাত্রিজে॥ ৩৮।
রম্যা রত্নাবলী নাম রূপলাবণ্যশালিনী।
কলাকলাপকুশলা মধুরালাপবাদিনী॥ ৩৯।
পিতুরানন্দকৃন্নিত্যং বসুভূতের্ঘটোদ্ভব।
সর্ব্বগান্ধর্ব্বকুশলা গুণরত্নমহাখনিঃ॥ ৪০।
মুনে সখীত্রয়ং তস্যাশ্চারুচাতুর্য্যভাজনম্।
শশিলেখানঙ্গলেখা চিত্রলেখেতি নামতঃ॥ ৪১।
তিসৃভিস্তাভিরেকত্র বাগ্‌দেবী পরিশীলিতা।
তাভ্যঃ সর্ব্বাঃ কলাঃ প্রাদাৎ পরিপ্রীতা সরস্বতী॥ ৪২।
প্রাপ্য রত্নাবলী গৌরি সা জন্মান্তরবাসনম্।
রত্নেশ্বরস্য লিঙ্গস্য জগ্রাহ নিয়মং শুভম্॥ ৪৩।
রত্নভূতস্য লিঙ্গস্য কাশ্যাং রত্নেশ্বরস্য বৈ।
নিত্যং সন্দর্শনং প্রাপ্য বক্ষ্যাম্যপি বচো মুখে॥ ৪৪।

পুণ্যবলে সেই কন্যা পরম রমণীয় রূপলাবণ্যবতী, চৌষট্টি কলা কুশলা, মধুর আলাপভাষিণী সর্ব্ব সঙ্গীতশাস্ত্র কুশলা এবং সর্ব্বগুণের আকর হইয়া নিত্য নিত্য পিতা গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতির আনন্দ বর্দ্ধিনী হইল, তাহার নাম রত্নাবলী। ৩৮—৪০॥ শশিলেখা, অনঙ্গলেখা ও চিত্রলেখা নামে সেই রত্নাবলীর তিনটী সুচতুরা সহচরী ছিল॥ ৪১॥ তাহারা তিনজনে একত্র হইয়া বাগ্‌বাদিনী সরস্বতীর পূজা করিয়াছিল। দেবী সরস্বতী তাহাতে প্রীত হইয়া তাহাদিগকে সমস্ত কলা শাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন॥ ৪২॥

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে গৌরি! পূর্ব্বজন্মের বাসনা পরিপূর্ণ হওয়াতে জন্মান্তরে সাধনা বলে সেই রত্নাবলী নিয়তই রত্নেশ্বর লিঙ্গের ব্রত পরিপালনে যত্নবতী হইল॥ ৪৩। ৪৪॥ প্রতিদিন রত্নেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করা তাহার কার্য্য

ইত্থং নিয়মবত্যাসীৎ সা গন্ধর্ব্বসুতোত্তমা।
তাভিঃ সখীভিঃ সহিতা নিত্যং লিঙ্গঞ্চ পশ্যতি ॥ ৪৫।
একদারাধ্য রত্নেশং মমৈতল্লিঙ্গমুত্তমম্।
সমানর্চ্চ চ সা বালা রম্যয়া গীতমালয়া ॥ ৪৬।
সখ্যঃ প্রদক্ষিণীকর্ত্তুং লিঙ্গং তিস্রোঽপ্যমে গতাঃ।
তস্যা গীতেন তুষ্টোঽহং লিঙ্গস্থো বরদোঽভবম্ ॥ ৪৭।
যস্ত্বয়া রম্যতে রাত্রাবদ্য গন্ধর্ব্বকন্যকে।
তব নামসমানাখ্যঃ স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ৪৮।
ইতি লিঙ্গাম্বুধের্জাতাং পরিপীয় বচঃ সুধাম্।
বভূবানন্দসন্দোহমন্থরাতীব হ্রীমতী ॥ ৪৯।
গতাথ ব্যোমমার্গেণ সখীভিঃ স্বপিতুর্গৃহং।
কথয়ন্তী নিজোদন্তমালীনাং পুরো মুদা ॥ ৫০।
তাভির্দিষ্ট্যেতি দিষ্ট্যেতি সখীভিঃ পরিনন্দিতা।
অদ্য তে বাঞ্ছিতং ভাবি রত্নেশস্য সমর্চ্চনাৎ ॥ ৫১।

ছিল, বদনেও সর্ব্বদা রত্নেশ্বরের নাম জপ করিত ॥ ৪৫ ॥ সেই গন্ধর্ব্বরাজ কুমারী এইরূপ ব্রতচারিণী হইয়া প্রত্যহ সখীগণের সহিত রত্নেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন করিত ॥ ৪৬ ॥ রত্নাবলী একদা সখীগণের সহিত আমার এই লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিতে আগমন করিয়া পূজা এবং সুমধুর সঙ্গীত আলাপে আমার স্তব করিয়াছিল। আমি তাহার গীতে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে এই বর প্রদান করিলাম যে হে গন্ধর্ব্বকুমারি! অদ্য রজনীতে যিনি তোমার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিবেন, তিনিই তোমার ভর্ত্তা হইবেন। তাঁহার নাম তোমার নামের অনুরূপ হইবে ॥৪৭।৪৮॥ লিঙ্গরূপ জলধিসম্ভূত বাক্যামৃতপানে পরমানন্দে মন্থরা রত্নাবলী লজ্জাবতী হইয়া পিত্রালয় উদ্দেশে সখীগণ সমভিব্যাহারে আকাশপথে গমন করিতে করিতে পুলকিতচিত্তে সখীগণের নিকট রত্নেশ্বর-দত্ত বর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল ॥ ৪৯। ৫০ ॥ সখীগণ তচ্ছ্রবণে সহর্ষে অনু-

যদ্যায়াতি স তে রাত্রাবদ্য কৌমারহারকঃ।
চৌরো বাহুলতাপাশৈঃ পাশিতব্যোঽতিযত্নতঃ॥ ৫২।
গোচরীক্রিয়তেঽস্মাভির্যথা স সুকৃতৈকভূঃ।
প্রাতরেব তব প্রেয়ান্ রত্নেশাদিষ্ট ইষ্টকৃৎ॥ ৫৩।
যাতাস্বস্মাসু দৃষ্টাসু ভবতীপুণ্যগৌরবাৎ।
অহো রত্নেশ্বরং লিঙ্গং প্রত্যক্ষীকৃতবত্যসি॥ ৫৪।
অহো ভাগ্যোদয়োনৃণামহো পুণ্যসমুচ্চয়ঃ।
একস্যৈব ভবেৎ সিদ্ধির্যদেকত্রাপি তিষ্ঠতাম্॥ ৫৫।
সত্যং বদন্তি নাসত্যং দৈবপ্রাধান্যবাদিনঃ।
দৈবমেব ফলেদেকং নোদ্যমো নাপরং বলম্॥ ৫৬।
ভবত্যা অপি চাস্মাকমেকএব হি চোদ্যমঃ।
পরং দৈবং ফলত্যেকং যথা তব ন নঃ পুরঃ॥ ৫৭।

মোদন করিয়া কহিল ভালই হইয়াছে, রত্নেশ্বরের অর্চ্চনা ফলে অদ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। হে প্রিয়সখি! অদ্যরাত্রে যদি তোমার সেই কৌমার হারক আগমন করে, তাহা হইলে তুমি সেই চিত্তচোরকে সযত্নে বাহুলতা পাশে দৃঢ় বন্ধন করিও। হে রাজকুমারি! আমরা সকলেই অদ্য প্রাতঃ-কালে একত্রে রত্নেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। অথচ কেবল তুমিই স্বকীয় পুণ্যবলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছ। রত্নেশ্বর কেবল তোমাকেই বরপ্রদান করিয়াছেন, কেবল তুমিই মন মত অভীষ্ট পতি লাভ করিবে। আমরা সকলেই একত্রে ছিলাম তথাপি কেবল তোমারই সিদ্ধি লাভ হইল, অতএব হে গন্ধর্ব্বকুমারি! মনুষ্যের ভাগ্যবল অতি বিচিত্র, পুণ্য সঞ্চয় ও বিচিত্র। অদৃষ্টবাদীগণ যাহা বলেন তাহা সমস্ত সত্য; তাঁহারা কিছুই অসত্য বলেন না; কেবল দৈব বলই সর্ব্বত্র ফলবান হয়, উদ্যম অথবা অপর বল কদাচ তাদৃশ ফলোপধায়ক হয় না, অতএব দৈববলই প্রধান বল। তোমার এবং আমাদিগের সকলেরই একই উদ্যম, কিন্তু একমাত্র দৈববল

লোকানাং ব্যবহারোঽয়মালিপ্রোক্তং প্রসঙ্গতঃ।
পরং মনোরথাবাপ্তিস্তব যা সৈব নঃ স্ফুটম্॥ ৫৮।
ইতি সংব্যাহরন্তীনামনন্তোঽধ্বাঽতিতুচ্ছবৎ।
ক্ষণাত্তাসাং ব্যতিক্রান্তঃ প্রাপ্তাশ্চ স্বং স্বমালয়ম্॥ ৫৯।
অথ প্রাতঃ সমুত্থায় পুনরেকত্র সঙ্গতা।
সা চ মৌনবতী তাভিঃ পরিভুক্তেব লক্ষিতা॥ ৬০।
তূষ্ণীং প্রাপ্যাথ কাশীং সা স্নাত্বা মন্দাকিনীজলে।
সখীভিঃ সহিতা পশ্যল্লিঙ্গং রত্নেশ্বরং মম॥ ৬১।
নির্বর্ত্ত্য নিয়মং সাথ লজ্জামুকুলিতেক্ষণা।
নির্ব্বন্ধেন বয়স্যাভিঃ পরিপৃষ্টা জগাদ হ॥ ৬২।

রত্নাবল্যুবাচ।

অথ রত্নেশযাত্রায়াঃ প্রযাতা সুখমন্দিরম্।
ভবতীষু স্মরন্ত্যেব তদ্রত্নেশবচোঽমৃতম্॥ ৬৩।

তোমাতেই ফলবান হইল, আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিল না। হে প্রিয়সখি! তোমার যেরূপ মনোরথ পূর্ণ হইল আমাদিগের সেরূপ হইল না, তন্নিমিত্ত আমরা ঈর্ষা প্রকাশ করিতেছি না, এইরূপ লৌকিক ব্যবহার আছে বলিয়াই প্রসঙ্গক্রমে ইহা কহিলাম মাত্র॥ ৫:—৫৮॥

হে পার্ব্বতি! তাহারা পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে করিতে ক্ষণকাল মধ্যে অনন্ত গগণপথ অতি তুচ্ছবৎ অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব আলয়ে উপস্থিত হইল॥ ৫৯॥ অনন্তর রজনী প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া রত্নাবলী পুনরায় সখীগণের সহিত একত্র সমবেত হইল। সখীরা তৎকালে তাহাকে সুরতলজ্জিতা নবোঢ়া কামিনীর ন্যায় মৌনবতী নিরীক্ষণ করিল॥ ৬০॥ অনন্তর সেই গন্ধর্ব্বকুমারী মৌনভাবেই কাশীতে আগমনপূর্ব্বক সুরধুনী-নীরে স্নান করিয়া সখীগণের সহিত রত্নেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিল॥ ৬১॥ অতঃপর সখীগণ নির্ব্বন্ধসহকারে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে রত্নাবলী অগত্যা মৌনভঙ্গ করিয়া

সবিশেষাঙ্গসংস্কারাবিশং সম্বেশমন্দিরম্।
নিদ্রাদরিদ্রনয়না তদ্বিলোকনলালসা ॥ ৬৪।
বলাৎ স্বপ্নদশাং প্রাপ্তা ভাবিনোঽর্থস্য গৌরবাৎ।
আত্মবিস্মরণে হেতু ততো মে দ্বৌ বভূবতুঃ ॥ ৬৫।
তন্দ্রীতদঙ্গসংস্পর্শৌ মম বোধাপহারকৌ।
তন্দ্র্যাপরবশাচাসং ততস্তৎস্পর্শনেন চ ॥ ৬৬।
ন জানে ত্বথ কিং বৃত্তং কাহং ক্বাহং স চাথ কঃ।
তন্নির্জ্জিগমিষুং সখ্যো যাবদ্ধর্ত্তুং প্রসারিতঃ ॥ ৬৭।
দোঃ কঙ্কণেন রিপুণা ক্বণিতং তাবদুৎকটম্।
মহতা শিঞ্জিতেনাহং তেনাল্পং পরিবোধিতা ॥ ৬৮।
সুখসন্তানপীযূষহ্রদে পরিনিমজ্জ্য বৈ।
ক্ষণেন তদ্বিয়োগাগ্নিকীলাসু পতিতা বলাৎ ॥ ৬৯।

তাহাদিগকে কহিল, হে সখীগণ! রত্নেশ্বর যাত্রা হইতে প্রতিগমন করিয়া তোমরা শয়নগৃহে প্রবেশ করিলে পর আমি কেবল রত্নেশ্বরের সেই অমৃতময় বাক্যগুলি স্মরণ করিতে লাগিলাম ॥ ৬২। ৬৩ ॥ অনন্তর সুচারু বেশবিন্যাসে অঙ্গরাগ সামাধান করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু নিদ্রা হইল না। তাঁহাকে দর্শন করিবার লালসা এবং ভাবী মনোরথ সিদ্ধির কামনা আমার অন্তরে বলবতী হওয়াতে ক্রমে ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। অত্যন্ত পরিশ্রমজনিত শিথিলতা এবং তাঁহার আলিঙ্গন এই উভয়েই আমার চেতনা হরণ করিল, তাঁহার স্পর্শমাত্রেই আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইল, তিনিই বা কে আমিই বা কে, তিনিই বা কোথায়, আমিই বা কোথায়, তাহার কিছুই আমি জানি না। তিনি প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলে আমি যেমন তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিলাম, তৎক্ষণাৎ আমার যুগল হস্তের কঙ্কন আমার রিপুর স্বরূপ হইয়া পরস্পর সংস্পর্শে ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সেই নিদারুণ কঙ্কন শিঞ্জনে

কিং কুলীয়ঃ স নো বেদ্মি কিংদেশীয়ঃ কিমাখ্যকঃ।
দুনোতি নিতরাং সখ্যস্তদ্বিশ্লেষানলো মহান্॥ ৭০।
অনল্পোৎকম্পিতঞ্চেতঃ পুনস্তৎসঙ্গমাশয়া।
প্রাণানাং মে যিযাসূনামেকমেব মহৌষধম্॥ ৭১।
বয়স্যা নিশি ভুক্তস্য তস্যৈব পুনরীক্ষণম্।
ভবতীনামধীনঞ্চ তৎ পুনর্দর্শনং মম॥ ৭২।
কালীকমালয়ো বক্তিস্নিগ্ধমুগ্ধে সখীজনে।
তদ্দর্শনেন স্থাস্যন্তি প্রাণা যাস্যন্তি চান্যথা॥ ৭৩।
দশমাবস্থাসন্নহ্যেদ্বাধিতুং মাধুনা ভৃশম্।
ইতি তস্যা গিরঃ শ্রুত্বা দূনায়া নিতরাঞ্চ তাঃ॥ ৭৪।

তৎকালে আমার অল্প অল্প চৈতন্যের উদয় হইল। হা সখি! ক্ষণমাত্র আমি সুখসমুদ্ভব পিযুষহ্রদে নিমজ্জিত হইয়া ক্ষণ পরেই তাঁহার দারুণ বিয়োগাগ্নি-শিখায় নিপতিত হইলাম। কোন্ কুলে তাঁহার জন্ম, কোন্ দেশে তাঁহার নিবাস, তাঁহার নামই বা কি, তাহা কিছুই আমি জানি না। সেই নিমিত্ত হে সখি! তাঁহার বিচ্ছেদানল আমার হৃদয়কে একান্ত দগ্ধীভূত করিতেছে। পুনরায় তাঁহার সঙ্গমাশয়ে আমার হৃদয় পুনঃ পুনঃ প্রবলবেগে প্রকম্পিত হইতেছে, প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এক্ষণে আমার জীবন রক্ষার কেবল একটীমাত্র মহৌষধি দেখিতেছি; যিনি নিশাযোগে আমারে দর্শন দিয়াছেন, তাঁহার পুনর্দ্দর্শনই এক্ষণে আমার পক্ষে সেই মহৌষধ। হে সখি! এক্ষণে তোমরা সদয় হইলেই আমি তাঁহার পুনদর্শন প্রাপ্ত হই। পরম স্নেহাস্পদ সখী জনের নিকট কোন্ কামিনী কপট বাক্য প্রয়োগ করে। আমি যথার্থই অকপটে তোমাদিগকে কহিতেছি, পুনরায় তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইলে এ প্রাণ রক্ষা হইবে, নতুবা কোন ক্রমেই আমি জীবিত থাকিব না। হে সখি! এই দেখ আমার দশম দশা উপস্থিত, সেই দশা আমারে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে॥ ৬৪—৭৪॥

প্রবেপমানহৃদয়াঃ প্রোচুর্বীক্ষ্য পরস্পরম্ ॥ ৭৫ ।

সখ্য ঊচুঃ ।

যস্য গ্রামো ন নো নাম নান্বয়ো নাপি বুধ্যতে ।
স কথং প্রাপ্যতে ভদ্রে ক উপায়ো বিধীয়তাম্ ॥ ৭৬ ।
ইতি রত্নাবলী শ্রুত্বা সসন্দেহাঞ্চ তদ্গিরম্ ।
স কথং প্রাপ্যতে ভদ্রে ক উপায়ো বিধীয়তাম্ ॥ ৭৭ ।
ইতি রত্নাবলী শ্রুত্বা সসন্দেহাঞ্চ তদ্গিরম্ ।
বয়স্যাস্তদবাপ্তৌ মে যূয়ং কুণ্ঠি মুমূর্চ্ছ হ ॥ ৭৮ ।
ইত্যর্দ্ধোক্তে ন সা বালা যূয়ং কুণ্ঠিতশক্তয়ঃ ।
যদ্বক্তব্যং ত্বিতি তয়া যূয়ং কুণ্ঠাতি ভাষিতম্ ॥ ৭৯ ।
ততস্তাস্ত্বরিতাঃ সখ্যঃ পরিতাপোপহারকান্ ।
বহুশঃ শীতলোপায়ান্ ব্যধুর্ম্মোহপ্রশান্তয়ে ॥ ৮০ ।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, হে অম্বিকে ! রত্নাবলীর সখীগণ এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনা হইল। তাহারা প্রকম্পিত হৃদয়ে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, হে ভদ্রে ! যাহার নাম ধাম কুল কিছুই পরিজ্ঞাত নহে, হে সখি ! তাহাকে কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়; এক্ষণে ইহার উপায় কি করি ॥ ৭৫ ॥ ৭৬॥ সখীগণের এই সন্দেহসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নাবলী "সখি! তোমরা কি তবে তাঁহাকে আমায় দর্শন করাইতে কুণ্ঠি" এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইল। "তোমরা কি তবে তাঁহাকে আমায় দর্শন করাইতে কুণ্ঠিতা হইলে" হে উমে! এই কয়েকটী কথা বলাই রত্নাবলীর অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই মূর্চ্ছা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥ সখীগণ তদ্দর্শনে বিষম পরিতাপিত চিত্তে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিবিধ শীতল উপকরণে তাহার মূর্চ্ছাপনোদনের নিমিত্ত বিবিধ শুশ্রূষা করিতে লাগিল ॥ ৭৯ ॥ যখন দেখিল তৎসমস্ত উপায়ে মূর্চ্ছা অপনয়ন হইল না, তখন একই সখী অবশেষে রত্নেশ্বরের

ব্যপৈতি ন যদা মূর্চ্ছা তল্লক্ষ্মীতোপচারতঃ।
তস্যাস্তদৈকয়ানীতং রত্নেশস্নপনোদকম্ ॥ ৮১।
তদুক্ষণাৎ ক্ষণাদেব তন্মূর্চ্ছা বিররামহ।
সুপ্তোত্থিতেব সাবাদীন্মুহুঃ শিবশিবেতি চ ॥ ৮২।

স্কন্দ উবাচ।

শ্রদ্ধাবতাং স্বভক্তানামুপসর্গে মহত্যপি।
নোপায়ান্তরমস্ত্যেব বিনেশচরণোদকম্ ॥ ৮৩।
যে ব্যাধয়োঽপি দুঃসাধ্যা বহিরন্তঃশরীরগাঃ।
শ্রদ্ধয়েশোদকস্পর্শাত্তে নশ্যন্ত্যেব নান্যথা ॥ ৮৪।
সেবিতং যেন সততং ভগবচ্চরণোদকম্।
তং বাহ্যাভ্যন্তরশুচিং নোপসর্পতি দুর্গতিঃ ॥ ৮৫।
আধিভৌতিকতাপঞ্চ তাপং বাপ্যাধিদৈবিকম্।
আধ্যাত্মিকং তথা তাপং হরেচ্ছ্রীচরণোদকম্ ॥ ৮৬।

স্নানোদক আনয়ন করিল। সেই বারি গাত্রে প্রক্ষেপ মাত্রেই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। রত্নাবলী যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় প্রবোধিত হইয়া মুহুর্মুহু 'শিব শিব' নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮০—৮২ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! শ্রদ্ধাবান শিবভক্তগণের মহা মহা বিপদে বিশ্বেশ্বরের চরণামৃত বিনা নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই ॥ ৮৩ ॥ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের চরণামৃত পান করিলে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সমস্ত অচিকিৎসনীয় ব্যাধি বিধ্বংশিত হয় ॥ ৮৪ ॥ যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সতত বিশ্বেশ্বরের চরণোদক পান করেন, তাঁহার বহিরন্তর বিশুদ্ধ হয়, তাহাকে আর কখন দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না ॥ ৮৫ ॥ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের চরণামৃত পান করিলে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সমস্ত তাপ দূরীভূত হয় ॥ ৮৬ ॥

ব্যপেতসংজ্বরা চাথ গন্ধর্ব্বতনয়া মুনে।
উচিতজ্ঞেতি হোবাচ তাঃ সখীঃ স্নিগ্ধধীরধীঃ ॥ ৮৬।

রত্নাবল্যুবাচ।

শশিলেখেঽনঙ্গলেখে চিত্রলেখে মদীহিতে।
যূয়ং কুণ্ঠিতসামর্থ্যাঃ কুতো বস্তাঃ কলাঃ ক্ব বা ॥ ৮৭।
মৎপ্রিয়প্রাপ্তয়ে সম্যগুপায়োঽস্তি ময়েক্ষিতঃ।
রত্নেশ্বরানুগ্রহতোঽনুতিষ্ঠত হিতং হিতাঃ ॥ ৮৮।
শশিলেখেঽভিলষিতপ্রাপ্ত্যৈ লেখাংস্ত্বমালিখ।
সংলিখানঙ্গলেখে ত্বং যূনঃ সর্ব্বাবনীচরান্ ॥ ৮৯।
চিত্রজ্ঞে চিত্রলেখে ত্বং পাতালতলশায়িনঃ।
কিঞ্চিদাবির্ভবচ্চারুতারুণ্যালঙ্কৃতীন্ লিখ ॥ ৯০।
অথাকর্ণ্যেতি তাঃ সখ্যস্তচ্চাতুর্য্যং প্রবর্ণ্য চ।
লিলিখুঃ ক্রমশঃ সখ্যো যূনো যৌবনশেবধীন্ ॥ ৯১।

হে কুম্ভযোনে! সেই গন্ধর্ব্বকুমারী রত্নাবলী মূর্চ্ছাভঙ্গে সম্পূর্ণ চৈতন্য লাভ করিয়া তাহার অভিপ্রেতসাধিনী বুদ্ধিমতী সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, শশীলেখে! অনঙ্গলেখে! চিত্রলেখে! তোমরা আমার অভিপ্রেত সাধনে অসমর্থ হইলে; তোমাদিগের কলা শাস্ত্রশিক্ষার কি এই ফল হইল ॥ ৮৬। ৮৭ ॥ আমি দেখিতেছি আমার প্রিয় সমাগমের কেবল একটী-মাত্র উপায় আছে, সেই উপায় একমাত্র রত্নেশ্বরের অনুগ্রহ, অতএব হে সখি! যাহাতে সেই অনুগ্রহ লাভ হয়, তোমরা তাহার অনুষ্ঠান কর। ৮৮ ॥ হে শশিলেখে! তুমি সমস্ত দেবগণের আলেখ্য চিত্র কর, হে অনঙ্গ-লেখে! এই অবনীমধ্যে যত রূপবান যুবা পুরুষ আছেন, তুমি তাহাদিগের প্রতিরূপ চিত্র কর। হে চিত্রকুশলা চিত্ররেখে! তুমিও রসাতলবাসী সমস্ত সুকুমার পুরুষগণের চিত্রপট প্রস্তুত কর ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥ সখীগণ তাহাদিগের

নির্য্যৎকৌমারলক্ষ্মীকান্ পুংবত্ত্বশ্রীসমাবৃতান্ ।
প্রাতঃসন্ধ্যেব গন্ধর্ব্বী নৃপাদ্যাংস্তানবৈক্ষত ॥ ৯২ ।
সর্ব্বান্ সুরনিকায়ান্ সা ব্যলোকত শুভেক্ষণা ।
ন চাঞ্চল্যং জহাবক্ষ্ণোস্তেষু স্বর্লোকবাসিষু ॥ ৯৩ ।
ততো মধ্যমলোকস্থান্ মুনিরাজকুমারকান্ ।
বিলোক্যাপি ন সা প্রীতিং ক্বাপ্যাপ প্রেমনির্ভরাম্ ॥৯৪।
অথ রত্নাবলী বালা কর্ণাভ্যর্ণবিলোচনা ।
দৃশৌ ব্যাপারয়ামাস বলিসদ্মযুবস্বপি ॥ ৯৫ ।
দিতিজান্ দনুজান্ বীক্ষ্য সা গন্ধর্ব্বী কুমারকান্ ।
রতিং ববন্ধ ন ক্বাপি তাপিতা মান্মথৈঃ শরৈঃ ॥ ৯৬ ।
সুধাকরকরস্পৃষ্টাপ্যতি দূনাঙ্গযষ্টিকা ।
পশ্যন্তী নাগযূনঃ সা কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিতাঽভবৎ ॥ ৯৭ ।
ভোগিনস্তান্ বিলোক্যাপি চিত্রং চিত্রগতানথ ।
মনাক্সম্ভুক্তভোগেব ক্ষণমাসীৎ কুমারিকা ॥ ৯৮ ।

চিত্রচাতুর্য্যের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যুবাপুরুষের আলেখ্য চিত্রিত করিল ॥ ৯১ ॥

শুভেক্ষণা গন্ধর্ব্বকুমারী সেই সকল চিত্রপটে স্বর্গবাসী সমস্ত সুরগণ, মর্ত্ত্যবাসী বিগত যৌবন পুরুষ, লক্ষণসম্পন্ন সমস্ত রাজা ও মুনিকুমার প্রভৃতিকে, উপেক্ষিত প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের ন্যায় একে একে নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনে প্রীতি জন্মিল না, নয়নের চাঞ্চল্যও বিগত হইল না। অনন্তর সেই আকর্ণবিশ্রান্তলোচনা রত্নাবলী ক্রমে ক্রমে দৈত্য ও দানবগণকে অবলোকন করিলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রীতি হইল না, বরং ক্রমশই মন্মথশরে অধিকতর পরিতপ্ত হইলেন। ৯২—৯৬ ॥ সুধাকর করস্পর্শে তাঁহার গাত্র যেন দগ্ধ হইতে লাগিল; অবশেষে সেই বিরহসন্তপ্তা গন্ধর্ব্ববালা পাতালনিবাসী রূপযৌবনসম্পন্ন নাগ

যূনঃ প্রত্যেকমদ্রাক্ষীদশেষান্ শেষবংশজান্।
তক্ষকান্ বয়গাংস্তদ্বদথ বাসুকিগোত্রজান্॥ ৯৯।
পুলীকানন্তকর্কোটভদ্রসন্তানগানপি।
দৃষ্টা নাগকুমারাংস্তান্ শঙ্খচূড়মথৈক্ষত॥ ১০০।
শঙ্খচূড়েক্ষণাদেব পরাং লজ্জাং বভার সা।
উদ্ভিন্নপুলকাপ্যাসীদঙ্গপ্রত্যঙ্গসন্ধিষু॥ ১০১।
তত্ৰপাভরতোঽজ্ঞায়ি তৎকৌমারহরো বরঃ।
তয়া বৈদগ্ধবরয়া ক্ষণতশ্চিত্রলেখয়া॥ ১০২।
অথ চিত্রপটীং চিত্রলেখা চিত্রপটাঞ্চলম্।
পরিক্ষিপ্যাবৃণোৎ তূর্ণং পরিহাসৈকপেশলা॥ ১০৩।
রত্নাবলী চিত্রলেখাং হ্রিয়া মৌনাবলম্বিনী।
দৃশা কুটিলয়াদ্রাক্ষীৎ প্রস্ফুরদ্দশনাম্বরা॥ ১০৪।

সন্তানগণের চিত্রপটে নেত্রপাত করিলেন ॥৯৭॥ তৎকালে তাঁহার সন্তপ্তচিত্তে কিয়ৎ পরিমাণে উল্লাসের সঞ্চার হইল। ক্ষণকাল তিনি যেন অল্প পরিমাণে সুখানুভব করিলেন॥ ৯৮॥ তক্ষক, বাসুকি, অনন্ত, কর্কোট, ও ভদ্র প্রভৃতি অশেষবিধ শেষসন্তানগণকে নয়নগোচর করিয়া অবশেষে শঙ্খচূড়ের প্রতি তাঁহার নেত্র নিপতিত হইল॥ ৯৯॥ ১০০॥ শঙ্খচূড়কে নয়নগোচর করিবামাত্র রত্নাবলী লজ্জাবতী হইলেন। সেই লজ্জাপুলকে তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল॥ ১০১॥ চিত্রলেখা তাঁহাকে লজ্জাবিনম্রমুখী অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারিল যে, ইঁনিই তবে ইঁহার কৌমারহারক প্রিয়তম বল্লভ॥ ১০২॥ এইরূপ অবধারণ করিয়াই পরিহাসকুশলা চিত্রলেখা তৎক্ষণাৎ বিচিত্র বসনাঞ্চলে চিত্রপট আবৃত করিয়া ফেলিল॥ ১০৩॥ লজ্জাবনতবদনা মৌনাবলম্বিনী রত্নাবলী তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কুটিলনয়নে চিত্রলেখা, অনঙ্গলেখা ও শশিলেখার প্রতি কটাক্ষপাতপূর্ব্বক সেই চিত্রপট হইতে চিত্রলেখা-

কৃতার্ক্ষিতানঙ্গলেখা তয়াথ শশিলেখয়া।
চিত্রলেখা পরিক্ষিপ্তপটাঞ্চলমপাকরোৎ॥ ১০৫।
বসুভূতিসুতা সাঽথ কন্যা রত্নাবলী শুভা।
শঙ্খচূড়ান্ববায়ে তং রত্নচূড়মবৈক্ষত॥ ১০৬।
তদীক্ষণক্ষণাদ্দৃষ্টিরানন্দাশ্রুভিরাবৃতা।
কপোলভিত্তিরভবৎ স্বেদোদকণিকাঞ্চিতা॥ ১০৭।
চকম্পে গাত্রলতিকা ধৃতরোমাঞ্চকঞ্চুকা।
চিত্রন্যস্তেব তস্তম্ভ ক্ষণং মুকুলিতাননা॥ ১০৮।
ততঃ সা চিত্রলেখা তামেত্যাশ্বাসয়দাতুরাম্।
ঔৎসুক্যং ব্রজ গন্ধর্ব্বি সিদ্ধস্তেঽদ্য মনোরথঃ॥ ১০৯।
এতস্যাবগতং সর্ব্বং দেশনামান্বয়াদিকম্।
মা বিষীদালি সুলভস্ত্বেষ রত্নেশ্বরার্পিতঃ॥ ১১০।

প্রক্ষিপ্ত আবরণ বস্ত্র অপসারিত করিলেন॥ ১০৪॥ ১০৫॥ তদবসরে শঙ্খচূড়-বংশীয় রত্নচূড়ের প্রতি গন্ধর্ব্বরাজকুমারী রত্নাবলীর নয়ন নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র রত্নাবলীর সুকোমল কপোল যুগলে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা লক্ষিত হইল, নয়নযুগলে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। শরীরে স্তম্ভ, রোমাঞ্চ ও বেপথুর আবির্ভাব হইল। ক্ষণকাল সেই গন্ধর্ব্বকুমারী মুকুলিতাক্ষী হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন॥ ১০৬—১০৮॥ রহস্যপ্রিয় চিত্রলেখা তাঁহাকে তদবস্থ দর্শনে আশ্বাস প্রদানার্থ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কহিল, হে গন্ধর্ব্বরাজকুমারি! অদ্য তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইল, অতএব আনন্দ প্রকাশ কর। অহো! রত্নেশ্বর আমাদিগের সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা, তিনি তোমার অনুরূপ বরপ্রাপ্তির উপায় বিধান করিয়া, তোমাকে পরিতুষ্ট করিলেন, তোমার সেই অপরিজ্ঞাত প্রিয়তমের নাম, ধাম ও কুল আমরা জানিতে পারিলাম, এক্ষণে অতি সহজেই তাঁহাকে প্রাপ্ত

অহো সদৃগ্বরাবাপ্ত্যা রত্নেশেনাসি তোষিতা।
উত্তিষ্ঠ যামঃ সদনং রত্নেশঃ সর্ব্বদো হি নঃ॥ ১১১
অথ দৈববশাৎ যান্ত্যস্তাদৃষ্টা গগনাধ্বগাঃ।
সুবাহুনা দানবেন পাতালতলবাসিনা॥ ১১২।
গৃহীত্বা তাশ্চ তিস্রোপি নিরগাদ্দানবো গৃহম্।
হরির্বিকটদংষ্ট্রাস্যঃ প্রান্তরে হরিণীরিব॥ ১১৩।
তাস্তং বিলোক্য গন্ধর্ব্ব্যো দংষ্ট্রাবিকটিতাননম্।
রুধিরারুণনেত্রঞ্চ জাতা বেপথুভূময়ঃ॥ ১১৪।
হা মাতর্হা পিতস্ত্রাহি হা বিধে মা বিধে হি তৎ।
যদেতৎ কর্ত্তুমারব্ধমনাথাস্বতিনিষ্ঠুরম্॥ ১১৫।
হা দৈব মন্দভাগ্যাভিঃ কিমস্মাভিরনুষ্ঠিতম্।
সুকৃতেতরবার্ত্তাপি নোচিন্তেব্যা হ্যতা ক্বচিৎ॥ ১১৬

হইতে পারিব। অতএব হে প্রিয়সখি! কেন আর বৃথা বিষাদিনী হও, গাত্রোত্থান কর, চল আমরা গৃহে গমন করি॥ ১০৯—১১১॥

অনন্তর সেই আকাশপথগামিনী গন্ধর্ব্বকন্যাগণ যৎকালে শূন্যমার্গে গমন করিতেছিল, দৈবাৎ সেই সময়ে সুবাহু নামে পাতালবাসী এক দানব তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। বিকটদংষ্ট্র সিংহ যেমন প্রান্তরচারিণী হরিণীকে আক্রমণ করে, সেই দানব সেইরূপে তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক উৎক্ষিপ্ত করিয়া দানবপুরীতে প্রস্থান করিল। কুমারীগণ সেই বিকটদন্ত লোহিতারুণনেত্র দুর্দ্ধর্ষ দানবকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রবলবেগে প্রকম্পিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল, "হা মাতঃ! হা তাতঃ! পরিত্রাণ কর! পরিত্রাণ কর! হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল! আমরা অনাথা, আমাদের প্রতি তুমি যেরূপ নিদারুণ নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, মিনতি করি, ক্ষান্ত হও, অনাথার প্রতি কদাচ এমন বিধান করিও না। হা দৈব! এই অভাগিনীরা তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছিল; আমরা বালিকা,

শিশুক্রীড়নকং হিত্বা হিত্বা রত্নেশ্বরার্চ্চনম্।
পিত্রোঃ স্বাধীনসচ্চেষ্টা ইষ্টং বিদ্মো ন কিঞ্চন॥ ১১৭।
অধোভুবনগাদীনহীনা নাথেন কোঽত্র নঃ।
ত্রাতি ত্রাণার্থিনী র্বালাঃ শম্ভো রত্নেশ সর্ব্বগ॥ ১১৮।
ইত্থং গন্ধর্ব্বতনয়া বিলপন্তীঃ কৃপাতুরম্।
শুশ্রাব নাগরাজোসৌ রত্নচূড়ো মহামনাঃ॥ ১১৯।
কোঽসৌ মৎস্বামিনো নাম রত্নেশস্য মহেশিতুঃ।
লিঙ্গরাজস্য গৃহ্লাতি কর্ম্মবন্ধনভেদিনঃ॥ ১২০।
পুনরপ্যার্ত্তরাবং স শ্রুত্বা বালামুখেরিতম্।
রত্নেশরক্ষরক্ষেতি গৃহীতাস্ত্রো বিনির্যযৌ॥ ১২১।
তং বসাসবপানেন মহামাংসনিষেবণাৎ।
অত্যন্তোন্মত্তদুশ্চেষ্টং রত্নচূড়ো নিরৈক্ষত॥ ১২২।
অধ্যাক্ষিপচ্চ রে দুষ্ট শিষ্টকন্যাপহারক।
মদ্দৃষ্টিগোচরং যাতঃ ক্ব যাস্যস্যদ্য রেঽধম॥ ১২৩।

কদাচ কোন দুষ্কর্ম্ম মনেও কল্পনা করি নাই। আমরা কেবল বাল্যক্রীড়া করি, রত্নেশ্বরের অর্চ্চনা করি, মাতা পিতার ইচ্ছানুসারেই সমস্ত কার্য্য করি, তদ্ভিন্ন আমারা আর কোন অভীষ্ট কার্য্য জানি না। আমরা এক্ষণে অনাথিনী হইয়া পাতালবাসিনী হইয়াছি। হে শম্ভো! হে রত্নেশ্বর! হে সর্ব্বগ! এই পরিত্রাণার্থিনী বালিকাগণকে এ বিপদে কে রক্ষা করিবে! গন্ধর্ব্বকুমারীগণ এইরূপ করুণস্বরে বিলাপ করিতেছিল, নাগরাজ রত্নচূড় তাহাদিগের সেই রোদনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কে এমন সময় আমার সেই কর্ম্মবন্ধনবিমোচন ইষ্টদেব মহেশ্বরের রত্নেশ্বর নামোচ্চারণ করিয়া রোদন করিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় সেই বালিকাগণের বদনবিনির্গত, হে রত্নেশ্বর! রক্ষা কর! রক্ষা কর! এইরূপ আর্ত্তনাদ শব্দ শ্রবণ করিয়া রত্নচূড় সশস্ত্র গৃহ

মম বাণহতপ্রাণঃ প্রয়াণং কুরু দুর্ম্মতে।
আর্ত্তত্রাণোদ্যতমতে বৈবস্বতপুরং প্রতি॥ ১২৪।
রত্নেশ্বরস্য যৈর্নাম প্রলয়াপদ্যপি স্ফুটম্।
গৃহীতং ন ভবাদৃগ্‌ভ্যস্তেষু ভীতির্ভয়াত্মসু॥ ১২৫।
রত্নেশ্বরমহানাম কৃতত্রাণাস্তু যে নরাঃ।
তেষাং জন্মজরাব্যাধিকলিকালভয়ং কুতঃ॥ ১২৬।
ইত্যুক্ত্বা তা ভয়ত্রস্তাস্তন্মুখপ্রহিতেক্ষণাঃ।
ব্যাঘ্রঘ্রাতা ইব মৃগীর্মা ভৈষিষ্টেত্যুবাচ সঃ॥ ১২৭।
ইত্যাশ্বাস্যাথ গন্ধর্ব্বীঃ স বৈ ভুজগরাজজঃ।
আকর্ণপূর্ণমাকৃষ্য কোদণ্ডং প্রহিণোচ্ছরম্॥ ১২৮।
সোঽপি ক্রুদ্ধো দনুজরাট্ পদাস্পৃষ্টভুজঙ্গবৎ।
আবিধ্য কালদণ্ডাভং পরিঘং ব্যসৃজন্ মহৎ॥ ১২৯।

হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে সেই নরমাংসমজ্জাভোজী সুরাপান প্রমত্ত দুর্দ্দান্ত দানব তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। নাগরাজ তাহাকে দর্শন করিয়া সরোষে সদর্পে তাড়নাপূর্ব্বক কহিলেন, রে দুষ্ট! রে শিষ্ট-কন্যাপহারক! রে দৈত্যাধম! তোর আর নিস্তার নাই! তুই যখন আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়াছিস্, তখন আর অদ্য কোথায় পলায়ন করিবি? রে দুর্ম্মতে! অদ্য আমার শরেই প্রাণত্যাগ কর। আর্ত্ত ব্যক্তিগণের পরিত্রাণার্থ আমি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করি। প্রলয়কালেও যে ব্যক্তি রত্নেশ্বরের নাম গ্রহণ করে, তোদের তুল্য পাপিষ্ঠ হইতে তাহাদিগের কোন ভয় থাকে না। যাহারা রত্নেশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া পরিত্রাণার্থী হয়, তাহাদিগের জরামরণ ব্যাধি এবং কলিকাল ভয় কোথায়? শার্দ্দূলকবলিতা হরিণীর ন্যায় ভয়-গ্রস্তা গন্ধর্ব্বকুমারীগণ সজলনয়নে একদৃষ্টে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, রত্নচূড় তাহাদিগকে মাভৈঃ বাক্যে অভয় প্রদান করিলেন। কুমারীগণকে এইরূপ আশ্বাস বাক্যে প্রবোধিত করিয়া ভুজগরাজ আকর্ণধনুর্গুণ আকর্ষণ-

হৃদি রত্নেশ্বরং লিঙ্গং যস্য সম্যগ্বিজৃম্ভতে।
অলাতদণ্ডবত্তস্মিন্ কালদণ্ডোপি জায়তে॥ ১৩০।
অন্তরেব স চিচ্ছেদ পরিঘঞ্চ সদেষুভিঃ।
দুর্বৃত্তস্য যথেহায়ুর্বিচ্ছিদ্যেতান্তরৈব হি॥ ১৩১।
ততোঽস্য বাণং চিক্ষেপ কালানলসমপ্রভম্।
স বাণস্তস্য হৃদয়ং প্রবিশ্য প্রগবেষ্য চ॥ ১৩২।
প্রাণানস্য বিনির্ঘাত্য স্বয়ং দূরমগাৎ পুনঃ।
হৃদিস্থং তস্য দৌরাত্ম্যং সর্ব্বং বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ॥ ১৩৩।
দিগঙ্গনাপুরঃখ্যাতুমিব নাগাশুগোগতঃ॥ ১৩৪।
অন্যায়োপার্জ্জিতৈর্দ্রব্যৈর্যঃ সুখং ভোক্তুমিচ্ছতি।
তানি দ্রব্যাণি যান্ত্যেব সপ্রাণানি কুতঃ সুখম্॥ ১৩৫।
ইতি তং দানবং হত্বা নাগরাজো মহাবলী।
প্রত্যুবাচাথ তাঃ কন্যাঃ কা যূয়ং কস্য চাত্মজাঃ॥ ১৩৬।

পূর্ব্বক এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। দানবরাজ সুবাহু বাণবিদ্ধ হইয়া মর্দ্দিত-লাঙ্গূল ভুজঙ্গের ন্যায় সক্রোধে আস্ফালন ও গর্জ্জনপূর্ব্বক কালদণ্ড-সন্নিভ এক গদা নিক্ষেপ করিল। যাঁহার হৃদয়ে রত্নেশ্বর নিত্য বিরাজ করেন, তাঁহার পক্ষে নিদারুণ কালদণ্ডও তৃণতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান হয়॥ ১১২—১৩০॥

নাগরাজ রত্নচূড় একবাণে সেই দুর্ব্বৃত্ত দানবের গদা ছেদন পূর্ব্বক অপর একবাণে তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত কালাগ্নিসদৃশ সেই শর সুবাহুর মর্ম্মবিদারণপূর্ব্বক তাহার দুশ্চেষ্টিত পরিজ্ঞাত হইয়া দিগঙ্গনাগণকে যেন এই কথা বলিবার নিমিত্তই অগ্রসর হইল যে, যাহারা ন্যায়মার্গ পরিহার পুরঃসর কোন দ্রব্য লাভ করে, এইরূপেই তাহাদিগের সেই লব্ধবস্তু হস্তভ্রষ্ট হয়, এবং সেই সঙ্গে তাহাদিগের প্রাণবায়ুও বহির্গত হইয়া যায়। তাহাতে কদাচ তাহাদিগের সুখভোগ হয় না॥ ১৩১—১৩৫॥

নাগরাজ মহাবল রত্নচূড় এইরূপে সুবাহু দানবের প্রাণ বিনাশ করিয়া,

দুরাত্মনা কুতোঽনেন সঙ্গতা দনুজন্মনা।
ক্ব বা রত্নেশ্বরং লিঙ্গং ভবতীভির্বিলোকিতম্ ॥ ১৩৭।
যস্য নামাক্ষরোচ্চারাদ্ ব্যপেরণ্ পরমাপদঃ।
যূয়মাশু তদাখ্যাত যেন জানামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৩৮।
ইতি শ্রুত্বা গিরস্তস্য নিতরাং প্রেমনির্ভরাঃ।
পরস্পরং মুখং বীক্ষ্য কোঽসৌ স্যাদ্দৃষ্টপূর্ব্ববৎ ॥১৩৯।
অকারণসখা কোঽসৌ প্রান্তরে সমুপস্থিতঃ।
নিজপ্রাণান্ পণীকৃত্য যেন ত্রাতাঃ স্ম বালিকাঃ ॥ ১৪০।
অস্য সন্দর্শনাদেব স্বভাবচপলান্যপি।
মন্থরাণীন্দ্রিয়াণি স্যুঃ পরিপীয় সুধামিব ॥ ১৪১।
যাতুমন্যত্র নো নেত্রে প্রোৎসহে তে যথা তথা।
অন্যদ্বস্ত্বন্তরং প্রেক্ষ্য রমণীয়তরন্ত্বপি ॥ ১৪২।
বচঃ পীযূষমাধুর্য্যং নিতরাং প্রাপ্য নঃ শ্রুতী।
শব্দান্তরগ্রহাপেক্ষাং ন কুর্ব্বাতে স্বজন্মনঃ ॥ ১৪৩।

সেই গন্ধর্ব্বকন্যাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার কন্যা? এই দুরাত্মা দানব তোমাদিগকে কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছিল? এবং যাঁহার নামে মহা মহা বিপদ ভঞ্জন হয়, তোমরা কোথাই বা সেই রত্নেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলে? এই সকল তত্ত্ব শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিতেছে, অতএব তোমরা ইহার স্বরূপ বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর ॥ ১৩৬—১৩৮ ॥ তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমারীগণ প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া পরস্পর এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল যে, সখি! কে ইনি? ইঁহাকে যেন দৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায় বোধ হইতেছে। ইনি আত্মপ্রাণ পণ করিয়া, এই বালিকাগণকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই প্রান্তরে সমুপস্থিত হইয়াছেন, হে সখি! কোন্ মহাত্মা আমাদিগের এই অকারণ মিত্র? ইঁহাকে সন্দর্শন করিয়া, স্বভাবচঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ

আপ্লুতঃ পঙ্গুতামেতৌ পাদৌ নশ্চঞ্চলাবপি।
অমুং যুবানমালোক্য চৌরং নঃ সন্মনোমণেঃ॥ ১৪৪॥
ইতি ব্রুবন্ত্যস্তা বালাঃ পরস্পরমনুল্বণম্।
দৃষ্টাপি চিত্রমধ্যস্থং বিবিদুস্তন্নবালিকাঃ॥ ১৪৫।
অতীব ভীষণাকারদনুজস্যাতিসাধ্বসাৎ।
অন্ধীভূতেক্ষণাস্তন্নাজ্ঞাসিষুর্হরিণীক্ষণাঃ॥ ১৪৬।
উচুশ্চ তং যুবানং তা নিজজীবিতরক্ষিণম্।
যদঙ্গ ভবতা পৃষ্টং স্নেহনির্ভরচেতসা॥ ১৪৭।
তদাচক্ষ্মহে সর্ব্বমবধেহি ক্ষণং মনঃ।
ইয়ং গন্ধর্ব্বরাজস্য বসুভূতেস্তনূদ্ভবা॥ ১৪৮।
কন্যা রত্নাবলী নাম গুণরত্নমহাখনিঃ।
বয়ং বয়স্যা এতস্যাশ্ছায়েবানুগতাঃ সদা॥ ১৪৯।

নিরুদ্ধ হইতেছে, এই সুমধুর রূপামৃত পান করিয়া আমাদের নেত্র আর কোন রমণীয় বস্তু দর্শনে অভিলাষ করিতেছে না। ইঁহার বচনামৃত পান করিয়া আমাদিগের শ্রবণ অপর কোন শব্দ শ্রবণে অভিলাষী হইতেছে না। এই চিত্তচোর যুবাকে অবলোকন করিয়া আমাদের স্বভাব-চঞ্চল চরণযুগল যে পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে॥ ১৩৯—১৪৪॥

রত্নচূড়ের সুকুমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া হরিণীক্ষণা কুমারীগণ পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিল। যদিও তাহারা চিত্রপটে এইরূপ মূর্তি দর্শন করিয়াছিল, তথাপি সেই ভীষণাকার দানবের ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হওয়াতে তৎকালে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না॥ ১৪৫॥ ১৪৬॥ অনন্তর তাহারা তাহাদিগের জীবনদাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে মহাত্মন্! তুমি স্নেহ পরবশ হইয়া যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, ক্ষণকাল অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর, এই কথা বলিয়া রত্নাবলীকে নির্দ্দেশ করিয়া একজন সখী কহিল, ইনি গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতির তনয়া,

আরভ্য বাল্যমপ্যেষা লিঙ্গং রত্নেশ্বরাভিধম্।
যাতি পিত্রাপ্যনুজ্ঞাতা কাশ্যামর্চ্চয়িতুং সদা॥ ১৫০।
বরোঽপি দত্তস্তেনাস্যৈ প্রসন্নেনাতি শম্ভুনা।
হরিষ্যতীতি যঃ স্বপ্নে কৌমারং তে কুমারিকে॥ ১৫১।
তব নাম সমানাখ্যঃ স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।
যুবানং স্বপ্নভোক্তারং প্রাপ্যাপ্যেষা সুদুঃখিতা॥১৫২।
পুনস্তদ্বিরহোত্থেন বহ্নিনাতীব তাপিতা।
কলাকৌশল্যতোঽস্মাভিঃ সোঽপি চিত্রে প্রদর্শিতঃ॥১৫৩
যস্য ন গ্রামনামাপি নান্বয়োপ্যববুধ্যতে।
তং দৃষ্ট্বা চিত্রলিখিতমপ্যেষা জীবিতা পুনঃ॥ ১৫৪।
ততো রত্নেশ্বরং নত্বা স্বগৃহায়োৎসুকাভবৎ।
যান্তীস্ততোঽনয়া সার্দ্ধং প্রান্তরে গগনাধ্বনি॥ ১৫৫।
অতর্কিতাগমশ্চাস্মান্ ধৃত্বা পাতালমাবিশৎ।
অনন্তরং ভবানেব তং বেত্তি দনুজাধমম্॥ ১৫৬।

ইঁহার নাম রত্নাবলী, ইনি সমস্ত গুণরত্নের আকর, আর আমরা ইঁহার ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী সহচরী। শৈশবাবধি আমরা রত্নেশ্বর লিঙ্গের পূজা করি; ইনি সর্ব্বদা পিতার অনুজ্ঞাক্রমে রত্নেশ্বর লিঙ্গের আরাধনার নিমিত্ত কাশীধামে গমন করেন। রত্নেশ্বর ইঁহাকে সুপ্রসন্ন হইয়া এই বর দিয়াছেন যে, স্বপ্নে যাহাকে তুমি দর্শন করিবে, তিনিই তোমার পতি হইবেন। তাহার নাম তোমার নামের অনুরূপ হইবে। এই গন্ধর্ব্বরাজকুমারী এক যুবা পুরুষকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া অতিশয় বিষাদিনী হন। ইনি ক্রমে ক্রমে তদ্বিচ্ছেদে পরিতপ্ত হওয়াতে, আমরা চিত্র বিদ্যা প্রভাবে ইঁহাকে এক এক খানি চিত্রপট প্রদর্শন করি। স্বপ্নে যাহাকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নাম, ধাম, কুল কিছুই পরিজ্ঞাত ছিল না; চিত্রপটে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, কথঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তে ইনি জীবন ধারণ করিতেছেন। কাশীতে রত্নেশ্বর দর্শন করিয়া,

অঙ্গ ইত্যেব বৃত্তান্তো নিজোঽস্মাভিরুদীরিতঃ।
প্রসাদং কুরু চাস্মাকং পুরঃ কোঽসি কৃপানিধে॥ ১৫৭।
যদা প্রভৃতি চাস্মাভিঃ স দৃষ্টো দুষ্টদানবঃ।
তদা প্রভৃতি নো নেত্রে বিদ্যুতেব হতপ্রভে॥ ১৫৮।
কান্দিশীকা ভয়ত্রাতর্ন বিদ্মঃ কিঞ্চিদেব হি।
ক্ব বয়ং কা বয়ং কস্ত্বং কিং জাতং কিং ভবিষ্যতি॥১৫৯।
নিশম্যেতি স পুণ্যাত্মা নাগরাজকুমারকঃ।
আশ্বাস্য তা ভয়ত্রস্তাঃ প্রোবাচেদঞ্চ পুণ্যধীঃ॥ ১৬০।
ময়া সহ সমায়াত রত্নেশং দর্শয়ামি বঃ।
ইত্যাহূয় স তা নিন্যে ক্রীড়াবাপীং সুখোদকাম্॥১৬১।
বিচিত্রমণিসোপানাং হংসকোককৃতারবাম্।
কবীনাং বাসিতব্যাজাৎ স্বাগতং কুর্ব্বতীমিব॥ ১৬২।

আমরা সমুৎসুকচিত্তে প্রতিগমন করিতেছি, ইত্যবসরে এই দুর্ব্বৃত্ত দানব আমাদিগকে হরণ করিয়া, এই পাতালপুরীতে আনয়ন করিয়াছে, তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি পরিজ্ঞাত আছ। হে কৃপানিধে! এই আমরা আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম, এক্ষণে তুমি কৃপা করিয়া পরিচয় দাও। তুমি কে? হে ভয়ত্রাতঃ! আমরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি, যদবধি সেই দুষ্ট দানব আমাদিগের নয়নপথে পতিত হইয়াছে, তদবধি আমাদিগের নয়ন যেন বজ্রাহত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। আমরা কোথায়? কে আমরা? তুমিই বা কে? কি ঘটনা হইয়াছে? ইহার পরেই বা কি হইবে? হে মহানুভব! তাহার কিছুই আমরা জানি না॥ ১৪৭—১৫৯॥

সেই পবিত্রচিত্ত পুণ্যাত্মা নাগরাজ-কুমার, কামিনীগণের এই সকল করুন-বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনরায় তাহাদিগকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, হে কামিনীগণ! তোমরা আমার সহিত আগমন কর, আমি তোমাদিগকে রত্নেশ্বর দর্শন করাইব; এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া

তত্র তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ ক্রীড়াবাপ্যাং নিমজ্য তাঃ।
সচৈলপুষ্পাভরণাঃ প্রোন্মমজ্জুস্ততঃ পুনঃ ॥ ১৬৩।
বহির্নির্গত্য গন্ধর্ব্ব্যঃ পশ্যন্ত্যঃ স্থগিতা ইব।
রত্নেশালয়মালোক্য কালরাজসমীপতঃ ॥ ১৬৪।
পরস্পরং ততঃ প্রোচুর্গন্ধর্ব্ব্যো বিস্মিতা ইব।
স্বপ্নোঽয়ং কিং নু বা সত্যং খেলো রত্নেশ্বরস্য বা ॥ ১৬৫।
বয়মেব হি বা ভ্রান্তা গন্ধর্ব্ব্যো ন বয়ং কিমু।
কিমেতন্নৈব জানীম ঐন্দ্রজালিকখেলবৎ ॥ ১৬৬।
এষোত্তরবহা গঙ্গা স্ফুটমেব ভবেদিহ।
শঙ্খচূড়স্য বাপ্যেষা শঙ্খচূড়ালয়স্ত্বসৌ ॥ ১৬৭।

স্বচ্ছসলিলা ক্রীড়াবাপীতে গমন করিলেন। সেই বাপীর সোপানাবলী মণিময়, হংস কোক প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ তাহার আবরণ বসন স্বরূপ; পক্ষীগণ কলরব করিয়া যেন নানাস্বরে পরিতপ্ত পান্থগণকে শীতল হইবার নিমিত্ত আহ্বানপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিতেছে। তথায় তাহারা গন্ধর্ব্বরাজ রত্নচূড়ের অনুমতিক্রমে পুষ্পাভরণা হইয়া সেই বস্ত্রেই বারম্বার সেই ক্রীড়াবাপীতে অবগাহন করিল। শিরোত্তোলন করিয়াই তাহারা দেখিল, সম্মুখে কালভৈরবের সমীপস্থ রত্নেশ্বরের বিচিত্র প্রাসাদ। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহারা বিস্মিতনয়নে পরস্পর এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! ইহা কি স্বপ্ন? না যথার্থই রত্নেশ্বরের লীলাখেলা? আমরা কি ভ্রান্ত হইয়াছি? আমরা কি তবে সেই গন্ধর্ব্বকুমারী নহি? কি আশ্চর্য্য! এই উত্তর-বাহিনী ভাগীরথী সম্মুখভাগে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইতেছেন। আমরা এই ঐন্দ্রজাল-ক্রীড়াবৎ ব্যাপারের কিছুই মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ১৬০—১৬৬ ॥ এই পঞ্চনদ তীর্থ, এই বাগীশ্বরের আলয়, ইঁহাকে দর্শন করিলে বাক্যরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এই রত্নেশ্বর লিঙ্গ নাগরাজ শঙ্খচূড়ের প্রতিষ্ঠিত; ইঁহাকে দর্শন করিলে কালসর্পের আশঙ্কা

এতৎ পঞ্চনদং তীর্থমেষ বাগীশ্বরালয়ঃ।
যস্য সন্দর্শনাদেব বাগ্বিভূতির্বিজৃম্ভতে॥ ১৬৮।
শঙ্খচূড়েশ্বরশ্চৈষ শঙ্খচূড়প্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্য সন্দর্শনাৎ পুংসাং ন ভয়ং কালসর্পজম্॥ ১৬৯।
এষা মন্দাকিনী নাম দীর্ঘিকা পুণ্যতোয়ভূঃ।
যস্যাং কৃতোদকা মর্ত্যা মর্ত্যলোকে বিশন্তি ন॥ ১৭০।
অসাবাশাপুরীদেবী যাস্তুতা ত্রিপুরারিণা।
ত্রিপুরং জেতুকামেন মন্দাকিন্যাস্তটে শুভে॥ ১৭১।
যাদ্যাপি পূজিতা মর্ত্যৈরাশাং পূরয়তেঽর্থিনাম্।
মন্দাকিন্যাঃ প্রতীচ্যান্তু এষ সিদ্ধ্যষ্টকেশ্বরঃ॥ ১৭২।
ভবেৎ যস্য সপর্য্যাতো গৃহে সিদ্ধ্যষ্টকং স্ফুটম্।
কুণ্ডং সিদ্ধ্যষ্টকাখ্যঞ্চ তত্রৈব বিরজোদকম্॥ ১৭৩।
যত্র স্নাত্বা কৃতশ্রাদ্ধো বিরজস্কো দিবং ব্রজেৎ।
মূর্ত্ত্যস্তাঃ সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ যাঃ কাশ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ॥১৭৪।

দূরীভূত হয়। এই পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী। মর্ত্ত্যবাসীগণ ইহার জলে স্নান করিলে, আর তাহাদিগকে মর্ত্ত্যধামে প্রবেশ করিতে হয় না॥ ১৬৭—১৭০॥ এই মন্দাকিনীর পবিত্রতটে আশাপুরী দেবী আছেন, ত্রিপুরারি বিশ্বেশ্বর ত্রিপুরাসুর নিধন কামনায় ইঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। ফলানুসন্ধী মানবগণ মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত অদ্যাপি এই দেবীর পূজা করে। ১৭১—১৭২॥ মন্দাকিনীর পশ্চিমতীরে সিদ্ধ্যষ্টকেশ্বর বিরাজিত। ইঁহার সেবা করিলে, অষ্টসিদ্ধি নিয়ত গৃহলক্ষ্মী হইয়া থাকেন। এইস্থানে পবিত্রসলিল সিদ্ধ্যষ্টক কুণ্ড আছে॥ ১৭৩॥ সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে, স্বর্গবাস হয়। কাশীতে অষ্টসিদ্ধিদায়িনী অষ্টসিদ্ধি মূর্ত্তিমতী আছেন॥ ১৭৪॥

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদশ্চাসৌ মহারাজবিনায়কঃ ।
বিনায়কাঃ প্রণশ্যন্তি যস্মৈ প্রণমতাং নৃণাম্ ॥ ১৭৫ ।
অসৌ সিদ্ধেশ্বরস্যোচ্চৈঃ প্রাসাদঃ কাঞ্চনোজ্জ্বলঃ ।
রত্নধ্বজপতাকাশ্চ সিদ্ধিঃ স্যাৎ যদ্বিলোকনাৎ ॥ ১৭৬ ।
ক্ষেত্রস্য মধ্যমে ভাগে মধ্যমেশ্বর এষ বৈ ।
মধ্যাধোলোকয়োর্মধ্যে ন বসেদ্ যস্য বীক্ষণাৎ ॥ ১৭৭ ।
মধ্যমেশং সমভ্যর্চ্চ্য নরো মধ্যমবিষ্টপে ।
আসমুদ্রক্ষিতীন্দ্রঃ স্যাত্ততো মোক্ষঞ্চ বিন্দতি ॥ ১৭৮ ।
ঐরাবতেশ্বরং লিঙ্গং তৎপ্রাচ্যামিষ্টসিদ্ধিকৃৎ ।
দৃশ্যতে যৎপতাকায়াং রম্য ঐরাবতো গজঃ ॥ ১৭৯ ।
বৃদ্ধকালেশ্বরস্যৈষ প্রাসাদো রত্ননির্ম্মিতঃ ।
প্রতিদর্শং বসেদ্ যত্র রাত্রৌ চন্দ্রঃ সতারকঃ ॥ ১৮০ ।
যস্য সন্দর্শনান্নৃণাং ন কালঃ প্রভবেদ্ভবে ।
ন কলিঃ প্রভবেৎ সত্যং ন চ কল্মষরাশয়ঃ ॥ ১৮১ ।

এই স্থানে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহারাজ বিনায়ক আছেন। তাঁহার পূজা করিলে সমস্ত বিঘ্ন দূর হয় ॥ ১৭৫ ॥ সিদ্ধেশ্বরের সমুন্নত প্রাসাদের রত্ন-ধ্বজ-পতাকা দর্শন করিলে সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ১৭৬ ॥ কাশীক্ষেত্রের মধ্যস্থলে মধ্যমেশ্বর বিদ্যমান। তাঁহাকে দর্শন করিলে মর্ত্ত্যলোকে অথবা পাতালতলে বাস করিতে হয় না। ১৭৭ ॥ মধ্যমেশ্বরের পূজা করিলে ইহলোকে সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ হয় ॥ ১৭৮ ॥ তাহার পূর্ব্বাংশে,ঐরাবতেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার ধ্বজ-পতাকার রম্য ঐরাবত গজচিহ্ন দর্শন করিলে ইষ্ট সিদ্ধি হয় ॥ ১৭৯ ॥ বৃদ্ধ কালেশ্বরের এই রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদ, প্রতি অমাবস্যা রজনীতে এই স্থানে সনক্ষত্র-চন্দ্রমা প্রকাশিত থাকেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে, ভব-সংসারে কাল-ভয়, কলি-ভয় এবং পাপ-ভয় থাকে না ॥ ১৮০ ॥ ১৮১ ॥

ইতি যাবৎ কথাং চক্রুঃ সম্ভ্রান্তা ইব বালিকাঃ।
তাবদ্বসুবিভূতিঃ স গন্ধর্ব্বস্ত্বরয়া যযৌ ॥ ১৮২।
নারদাচ্ছ্রুতবৃত্তান্তঃ সুবাহুদনুজন্মনা।
রত্নাবলী সুতা প্রীতা সসখীকা যথা হৃতা ॥ ১৮৩।
রত্নেশ্বরাৎ সমায়ান্তি শূন্যে গগনবর্ত্মনি।
যথা নয়চ্চ পাতালং যথা যুদ্ধমভূত্ত্যনঃ ॥ ১৮৪।
যথা রত্নেশভক্তেন রত্নচূড়েন ঘাতিতঃ।
স সুবাহুর্দনুজনুর্মহেষ্বাসেন চেষুণা ॥ ১৮৫।
যথা চ পৃষ্টরত্নান্তো বাপীমার্গেণ চানয়ৎ।
শঙ্খচূড়স্য বাপীং তাং পাতালেষু প্রবর্ত্তিনীম্ ॥ ১৮৬।
যথা চ প্রাপ্য নির্যাতাঃ কাশীং দৃষ্টাপি বালিকাঃ।
ভূশং সম্ভ্রান্তিমাপন্নাঃ পশ্যন্ত্যোঽপি সমুৎসুকাঃ ॥১৮৭।

বালিকাগণ যৎকালে সবিস্ময়চিত্তে পরস্পর এইরূপ আন্দোলন করিতেছিল, সেই সময় গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতি ত্বরিতবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮২ ॥ তিনি নারদের মুখে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার দুহিতা রত্নাবলী সখীগণসমভিব্যাহারে রত্নেশ্বর দর্শন করিয়া, প্রফুল্লমানসে প্রত্যাগত হইতেছিল, এমন সময় সুবাহু নামে এক দানব আকাশপথে তাহাদিগকে হরণ করিয়া পাতাল পুরে প্রবেশ করিয়াছে। তথায় রত্নেশ্বর-ভক্ত চন্দ্রচূড়ের সহিত তাহার যুদ্ধ হওয়াতে মহাধনুর্দ্ধর চন্দ্রচূড়ের বিষম শরপ্রহারে সুবাহু দানব নিহত হইয়া রণশায়ী হইয়াছে ॥ ১৮৩—১৮৫ ॥ অনন্তর রত্নচূড় সেই বালিকাগণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদিগকে পাতাল-তলস্থ শঙ্খচূড়ের ক্রীড়াবাপীতে আনয়ন করিলে পর, কুমারীগণ সেই বাপীতে স্নান করিয়া, সহসা সম্মুখে কাশী সন্দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হইয়াছে ॥ ১৮৬—১৮৭ ॥

দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বরাজস্তাং পুনর্জাতামিবাত্মজাম্।
স বয়স্থামনম্লানমুখপঙ্কজসুশ্রিয়ম্ ॥ ১৮৮।
পরিম্বজ্য সমাঘ্রায় ললাটফলকং মুহুঃ।
অঙ্কমারোপ্য পপ্রচ্ছ সর্ব্বং বৃত্তান্তমাদরাৎ ॥ ১৮৯।
অথ সা কথয়ামাস দনুজাপহৃতেঃ কথাম্।
রত্নেশ্বরবরাবাপ্তিং স্বপ্নাবস্থাং বিহায় চ ॥ ১৯০।
রত্নাবলী মনোবৃত্তিং বিজ্ঞায়াথ মুখেঙ্গিতৈঃ।
শশিলেখা সমাচষ্ট স্পষ্টবর্ণৈঃ সবিস্তরম্ ॥ ১৯১।
তুতোষ নিতরাং সোঽথ গন্ধর্ব্বাধিপতিঃ কৃতী।
প্রভাবং বর্ণয়ামাস মুদা রত্নেশ্বরস্য চ ॥ ১৯২।

স্কন্দ উবাচ।

আকর্ণয় মুনিশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যবৃদ্ধিবিবর্দ্ধন।
প্রত্যহং রত্নচূড়োঽপি বাপীমার্গেণ সংযমী ॥ ১৯৩।

গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতি নারদের নিকট এই সংবাদ পাইয়া পাতালে আগমনপূর্ব্বক সখীসমভিব্যাহারিণী প্রফুল্ল পঙ্কজাননা রত্নাবলী কন্যাকে পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় দর্শন করিলেন ॥ ১৮৮ ॥ তদনন্তর তিনি কন্যাকে আলিঙ্গন ও পুনঃ পুনঃ তাহার ললাট চুম্বন পূর্ব্বক ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া সস্নেহে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৮৯ ॥ রত্নাবলী তদুত্তরে রত্নেশ্বরের বর এবং দানব কর্ত্তৃক অপহরণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিল; কিন্তু লজ্জাবশত স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে পারিল না ॥ ১৯০ ॥ সখী শশিলেখা, রত্নাবলীর মুখের ভাব দেখিয়া, তাহার লজ্জার কারণ বুঝিতে পারিল এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, স্বপ্ন-বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ গন্ধর্ব্বরাজের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে বিজ্ঞাপন করিল ॥ ১৯১ ॥ গন্ধর্ব্বাধিপতি বসুভূতি, তৎ সমস্ত শ্রবণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া প্রহৃষ্টমানসে রত্নেশ্বরের প্রভাব কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥১৯২॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হে বিন্ধ্য-গর্ব্ব-বিমর্দ্দন! শ্রবণ কর। নাগ-

নাগলোকাৎ সমাগত্য স্নাত্বা মন্দাকিনীজলে ।
রত্নেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য রত্নাঞ্জল্যষ্টকেন বৈ ॥ ১৯৪ ।
সুবর্ণপঙ্কজান্যষ্টৌ সমর্পয়তি হৃষ্টবৎ ।
একদা স্বপ্নসময়ে রত্নেশো লিঙ্গরূপধৃক্ ॥ ১৯৫ ।
রত্নচূড়মুবাচেদং নিজভক্তং দৃঢ়ব্রতম্ ।
দানবেন হৃতাং কন্যাং মোচয়িষ্যতি যাং ভবান্ ॥১৯৬।
তং দানবং রণে জিত্বা সা তে পত্নী ভবিষ্যতি ।
ইতি স্মরন্ বরং সোঽথ নাগরাজো মহামনাঃ ॥ ১৯৭ ।
তাং কন্যাং দানবং হত্বা বিমোচ্য নিজবীর্য্যতঃ ।
বাপীমার্গেণ পাতালাদানিনায় পুনর্মহীম্ ॥ ১৯৮ ।
স্বয়ঞ্চ সাধয়াঞ্চক্রে প্রত্যহং নিয়মং সুধীঃ ।
লিঙ্গং সমর্চ্চয়িত্বাথ কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৯৯ ।
যাবদ্বহিঃ সমাগচ্ছেদ্রম্যাদ্রত্নেশমণ্ডপাৎ ।
তাবদ্গান্ধর্ব্বরাজায় তাভিঃ স বসুভূতয়ে ॥ ২০০ ।

রাজকুমার চন্দ্রচূড়ও প্রত্যহ নাগলোক হইতে বাপীমার্গে আগমন করিয়া মন্দাকিনী জলে স্নান এবং অষ্টাঞ্জলি রত্নে ও অষ্ট সুবর্ণ পঙ্কজে হৃষ্টচিত্তে রত্নেশ্বরের পূজা করেন ॥ ১৯৫ ॥ একদা লিঙ্গরূপী রত্নেশ্বর স্বপ্নযোগে নিজ-ভক্ত দৃঢ়ব্রত রত্নচূড়কে কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! একটি কন্যাকে দানবে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, সেই দানবের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া তুমি তাহাকে উদ্ধার করিবে। হে রত্নচূড়! আমার বরে সেই কন্যা-রত্নই তোমার পত্নী হইবে ॥ ১৯৬—১৯৭ ॥ রত্নেশ্বরের বরবৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সেই মহামনা নাগরাজ নিজ ভুজ-বীর্য্যে দানব নিধন করিয়া সেই কন্যার উদ্ধার সাধন-পূর্ব্বক বাপীমার্গে পাতাল-তল হইতে পুনরায় মহীতলে আনয়ন করেন ॥১৯৮॥ অনন্তর রত্নচূড় স্বয়ং নিত্য সংযত-মানস হইয়া রত্নেশ্বরের সাধন, অর্চ্চন ও প্রদক্ষিণ করেন। একদা যৎকালে তিনি রত্নেশ্বরের রমণীয় প্রাসাদ হইতে

সোঽয়ং সোঽয়ং যুবা ধন্যস্তৈর্জ্জন্যগ্রেণ দর্শিতঃ।
গন্ধর্ব্বরাজস্তং দৃষ্টা নাগরাজকুমারকম্॥ ২০১।
অতীব স্মেরনয়নঃ সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
মনস্যেনঞ্চ সংবর্ণ্য তদ্রূপং সবয়োঽন্বয়ম্॥ ২০২।
ধন্যোস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি রত্নেশেন বরার্পণাৎ।
কন্যা ধন্যতরাচেয়মনুরূপোঽস্তি যৎ পতিঃ॥ ২০৩।
সম্প্রধার্য্যেতি হৃদ্যেনমবধার্য্য চ সুন্দরম্।
পৃষ্টা তন্নামগোত্রঞ্চ গণয়িত্বা বলাবলম্॥ ২০৪।
রত্নেশ্বরস্য পুরতস্তস্মৈ কন্যাং দদৌ মুদা।
নীত্বা গন্ধর্ব্বলোকঞ্চ কৃতকৌতুকমঙ্গলম্॥ ২০৫।
মধুপর্কেণ সম্পূজ্য পাণিমগ্রাহয়ত্ততঃ।
বৈবাহিকেন বিধিনা দদৌ রত্নান্যনেকশঃ॥ ২০৬।

বহির্গত হন, কুমারীগণ তৎকালে অঙ্গুলি শঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতিকে দেখাইয়া কহিলেন, হে পিতঃ! এই সেই যুবাপুরুষ, এই মহাত্মাই আমাদিগের পরিত্রাণ কর্ত্তা॥ ১৯৯। ২০০॥ গন্ধর্ব্ব-রাজ বসুভূতি সেই নাগ-রাজ-কুমারকে দর্শন করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-লোচনে রোমাঞ্চিত গাত্রে মনে মনে তাঁহার রূপ, যৌবন ও কুলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ২০১—২০২॥ অহো! রত্নেশ্বরের কৃপায় আমি ধন্য ও অনু-গৃহীত হইলাম। আমার কন্যা রত্নাবলী আমা অপেক্ষাও ধন্যতরা; যে হেতু রত্নেশ্বরের বরে ইহার অনুরূপ পতি লাভ হইল॥ ২০৩॥ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া গন্ধর্ব্বপতি তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র অবধারণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা ও তাঁহাকে লক্ষণাক্রান্ত দর্শন করিয়া রত্নেশ্বরের সম্মুখেই হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। অতঃপর সকৌতুক মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বরাজ তাহাদিগকে গন্ধর্ব্বপুরীতে লইয়া গেলেন॥ ২০৪। ২০৫॥ গৃহে উপনীত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ বসুভূতি বৈবাহিক বিধা-

শশিলেখানঙ্গলেখা চিত্রলেখাপি কুম্ভজ।
বিজ্ঞাপ্য স্বজনেতারং বরয়ামাস তং পতিম্‌॥ ২০৭।
উপযম্য চতস্রোঽপি স গন্ধর্ব্বস্তভাঃ শুভাঃ।
রত্নচূড়ো জগামাথ তাভিঃ স্বপিতৃমন্দিরম্‌॥ ২০৮।
যথা চতসৃভিঃ সার্দ্ধং শ্রুতিভিঃ প্রণবঃ শিবম্‌।
স্বপিত্রোশ্চরণৌ নত্বা নবোঢ়াভিঃ স নাগরাট্‌॥ ২০৯।
বিনিবেদিতবৃত্তান্তো রত্নেশানুগ্রহস্য চ।
উবাস তাভিঃ স সুখং পিতৃভ্যামভিনন্দিতঃ॥ ২১০।

ঈশ্বর উবাচ।

রত্নেশ্বরস্য লিঙ্গস্য মম স্থাবররূপিণঃ।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদস্যাস্য প্রভাবো গিরিজেঽতুলঃ॥ ২১১।

নানুসারে মধুপর্ক দ্বারা অর্চ্চনা ও বিবিধ-রত্ন যৌতুক প্রদান পূর্ব্বক রত্নাবলীকে রত্নচূড়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন॥ ২০৬॥ হে কলসোদ্ভব! সখী শশিলেখা, অনঙ্গলেখা এবং চিত্রলেখাও প্রিয়-সখীর পতিকে স্ব স্ব প্রিয় জন জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিল॥ ২০৭॥ নাগরাজ রত্নচূড় তাহাদিগকেও বিবাহ করিয়া তাহাদিগের সহিত পিতৃমন্দিরে গমন করিলেন॥ ২০৮॥ প্রণব যেমন চতুঃশ্রুতির সহিত মিলিত হইয়া প্রতিপাদ্য বিশ্বেশ্বরকে আশ্রয় করে, নাগরাজ রত্নচূড়ও সেইরূপ নবোঢ়া চতুরঙ্গনার সহিত সমাগত হইয়া পিতৃমাতৃ চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক রত্নেশ্বরের অনুগ্রহ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর পিতামাতা কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, পত্নী-চতুষ্টয়ের সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন॥ ২০৯—২১০॥

ভগবতীর নিকট এইরূপ রত্নেশ্বর-মাহাত্ম্য-প্রসূত রত্নাবলী-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া বিশ্বেশ্বর পুনরায় কহিলেন, হে গিরি-রাজ-নন্দিনি! আমার স্থাবর-রূপাত্মক সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদ রত্নেশ্বর লিঙ্গের অতুল প্রভাব॥ ২১১॥ হে সুমধ্যমে!

অস্মিন্ লিঙ্গে পরাং সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ সিদ্ধাঃ সহস্রশঃ।
গুপ্তমাসীদিদং লিঙ্গমদ্য যাবৎ সুমধ্যমে ॥ ২১২।
তব পিত্রা হিমবতা মম ভক্তেন সর্ব্বথা।
পুণ্যার্জ্জিতৈর্মহারত্নৈ রত্নেশঃ প্রকটীকৃতঃ ॥ ২১৩।
অস্মিন্ লিঙ্গে মম প্রীতির্নিতরামদ্রিরাজজে।
বারাণস্যামিদং লিঙ্গং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ২১৪।
নানারত্নানি লভ্যন্তে রত্নেশানুগ্রহাদুমে।
স্ত্রীরত্নপুত্ররত্নাদি স্বর্গমোক্ষাবপি প্রিয়ে ॥ ২১৫।
যোঽত্র রত্নেশ্বরং নত্বা মৃতো দেশান্তরেষ্বপি।
ন স স্বর্গাদি গচ্ছেৎ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ২১৬।
অসিতায়াং চতুর্দ্দশ্যামুপোষ্য নিশি জাগরাৎ।
রত্নেশসন্নিধৌ দেবি মম সান্নিধ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১৭।
অস্য লিঙ্গস্য পূর্ব্বেণ ত্বয়া জন্মান্তরে প্রিয়ে।
দাক্ষায়ণীশ্বরং লিঙ্গং মদ্ভক্ত্যাঽত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২১৮।

এই লিঙ্গের প্রসাদে সহস্র সহস্র সিদ্ধগণ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অদ্যাপি এই লিঙ্গ গুপ্তভাবে অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ২১২ ॥ হে প্রিয়ে! তোমার পিতা হিমালয় আমার পরম ভক্ত; তিনি স্বকীয় সমস্ত পুণ্যার্জ্জিত রত্নের দ্বারা এই রত্নেশ্বর লিঙ্গ প্রকাশিত করিলেন ॥ ২১৩ ॥ হে গিরীন্দ্র-কুমারি! এই লিঙ্গে আমার নিয়তই পরমা প্রীতি। অতএব বারাণসী-ধামে সর্ব্বপ্রযত্নে এই লিঙ্গ পূজনীয় ॥ ২১৪ ॥ হে উমে! রত্নেশ্বর লিঙ্গের অনুগ্রহে স্ত্রীরত্ন ও পুত্র-রত্নাদি নানা রত্ন লাভ হয়। হে প্রিয়ে! ইহাঁর প্রসাদে স্বর্গমোক্ষও আশু লভ্য ॥ ২১৫ ॥ যে ব্যক্তি এই লিঙ্গকে উপাসনা করিয়া দেশান্তরেও প্রাণত্যাগ করে, শতকোটি কল্পেও তাহাকে স্বর্গধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহ সংসারে আগমন করিতে হয় না ॥ ২১৬ ॥ হে দেবি! কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া রত্নেশ্বর লিঙ্গ সমীপে নিশা জাগরণ করিলে আমার সান্নিধ্য

তস্য সন্দর্শনাদেব ন নরো যাতি দুর্গতিম্।
অম্বিকা নাম গৌরী ত্বং তত্রাহঞ্চাম্বিকেশ্বরঃ ॥ ২১৯।
মূর্ত্তিঃ ষড়াননস্তত্র তব পুত্রঃ সুমধ্যমে।
এতত্ত্রয়ং নরো দৃষ্ট্বা ন গর্ভং প্রবিশেদুমে ॥ ২২০।
রত্নেশ্বরস্য মাহাত্ম্যং ময়া তে সমুদীরিতম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন কলিকল্মষচেতসাম্ ॥ ২২১।
ইদং রত্নেশ্বরাখ্যানং যঃ পঠিষ্যতি সর্ব্বদা।
স পুত্রপৌত্রপশুভির্ন বিযুজ্যেত কর্হিচিৎ ॥ ২২২।
শ্রুত্বা রত্নেশ্বরোৎপত্তিং সেতিহাসাং নরোত্তমঃ।
অনূঢ়ো লভতে সত্যং কন্যারত্নং কুলোচিতম্ ॥ ২২৩।
কন্যাপীমং সমাকর্ণ্য ত্বিতিহাসং মনোরমম্।
শ্রদ্ধয়া সৎপতিং প্রাপ্য ভবিষ্যতি পতিব্রতা ॥ ২২৪।

লাভ হয় ॥ ২১৭ ॥ হে শিবানি! রত্নেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে তুমি পূর্ব্বজন্মে দাক্ষায়ণীশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে ॥ ২১৮ ॥ সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে নরের আর দুর্গতি থাকে না। হে দেবি! তোমার নাম অম্বিকা-গৌরী, সুতরাং আমি অম্বিকেশ্বর ॥ ২১৯ ॥ হে সুমধ্যমে! তথায় তোমার পুত্রের ষড়ানন-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; হে উমে! এই ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিলে জীবের আর গর্ভবাস হয় না ॥ ২২০ ॥ হে অম্বিকে! এই আমি তোমার নিকট রত্নেশ্বর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। কলির পাপাত্মাদিগের নিকটে ইহা সর্ব্বপ্রযত্নে গোপনীয় ॥ ২২১ ॥ হে সর্ব্বমঙ্গলে! যিনি এই রত্নেশ্বরের আখ্যান সর্ব্বদা পাঠ করেন, তাঁহার কদাচ পুত্র, পৌত্র এবং পশু প্রভৃতি বিহীন হইয়া থাকিতে হয় না ॥ ২২২ ॥ অনূঢ় ব্যক্তি যদি রত্নেশ্বরের উৎপত্তি এবং এই ইতিহাস শ্রবণ করে, তাহার কুলোচিত কন্যারত্ন লাভ হয় ॥ ২২৩ ॥ কুমারী-গণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করিলে সৎপতি লাভ করিয়া

ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা নারী বা পুরুষোপি বা।
ন জাত্বিষ্টবিয়োগাগ্নিতাপেন পরিতপ্যতে ॥ ২২৫।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে রত্নেশ্বরপ্রশংসনং নাম
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পতিব্রতা হয় ॥ ২২৪ ॥ স্ত্রী হউক, অথবা পুরুষই হউক, এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে কদাপি তাহাদিগকে ইষ্টবিয়োগজনিত সন্তাপে সন্তাপিত হইতে হয় না ॥ ২২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে রত্নেশ্বরপ্রশংসা নামক
সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রদেশেষু কাশী পরমপাবনম্।
তত্রাপি হরিণাজ্ঞায়ি তীর্থং পঞ্চনদং পরম্॥ ৫।
কুতঃ পঞ্চনদং নাম তস্য তীর্থস্য ষণ্মুখ।
কুতশ্চ সর্ব্বতীর্থেভ্যস্তদাসীৎ পাবনং পরম্॥ ৬।
কথঞ্চ ভগবান্বিষ্ণুরন্তরাত্মা জগৎপতিঃ।
সর্ব্বেষাং জগতাং পাতা কর্ত্তাহর্ত্তা চ লীলয়া॥ ৭।
অরূপো রূপমাপন্নো হ্যব্যক্তো ব্যক্ততাঙ্গতঃ।
নিরাকারোঽপি সাকারো নিষ্প্রপঞ্চঃ প্রপঞ্চভাক্॥ ৮।
অজন্মানেকজন্মা চ ত্বনামাস্ফুটনামভৃৎ।
নিরালম্বোঽখিলালম্বো নির্গুণোপি গুণাস্পদম্॥ ৯।
অহৃষীকো হৃষীকেশোপ্যনঙ্ঘ্রিরপি সর্ব্বগঃ।
উপসংহৃত্য রূপং স্বং সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দনঃ॥ ১০।

ত্রিলোকের মধ্যে কাশীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পবিত্র। তথাপি বিষ্ণু কি নিমিত্ত পঞ্চনদতীর্থকে পরমপাবন জ্ঞান করিলেন? হে ষড়্বক্ত্র! সেই তীর্থের নাম কি নিমিত্ত পঞ্চনদতীর্থ হইল এবং কি কারণেই বা সমস্ত তীর্থাপেক্ষা সেই তীর্থের এতদূর শ্রেষ্ঠমহিমা হইল? অধিকন্তু যিনি অবলীলাক্রমে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন, পালন ও সংহার করণক্ষম, যিনি অরূপ এবং স্বরূপ, যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, নিরাকার ও সাকার, নিষ্প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চ, যাঁহার জন্ম নাই, অথচ যিনি বারম্বার বহুজন্ম পরিগ্রহ করিতেছেন, যাঁহার নাম নাই, অথচ বহু নাম, নিরালম্ব অথচ সমস্ত অখিলের অবলম্বন, যিনি সগুণ ও নির্গুণ, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত, অথচ ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত, যিনি চরণবিহীন হইয়াও সর্ব্বত্রগামী, সেই ভগবান সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বব্যাপী জগৎপতি জনার্দ্দন বিষ্ণু কি নিমিত্ত স্বকীয় ব্রহ্মরূপের উপসংহার করিয়া পঞ্চনদতীর্থে অবস্থান করিলেন? হে নৈগমেয়! এই নিগূঢ়তত্ত্ব তুমি মহাদেবের

স্থিতঃ সর্ব্বাত্মভাবেন তীর্থে পঞ্চনদে পরে।
এতদাখ্যা হি ষড়্‌বক্ত্রু পঞ্চবক্ত্রাদ্‌যথাশ্রুতম্ ॥ ১১।

স্কন্দ উবাচ।

কথয়ামি কথামেতাং নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্।
সর্ব্বাঘৌঘপ্রশমনীং সর্ব্বশ্রেয়ো বিধায়িনীম্ ॥ ১২।
যথা পঞ্চনদং তীর্থং কাশ্যাং প্রথিতিমাগতম্।
যন্নাম গ্রহণাদেব পাপং যাতি সহস্রধা ॥ ১৩।
প্রয়াগোঽপি চ তীর্থেশো যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং স্থিতঃ।
পাপিনাং পাপসঙ্ঘাতং প্রসহ্য নিজতেজসা ॥ ১৪।
হরন্তি সর্ব্বতীর্থানি প্রয়াগস্য বলেন হি।
তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি মাঘে মকরগে রবৌ ॥ ১৫।
প্রত্যব্দং নির্ম্মলানি স্যুস্তীর্থরাজসমাগমাৎ।
প্রয়াগশ্চাপি তীর্থেন্দ্রঃ সর্ব্বতীর্থার্পিতং মলম্ ॥ ১৬।

নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, তাহাই আমার নিকট অবিকল কীর্ত্তন কর ॥ ৪—১১ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! পঞ্চনদতীর্থ যে কারণে যে প্রকারে কাশীধামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, যে তীর্থের নামগ্রহণ করিবামাত্র সহস্র সহস্র পাপক্ষয় হইয়া যায়, ভগবান মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া আমি সেই পাপপ্রনাশিনী, সর্ব্বশ্রেয়োবিধায়িনী পুরাতনী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১২ । ১৩ ॥ যে স্থানে ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণ, ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ এবং তপোজ্যোতিষ্মান তপোধনগণসমন্বিত সাক্ষাৎ তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগতীর্থ স্বয়ং বিরাজমান, যে তীর্থের তেজঃপ্রভাবে সমস্ত পাপিগণের পাপসংঘাত ভস্মীভূত হয়, সে স্থানের মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়। সেই প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্যপ্রভাবেই অপরাপর তীর্থসমূহ পাপির পাপক্ষালনে সমর্থ। প্রতি বৎসর সূর্য্যদেব যে সময়ে মকররাশিতে গমন করেন, সেই মাঘমাসে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ

মহাঘিনাং মহাঘঞ্চ হরেৎ পাঞ্চনদাদ্বলাৎ।
যৎ সঞ্চয়তি পাপৌঘমাবর্ষং তীর্থনায়কঃ।
তমেকমজ্জনাদূর্জ্জে ত্যজেৎ পঞ্চনদে ধ্রুবম্॥ ১৭।
যথা পঞ্চনদোৎপত্তিস্তথা চ কথয়াম্যহম্।
নিশাময় মহাভাগ মিত্রাবরুণনন্দন॥ ১৮।
পুরা বেদশিরা নাম মুনিরাসীন্মহাতপাঃ।
ভৃগুবংশসমুৎপন্নো মূর্ত্তো বেদ ইবাপরঃ॥ ১৯।
তপস্যতস্তস্য মুনেঃ পুরো দৃগ্‌গোচরং গতা।
শুচিরপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা রূপলাবণ্যশালিনী॥ ২০।
তস্যা দর্শনমাত্রেণ পরিক্ষুব্ধং মুনের্ম্মনঃ।
চস্কন্দ স মুনিস্তূর্ণং সাঽথ ভীতা বরাপ্সরা॥ ২১।

এককালে তীর্থরাজ প্রয়াগধামে সমবেত হইয়া প্রয়াগের অপূর্ব্ব নির্ম্মলতা সম্পাদন করে। ঋষিবাক্যপ্রমাণে স্বয়ং প্রয়াগতীর্থই পৃথিবীতলে তীর্থেন্দ্র। এই তীর্থে সমস্ত তীর্থমল বিধৌত হয়। পঞ্চনদতীর্থের মাহাত্ম্যপ্রভাবে মহাপাপিগণের মহাপাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সম্বৎসরের মধ্যে যত পাপ সঞ্চয় করে, সেই ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে পঞ্চনদতীর্থে একবারমাত্র অবগাহন করিলেই তাহার সমস্ত পাপ জলে বিলীন হইয়া যায়॥ ১৪—১৭॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ! হে মিত্রাবরুণনন্দন! যেরূপে পঞ্চনদতীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১৮॥ হে মহর্ষে! পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশাবতংস সমস্ত বেদের মর্ম্মজ্ঞ মহাতেজস্বী বেদশিরা নামে এক মহাতপা মুনি ছিলেন। ১৯॥

একদা সেই তপস্বী তপস্যা করিতেছেন, ইত্যবসরে শুচিনাম্নী এক পরম রূপলাবণ্যবতী অপ্সরা তাঁহার নয়নগোচর হইল। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রেই মুনিবরের মন পরিক্ষোভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের উভয়েরই রেতঃ স্খলন হইল। অপ্সরাসুন্দরী এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া নিতান্ত

দূরাদেব নমস্কৃত্য তমৃষিং সাভ্যভাষত।
অতীব বেপমানাঙ্গী শুচিস্তচ্ছাপভীতিতঃ॥ ২২।
নাপরাদ্ধোম্যহং কিঞ্চিন্মহোগ্র তপসাং নিধে।
ক্ষন্তব্যং মে ক্ষমাধার ক্ষমারূপাস্তপস্বিনঃ॥ ২৩।
মুনীনাং মানসং প্রায়ঃ স্বভাবাৎ ক্ষমিণাং মৃদু।
স্ত্রিয়ঃ কঠোরহৃদয়াঃ স্বরূপেণৈব সত্তম॥ ২৪।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ শুচেরপ্সরসো মুনিঃ।
বিবেকসেতুনাস্তম্ভীন্ মহারোষনদীরয়ম্॥ ২৫।
উবাচ চ প্রসন্নাত্মা শুচে শুচিরসি ধ্রুবম্।
নমেঽল্পোঽপি হি দোষোঽত্র ন তে দোষোঽস্তি সুন্দরি [॥ ২৬।
বহ্নিস্বরূপা ললনা নবনীতসমঃ পুমান্।
অনভিজ্ঞা বদন্তীতি বিচারান্ মহদন্তরম্॥ ২৭।

শঙ্কিত হইতে লাগিল। সে তৎকালে শাপভয়ে প্রকম্পিতা হইয়া দূর হইতে ঋষিবরকে নমস্কারপূর্ব্বক অভিনন্দন বাক্যে এইরূপে উপাসনা করিতে লাগিল যে, হে ভগবন্! আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। হে মহোগ্রতপোনিধে! ক্ষমাগুণে তুমি আমারে ক্ষমা কর। তোমারে আর আমি অধিক কি কহিব, ক্ষমাই তপস্বিগণের রূপ। হে মুনিসত্তম! মুনিজনের হৃদয় স্বভাবতই প্রায় সুকোমল ও ক্ষমাশীল হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির হৃদয় নিশ্চয়ই অতিশয় সুকঠিন॥ ২০॥ ২৪॥

প্রসন্নাত্মা মুনিবর বেদশিরা তখন শুচি অপ্সরার এই সকল কাতরবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিবেকরূপ সেতুদ্বারা মহাক্রোধরূপ নদীস্রোত স্তম্ভিত করিয়া শুচিকে কহিলেন, হে শুচে! তুমি চিরদিন সুপবিত্রা। উপস্থিত ঘটনায় আমারও দোষ নাই, তোমারও কিছুমাত্র অপরাধ নাই। অনভিজ্ঞ লোকে রাই বলিয়া থাকে, ললনাগণ বহ্নি স্বরূপ এবং পুরুষগণ নবনীত স্বরূপ। বাস্তবিক একথা অগ্রাহ্য। বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকে প্রামাণিক বলিয়া

স্নিহ্যেদ্‌দ্রুতসারোঽপি বহ্নেঃ সংস্পর্শমাপ্য বৈ।
চিত্রং স্ত্র্যাখ্যা সমাদানাৎ পুমান্ স্নিহ্যতি দূরতঃ ॥২৮।
অতঃ শুচেন ভেতব্যং ত্বয়া শুচিমনোগতে।
অতর্কিতোপস্থিতয়া ত্বয়া চ স্খলিতং ময়া ॥ ২৯।
স্খলনান্ন তথাহানিরকামাত্তপসো মুনেঃ।
যথা ক্ষণান্ধীকরণাদ্ধানিঃ কোপরয়াদরেঃ ॥ ৩০।
কোপাত্তপঃ ক্ষয়ং যান্তি সঞ্চিতং যৎ সুকৃচ্ছ্রতঃ।
যথাভ্রপটলং প্রাপ্য প্রকাশঃ পুষ্পবন্তয়োঃ ॥ ৩১।
অনর্থকারিণঃ ক্রোধাৎ ক্বার্থানাং পরিজৃম্ভণম্।
ক্ব বা খলজনোৎসেধাৎ সাধূনাং পরিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩২।
অমর্ষে কর্ষতি মনো মনোভূসম্ভবঃ কুতঃ।
বিধুন্তুদে তুদত্যুচ্চৈর্ব্বিধুং কুত্রাস্তি কৌমুদী ॥ ৩৩।

সিদ্ধান্ত হয় না। যেহেতু অগ্নি ও নবনী একত্র রাখিলে নবনী দ্রব হয়, কিন্তু পুরুসরূপ নবনীত দূর হইতে স্ত্রীরূপ অগ্নির নাম গ্রহণ করিবামাত্রই উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া দ্রবীভূত হইয়া যায়। অতএব হে শুচে! হে সুরতে! তোমার ভয় নাই। তুমি সততই শুদ্ধমতী। তোমার মনোভাব সুপবিত্র। তবে যে এই উপস্থিত ব্যাপার সংঘটিত হইল, ইহা দৈবাধীনঅতর্কিতরূপেই আমার রেতঃস্খলন হইয়াছে এবং তোমারও হইয়াছে। হে শুভে! তুমি বলিতেছ, ইহাতে তোমার প্রতি আমার ক্রোধের উদ্রেক হইবে, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, ক্রোধরিপুর দ্বারা তপঃপরায়ণ মুনিগণের যাদৃশী হানির সম্ভাবনা, নিষ্কাম রেতঃ স্খলনে তাঁহাদিগের তাদৃশী হানি হয় না। হে সুন্দরি! আকাশে জলধর পটলসমুদিত হইলে, চন্দ্রসূর্য্য যেমন প্রকাশ পান না, ক্রোধরিপুর আবির্ভাব হইলে তপস্বিঋষিগণের বহুকৃচ্ছ্রসঞ্চিত সমস্ত তপোবলও তদ্রূপ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। কারণ অনর্থকর ক্রোধ হইতে ধর্ম্মার্থ উৎপত্তির সম্ভাবনাই নাই। খলজনের অভ্যুদয় হইলে কখন কি তাহার নিকট সাধুগণের গৌরব পরিবর্দ্ধিত

জ্বলতো রোষদাবাগ্নেঃ ক বা শান্তিতরোঃ স্থিতিঃ।
দৃষ্টা কেনাপি কিং কাপি সিংহাৎ কলভসুস্থতা॥ ৩৪।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রতীপঃ প্রতিঘাতুকঃ।
চতুর্ব্বর্গস্য দেহস্য পরিহেয়ো বিপশ্চিতা॥ ৩৫।
ইদানীং শৃণ কল্যাণি কর্ত্তব্যং যত্ত্বয়া শুচে।
অমোঘবীজা হি বয়ং তদ্বীজমুররী কুরু॥ ৩৬।
এতস্মিন্ রক্ষিতে বীর্য্যে পরিস্কন্নে ত্বদীক্ষণাৎ।
ত্বয়া তব ভবিত্রেকং কন্যারত্নং মহাশুচি॥ ৩৭।
ইত্যুক্তা তেন মুনিনা পুনর্জ্জাতেব সাপ্সরা।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা মুনেঃ শুক্রমজীগিলৎ॥ ৩৮।
অথ কালেন দিব্যস্ত্রী কন্যারত্নমজীজনৎ।
অতীব নয়নানন্দি নিধানং রূপসম্পদাম্॥ ৩৯।

হইতে পারে? হে চারুহাসিনি! ক্রোধে যখন চিত্ত ব্যাকুলিত হয়, তখন কখনই কামরিপুর সঞ্চার সম্ভবে না। নিশাকরে যখন সর্ব্বগ্রাস হয়, তখন কি আর পৃথিবীতে জ্যোৎস্না থাকে? প্রজ্জলিত ক্রোধরূপ দাবানলের সম্মুখে কি শান্তিতরু অবস্থান করিতে পারে? কে কোন্ কালে কোথায় দেখিয়াছে যে, পশুরাজ সিংহকে দর্শন করিয়া হস্তিশাবক সুস্থির হইয়া থাকে। অতএব সেই ধর্ম্মার্থসাধনের প্রতিকুল এবং শরীরবিনাশক ক্রোধকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা সুধীগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। হে কল্যানি! এক্ষণে তোমার ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে যাহা সৎপরামর্শ, তাহা আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। আমার এই বীর্য্য অমোঘ, অতএব তুমি এই বীর্য্য গ্রহণ কর। হে সুলোচনে! তোমারে দর্শন করিয়া আমার যে বীর্য্য স্খলিত হইয়াছে, তাহা পান করিলে তোমার একটী মহাপবিত্র কন্যারত্ন লাভ হইবে॥ ২৫—৩৭॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মুনিবরের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই অপ্সরা যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিল; এবং মুনির সেই বীর্য্যকে মহাপ্রসাদ জ্ঞান

তস্যৈব বেদশিরস আশ্রমে তাং নিধায় সা।
শুচিরপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা জগাম চ যথেপ্সিতম্ ॥ ৪০।
তাঞ্চ বেদশিরাঃ কন্যাং স্নেহেন সমবর্দ্ধয়ৎ।
ক্ষীরেণ স্বাশ্রমস্থায়া হরিণ্যা হরিণীক্ষণাম্ ॥ ৪১।
মুনির্নাম দদৌ তস্যৈ ধূতপাপেতি চার্থবৎ।
যন্নামোচ্চারণেনাপি কম্পতে পাতকাবলী ॥ ৪২।
সর্ব্বলক্ষণশোভাঢ্যাং সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্।
মুনিস্তত্যাজ নোৎসঙ্গাৎ ক্ষণমাত্রমপি ক্বচিৎ ॥ ৪৩।
দিনে দিনে বর্দ্ধমানাং তাং পশ্যন্ মুমুদে ভৃশম্।
ক্ষীরনীরধিবদ্রম্যাং নিশি চন্দ্রমসীং কলাম্ ॥ ৪৪।

করিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্তিভাবে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর যথাকালে সেই দিব্যাঙ্গনা একটী পরম সৌন্দর্য্যনিধান নয়নানন্দদায়িনী সুলক্ষণা কন্যা প্রসব করিলেন ॥ ৩৯ ॥ বিদ্যাধরীশ্রেষ্ঠা শুচি সেই সদ্যোজাতা তনয়াটীকে মুনিবর বেদশিরার আশ্রমে সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং যথাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল ॥ ৪০ ॥ মহামুনি বেদশিরা যত্নপূর্ব্বক আশ্রমস্থ হরিণীগণের স্তনদুগ্ধে সেই হরিণাক্ষী বালিকার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ মুনিবর সেই কন্যার নাম ধূতপাপা রাখিলেন। বাস্তবিক এই নামটী যথার্থই ধূতপাপাশব্দের স্বার্থসম্পাদনকর, তাহার কারণ এই যে, ধূতপাপার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র সমস্ত পাতকাবলি বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৪২ ॥ হে মুনিবর! সেই মুনিবর বেদশিরা ঐ সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বাবয়ব লাবণ্যবতী কুমারীকে ক্ষণকালের নিমিত্তও ক্রোড় হইতে ভূতলে নামাইতে চাহেন না ॥ ৪৩ ॥ নিশাকালে আকাশে চন্দ্রোদয় হইলে ক্ষীরসমুদ্রের যেমন শোভা হয়, দিনে দিনে সেই কন্যাকে সেইরূপ শোভাশালিনী দর্শন করিয়া মহামুনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

অথাষ্টবার্ষিকীং দৃষ্ট্বা তাং কন্যাং স মুনীশ্বরঃ।
কস্মৈ দেয়েতি সঞ্চিন্ত্য তামেব সমপৃচ্ছত ॥ ৪৫।

বেদশিরা উবাচ।

অয়ি পুত্রি মহাভাগে ধূতপাপে শুভেক্ষণে।
কস্মৈ দদ্যাং বরায় ত্বাং ত্বমেবাখ্যাহি তং বরম্ ॥ ৪৬।
অতিস্নেহার্দ্রচিত্তস্য জনেতুশ্চেতি ভাষিতম্।
নিশম্য ধূতপাপা সা প্রোবাচ বিনতাননা ॥ ৪৭।

ধূতপাপোবাচ।

জনেতর্যদ্যহং দেয়া সুন্দরায় বরায়তে।
তদা তস্মৈ প্রযচ্ছ ত্বং যমহং কথয়ামি তে ॥ ৪৮।
তুভ্যঞ্চ রোচতে তাত শৃণোত্ববহিতো ভবান্।
সর্ব্বেভ্যোঽতিপবিত্রো যো যঃ সর্ব্বেষাং নমস্কৃতঃ ॥ ৪৯।

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! অতঃপর সেই ধূতপাপা অষ্টম বর্ষে উপনীত হইলে পর, বেদশিরা তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া কাহাকে দান করিবেন, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন সেই কন্যাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্রি! হে মহাভাগে! হে ধূতপাপে! হে শুভেক্ষণে! আমি তোমারে কোন্ বরে সমর্পণ করিব, তুমি স্বয়ং সেই বরের নাম বলিয়া দেও। ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ পরম স্নেহার্দ্রচিত্ত জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনতাননা ধূতপাপা বিনম্রবদনে মৃদুবচনে কহিতে লাগিল, হে তাত! যদি আপনি আমারে সুন্দর বরে সম্প্রদান করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আমি যে বরের নাম করিব, তাঁহাকেই প্রদান করিতে হইবে। এক্ষণে আমি সেই কথা কহিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ যিনি সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা সুপবিত্র, যিনি সমস্ত লোকের নমস্য, যাঁহাকে সমস্ত লোকে অভিলাষ করে, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার সুখোদয় হয়, কখন যাঁহার বিনাশ নাই, যিনি নিত্য বিরাজিত, যিনি ইহকালে ও পরকালে নিঃসংশয়ে

সর্ব্বে যমভিলষ্যন্তি যস্মাৎ সর্ব্বসুখোদয়ঃ।
কদাচিৎ যো ন নশ্যেত যঃ সদৈবানুবর্ত্ততে॥ ৫০॥
ইহামুত্রাপি যো রক্ষেন্মহাপদ্ভ্যো দয়াদ্ধ্রুবম্।
সর্ব্বে মনোরথা যস্মাৎ পরিপূর্ণা ভবন্তি হি॥ ৫১॥
দিনে দিনে চ সৌভাগ্যং বর্দ্ধতে যস্য সন্নিধৌ।
নৈরন্তর্য্যেণ যৎ সেবাং কুর্ব্বতো ন ভয়ং ক্বচিৎ॥ ৫২॥
যন্নাম গ্রহণাদেব কেঽপি বাধাং ন কুর্ব্বতে।
যদাধারেণ তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ৫৩॥
এবমাদ্যা গুণা যস্য বরস্য বরচেষ্টিতম্।
তস্মৈ প্রযচ্ছ মাং তাত মম তেঽপীহ শর্ম্মণে॥ ৫৪॥
এতচ্ছ্রুত্বাপি তাতস্যাভৃশং মুদমবাপ হ।
ধন্যোঽস্মি ধন্যা মে পূর্ব্বে যেষামেষা সুতান্বয়ে॥ ৫৫॥
ধ্রুবা হি ধূতপাপাসৌ যস্যা ঈদৃগ্বিধামতিঃ।
ঈদৃগ্বিধেগুণগণৈর্গরিম্না কোঽত্র বৈ ভবেৎ॥ ৫৬॥

সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করেন, যাঁহার প্রসাদে সমস্ত মনোরথ পরিপূর্ণ হয়, যাঁহাকে আশ্রয় করিলে দিনেদিনে সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হয়, নিরন্তর যাঁহার সেবা করিলে কদাচ কোন ভয় থাকে না, যাঁহার নামগ্রহণ করিলে কেহ কোন বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না এবং যে আধারে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিতি করে, এবম্প্রকার গুণবিশিষ্ট বরই আমার নিতান্ত অভিলষিত। অতএব হে তাত! আপনি তদ্রূপ বরেই আমারে অর্পণ করুন, ইহাতে আপনার ও আমার উভয়েরই কল্যান হইবে॥ ৪৯—৫৪॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! তপস্বী বেদশিরা কন্যার এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। মনে মনে কহিলেন, আমি ধন্য, আমারপূর্ব্বপুরুষেরাও ধন্য! যে বংশে এমন কন্যারত্ন জন্মে, সে বংশ অবশ্যই পবিত্রতা গুণে পরম ধন্য। যাহার এবম্বিধ সুমতি, সেই ধূতপাপাও

অথবা স কথং লভ্যো বিনা পুণ্যভরোদয়ম্।
ইতি ক্ষণং সমাধায় মনঃ স মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৫৭।
জ্ঞানেন তং সমালোচ্য বরমীদৃগ্‌গুণোদয়ম্।
ধন্যাং কন্যাং বভাষেঽথ শৃণু বৎসে শুভৈষিণি ॥ ৫৮।

পিতোবাচ।

বরস্য যে ত্বয়া প্রোক্তা গুণা এতে বিচক্ষণে।
এষাং গুণানামাধারো বরোঽস্তীতি বিনিশ্চিতম্ ॥ ৫৯।
পরং স সুখলভ্যো ন নিতরাং শুভগাকৃতিঃ।
তপঃপণেন স ক্রয্যঃ সুতীর্থবিপণৌ ক্বচিৎ ॥ ৬০।
নার্থভারৈঃ স সুলভো ন কৌলীন্যেন কন্যকে।
ন বেদশাস্ত্রাভ্যসনৈর্ন চৈশ্বর্য্যবলেন বৈ ॥ ৬১।
ন সৌন্দর্য্যেণ বপুষা ন বুদ্ধ্যা ন পরাক্রমৈঃ।
একয়ৈব মনঃশুদ্ধ্যা করণানাং জয়েন চ ॥ ৬২।

নিশ্চয়ই সাধুবাদের পাত্রী। ৫৫ ॥ যাহাহউক কন্যা যেরূপ কহিলেন, তাদৃশ গুণবিশিষ্ট পাত্র জগতে কে আছে? অথবা যদিও কেহ থাকেন, বহুপুণ্যবল ব্যতিরেকে কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়? মুনিবর ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানযোগে তাদৃশ গুণবান বরকে জানিতে পারিলেন ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! অনন্তর মুনিসত্তম বেদশিরা সেই ভাগ্যবতী কুমারীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি বৎসে! অয়ি শুভাভিলাষিনি! তুমি যে বরের কথা বলিয়াছ, তদ্রূপ গুণবিশিষ্ট বর একটী আছেন, আমি নিশ্চিতরূপে তাহা জানিতে পারিয়াছি; এক্ষণে অনুবৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥৫৮॥৫৯॥ হে শুভে! সর্ব্বমঙ্গলনিদান এরূপ বর সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সুতরাং সুতীর্থ বিপনীতে তপস্যারূপ পণে সেই বর ক্রয় করিতে হয়। হে সুকুমারি! বহুল অর্থভারে, বিপুল ঐশ্বর্য্যবলে, মহতী কুল-

মহাতপঃসহায়েন দমদানদয়াযুজা।
লভ্যতে স মহাপ্রাজ্ঞো নান্যথা সদৃশঃ পতিঃ॥ ৬৩।
ইতি শ্রুত্বাঽথ সা কন্যা পিতরং প্রণিপত্য চ।
অনুজ্ঞাং প্রার্থয়ামাস তপসে কৃতনিশ্চয়া॥ ৬৪।

স্কন্দ উবাচ।

কৃতানুজ্ঞা জনেত্রা সা ক্ষেত্রে পরমপাবনে।
তপস্তেপে পরমং যদসাধ্যং তপস্বিভিঃ॥ ৬৫।
ক্ব সা বালাতিমৃদ্বঙ্গী ক্ব চ তত্তাদৃশং তপঃ।
কঠোরবর্ষ্ম সংসাধ্যমহো সচ্চেতসো ধৃতিঃ॥ ৬৬।
ধারাসারাসু বর্ষাসু মহাবাতবতীষ্বলম্।
শিলাসু সাবকাশাসু সা বহ্বীরনয়ন্নিশাঃ॥ ৬৭।

মর্য্যাদায়, বেদশাস্ত্রের অভ্যাসে, শারীরিক সৌন্দর্য্যপ্রভাবে, বুদ্ধি প্রাখর্য্যে অথবা প্রবল পরাক্রমে সেই বরকে লাভ করা যায় না; কেবল চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযমেই তিনি আয়ত্ত হন। অয়ি সুপবিত্রে! মহাতপস্যাপ্রভাবে এবং দান সাহায্যে সাধ্বী কন্যাগণ তাদৃশ পতিলাভ করেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৬০—৬৩॥ পরম পবিত্রা ধূতপাপা এইরূপ পিতৃবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং পিতৃচরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক তদর্থ অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলেন॥ ৬৪॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! অনন্তর সেই কুমারী পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পরম পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে তপস্বিগণের দুঃসাধ্য ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অহো! কোথায় বা এই সুকোমলাঙ্গী বালিকা আর কোথায়ই বা কঠোর দেহবিশিষ্ট মহাযোগিগণের আচরিত তাদৃশ মহাতপস্যা! অতএব যাঁহাদিগের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহাদিগের ধৈর্য্য অতি বিচিত্র। ৬৫॥ ৬৬॥ বর্ষার অজস্রবারিধারা ও ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রবলবেগ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নদীতীরে ও শীলাখণ্ডে অবস্থান করিয়া সেই বালিকা বহুনিশা অতিবাহন

শ্রুত্বা গর্জ্জরবং ঘোরং দৃষ্ট্বা বিদ্যুচ্চমৎকৃতিঃ।
আসারশীকরৈঃ ক্লিন্না ন চ কম্পে মনাক্ চ সা॥ ৬৮।
তড়িৎ স্ফুরন্তীত্বসকৃত্তমিস্রাসু তপোবনে।
যাতায়াতং করোতীব দ্রষ্টুং তত্তপসঃ স্থিতিম্॥ ৬৯।
তপর্ত্তুরেব সাক্ষাচ্চ কুমারী কৈতবাৎ কিল।
পঞ্চাগ্নীন্ পরিধায়াত্র তপস্যতি তপোবনে॥ ৭০।
জলাভিলাষিণী বালা ন মনাগপি সাপিবৎ।
কুশাগ্রতোয়পৃষতং পঞ্চাগ্নিপরিতাপিতা॥ ৭১।
রোমাঞ্চকঞ্চুকবতী বেপমানতনুচ্ছদা।
পর্য্যক্ষিপৎ ক্ষপাঃ ক্ষামা তপসা হৈমনীশ্চ সা॥ ৭২।
নিশীথিনীষু শিশিরে শ্রয়ন্তী সারসং রসম্।
মেনে সা সারসৈঃ কেয়মুদ্যতাদ্যেতি পদ্মিনী॥ ৭৩।

করিলেন॥ ৬৭॥ গভীর জলদগর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, ঘন ঘন চকিতচপলা দর্শন করিয়া এবং প্রবল বারিধারায় বিদ্ধবপু হইয়াও সেই বালিকা তপস্বিনী ভয়ে বা ক্লেশে কিছুমাত্র কম্পিত হন নাই। ৬৮॥ সেই নবীন তপস্বিনীর তপস্যা দর্শন করিয়া চপলা সৌদামিনী বারম্বার সেই তমসাবৃত তপোবনে বিকাশ পাইয়া পুনঃ পুনঃ দর্শনের নিমিত্তই যেন পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে করিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ক্ষণপ্রভা দেখিতেছে সাক্ষাৎ নিদাঘ ঋতু ছদ্ম কুমারীবেশে পঞ্চাগ্নিরূপ বসন পরিধান করিয়াই যেন তপোবনে তপস্যা করিতেছে॥ ৬৯॥ ৭০॥

সেই পঞ্চাগ্নি পরিতাপিনী তপস্বিনী বালা পিপাসায় পরিতাপিতা হইলও কদাপি কুশাগ্রদ্বারা বিন্দুমাত্র বারিও পান করিতেন না॥ ৭১॥ সেই কৃশাঙ্গী তপস্বিনী ধৃতপাপা হেমন্তকালে রোমাঞ্চকলেবরে অনাবৃত গাত্রে নিশা যাপন করিতেন। তৎকালে তাঁহাররোমাঞ্চিত ত্বগিন্দ্রিয়, প্রকম্পিত কঞ্চুকের ন্যায় শোভা পাইত॥ ৭২॥ শিশির নিশীথিনীতে সেই তপস্বিনী সরো-

মনস্বিনামপি মনো রাগতাং সৃজতে মধৌ।
তদোষ্ঠপল্লবাদ্রাগো জহ্রে মাকন্দপল্লবৈঃ॥ ৭৪।
বসন্তে নিবসন্তী সা বনে বালা চলং মনঃ।
চক্রে তপস্যপি শ্রুত্বা কোকিলাকাকলীরবম্॥ ৭৫।
বন্ধুজীবেঽধররুচিং কলহংসে কলাগতীঃ।
নিক্ষেপমিব সা ক্ষিপ্ত্বা শরদ্যাসীত্তপোরতা॥ ৭৬।
অপাস্তভোগসম্পর্কা ভোগিনাং বৃত্তিমাশ্রিতা।
ক্ষুত্তৃড়্বোধনিরোধায় ধৃতপাপা তপস্বিনী॥ ৭৭।
শাণেন মণিবল্লীঢ়া কৃশাপ্যায়াদনর্ঘতাম্।
তথাপি তপসা ক্ষামা দিদীপে ততনুস্তরাম্॥ ৭৮।

বরের জল আশ্রয় করিয়া কেবল মুখমণ্ডল জাগাইয়া রাখিতেন, সরসীবিহারি সারসপক্ষিগণ তাহা দর্শন করিয়া মনে মনে এইরূপ তর্ক করিত যে, একি! নিশাকালে সরোবরে কি পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হইল? ৭৩॥ বসন্তকালে মনস্বি-গণের মানসও সুরাগে সুরঞ্জিত হয়। তৎকালে সহকার পল্লবসমূহ সেই ধৃত-পাপার ওষ্ঠপল্লবের সুরাগ হরণ করিয়া লোহিতরাগে সুশোভিত হই[illegible]॥ ৭৪॥ তপস্যাতে নিরত থাকিলেও বসন্তকালে কোকিলার কাকলীরব শ্রবণ করিয়া সেই বালতপস্বিনীর চিত্তচঞ্চল হইয়াছিল। অতএব ব্যাকুলচিত্তে বন্ধূলিপুষ্পে অধররাগ এবং কলহংসে মন্দমধুরগতি নিক্ষেপ করিয়া শরৎকালে তপস্যা করিতে বসিতেন॥ ৭৫॥ ৭৬॥ সেই তপস্বিনী ক্ষুধাতৃষ্ণা নিরোধের নিমিত্ত সমস্ত ভোগসম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া ভোজনসম্বন্ধে ফণিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বায়ুভক্ষণমাত্র সার করিলেন॥ ৭৭॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! উৎকৃষ্ট মণি যেমন কুৎসিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইলেও নিজগুণে মহামূল্যত্ব প্রাপ্ত হয়, এই কন্যাটীও সেইরূপ শনসূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রে আবৃত হইলেও দিব্যাঙ্গনার ন্যায় শোভাধারণ করিতেছেন। এবং তপস্যায় অতিশয় কৃশাঙ্গী হইয়াও তথাপি তপঃপ্রভাবে শরীরের পরম জ্যোতিঃপ্রকাশ করিতেছেন॥ ৭৮॥

নিরীক্ষ্য তাং তপস্যন্তীং বিধিঃ সংশুদ্ধমানসাম্।
উপেত্যোবাচ সুপ্রজ্ঞে প্রসন্নোঽস্মি বরং বৃণু॥ ৭৯।
সা চতুর্ব্বক্ত্রমালোক্য হংসযানোপরিস্থিতম্।
প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ প্রীতা প্রোবাচাথ প্রজাপতিম্॥ ৮০।

ধূতপাপোবাচ।

পিতামহ বরো মহ্যং যদি দেয়ো বরপ্রদ।
সর্ব্বেভ্যঃ পাবনেভ্যোঽপি কুরু মামতিপাবনীম্॥ ৮১।
স্রষ্টা তদিষ্টমাকর্ণ্য নিতরাং তুষ্টমানসঃ।
প্রত্যুবাচাথ তাং বালাং বিমলাং বিমলৈষিণীম্॥ ৮২।

ব্রহ্মোবাচ।

ধূতপাপে পবিত্রাণি যানি সন্ত্যত্র সর্ব্বতঃ।
তেভ্যঃ পবিত্রমতুলং ত্বমেধি বরতো মম॥ ৮৩।

অতঃপর ভগবান্ বিধাতা একদিন সেই পবিত্রচিত্ত কুমারীকে সেই অবস্থায় তপস্যা করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে সমাগত হইলেন এবং মধুরবচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শুভে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর॥ ৭৯॥ সেই তপস্বিনী ধূতপাপা, হংসবাহন চতুর্ম্মুখ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রীতচিত্তে তাঁহারে প্রণিপাত করিয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! হে দয়াময়! হে বরপ্রদ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমারে এইবর প্রদান করুন যে, আমি যেন জগতের সর্ব্ব পদার্থ অপেক্ষা পরম পবিত্র স্বামির পরমপবিত্রা পত্নী হই॥ ৮০॥ ৮১॥ প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ধূতপাপার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বিমলাভিলাষ প্রমোদিনী তপস্বিনীকে প্রসন্নবদনে করুণবচনে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধূতপাপে! ইহজগতে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তু আছে, আমার বরে তুমি তৎসর্ব্বাপেক্ষা অতুল্য পরম পবিত্র বস্তু লাভ করিতে পারিবে॥ ৮৩॥ হে কুমারি! ইহব্রহ্মাণ্ডে স্বর্গলোক, মর্ত্তলোক

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ সন্তি তীর্থানি কন্যকে।
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ পাবনান্যুত্তরোত্তরম্ ॥ ৮৪।
তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি ত্বত্তনৌ প্রতিলোম বৈ।
বসন্তু মম বাক্যেন ভব সর্ব্বাতিপাবনী ॥ ৮৫।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে বেধাঃ সাঽপি নির্ধূতকল্মষা।
ধুতপাপোটজং প্রাপ্তাথো বেদশিরসঃ পিতুঃ ॥ ৮৬।
কদাচিত্তাং সমালোক্য খেলন্তীমুটজাজিরে।
ধর্ম্মস্তত্তপসাকৃষ্টঃ প্রার্থয়ামাস কন্যকাম্ ॥ ৮৭।

ধর্ম্ম উবাচ।

পৃথুশ্রোণি বিশালাক্ষি ক্ষামোদরি শুভাননে।
ক্রীতঃ স্বরূপসম্পত্ত্যা ত্বয়াহং দেহি মে রতিম্ ॥ ৮৮।
নিতরাং বাধতে কামস্ত্বৎকৃতে মাং সুলোচনে।
অজ্ঞাতনাম্না সা তেন প্রার্থিতেত্যসকৃদ্রহঃ ॥ ৮৯।

এবং অন্তরীক্ষলোকে সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থ আছে' সেই সকল তীর্থ স্থান পর্য্যায় ক্রমে উত্তরোত্তর অধিকতর পবিত্র ॥ ৮৪ ॥ সেই সমস্ত তীর্থ আমার বরে তোমার প্রতিলোমকূপে অবস্থান করুক। আমার বরে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সুপবিত্র পতিলাভ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুপবিত্রা হও ॥৮৫॥ কমলাসন বিধাতা সেই ধূতপাপাকে এই বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ধূতপাপাও আপন পিতা মহর্ষি বেদশিরারগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮৬ ॥

হে ঘটোদ্ভব! সেই কন্যা একদিন পিতার কুটীর প্রাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে ছিলেন, এমন সময়ে ধর্ম্ম তাঁহাকে হঠাৎ দেখিতে পান। দর্শনমাত্র ধর্ম্মরাজ তপঃক্লিষ্টা সেই ধূতপাপার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৮৭ ॥ তিনি কহিলেন, হে নিবিড় নিতম্বিনি! হে বিশালাক্ষি! হে কৃশোদরি! হে শুভাননে! তোমার অতুল রূপলাবণ্যের নিকটে আমার চিত্ত বিক্রিত হইয়াছে। হে সুন্দরি! তুমি আমারে রতিদান কর ॥ ৮৮ ॥ হে সুলোচনে!

উবাচ সা পিতা দাতা তং প্রার্থয় সুদুর্ম্মতে।
পিতৃপ্রদেয়া যৎ কন্যা শ্রুতিরেষা সনাতনী॥ ৯০।
নিশম্যেতি বচো ধর্ম্মো ভাবিনোর্থস্য গৌরবাৎ।
পুনর্নির্ব্বন্ধয়াঞ্চক্রেঽপধৃতিধৃ'তিশালিনীম্॥ ৯১।

ধর্ম্ম উবাচ।

ন প্রার্থয়েঽহং শুভগে পিতরং তব সুন্দরি।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন কুরু মে ত্বং সমীহিতম্॥ ৯২।
ইতি নির্ব্বন্ধবদ্বাক্যং সা নিশম্য কুমারিকা।
পিতুঃ কন্যাফলন্দিৎসুঃ পুনরাহেতি তং দ্বিজম্॥ ৯৩।
অরে জড়মতে মাত্বং পুনর্ব্রূহীতি যাহ্যতঃ।
ইত্যুক্তোঽপি কুমার্য্যা স নাতিষ্ঠন্ মদনাতুরঃ॥ ৯৪।

তোমারে দর্শন করিয়া অবধি কন্দর্প আমারে দাহন করিতেছে, ইত্যাকার নানাপ্রকার স্তব করিয়া ধর্ম্ম বারম্বার কাতরবচনে সেই কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন॥৮৯॥ ধৃতপাপা কহিলেন, রে দুর্ম্মতে! তুমি দান প্রাপ্ত হইবার কে? পিতা ব্যতিরেকে দান করিবার অধিকার কাহার? চিরপ্রসিদ্ধ সনাতনী শ্রুতি আছে, কন্যাকে কেবল পিতাই দান করিতে পারিবেন। অতএব তুমি গিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। ৯০॥ ধৃতপাপার উগ্রবাক্যেও ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া বিধিবশে পুনরায় নির্ব্বন্ধ সহকারে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম সেই ধৈর্য্যশালিনীকে দর্শন করিয়া এককালে তখন অতিশয় অধৈর্য্য হইয়াছিলেন॥ ৯১॥

হে অগস্ত্য! ধৃতপাপার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম কহিলেন, হে সুভগে! আমি তোমার পিতার নিকটে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি না। হে সুন্দরি! তুমি স্বয়ং আমারে গান্ধর্ব্ববিধানে বরণ করিয়া আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ কর॥ ৯২॥ পিতাকে কন্যাদান ফলদানাভিলাষিণী সেই কুমারী ধৃতপাপা, ধর্ম্মের এইরূপ নির্ব্বন্ধবাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, রে জড়মতে! তুমি এমন কথা আর বলিও না। আমি তোমারে বলি-

ততঃ শশাপ তং বালা প্রবলা তপসো বলাৎ।
জড়োঽসি নিতরাং যস্মাজ্জলাধারো নদো ভব॥ ৯৫।
ইতি শপ্তস্তয়া সোঽথ তাং শশাপ ক্রুধান্বিতঃ।
কঠোরহৃদয়ে ত্বন্তু শিলা ভবসুদুর্ম্মতে॥ ৯৬।

স্কন্দ উবাচ।

ইত্যন্যোন্যস্য শাপেন মুনে ধর্ম্মো নদোঽভবৎ।
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে খ্যাতো ধর্ম্মনদো মহান্॥ ৯৭।
সাপ্যাহ পিতরং ত্রস্তা স্বশিলাত্বস্য কারণম্।
ধ্যানেন ধর্ম্মং বিজ্ঞায় মুনিঃ কন্যামথাব্রবীৎ॥ ৯৮।
মাভৈঃ পুত্রি করিষ্যামি তব সর্ব্বং শুভোদয়ম্।
তচ্ছাপো নান্যথা ভূয়াচ্চন্দ্রকান্তশিলা ভব॥ ৯৯।

তেছি, তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। কুমারীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মের আর কামভাবের আবির্ভাব রহিল না॥ ৯৩॥৯৪॥ অনন্তর সেই তপোবলপ্রবলা বালা ধূতপাপা এই বলিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, রে দুর্ম্মতে! জড়বুদ্ধিবশত তুমি সুতরাং স্বয়ংও জড়পদার্থ। অতএব আমার বচনে তুমি জলাধার নদ হও॥ ৯৫॥ বালিকাকর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ধর্ম্ম সংক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহাকে এই বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন যে, রে কঠোরহৃদয়ে! তুই আমারে অবমাননা করিলি, অতএব রে দুর্ম্মতি বালিকে! তোর যেরূপ কঠোর হৃদয়, তুই সেইরূপ কঠোরশিলা হইয়া অবস্থান কর॥ ৯৬॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কলসোদ্ভব! এইরূপে উভয়ের পরস্পর শাপ বিনিময় হইল। ধর্ম্ম তৎপ্রভাবে অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে জলরূপী ধর্ম্মনদ হইয়া রহিলেন॥ ৯৭॥ এদিকে ধূতপাপা তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া আপনার পাষানত্ব প্রাপ্তির কারণ পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। মহামুনি বেদশিরা তখন ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মই এই কাণ্ড করিয়াছেন; অতএব কন্যাকে কহিলেন, হে বৎসে! ভয় নাই। আমি সর্ব্বপ্রকারে তোমার মঙ্গল বিধান করিব; কিন্তু সেই শাপ অব্যর্থ; অতএব তুমি চন্দ্রকান্ত শিলা হও। হে

চন্দ্রোদয়মনুপ্রাপ্য দ্রবীভূততনুস্ততঃ।
ধুনী ভব সুতে সাধ্বি ধূতপাপেতি বিশ্রুতা ॥ ১০০।
স চ ধর্ম্মনদঃ কন্যে তব ভর্ত্তা সুশোভনঃ।
তৈস্তৈর্গুণৈঃ পরিপূর্ণাঙ্গো যে গুণাঃ প্রার্থিতাস্ত্বয়া ॥১০১।
অন্যচ্চ শৃণু সদ্বুদ্ধে মমাপি তপসো বলাৎ।
দ্বৈরূপ্যং ভবতোর্ভাবি প্রাকৃতঞ্চ দ্রবঞ্চ বৈ ॥ ১০২।
ইত্যাশ্বাস্য পিতা কন্যাং ধূতপাপাং পরন্তপঃ।
চন্দ্রকান্তশিলভূতা মনুজগ্রাহ বুদ্ধিমান্ ॥ ১০৩।
তদারভ্য মুনে কাশ্যাং খ্যাতো ধর্ম্মনদো হ্রদঃ।
ধর্ম্মো দ্রবস্বরূপেণ মহাপাতকনাশনঃ ॥ ১০৪।
ধুনী চ ধূতপাপা সা সর্ব্বতীর্থময়ী শুভা।
হরেন্মহাঘসঙ্ঘাতান্ কূলজানিব পাদপান্ ॥ ১০৫।

বৎসে! চন্দ্রোদয়ে সেই চন্দ্রকান্ত শিলা দ্রবীভূত হইলে তুমি নদীরূপ ধারণ করিবে। সেই নদী ধূতপাপা নামেই বিখ্যাত। হে বৎসে! সেই ধর্ম্মনদই তোমার সুশোভন পতি। তুমি যে সকল গুণ প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাঁহার শরীরেই সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে। হে সুশীলে! আরও কিছু শ্রবণ কর। আমার তপঃপ্রভাবে তোমরা উভয়েই দ্বিবিধরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিবে, স্বভাবতঃ প্রাকৃত মূর্ত্তি এবং শাপপ্রসূত দ্রবময়ীমূর্ত্তি ॥ ৯৮—১০২ ॥ স্থিরপ্রজ্ঞ পরন্তপ মহর্ষি বেদশিরা সেই চন্দ্রকান্তশিলাভূতা কন্যাকে এইরূপ আশ্বাস-বাক্যে অনুগৃহীত করিলেন ॥ ১০৩ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! তদবধি কাশীতে ধর্ম্মনদ ধর্ম্মহ্রদ-নামে বিখ্যাত হইল। ধর্ম্ম জলময় হইয়া পরমপাবন তীর্থ হইলেন ॥ ১০৪ ॥ ধূতপাপাও ধূতপাপা নদীরূপে সর্ব্বতীর্থময়ী শুভপ্রদা হইলেন। নদীকূলজাত পাদপাবলী যেমন নদীবেগপ্রভাবে নির্ম্মূল হইয়া পড়ে, ধূতপাপার মাহাত্ম্যপ্রভাবে সেইরূপ সমস্ত মহা মহা পাপরাশি নির্ম্মূল হইয়া যায় ॥ ১০৫ ॥ কাশীতে যখন

তত্র ধর্ম্মনদে তীর্থে ধূতপাপা সমন্বিতে।
যদা ন স্বর্ধুনী তত্র তদা ব্রধ্নস্তপো ব্যধাৎ॥ ১০৬।
গভস্তিমালী ভগবান্ গভস্তীশ্বরসন্নিধৌ।
শীলয়ন্ মঙ্গলাং গৌরীং তপ উগ্রং চচার হ॥ ১০৭।
নাম্না ময়ূখাদিত্যস্য তীর্থে তত্র তপস্যতঃ।
কিরণেভ্যঃ প্রবব্রতে মহাস্বেদোঽতি খেদতঃ॥ ১০৮।
কিরণেভ্যঃ প্রবৃত্তা যা মহাস্বেদস্য সন্ততিঃ।
ততঃ সা কিরণা নাম জাতা পুণ্যা তরঙ্গিণী॥ ১০৯।
মহাপাপান্ধতমসং কিরণাখ্যাতরঙ্গিণী।
ধ্বংসয়েৎ স্নানমাত্রেণ মিলিতা ধূতপাপয়া॥ ১১০।
আদৌ ধর্ম্মনদঃ পুণ্যো মিশ্রিতো ধূতপাপয়া।
যয়া ধূতানি পাপানি সর্ব্বতীর্থীকৃতাত্মনা॥ ১১১।
ততোঽপি মিলিতাগত্য কিরণা রবিনৈর্ধিতা।
যন্নামস্মরণাদেব মহামোহোঽন্ধতাং ব্রজেৎ॥ ১১২।

ভাগীরথী ছিলেন না, সূর্য্যদেব তৎকালে সেই ধূতপাপা সমন্বিত ধর্ম্মনদতীর্থে তপোবিধান করিয়াছিলেন॥ ১০৬॥ ভগবান গভস্তিমালী দিবাকর তৎকালে গভস্তীশ্বর লিঙ্গের সন্নিধানে মঙ্গলাগৌরীর পূজা করিয়া উগ্রতপশ্চরণ করিয়াছিলেন॥ ১০৭॥ একদা তিনি ময়ূখাদিত্য তীর্থে নিদাঘকালে তপস্যা করিতে ছিলেন, তৎকালে তাঁহার অতিশয় স্বেদজল বিগলিত হয়। সেই স্বেদজলে কিরণ দ্রবীভূত হইয়া কিরণানামে পুণ্যতরঙ্গিনীর উৎপত্তি হইয়াছে॥ ১০৮॥ ১০৯॥ সেই কিরণানদী ঐ ধূতপাপার সহিত মিলিত হইয়া অধিকতর পবিত্র হইয়াছেন। সেই সঙ্গমস্থলে স্নান করিবামাত্র মহাপাপরূপ তিমিরজাল বিধ্বংসিত হইয়া যায়॥ ১১০॥ সর্ব্বতীর্থময়ী ধূতপাপার সহিত ধর্ম্মনদমিশ্রিত হইয়া যেমন জীবের সমস্ত পাপরাশি বিধূত করিয়া দেন, তদ্রূপ সৌরকরপরিবর্দ্ধিতা কিরণাও এইতীর্থের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাহার নাম উচ্চা-

কিরণাধূতপাপে চ তস্মিন্ ধর্ম্মনদে শুভে।
স্রবন্ত্যৌ পাপসংহর্ত্র্যৌ বারাণস্যাং শুভদ্রবে ॥ ১১৩।
ততো ভাগীরথী প্রাপ্তা তেন দৈলীপিনা সহ।
ভাগীরথী সমায়াতা যমুনা চ সরস্বতী ॥ ১১৪।
কিরণা ধূতপাপা চ পুণ্যতোয়া সরস্বতী।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব পঞ্চনদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৫।
অতঃ পঞ্চনদং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
তত্রাপ্লুতো ন গৃহ্লীয়াদ্দেহং না পাঞ্চভৌতিকম্ ॥ ১১৬।
অস্মিন্ পঞ্চনদীনাঞ্চ সম্ভেদেঽঘৌঘভেদিনি।
স্নানমাত্রাৎ প্রযাত্যেব ভিত্বা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপম্ ॥ ১১৭।
তীর্থানি সন্তি ভূয়াংসি কাশ্যামত্র পদে পদে।
ন পঞ্চনদতীর্থস্য কোট্যংশেন সমান্যপি ॥ ১১৮।

রণ করিবামাত্র স্বকার্য্য সাধনের সমস্ত আশাই ফলবতী হয় ॥ ১১১ ॥ ১১২ ॥ হে অগস্ত্য! পবিত্রতোয়া কিরণা ও ধূতপাপা বারাণসীধামে শুভপ্রদ পুণ্যময় ধর্ম্মনদে মিশ্রিত হইয়া জীবের সমস্ত পাপপঙ্ক প্রক্ষালন করিতেছেন ॥ ১১৩ ॥ অতঃপর দিলিপকুমার ভগীরথ যখন ভাগীরথীরে ধরাতলে আনয়ন করেন, তৎকালে কিরণা ও ধূতপাপা কাশীতে গঙ্গার সহিত মিলিত হন। যমুনাও সরস্বতীর সহিত তাঁহাদিগের সঙ্গমও সেই সময়ে সম্পাদিত হয়। অতএব গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কিরণা ও ধূতপাপা এই পাঁচটী পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতী জগতীতলে পুণ্যনদী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বারাণসীক্ষেত্রে এই স্থানটীই ত্রিলোকবিখ্যাত পঞ্চনদ ক্ষেত্র ॥ ১১৪ ॥ ১১৫ ॥ যাঁহারা এই পুণ্যময় পঞ্চনদতীর্থে একবারমাত্র স্নান করেন, তাঁহাদিগকে আর পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না ॥ ১১৬ ॥ সর্ব্বপাপনাশিনী এই পঞ্চনদী সঙ্গমে স্নান করিলে জীবগণ এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ ভেদ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া যায়। ১১৭ ॥ হে কুম্ভযোনে! কাশীধামে পদে পদে বহুতর তীর্থ আছে। কিন্তু

প্রয়াগে মাঘমাসে তু সম্যক্ স্নানস্য যৎ ফলম্।
তৎ ফলং স্যাদ্দিনৈকেন কাশ্যাং পঞ্চনদে ধ্রুবম্॥ ১১৯।
স্নাত্বা পঞ্চনদে তীর্থে কৃত্বা চ পিতৃতর্পণম্।
বিন্দুমাধবমভ্যর্চ্চ্য ন ভূয়ো জন্মভাগ্ ভবেৎ॥ ১২০।
যাবৎ সংখ্যা তিলা দত্তাঃ পিতৃভ্যো জলতর্পণে।
পুণ্যে পঞ্চনদে তীর্থে তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবদাব্দিকী॥ ১২১।
শ্রদ্ধয়া যৈঃ কৃতং শ্রাদ্ধং তীর্থে পঞ্চনদে শুভে।
তেষাং পিতামহা মুক্তা নানাযোনিগতা অপি॥ ১২২।
যমলোকে পিতৃগণৈর্গাথেয়ং পরিগীয়তে।
মহিমানং পাঞ্চনদং দৃষ্ট্বা শ্রাদ্ধবিধানতঃ॥ ১২৩।
অস্মাকমপি বংশেঽত্র কশ্চিচ্ছ্রাদ্ধং করিষ্যতি।
কাশ্যাং পঞ্চনদং প্রাপ্য যেন মুচ্যামহে বয়ম্॥ ১২৪।
ইয়ং গাথা প্রতিদিনং শ্রাদ্ধদেবস্য সন্নিধৌ।
পিতৃভিঃ পরিগীয়েত কাশ্যাং পঞ্চনদং প্রতি॥ ১২৫।

তাহারা পবিত্রতাংশে পঞ্চনদ তীর্থের কোটি অংশের একাংশেরও তুল্য নহে ১১৮॥ মাঘমাসে বিধিপূর্ব্বক প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, একটীদিনমাত্র পঞ্চনদ তীর্থে স্নান করিলে নিশ্চয়ই তত্তুল্য ফল হইয়া থাকে ১১৯॥ পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া যিনি পিতৃলোকের তর্পণ এবং বিন্দুমাধব লিঙ্গের পূজা করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ১২০॥ পঞ্চনদের জলে পিতৃলোকের তিলতর্পণে যতগুলি তিল প্রদত্ত হয়, পিতৃলোকেরা সেই তর্পণে তত বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন॥ ১২১॥ যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পঞ্চনদতীর্থে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার পিতৃপুরুষেরা বহুজন্মার্জ্জিত পাপ হইতেও মুক্তি প্রাপ্ত হন॥ ১২২॥ উপরতপিতৃপুরুষগণ যমপুরে এইরূপ গাথা গান করিয়া থাকেন যে, আমাদিগের বংশে যদি কোন সন্তান বারাণসীক্ষেত্রস্থিত পঞ্চনদ তীর্থের মহিমা পরিজ্ঞাত হইয়া তথায় আমাদিগের শ্রাদ্ধতর্পণ করে, তাহা

তত্র পঞ্চনদে তীর্থে যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে বসু।
কল্পক্ষয়েঽপি ন ভবেত্তস্য পুণ্যস্য সঙ্ক্ষয়ঃ॥ ১২৬।
বন্ধ্যাপি বর্ষপর্য্যন্তং স্নাত্বা পঞ্চনদে হ্রদে।
সমর্চ্চ্য মঙ্গলাং গৌরীং পুত্রং জনয়তি ধ্রুবম্॥ ১২৭।
জলৈঃ পাঞ্চনদৈঃ পুণ্যৈর্বাসসা পরিশোধিতৈঃ।
মহাফলমবাপ্নোতি স্নপয়িত্বেষ্টদেবতাম্॥ ১২৮।
পঞ্চামৃতানাং কলশৈরষ্টোত্তরশতোন্মিতৈঃ।
তুলিতোঽধিকতাং যাতো বিন্দুঃ পাঞ্চনদাম্ভসঃ॥ ১২৯।
পঞ্চকূর্চ্চেন পীতেন যাত্র শুদ্ধিরুদাহৃতা।
সা শুদ্ধিঃ শ্রদ্ধয়া প্রাশ্য বিন্দুং পাঞ্চনদাম্ভসঃ॥ ১৩০।
ভবেদবভৃতস্নানাদ্রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ।
যৎ ফলং তচ্ছতগুণং স্নানাৎ পাঞ্চনদাম্ভসা॥ ১৩১।
রাজসূয়াশ্বমেধৌ চ ভবেতাং স্বর্গসাধনম্।
আব্রহ্মঘটিকাদ্বন্দ্বং মুক্ত্যৈ পাঞ্চনদাপ্লুতিঃ॥ ১৩২।

হইলে আমরা মুক্ত হই॥ ১২৩॥ ১২৪॥ তাঁহারা কাশীক্ষেত্রের পঞ্চনদ তীর্থকে উদ্দেশ করিয়া প্রতিদিন যমরাজ সন্নিধানে ঐ গাথা গান করিয়া থাকেন॥ ১২৫॥ বারাণসীধামে পঞ্চনদক্ষেত্রে যদি কেহ যৎকিঞ্চিৎ মাত্র অর্থ-দান করেন, বহুকল্প ক্ষয়েও তাঁহার সে পুণ্যের ক্ষয় হয় না॥ ১২৬॥ বন্ধ্যা-নারী যদি একবৎসর কাল পবিত্র পঞ্চনদজলে স্নান করিয়া মঙ্গলা গৌরীর পূজা করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার পুত্রলাভ হয়॥ ১২৭॥ পুণ্যময় পঞ্চ-নদের পবিত্রজল সুবাসিত করিয়া সেই জলে ইষ্টদেবতাকে স্নান করাইলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে॥ ১২৮॥ অষ্টোত্তর শত কলস পঞ্চামৃত অপেক্ষাও বিন্দুমাত্র পঞ্চনদ সলিলের গৌরব তুলনাংশে বহুগুণে অধিক॥ ১২৯॥ পঞ্চ-গব্য পান করিলে যেরূপ শুদ্ধিলাভ হয়, পঞ্চনদ সঙ্গমের একবিন্দু জলপানেও তদ্রূপ শুদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১৩০॥ রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অবসানে অবভৃথ স্নান করিলে যেরূপ পুণ্য হয়, পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিলে তাহার শত-

স্বর্গরাজ্যাভিষেকোঽপি ন তথা সম্মতঃ সতাম্।
অভিষেকঃ পাঞ্চনদো যথা নাল্পসুখপ্রদঃ॥ ১৩৩।
বরং বারাণসীং প্রাপ্য মৃত্যুঃ পঞ্চনদোক্ষিণাম্।
নান্যত্র সেবকীভূতভূপকোটির্নরেশ্বরঃ॥ ১৩৪।
যৈর্ন পঞ্চনদে স্নাতং কার্ত্তিকে পাপহারিণি।
তেঽদ্যাপি গর্ভে তিষ্ঠন্তি পুনস্তে গর্ভবাসিনঃ॥ ১৩৫।
কৃতে ধর্ম্মনদং নাম ত্রেতায়াং ধূতপাপকম্।
দ্বাপরে বিন্দুতীর্থঞ্চ কলৌ পঞ্চনদং স্মৃতম্॥ ১৩৬।
শতং সমাস্তপস্তপ্ত্বা কৃতে যৎ পাপ্যেত ফলম্।
তৎ কার্ত্তিকে পঞ্চনদে সকৃৎ স্নানেন লভ্যতে॥ ১৩৭।
ইষ্টাপূর্ত্তেষু ধর্ম্মেষু যাবজ্জন্মকৃতেষু যৎ।
অন্যত্র স্যাৎফলং তৎস্যাদূর্জ্জে ধর্ম্মনদাপ্লবাৎ॥ ১৩৮।
ন ধূতপাপসদৃশং তীর্থং ক্বাপি মহীতলে।
যদেকস্নানতো নশ্যেদঘং জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্॥ ১৩৯।

গুণ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে॥ ১৩১॥ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে॥ ১৩২॥ স্বর্গসুখ ক্ষণস্থায়ী; অতএব পঞ্চনদে স্নানাপেক্ষা স্বর্গভোগবাসনা সাধুসম্মত নহে॥ ১৩৩॥ অন্যত্রে কোটি কোটি রাজার উপর রাজচক্রবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা বরং পঞ্চনদ স্নায়ী হইয়া কাশীতে মৃত্যুও শ্রেয়॥ ১৩৪॥ যাহারা কার্ত্তিকমাসে পাপহারি পঞ্চনদে স্নান করে নাই, তাহাদিগকেই বারম্বার গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই॥ ১৩৫॥ সত্যযুগে ধর্ম্মনদ, ত্রেতাযুগে ধূতপাপ, দ্বাপরে বিন্দুতীর্থ এবং কলিযুগে পঞ্চনদনামে এই তীর্থ সুপ্রসিদ্ধ॥ ১৩৬॥ সত্যযুগে শতবর্ষব্যাপি তপস্যা করিলে যে ফল হইত, কলিযুগে একবারমাত্র পঞ্চনদে স্নান করিলে সেই ফল হয়॥ ১৩৭॥ যাবজ্জীবন ইষ্টাপূর্ত্ত যাগানুষ্ঠানে যে ধর্ম্মলাভ হয়, কার্ত্তিকমাসে ধর্ম্মনদে একবার-

বিন্দুতীর্থে নরো দত্ত্বা কাঞ্চনং কৃষ্ণলোন্মিতম্।
ন দরিদ্রো ভবেৎ ক্বাপি ন স্বর্ণেন বিযুজ্যতে॥ ১৪০।
গোভূতিলহিরণ্যাশ্ববাসোন্নস্রগ্বিভূষণম্।
যৎকিঞ্চিৎ বিন্দুতীর্থেঽত্র দত্ত্বা ক্ষয়মবাপ্নুয়াৎ॥ ১৪১।
একামপ্যাহুতিং দত্ত্বা সমিদ্ধেগ্নৌ বিধানতঃ।
পুণ্যে ধর্ম্মনদে তীর্থে কোটিহোমফলং লভেৎ॥ ১৪২।
ন পঞ্চনদতীর্থস্য মহিমানমনন্তকম্।
কোঽপি বর্ণয়িতুং শক্তশ্চতুর্ব্বর্গশুভৌকসঃ॥ ১৪৩।
শ্রুত্বাখ্যানমিদং পুণ্যং শ্রাবয়িত্বাপি ভক্তিতঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ১৪৪।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পঞ্চনদাবির্ভাবো নাম
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মাত্র স্নান করিলে সেই ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে॥ ১৩৮॥ ধূতপাপ তীর্থের তুল্য মহাতীর্থ মহীতলে আর নাই। সেই তীর্থে একবারমাত্র স্নান করিলে ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়॥ ১৩৯॥ বিন্দুতীর্থে একরতি স্বর্ণদান করিলে কদাচ দরিদ্রতা জন্মে না এবং দাতাকে কখনই স্বর্গবিচ্যুত হইতে হয় না॥১৪০॥ বিন্দুতীর্থে গাভী, ভূমি, তিল, অন্ন, বস্ত্র, অশ্ব অথবা মাল্যালঙ্কার দান করিলে সেই দান ফল অক্ষয় হইয়া থাকে॥ ১৪১॥ বিধিপূর্ব্বক পুণ্যময় ধর্ম্মনদতীর্থে হোমাগ্নিতে একবারমাত্র আহুতি দান করিলে কোটি হোমের ফল হয়॥ ১৪২॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ পঞ্চনদ তীর্থের অনন্তমহিমা কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ? ১৪৩॥ ভক্তিপূর্ব্বক এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে অথবা অপরকে শ্রবণ করাইলে, সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস হয়॥ ৪৪॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পঞ্চনদাবির্ভাব নাম
একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

উক্তা পঞ্চনদোৎপত্তির্মিত্রাবরুণনন্দন।
ইদানীং কথয়িষ্যামি মাধবাবিষ্কৃতিং পরাম্॥ ১।
যাং শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া ধীমান্ পাপেভ্যো মুচ্যতে ক্ষণাৎ।
ন চ শ্রিয়া বিযুজ্যেত সংযুজ্যেত বৃষেণ চ॥ ২॥
আগত্য মন্দরাদদ্রেরুপেন্দ্রশ্চন্দ্রশেখরম্।
আপৃচ্ছ্য তার্ক্ষ্যরথগঃ ক্ষণাদ্বারাণসীং পুরীম্॥ ৩।
দিবোদাসং মহীপালং সমুচ্চাট্য স্বমায়য়া।
স্থিত্বা পাদোদকে তীর্থে কেশবাখ্যস্বরূপতঃ॥ ৪।
মহিমানং পরং কাশ্যাং বিচার্য্য সুবিচার্য্য চ।
দৃষ্ট্বা পঞ্চনদং তীর্থং পরাং মুদমবাপ হ॥ ৫।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এই আমি তোমার নিকট পঞ্চনদতীর্থ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে হে মিত্রাবরুণনন্দন! অতঃপর আমি মাধব আবিষ্কার নাম পবিত্র গাথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ত্রিলোক বিশ্রুত পবিত্র কথা শ্রবণ করিলে লোকে কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হয় না এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মানুগত হইয়া থাকে॥ ১॥ ২॥

ভগবান বিষ্ণু কাশীপতি চন্দ্রশেখরের আদেশানুসারে মন্দরপর্ব্বত হইতে গরুড়ারোহণে কাশীধামে আগমনপূর্ব্বক স্বকীয় মায়াপ্রভাবে রাজা দিবোদাসকে বিমোহিত করিয়া পাদোদকতীর্থে কেশবরূপে অবস্থিত হইলেন॥ ৩॥ ৪॥ অনন্তর তিনি কাশীধামের অপার মহিমা মনে মনে পুনঃ পুনঃ আলো-

উবাচ চ প্রসন্নাত্মা পুণ্ডরীকবিলোচনঃ।
অগণ্যা অপি বৈকুণ্ঠগুণা বিগণিতা ময়া॥ ৬।
ক্ক ক্ষীরনীরধৌ সন্তি তাবন্তো নির্ম্মলা গুণাঃ।
যাবন্তো বিজয়ন্তেঽত্র কাশ্যাং পঞ্চনদে হ্রদে॥ ৭।
শ্বেতদ্বীপেঽপি সামগ্রী ক্ক গুণানাং গরীয়সী।
ঈদৃশী যাদৃশী কাশ্যাং ধূতপাপেঽস্তি পাবনী॥ ৮।
মুদে কৌমোদকীস্পর্শস্তথা ন মম জায়তে।
ধূতপাপাম্বুসম্পর্কো যথা ভবতি সর্ব্বথা॥ ৯।
ন ক্ষীরনীরধিজয়া সুখং মে শ্লিষ্টগাত্রয়া।
তথা ভবেদ্ যথাত্র স্যাৎ স্পৃষ্টয়া ধূতপাপয়া॥১০।
ইত্থং পঞ্চনদে তীর্থে ক্ষীরনীরধিজাধবঃ।
সম্প্রেষ্য তার্ক্ষ্যং ত্র্যক্ষায় বৃত্তান্তং বিনিবেদিতুম্॥১১।

চনাপূর্ব্বক পঞ্চনদতীর্থ অবলোকন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন॥ ৫॥ এই তীর্থ দর্শন করিয়া প্রসন্নাত্মা পুণ্ডরীকলোচন হৃষীকেশ মনে মনে কহিলেন অহো! অগণিত গুণশালি বৈকুণ্ঠধামও অদ্য আমার নিকট নির্গুণ বলিয়া বোধ হইতেছে। বারাণসীস্থিত এই পবিত্র পঞ্চনদতীর্থে যে সকল মহদ্গুণ দর্শন করিতেছি, ক্ষীরোদ সাগরেই বা এতাদৃশ নির্ম্মল গুণরাশি কোথায়? ৬॥ ৭, শ্বেতদ্বীপ তীর্থে যে সামগ্রী আছে, তাহা কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ? এই কাশীধামে ধূতপাপতীর্থে যে সামগ্রী আছে, তাহা পরম পাবনী, শ্বেতদ্বীপে সেরূপ সামগ্রী নাই॥ ৮॥ ধূতপাপাম্বু সংস্পর্শে সর্ব্বথা যেমন আনন্দ জন্মে, আমার কৌমদকীস্পর্শে তাদৃশ সুখোদয় হয় না। সেই গদাতীর্থের এতাদৃশী পবিত্রতা নাই॥ ৯॥ কাশীতে ধূতপাপাকে স্পর্শ করাতে যাদৃশ সুখ, ক্ষীরোদ সম্ভবা কমলার আলিঙ্গনেও আমার তাদৃশ সুখ হয় না॥ ১০॥

হে অগস্ত্য! ভগবান লক্ষ্মীকান্ত এই প্রকার পঞ্চনদ মাহাত্ম্য আলোচনা করিয়া কাশীকান্তের নিকটে সংবাদ প্রদানার্থি বিহগরাজ গরুড়কে তথা

আনন্দকাননভবং দিবোদাসক্ষমাপতেঃ।
স বর্ণয়ন্ গুণগ্রামং পুণ্যং পাঞ্চনদোদ্ভবম্ ॥ ১২।
সুখোপবিষ্টঃ সংহৃষ্টঃ সুদৃষ্টির্বিষ্টরশ্রবাঃ।
দৃষ্টবাংস্তপসা জুষ্টমপুষ্টাঙ্গং তপোধনম্ ॥ ১৩।
স ঋষিস্তং সমভ্যেত্য পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্।
উপোপবিষ্টকমলং বনমালাবিরাজিতম্ ॥ ১৪।
শঙ্খপদ্মগদাচক্রচঞ্চৎকরচতুষ্টয়ম্।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং পীতকৌশেয়বাসসম্। ১৫
সুনীলেন্দীবররুচিং সুস্নিগ্ধমধুরাকৃতিম্।
নাভীহ্রদলসৎপদ্মং সুপাটলরদচ্ছদম্ ॥ ১৬।
দাড়িমীবীজদশনং কিরীটদ্যোতিতাম্বরম্।
দেবেন্দ্রবন্দিতপদং সনকাদিপরিষ্টুতম্ ॥ ১৭।
দিব্যর্ষিভির্নারদাদ্যৈঃ পরিগীতমহোদয়ম্।
প্রহ্লাদাদ্যৈর্ভাগবতৈঃ পরিনন্দিতমানসম্ ॥ ১৮।

হইতে মন্দরপর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন। ১১ ॥ অনন্তর তিনি আনন্দকানন কাশীধামের ধর্ম্মাত্মা রাজা দিবোদাসের এবং পুণ্যসলিলা ধূতপাপার বহুবিধ গুণ কীর্ত্তন করিয়া প্রহৃষ্টমানসে সুখাসীন আছেন, ইত্যবসরে একজন তপোবলসম্পন্ন তপঃক্লেশ শীর্ণাঙ্গ তপস্তেজস্বি তপোধন তাঁহার নয়নগোচর হইল ॥ ১২। ১৩॥ সেই ঋষিবর তখন সমীপস্থ হইয়া পদ্মাসনোপবিষ্ট বনমালাবিরাজিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারি, কৌস্তভরত্নশোভিত বক্ষঃ, পীতাম্বর, ইন্দীবরকান্তি, সুস্নিগ্ধমধুরাকৃতি, উদ্ভাসিতনাভিপদ্ম, লোহিতোষ্ঠ, দাড়িম্ব বীজদশন, গগনদীপ্তকিরীটশীর্ষ, দেবেন্দ্রবন্দিতপদ, সনকাদিমহর্ষিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান, নারদাদিদেবর্ষিগণকর্ত্তৃকসঙ্গীয়মান, প্রহ্লাদাদিপরমভাগবতগণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত, শার্ঙ্গধনুষ্পাণি, নিখিল দানবদলন, মধুকৈটভারি, কংসনিসূ-

ধৃতশার্ঙ্গধনুর্দ্দণ্ডং দণ্ডিতাখিলদানবম্।
মধুকৈটভহন্তারং কংসবিধ্বংসসূচকম্ ॥ ১৯ ।
কৈবল্যং যৎ পরব্রহ্ম নিরাকারমগোচরম্।
তং পুংমূর্ত্ত্যা পরিণতং ভক্তানাং ভক্তিহেতুতঃ ॥ ২০ ।
বেদা বিদুর্যদাকারং নৈবোপনিষদোদিতম্।
ব্রহ্মাদ্যা ন চ গীর্ব্বাণাশ্চক্রে নেত্রাতিথিং সতম্ ॥ ২১ ।
প্রণমাম মুদাযুক্তঃ ক্ষিতিবিন্যস্তমস্তকঃ।
স ঋষিস্তং হৃষীকেশমগ্নিবিন্দুর্মহাতপাঃ ॥ ২২ ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা মৌলিবদ্ধকরাঞ্জলিঃ।
অধ্যস্তবিস্তীর্ণশিলং বলিধ্বংসিনমচ্যুতম্ ॥ ২৩।
তত্র পঞ্চনদাভ্যাসে মার্কণ্ডেয়াদিসেবিতে।
গোবিন্দমগ্নিবিন্দুঃ স স্তুতবাং স্তুষ্টমানসঃ ॥ ২৪ ।

দন, ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণের ত্রৈলোক্যবিমোহিণী মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ১৪—১৯ ॥ যিনি সাক্ষাৎ কৈবল্যস্বরূপ, পরব্রহ্ম, নিরাকার এবং বাক্যমনের অগোচর, তিনি কেবল ভক্তগণের ভক্তির নিমিত্ত এইরূপ পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ২০ ॥ যে রূপ বেদের অগোচর, যে আকার উপনিষদেও নাই এবং ব্রহ্মাদিদেবগণ যে মূর্ত্তি কখন চক্ষেও দর্শন করেন নাই, সেই ভাগ্যবান ঋষি পরম ভাগ্যবশে সেই বিশ্বব্যাপিনী বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তি নেত্রপথের অতিথি করিলেন। ২১ ॥ সেই মহাতপা মুনিবরের নাম অগ্নিবিন্দু। সেই ঋষি তখন ভূমিতলে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া সানন্দচিত্তে ভগবান হৃষীকেশকে প্রণিপাত করিলেন। ২২ ॥ তদনন্তর মহর্ষি অগ্নিবিন্দু সেই মার্কণ্ডেয়াদিঋষিগণপরিসেবিত পবিত্র পঞ্চনদতীর্থের নিকটে পরম ভক্তিভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কারপূর্ব্বক বিস্তীর্ণশিলাতলোপবিষ্ট ভগবান বলিধ্বংসি হৃষীকেশ গোবিন্দের স্তব আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩। ২৪ ॥

অগ্নিবিন্দুরুবাচ।

ওঁ নমঃ পুণ্ডরীকাক্ষ বাহ্যান্তঃশৌচদায়িনে।
সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ২৫ ।
নমামি তে পদদ্বন্দ্বং সর্ব্বদ্বন্দ্বনিবারকম্।
নির্দ্বন্দ্বয়া ধিয়া বিষ্ণো জিষ্ণ্বাদিসুরবন্দিত ॥ ২৬ ।
যং স্তোতুং নাধিগচ্ছন্তি বাচো বাচস্পতেরপি।
তমীষ্টে ক ইহ স্তোতুং ভক্তিরত্র বলীয়সী ॥ ২৭।
অপি যো ভগবানীশো মনোবাচামগোচরঃ।
স মাদৃশৈরল্পধীভিঃ কথং স্তুত্যো বচঃপরঃ ॥ ২৮ ।
যং বাচো ন বিশন্তীশং মনতীহ মনো ন যম্।
মনোগিরামতীতং তং কস্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥২৯।
যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ।
তস্য দেবস্য মহিমা মহান্ কৈরবগম্যতে ॥ ৩০ ।

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে বাহ্যাভ্যন্তরপবিত্রকারিন্! হে সহস্রশীর্ষ! হে সহস্রাক্ষ! হে সহস্রপাদ! হে পরমপুরুষ! তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্! ইন্দ্রাদি সুরগণ অটল ভক্তিভাবে তোমার যে পাদপদ্ম বন্দনা করেন, আমি তোমার সেই সর্ব্বদ্বন্দ্বনিবারণ চরণযুগলে নমস্কার করি। ২৫ ॥২৬॥ হে অনন্তদেব! সুরগুরু বৃহস্পতির বাক্যও তোমার স্তবের অন্ত পায় না সুতরাং ত্রিভুবনে কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ; তৎসাধনে কেবল ভক্তিমাত্রই বলবতী ॥২৭॥ হে ভগবন্! তুমি জগতের বাক্য মনের অগোচর, আমার তুল্য হীনবুদ্ধি লোকে কিরূপে বাক্যদ্বারা বচনাতীতের স্তব করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৮ ॥ হে সর্ব্বাতীত! বাক্য যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, মন যাঁহাকে মনন করিতে অক্ষম, এতাদৃশ বাঙ্মনসাতীত সর্ব্বময়ের স্তব করিতে কোন ব্যক্তি শক্তিমান হয় ॥ ২৯ ॥ হে নিরঞ্জন! ষড়ঙ্গবেদ যাঁহার নিশ্বাস, সেই অনন্তদেবের মহামহিমা কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে ॥৩০॥

অতন্দ্রিতমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ায়ং সনকাদয়ঃ।
ধ্যায়ন্তোঽপি হৃদাকাশে ন বিদন্তি যথার্থতঃ॥ ৩১।
নারদাদৈ্যমু নিবরৈরাবালব্রহ্মচারিভিঃ।
গীয়মানচরিত্রোঽপি ন সম্যক্ যোধিগম্যতে॥ ৩২।

তং সূক্ষ্মরূপমজমব্যয়মেকমাদ্যং
ব্রহ্মাদ্যগোচরমজেয়মনন্তশক্তিম্।
নিত্যং নিরাময়মমূর্ত্তমচিন্ত্যমূর্ত্তিং
কস্ত্বাং চরাচর চরাচরভিন্ন বেত্তি॥ ৩৩।
একৈকমেব তব নাম হরেন্ মুরারে
জন্মার্জ্জিতাঘমঘিনাঞ্চ মহাপদাদ্যম্।
দদ্যাঃ ফলঞ্চ মহিতং মহতো মখস্য
জপ্তং মুকুন্দ মধুসূদন মাধবেতি॥ ৩৪।
নারায়ণেতি নরকার্ণবতারণেতি
দামোদরেতি মধুহেতি চতুর্ভুজেতি।
বিশ্বম্ভরেতি বিরজেতি জনার্দ্দনেতি
ক্বাস্তীহ জন্ম জপতাং ক্ক কৃতান্তভীতিঃ॥ ৩৫।

অতন্দ্রিতমনোবুদ্ধি এবং সংযতেন্দ্রিয় সনকাদি ঋষিগণ নিরন্তর হৃদয়াকাশে তোমার ধ্যান করিতেছেন তথাপি তাঁহারাও তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন॥ ৩১॥ নারদাদি আবালব্রহ্মচারি-মুনিগণ সর্ব্বদা তোমার মহিমা গান করিতেছেন তথাপি তাঁহারাও সেই অপার মহিমার সীমা অবগত নহেন॥ ৩২॥ হে পরমাত্মন্! তুমি সূক্ষ্মরূপ, জন্মমৃত্যুবিরহিত, অব্যয়, অদ্বিতীয়, বিশ্বাদ্য, ব্রহ্মাদির অগোচর, অজেয়, অনন্তশক্তি, নিত্য, নিরাময়, নিরাকার, অচিন্ত্যরূপ এবং চরাচর বিশ্বসংসার হইতে স্বতন্ত্র, অতএব হে সর্ব্বময়! চরাচরে কে তোমাকে জানিতে পারে॥৩৩॥ হে মুরারে! একমাত্র তোমার পাপহর নামের গুণে পাপিগণের বহুজন্মার্জ্জিত মহাপাপ

যে ত্বাং ত্রিবিক্রম সদা হৃদি শীলয়ন্তি
কাদম্বিনীরুচিররোচিষমম্বুজাক্ষম্।
সৌদামিনীবিলসিতাংশুকবীতমূর্ত্তে
তেঽপি স্পৃশন্তি তব কান্তিমচিন্ত্যরূপাম্॥ ৩৬ ॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরেঽচ্যুতকৈটভারে
গোবিন্দ তার্ক্ষ্যরথ কেশব চক্রপাণে।
লক্ষ্মীপতে দনুজসূদন শার্ঙ্গপাণে
ত্বদ্ভক্তিভাজি ন ভয়ং ক্বচিদস্তি পুংসি॥ ৩৭।
যৈরর্চ্চিতোঽসি ভগবন্ তুলসীপ্রসূনৈ-
র্দূরীকৃতৈণমদসৌরভদিব্যগন্ধৈঃ।
তানর্চ্চয়ন্তি দিবি দেবগণাঃ
সমস্তা মন্দারদামভিরলং বিমলস্বভাবান্॥ ৩৮।

এবং মহামহা বিপদ্ হইতে নিস্তারলাভ হয়। হে মাধব! তোমার মুকুন্দ, মধু-সূদন, ও মাধব নাম জপ করিলে মহামহা যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে॥ ৩৪॥ হে পতিতপাবন! তোমার নামের গুণ অনন্ত যাঁহারা তোমার নারায়ণ, নরকা-র্ণবতারণ, দামোদর, মধুসূদন, চতুর্ভুজ; বিশ্বম্ভর, বিরজ, জনার্দ্দন ইত্যাদি নাম জপ করেন তাঁহাদিগের জন্মমৃত্যু দূর হয়॥ ৩৫॥ হে ত্রিবিক্রম! লোকে তোমারে সগুণ নির্গুণ উভয়ভাবে উপাসনা করে; যাঁহারা নির্গুণ উপাসক, তাঁহারা সাকারাভাবে তোমার জলধরবর্ণের জলধরাভা কমললোচণের কমল-প্রভা এবং পীতাম্বরের সৌদামিণীর জ্যোতিরূপিণী শোভাময়ী কান্তি স্পর্শ করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিয়ত তোমারে হৃদিপদ্মে ধ্যান করেন, নিরাকার-ভাবেও তাঁহাদের এই জ্ঞানলাভ হয়॥ ৩৬॥

হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন! হে হরে! হে অচ্যুত! হে কৈটভারে! হে গোবিন্দ! হে গরুড়বাহন! হে কেশব! হে চক্রপাণে! হে লক্ষ্মীপতে! হে দুর্দ্দান্ত দৈত্যদলবিমর্দ্দন! হে শার্ঙ্গপাণে! যাঁহারা তবভক্তি পরায়ণ, জগতে তাঁহা-দিগের কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই॥৩৭॥ হে ত্রিদিবাতীত! যাঁহারা মৃগমদাদি

যদ্বাচি নাম তব কামদমব্জনেত্র
যচ্ছ্রোত্রয়োস্তব কথা মধুরাক্ষরাণি।
যচ্চিত্তভিত্তিলিখিতং ভবতোঽস্তি রূপং
নীরূপ ভূপপদবী ন হি তৈর্দুরাপা॥ ৩৯।
যে ত্বাং ভজন্তি সততং ভুবি শেষশায়িন্
তান্ শ্রীপতে পিতৃপতীন্দ্র কুবেরমুখ্যাঃ।
বৃন্দারকা দিবি সদৈব সভাজয়ন্তি
স্বর্গাপবর্গসুখসন্ততিদানদক্ষ॥ ৪০।
যে ত্বাং স্তুবন্তি সততং দিবি তান্ স্তুবন্তি
সিদ্ধাপ্সরোমরগণা লসদব্জপাণে।
বিশ্রাণয়ত্যখিলসিদ্ধিদকো বিনা ত্বাং
নির্ব্বাণচারুকমলাং কমলায়তাক্ষ॥ ৪১।

সমস্ত দিব্য গন্ধদ্রব্য দূরে পরিহার করিয়া কেবল সুপবিত্র তুলসীমঞ্জরীর দ্বারা তোমার পূজা করেন, ত্রিদিবের সমস্ত দেবগণ মন্দারপুষ্পমাল্যোপহারে সেই সকল পুণ্যাত্মার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥ ৩৮॥ হে ভগবন্! যাঁহাদিগের বাক্য তোমার পবিত্র নামে পরিপূরিত, যাঁহাদিগের শ্রোত্র তোমার নামের মধুরাক্ষরে অভিষিক্ত এবং যাঁহদেিগের চিত্তভিত্তি তোমার জ্যোতির্ম্ময়রূপে সমঙ্কিত, হে বাঞ্ছাকল্পতরু কমললোচন! সেই সকল সাধুপুরুষের নির্ব্বাণ রাজত্বলাভ দুষ্প্রাপ্য থাকে না॥ ৩৯॥ হে শেষশয্যাশায়িন্ অনন্তদেব! হে স্বর্গাপবর্গ সুখসন্ততি দানদক্ষ! পৃথিবীতে যাঁহারা সতত তোমার ভজনা করেন, হে শ্রীপতে! স্বর্গধামে যম, ইন্দ্র, ও কুবের প্রমুখ সমস্ত দেবগণ তোমার সেই সকল ভক্তের ভজনা করিয়া থাকেন॥ ৪০॥ হে পদ্মহস্ত! ইহ জগতীতলে যাঁহারা সতত তোমার স্তব করেন, অমর সিদ্ধাপ্সরোগণ স্বর্গপুরে সেই সকল পুণ্যবান মহাত্মার স্তব করিয়া থাকেন। হে অখিলকামপ্রদ পদ্মপলাসলোচন! তোমাব্যতিরেকে সুচারু নির্ব্বাণলক্ষ্মী প্রদান করিতে আর

ত্বং হংসি পাসি সৃজসি ক্ষণতঃ
স্বলীলালীলাবপুর্দ্ধর বিরিঞ্চিনতাঙ্ঘ্রিযুগ্ম।
বিশ্বং ত্বমেব পরবিশ্বপতিস্ত্বমেব বিশ্বস্য
বীজমসি তৎ প্রণতোস্মি নিত্যম্ ॥ ৪২।
স্তোতা ত্বমেব দনুজেন্দ্ররিপো স্তুতিস্ত্বং
স্তুত্যস্ত্বমেব সকলং হি ভবানিহৈকঃ।
ত্বত্তো ন কিঞ্চিদপি ভিন্নমবৈমি বিষ্ণো
তৃষ্ণাং সদা কৃণুহি মে ভবজাম্ববারে ॥ ৪৩।
ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশমগ্নিবিন্দুর্মহাতপাঃ।
তস্থৌ তুষ্ণীং ততো বিষ্ণুরুবাচ বরদো মুনিম্ ॥ ৪৪।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

অগ্নিবিন্দো মহাপ্রাজ্ঞ মহতাং তপসাং নিধে।
বরং বরয় সুপ্রীতস্তবাদেয়ং ন কিঞ্চন ॥ ৪৫।

কাহার শক্তি আছে? ৪১ ॥ হে বিশ্বময়! হে লীলাময়! তুমি অবলীলাক্রমে ক্ষণকালমধ্যে বিশ্বসংসারের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সংসাধন করিতে পার। হে পূর্ণব্রহ্ম! স্বয়ং বিরিঞ্চি তোমার চরণারবিন্দে অবলুণ্ঠিত হন। হে পরাৎপর! তুমি স্বয়ংই বিশ্বময়, তুমি স্বয়ংই বিশ্ববীজ, তুমি স্বয়ংই বিশ্বপতি; অতএব হে ত্রিগুণনিধান বিশ্বপতে! আমি তোমারে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করি ॥ ৪২ ॥ হে সারাৎসার! তুমি নিজেই স্তুতিকর্ত্তা, তুমিই স্তুতি এবং হে দানবারে! তুমিই সকলের স্তবনীয়। নিখিল সংসারের সমস্তই একমাত্র তুমি। হে পরমাত্মন্! তুমি ভিন্ন ত্রিজগতে আর কিছুই নাই। হে ভবভয়বিভঞ্জন! তুমি আমার সংসার তৃষ্ণার পরিশান্তি করিয়া দাও ॥ ৪৩ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মহাতপা অগ্নিবিন্দু এই প্রকারে হৃষীকেশের স্তব করিয়া তুষ্ণীম্ভূত হইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহারে বরদানে সমুদ্যত হইয়া কহিলেন, হে মহাতপোনিধান মহাপ্রাজ্ঞ অগ্নিবিন্দো! আমি তোমার

অগ্নিবিন্দুরুবাচ।

যদি প্রীতোঽসি ভগবন্ বৈকুণ্ঠেশজগৎপতে।
কমলাকান্ত তদ্দেহি যদিহ প্রার্থয়াম্যহম্॥ ৪৬।
কৃতানুজ্ঞোঽথ হরিণা ভ্রূভঙ্গেন স তাপসঃ।
কৃতপ্রণামো হৃষ্টাত্মা বরয়ামাস কেশবম্॥ ৪৭।
ভগবন্ সর্ব্বগোঽপীহ তিষ্ঠ পঞ্চনদে হ্রদে।
হিতায় সর্ব্বজন্তূনাং মুমুক্ষূণাং বিশেষতঃ॥ ৪৮।
লক্ষ্মীশেন বরো মহ্যমেষ দেয়োঽবিচারতঃ।
নান্যং বরং সমীহেহং ভক্তিঞ্চ ত্বৎপদাম্বুজে॥ ৪৯।
ইতি শ্রুত্বা বরং তস্যাগ্নিবিন্দোর্মধুসূদনঃ।
প্রীতঃ পরোপকারার্থং তথেত্যাহাব্ধিজাপতিঃ॥ ৫০।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

অগ্নিবিন্দো মুনিশ্রেষ্ঠ স্থাস্যাম্যহমিহ ধ্রুবম্।
কাশীভক্তিমতাং পুংসাং মুক্তিমার্গং সমাদিশন্॥ ৫১।

প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তোমারে অদেয় আমার কিছুই নাই অতএব তুমি বর প্রার্থনা কর॥ ৪৪॥ ৪৫॥ হে ভগবন্ বৈকুণ্ঠেশ্বর! হে জগৎপতে! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহাহইলে হে কমলাকান্ত! আমি যে বর প্রার্থনা করি সদয় হইয়া তাহাই প্রদান করুন॥৪৬॥ নারায়ণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রূভঙ্গীদ্বারা অনুজ্ঞাপ্রদান করিলে পর সেই তপোধন প্রহৃষ্টচিত্তে কেশবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্! আমার নিতান্ত অভিলাষ যে সর্ব্বজীবের হিতার্থ তুমি এই পবিত্র পঞ্চনদ তীর্থে অনুক্ষণ অবস্থান কর। হে লক্ষ্মীকান্ত! ন্যায়ানুসারে আমারে এই বর প্রদান করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ আমি তোমার ঐ শ্রীপদাম্বুজে ভক্তি ভিন্ন অপর বর ইচ্ছা করি না॥ ৪৭—৪৯॥ হে কুম্ভযোনে! লক্ষ্মীকান্ত মধুসূদন মহর্ষি অগ্নিবিন্দুর এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া লোকহিতার্থ প্রসন্নচিত্তে তাঁহারে সম্বো

মুনে পুনঃ প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহি দদামি তে।
অতীব মম ভক্তোঽসি ভক্তিস্তেঽস্তু দৃঢ়া ময়ি॥ ৫২॥
আদাবেব হি তিষ্ঠাস্যুরহমত্র তপোনিধে।
ততস্ত্বয়া সমভ্যর্থি স্থাস্যাম্যত্র সদৈব হি॥ ৫৩॥
প্রাপ্য কাশীং সুদুর্মেধাঃ কস্ত্যজেজ্‌জ্ঞানবান্ যদি।
অনর্ঘ্যং প্রাপ্য মাণিক্যং হিত্বা কাচং ক ঈহতে॥ ৫৪॥
অল্পীয়সা শ্রমেণেহ বপুষো ব্যয়মাত্রতঃ।
অবশ্যং গত্বরস্যাশু যথা মুক্তিস্তথা ক হি॥ ৫৫॥
বিনিময্য জরাজীর্ণং দেহং পার্থিবমত্র বৈ।
প্রাজ্ঞাঃ কিমু ন গৃহ্নীয়ুরমৃতং নৈর্জরং বপুঃ॥ ৫৬॥
ন তপোভির্নবা দানৈর্নযজ্ঞৈর্বহুদক্ষিণৈঃ।
অন্যত্র লভ্যতে মোক্ষো যথা কাশ্যাং তনুব্যয়াৎ॥ ৫৭॥

ধনপূর্ব্বক কহিলেন হে মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দো! কাশীভক্তিমান্ প্রাণিবৃন্দের মুক্তিপ্রদ এই পবিত্র তীর্থে আমি নিশ্চয়ই অবস্থান করিব। হে মুনিবর! তোমার প্রতি আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার পরমভক্ত, তোমার ভক্তিও অচলা, অতএব তুমি পুনরায় বর প্রার্থনা কর, যাহা তোমার অভিলাষ তাহাই আমি প্রদান করিব। হে তপোনিধে! এই পবিত্র তীর্থ দর্শন করিয়া প্রথমাবধিই এই স্থলে বাস করিতে আমার বাসনা জন্মিয়াছে, অধিকন্তু তাহার উপর আবার তুমি অনুরোধ করিতেছ, অতএব আমি অবশ্যই সর্ব্বদা এই স্থানে বাস করিব। হে তপস্বিন্! ভাগ্যবলে এতাদৃশী কাশী প্রাপ্ত হইয়া কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? মহামূল্য মাণিক্য পরিত্যাগ করিয়া কাচ গ্রহণ করিতে কাহার অভিলাষ হয়? হে তাপসশ্রেষ্ঠ! এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরের যৎকিঞ্চিন্মাত্র শ্রম ব্যয় করিয়া কাশী বাসে যেরূপ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। হে মুনিপ্রবর! প্রাজ্ঞলোকেরা কি এই পার্থিব জরাজীর্ণ বপুর পরিবর্ত্তে নির্জর অমৃতময় শরীর পরিগ্রহ করিতে

অপি যোগং হি যুঞ্জানা যোগিনো যতমানসাঃ।
নৈকেন জন্মনা মুক্তাঃ কাশ্যাং মুক্তা বপুর্ব্যয়াৎ ॥ ৫৮।
ইদমেব মহাদানমিদমেব মহত্তপঃ।
ইদমেব ব্রতং শ্রেষ্ঠং কাশ্যাং যত্তনুমোচনং ॥ ৫৯।
স এব বিদ্বান্ জগতি স এব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স এব পুণ্যবান্ ধন্যো লব্ধা কাশীং ন যস্ত্যজেৎ ॥ ৬০।
তাবৎ স্থাস্যাম্যহঞ্চাত্র যাবৎ কাশী মুনেস্ত্বিহ।
প্রলয়েঽপি ন নাশোঽস্যাঃ শিবশূলাগ্রসুস্থিতেঃ ॥ ৬১।
ইত্যাকর্ণ্য গিরং বিষ্ণোরগ্নিবিন্দুর্মহামুনিঃ।
প্রহৃষ্টরোমা প্রোবাচ পুনরন্যং বরং বৃণে ॥ ৬২।

অভিলাষ করেন না? অবশ্যই করেন; কাশীতে তনুত্যাগমাত্রেই যেমন মোক্ষ লাভ হয়, হে তপোধন! অন্যত্রে তপোনুষ্ঠান, দান এবং ভূরিদক্ষিণ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ মোক্ষ হয় না। হে মুনিবর! সংযতাত্মা কঠোরতর যোগশীল যোগিগণের মহামহা যোগানুষ্ঠানেও একজন্মে মুক্তিলাভ হয় না। কিন্তু কাশীতে দেহত্যাগ মাত্রেই মোক্ষলাভ হয়। হে তাপসপ্রবর! কাশীতে প্রাণত্যাগ করাই মহাতপঃ, কাশীপ্রাপ্তিই মহাদান এবং একমাত্র কাশীতে মৃত্যুই শ্রেষ্ঠব্রত। হে মুনে! যে ব্যক্তি কাশীতে অবস্থিত হইয়া কাশী পরিত্যাগ না করে জগতে সেই ব্যক্তিই পরম জ্ঞানবান, সেই জিতেন্দ্রিয়, সেই ধন্য এবং সেই ব্যক্তিই মহাপুণ্যবান। হে মহর্ষে! যতকাল কাশী থাকিবে ততকাল আমি এই স্থানে বাস করিব। এই কাশীপুরী কাশীপতির ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিত; প্রলয় কালেও ইহার বিনাশ নাই ॥ ৫০—৬১ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটসম্ভব! মুনিবর অগ্নিবিন্দু লক্ষ্মীকান্তের এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া পুলকিতচিত্তে তাঁহারে কহিলেন, হে ভগবন্! পুনরায় আমি বরপ্রার্থনা করি ॥ ৬২ ॥ হে বাঞ্ছাকল্পদ্রুম! এই পবিত্র পঞ্চনদতীর্থে আমার নামে এমন একটী তীর্থ হউক, যথায় ভক্ত অভক্ত যে কেহ অবস্থিতি

মাপতে মম নাম্নাত্র তীর্থে পঞ্চনদে শুভে।
অভক্তেভ্যোঽপি ভক্তেভ্যঃ স্থিতো মুক্তিং সদা দিশ॥৬৩।
যেঽত্র পঞ্চনদে স্নাত্বা গত্বা দেশান্তরেষ্বপি।
নরাঃ পঞ্চত্বমাপন্না মুক্তিং তেভ্যোঽপি বৈ দিশ॥ ৬৪।
যে তু পঞ্চনদে স্নাত্বা ত্বাং ভজিষ্যন্তি মানবাঃ।
চলাচলাপি দ্বৈরূপা মা ত্যাক্ষীচ্ছ্রীশ্চ তান্নরান্॥ ৬৫।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

এবমস্ত্বগ্নিবিন্দোঽত্র ভবতা যদ্বৃতং মুনে।
ত্বন্নাম্নোঽর্দ্ধেন মে নাম ময়া সহ ভবিষ্যতি॥ ৬৬।
বিন্দুমাধব ইত্যাখ্যা মম ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
কাশ্যাং ভবিষ্যতি মুনে মহাপাপৌঘঘাতিনী॥ ৬৭।
যে মামত্র নরাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যে পঞ্চনদে হ্রদে।
সদা সপর্য্যয়িষ্যন্তি তেষাং সংসারভীঃ কুতঃ॥ ৬৮।

করিবে, তাহারা সকলেই যেন মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। হে দয়াময়! তুমি আমারে এই বর প্রদান কর॥ ৬৩॥

হে ভক্তবৎসল! আরও আমি তোমার নিকট এই বর ইচ্ছা করি যে, যাহারা একবার পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া অন্যত্রে গমন করিবে, তাহারা যেখানেই প্রাণত্যাগ করুক, প্রাণান্তে তাহাদিগের যেন মুক্তিলাভ হয়॥ ৬৪॥ যাহারা পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া তোমার অর্চ্চনা করিবে, চঞ্চলা কমলাও যেন অচলা হইয়া তাহাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হন॥ ৬৫॥

বিষ্ণু কহিলেন, হে মুনিবর অগ্নিবিন্দো! তুমি যাহা যাহা কহিলে, বাস্তবিক এইস্থানে তাহাই হইবেক। আমার নামের সহিত তোমার নামের অর্দ্ধাংশ এই স্থানেই চিরসংযুক্ত থাকিবে॥ ৬৬॥ হে মুনে! কাশীতে আমার মহাপাতক বিঘাতিনী বিন্দুমাধব আখ্যা ত্রৈলোক্য বিশ্রুত হইয়া থাকিবে। ৬৭॥ তপস্বিন্! যে সকল মানব এই পুণ্যময় পঞ্চনদতীর্থে আমার পূজা

বসুস্বরূপিণী লক্ষ্মীর্লক্ষ্মীর্নির্ব্বাণসংজ্ঞিকা।
তৎপার্শ্বগা সদা যেষাং হৃদি পঞ্চনদে হ্যহম্ ॥ ৬৯।
যৈন পঞ্চনদং প্রাপ্য বসুভিঃ প্রীণিতা দ্বিজাঃ।
আশুলভ্যবিপত্তীনাং তেষাং তদ্বসু রোদিতি ॥ ৭০।
ত এব ধন্যা লোকেঽস্মিন্ কৃতকৃত্যাস্ত এব হি।
প্রাপ্য যৈর্মম সান্নিধ্যং বসবো মম সাৎকৃতাঃ ॥ ৭১।
বিন্দুতীর্থমিদং নাম তব নাম্না ভবিষ্যতি।
অগ্নিবিন্দো মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাতকনাশনং ॥ ৭২।
কার্ত্তিকে বিন্দুতীর্থে যো ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ।
স্নাস্যত্যনুদিতে ভানৌ ভানুজাত্তস্য ভীঃ কুতঃ ॥ ৭৩।
অপি পাপসহস্রাণি কৃত্বা মোহেন মানবঃ।
ঊর্জ্জে ধর্ম্মনদে স্নাতো নিষ্পাপো জায়তে ক্ষণাৎ ॥৭৪।

করিবে, সেই সকল মানবের আর সংসার ভয় থাকিবে না ॥৬৮॥ হে তাপসপ্রবর! যাহারা পঞ্চনদতীর্থে সর্ব্বদা বাস করিবে, আমি স্বয়ং তাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিব এবং তাহাদের স্ব স্ব কামনানুসারে ধনসম্পত্তি অথবা মোক্ষসম্পত্তি তাহাদিগকে আশ্রয় করিবে ॥ ৬৯ ॥ হে মুনিবর! যাহারা পঞ্চনদতীর্থ সমাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে ধন দান না করিবে, তাহাদিগের সেই ধন আশুলভ্যবিপদে পর্য্যবসিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিবে ॥ ৭০ ॥ যাঁহারা আমার সন্নিহিত হইয়া আমার সম্বন্ধেই অর্থব্যয় করেন, ইহ জগতে সেই সকল পুণ্যাত্মাই ধন্য এবং তাঁহারাই পৃথিবীতে কৃতকৃতার্থ ॥ ৭১ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দো! তোমার নামে এই তীর্থের নাম বিন্দুতীর্থ হইবে এবং এই তীর্থ পৃথ্বীতলে সর্ব্বপাপবিনাশন মহাতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়া থাকিবে ॥ ৭২ ॥ হে মহর্ষে! কার্ত্তিকমাসে যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া ভানুদেবের অনুদয়ে বিন্দুতীর্থে স্নান করিবে, তাহার আর ভানুসুতের ভয় থাকিবে না ॥ ৭৩ ॥ মানবগণ মোহবশত যে সকল পাপানু-

যাবৎ স্বস্থোঽস্তি দেহোঽয়ং যাবন্নেন্দ্রিয়বিক্লবঃ।
তাবদ্ব্রতানি কুর্ব্বীত যতো দেহফলং ব্রতম্ ॥ ৭৫।
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন দেহোঽয়ং সংশোধ্যোঽশুচিভাজনম্ ॥ ৭৬।
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি কর্ত্তব্যানি প্রযত্নতঃ।
অশুচিঃ শুচিতামেতি কায়ো যদ্ব্রতধারণাৎ ॥ ৭৭।
ব্রতৈঃ সংশোধিতে দেহে ধর্ম্মো বসতি নিশ্চলঃ।
অর্থকামৌ সনির্ব্বাণৌ তত্র যত্র বৃষস্থিতিঃ ॥ ৭৮।
তস্মাদ্ব্রতানি সততং চরিতব্যানি মানবৈঃ।
ধর্ম্মসান্নিধ্যকর্তৃণি চতুর্ব্বর্গফলেপ্সুভিঃ ॥ ৭৯।
সদা কর্ত্তুং ন শক্নোতি ব্রতানি যদি মানবঃ।
চাতুর্মাস্যমনুপ্রাপ্য তদা কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৮০।

ষ্ঠান করিবে, কার্ত্তিকমাসে বিন্দুতীর্থে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাও ক্ষয় হইয়া যাইবে ॥ ৭৪ ॥ যদবধি দেহ সুস্থ ও সবল থাকে, যদবধি ইন্দ্রিয়গ্রাম বিকল হইয়া না পড়ে, তদবধি ব্রত ও নিয়মাদিতে নিরত থাকা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ ব্রতই দেহধারণের ফল এবং ব্রতই জীবন ধারণের সার ॥ ৭৫ ॥ একাহার ব্রত, নক্তব্রত, অযাচিত ব্রত এবং নিরাহার ব্রতের দ্বারা শরীরের শুচিত্ববিধান আবশ্যক ॥ ৭৬ ॥ যত্নসহকারে কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করা নরের কর্ত্তব্য। কারণ ব্রতফলেই দেহশুদ্ধি হয় ॥ ৭৭ ॥ ব্রতের দ্বারা সংশোধিত পবিত্রদেহে ধর্ম্ম নিশ্চল হইয়া বসতি করেন ; ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফল করতলস্থ হয় ॥ ৭৮ ॥ অতএব ধর্ম্মসান্নিধ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সতত ব্রতাচরণ করা চতুর্ব্বর্গ ফলাভিলাষি মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ৭৯॥ মানবেরা যদি সর্ব্বদা ব্রতানুষ্ঠান করিতে না পারে, তাহা হইলে বৎসরে একবারমাত্র যত্নপূর্ব্বক চাতুর্মাস্য ব্রতাচরণ করিলেই সমস্ত ব্রতের ফল

ভূশয্যা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যনিষেধনম্।
একভক্তাদিনিয়মো নিত্যদানং স্বশক্তিতঃ॥ ৮১।
পুরাণশ্রবণঞ্চৈব তদর্থাচরণং পুনঃ।
অখণ্ডদীপোদ্বোধশ্চ মহাপূজেষ্টদৈবতে॥ ৮২।
প্রভূতাঙ্কুরবীজাঢ্যে দেশে চাপি গতাগতম্।
যত্নেন বর্জ্জয়েদ্ধীমান্ মহাধর্ম্মবিবৃদ্ধয়ে॥ ৮৩।
অসম্ভাষ্যা ন সম্ভাষ্যাশ্চাতুর্ম্মাস্যব্রতস্থিতৈঃ।
মৌনঞ্চাপি সদা কার্য্যং তথ্যং বক্তব্যমেব বা॥ ৮৪।
নিষ্পাবাংশ্চ মসূরাংশ্চ কোদ্রবান্ বর্জ্জয়েদ্ব্রতী।
সদা শুচির্ভবেন্নিত্যং স্পৃষ্টব্যো নাব্রতী জনঃ॥ ৮৫।
দন্তকেশাম্বরাদীনি নিত্যং শোধ্যানি যত্নতঃ।
অনিষ্টচিন্তা নো কার্য্যা ব্রতিনা হৃদ্যপি ক্বচিৎ॥ ৮৬।

লাভ হইবে॥ ৮০॥ ভূশয্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অভক্ষ্যবস্তু পরিত্যাগ, একাহার এবং যথাশক্তি নিত্য নিত্য সংপাত্রে দান প্রভৃতি, পূর্ব্বোক্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের নিয়ম॥ ৮১॥ ব্রতানুষ্ঠান সময়ে পুরাণ শ্রবণ করিয়া তাহার মর্ম্মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত এবং পূর্ণদীপ প্রজ্জলিত করিয়া ইষ্টদেবতার মহাপূজা করা এদ্ব্রতের একটী মুখ্য অঙ্গ॥ ৮২॥ ধীমান্ ব্যক্তি মহাধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রভূতবীজাঙ্কুর সম্পন্নক্ষেত্রে গতিবিধি যত্নপূর্ব্বক পরিবর্জ্জন করিবেন॥ ৮৩॥ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচারী ব্যক্তি বৃথা বাক্যালাপ করিবেন না। সত্যবাক্যে সংযত হইয়া সর্ব্বদা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন॥ ৮৪॥ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতানুষ্ঠানকারি ব্যক্তি সর্ব্বদা শুচি হইয়া থাকিবেন এবং রাজশিম্বী, মসূর ও কদ্রু ধান্য ভক্ষণ ও অব্রতাচারি সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন॥ ৮৫॥ ব্রতাচারী যত্নপূর্ব্বক দন্ত, কেশ ও বস্ত্রের সংস্কার করিবেন এবং কদাচ কাহারও অনিষ্ট চেষ্টাকে হৃদয়েও স্থান দিবেন না॥ ৮৬॥

দ্বাদশস্বপি মাসেষু ব্রতীনো যৎ ফলং ভবেৎ।
চাতুর্ম্মাস্যব্রতভৃতাং তৎফলং স্যাদখণ্ডিতম্ ॥ ৮৭।
চতুর্ষ্বপি চ মাসেষু ন সামর্থ্যং ব্রতে যদি।
তদোর্জ্জে ব্রতিনা ভাব্যমপ্যব্দফলমিচ্ছতা ॥ ৮৮।
অব্রতঃ কার্ত্তিকো যেষাং গতো মূঢ়ধিয়ামিহ।
তেষাং পুণ্যস্য লেশোঽপি ন ভবেচ্ছূকরাত্মনাম্ ॥ ৮৯।
কৃচ্ছ্রং বা চাতিকৃচ্ছ্রং বা প্রাজাপত্যমথাপি বা।
সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি কুর্য্যাচ্ছক্ত্যাতিপুণ্যবান্ ॥ ৯০।
একান্তরং ব্রতং কুর্য্যাৎত্রিরাত্রব্রতমেব বা।
নোর্জ্জো বন্ধ্যো বিধাতব্যো ব্রতিনা কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥৯১।
পঞ্চরাত্রং সপ্তরাত্রং সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে ব্রতী।
পক্ষব্রতম্বা কুর্ব্বীত মাসোপোষণমেব বা ॥ ৯২।
শাকাহারং পয়োহারং ফলাহারমথাপি বা।
চরেৎ যবান্নাহারম্বা সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে ব্রতী ॥ ৯৩।

দ্বাদশমাস ব্রতাচরণ করিয়া লোকে যে ফল পায়, চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণে সেই অখণ্ড ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥ যদি চারিমাস ব্রতাচরণ করিতেও সামর্থ্য না থাকে, তবে কেবল কার্ত্তিকমাসে ব্রত করিলেই সম্বৎসরের ফল হইবে ॥ ৮৮ ॥ যে সকল মূঢবুদ্ধি লোক কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করে, সেই সকল শূকরাত্মার শরীরে পুণ্যের লেশমাত্রও থাকে না ॥ ৮৯ ॥ অতিপুণ্যবান ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে কৃচ্ছ্র, অতি কৃচ্ছ্র, অথবা প্রাজাপত্য চান্দ্রায়ণব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৯০ ॥ কার্ত্তিকমাসে ব্রতাচারি ব্যক্তি পর্য্যায়ক্রমে একরাত্রি, ত্রিরাত্রি, পঞ্চরাত্রি অথবা সপ্তরাত্রি ব্যবধানে ভোজন করিবেন ॥ ৯১ ॥ পক্ষোপবাস অথবা মাসোপবাস বিধেয়। কিন্তু কদাপি এককালে অনাহার বিধেয় নহে ॥ ৯২ ॥ শাক, দুগ্ধ, ফল, অথবা যবান্ন আহার করা উচিত ॥ ৯৩ ॥

নিত্যং নৈমিত্তিকং স্নানং কুর্য্যাদূর্জ্জে ব্রতী নরঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং চরেদূর্জ্জে মহাব্রতফলার্থবান্॥ ৯৪।
বাহুলং ব্রহ্মচর্য্যেণযঃ ক্ষিপেচ্ছুচিমানসঃ।
সমস্তং হায়নং তেন ব্রহ্মচর্য্যং কৃতং ভবেৎ॥ ৯৫।
যস্তু কার্ত্তিকিকং মাসমুপবাসৈঃ সমাপয়েৎ।
অপ্যব্দমপিতেনেহ ভবেৎ সম্যগুপোষিতম্॥ ৯৬।
শাকাহারপয়োহারৈরূর্জ্জো যৈরতিবাহিতঃ।
অখণ্ডিতাশরত্তেন তদাহারেণ যাপিতা॥ ৯৭।
পত্রভোজী ভবেদূর্জ্জে কাংস্যং ত্যাজ্যং প্রযত্নতঃ।
যো ব্রতী কাংস্যভোজী স্যান্ন তদ্ব্রতফলং লভেৎ॥৯৮।
কাংস্যস্য নিয়মে দদ্যাৎ কাংস্যং সর্পিঃপ্রপূরিতম্।
উর্জ্জেন ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রমতিক্ষুদ্রগতিপ্রদম্॥ ৯৯।
মধুত্যাগে ঘৃতং দদ্যাৎ পায়সঞ্চ সশর্করম্।
অভ্যঙ্গেঽভ্যবহারে চ তৈলমূর্জ্জে বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০০।

ব্রতাচারি ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে নিত্য নৈমিত্তিক স্নান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিলে মহাব্রতের ফললাভ করে॥ ৯৪॥ শুচিমনে যিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রতে কার্ত্তিক মাস যাপন করেন, তাঁহার সম্বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণের ফল হয়॥ ৯৫॥ কার্ত্তিকমাসে উপবাস করিলে সম্বৎসর উপবাসের ফল হয়॥ ৯৬॥ শাক দুগ্ধ আহারে কার্ত্তিকমাস যাপিত হইলে পূর্ণসংবৎসর তদাহারের ফল হয়॥ ৯৭॥ ব্রতাচারি ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে কাংস্যপাত্র পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষপত্রে ভোজন করিবেন। কাংস্য পাত্রে ভোজন করিলে ব্রতফল নষ্ট হয়॥ ৯৮॥

কাংস্যপাত্রে ভোজন পরিত্যাগনিয়মে মাসান্তে ঘৃতপূর্ণকাংস্য পাত্র দান করা উচিত। কার্ত্তিকমাসে মধুভক্ষণ করিলে অতি ক্ষুদ্রগতি প্রাপ্ত হয়॥ ৯৯॥ মধু পরিত্যাগ করিলে ব্রতনিয়মান্তে ঘৃত ও শর্করাযুক্ত পায়স দান করা কর্ত্তব্য।

ভূয়াৎ স নারকী দেহী তত্রাভ্যঙ্গাৎ যতোঽনঘ।
তৈলত্যাগে তিলান্দদ্যাদ্দ্রোণমাত্রান্ সকাঞ্চনান্ ॥১০১।
কার্ত্তিকে মৎস্যভোজী যঃ স তৈমীং যোনিমৃচ্ছতি।
বাহুলে মাংসভোজী যঃ স ক্রিমিঃ পূযশোণিতে ॥১০২।
মাংসাশিনোঽপি যে ভূপাস্ত্যজেয়ুস্তেঽপি কার্ত্তিকে।
মৎস্যমাংসানি সন্ত্যজ্য কার্ত্তিকে ব্রততৎপরঃ॥ ১০৩।
মৎস্যমাংসাদনাদ্দোষাদ্বহির্ভবতি নিশ্চিতম্।
নিয়মে মৎস্যমাংসানাং দদ্যাৎ কার্ত্তিকিকে ব্রতী।
কূষ্মাণ্ডানি সমাষানি দশস্বর্ণযুতান্যপি ॥ ১০৪।
কার্ত্তিকে মৌনভোজী যঃ সোঽশ্নাত্যমৃতমেব হি।
সুঘণ্টাং সতিলাং মৌনী সহিরণ্যাং প্রদাপয়েৎ ॥১০৫।
কার্ত্তিকে লবণং ত্যক্তং যেন ব্রতভৃতা সতা।
ত্যক্তাঃ সর্ব্বে রসাস্তেন তত্ত্যাগী গাং প্রদাপয়েৎ ॥১০৬।

কার্ত্তিকমাসে ব্রতাচারি ব্যক্তি দেহে তৈলমর্দ্দন ও তৈলভক্ষণ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১০০ ॥ হে অনঘ! ব্রতাচারী যদি কার্ত্তিকমাসে তৈল ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। তৈল পরিত্যাগ করিলে ব্রত নিয়মান্তে সকাঞ্চন এক সের পরিমিত তিল দান করা বিধি ॥ ১০১ ॥ কার্ত্তিকমাসে যে ব্যক্তি মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহার মীনযোনি প্রাপ্তি হয়। মাংস ভক্ষণ করিলে পূয়শোণিতে ক্রিমি হইয়া থাকে। ১০২ ॥ মাংসাশী রাজগণেরও কার্ত্তিকমাসে মাংস পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। এবং তাঁহাদিগেরও মৎস্যমাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥ ১০৩ ॥ ব্রতান্তে মৎস্য, মাংস, কুষ্মাণ্ড, মাসকলাই ও স্বর্ণদান করিলে মৎস্য মাংস ভক্ষণের দোষক্ষয় হয় ॥ ১০৪ ॥ কার্ত্তিকমাসে মৌনভোজির অমৃতভোজন করা হয়। ব্রতান্তে সতিল সকাঞ্চন ঘণ্টাদান করা মৌন ব্রতাচারির পক্ষে শাস্ত্রসিদ্ধ ॥ ১০৫ ॥ ব্রতাচারী

ভূশয্যাং কার্ত্তিকে কুর্ব্বন্ন ভুবং সংস্পৃশেদ্ব্রতী।
পর্য্যঙ্কং ভূশয়ো দদ্যাৎ সতুলং সোপধানকম্॥ ১০৭।
দীপং যঃ কার্ত্তিকে দদ্যাদখণ্ডং ঘৃতবর্ত্তিকম্।
মোহান্ধতমসম্প্রাপ্য স ন গচ্ছতি দুর্গতিম্॥ ১০৮।
যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে মাসে রজন্যাং দীপকৌমুদীম্।
তামিস্রং চান্ধতামিস্রং ন স পশ্যেৎ কদাচন॥ ১০৯।
পাপান্ধকারসংক্রুদ্ধঃ কার্ত্তিকে দীপদানতঃ।
ক্রোধান্ধকারিতমুখং ভাস্করিং স ন বীক্ষতে॥ ১১০।
স উদ্দ্যোতময়ং পশ্যেত্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
প্রবোধয়েন্ মমাগ্রে যো দীপং সোজ্বলবর্ত্তিকম্॥ ১১১।
পঞ্চামৃতানাং কলসৈরূর্জ্জে মাং স্নাপয়েন্নরঃ।
ক্ষীরাব্ধিতটমাসাদ্য বসেৎ কল্পং স পুণ্যবান্॥ ১১২।

হইয়া কার্ত্তিকমাসে যে ব্যক্তি লবণত্যাগ করে, তাহার সমস্ত রস পরিত্যাগ করা হয়। সেই সাধুর গাভী দান করা উচিত॥ ১০৬॥ ব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তি শয্যা স্পর্শ না করিয়া ব্রতকালে ভূশয্যায় শয়নপূর্ব্বক ব্রতাবসানে উপধানসহ শয্যা বিপ্রসাৎ করিবেন॥ ১০৭॥ কার্ত্তিকমাসে যিনি অখণ্ড ঘৃতবর্ত্তিকা-সংযুক্ত দীপদান করেন, তাঁহাকে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না॥ ১০৮॥ কার্ত্তিকমাসে যিনি রজনীযোগে আকাশপ্রদীপ প্রদান করেন, তাঁহাকে কদাচ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে হয় না॥ ১০৯॥

কার্ত্তিকমাসে দীপদানের ফলে পাপান্ধকার সংক্রুদ্ধ কৃতান্তের ক্রোধান্ধ-কারাবৃত ভীষণ বদন দর্শন করিতে হয় না॥ ১১০॥ হে ঋষিপ্রবর! যে পুণ্য বান ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে আমার গৃহসমীপে উজ্জ্বলবর্ত্তিকাসংযুক্ত দীপপ্রজ্জ্বলিত করেন, চরাচর ত্রৈলোক্যে তাঁহারে আর কদাচ ভয়াবহ দৃশ্য দর্শন করিতে হয় না॥ ১১১॥ কার্ত্তিকমাসে যিনি পঞ্চামৃত কলসে আমারে স্নান করান,

প্রতিক্ষপং কার্ত্তিকিকে কুর্ব্বন্ জ্যোৎস্নাং প্রদীপজাম্।
মমাগ্রে ভক্তিসংযুক্তো গর্ভধ্বান্তং ন সংবিশেৎ॥ ১১৩।
আজ্যবর্ত্তিকমূর্জ্জে যো দীপং মেঽগ্রে প্রবোধয়েৎ।
বুদ্ধিভ্রংশং ন চাপ্নোতি মহামৃত্যুভয়ে সতি॥ ১১৪।
কার্ত্তিকে মাসি মে যাত্রা যৈঃ কৃতা ভক্তিতৎপরৈঃ।
বিন্দুতীর্থে কৃতস্নানৈস্তেষাং মুক্তির্ন দূরতঃ॥ ১১৫।
ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম।
দামোদর গৃহাণার্ঘ্যং দনুজেন্দ্রনিষূদন॥ ১১৬।
স্নানে নৈমিত্তিকে কৃষ্ণ কার্ত্তিকে পাপশোষণে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো ভবান্॥ ১১৭।
ইমৌ মন্ত্রৌ সমুচ্চার্য্য যোঽর্ঘ্যং মহ্যং প্রযচ্ছতি।
সুবর্ণরত্নপুষ্পাম্বুযুজা শঙ্খেন পুণ্যবান্॥ ১১৮।
সুবর্ণপূর্ণপৃথিবী সঙ্কল্পোদকপূর্ব্বকম্।
তেন দত্তা ভবেৎ সম্যক্ সুপাত্রায় সুপর্ব্বণি॥ ১১৯।

কল্পান্তকাল সেই পুণ্যবানের ক্ষীরাব্ধিতটে বাস হয়॥ ১১২॥ যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসের প্রতিরজনীতে আমার সমীপে দীপমালা প্রজ্জালিত করিয়া, আলোক প্রদান করে, তাহাকে আর জননীর তমসাচ্ছন্ন জঠর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না॥ ১১৩॥ কার্ত্তিকমাসে যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে ঘৃত প্রদীপ প্রজ্জালিত করে, অন্তকালে মহামৃত্যু ভয়ে তাহার বুদ্ধি ভ্রংশ হয় না॥ ১১৪॥ কার্ত্তিকমাসে যে বক্তি বিন্দুতীর্থে বার্ষিকী যাত্রা করিয়া, এই তীর্থে স্নান করে, তাহার নির্ব্বাণমুক্তি অদূরবর্ত্তিনী হয়॥ ১১৫॥ 'হে দানবেন্দ্র নিসূদন দামোদর! পাপনিবারণ কার্ত্তিকমাসে নৈমিত্তিক স্নায়ী হইয়া আমি এই অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছি, হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রীরাধিকার সহিত আমার প্রদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর'। যে ব্রতাচারী ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে বিধিপূর্ব্বক বিন্দুতীর্থে স্নান করিয়া এই মন্ত্রে সুবর্ণবর্ণ পুষ্পযুক্ত বারিপূর্ণ শঙ্খে আমারে

একাদশীং সমাসাদ্য প্রবোধকরণীং মম।
বিন্দুতীর্থকৃতস্নানো রাত্রৌ জাগরণান্বিতঃ॥ ১২০।
দীপান্ প্রবোধ্য বহুশো মামলঙ্কৃত্য শক্তিতঃ।
তৌর্য্যত্রিকবিনোদেন পুরাণশ্রবণাদিভিঃ॥ ১২১।
মহামহোৎসবং কৃত্বা যাবৎ পূর্ণা তিথির্ভবেৎ।
তত্রান্নদানং বহুশঃ কৃত্বা মৎপ্রীতয়ে নরঃ॥ ১২২।
মহাপাতকযুক্তোঽপি ন বিশেৎ প্রমদোদরম্।
বিন্দুমাধবনামানং যো মামত্র সমর্চ্চয়েৎ॥ ১২৩।
বিন্দুতীর্থকৃতস্নানো নির্ব্বাণং স হি বিন্দতি।
আদিমাধবনামাহং পূজ্যঃ সত্যযুগে মুনে॥ ১২৪।
অনন্তমাধবো জ্ঞেয়ঃ স ত্রেতায়াং সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
শ্রীদমাধবসংজ্ঞোঽহং দ্বাপরে পরমার্থকৃৎ॥ ১২৫।

অর্ঘ্য প্রদান করে, তাহার সুপর্ব্বদিবসে সৎপাত্রে স্বর্ণপূর্ণ পৃথিবীদানের তুল্য ফললাভ হয়॥ ১১৬—১১৯॥ উত্থান একাদশীর দিবস যে ব্যক্তি বিন্দুমাধব তীর্থে স্নান করিয়া, রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক নৃত্যগীত ও পুরাণ শ্রবণাদি মহোৎ-সবে পূর্ণিমাপর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া আমার প্রীতির নিমিত্ত দীপমালা প্রদান, আমারে যথাশক্তি অলঙ্কার প্রদান এবং অন্নার্থিব্যক্তিগণকে প্রচুর পরিমাণে অন্নদানপূর্ব্বক এই স্থানে আমার এই বিন্দুমাধব লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, মহাপাতকী হইলেও তাহাকে আর জননী জঠরে প্রবেশ করিতে হয় না॥ ১২০—১২৩॥

বিষ্ণু এই সকল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সেই তপোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিবর! এই বিন্দুমাধবতীর্থে স্নান করিলে, মানবগণ নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। আমিই সত্যযুগে আদিমাধবনামে অর্চ্চনীয়। ত্রেতা যুগে আমি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা অনন্তমাধব নামে, এবং দ্বাপরে আমি পরমার্থ মোক্ষদাতা শ্রীমাধব নামে পরিজ্ঞাত। কলিযুগে মহাপাপী মানবগণ আমারে

কলৌ কলিমলধ্বংসী জ্ঞেয়োঽহং বিন্দুমাধবঃ।
কলৌ কল্মষসম্পন্না ন মাং বিন্দন্তি মানবাঃ॥ ১২৬।
মমৈব মায়য়া মূঢ়া ভেদবাদপরায়ণাঃ।
মম ভক্তিং প্রকুর্ব্বাণা যে বিশ্বেশং দ্বিষন্তি বৈ॥ ১২৭।
বিদ্বিষো মম তে জ্ঞেয়াঃ পিশাচপদগামিনঃ।
পৈশাচীং যোনিমাপ্যাপি কালভৈরবশাসনাৎ॥ ১২৮।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি উষিত্বা দুঃখসাগরে।
বিশ্বেশানুগ্রহাদেব ততো মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ॥ ১২৯।
তস্মাদ্দ্বেষো ন কর্ত্তব্যো বিশ্বেশে পরমাত্মনি।
বিশ্বেশদ্বেষিণাং পুংসাং প্রায়শ্চিত্তং যতো ন হি॥ ১৩০।
মনসাপি হি বিশ্বেশং বিদ্বিষন্তীহ যেঽধমাঃ।
অধ্যাসতেঽন্ধতামিস্রং মৃতাস্তেঽন্যত্র সন্ততম্॥ ১৩১।
শিবনিন্দাপরা যে চ যে পাশুপতনিন্দকাঃ।
বিদ্বিষো মম তে জ্ঞেয়াঃ পতন্তো নরকে শুচৌ॥ ১৩২।

প্রাপ্ত হইতে পারে না; অতএব আমি এইযুগে কলিকলূষবিধ্বংসী বিন্দুমাধব নামে এই স্থানে অবতীর্ণ॥ ১২৪—১২৬॥

যে সকল মূঢ়ব্যক্তি আমার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া, ভেদবাদ পরায়ণ হয় এবং আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া, বিশ্বেশ্বরের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে, সেই সকল পিশাচগামী পামর আমার ও বিদ্বেষী বলিয়া গণ্য। কালভৈরবের শাসনে তাহারা পিশাচযোনি প্রাপ্ত হয়। ১২৭॥ ১২৮॥ ত্রিংশৎ সহস্রবর্ষ তাহারা দুঃখসাগরে পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব পরমাত্মা বিশ্বেশ্বরে বিদ্বেষভাব প্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বেশ্বরবিদ্বেষি মূঢ় মানবগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। মনে মনেও যে নরাধম, বিশ্বেশ্বরে বিদ্বেষবুদ্ধি প্রকাশ করে, সেই পাপাত্মাকে অনন্তকাল অন্ধতমসাবৃত নরকে বাস করিতে হয়॥ ১২৯—১৩১॥ যে

অষ্টাবিংশতিকোটীষু নরকেষু ক্রমেণ হি।
কল্পং কল্পং বসেয়ুস্তে যে বিশ্বেশ্বরনিন্দকাঃ ॥ ১৩৩।
বিশ্বেশানুগ্রহং প্রাপ্য মুনেঽহমপি মুক্তিদঃ।
মদ্ভক্তৈস্তদ্বিশেষেণ সেব্যো বিশ্বেশ্বরোঽনিশম্ ॥ ১৩৪।
ইয়ং বারাণসী জ্ঞেয়া মুনে পাশুপতস্থলী।
তস্মাৎ পশুপতিঃ সেব্যঃ কাশ্যাং নিঃশ্রেয়সার্থিভিঃ ॥১৩৫
অত্র পঞ্চনদে তীর্থে স্নাতি বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্।
ঊর্জ্জে সদৈব সগণঃ সস্কন্দঃ সপরিচ্ছদঃ ॥ ১৩৬।
ব্রহ্মা সবেদঃ সমখো ব্রহ্মাণ্যাদ্যাশ্চ মাতরঃ।
সপ্তাব্ধয়ঃ সসরিতঃ স্নান্ত্যূর্জ্জে ধূতপাপকে ॥ ১৩৭।
সচেতনা হি যাবন্তস্ত্রৈলোক্যে দেহধারিণঃ।
তাবন্তঃ স্নাতুমায়ান্তি কার্ত্তিকে ধূতপাপকে ॥ ১৩৮।

পামর শিবনিন্দা এবং শিবভক্তের নিন্দা করে, সেই পাপিষ্ঠ আমারও বিদ্বেষী, সেই পাপিষ্ঠকে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয়। বিশ্বেশ্বরের নিন্দাকারী পাপাত্মাকে কল্পে কল্পে ক্রমান্বয়ে অষ্টবিংশতি কোটি নরকে বাস করিতে হয়। ১৩২ ॥ ১৩৩ ॥ হে মুনে! বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহেই আমি এই স্থানে মুক্তিদাতা স্বরূপ অধিষ্ঠিত হইয়াছি। অতএব সর্ব্বদা বিশেষরূপে বিশ্বেশ্বরের সেবা করা আমার ভক্তগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১৩৪ ॥

হে তপোধন! এই বারাণসীপুরী সর্ব্বথাই বিশ্বেশভক্ত পাশুপতগণের আবাসভূমি অতএব সর্ব্বদা ভক্তিভাবে বিশ্বেশ্বরের সেবা করা, মোক্ষাভিলাষি সাধুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৩৫ ॥ বিশ্বেশ্বর স্বয়ং কার্ত্তিকমাসে কার্ত্তিকের সহিত সগণ সপরিবারে এই পঞ্চনদতীর্থে সর্ব্বদা স্নান করেন ॥ ১৩৬ ॥ প্রজাপতি ব্রহ্মা নিখিল বেদ, যজ্ঞ, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃগণ, সপ্তসমুদ্র এবং নদনদীগণের সহিত কার্ত্তিকমাসে এই ধূতপাপতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন ॥১৩৭॥ এই ত্রিলোকী মধ্যে যে সমস্ত সচেতন প্রাণী অবস্থান করে, তাহাদের

যৈর্ন পঞ্চনদে স্নাতং প্রাপ্য কার্ত্তিকিকং শুভম্।
জলবুদ্বুদবত্তেষাং বৃথাজন্মশরীরিণাম্॥ ১৩৯।
আনন্দকাননং পুণ্যং পুণ্যং পাঞ্চনদং ততঃ।
ততোঽপি মম সান্নিধ্যমগ্নিবিন্দো মহামুনে॥ ১৪০।
অনেনৈবানুমানেন বিদ্ধি পঞ্চনদস্য বৈ।
মহিমানং মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্॥ ১৪১।
শ্রুত্বাপি যং মহাপ্রাজ্ঞো মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
বিষ্ণোর্মুখাদিতি শ্রুত্বা সোঽগ্নিবিন্দুর্মহামুনিঃ॥ ১৪২।
পুনঃ প্রণম্য পপ্রচ্ছ বিন্দুমাধবমচ্যুতম্॥ ১৪৩।

অগ্নিবিন্দুরুবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি বিন্দুমাধব তদ্বদ।
কতিধা তব রূপাণি কাশ্যাং সন্তি জনার্দ্দন॥ ১৪৪।

সকলেরই কার্ত্তিকমাসে এই ধূতপাপতীর্থে স্নান করা উচিত। কার্ত্তিকমাসে যাহারা ধূতপাপতীর্থে স্নান না করে, সেই সকল দেহধারীর জীবনধারণ, জলবুদ্বুদের ন্যায় নিরর্থক॥ ১৩৮॥ ১৩৯॥ হে মুনিবর অগ্নিবিন্দো! এই আনন্দকানন কাশীধাম যেমন পুণ্যময় পবিত্র, এই পঞ্চনদতীর্থ এবং আমার সান্নিধ্য স্থানও তদ্রূপ। ১৪০॥ হে মহাপ্রাজ্ঞ মহামুনে! পঞ্চনদের যেরূপ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইল, তদ্দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ, পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা এই তীর্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট॥ ১৪১॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এই পঞ্চনদতীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, সমস্ত মহাপাতক বিমোচন হয়। ভগবান বিষ্ণুর বদন বিনির্গত এই মহাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, সেই মুনিপ্রবর অগ্নিবিন্দু পুনরায় অচ্যুত বিন্দুমাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! হে জনার্দ্দন! এই কাশীধামে তুমি কতরূপে অধিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যতেই বা এইস্থানে কতরূপে অবতীর্ণ হইবে, তোমার কি কি রূপের পূজা করিয়া ভক্তগণ পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে, হে বিন্দুমাধব! সেই

ভবিষ্যাণ্যপি কানীহ তানি মে কথয়াচ্যুত।
যানি সম্পূজ্য তে ভক্তাঃ প্রাপ্স্যন্তি কৃতকৃত্যতাম্ ॥১৪৫।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বিন্দুমাধবাবির্ভাবো নাম ষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ।

কথা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। তুমি তাহা অদ্য আমার নিকট কীর্ত্তন কর॥ ১৪২—১৪৫॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বিন্দুমাধব আবির্ভাব নাম ষষ্টিতম অধ্যায়।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

ষড়াস্য মাধবাখ্যানং শ্রুতং মে পাপনাশনম্।
মহিমাঽপি শ্রুতঃ শ্রেয়ান্ সম্যক্ পঞ্চনদস্য বৈ॥ ১।
যদগ্নিবিন্দুনাপৃচ্ছি মাধবো দৈত্যসূদনঃ।
তস্যোত্তরং সমাখ্যাহি যথাখ্যাতং মধুদ্বিষা॥ ২।

স্কন্দ উবাচ।

শৃণ্বগস্ত্য মহর্ষে ত্বং কথ্যমানং ময়াঽধুনা।
মাধবেন যথাচক্ষি মুনয়ে চাগ্নিবিন্দবে॥ ৩।

বিন্দুমাধব উবাচ।

আদৌ পাদোদকে তীর্থে বিদ্ধি মামাদিকেশবম্।
অগ্নিবিন্দো মহাপ্রাজ্ঞ ভক্তানাং মুক্তিদায়কম্॥ ৪

একষষ্টিতম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! আমি পাপনাশন বিন্দুমাধব মাহাত্ম্য এবং পঞ্চনদ মহিমা সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিলাম, অতঃপর মহর্ষি অগ্নিবিন্দু ভগবান দৈত্যনিসূদন বিন্দুমাধবকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে মধুসূদন কি কহিলেন, এক্ষণে তাহাই তুমি আমার নিকট বর্ণন কর॥ ১॥ ২॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! মহর্ষি অগ্নিবিন্দুর প্রশ্নে বিন্দুমাধব যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩॥ বিন্দুমাধব কহিয়াছিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ অগ্নিবিন্দো! প্রথমে আমি পাদোদকতীর্থে ভক্তগণের মুক্তিদাতা আদিকেশবনামে প্রতিষ্ঠিত হই॥ ৪॥

অবিমুক্তেঽমৃতে ক্ষেত্রে যেঽর্চ্চয়ন্ত্যাদিকেশবম্।
তেঽমৃতত্বং ভজন্ত্যেব সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫ ।
সঙ্গমেশং মহালিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্যাদিকে শবঃ।
দর্শনাদঘহং নৃণাং ভুক্তিং মুক্তিং দিশেৎ সদা ॥ ৬ ।
যাম্যাং পাদোদকাচ্ছ্বেতদ্বীপতীর্থং মহত্তরম্।
তত্রাহং জ্ঞানদো নৃণাং জ্ঞানকেশবসংজ্ঞকঃ ॥ ৭ ।
শ্বেতদ্বীপে নরঃ স্নাত্বা জ্ঞানকেশবসন্নিধৌ।
ন জ্ঞানাদ্ভ্রশ্যতে ক্বাপি জ্ঞানকেশবপূজনাৎ ॥ ৮ ।
তার্ক্ষ্যকেশব নামাহং তার্ক্ষ্যতীর্থে নরোত্তমৈঃ।
পূজনীয়ঃ সদা ভক্ত্যা তার্ক্ষ্যবত্তে প্রিয়া মম ॥ ৯ ।
তত্রৈব নারদে তীর্থেঽস্ম্যহং নারদকেশবঃ।
ব্রহ্মবিদ্যোপদেষ্টা চ তত্তীর্থাপ্লুতবর্ষ্মণাম্ ॥ ১০ ।
প্রহ্লাদতীর্থং তত্রৈব নাম্না প্রহ্লাদকেশবঃ।
ভক্তৈঃ সমর্চ্চনীয়োহহং মহাভক্তিসমৃদ্ধয়ে ॥ ১১ ।

অবিমুক্ত অমৃতক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আদিকেশবের পূজা করে, সেই পুণ্যবান সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন ॥ ৫ ॥ আদিকেশব প্রতিষ্ঠিত সঙ্গমেশ্বর মহালিঙ্গ দর্শন করিলে, নরগণের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া ভক্তি-মুক্তি প্রবোধিত হয় ॥ ৬ ॥ পাদোদকতীর্থের দক্ষিণে শ্বেতদ্বীপ নামে মহাতীর্থ সেই স্থানে আমি নরগণের জ্ঞানদাতা জ্ঞানকেশবনামে অধিষ্ঠিত ॥ ৭ ॥ শ্বেত-দ্বীপে জ্ঞানকেশবের সমীপে স্নান করিয়া, জ্ঞানকেশবের পূজা করিলে নর-গণের কদাপি জ্ঞানভ্রংশ হয় না ॥ ৮ ॥ তার্ক্ষ্যতীর্থে আমার নাম তার্ক্ষ্যকেশব যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক তার্ক্ষ্যকেশবের পূজা করেন, তাঁহারা আমার গরুড়ের ন্যায় প্রিয়পাত্র ॥ ৯ ॥ নারদতীর্থে আমি নারদকেশব, যে সকল পুণ্যবান ব্যক্তি নারদতীর্থে স্নান করেন, আমি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করি। ১০ ॥ প্রহ্লাদতীর্থে আমি প্রহ্লাদকেশব ভক্তগণ ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা

তীর্থেঽম্বরীষে তত্রাহং নাম্নৈবাদিত্যকেশবঃ।
পাতকধ্বান্তনিচয়ং ধ্বংসয়ামীক্ষণাদপি ॥ ১২।
দত্তাত্রেয়েশ্বরাদ্ যাম্যামহমাদিগদাধরঃ।
হরামি তত্র ভক্তানাং সংসারগদসঞ্চয়ম্ ॥ ১৩।
তত্রৈব ভার্গবে তীর্থে ভৃগুকেশবনামতঃ।
কাশীনিবাসিনঃ পুংসো বিভর্ম্মি চ মনোরথৈঃ ॥ ১৪।
বামনাখ্যে মহাতীর্থে মনঃ প্রার্থিতদে শুভে।
পূজ্যোঽহং শুভমিচ্ছদ্ভির্নাম্না বামনকেশবঃ ॥ ১৫।
নরনারায়ণে তীর্থে নরনারায়ণাত্মকম্।
ভক্তাঃ সমর্চ্চ্য মাং স্যুর্ব্বৈ নরনারায়ণাত্মকাঃ ॥ ১৬।
তীর্থে যজ্ঞবরাহাখ্যে যজ্ঞবারাহসংজ্ঞকঃ।
নরৈঃ সমর্চ্চনীয়োঽহং সর্ব্বযজ্ঞফলেপ্সুভিঃ ॥ ১৭।
বিদারনরসিংহোঽহং কাশীবিঘ্নবিদারণঃ।
তন্নাম্নি তীর্থে সংসেব্যস্তীর্থোপদ্রবশান্তয়ে ॥ ১৮।

করিলে আমি তাহাদিগকে মহাভক্তি প্রদান করি ॥ ১১ ॥ অম্বরীষতীর্থে আমার নাম আদিত্যকেশব, যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করে, আমি নিশ্চয়ই তাহার সমস্ত পাপান্ধকার ধ্বংশ করিয়া দিই। ১২ ॥ দত্তাত্রেয়েশ্বরের দক্ষিণে আমার নাম গদাধর, আমি ভক্তগণের ব্যাধিসমূহ হরণ করিয়া থাকি। ১৩ ॥ ভার্গবতীর্থে আমি ভৃগুকেশব নামে বিখ্যাত, আমি কাশীবাসীপুরুষগণের সমস্ত মনোরথপূর্ণ করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥ বাঞ্ছিতপ্রদ মঙ্গলময় বামনতীর্থে আমার নাম বামনকেশব আমি মঙ্গলার্থী মানবগণের সমস্ত মনস্কামনা পরিপূর্ণ করি ॥ ১৫ ॥ নরনারায়ণতীর্থে আমিই নরনারায়ণ, ভক্তগণ, তাঁহার পূজা করিলে আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥ যজ্ঞবরাহতীর্থে যজ্ঞবরাহনামে আমি মানবগণের পূজনীয়, আমি যজ্ঞফলাভিলাষী ভক্তগণকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করি ॥ ১৭ ॥ নরসিংহতীর্থে আমি কাশীবিঘ্নবিদারণ বিদারণ নরসিংহ

গোপীগোবিন্দতীর্থে তু গোপীগোবিন্দসঞ্জকম্।
সমর্চ্চ্য মাং নরো ভক্ত্যা মম মায়াং ন সংস্পৃশেৎ ॥১৯।
মুনে লক্ষ্মীনৃসিংহোঽস্মি তীর্থে তন্নাম্নি পাবনে।
দিশামি ভক্তিযুক্তেভ্যঃ সদা নৈঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ম্ ॥২০।
শেষমাধবনামাহং শেষতীর্থেঽঘহারিণি।
বিশ্রাণযাম্যশেষাংশ্চ বিশেষান্ ভক্তচিন্তিতান্ ॥ ২১।
শঙ্খমাধবতীর্থে চ স্নাত্বা মাং শঙ্খমাধবম্।
শঙ্খোদকেন সংস্নাপ্য ভবেচ্ছঙ্খনিধেঃ পতিঃ ॥ ২২।
হয়গ্রীবে মহাতীর্থে মাং হয়গ্রীবকেশবম্।
প্রণম্য প্রাপ্নুয়ান্নূনং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ২৩।
ভীষ্মকেশবনামাহং বৃদ্ধকালেশপশ্চিমে।
উপসর্গান্ হরে ভীষ্মান্ সেবিতো ভক্তিযুক্তিতঃ ॥ ২৪।
নির্ব্বাণকেশবশ্চাহং ভক্তনির্ব্বাণসূচকঃ।
লোলার্কাদুত্তরে ভাগে লোলত্বং চেতসো হরে ॥ ২৫।

নামে বিখ্যাত, ভক্তগণ তীর্থোপদ্রবশান্তির নিমিত্ত আমার অর্চ্চনা করে॥ ১৮॥ গোপীগোবিন্দতীর্থে আমার নাম গোপীগোবিন্দ, আমার পূজা করিলে মানবগণকে আমার মায়ায় অভিভূত হইতে হয় না। ১৯॥ সুপবিত্র লক্ষ্মী-নৃসিংহতীর্থে আমার নাম লক্ষ্মীনৃসিংহ, আমি ভক্তগণকে মোক্ষলক্ষ্মী প্রদান করি॥ ২০॥ অঘমর্ষণ শেষতীর্থে আমার নাম শেষমাধব, আমি অশেষ বিশেষে ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি॥ ২১॥ শঙ্খমাধবতীর্থে আমার নাম শঙ্খমাধব এই তীর্থে স্নান করিয়া, শঙ্খজলে আমারে স্নান করাইলে, মানবগণ শঙ্খনিধির অধিকারী হয়॥ ২২॥ হয়গ্রীবতীর্থে আমি হয়গ্রীব কেশবনামে প্রখ্যাত, আমার পূজা করিলে পরমপদলাভ হয়॥ ২৩॥ বৃদ্ধকালেশ্বরের পশ্চিমদিকে আমি ভীষ্মকেশবরূপে অধিষ্ঠিত; ভক্তিপূর্ব্বক আমার সেবা করিলে সমস্ত ভীষণ উপসর্গ বিদূরিত হয়॥ ২৪॥ লোলার্কের উত্তরদিগে

বন্দ্যাত্রিলোকসৌন্দর্য্যা যাম্যাং যো মাং সমর্চ্চয়েৎ।
কাশ্যাং খ্যাতং ত্রিভুবনকেশবং ন স গর্ভভাক্॥ ২৬।
জ্ঞানবাপ্যাঃ পুরো ভাগে বিদ্ধি মাং জ্ঞানমাধবম্।
তত্র মাং ভক্তিতোঽভ্যর্চ্য জ্ঞানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্॥২৭
শ্বেতমাধবসংজ্ঞোঽহং বিশালাক্ষ্যাঃ সমীপতঃ।
শ্বেতদ্বীপেশ্বরং রূপং কুর্য্যাং ভক্ত্যা সমর্চ্চিতঃ॥ ২৮।
উদগ্দশাশ্বমেধান্ মাং প্রয়াগাখ্যঞ্চ মাধবম্।
প্রয়াগতীর্থে সুস্নাতো দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৯।
প্রয়াগগমনে পুংসাং যৎ ফলং তপসি শ্রুতম্।
তৎ ফলং স্যাচ্ছতগুণমত্র স্নাত্বা মমাগ্রতঃ॥ ৩০।
গঙ্গাযমুনয়োঃ সঙ্গে যৎ পুণ্যং স্নানকারিণাম্।
কাশ্যাং মৎসন্নিধাবত্র তৎ পুণ্যং স্যাদ্দশোত্তরম্॥ ৩১।
দানানি রাহুগ্রস্তেঽর্কে দদতাং যৎ ফলং ভবেৎ।
কুরুক্ষেত্রে হি তৎকাশ্যামত্রৈব স্যাদ্দশাধিকম্॥ ৩২।

আমি ভক্তগণের নির্ব্বাণদাতা নির্ব্বাণকেশবনামে অবস্থিত। আমার পূজা করিলে, জীবের চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়॥ ২৫॥ কাশীধামে ত্রিলোকসুন্দরতীর্থের দক্ষিণদিকে আমি ত্রিভুবন কেশবনামে প্রতিষ্ঠিত, এই পূজনীয়তীর্থে আমার পূজা করিলে জীবগণকে আর গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না॥ ২৬॥ জ্ঞানব্যাপীর পুরোভাগে আমি জ্ঞানমাধব নামে বিখ্যাত, ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করিলে ভক্তগণ শাশ্বত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়॥ ২৭॥ বিশালাক্ষী সমীপে আমি শ্বেতমাধব নামে প্রসিদ্ধ, ভক্তিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিলে শ্বেত-দ্বীপেশ্বরের স্বরূপত্ব লাভ হয়॥ ২৮॥ দশাশ্বমেধতীর্থের উত্তরদিগে আমি প্রয়াগমাধব নামে অধিষ্ঠিত, সেই প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে সমস্ত পাপ বিমো-চন হয়। মাঘমাসে প্রয়াগতীর্থ গমনের যেরূপ ফলশ্রুতি আছে, আমার সমীপে স্নান করিলে তাহার দশগুন ফল হয়। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নান করিলে

গঙ্গোত্তরবহা যত্র যমুনা পূর্ব্ববাহিনী।
তৎসম্ভেদং নরঃ প্রাপ্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৩৩।
বপনং তত্র কর্ত্তব্যং পিণ্ডদানঞ্চ ভাবতঃ।
দেয়ানি তত্র দানানি মহাফলমভীপ্সুনা॥ ৩৪।
গুণাঃ প্রজাপতিক্ষেত্রে যে সর্ব্বে সমুদীরিতাঃ।
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রেঽসংখ্যাতাশ্চ ভবন্তি হি॥ ৩৫।
প্রয়াগেশং মহালিঙ্গং তত্র তিষ্ঠতি কামদম্।
তৎসান্নিধ্যাচ্চ তত্তীর্থং কামদং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৩৬।
কাশ্যাং মাঘে প্রয়াগে যৈর্ন স্নাতো মকরার্কগে।
অরুণোদয়মাসাদ্য তেষাং নিঃশ্রেয়সং কুতঃ॥ ৩৭।
কাশ্যুদ্ভবে প্রয়াগে যে তপসি স্নান্তি সংযতাঃ।
দশাশ্বমেধজনিতং ফলং তেষাং ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৩৮।

যে পুণ্য হয়, আমার সন্নিধানে স্নান করিলে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক পুণ্য-লাভ হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণপর্ব্বে দান করিলে যে ফল হয়, কাশীতে দান করিলে তাহার দশগুণ ফল হইয়া থাকে॥ ২৯—৩২॥ যে স্থানে ভাগীরথী উত্তরবাহিনী এবং যমুনা পূর্ব্ববাহিনী, তথায় এই উভয় সঙ্গমে স্নান করিলে নরগণ ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে॥ ৩৩॥ মহাফলাভিলাষী ব্যক্তিগণের পক্ষে তথায় কেশমুণ্ডন, ভক্তিভাবে পিণ্ডদান এবং সুপাত্রে ধনরত্নাদিদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৩৪॥ প্রজাপতিক্ষেত্রের যে সকল গুণ কথিত হইয়াছে, অবিমুক্তক্ষেত্রে তাহার অসংখ্যগুণ ফললাভ হয়॥ ৩৫॥ সর্ব্বকামপ্রদ প্রয়াগেশ্বর মহালিঙ্গসমীপে সর্ব্বকামপ্রদ প্রয়াগতীর্থ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ৩৬॥ সূর্য্যের মকররাশি সঞ্চারে মাঘমাসে অরুণোদয়কালে যাহারা কাশীস্থ প্রয়াগতীর্থে স্নান না করে, তাহাদিগের মোক্ষপ্রাপ্তির আশা কোথায়? ৩৭॥ মাঘমাসে কাশীপ্রয়াগে যাহারা সংযতচিত্তে স্নান করে, তাহাদিগের নিশ্চয়ই দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। ৩৮॥ যাহারা মাঘ-

প্রয়াগমাধবং ভক্ত্যা প্রয়াগেশঞ্চ কামদম্।
প্রয়াগে তপসি স্নাত্বা যেঽর্চ্চয়ন্ত্যন্বহং সদা॥ ৩৯।
ধনধান্যসুতর্দ্ধীস্তে লব্ধা ভোগান্ মনোরমান্।
ভুক্ত্বেহ পরমানন্দং পরং মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ॥ ৪০।
মাঘে সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগমধিযান্তি হি।
প্রাচ্যুদীচীপ্রতীচীতো দক্ষিণাধস্তথোর্দ্ধতঃ॥ ৪১।
কাশীস্থিতানি তীর্থানি মুনে যান্তি ন কুত্রচিৎ।
যদি যান্তি তদা যান্তি তীর্থত্রয়মনুত্তমম্॥ ৪২।
আয়ান্ত্যূর্জ্জে পঞ্চনদে প্রাতঃপ্রাতর্ম্মমান্তিকম্।
মহাঘৌঘপ্রশমনে মহাশ্রেয়োবিধায়িনি॥ ৪৩।
প্রাপ্য মাঘমঘারিঞ্চ প্রয়াগেশসমীপতঃ।
প্রাতঃ প্রয়াগে সংস্নান্তি সর্ব্বতীর্থানি মামনু॥ ৪৪।
সমাসাদ্য চ মধ্যাহ্নমভিযান্তি চ নিত্যশঃ।
সংস্নাতুং সর্ব্বতীর্থানি মুক্তিদাং মণিকর্ণিকাম্॥ ৪৫

মাসে কাশীপ্রয়াগে প্রতিদিন স্নান করিয়া সর্ব্বকামপ্রদ প্রয়াগমাধব ও প্রয়াগেশ্বর লিঙ্গে সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করে, তাহারা ধন, ধান্য ও পুত্র, কলত্রাদি বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, চরমে পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। ৩৯॥ ৪০॥ মাঘমাসে পৃথিবীর পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং ঊর্দ্ধবা অধস্থিত সমস্ততীর্থ প্রয়াগে সমাগত হয়, বারাণসীর কোনতীর্থই কদাচ কুত্রাপি গমন করে না, যদিও করে, তাহা হইলে পঞ্চনদ, প্রয়াগেশ্বর এবং মণিমর্ণিকা এই অনুত্তমতীর্থত্রয় ভিন্ন আর কুত্রাপি নহে, কার্ত্তিকমাসে মহাপাপবিনাশন মোক্ষপ্রদ পঞ্চনদতীর্থে আমার সমীপে মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিবার নিমিত্ত অঘনাশন প্রয়াগেশ্বর সমীপে এবং প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে মুক্তিদায়িনী মণিকর্ণিকাতে কাশীস্থ সমস্ততীর্থ সুমবেত হয়॥ ৪১—৪৫॥

কাশ্যাং রহস্যং পরমমেতত্তে কথিতং মুনে।
যথা তীর্থত্রয়ী শ্রেষ্ঠা স্বস্বকালে বিশেষতঃ॥ ৪৬।
অন্যদ্রহস্যং বক্ষ্যামি ন বাচ্যং যত্র কুত্রচিৎ।
অভক্তেষু সদা গোপ্যং ন গোপ্যং ভক্তিমজ্জনে॥ ৪৭।
কাশ্যাং সর্ব্বাণি তীর্থানি একৈকাদুত্তরোত্তরম্।
মহৈনাংসি প্রহন্ত্যেব প্রসহ্য নিজতেজসা॥ ৪৮।
এতদেব রহস্যং তে বারাণস্যা উদীর্য্যতে।
উৎক্ষিপ্যৈকাঙ্গুলিং তথ্যং শ্রেষ্ঠৈকা মণিকর্ণিকা॥ ৪৯।
গর্জ্জন্তি সর্ব্বতীর্থানি স্বস্বধিষ্ণ্যগতান্যহো।
কেবলং বলমাসাদ্য সুমহন্মাণিকর্ণিকম্॥ ৫০।
পাপানি পাপিনাং হত্বা মহান্ত্যপি বহূন্যপি।
কাশীতীর্থানি মধ্যাহ্নে প্রায়শ্চিত্তচিকীর্ষয়া॥ ৫১।
পর্ব্বস্বপর্ব্বস্বপি বা নিত্যং নিয়মবন্ত্যহো।
নির্ম্মলানি ভবন্ত্যেব বিগাহ্য মণিকর্ণিকাম্॥ ৫২।

হে মুনিবর! যে তিনটি প্রধান তীর্থ স্বস্ব কালে অধিকতর পুণ্যপ্রদ হয়; তাহার রহস্য আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম॥৪৬॥ আর একটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি তাহা যথাকথঞ্চিৎ স্থানে বক্তব্য নহে; সেই তত্ত্ব ভক্তের নিকটে গুহ্য নহে, কিন্তু অভক্তের নিকটে অপ্রকাশ্য ৪৭॥ কাশীর সমস্ততীর্থ উত্তরোত্তর একে একে স্ব স্ব প্রভাবে সমস্ত মহাপাপ বিনাশ করিতে সমর্থ॥৪৮॥ হে মুনিবর! বারাণসীর এই রহস্য তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে আমি উত্তান তর্জ্জনীবিভ্রমপূর্ব্বক বলিতেছি, ইহার মধ্যে মণিকর্ণিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কাশীস্থ সমস্ততীর্থই কেবল একমাত্র মণিকর্ণিকার তেজে সমুদ্দীপিত হইয়া গর্জ্জন করিতেছে॥ ৪৯॥ ৫০॥ মহাপাপিগণের মহামহা পাপ বিমোচন করিয়া, কাশীস্থ তীর্থসমূহ প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত পর্ব্ব অথবা অপর্ব্বদিবসে নিত্য নিয়মবন্ত হইয়া, মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকা-

বিশ্বেশো বিশ্বয়া সার্দ্ধং সদোপমণিকর্ণিকাম্।
মধ্যন্দিনং সমাসাদ্য সংস্নাতি প্রতিবাসরম্ ॥ ৫৩।
বৈকুণ্ঠাদপ্যহং নিত্যং মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাম্।
বিগাহে পদ্ময়া সার্দ্ধং মুদা পরময়া মুনে ॥ ৫৪।
সকৃন্ মমাখ্যাং গৃণতাং নির্হরন্ যদঘান্যহম্।
হরিনামসমাপন্নস্তদ্বলান্ মাণিকর্ণিকাৎ ॥ ৫৫।
সত্যলোকাৎ প্রতিদিনং হংসযানঃ পিতামহঃ।
মাধ্যাহ্নিকবিধানায় সমায়ান্ মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৫৬।
ইন্দ্রাদ্যা লোকপালাশ্চ মরীচাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
মাধ্যাহ্নিকীং ক্রিয়াং কর্ত্তুং সমীয়ুর্মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৫৭।
শেষবাসুকিমুখ্যাশ্চ নাগা বৈ নাগলোকতঃ।
সমায়ান্তীহ মধ্যাহ্নে সংস্নাতুং মণিকর্ণিকাম্ ॥ ৫৮।

নীরে অবগাহনপূর্ব্বক নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ স্বয়ং কাশীপতি বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণার সহিত প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকাতে আগমন করিয়া অবগাহন করেন ॥ ৫৩ ॥ হে মুনিবর! আমিও প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে পদ্মার সহিত বৈকুণ্ঠধাম হইতে অবতরণ করিয়া পরমানন্দে মণিকর্ণিকাতে স্নান করি ॥ ৫৪ ॥ জীব একবারমাত্র আমার নাম গ্রহণ করিলে আমি তাহার সমস্ত পাপ বিমোচন করি। মণিকর্ণিকা হইতেই আমি সেই বল এবং হরিনামের মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৫৫ ॥ পিতামহ ব্রহ্মা প্রতিদিন সত্যলোক হইতে হংসবাহনে মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকাতে আগমন করেন। ৫৬ ॥ ইন্দ্রাদি লোকপালগণ এবং মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকাতে আগমন করিয়া স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাধান করেন ॥ ৫৭ ॥ নাগলোক হইতে অনন্ত, বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকাতে আগমন করিয়া স্নান করেন ॥ ৫৮ ॥

চরাচরেষু সর্ব্বেষু যাবন্তশ্চ সচেতনাঃ।
তাবন্তঃ স্নান্তি মধ্যাহ্নে মণিকর্ণীজলেঽমলে ॥ ৫৯।
কে মাণিকর্ণিকেয়ানাং গুণানাং সুগরীয়সাম্।
শক্তা বর্ণয়িতুং বিপ্রাঽসংখ্যেয়ানাং মদাদিভিঃ ॥ ৬০।
চীর্ণান্যুগ্রাণ্যরণ্যেষু তৈস্তপাংসি তপোধনৈঃ।
যৈরিয়ং হি সমাসাদি মুক্তিভূর্মণিকর্ণিকা ॥ ৬১।
বিশ্রাণিতমহাদানাস্ত এব নরপুঙ্গবাঃ।
চরমে বয়সি প্রাপ্তা যৈরেষা মণিকর্ণিকা ॥ ৬২।
চীর্ণসর্ব্বব্রতাস্তে তু যথোক্তবিধিনা ধ্রুবম্।
যৈঃ স্বতল্পীকৃতা মাণিকর্ণিকেয়ী স্থলী মৃদুঃ ॥ ৬৩।
ত এব ধন্যা মর্ত্যেঽস্মিন্ সর্ব্বক্রতুষু দীক্ষিতাঃ।
ত্যক্ত্বা পুণ্যার্জ্জিতাং লক্ষ্মীমৈক্ষি যৈর্মণিকর্ণিকা ॥ ৬৪

চরাচর সংসারে যত সচেতন জীব আছে, তাহারা সকলেই প্রতিদিন মধ্যাহ্ন-কালে মণিকর্ণিকাতে আসিয়া স্নান করে ॥ ৫৯ ॥ মণিকর্ণিকার অতুল গুণ-গরিমা এপর্য্যন্ত কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারিয়াছে? আমি আদি করিয়া এ পর্য্যন্ত কোন্ ব্রাহ্মণ তাঁহার অসংখ্য গুণরাশি বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? ৬০ ॥ যে সকল তপস্বী চিরদিন অরণ্য মধ্যে উগ্রতপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তিভূমি মণিকর্ণিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬১ ॥ যাঁহারা প্রচুর পরিমাণে মহাদান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই সকল নরশ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা-গণ চরমকালে এই মণিকর্ণিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥ যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক সংস্কারের সমস্তব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারাই মণিকর্ণিকাকে সুকোমল শয্যা করিয়া সুখে বিশ্রাম করিয়াছেন ॥ ৬৩ ॥ শাস্ত্রোক্ত সমস্ত যজ্ঞে সুদীক্ষিত হইয়া তৎপুণ্য ফল বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যে সকল মহাত্মা মণিকর্ণিকা দর্শন করিয়াছেন, এই ধরাধামে তাঁহারাই ধন্য ॥ ৬৪ ॥ যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্ত

কৃতা নানাবিধা ধর্ম্মা ইষ্টা পূর্ত্তাস্তু তৈর্নৃভিঃ।
বার্দ্ধকং সমনুপ্রাপ্য প্রাপি যৈর্মণিকর্ণিকা॥ ৬৫।
রত্নানিসুদুকূলানি কাঞ্চনং গজবাজিনঃ।
দেয়াঃ প্রাজ্ঞেন যত্নেন সদোপর্মণিকর্ণিকম্॥ ৬৬।
পুণ্যেনোপার্জ্জিতং দ্রব্যমত্যল্পমপি যৈন রৈঃ।
দত্তং তদক্ষয়ং নিত্যং মুনেঽধিমণিকর্ণিকম্॥ ৬৭।
কুর্য্যাৎ যথোক্তমপ্যেকং প্রাণায়ামং নরোত্তমঃ।
যস্তেন বিহিতো ন্যূনং ষড়ঙ্গো যোগ উত্তমঃ॥ ৬৮।
জপ্তৈ্বকামপি গায়ত্রীং সম্প্রাপ্য মণিকর্ণিকাম্।
লভেদযুতগায়ত্রীজপনস্য ফলং স্ফুটম্॥ ৬৯।
একামপ্যাহুতিং প্রাজ্ঞো দত্ত্বোপমণিকর্ণিকম্।
যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রস্য লভেদবিকলং ফলম্॥ ৭০।
ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যমগ্নিবিন্দুর্হাতপাঃ।
প্রণিপত্য মহাভক্ত্যা পুনঃ পপ্রচ্ছ মাধবম্॥ ৭১।

যজ্ঞাদি বিবিধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারাই চরমে মণিকর্ণিকালাভে অধিকারী হইয়াছেন। ৬৫॥ যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক রত্ন, কাঞ্চন, গজ, বাজী এবং বহুমূল্য বস্ত্রাদি সুপাত্রে দান করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বদা মণিকর্ণিকাতে অবস্থিতি করিতে পারেন॥৬৬॥ হে মুনে! পুণ্যোপার্জ্জিত দ্রব্যের যৎকিঞ্চিন্মাত্র মণিকর্ণিকাতে দান করিলে, সেই দান ফল নিত্য অক্ষয় হইয়া থাকে॥ ৬৭॥ মণিকর্ণিকাতে যথোক্তবিধানে একবারমাত্র প্রাণায়াম করিলে সেই নরোত্তমের ষড়ঙ্গযোগের ফল হয়। ৬৮॥ যাঁহারা মণিকর্ণিকাতে একবারমাত্র গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহারা দশ সহস্র গায়ত্রীজপের ফল প্রাপ্ত হন। ৬৯॥ যে জ্ঞানবানব্যক্তি একবারমাত্র মণিকর্ণিকাতে আহুতি প্রদান করেন, সেই পুণ্যবান যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানের তুল্য ফল প্রাপ্ত হন। ৭০॥

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! মুনিবর অগ্নিবিন্দু শ্রীহরির মুখে এই সকল

অগ্নিবিন্দুরুবাচ।

বিষ্ণো কিয়ৎপরিমাণা পুণ্যৈষা মণিকর্ণিকা।
ব্রূহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ নত্বত্তস্তত্ত্ববিৎপরঃ॥ ৭২।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

আগঙ্গাকেশবাদা চ হরিশ্চন্দ্রস্য মণ্ডপাৎ।
আমধ্যাদ্দেবসরিতঃ স্বর্দ্ধারান্ মণিকর্ণিকা॥ ৭৩।
স্থূলমেতৎপরীমাণং সূক্ষ্মঞ্চ প্রবদামি তে।
হরিশ্চন্দ্রস্য তীর্থাগ্রে হরিশ্চন্দ্রবিনায়কঃ॥ ৭৪।
সীমাবিনায়কশ্চাত্র মণিকর্ণহ্রদোত্তরে।
সীমাবিনায়কং ভক্ত্যা পূজয়িত্বা নরোত্তমঃ॥ ৭৫।
মোদকৈঃ সোপচারৈশ্চ প্রাপ্নুয়ান্ মণিকর্ণিকাম্।
হরিশ্চন্দ্রে মহাতীর্থে তর্পয়েয়ুঃ পিতামহান্॥ ৭৬।
শতং সমাঃ সুতৃপ্তাঃ স্যুঃ প্রযচ্ছন্তি চ বাঞ্ছিতম্॥ ৭৭।

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, মহাভক্তিপূর্ব্বক মাধবকে প্রণিপাত করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! হে তত্ত্ববিত্তম! এই মণিকর্ণিকার পরিমাণ কত? তাহা শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে। অতএব হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর॥ ৭১। ৭২॥ বিষ্ণু কহিলেন, হে মহর্ষে! স্বর্গদ্বার অবধি হরিশ্চন্দ্রমণ্ডপ গঙ্গাকেশব এবং সুরধুনী মধ্যপর্য্যন্ত মণিকর্ণিকার সীমা। ৭৩॥ হে অগ্নিবিন্দো! এই আমি তোমার নিকট স্থূলতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। হরিশ্চন্দ্রতীর্থ সমীপে হরিশ্চন্দ্রবিনায়ক। মণিকর্ণিকা হ্রদের উত্তরে সীমাবিনায়ক অধিষ্ঠিত॥ ৭৪। ৭৫॥ যে নরোত্তম ভক্তিপূর্ব্বক মোদকাদি উপচারে সীমাবিনায়কের পূজা করিয়া, হরিশ্চন্দ্র মহাতীর্থে পিতৃপুরুষের তর্পণ করেন, তাঁহার পিতৃগণ শতবর্ষব্যাপিনী তৃপ্তিলাভ করিয়া বাঞ্ছিতফল

হরিশ্চন্দ্রে মহাতীর্থে স্নাত্বা শ্রদ্ধান্বিতো নরঃ।
হরিশ্চন্দ্রেশ্বরং নত্বা ন সত্যাৎ পরিহীয়তে।
ততঃ পর্ব্বততীর্থঞ্চ পর্ব্বতেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৭৮।
অধিষ্ঠানং মহামেরোর্মহাপাতকনাশনম্।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বেশং কিঞ্চিদ্দত্বা স্বশক্তিতঃ ॥ ৭৯।
অধ্যাস্য মেরুশিখরং দিব্যান্ ভোগান্ সমশ্নুতে।
কম্বলাশ্বতরং তীর্থং পর্ব্বতেশ্বরদক্ষিণে ॥ ৮০।
কম্বলাশ্বতরেশঞ্চ তত্তীর্থাৎ পশ্চিমে শুভম্।
তস্মিংস্তীর্থে কৃতস্নানস্তল্লিঙ্গং যঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৮১।
অপি তস্য কুলে জাতা গীতজ্ঞাঃ স্যুঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ।
চক্রপুষ্করিণী তত্র যোনিচক্রনিবারিণী ॥ ৮২।
সংসারচক্রে গহনে যত্র স্নাতো বিশেন্ন না।
চক্রপুষ্করিণীতীর্থং মমাধিষ্ঠানমুত্তমম্ ॥ ৮৩।
সমাঃ পরার্দ্ধসংখ্যাতাস্তত্র তপ্তং মহাতপঃ।
তত্র প্রত্যক্ষতাং যাতো মম বিশ্বেশ্বরঃ পরঃ ॥ ৮৪।

প্রদান করেন। ৭৬। ৭৭ ॥ হরিশ্চন্দ্রতীর্থে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্নান করিয়া হরিশ্চন্দ্রেশ্বরকে প্রণাম করিলে, কদাচ সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না। পর্ব্বততীর্থে পর্ব্বতেশ্বর সমীপে এইরূপ অনুষ্ঠান করিলেও তদ্রূপ ফল হয়। ৭৮ ॥ মহামেরু তীর্থে স্নান করিয়া যথাশক্তি দান করিলে, মহাপাতক নাশ হয়, মেরুশিখরে আরোহণ করিলে, দিব্যভোগ লাভ হইয়া থাকে। ৭৯ ॥ পর্ব্বতেশ্বরের দক্ষিণে কম্বলাশ্বতীর্থ, সেই তীর্থের পশ্চিমে কম্বলাশ্বতরেশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, সেই তীর্থে স্নান করিয়া, সেই লিঙ্গের পূজা করিলে বংশানুক্রমে গীতজ্ঞ ও লক্ষ্মীবন্ত হয় ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥ সেই স্থানে গর্ভবাসহারিণী চক্রপুষ্করিণী নামে তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে, সংসারগহনচক্রে প্রবেশ করিতে হয় না, চক্রপুষ্করিণীতীর্থ অতি উৎকৃষ্ট সমাধিস্থান ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ পরার্দ্ধবৎসর আমি

তত্র লব্ধং ময়ৈশ্বর্য্যমবিনাশি মহত্তরম্।
চক্রপুষ্করিণী চৈব খ্যাতাভূন্ মণিকর্ণিকা ॥ ৮৫।
দ্রবরূপং পরিত্যজ্য ললনারূপধারিণী।
প্রত্যক্ষরূপিণী তত্র ময়েক্ষি মণিকর্ণিকা ॥ ৮৬।
তস্যা রূপং প্রবক্ষ্যামি ভক্তানাং শুভদং পরম্।
যদ্রূপধ্যানতঃ পুংভিরাষণ্মাসং ত্রিসন্ধ্যতঃ ॥ ৮৭।
প্রত্যক্ষরূপিণী দেবী দৃশ্যতে মণিকর্ণিকা।
চতুর্ভুজা বিশালাক্ষী স্ফুরদ্ভালবিলোচনা ॥ ৮৮।
পশ্চিমাভিমুখী নিত্যং প্রবদ্ধকরসম্পুটা।
ইন্দীবরবতীং মালাং দধতী দক্ষিণে করে ॥ ৮৯।
বরোদ্যতে করে সব্যে মাতুলুঙ্গফলং শুভম্।
কুমারীরূপিণী নিত্যং নিত্যং দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৯০।
শুদ্ধস্ফটিককান্তিশ্চ সুনীলস্নিগ্ধমূর্দ্ধজা।
জিতপ্রবালমাণিক্যরমণীয়রদচ্ছদা ॥ ৯১।

সেই স্থানে মহাতপস্যা করিয়া পরাৎপর বিশ্বেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। ৮৪ ॥ সেই স্থান হইতেই আমার এই অবিনাশী মহোত্তর ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে, সেই চক্রপুষ্করিণীই মণিকর্ণিকা নামে বিখ্যাত ॥ ৮৫ ॥ তৎকালে মণিকর্ণিকা স্বকীয় জলময়ী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া, ললনারূপে আমাকে প্রত্যক্ষে দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥ হে মুনিবর! সাধুগণ ছয়মাসকাল ত্রিসন্ধ্যা যেরূপ ধ্যান করিয়া মণিকর্ণিকাদেবীকে প্রত্যক্ষ নয়নগোচর করেন, ভক্তগণের শুভপ্রদ সেই রূপ আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি চতুর্ভুজা, বিশালাক্ষী, ত্রিলোচনা, যুগল, পাণিপদ্ম, অঞ্জলিবদ্ধ। অপর দক্ষিণকরে ইন্দীবর মাল্য এবং বরদানোদ্যত বামহস্তে রুচকফল ধারণপূর্ব্বক নিত্য দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারীরূপে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় কান্তি, সুস্নিগ্ধনীল নিবিড় কুন্তল, মণি প্রবাল বিনিন্দিত রমণীয় দন্তপাঁতি।

প্রত্যগ্রকেতকীপুষ্প লসদ্ধম্মিল্লমস্তকা।
সর্ব্বাঙ্গমুক্তাভরণা চন্দ্রকান্ত্যংশুকাবৃতা॥ ৯২
পুণ্ডরীকময়ীং মালাং সশ্রীকাং বিভ্রতী হৃদি।
ধ্যাতব্যানেন রূপেণ মুমুক্ষুভিরহর্নিশম্॥ ৯৩।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীভবনং শ্রীমতী মণিকর্ণিকা।
মন্ত্রং তস্যাশ্চ বক্ষ্যামি ভক্তকল্পদ্রুমাভিধম্।
যস্যা বর্ত্তনতঃ সিদ্ধেদপি সিদ্ধ্যষ্টকং নৃণাম্॥ ৯৪।
বাগ্‌ভবমায়ালক্ষ্মীমদনপ্রণবান্ বদেৎ পূর্ব্বং।
ভান্ত্যং বিন্দুপেতং মণিপদমথ কর্ণিকে সহৃৎপ্রণবপুটঃ
মন্ত্রঃ সুরদ্রুমসমঃ সমস্তসুখসন্ততিপ্রদো জপ্যঃ। [৯৫।
তিথিভিঃ পরিমিতবর্ণঃ পরমপদং দিশতি নিশিতধিয়াম্
তারস্তারতৃতীয়ো বিন্দ্বন্তো মণিপদং ততঃ কর্ণিকে। [৯৬
প্রণবাত্মিপদকে নম ইতি মনুসংখ্যবর্ণ মনুঃ॥ ৯৭।

নবীন কেতকী পুষ্পে সুসজ্জিত কেশকলাপ। সর্ব্বাঙ্গ মুক্তাভরণ বিভূষিত। পরিধান চন্দ্রকান্ত শুভ্রবসন। শোভাময়ী বিভূতিসংযুক্ত সুকোমল হৃদয়ে মনোহর কমলমাল্য বিলম্বিত। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ অহোরাত্র তাঁহারে এই রূপেই ধ্যান করিবেন॥ ৮৭—৯৩॥ শ্রীমতী মণিকর্ণিকা নির্ব্বাণলক্ষ্মীর আবাসভবন। হে মুনিবর! এক্ষণে ভক্তবৃন্দের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ তাঁহার আরাধনা মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই মন্ত্র পাঠ করিলে নরগণের অষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়॥ ৯৪॥ বাগ্‌ভব বীজ অর্থাৎ সরস্বতীবীজ ঐং, মায়াবীজ অর্থাৎ ভুবনেশ্বরী বীজ হ্রীং, লক্ষ্মীবীজ শ্রীং, মদনবীজ অর্থাৎ কামবীজ ক্লীং, এই চারিটী বীজের আদ্যন্তে প্রণবযোজনা করিয়া পশ্চাৎ "মং মণিকর্ণিকে নমঃ" এই মন্ত্রে হৃদ্‌পদ্মে ভাবনা করিবে॥ ৯৫॥ এই মন্ত্র কল্পদ্রুম সদৃশ সমস্ত সুখ সম্পদপ্রদ পঞ্চদশবর্ণ পরিমিত। এতদ্দ্বারা পরমপদের উপদেশ হয়। যাঁহাদিগের বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানে সুমার্জ্জিত, কেবল তাঁহারাই ইহা প্রাপ্ত

অয়ং মন্ত্রোঽনিশং জপ্যঃ পুংভির্মুক্তিমভীপ্সুভিঃ।
হোমো দশাংশকঃ কার্য্যঃ শ্রদ্ধাবদ্ধাদরৈর্নৃভিঃ॥ ৯৮।
পরিপ্লুতৈঃ পুণ্ডরীকৈর্গব্যেন হবিষা স্ফুটৈঃ।
সশর্করেণ মেধাবী সক্ষৌদ্রেণ সদা শুচিঃ॥ ৯৯।
ত্রিলক্ষমন্ত্রজপ্যেন মৃতো দেশান্তরেষ্বপি।
অবশ্যং মুক্তিমাপ্নোতি মন্ত্রস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ১০০।
সৌবর্ণা প্রতিমা কার্য্যা নবরত্নসমন্বিতা।
পূর্ব্বোক্তরূপসম্পন্না সম্পূজ্যা সা প্রযত্নতঃ॥ ১০১।
সম্পূজ্যা বা সদা গেহে নরৈর্মোক্ষৈককাঙ্ক্ষিভিঃ।
মণিকর্ণ্যামথাক্ষেপ্য সমভ্যর্চ্চ্য প্রযত্নতঃ॥ ১০২।
সংসারভীরুভিঃ পুংভিঃ শ্রদ্ধাবদ্ধাদরৈরিহ।
উপায়ঃ সমনুষ্ঠেয়ো হ্যপি দূরনিবাসিভিঃ॥ ১০৩।

হইবার অধিকারী॥ ৯৬॥ হে মুনিবর! মণিকর্ণিকার প্রথম মন্ত্র কথিত হইল, দ্বিতীয় মন্ত্রে চতুর্দ্দশ বর্ণ, প্রণবের তিন, মং দুই, মণিকর্ণিকে এই সম্বোধন পদের রেফযুক্ত ছয় এবং নমঃ শব্দের তিন এই চতুর্দ্দশবর্ণে " ওম্, মং মণিকর্ণিকে নমঃ " মন্ত্রে সচ্চিদাত্মিকা মণিকর্ণিকার ধ্যান করিতে হয়॥ ৯৭॥

মণিকর্ণিকার প্রতি যে সকল পুরুষের শ্রদ্ধাবিশিষ্ট অনুরাগ আছে, সেই সকল মোক্ষাভিলাষি ব্যক্তির নিরন্তর এই মন্ত্র জপ করিয়া গব্যঘৃত শর্করা ও মধু পরিপ্লুত প্রস্ফুটিত পদ্মের দ্বারা দশাংশক হোম করা বিধেয়। মণিকর্ণিকাতে এইরূপে তিনলক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া যদি কেহ দেশান্তরেও প্রাণত্যাগ করে তাহাহইলেও এই মন্ত্র প্রভাবে অবশ্যই তাহার মুক্তিলাভ হইবে॥ ৯৮॥ ॥ ৯৯॥ ১০০॥ মণিকর্ণিকাদেবীর পূর্ব্বোক্ত রূপবিধানে নবরত্নবিভূষিতা স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তিসহকারে পূজা করা উচিত। যাঁহারা কেবল একমাত্র মোক্ষকামনা করেন, তাঁহারা সেই প্রতিমা সর্ব্বদা গৃহে রাখিয়া পূজা করিতে পারেন অথবা ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া মণিকর্ণিকাতে বিসর্জ্জন করিবারও বিধি আছে॥ ১০১॥ ১০২॥ সংসারভীরু পুরুষেরা দূর-

মণিকর্ণ্যাং কৃতস্নানো মণিকর্ণীশবীক্ষণাৎ।
জননীজঠরাবাসে বসন্তি ন লভেন্নরঃ ॥ ১০৪।
মণিকর্ণীশ্বরং লিঙ্গং পুরা সংস্থাপিতং ময়া।
প্রাগ্দ্বারেন্তর্গৃহস্যাত্র সমর্চ্চ্যো মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ১০৫।
ততঃ পাশুপতং তীর্থমবাচ্যাং মণিকর্ণিতঃ।
কৃতোদকক্রিয়স্তত্র পশ্যেৎ পশুপতীশ্বরম্ ॥ ১০৬।
যত্র পাশুপতো যোগ উপদিষ্টঃ পিনাকিনা।
মমাপি বিধিমুখ্যানাং সুরাণাং পশুপাশহৃৎ ॥ ১০৭।
অতঃ পশুপতির্যত্র লিঙ্গরূপধরঃ স্বয়ম্।
পশুপাশবিমোক্ষায় নিত্যং কাশ্যাং প্রকাশতে ॥ ১০৮।
তত্র চৈত্রচতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শুচিমানসৈঃ।
কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নেন রাত্রৌ জাগরণং তথা ॥ ১০৯।

দেশবাসী হইলেও যথাসাধ্য উপায়ে এই স্থানে সমাগত হইয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ১০৩ ॥ মণিকর্ণিকাতে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তাহাকে আর জননীজঠরে বাস করিতে হয় না ॥ ১০৪ ॥ পুরাকালে আমিই মণিকর্ণিকেশ্বর লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছি। এই অবিমুক্তক্ষেত্রের অন্তর্গৃহের পূর্ব্বদ্বারে সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করা মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ১০৫ ॥ মণিকর্ণিকার দক্ষিণদিকে পাশুপততীর্থ, তথায় স্নান তর্পণ করিলে পশুপতি বিশ্বেশ্বরের দর্শনলাভ হয় ॥ ১০৬ ॥ সেই স্থানে শূলপাণি বিশ্বেশ্বর স্বয়ং আমাকে এবং বিধাতা প্রভৃতি সমস্ত সুরগণকেও পশুপাশ বিনাশন পাশুপত যোগ উপদেশ করেন ॥ ১০৭ ॥ যেস্থানে বিশ্বেশ্বর স্বয়ং লিঙ্গরূপ ধারণপূর্ব্বক জীবের পশুপাশ বিমোচনের নিমিত্ত কাশীপতিরূপে নিত্য প্রতিভাত হইতেছেন, চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে শুচি মানসে সেই স্থানে বার্ষিকী যাত্রা করিয়া অনাহারে পশুপতির আরাধনাপূর্ব্বক ভক্তিভাবে নিশাজাগরণ

পূজয়িত্বা পশুপতিমুপোষণপরায়ণাঃ।
পশুপাশৈর্ন বধ্যন্তে দর্শে বিহিতপারণাঃ॥ ১১০।
রুদ্রাবাসস্ততস্তীর্থং তীর্থাৎ পাশুপতাৎ পুরঃ।
তত্র স্নাত্বা নরৈরর্চ্চ্যো রুদ্রাবাসেশ্বরো হরঃ॥ ১১১।
মণিকর্ণীশ্বরাৎ যাম্যাং রুদ্রাবাসেশ্বরং নরঃ।
সমারাধ্য বসেল্লোকে রুদ্রাবাসেন সংশয়ঃ॥ ১১২।
বিশ্বতীর্থং ততো যাম্যাং বিশ্বৈস্তীর্থৈরধিষ্ঠিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা বিশ্বনাথং বিলোকয়েৎ॥ ১১৩।
বিশ্বাং গৌরীঞ্চ তদনু পূজয়িত্বাতিভক্তিতঃ।
বিশ্বস্য পূজ্যো ভবতি ততো বিশ্বময়ো ভবেৎ॥ ১১৪।
মুক্তিতীর্থঞ্চ তদনু তত্রাপি কৃতমজ্জনঃ।
মোক্ষেশ্বরং ততোভ্যর্চ্য মোক্ষমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ১১৫।
অবিমুক্তেশ্বরাৎ পশ্চান্ মোক্ষেশং বীক্ষ্য মানবঃ।
ন পুনর্মানবে লোকে যাতায়াতং করোত্যহো॥ ১১৬।

করিয়া পরদিন অমাবশ্যাযোগে পারণ করা উচিত॥ ১০৮—১১০॥ মণিকর্ণিকেশ্বরের দক্ষিণদিকে পাশুপততীর্থের সম্মুখভাগে রুদ্রাবাস তীর্থ, সেই তীর্থে স্নান করিয়া রুদ্রাবাসেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে নরগণ নিঃসন্দেহ রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। ১১১॥ ১১২॥ রুদ্রাবাস তীর্থের দক্ষিণদিকে বিশ্বতীর্থ, সংসারের সমুদায় তীর্থ তথায় অধিষ্ঠিত আছে; সেই তীর্থে স্নান করিলে নরগণ বিশ্বনাথকে দর্শন করিতে পায়। তদনন্তর ভক্তিভাবে বিশ্বাগৌরীর পূজা করিলে বিশ্বময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের পূজনীয় হয়॥ ১১৩॥ ১১৪॥ তাহার নিকটে মুক্তি তীর্থ, তথায় স্নান করিয়া মোক্ষেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি পক্ষে সংশয়াভাব॥ ১১৫॥

অবিমুক্তেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে মোক্ষেশ্বরলিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণকে আর মর্ত্যলোকে যাতায়াত করিতে হয় না। ১১৬॥ মুক্তি তীর্থের অদূরে

অবিমুক্তেশ্বরং তীর্থং মুক্তিতীর্থান্ মনাক্ পরে।
তত্রাপ্লুত্যাবিমুক্তেশমস্পর্শয়িত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১১৭।
তৎপরে তারকং তীর্থং যত্র বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্।
আচষ্টে তারকং ব্রহ্ম মৃতকর্ণেঽমৃতাত্মকম্ ॥ ১১৮।
সুস্নাতস্তারকে তীর্থে তারকেশ্বরদর্শনাৎ।
সংসারসাগরং তীর্ত্বা তারয়েৎ স্বপিতৃনপি ॥ ১১৯।
তত্রাভ্যাশে স্কন্দতীর্থং তত্রাপ্লুত্য নরোত্তমঃ।
দৃষ্ট্বা ষড়াননঞ্চৈব জহ্যাৎ ষাট্‌কৌশিকীং তনুম্ ॥ ১২০।
তারকেশ্বরপূর্ব্বেণ দৃষ্ট্বা দেবং ষড়াননম্।
বসেৎ ষড়াননে লোকে কৌমারং বপুরুদ্বহন্ ॥ ১২১।
ঢুণ্ঢিতীর্থং ততঃ পুণ্যং নরস্তত্র কৃতোদকঃ।
ঢুণ্ঢিগণপতিং স্তুত্বা ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ১২২।

অবিমুক্তেশ্বর তীর্থ, সেই তীর্থে স্নান করিয়া অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥ ১১৭ ॥ তাহার পর তারকতীর্থ, সেই তীর্থে বিশ্বেশ্বর স্বয়ং মৃত জীবের কর্ণে অমৃতময় তারক ব্রহ্মনাম উপদেশ করেন ॥ ১১৮ ॥ শুদ্ধচিত্তে তারকতীর্থে স্নান করিয়া তারকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্ব স্ব পিতৃগণেরও উদ্ধারসাধন করেন ॥ ১১৯ ॥ তারকতীর্থের নিকটে স্কন্দতীর্থ, তথায় স্নান করিয়া ষড়াননকে দর্শন করিলে মানবগণকে আর ত্বক্, মাংশ, রুধির, স্নায়ু, অস্থি, ও মজ্জাবিশিষ্ট ষট্‌কৌশিক দেহ ধারণ করিতে হয় না ॥ ১২০ ॥ তারকেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে ষড়াননকে দর্শন করিলে নরগণ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া স্কন্দলোকে বাস করে ॥ ১২১ ॥

তাহার পর পুণ্যময় ঢুণ্ঢিতীর্থ; তথায় স্নান তর্পণ করিয়া ঢুণ্ঢিগণপতির স্তব করিলে নরগণকে কোনরূপ বিঘ্ন বিপত্তিতে অভিভূত হইতে হয় না

ভবানীতীর্থমতুলং ঢুণ্টিতীর্থস্য দক্ষিণে ।
তত্র স্নাত্বা বিধানেন ভবানীং পরিপূজ্য চ ॥ ১২৩ ।
দুকূলৈ রত্ননেপথ্যৈর্নৈবেদ্যৈর্বহুবিস্তরৈঃ ।
পুষ্পৈর্ধূপৈঃ প্রদীপৈশ্চ ভবানীশৌ প্রপূজ্য চ ॥ ১২৪ ।
সমস্তমর্চ্চিতং তেন ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
ভবানীশঙ্করৌ কাশ্যামর্চ্চিতৌ শ্রদ্ধয়া তু যৈঃ ॥ ১২৫ ।
চৈত্রাষ্টম্যাং মহাযাত্রাং ভবান্যাঃ কারয়েৎ সুধীঃ ।
অষ্টাধিকাঃ প্রকর্ত্তব্যাঃ শতকৃত্বঃ প্রদক্ষিণাঃ ॥ ১২৬ ।
প্রদক্ষিণাকৃতা তেন সপ্তদ্বীপবতী মহী ।
সশৈলা সসমুদ্রা চ সাশ্রমা চ সকাননা ॥ ১২৭ ।
অষ্টৌ প্রদক্ষিণা দেব্যাঃ প্রত্যহং তুষ্টিতৎপরৈঃ ।
নমনীয়ৌ প্রযত্নেন ভবানীশঙ্করৌ সদা ॥ ১২৮ ।
ভক্তানাং কামদা নিত্যং ভবানী বাসসাম্প্রদা ।
অতো ভবানী সম্পূজ্যা কাশ্যাং তীর্থনিবাসিভিঃ ॥ ১২৯

॥ ১২২ ॥ ঢুণ্টি তীর্থের দক্ষিণদিকে অনুপম ভবানীতীর্থ, তথায় স্নান করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, বিবিধ রত্ন, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, পুষ্পসমাহারে শ্রদ্ধাসহকারে ভবানী ও ভবানীশ্বরের পূজা করিলে সচরাচর ত্রিলোকস্থ নিখিল দেবার্চ্চনার ফল হয় ॥ ১২৩—১২৫ ॥ চৈত্রমাসের শুক্ল অষ্টমীতে ভবানীতীর্থে মহাবার্ষিকী যাত্রা করিয়া অষ্টোত্তর শতবার প্রদক্ষিণ করিলে সসাগরা, সশৈলা, সকাননা, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল হয় ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥ প্রতিদিন সেই তীর্থে ভবানী দেবিকে আটবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তিভাবে ভবানীশঙ্করকে নমস্কার করা উচিত ॥ ১২৮ ॥ দেবী ভবানী শাশ্বত কামদা ও মোক্ষদায়িনী, অতএব ভবানীর পূজা করা কাশী তীর্থবাসিগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১২৯ ॥

যোগক্ষেমং সদা কুর্য্যাদ্ ভবানী কাশিবাসিনাম্ ।
তস্মাদ্ভবানী সংসেব্যা সততং কাশিবাসিভিঃ ॥ ১৩০ ।
ভিক্ষণীয়া সদা ভিক্ষা ভিক্ষুণা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণা ।
যতো ভিক্ষাপ্রদা কাশ্যাং বিশ্বেশস্য কুটুম্বিনী ॥ ১৩১ ।
গৃহমেধ্যত্র বিশ্বেশো ভবানী তৎ কুটুম্বিনী ।
সর্ব্বেভ্যঃ কাশিসংস্থেভ্যো মোক্ষভিক্ষাং প্রযচ্ছতি ॥ ১৩২।
দুঃপ্রাপ্যমপি যৎকিঞ্চিৎ কাশীক্ষেত্রনিবাসিনাম্ ।
তৎসুপ্রাপ্যং করোত্যেব ভবানী পূজিতা নৃভিঃ ॥ ১৩৩ ।
কুর্য্যাজ্জাগরণং রাত্রৌ মহাষ্টম্যাং ব্রতী নরঃ ।
প্রাতর্ভবানীমভ্যর্চ্চ্য প্রাপ্নুয়াদ্ বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ১৩৪ ।
শুক্রেশাৎ পশ্চিমাশায়াং ভবানীং যোঽভিবীক্ষতে ।
সর্ব্বে মনোরথাস্তস্য সিদ্ধন্তীহ ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৫ ।
কাশ্যাং সদৈব বস্তব্যং স্নাতব্যোত্তরবাহিনী ।
ভবানীশঙ্করৌ সেব্যৌ প্রাপ্তব্যে ভুক্তিমুক্তিকে ॥ ১৩৬ ।

ভবানী সর্ব্বদা কাশীবাসিগণের যোগ মঙ্গল বিধান করেন, অতএব ভক্তি-পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করা কাশীবাসিগণের কর্ত্তব্য ॥ ১৩০ ॥ কাশীধামে বিশ্বে-শ্বর মহিষী অন্নপূর্ণা জীবগণকে মোক্ষভিক্ষা প্রদান করেন, অতএব ভবানীর নিকট মোক্ষভিক্ষা করা কাশীবাসি মুমুক্ষুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৩১ ॥ এই কাশীধামে স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই গৃহাশ্রমী, ভগবতী ভবানী তাঁহার কুটুম্বিনী; তিনিই সমস্ত কাশীবাসিগণকে মোক্ষভিক্ষা প্রদান করেন ॥ ১৩২ ॥ কাশী-বাসিগণের যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য থাকে, ভবানীর পূজা করিলে, তিনি তাহা সুলভ করিয়া দেন । ১৩৩ ॥ চৈত্রমাসের মহাষ্টমীতিথিতে প্রাতঃকালে ভবা-নীর পূজা করিয়া নিশা জাগরণ করিলে ব্রতাচারী মানবগণ বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া থাকে ॥ ১৩৪ ॥ শুক্রেশ্বরের পশ্চিমদিকে যাহারা ভবানীদেবীকে দর্শন করে, তাহাদের সমস্ত মনোরথ সুসিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই । ১৩৫ ॥ সর্ব্বদা

মাতর্ভবানি তব পাদরজোঽভবানি
মাতর্ভবানি তব দাসতরো ভবানি।
মাতর্ভবানি ন ভবানি যথা ভবেস্মিং
ত্বদ্ভাগ্ ভবান্যনুদিনং ন পুনর্ভবানি ॥ ১৩৭।
তিষ্ঠতা গচ্ছতা বাপি স্বপতা জাগ্রতাপি বা।
অয়ং মন্ত্রঃ সদা জপ্যঃ সুখাপ্ত্যৈ কাশিবাসিনা ॥ ১৩৮।
ঈশানতীর্থং তত্রৈব ভবানীতীর্থসন্নিধৌ।
তত্র স্নাতো য ঈশানমর্চ্চয়েন্ন স জন্মভাক্ ॥ ১৩৯।
জ্ঞানতীর্থঞ্চ তত্রৈব জ্ঞানদং সর্ব্বদা নৃণাম্।
কৃতাভিষেকস্তত্তীর্থে দৃষ্ট্বা জ্ঞানেশ্বরং শিবম্ ॥ ১৪০।
জ্ঞানবাপীসমীপস্থো জ্ঞানেশো যৈঃ সমর্চ্চিতঃ।
জ্ঞানভ্রংশো ন তেষাং স্যাদপি পঞ্চত্বমৃচ্ছতাম্ ॥ ১৪১

কাশীবাস করিয়া উত্তরবাহিনী ভাগীরথীতে স্নান এবং অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের পূজা করিলে ভক্তি মুক্তি লাভ হয় ॥ ১৩৬ ॥

হে ভবানি! হে মাতঃ! আমি যেন তোমার চরণাম্বুজের রেণু হই; হে ভবানি! হে মাতঃ! আমি যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মের সেবক হই। হে জননি! হে ভবানি! আমি যেন অনুদিন কেবল তোমাতেই ভক্তিমান থাকি, পুনঃ পুনঃ যেন আমাকে এই ভব সংসারে যাতায়াত করিতে না হয়; মুক্তিলাভাভিলাষী কাশী বাসিগণের গমন, উপবেশন, স্বপ্ন অথবা জাগ্রদাবস্থায় সর্ব্বদা এই মন্ত্র জপ করা উচিত ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮॥ ভবানীতীর্থের নিকটে ঈশানতীর্থ, সেই তীর্থে স্নান করিয়া ঈশানের পূজা করিলে পৃথিবীতে আর জন্ম হয় না ॥ ১৩৯ ॥ ঈশান তীর্থ সন্নিধানে নরগণের নিত্য জ্ঞানপ্রদ জ্ঞান তীর্থ; তথায় স্নান করিয়া জ্ঞানবাপী সমীপস্থ জ্ঞানেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মুমূর্ষু কালেও জ্ঞানভ্রংশ হয় না ॥ ১৪০ ॥ ১৪১॥ তৎসন্নিধানে তত্ত্বজ্ঞান প্রকা-

শৈলাদিতীর্থং তত্রৈব পরমর্দ্ধিপ্রকাশকম্।
তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা দত্ত্বা দানং স্বশক্তিতঃ ॥ ১৪২।
শৈলাদীশ্বরমালোক্য জ্ঞানবাপ্যা উদগ্দিশি।
লভেদ্ গণত্বপদবীং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪৩।
নন্দিতীর্থাদবাচ্যান্তু বিষ্ণুতীর্থং পরং মম।
তত্র পিণ্ডান্ বিনির্ব্বাপ্য পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ॥ ১৪৪।
বিষ্ণুতীর্থে কৃতস্নানো যো মাং বিষ্ণুং বিলোকয়েৎ।
বিশ্বেশাদ্দক্ষিণে পার্শ্বে বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৪৫।
যঃ প্রত্যেকাদশীং প্রাপ্য শয়নীং বোধিনীং তথা।
কুর্য্যাজ্জাগরণং রাত্রৌ মম মূর্ত্তিসমীপতঃ ॥ ১৪৬।
প্রাতঃ সমর্চ্চ্য মাং ভক্ত্যা ভোজয়িত্বা দ্বিজানপি।
দত্ত্বা গাঃ কাঞ্চনং ভূমিং ন ভূয়ো ভূমিভাগ্ ভবেৎ ॥১৪৭।

শক শৈলাদিতীর্থ। তথায় পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি ও যথাশক্তি দান করিয়া জ্ঞান বাপীতীর্থের উত্তরভাগে শৈলাদীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে বিশ্বেশ্বরের প্রমথপদ লাভ হয়, তাহাতে আর কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে হয় না ॥ ১৪২ ॥ ১৪৩ ॥ নন্দীতীর্থের দক্ষিণদিকে আমার পরম শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুতীর্থ, তথায় পিণ্ড দান করিলে মানবগণ পিতৃঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় ॥ বিষ্ণুতীর্থে স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আমার বিষ্ণুমূর্ত্তি যে ব্যক্তি দর্শন করে, তাহার বিষ্ণুলোকে বাস হয় ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥ শয়ন ও উত্থান একাদশীর দিবস প্রাতঃকালে বিষ্ণুতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা, সুপাত্রে গাভী, সুবর্ণ এবং ভূমি দান করিয়া, ও যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া আমার সমীপে নিশা জাগরণ করিলে জীবকে আর ভবভূমে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১৪৬ ॥ ১৪৭ ॥

কৃত্বা তত্র ব্রতোৎসর্গং বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
সম্যগ্ ব্রতফলং ধীমান্ প্রাপ্নোত্যেব মমাজ্ঞয়া॥ ১৪৮।
মম তীর্থাদবাচ্যান্তু তীর্থং পৈতামহং শুভম্।
তত্র শ্রাদ্ধবিধানেন তর্পয়িত্বা পিতামহান্॥ ১৪৯।
পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং ব্রহ্মনালোপরিস্থিতম্।
পূজয়িত্বা নরো ভক্ত্যা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫০।
ব্রহ্মস্রোতঃ সমীপে তু কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
পরামক্ষয়তামেতি শুভমেব ততশ্চরেৎ॥ ১৫১।
অত্যল্পমপি যৎ কর্ম্ম কৃতমত্র শুভাশুভম্।
প্রলয়েঽপি ন তস্যাস্তি প্রলয়ো মুনিসত্তম॥ ১৫২।
নাভীতীর্থমিদং প্রোক্তং নাভিভূতং যতঃ ক্ষিতেঃ।
অপি ব্রহ্মাণ্ডগোলস্য নাভিরেষা শুভোদয়া॥ ১৫৩।
সা মাণিকর্ণিকেয়ীয়ং নাভির্গাম্ভীর্য্যভূমিকা।
ব্রহ্মাণ্ডগোলকং সর্ব্বং যস্যামেতি লয়োদয়ম্॥ ১৫৪।

বিষ্ণুতীর্থে বিধিপূর্ব্বক অকপটে একটী ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলে আমার আদেশে সেই ব্রতাচারীর সমস্ত ব্রতানুষ্ঠানের ফল হয়॥ ১৪৮॥ বিষ্ণুতীর্থের দক্ষিণদিকে পৈতামহ মহাতীর্থ, তথায় পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পিতামহেশ্বরলিঙ্গের পূজা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ১৪৯। ১৫০॥ ব্রহ্মস্রোত সমীপে শুভাশুভ যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা উভয়ই অক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব শুভ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা উচিত। হে মুনিসত্তম! এই স্থানে অতি অল্পমাত্র শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে প্রলয়কালেও তাহার নাশ হয় না॥ ১৫১। ১৫২॥ এই তীর্থটী ব্রহ্মাণ্ড গোলকের শুভপ্রদ নাভিস্বরূপ, অতএব ইহার নাম সর্ব্বশুভপ্রদ নাভিতীর্থ। এই গাম্ভীর্য্যভূমিকা মণিকর্ণিকাই নাভিরূপিণী। ইহা হইতেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং ইহাতেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লয় হয়॥ ১৫৩। ১৫৪॥ ব্রহ্মনাল

ব্রহ্মনালং পরং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তৎসঙ্গমে নরঃ স্নাত্বা কোটিজন্মমলং হরেৎ॥ ১৫৫।
ব্রহ্মনালে পতেদ্ যেষামপি কীকসমাত্রকম্।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপান্তস্তে ন বিশন্তি কদাচন॥ ১৫৬।
ততো ভাগীরথেস্তীর্থং ব্রহ্মনালাচ্চ দক্ষিণে।
তত্র স্নাত্বা নরঃ সম্যক্ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ১৫৭।
ভাগীরথীশ্বরং লিঙ্গং স্বর্গদ্বারস্য সন্নিধৌ।
দর্শনাদ্ ব্রহ্মহত্যায়াঃ পুরশ্চরণমুচ্যতে॥ ১৫৮।
অশুভাঙ্গতিমাপন্না যস্য পূর্ব্বে পিতামহাঃ।
তেন ভাগীরথীতীর্থে তর্পণীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ১৫৯।
তত্র ভাগীরথেস্তীর্থে শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু ব্রহ্মলোকে নয়েৎ পিতৄন্॥১৬০।
তদ্দক্ষিণে মহাতীর্থং খুরকর্ত্তরিসংজ্ঞিতম্।
গোলোকাদাগতাভিশ্চ গোভির্যৎ খুরকোটিভিঃ॥ ১৬১।

তীর্থ ত্রিলোক বিশ্রুত, তৎসঙ্গমে স্নান করিলে কোটী জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয় ।১৫৫॥ ব্রহ্মনাল তীর্থে যাহার একটী সামান্য অস্থিমাত্রও পতিত হয় তাঁহাকে আর ব্রহ্মাণ্ডগোলকে প্রবেশ করিতে হয় না॥ ১৫৬॥ ব্রহ্মনাল তীর্থের দক্ষিণদিকে ভাগিরথী তীর্থ, তথায় স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয় হয় ॥১৫৭॥ স্বর্গদ্বারের নিকটে ভাগিরথীশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয় ॥১৫৮॥ যাহাদের পিতৃপুরুষেরা অশুভগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, ভাগিরথী তীর্থে সর্ব্বপ্রযত্নে পিতৃগণের তর্পণ করা তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য॥ ১৫৯॥ ভাগিরথী তীর্থে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধতর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকে বাস হয়॥ ১৬০॥ ভাগি-রথী তীর্থের দক্ষিণে ক্ষুরকর্ত্তরী নামে মহাতীর্থ; গোলোকধাম হইতে কোটী গাভী আগমন করিয়া খুরনিক্ষেপে তত্রত্য সমস্ত ভূভাগ শিথিল করিয়াছিল,

স্ফুটীকৃতভূভাগং ততস্তৎ খুরকর্ত্তরি।
তস্মিংস্তীর্থে কৃতস্নানঃ কৃতপিণ্ডোদকক্রিয়ঃ॥ ১৬২।
খুরকর্ত্তরীশং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা গোলোকমাপ্নুয়াৎ।
গোধনৈর্ন বিমুচ্যেত তল্লিঙ্গস্য সমর্চ্চনাৎ॥ ১৬৩।
দক্ষিণে খুরকর্ত্তর্য্যা মার্কণ্ডং তীর্থমুত্তমম্‌।
কৃতশ্রাদ্ধবিধানশ্চ তস্মিংস্তীর্থেঽঘহারিণি॥ ১৬৪।
মার্কণ্ডেয়েশ্বরং লিঙ্গং দৃষ্ট্বায়ুর্দীর্ঘমাপ্নুয়াৎ।
ব্রহ্মতেজোভিবৃদ্ধিঞ্চ কীর্ত্তিঞ্চ পরমাং ভুবি॥ ১৬৫।
বশিষ্ঠতীর্থং পরমং মহাপাতকনাশনম্‌।
তর্পয়িত্বা পিতৃংস্তত্র বশিষ্টেশং বিলোক্য চ॥ ১৬৬।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্জন্মত্রয়সমর্জ্জিতৈঃ।
বশিষ্ঠলোকে বসতি ব্রহ্মতেজঃসমন্বিতঃ॥ ১৬৭।
তত্রৈবারুন্ধতীতীর্থং স্ত্রীণাং সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্‌।
পতিব্রতাভিস্তত্তীর্থং গাহনীয়ং বিশেষতঃ॥ ১৬৮।

সেই নিমিত্তই এই তীর্থের নাম খুরকর্ত্তরী। তথায় স্নান ও পিণ্ডদানাদি করিয়া খুরকর্ত্তরীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে গোলোক প্রাপ্তি হয়॥ খুরকর্ত্তরী-শ্বরের পূজা করিলে কদাচ গোধন হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না॥ ১৬১—১৬৩॥ খুরকর্ত্তরীতীর্থের দক্ষিণদিকে শ্রেষ্ঠতম মার্কণ্ডেয় তীর্থ, সেই, পাপ-হারী তীর্থে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া, মার্কণ্ডেয়েশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবগণ দীর্ঘজীবী হইয়া, চরমে পরম কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজোলাভ করিতে পারে। ১৬৪॥ ১৬৫॥ তৎসমীপে মহাপাতকবিনাশন বশিষ্ঠতীর্থ, তথায় পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়া বশিষ্ঠেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবের ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয়, এবং জীবনান্তে ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন হইয়া বশিষ্ঠলোকে বাস হয়॥ ১৬৬॥ ১৬৭॥ তাহার পর নারীগণের সৌভাগ্যবিবর্দ্ধন অরুন্ধতী তীর্থ, পতিব্রতা নারীগণের

পৌংশ্চল্যজনিতো দোষস্তত্তীর্থপরিমজ্জনাৎ।
ক্ষণাদ্ বিনাশমাগচ্ছেদরুন্ধত্যাঃ প্রভাবতঃ ॥ ১৬৯।
মার্কণ্ডেয়েশ্বরাৎ প্রাচ্যাং বশিষ্ঠেরপূজ নাৎ।
নিষ্পাপো জায়তে মর্ত্ত্যো মহৎপুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭০।
মূর্ত্তী বশিষ্ঠারুন্ধত্যোস্তত্র পূজ্যে প্রযত্নতঃ।
ন স্ত্রী বৈধব্যমাপ্নোতি ন পুমান্ স্ত্রীবিয়োগিতাম্ ॥ ১৭১।
বশিষ্ঠতীর্থতো যাম্যাং নর্ম্মদাতীর্থমুত্তমম্।
বিধায় শ্রাদ্ধং মেধাবী নর্ম্মদেশং বিলোক্য চ ॥ ১৭২।
তত্র দত্ত্বা মহাদানং পদ্ময়া ন বিমুচ্যতে।
ততস্ত্রিসন্ধ্যং বৈ তীর্থং ত্রিসন্ধ্যেশ্বরপূর্ব্বতঃ ॥ ১৭৩।
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কৃত্বা সন্ধ্যাং বিধানতঃ।
সন্ধ্যাকালবিলোপোত্থপাতকৈর্নাভিভূয়তে ॥ ১৭৪।
ত্রিসন্ধ্যেশ্বরমালোক্য কৃতসন্ধ্যস্ত্রিকালতঃ।
ত্রিবেদাবর্ত্তজং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া দ্বিজঃ ॥ ১৭৫।

পক্ষে এই তীর্থে অবগাহন করা, বিশেষ আবশ্যক। তথায় স্নান করিলে, অরুন্ধতীপ্রভাবে নারীর ব্যভিচারজনিত দোষ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৬৮ ॥১৬৯॥ মার্কণ্ডেয়েশ্বরের পূর্ব্বদিকে বশিষ্ঠেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার পূজা করিলে, মানবগণ নিষ্পাপ হইয়া মহাপুণ্য লাভ করে ॥ ১৭০ ॥ ভক্তিপূর্ব্বক তথায় বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীমূর্ত্তির পূজা করিলে নারীগণের বৈধব্য যন্ত্রণা এবং পুরুষগণের পত্নীবিয়োগ হয় না ॥ ১৭১ ॥ বশিষ্ঠতীর্থের দক্ষিণদিকে পুণ্যতম নর্ম্মদাতীর্থ, তথায় বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া নর্ম্মদেশ্বর লিঙ্গ দর্শন এবং মহা দানের অনুষ্ঠান করিলে কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয় না ॥ ১৭২ ॥ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর তীর্থের পূর্ব্বদিকে ত্রিসন্ধ্যতীর্থ, নরগণ সেইতীর্থে স্নান করিয়া বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনা করিলে, অকালে সন্ধ্যোপাসনারপাতকে অভিভূত হইতে হয় না ।১৭৩॥ ২৭৪ ॥ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া, যে ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে ত্রিস-

ততোঽনুযোগিনীতীর্থং নরস্তত্র কৃতাপ্লবঃ।
দৃষ্ট্বা তু যোগিনীপীঠং যোগসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৬।
অগস্তিতীর্থং তত্রাস্তি মহাঘোঘবিঘাতকৃৎ।
তত্র স্নাত্বা প্রযত্নেন দৃষ্ট্বাঽগস্তীশ্বরং বিভুম্ ॥ ১৭৭।
অগস্তিকুণ্ডে চ ততঃ সন্তর্প্য চ পিতামহান্।
অগস্তিনা সমেতাঞ্চ লোপামুদ্রাং প্রণম্য চ ॥ ১৭৮।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বক্লেশবিবর্জ্জিতঃ।
গচ্ছেৎ স পূর্ব্বজৈঃ সার্দ্ধং শিবলোকং নরোত্তমঃ ॥ ১৭৯।
দক্ষিণেঽগস্ত্যতীর্থাচ্চ তীর্থমস্ত্যতিপাবনম্।
গঙ্গাকেশবসংজ্ঞঞ্চ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৮০।
তত্র মে শুভদাং মূর্ত্তিং মুনে তত্তীর্থসংজ্ঞিকাম্।
সম্পূজ্য শ্রদ্ধয়া ধীমান্ মম লোকে মহীয়তে ॥ ১৮১।
তত্র পিণ্ডান্ বিনির্ব্বাপ্য দত্ত্বা দানং স্বশক্তিতঃ।
শতসাম্বৎসরীং তৃপ্তিং পিতৄণাং স সমর্পয়েৎ ॥ ১৮২।

ন্ধ্যার উপাসনা করেন, তাঁহার ত্রিবেদ অধ্যয়নের পুণ্যলাভ হয় ॥ ১৭৫ ॥ তাহার পর যোগিনীতীর্থ, তথায় স্নান করিয়া যোগিনীপিঠ দর্শন করিলে, যোগসিদ্ধি লাভ হয় ॥ ১৭৬ ॥ তাহার নিকটে অগস্তিতীর্থ, তথায় স্নান করিয়া, পিতৃপুরুষের তর্পণ, অগস্তির সহিত লোপামুদ্রাকে প্রণিপাত, এবং অগস্তীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্বক্লেশ বিবর্জ্জিত হইয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত শিবলোকে বাস হয় ॥ ১৭৭ ॥ ১৭৮ ॥ ১৭৯ ॥ অগস্তিতীর্থের দক্ষিণদিকে পরমপাবন সর্ব্বপাপ বিনাশন গঙ্গাকেশব তীর্থ। হে মুনিবর! তথায় আমার গঙ্গাকেশবনামে শুভদায়িনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেইমূর্ত্তি পূজা করেন, তাঁহার বিষ্ণুলোকে বাস হয়। ১৮০ ॥ ১৮১ ॥ তথায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া সৎপাত্রে যথাশক্তি দান করিলে, পিতৃগণকে শতবর্ষব্যাপিণী তৃপ্তি প্রদান করা হয় ॥ ১৮২ ॥

মণিকর্ণীপরীমাণমেতত্তে কীর্ত্তিতং মহৎ।
সীমাবিনায়কাদ্ যাম্যাং সর্ব্ববিঘ্নবিঘাতনাৎ ॥ ১৮৩।
বৈরোচনেশ্বরাৎ প্রাচ্যামহং বৈকুণ্ঠমাধবঃ।
তত্র মাং ভক্তিতোভ্যর্চ্চ্য বৈকুণ্ঠার্চ্চামবাপ্নুয়াৎ ॥১৮৪।
বীরমাধবসংজ্ঞোঽহং বীরেশাৎ পশ্চিমে মুনে।
তত্র ব্রতী সমভ্যর্চ্চ্য ন যামীং যাতনাং লভেৎ ॥ ১৮৫।
কালমাধবনামাহং কালভৈরবসন্নিধৌ।
কলিঃ কালো ন কলয়েন্ মদ্ভক্তমিতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৮৬।
মার্গশীর্ষস্য শুক্লায়ামেকাদশ্যামুপোষিতঃ।
তত্র জাগরণং কৃত্বা যমং নালোকয়েৎ ক্বচিৎ ॥ ১৮৭।
নির্ব্বাণনরসিংহোঽহং পুলস্তীশ্বরদক্ষিণে।
ভক্তো নির্ব্বাণমাপ্নোতি তন্মূর্ত্তিনমনাদপি ॥ ১৮৮।
মহাবলনৃসিংহোঽহমোঙ্কারাৎ পূর্ব্বতো মুনে।
দৃতান্ মহাবলান্ যাম্যান্ন পশ্যেত্তু তদর্চ্চকঃ ॥ ১৮৯।

হে মহর্ষে! এই আমি তোমার নিকট মণিকর্ণিকার মহাপরিমাণ কীর্ত্তন করিলাম, সর্ব্ববিঘ্নবিঘাতন বিনায়কলিঙ্গ ইহার দক্ষিণ সীমা। ১৮৩॥ বৈরোচনেশ্বরের পূর্ব্বদিকে আমি বৈকুণ্ঠমাধব, তথায় ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করিলে বৈকুণ্ঠলাভ হয় ॥ ১৮৪ ॥ বীরেশ্বরের পশ্চিমে আমি বীরমাধব নামে অধিষ্ঠিত, তথায় ব্রতচারী হইয়া আমার পূজা করিলে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ১৮৫॥ কালভৈরব সন্নিধানে আমি কালমাধব নামে প্রতিষ্ঠিত, আমার ভক্তগণকে কদাচ কলিকালভয়ে অভিভূত হইতে হয় না ॥ ১৮৬॥ অগ্রহায়ণমাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাসী হইয়া এই তীর্থে জাগরণ করিলে যমলোক দর্শন করিতে হয় না ॥ ১৮৭ ॥

পুলস্তীশ্বরের দক্ষিণে আমি নির্ব্বাণনরসিংহনামে বিখ্যাত, আমার সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলে, ভক্তগণ নিশ্চয়ই নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করে ॥১৮৮॥ ওঙ্কারে-

প্রচণ্ডনরসিংহোঽহং চণ্ডভৈরবপূর্ব্বতঃ।
প্রচণ্ডমপ্যঘং কৃত্বা নিষ্পাপা স্যাত্তদর্চ্চনাৎ॥ ১৯০।
অহং গিরিনৃসিংহোঽস্মি তদ্দেহলিবিনায়কাৎ।
প্রাচ্যাং প্রবলপাপৌঘগজানাং প্রবিদারণঃ॥ ১৯১।
মহাভয়হরশ্চাহং নরসিংহো মহামুনে।
পিতামহেশ্বরাৎ পশ্চাদ্ভক্তসাধ্বসসাধ্বসঃ॥ ১৯২।
অত্যুগ্রনরসিংহোঽহং কলশেশ্বরপশ্চিমে।
অত্যুগ্রমপি পাপৌঘং হরামি শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতঃ॥ ১৯৩।
জ্বালামালী নৃসিংহোঽহং জ্বালামুখ্যাঃ সমীপতঃ।
সংজ্বালয়ামি পাপৌঘতৃণানি পরিপূজিতঃ॥ ১৯৪।
কোলাহলনৃসিংহোঽস্মি দৈত্যদানবমর্দ্দনঃ।
মম নামসমুচ্চারাদঘকোলাহলো যতঃ॥ ১৯৫।

শ্বরের পূর্ব্বদিকে আমার নাম মহাবলনৃসিংহ, সেই নারসিংহীমূর্ত্তির পূজা করিলে মহাবল যমদূতগণকে দর্শন করিতে হয় না॥ ১৮৯॥ চণ্ডভৈরবের পূর্ব্বদিকে আমি প্রচণ্ডনৃসিংহ, সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে, প্রচণ্ডপাপ হইতেও নরগণ পরিত্রাণ লাভ করে॥ ১৯০॥ দেহলিবিনায়কের পূর্ব্বদিকে আমার নাম গিরিনৃসিংহ, আমি মহাপ্রবল পাপহস্তিগণকে বিদারণ করি॥ ১৯১॥ পিতামহেশ্বরের পশ্চিমে আমি মহানৃসিংহ, আমি ভক্তগণের মহাভয় হরণ করি, আমি তাহাদিগের ভয়ের ভয়স্বরূপ॥ ১৯২॥ কলসেশ্বরের পশ্চিমে আমি অত্যুগ্র নরসিংহরূপে অধিষ্ঠিত। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার পূজা করিলে, আমি ভক্তগণের অত্যুগ্র পাপরাশিও বিনাশ করি॥ ১৯৩॥ জ্বালামুখী সমীপে আমি জ্বালামালীনৃসিংহ, আমার পূজা করিলে জীবের সমস্ত পাপরাশিই আমি তৃণরাশির ন্যায় দগ্ধীভূত করি॥ ১৯৪॥ আমি দৈত্যদানবদলন কোলাহলনৃসিংহরূপে পূজিত হইয়া, ভক্তের সমস্ত পাপকোলাহল দৈত্যদানবের ন্যায়

কঙ্কালভৈরবো যত্র কাশীরক্ষণদক্ষধীঃ।
তত্র মাং ভক্তিতোঽভ্যর্চ্য নোপসর্গৈর্নিরুধ্যতে॥ ১৯৬।
বিটঙ্ক নরসিংহোঽস্মি নীলকণ্ঠেশ্বরাদনু।
তত্র মাং শ্রদ্ধয়াপূজ্য নরো ভবতি নির্ভয়ঃ॥ ১৯৭।
অনন্তবামনশ্চাহমনন্তেশ্বরসন্নিধৌ।
অনন্তান্যপি ভক্তস্য কলুষাণি হরেঽর্চ্চিতঃ॥ ১৯৮।
দধিবামনসংজ্ঞোঽহং ভক্তানাং দধিভক্তদঃ।
যন্নামস্মরণাদেব ন দরিদ্রো নরো ভবেৎ॥ ১৯৯।
ত্রিবিক্রমোঽস্ম্যহং কাশ্যামুদীচ্যাঞ্চ ত্রিলোচনাৎ।
দদামি পূজিতো লক্ষ্মীং হরামি বৃজিনান্যপি॥ ২০০।
বলিবামননামাহং বলিনা পরিপূজিতঃ।
বলিভদ্রেশ্বরাৎ প্রাচ্যাং ভক্তানাং বলবর্দ্ধনঃ॥ ২০১।
দক্ষিণে ভবতীর্থাচ্চ তাম্রদ্বীপাদিহাগতঃ।
নাম্না তাম্রবরাহোঽস্মি ভক্তানাং চিন্তিতার্থদঃ॥ ২০২।

বিদলন করি। ১৯৫॥ কঙ্কাল ভৈরবের নিকটে আমার ঐ মূর্ত্তির পূজা করিলে ভক্তগণকে কোনপ্রকার উপসর্গে বিব্রত হইতে হয় না॥১৯৬॥ নীলকণ্ঠেশ্বরের পশ্চিমে আমার নাম বিটঙ্কনরসিংহ, সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে, ভক্তগণ নির্ভয় হয়॥ ১৯৭॥ অনন্তেশ্বর সমীপে আমি অনন্তবামনরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে আমি ভক্তগণের অনন্তকলুষরাশি নিরসন করি॥ ১৯৮॥ আমি ভক্তগণের দধিভক্তপ্রদ দধিবামনরূপে প্রতিষ্ঠিত; এই নাম স্মরণ করিলে দরিদ্রতা জন্মে না॥ ১৯৯॥

ত্রিলোচনের উত্তরে অবস্থান করিয়া আমার নাম ত্রিবিক্রম, তথায় আমার পূজা করিলে, ভক্তগণের লক্ষ্মীলাভ ও পাপক্ষয় হয়॥ ২০০॥ বলভদ্রেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অধিষ্ঠান করিয়া আমার নাম বলিবামন, যথোপচারে আমার পূজা করিলে ভক্তগণের বলবর্দ্ধিত হয়॥২০১॥ আমি তাম্রদ্বীপ হইতে আগমন

মুনে ধরণিবারাহঃ প্রয়াগেশ্বরসন্নিধৌ।
স্নাত্বা বারাহতীর্থেঽত্র দৃষ্ট্বা মাং কিটিরূপিণম্ ॥ ২০৩।
সম্পূজ্য বহুভাবেন ন বিশেদ্ যোনিসঙ্কটম্।
তত্রাল্পমপি দত্বান্নং ধরাদানফলং লভেৎ ॥ ২০৪।
মহাকলুষগম্ভীরসাগরে নিপতন্ জনঃ।
মম ভক্ত্যুড়ুপং প্রাপ্য প্রলয়েঽপি ন মজ্জতি ॥ ২০৫।
অহং কোকাবরাহোঽস্মি কিটীশ্বর সমীপতঃ।
তত্র মাং পূজয়ন্ মর্ত্ত্যো লভতে চিন্তিতং ফলম্ ॥ ২০৬।
নারায়ণাঃ শতং পঞ্চ শতঞ্চ জলশায়িনঃ।
ত্রিংশৎকমঠরূপাণি মৎস্যরূপাণি বিংশতিঃ ॥ ২০৭।
গোপালাশ্চ শতং সাষ্টং বুদ্ধাঃ সন্তি সহস্রশঃ।
ত্রিংশৎপরশুরামাশ্চ রামা একোত্তরং শতম্ ॥ ২০৮।
বিষ্ণুরূপোঽস্ম্যহঞ্চৈকো মুক্তিমণ্ডপমধ্যতঃ।
মুনে কৃতপ্রসাদেন বিশ্বেশেন শ্রিতঃ স্বয়ম্ ॥ ২০৯।

করিয়া, ভবতীর্থের দক্ষিণদিকে তাম্রবরাহরূপে অবস্থিতি করিতেছি, আমি ভক্তগণের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। ২০২॥ হে মুনিবর! প্রয়াগেশ্বরের দক্ষিণে ধরণীবরাহতীর্থ, তথায় স্নান করিয়া আমার বরাহমূর্ত্তি দর্শন করিলে জীবের গর্ভবাস হয় না, এবং এইতীর্থে অল্পমাত্র অন্নদান করিলেও পৃথিবী দানের ফল হয় ॥ ২০৩। ২০৪ ॥ মহাকলুষরূপ গম্ভীর সাগরে নিপতিত ব্যক্তি আমার ভক্তিরূপ ভেলা অবলম্বন করিলে, প্রলয়কালেও তাহাকে নিমগ্ন হইতে হয় না। ২০৫ ॥ বরাহেশ্বরের সমীপে আমি কোকাবরাহরূপে অবস্থিত, তথায় আমার পূজা করিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ২০৬ ॥ হে তপোধন! কাশীতে আমি বিশ্বেশ্বর প্রসাদে পঞ্চোত্তর শত নারায়ণ, একশত অনন্ত, ত্রিংশৎ কূর্ম্ম, বিংশতি প্রকার মৎস্য, অষ্টোত্তরশত গোপাল, একসহস্র বুদ্ধ, ত্রিংশৎ পরশুরাম, একোত্তর শত রাম এবং একমাত্র বিষ্ণুরূপে আশ্রয়

নারায়ণস্বরূপেণ গণাশ্চক্রগদোদ্যতাঃ।
কুর্ব্বন্তি রক্ষাং ক্ষেত্রস্য পরিতো নিযুতানি ষট্॥ ২১০।
সোঽগ্নিবিন্দুরিতি শ্রুত্বা সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ মেধাবী মূর্ত্তিভেদান্ বদ প্রভো॥ ২১১।
হিতায় নিজভক্তানাং মম সন্দেহশান্তয়ে।
কতি তে মূর্ত্তয়োঽনন্ত কথং জ্ঞেয়াস্তথা বদ॥ ২১২।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যাগ্নিবিন্দোস্তপসাং নিধেঃ।
উবাচ ভগবান্ বিষ্ণুর্মূর্ত্তিভেদাননুক্রমাৎ॥ ২১৩।
যান্ শ্রুত্বাপি হি নো মর্ত্ত্যো যমগোচরতাং ব্রজেৎ।
কেশবাদীংশ্চতুর্বিংশদ্ভেদানাহ প্রজাপতিঃ॥ ২১৪।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

অগ্নিবিন্দো মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু তে কথয়াম্যহম্।
আদ্যদক্ষিণহস্তাচ্চ বিদ্ধি সৃষ্টিক্রমান্ মুনে॥ ২১৫।

গ্রহণ করিয়াছি। ২০৭—২০৯॥ হে মহর্ষে! আমার ষষ্টিলক্ষ গণদেবতা নারায়ণরূপে গদাচক্রধারী হইয়া, নিয়ত এই বারাণসীক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন ২১০॥ স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মহর্ষি অগ্নিবিন্দু নারায়ণমুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টমানসে, রোমাঞ্চিত গাত্রে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাধব! তোমার ভক্তগণের হিতের নিমিত্ত এবং আমার সন্দেহ বিভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে অনন্তদেব! তুমি কোন্‌রূপে কোথায় অবস্থান করিতেছ এবং কিরূপেই বা তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। ২১১। ২১২॥ তপোনিধি সেই অগ্নিবিন্দুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বিষ্ণু ক্রমান্বয়ে আপন মূর্ত্তিভেদ বর্ণন আরম্ভ করিলেন। ২১৩॥ প্রজাপতি ব্রহ্মা কেশবাদি চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে জীবগণকে শমন সদনে গমন করিতে হয় না॥ ২১৪॥ বিষ্ণু কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনিবর অগ্নিবিন্দো! প্রথম দক্ষিণ হস্ত

শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈর্মূর্ত্তিং জানীহি কৈশবীম্।
পূজিতা যা নৃণাং কুর্য্যাচ্চিন্তিতার্থমসংশয়ম্ ॥ ২১৬ ।
মধুহা পরিচেতব্যঃ শঙ্খপদ্মগদারিভিঃ।
বৈরিণো নাশমায়ান্তি তন্মূর্ত্তিপরিসেবনাৎ ॥ ২১৭ ।
সঙ্কর্ষণঃ সমর্চ্চ্যোঽত্র শঙ্খাব্জারি গদায়ুধঃ।
তন্মূর্ত্তি পূজনাজ্জাতু জন্তুর্ন স্যাৎ পুনর্ভবী ॥ ২১৮ ।
শঙ্খকৌমোদকীচক্রপদ্মৈর্দামোদরোঽর্চ্চ্যতে।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ গোধনং ধান্যমেব হি ॥ ২১৯ ।
বামনঃ শঙ্খচক্রাব্জগদাভিরুপলক্ষিতঃ।
লক্ষ্মীবন্তং জনং কুর্য্যাৎ গৃহেঽপি পরিধারিতঃ ॥ ২২০ ।
পাঞ্চজন্যং গদাং পদ্মং চিত্রমূর্ত্তি সুদর্শনম্।
প্রদ্যুম্নঃ পূজ্যতে মর্ত্ত্যৈর্বহুদ্যুম্নং প্রযচ্ছতি ॥ ২২১ ।
ঊর্দ্ধবামকরাৎ সৃষ্ট্যা বিষ্ণ্বাদ্যং ষট্কমুচ্যতে।
যস্য স্মরণমাত্রেণ বিলীয়ন্তেঽঘরাশয়ঃ ॥ ১২২ ।

হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কৈশবীমূর্ত্তির ভূষণ, শঙ্খ-চক্রগদাপদ্ম, সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে, মনস্কামনা সিদ্ধি হয় ॥ ২১৫ ॥ ২১৬ ॥ শঙ্খপদ্মগদাচক্রধারী শ্বেতমধুসূদনের সেবা করিলে, বিপক্ষ নাশ হয় ॥ ২১৭ ॥ শঙ্খপদ্মগদাচক্রধারী স্বর্ণবর্ণ সংকর্ষণের পূজা করিলে, জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ২১৮ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বিশিষ্ট ক্ষীরবর্ণ দামোদরের পূজা করিলে, ধন, পুত্র, গোধন এবং ধান্যলাভ হয়। ২১৯ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্ত রক্তবর্ণবামনমূর্ত্তি গৃহে রাখিলেও মানবগণ লক্ষ্মীবন্ত হয়। ২২০ ॥ পাঞ্চজন্য, সুদর্শন এবং গদাপদ্মধারী বজ্রবর্ণ প্রদ্যুম্নের চিত্র বিচিত্র মূর্ত্তির পূজা করিলে বহুধনলাভ হয় ॥ ২২১ ॥ ঊর্দ্ধবামকর হইতে প্রদক্ষিণক্রমে বিষ্ণু আদি ছয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে, সমস্ত পাপরাশি বি-লীন হয় ॥ ২২২ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী অলক্তকবর্ণ বিষ্ণুর পূজা করিলে

শঙ্খারিভ্যাং গদাব্জাভ্যাং পূজ্যো বিষ্ণুঃ শ্রিয়ে নরৈঃ।
শঙ্খপদ্মগদাচক্রৈর্মাধবঃ পরমর্দ্ধিদঃ॥ ২২৩।
ধ্যেয়োঽনিরুদ্ধঃ সংসিদ্ধ্যৈ শঙ্খাব্জারিগদোদ্যতঃ।
শঙ্খেন গদয়া চক্রাম্বুজাভ্যাং পুরুষোত্তমঃ॥ ২২৪।
অধোক্ষজো জনিহরঃ শঙ্খার্য্যব্জগদো মুনে।
শঙ্খকৌমোদকীপদ্মচক্রৈর্ধ্যেয়ো জনার্দ্দনঃ॥ ২২৫।
অধোবামকরাৎ সৃষ্ট্যা ষড়্গোবিন্দাদিমূর্ত্তয়ঃ।
শঙ্খচক্রং গদাং পদ্মং গোবিন্দো বিভৃয়াৎ সদা॥ ২২৬।
শঙ্খপদ্মগদাচক্রৈরর্চ্চ্যো লক্ষ্ম্যৈ ত্রিবিক্রমঃ।
শঙ্খাব্জচক্রং বিভ্রাণো গদাবান্ শ্রীধরঃ শ্রিয়ে॥ ২২৭।
হৃষীকেশশ্চ শঙ্খেন গদাচক্রাম্বুজৈর্মতঃ।
নৃসিংহঃ শঙ্খচক্রাভ্যাং পদ্মেন গদয়োহ্যতে॥ ২২৮।
অচ্যুতঃ শঙ্খভৃন্নিত্যং গদাপদ্মরথাঙ্গবান্।
দক্ষিণাধঃ করাদূহ্যা বাসুদেবাদয়শ্চ ষট্॥ ২২৯।

লক্ষ্মীপ্রাপ্তি হয়। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী জবাবর্ণ মাধবের পূজা করিলে ঐশ্বর্য্যলাভ হয়॥ ২২৩॥ সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৃষ্ণবর্ণ অনিরুদ্ধের এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পুরুষোত্তমের ধ্যান করা উচিত॥ ২২৪॥ হে মুনিবর! গর্ভবাসনিবারণের নিমিত্ত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী অধঃক্ষজমূর্ত্তির এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী জনার্দ্দনের ধ্যান করা উচিত॥ ২২৫॥ অধোবামকর হইতে প্রদক্ষিণক্রমে গোবিন্দাদি ষণ্মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারাও সর্ব্বদা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী॥ ২২৬॥ লক্ষ্মীলাভের নিমিত্ত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নীলপ্রস্তর বর্ণ ত্রিবিক্রমের এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কুমুদবর্ণ শ্রীধরের পূজা করা উচিত॥ ২২৭॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রক্তচন্দনবর্ণ হৃষীকেশের এবং শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী নৃসিংহের ধ্যান করা উচিত॥ ২২৮॥ অচ্যুত সর্ব্বদাই শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধারণ করেন,

বাসুদেবশ্চ শঙ্খারিগদাজলজভৃৎ সদা।
শঙ্খাম্বুজগদাচক্রী ধ্যেয়ো নারায়ণো নৃভিঃ॥ ২৩০।
শঙ্খী পদ্মী পদ্মনাভো জ্ঞেয়শ্চক্রী গদী মুনে।
উপেন্দ্রঃ শঙ্খবান্নিত্যং গদারিকমলায়ুধঃ॥ ২৩১।
হরির্হরেদঘং শঙ্খী চক্রী পদ্মীগদী নৃণাম্।
শঙ্খেন গদয়া পদ্মচক্রাভ্যাং কৃষ্ণ উচ্যতে॥ ২৩২।
এতে ভেদা ময়া খ্যাতাঃ স্বমূর্ত্তীনাং মহামুনে।
যান্ বিজ্ঞায় ধ্রুবং মর্ত্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি॥২৩৩।
এবং বদতি গোবিন্দে মুনয়ে চাগ্নিবিন্দবে।
পক্ষীন্দ্রঃ পক্ষবিক্ষিপ্তবিপক্ষোঽক্ষিপথং গতঃ॥ ২৩৪।
প্রাহ চ প্রণিপত্যাশু ত্র্যক্ষস্যাগমনং মুদা।
সম্ভ্রমেণ হৃষীকেশঃ ক্বেশ ইত্যবদত্ততঃ॥ ২৩৫।

গরুড় উবাচ।

প্রত্যক্ষঃ ক্রিয়তামেষ মহাবৃষভকেতনঃ।
যস্য ধ্বজস্য রত্নার্চ্চিঃ পূরয়েদ্রোদসীমিমাম্॥ ২৩৬।

অধঃস্থিত দক্ষিণকর হইতে ক্রমান্বয়ে প্রদক্ষিণ ক্রমে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী স্ফটিকবর্ণ বাসুদেব, ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ক্ষীরবর্ণ নারায়ণের ধ্যান করা উচিত॥২২৯—২৩০॥ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী পদ্মনাভ অঞ্জনবর্ণ। শঙ্খচক্র গদা-পদ্মধারী উপেন্দ্রমূর্ত্তি॥ ২৩১॥ নরগণের পাপ হরণের নিমিত্ত শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-পাণি হরিরূপ এবং তদ্রূপ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী কৃষ্ণরূপ॥ ২৩২॥ হে মহা-মুনে! এই প্রকার আমার মূর্ত্তিভেদ মানবগণ জ্ঞাত হইলে, ভক্তিমুক্তি প্রাপ্ত হয়॥ ২৩৩॥ ভগবান গোবিন্দ মহর্ষি অগ্নিবিন্দুকে এই সকল কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে পক্ষীন্দ্র গরুড় পক্ষ সঞ্চালনে বিপক্ষকুল বিদ্রাবিত করিয়া তাঁহার নেত্রগোচর হইল এবং প্রহৃষ্টচিত্তে প্রণিপাত করিয়া, বিশ্বে-শ্বরের আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। হৃষীকেশ তচ্ছ্রবণে সসম্ভ্রমে

লোকলোচননির্ম্মাণসফলীকরণক্ষমম্।
কোটিমার্ত্তণ্ডবিদ্যোতপ্রদ্যোতিতদিগাননম্॥ ২৩৭।
নিরীক্ষ্য পুণ্ডরীকাক্ষ ত্র্যক্ষস্য বৃষভধ্বজম্।
বিমানিনাং বিমানৌঘৈঃ পরীতগগনাঙ্গণম্॥ ২৩৮।
মহাবাদ্যনিনাদৌঘৈঃ প্রতিস্বানিতকন্দরম্।
বিদ্যাধরীপরিক্ষিপ্তসুপুষ্পাঞ্জলিগন্ধিতম্॥ ২৩৯।
প্রণম্য দূরাদপি চ সংপ্রহৃষ্ট তনূরুহঃ।
অভ্যুত্থাতুং মনশ্চক্রে শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ২৪০।
অগ্নিবিন্দুমথ প্রাহ মুক্তিদস্তু মুদাং নিধিঃ।
ইদং সুদর্শনং চক্রং স্পৃশা সব্যেন পাণিনা॥ ২৪১।
অগ্নিবিন্দুরিতি প্রোক্তঃ স্পৃশেৎ যাবৎ সুদর্শনম্।
তাবৎ সুদর্শনো জাতঃ পরমানুগ্রহাদ্ধরেঃ॥ ২৪২।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ্বেশ্বর কোথায়? ২৩৪॥ ২৩৫॥ গরুড় উত্তর করিল, হে মাধব! এই সম্মুখে মহাবৃষভধ্বজ প্রত্যক্ষ কর। সেই ধ্বজের রত্নচ্ছটায় স্বর্গমর্ত্ত প্রদীপ্ত হইয়াছে॥ ২৩৬॥ সেই দীপ্তিতে দিগ্মণ্ডল যেন কোটিসূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইতেছে, ইহা দর্শন করিলে বিধাতার লোক-লোচন নির্ম্মাণ কৌশল সার্থক হয়॥ ২৩৭॥ বিমানচারীগণের বিমানপুঞ্জে গগণাঙ্গন পরিব্যাপ্ত মহাবাদ্যনিনাদে গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত এবং বিদ্যাধরী প্রক্ষিপ্ত সুগন্ধি পুষ্পরাশিতে পরিবৃত, ত্রিলোচনের বৃষভধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ দূর হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন॥ ২৩৮—২৪০॥ অনন্তর নারায়ণ প্রফুল্লচিত্তে মুনিবর অগ্নিবিন্দুকে কহিলেন, হে তাপসপ্রবর! তুমি দক্ষিণ হস্তদ্বারা আমার এই সুদর্শনচক্র স্পর্শ কর। অগ্নিবিন্দু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যতক্ষণ সুদর্শন স্পর্শ করিয়া রহিলেন, হরির পরমানুগ্রহে ততক্ষণ তাঁহার পবিত্র দর্শনজ্ঞান জন্মিল। ২৪১॥ ২৪২॥ স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! বিন্দুমাধবের অনুগ্রহে সেই

স্কন্দ উবাচ।

জ্যোতীরূপোঽথ স মুনিঃ কৌস্তুভে জ্যোতিষাত্মনো।
একীভূতঃ কলশজ বিন্দুমাধবসেবনাৎ ॥ ২৪৩।
বিন্দুমাধবপাদাব্জভ্রমরীকৃতমানসাঃ।
অগ্নিবিন্দুরপ মাং যান্তি কলশোদ্ভব নিশ্চিতম্ ॥ ২৪৪
কাশ্যাং সদৈব বস্তব্যং দ্রষ্টব্যো বিন্দুমাধবঃ।
শ্রোতব্যমিদমাখ্যানং জেতব্যা জগতাং গতিঃ ॥ ২৪৫
পুণ্যা পঞ্চনদোৎপত্তিঃ পুণ্যা মাধবসংকথা।
পুণ্যো বারাণসীবাসঃ সংভবেৎ পুণ্যজন্মনাম্ ॥ ২৪৬।
অগ্নিবিন্দোস্তুতিং যোঽত্র মাধবাগ্রে পঠিষ্যতি।
সমৃদ্ধসর্ব্বকামঃ স মোক্ষলক্ষ্মীপতির্ভবেৎ ॥ ২৪৭।
শ্রাদ্ধকালে সদা জপ্যমিদমাখ্যানমুত্তমম্।
দ্বিজানাং ভুঞ্জমানানাং পুরস্তাৎ পরতৃপ্তয়ে ॥ ২৪৮।

মুনিসত্তম অগ্নিবিন্দু জ্যোতির্ম্ময়রূপ ধারণ করিয়া, কৌস্তুভমণি জ্যোতিতে মিলিত হইলেন। হে অগস্ত্য! বিন্দুমাধবের শ্রীপদকমলে চিত্তকে ভ্রমররূপী করিতে পারিলে, জীবগণের নিশ্চয়ই অগ্নিবিন্দুতুল্য সদ্গতিলাভ হয় ॥ ২৪৩ ॥ ২৪৪ ॥ সর্ব্বদা কাশীধামে বাস করিয়া বিন্দুমাধব দর্শন এবং বিন্দুমাধবের আখ্যান শ্রবণ করিলে, জন্মভূমিতে গতিবিধি জয় করা হয় ॥ ২৪৫ ॥ পুণ্যময় পঞ্চনদতীর্থের উৎপত্তি এবং পুণ্যময় বিন্দুমাধবের মাহাত্ম্য শ্রবণ, ও পুণ্যময়ী বারাণসী বাস, পুণ্যবানের পক্ষেই সম্ভব ॥ ৪৬ ॥ বিন্দুমাধবের সমীপে যিনি অগ্নিবিন্দুর স্তুতি পাঠ করেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইয়া, অন্তে পরম মোক্ষলক্ষ্মী প্রাপ্ত হন ॥ ২৪৭ ॥ শ্রাদ্ধকালে এই অনুত্তম আখ্যান জপ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে পিতৃগণের পরম তৃপ্তিলাভ হয়। ২৪৮ ॥ বিশেষতঃ পর্ব্বকালে এই আখ্যান জপ করিলে ও পুণ্যতম পঞ্চনদের

জপ্তব্যমিদমাখ্যানং পর্ব্বকালে বিশেষতঃ।
পুণ্যে পঞ্চনদাভ্যাশে পুণ্যলক্ষ্মীবিবৃদ্ধয়ে॥ ২৪৯।
পঠিতব্যঃ প্রযত্নেন বিন্দুমাধবসম্ভবঃ।
শ্রোতব্যঃ পরয়া ভক্ত্যা ভুক্তিমুক্তি সমৃদ্ধয়ে॥ ২৫০।
সম্প্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোঃ রাত্রৌ জাগরণান্বিতঃ।
শ্রুত্বাখ্যানমিদং পুণ্যং বৈকুণ্ঠে বসতিং লভেৎ॥ ২৫১।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে শ্রীমাধবাগ্নিবিন্দু-
সম্বাদে বৈষ্ণবতীর্থমাহাত্ম্যং নামৈক-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মাহাত্ম্য জপ করিলে পুণ্যলক্ষ্মী বর্দ্ধিত হয়॥ ২৪৯॥ ভক্তিপূর্ব্বক বিন্দুমাধবের উৎপত্তি বৃত্তান্ত পাঠ, এবং তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ভক্তি মুক্তি লাভ হয়॥ ২৫০॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! হরিবাসরে নিশা জাগরণ করিয়া এই পুণ্য-কথা শ্রবণ করিলে, বৈকুণ্ঠে বাস হয়॥ ২৫১॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে মাধবাগ্নিবিন্দুসম্বাদে বৈষ্ণবতীর্থ-
মাহাত্ম্য নাম একষষ্টিতম অধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

কাশীখণ্ডের উত্তরার্দ্ধ খণ্ড সমাপ্ত হইল। এই অর্দ্ধ খণ্ডে ৫০ টী অধ্যায় আছে। ৪১ হইতে ৬৭ সংখ্যাতে এই পঞ্চাশ অধ্যায়ের মূল, অনুবাদ ও টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাশীখণ্ডের সম্পূর্ণ শ্লোকসংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র। ইহা এক শত অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ব্বার্দ্ধের পঞ্চাশ অধ্যায় পূর্ব্বার্দ্ধ খণ্ডে ও উত্তরার্দ্ধের পঞ্চাশ অধ্যায় এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট থাকিল।

সম্পূর্ণ কাশীখণ্ড ৬৭ সংখ্যায় পরিসমাপ্ত। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। সম্পূর্ণ কাশীখণ্ডের মূল্য ১৬৸০ আনা। ডাকমাসুল প্রত্যেক সংখ্যায় ৵১০ আনা। পূর্ণ সেট মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে ১৵০ আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে।

কাতা-টালীগঞ্জ। ৫ চৈত্র, ১২৮৮। } শ্রীকালীকৃষ্ণ মণ্ডল অধ্যক্ষ ও প্রকাশক।

কাশীখণ্ড উত্তরার্দ্ধের সূচিপত্র।

স্কন্দ উবাচ।

হঞ্জিকাত্বং যথা প্রাপ্তা বিনতা সা তপস্বিনী।
তদপ্যহং সমাখ্যামি নিশাময় মহামতে॥ ৩।
কদ্রূরজীজনৎ পুত্রান্ শতং কশ্যপতঃ পুরা।
উলূকমরুণং তার্ক্ষ্যমসূত বিনতা ত্রয়ম্॥ ৪।
কৌশিকো রাজ্যমাপ্যাপি শ্রেষ্ঠত্বাৎ পক্ষিণাং মুনে।
নির্গুণত্বাচ্চ তৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ॥ ৫।
ক্রূরাক্ষোঽয়ং দিবান্ধোঽয়ং সদাবক্রনখস্ত্বসৌ।
অতীবোদ্বেগজনকং সর্ব্বেষামস্য ভাষণম্॥ ৬।
ইত্থং তস্য গুণগ্রামান্ বিকথ্য বহুশঃ খগাঃ।
নাদ্যাপি বৃণুতে রাজ্যে কমপি স্বৈরচারিণঃ॥ ৭।
কৌশিকেঽথ তথাবৃত্তে পুত্রবীক্ষণলালসা।
অণ্ডং প্রস্ফোটয়ামাস মধ্যমং বিনতা তদা॥ ৮।

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! হে মহামতে! তপস্বিনী বিনতা যে নিমিত্ত দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৩॥ পূর্ব্বে কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বিনতা তৎকালে উলূক, অরুণ, ও গরুড় নামে তিন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন॥ ৪॥ হে মুনে! পক্ষিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলিয়া উলূক রাজা হইয়াছিল কিন্তু সেই বিহগাধম ক্রূরাক্ষ, দিবান্ধ বক্রনখ, কর্কশভাষী, এবং নির্গুণ বলিয়া তাহার অপর ভ্রাতৃগণ তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল॥ ৫।৬॥ স্বৈরবিহারী পক্ষিগণ সেই উলূকের এই প্রকার গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করিয়া অদ্যাপি কাহাকেও রাজপদে বরণ করে নাই, পক্ষিমাতা বিনতা উলূকের তাদৃশ দুর্দ্দশা অবলোকন পূর্ব্বক তৎকালে অপর পুত্রদর্শনে আগ্রহবতী হইয়া তাঁহার মধ্যম ডিম্ব

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু প্রস্ফোট্যং ঘটসম্ভব।
তদভেদি তয়ৌৎসুক্যং অণ্ডমষ্টমকে শতে॥ ৯।
তাবৎ সর্ব্বাণি গাত্রাণি তস্যাতিমহসঃ শিশোঃ।
উর্ব্বোরুপরিসিদ্ধানি তদণ্ডান্তর্নিবাসিনঃ॥ ১০।
অণ্ডান্নির্গতমাত্রেণ ক্রোধারুণমুখশ্রিয়া।
অর্দ্ধনিষ্পন্নদেহেন শিশুনাঽশাপি সা প্রসূঃ॥ ১১।
জনয়িত্রি ত্বয়া দৃষ্টা কাদ্রবেয়ান্ স্বলীলয়া।
খেলতো মাতুরুৎসঙ্গে যদণ্ডং ব্যাধি তদ্বিধা॥ ১২।
তদনিষ্পন্নসর্ব্বাঙ্গঃ শপামি ত্বাং বিহঙ্গমে।
তেষামেবৈধি দাসীত্বং সপত্ন্যঙ্গভুবামিহ॥ ১৩।
বেপমানাথ তচ্ছাপাদিদং প্রোবাচ পক্ষিণী।
অনূরো ব্রূহি মে শাপাবসানং মাতুরঙ্গজ॥ ১৪।

স্ফুটিত করিলেন॥ ৭। ৮॥ হে ঘটোদ্ভব! সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে সেই ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইত; কিন্তু ঔৎসুক্যবশে আটশত বর্ষে বিনতা সেই অপক্ক ডিম্ব বিদারণ করিয়াছিলেন॥ ৯॥ অনন্তর অণ্ডাভ্যন্তর নিবাসি মহাতেজস্কর শিশুর উরুদেশের উপরিভাগ হইতে সমস্ত অবয়ব পরিলক্ষিত হইল॥ ১০॥ ডিম্ব হইতে অর্দ্ধকলেবরে বহির্গত হইয়াই সেই শিশু ক্রোধারুণবদনে জননীকে অভিশম্পাত করিল যে, হে মাতঃ! কদ্রু সন্তানেরা স্বজাতীয় লীলারঙ্গে তাহাদের জননীর উৎসঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে দেখিয়া তুমি অকালে এই ডিম্ব বিদারণ করিয়াছ। সেই নিমিত্তই আমি অঙ্গহীন হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি; অতএব তোমাকে এই শাপ দিলাম যে, তোমাকে তোমার সপত্নীসন্তানগণের দাসী হইতে হইবে॥ ১১। ১২। ১৩॥ বিনতা সেই শাপ শ্রবণে প্রকম্পিতা হইয়া অর্দ্ধাঙ্গ শিশুকে কহিলেন, হে অনূরো! কিসে আমার এই শাপান্ত হইবে, তাহার উপায় বলিয়া দেও॥ ১৪॥ অনূরু কহিল, হে মাতঃ! তুমি আমারে যেরূপ অকালে বিদারণ করিয়াছ, সেইরূপ না

অনূরুরুবাচ।

অণ্ডং তৃতীয়ং মাভিন্ধি হ্যনিষ্পন্নং মমেব হি।
অস্মিন্নণ্ডে ভবিষ্যো যঃ স তে দাস্যং হরিষ্যতি ॥ ১৫
ইত্যুক্তা সোঽরুণোঽগচ্ছদুড্ডীয়ানন্দকাননম্।
যত্র বিশ্বেশ্বরো দদ্যাদপি পঙ্গোঃ শুভাঙ্গতিম্ ॥ ১৬।
এতত্তে পৃচ্ছতঃ খ্যাতং বিনতা দাস্যকারণম্।
মুনে প্রসঙ্গতো বচ্মি অরুণাদিত্যসম্ভবম্ ॥ ১৭।
অনূরুত্বাদনূরুর্য্যোঽরুণঃ ক্রোধারুণো যতঃ।
বারাণস্যাং তপস্তপ্ত্বা তেনারাধি দিবাকরঃ ॥ ১৮।
সোঽপি প্রসন্নো দত্বাঽথ বরাংস্তস্মা অনূরবে।
আদিত্যস্তস্য নাম্নাভূদরুণাদিত্য ইত্যপি ॥ ১৯।

করিয়া তৃতীয় ডিম্বটী যদি যথাকালে রীতিমত প্রস্ফুটিত কর, তাহাহইলে সেই অণ্ডজসন্তান তোমার দাসীত্ব বিমোচন করিবে ॥ ১৫ ॥ সেই অনূরু সন্তানের নাম অরুণ হইল। জননীকে শাপপ্রদান ও শাপান্তের উপদেশ দান করিয়া সেই অরুণ পক্ষসঞ্চালনপূর্ব্বক পঙ্গুজীবের শুভগতিপ্রদ বিশ্বেশ্বরের আনন্দকানন বারাণসীধামে যাত্রা করিল ॥ ১৬ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এই আমি তোমার প্রশ্নানুসারে বিনতার দাসীত্ব বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রসঙ্গানুক্রমে অরুণাদিত্য সম্বাদ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৭ ॥ উরুদেশের অধঃস্থ অঙ্গ ছিল না, এই নিমিত্ত বিনতার সেই পুত্রের নাম অনূরু এবং জন্মমাত্র ক্রোধে মুখমণ্ডল অরুণবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় নাম অরুণ হইল। অরুণ কাশীধামে উপস্থিত হইয়া সূর্য্যদেবের আরাধনায় ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥ দিনকর প্রসন্ন হইয়া অনূরুরে বরপ্রদান করিলেন; বরদাতার নাম আদিত্য এবং গৃহীতার নাম অরুণ। এই ব্যুৎপত্তিক্রমেই এই তীর্থের নাম অরুণাদিত্য ॥ ১৯ ॥ সূর্য্য কহিলেন, হে বিনতানন্দন! জগতের হিতার্থ অন্ধকার

অর্ক উবাচ।

তিষ্ঠানূরো মম রথে সদৈব বিনতাত্মজ।
জগতাঞ্চ হিতার্থায় ধ্বান্তং বিধ্বংসয়ন্ পুরঃ॥ ২০।
অত্র ত্বৎস্থাপিতাং মূর্ত্তিং যে ভজিষ্যন্তি মানবাঃ।
বারাণস্যাং মহাদেবোত্তরে তেষাং কুতো ভয়ম্॥ ২১।
যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি সততমরুণাদিত্যসংজ্ঞকম্।
মামত্র তেষাং নো দুঃখং ন দারিদ্র্যং ন পাতকম্॥ ২২।
ব্যাধিভির্নাভিভূয়ন্তে নোপসর্গৈশ্চ কৈশ্চন।
শোকাগ্নিনা ন দহ্যন্তে হ্যরুণাদিত্যসেবনাৎ॥ ২৩।
অথ স্যন্দনমারোপ্য নীতবানরুণং রবিঃ।
অদ্যাপি স রথে সৌরে প্রাতরেব সমুদ্যতি॥ ২৪।
যঃ কুর্য্যাৎ প্রাতরুত্থায় নমস্কারং দিনে দিনে।
অরুণায় সসূর্য্যায় তস্য দুঃখভয়ং কুতঃ॥ ২৫।
অরুণাদিত্যমাহাত্ম্যং যঃ শ্রোষ্যতি নরোত্তমঃ।
ন তস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ ভবিষ্যতি কদাচন॥ ২৬।

বিনাশের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা আমার রথের পুরোভাগে অবস্থান কর॥ ২০॥ হে অরুণ! কাশীধামে মহাদেবের উত্তরভাগে তোমার মূর্ত্তি সংস্থাপিত থাকিবে। যে মানব সেই মূর্ত্তির ভজনা করিবেন, তাঁহার আর কোন ভয় থাকিবে না॥ ২১॥ বারাণসীধামে যে ব্যক্তি অরুণাদিত্য মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে, তাহার দুঃখ, দারিদ্র্য ও পাপভয় দূরীভূত হইবে॥ ২২॥ অরুণাদিত্য সেবনে ব্যাধিভয় থাকে না কোন উপসর্গ উপস্থিত হইতে পায় না এবং কদাচ শোকাগ্নিতেও দগ্ধ হইতে হয় না॥ ২৩॥

সূর্য্যদেব অনন্তর অরুণকে নিজরথে সংস্থাপন করিলেন। অদ্যাপি প্রতি প্রভাতে অরুণদেব সূর্য্যরথে সমুদিত হন॥ ২৪॥ যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রতিদিন সূর্য্যদেবের সহিত অরুণদেবকে প্রণাম করেন, তাঁহার

স্কন্দ উবাচ।

বৃদ্ধাদিত্যস্য মাহাত্ম্যং শৃণু তে কথয়াম্যহম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ নরো নো দুষ্কৃতং ভজেৎ॥ ২৭।
পুরাত্র বৃদ্ধহারীতো বারাণস্যাং মহাতপাঃ।
মহাতপঃ সমৃদ্ধ্যর্থং সমারাধিতবান্ রবিম্॥ ২৮।
মূর্ত্তিং সংস্থাপ্য শুভদাং ভাস্বতঃ শুভলক্ষণাম্।
দক্ষিণেন বিশালাখ্যা দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ॥ ২৯।
তুষ্টস্তস্মৈ বরং প্রাদাদ্ব্রধ্নো বৃদ্ধতপস্বিনে।
অলং বিলম্ব্য যাচস্ব কস্তে দেয়ো বরো ময়া॥ ৩০।
সোঽথ প্রসন্নাৎ দ্যুমণেরবৃণীত বরং মুনিঃ।
যদি প্রসন্নো ভগবান্ যুবত্বং দেহি মে পুনঃ॥ ৩১।

দুঃখ ও ভয় কোথায়? ২৫॥ যে মহাত্মা প্রতিদিন অরুণ ও সূর্য্যদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন, তাঁহাকে কখনই কোন পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না॥ ২৬॥

এইরূপে অরুণাদিত্য মাহাত্ম্য সমাপ্ত করিয়া স্কন্দদেব পুনরায় কহিলেন, হে অগস্ত্য! এক্ষণে আমি তোমার নিকট বৃদ্ধাদিত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণমাত্রে মানবগণ নিষ্পাপ হইয়া যায়॥ ২৭॥ পূর্ব্বকালে মহাতপস্বী বৃদ্ধহারীত এই বারাণসীধামে বিশালাক্ষীর দক্ষিণ ভাগে সূর্য্যদেবের শুভলক্ষণসম্পন্ন মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পরম ভক্তিভাবে কঠোরতপোনিমগ্ন হইয়া সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন॥ ২৮। ২৯॥ সূর্য্যদেব সেই বৃদ্ধতপস্বির তপে পরিতুষ্ট হইয়া বরদানার্থে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপস্বিন্! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? তোমাকে আমি কি বরপ্রদান করিব শীঘ্র বল। বৃদ্ধহারীত তদনুসারে প্রসন্নাত্মা সূর্য্যের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর দান করুন, যেন আমি পূর্ব্বযৌবন পুনঃ প্রাপ্ত হই॥ ৩০। ৩১॥ বৃদ্ধশরীরে তপস্যা করিবার ক্ষমতা থাকে না;

তপঃ করণসামর্থ্যং স্থবিরস্য ন মে যতঃ।
পুনস্তারুণ্যমাপ্তোঽহং চরিষ্যাম্যুত্তমং তপঃ ॥ ৩২।
তপ এব পরো ধর্ম্মস্তপ এব পরং বসু।
তপ এব পরঃ কামো নির্ব্বাণং তপ এব হি ॥ ৩৩।
ঋতে ন তপসঃ ক্বাপি লভ্যা ঐশ্বর্য্যসম্পদঃ।
পদং ধ্রুবাদিভিঃ প্রাপি কেবলং তপসো বলাৎ ॥ ৩৪।
ততস্তপশ্চরিষ্যামি লোকদ্বয়মহত্ত্বদম্।
প্রাপ্য ত্বদ্বরদানেন যৌবনং সর্ব্বসম্মতম্ ॥ ৩৫।
ধিক্ জরাং প্রাণিনামত্র যয়া সর্ব্বো বিরজ্যতি।
জরাতুরেন্দ্রিয়গ্রামে স্ত্রিয়োঽপি ন যতঃ স্বসাৎ ॥ ৩৬।
বরং মরণমেবাস্তু মা জরাস্ত্বতিশোচ্যকৃৎ।
ক্ষণদুঃখঞ্চ মরণং জরাদুঃখং ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৩৭।

অতএব আমাকে যৌবন দান করুন, আমি পূর্ণবল প্রাপ্ত হইয়া যথোচিত তপস্যা করিব। ৩২ ॥ যে হেতু তপস্যাই পরমধর্ম্ম, তপস্যাই পরমধন, তপস্যাই পরম কাম, এবং তপস্যাই পরম মোক্ষসাধন ॥ ৩৩ ॥ তপস্যা ব্যতিরেকে কদাচ ঐশ্বর্য্য সম্পদ লাভ হয় না। ধ্রুব প্রভৃতি পরম সাধুভক্তগণ কেবল তপোবলেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥ অতএব তোমার বরপ্রসাদে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া আমি সেই ইহলোক পরলোকে মহত্ত্বপ্রদ সর্ব্বসম্মত তপশ্চরণ করিব ॥ ৩৫ ॥ ইহসংসারে প্রাণিগণের বৃদ্ধাবস্থাকে ধিক্! স্থবিরাবস্থায় সকলেরই বিরাগভাজন হইতে হয়। অধিক কি, শরীরস্থ ইন্দ্রিয়সমূহ জরাগ্রস্ত হইলে আপন পরিণীতা পত্নীও বশীভূত থাকে না ॥ ৩৬ ॥ বরং মৃত্যুও শ্রেয়, তথাপি অতি শোচনীয় বৃদ্ধাবস্থা কদাচ ভাল নহে; কারণ মরণে কেবল ক্ষণকালমাত্র দুঃখ, কিন্তু জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রতিক্ষণ দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥ ৩৭ ॥ লোকে যেমন দানের নিমিত্ত ধন, পুত্রের নিমিত্ত ভার্য্যা এবং মুক্তির নিমিত্ত জ্ঞান কামনা করে, জিতেন্দ্রিয়

রবিরুবাচ।

অন্তরাত্মাসি জগতাং বিশ্বম্ভর জগৎপতে।
তথাপি পূজ্যঃ কোঽপ্যস্তি জগৎপূজ্যোত্র মাধবঃ॥ ৫০।
ত্বত্তশ্চাবির্ভবেদেতত্ত্বয়ি সর্ব্বং প্রলীয়তে।
ত্বমেব পাতা সর্ব্বস্য জগতো জগতাং নিধে॥ ৫১।
ইত্যাশ্চর্য্যং সমালোক্য প্রাপ্তোঽস্ম্যত্র তবান্তিকম্।
কিমিদং পূজ্যতে নাথ ভবতা ভবতাপহৃৎ॥ ৫২।
ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ সহস্রাংশোরুদীরিতম্।
উচ্চৈর্মাশংস সপ্তাশ্বং বারয়ন্ করসংজ্ঞয়া॥ ৫৩।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

দেবদেবো মহাদেবো নীলকণ্ঠ উমাপতিঃ।
একএব হি পূজ্যোঽত্র সর্ব্বকারণকারণম্॥ ৫৪।

কেশবের অনুজ্ঞাক্রমে অবনতমস্তকে নিবেদন করিলেন, হে বিশ্বম্ভর! হে জগংপতে! হে জগৎপূজ্য! হে মাধব! হে জগৎকারণ! তুমিই জগতের আত্মা, তুমিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সমস্ত জগতের পূজনীয়; তোমার আবার পূজনীয় কে আছেন? ৪৯॥ ৫০॥ ৫১॥ হে ত্রিতাপবিনাশন্! জগৎপূজ্য হইয়া তুমি আবার কাহার পূজা করিতেছ? এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি॥ ৫২॥ সহস্ররশ্মি দিবাকরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান হৃষীকেশ কর-সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ করিয়া কহিলেন, হে ভাস্কর! তুমি এরূপ কথা বলিও না॥ ৫৩॥

সর্ব্বকারণনিদান ভগবান উমাপতি নীলকণ্ঠ এখানে বিরাজমান। সেই দেবদেব বিশ্বেশ্বরই এস্থানে একমাত্র অর্চ্চনীয়॥ ৫৪॥ যে অবোধ এখানে বিশ্বেশ্বর ব্যতিরেকে অপরকে অর্চ্চনীয় বলিয়া জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি আপ-

অত্র ত্রিলোচনাদন্যং সমর্চ্চয়তি যোঽল্পধীঃ।
স লোচনোঽপি বিজ্ঞেয়ো লোচনাভ্যাং বিবর্জ্জিতঃ ॥৫৫।
একো মৃত্যুঞ্জয়ঃ পূজ্যো জন্মমৃত্যুজরাহরঃ।
মৃত্যুঞ্জয়ং কিলাভ্যর্চ্চ্য শ্বেতো মৃত্যুঞ্জয়োঽভবৎ ॥ ৫৬।
কালকালং সমারাধ্য ভৃঙ্গী কালং জিগায় বৈ।
শৈলাদিমপি তত্যাজ মৃত্যুর্মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চকম্ ॥ ৫৭।
বিজিগ্যে ত্রিপুরং যস্তু হেলয়ৈকেষুমোক্ষণাৎ।
তং সমভ্যর্চ্চ্য ভূতেশং কো ন পূজ্যতমো ভবেৎ ॥ ৫৮।
ত্রিজগজ্জয়িনো হেতোস্ত্র্যক্ষস্যারাধনং পরম্।
কোনারাধয়তি ব্রহ্ম সারস্য স্মরবিদ্বিষঃ ॥ ৫৯।
যস্যাক্ষিপক্ষ্মসঙ্কোচাজ্জগৎসঙ্কোচমেত্যদঃ।
বিকস্বরং বিকাশাচ্চ কস্য পূজ্যতমো ন সঃ ॥ ৬০।

নার লোচনসত্ত্বেও আপনাকে লোচনবিবর্জ্জিত জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥ কাশীধামে জন্মমৃত্যুহর একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ই পূজ্য। মহাদেব স্বয়ং মৃত্যুকে জয় করিয়া কলিযুগে শ্বেতাবতারে মৃত্যুঞ্জয়ের অর্চ্চনায় মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥ মহাকালের পূজা করিয়া ভৃঙ্গী এককালে কালকে জয় করিয়াছিল।— মৃত্যুঞ্জয়সেবক নন্দীকেও মৃত্যুরূপী ধর্ম্মরাজ যম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥ যিনি অনায়াসে অবলীলাক্রমে একবাণ মোক্ষণে ত্রিপুরাসুরকে নিধন করিয়াছেন, সেই ভূতনাথের অর্চ্চনা করিলে কোন্ ব্যক্তি পূজনীয় না হইবে? ৫৮ ॥ ত্রিভুবনবিজয়ী, ত্রিজগৎকারণ, ত্রিজগতের সারভূত ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনপরায়ণ ব্যক্তিকে কোন্ ব্যক্তি আরাধনা না করে? ৫৯ ॥ যাঁহার অক্ষিপক্ষ্ম নিমীলনে জগৎসংসার তিরোহিত হয় এবং উন্মীলনে আবির্ভূত হইয়া উঠে, সেই সঙ্কোচবিকাশেশ্বর বিশ্বেশ্বর কাহার পূজ্যতম নহেন? ৬০ ॥ হে দিনকর! এই বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ অর্চ্চনা করিলে নরগণ তৎক্ষণাৎ পুরু-

অতঃ স কেশবাদিত্যঃ কাশ্যাং ভক্ততমোনুদঃ।
সমর্চ্চিতঃ সদা দেয়াম্মনসো বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ৭৩।
কেশবাদিত্যমারাধ্য বারাণস্যাং নরোত্তমঃ।
পরমং জ্ঞানমাপ্নোতি যেন নির্ব্বাণভাগ্ ভবেৎ ॥ ৭৪।
তত্র পাদোদকে তীর্থে কৃতসর্ব্বোদকক্রিয়ঃ।
বিলোক্য কেশবাদিত্যং মুচ্যতে জন্মপাতকৈঃ ॥ ৭৫।
অগস্তে রথসপ্তম্যাং রবিবারো যদাপ্যতে।
তদা পাদোদকে তীর্থে আদিকেশবসন্নিধৌ ॥ ৭৬।
স্নাত্বোষসি নরো মৌনী কেশবাদিত্যপূজনাৎ।
সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্ মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥৭৭।
যৎযৎ জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী ॥ ৭৮।

অজ্ঞানতমোবিনাশন হইলেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে তিনি সর্ব্বদা ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ॥ ৭৩ ॥ বারাণসীতে যে ভাগ্যবান মানব কেশবাদিত্যের অর্চ্চনা করেন, যে জ্ঞানে মুক্তিলাভ হয়, সেই পুণ্যবান সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥ কেশবাদিত্যতীর্থপাদোদকে সমস্ত তীর্থের তীর্থোদকের কার্য্য করে। কেশবাদিত্য দর্শন করিলে জন্মজন্মান্তরের পাপক্ষয় হয় ॥ ৭৫ ॥

হে অগস্ত্য! প্রতি বৎসর মাঘীসপ্তমীতে রবিবারে কেশবাদিত্যের সম্মুখে এই তীর্থপাদোদক পান করা উচিত। সেই দিন উষাকালে সেই পাদোদকতীর্থে মৌনভাবে স্নান করিয়া কেশবাদিত্যের পূজা করিলে লোকে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥ পাদোদকতীর্থে সপ্তমীস্নানমন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, হে সপ্তমি! তুমি আমার সপ্ত জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় কর। হে সপ্তমি! তুমি আমার সমস্তরোগ এবং সমস্ত শোক বিনাশ

এতজ্জন্মকৃতং পাপং যচ্চ জন্মান্তরার্জ্জিতম্।
মনোবাক্কায়জম্ যচ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতে চ যে পুনঃ ॥ ৭৯।
ইতি সপ্তবিধং পাপং স্নানান্ মে সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাধিসমাযুক্তং হর মাকরি সপ্তমি ॥ ৮০।
এতন্মন্ত্রত্রয়ং জপ্ত্বা স্নাত্বা পাদোদকে নরঃ।
কেশবাদিত্যমালোক্য ক্ষণান্নিষ্কলুষো ভবেৎ ॥ ৮১।
কেশবাদিত্যমাহাত্ম্যং শৃণ্বন্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈঃ শিবভক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ৮২।

স্কন্দ উবাচ।

অতঃপরং শৃণু মুনে বিমলাদিত্যমুত্তমম্।
হরিকেশবনে রম্যে বারাণস্যাং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৮৩।
উচ্চদেশেঽভবৎ পূর্ব্বং বিমলো নাম বাহুজঃ।
স প্রাক্তনাৎ কর্ম্মযোগাদ্বিমলে পথ্যপি স্থিতঃ ॥ ৮৪।

কর। হে সপ্তমি! তুমি আমার ইহজন্মের ও জন্মান্তরের অর্জ্জিত পাপরাশি নিরাশ কর। হে সপ্তমি! তুমি আমার পুনঃপুনঃ কৃত কায়মনোগোচর এবং জ্ঞাত অজ্ঞাত পাপপুঞ্জ বিমোচন কর। হে মাকরীসপ্তমি! আমি এই পাদোদকতীর্থে স্নান করি, তুমি আমার পূর্ব্বোক্ত সপ্তব্যাধিযুক্ত সপ্তবিধপাপ নাশ কর। মানবগণ এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পাদোদকতীর্থে স্নান করিয়া কেশবাদিত্যে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়া যায় ॥ ৭৮—৮১ ॥ যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কেশবাদিত্যমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহার শিবভক্তি লাভ হয় এবং তাঁহাকে কোন পাপে পরিলিপ্ত হইতে হয় না ॥ ৮২ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! অতঃপর আমি বিমলাদিত্যমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮৩ ॥ পুরাকালে পর্ব্বতপ্রদেশে বিমল নামে একজন ক্ষত্রিয় বাস করিতেন। তিনি নিয়ত সৎপথে থাকিয়াও প্রাক্তনকর্ম্মবিপাকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া গৃহ, ধন ও দারাপুত্রপরিবার পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসী-

কুষ্ঠরোগমবাপ্যোচ্চৈস্ত্যক্ত্বা দারান্ গৃহং বসু।
বারাণসীং সমাসাদ্য ব্রহ্মমারাধয়ৎ সুধীঃ ॥ ৮৫।
করবীরৈর্জবাভিশ্চ গন্ধকৈঃ কিংশুকৈঃ শুভৈঃ।
রক্তোৎপলৈরশোকৈশ্চ স সমানর্চ্চ ভাস্করম্ ॥ ৮৬।
বিচিত্ররচনৈর্মাল্যৈঃ পাটলাচম্পকোদ্ভবৈঃ।
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরমিশ্রিতৈঃ শোণচন্দনৈঃ ॥ ৮৭।
দেবমোহনধূপৈশ্চ বহ্বামোদততাম্বরৈঃ।
কর্পূরবর্ত্তিদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপায়সৈঃ ॥ ৮৮।
অর্ঘ্যদানৈশ্চ বিধিবৎ সৌরেঃ স্তোত্র জপৈরপি।
এবং সমারাধয়তস্তস্যার্কো বরদোঽভবৎ ॥ ৮৯।
উবাচ চ বরং ব্রূহি বিমলামলচেষ্টিত।
কুষ্ঠঞ্চ তে প্রযাত্বেতৎ প্রার্থয়ান্যং বরং পুনঃ ॥ ৯০।
আকর্ণ্য বিমলশ্চেত্থমালাপং রশ্মিমালিনঃ।
প্রণতো দণ্ডবদ্ভূমৌ সংপ্রহৃষ্টতনুরুহঃ ॥ ৯১।

ধামে রমণীয় হরিকেশবনে আগমন করিয়া সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৮৪। ৮৫ ॥ তিনি সচন্দন করবীর, জবা, কিংশুক, রক্তোৎপল ও অশোকপুষ্পে, কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর ও রক্তচন্দনচর্চ্চিত পাটল ও চম্পকমাল্যে, এবং দেবপ্রিয় ধূপ, সুগন্ধি বস্ত্র, কর্পূরবর্ত্তি দীপ, নৈবেদ্য ও সঘৃত পায়সে আদিত্যদেবের পূজা করিতেন ॥ ৮৬—৮৮ ॥ বিধিপূর্ব্বক সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক সূর্য্যের স্তোত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আরাধনা করাতে সূর্য্যদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদ হইয়াছিলেন ॥ ৮৯ ॥ তিনি মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে নিরাময়াভিলাষি বিমল! তোমার কুষ্ঠব্যাধি বিদূরিত হইল, এক্ষণে তুমি অন্যপ্রকার বরপ্রার্থনা কর ॥ ৯০ ॥ বিমল তৎকালে সেই বিমলরশ্মিমালির বিমলালাপ শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত

শনৈর্ব্বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রে একচক্ররথং রবিম্।
জগচ্চক্ষুরমেয়াত্মন্ মহাধ্বান্তবিধূনন ॥ ৯২।
যদি প্রসন্নো ভগবন্ যদি দেয়ো বরো মম।
তদাত্বদ্ভক্তিনিষ্ঠা যে কুষ্ঠং মাস্তু তদন্বয়ে ॥ ৯৩।
অন্যেঽপি রোগা মাসন্তু মাস্তু তেষাং দরিদ্রতা।
মাস্তু কশ্চন সন্তাপস্ত্বদ্ভক্তানাং সহস্রগো ॥ ৯৪।

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

তথাস্ত্বিতি মহাপ্রাজ্ঞ শৃণ্বন্ যং বরমুত্তমম্।
ত্বয়েয়ং পূজিতা মূর্ত্তিরেবং কাশ্যাং মহামতে ॥ ৯৫।
অস্যাঃ সান্নিধ্যমত্রাহং ন ত্যক্ষ্যামি কদাচন।
প্রথিতা তব নাম্না চ প্রতিমৈষা ভবিষ্যতি ॥ ৯৬।
বিমলাদিত্য ইত্যাখ্যা ভক্তানাং বরদা সদা।
সর্ব্বব্যাধিনিহন্ত্রী চ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী ॥ ৯৭।

কলেবরে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন ॥ ৯১ ॥ তদনন্তর একচক্ররথ রবিদেবকে সম্বোধন করিয়া পুনঃপুন এইরূপ নিবেদন করিতে লাগিলেন যে, হে বিশ্বলোচন! হে অমিতাত্মন্! হে মহাধ্বান্ত বিধূনন! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর দান করুন যে, যাহারা তোমার প্রতি ভক্তিমান্ হইবে, তাহাদের বংশে কাহারও যেন কুষ্ঠরোগ হয় না ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ হে ভগবন্! তোমার ভক্তগণের যেন কদাচ রোগ, শোক এবং দরিদ্রতা ঘটে না ॥ ৯৪ ॥

সূর্য্য কহিলেন, তথাস্তু।—হে মহামতে! হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমাকে আমি আরও বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। এই কাশীধামে তুমি এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছ, অতএব, আমি ইহার নিকটেই সর্ব্বদা অবস্থান করিব, কদাচ এই স্থান পরিত্যাগ করিবনা। এই মূর্ত্তিটী তোমার নামেই প্রথিত হইবে ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥ তোমার নামানুসারে এই মূর্ত্তির নাম

ইতি দত্ত্বা বরান্ সূর্য্যস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
বিমলো নির্ম্মলতনুঃ সোঽপি স্বভবনং যযৌ ॥ ৯৮।
ইত্থং স বিমলাদিত্যো বারাণস্যাং শুভপ্রদঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ কুষ্ঠরোগঃ প্রণশ্যতি ॥ ৯৯।
যশ্চৈতাং বিমলাদিত্যকথাং বৈ শৃণুয়ান্নরঃ।
প্রাপ্নোতি নির্ম্মলাং শুদ্ধিং ত্যজ্যতে চ মনোমলৈঃ ॥১০০।

স্কন্দ উবাচ।

গঙ্গাদিত্যোঽস্তি তত্রান্যো বিশ্বেশাৎ দক্ষিণেন বৈ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরঃ শুদ্ধিমিয়াদিহ ॥ ১০১।
যদা গঙ্গা সমায়াতা ভগীরথপুরস্কৃতা।
তদা গঙ্গাং পরিষ্টোতুং রবিস্তত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ১০২।

বিমলাদিত্য হইবে।—এই মূর্ত্তি সমস্ত ভক্তগণের বরদায়িনী, সর্ব্বব্যাধি বিনাশিনী এবং সর্ব্বপাপধ্বংসকারিণী হইবেন ॥ ৯৭ ॥ সূর্য্যদেব এইরূপ বরদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, এবং বিমলও বিমলতনু হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন ॥ ৯৮ ॥ এই রূপে এই বারাণসীক্ষেত্রে শুভপ্রদ বিমলাদিত্যতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিমলাদিত্য দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগ প্রণষ্ট হয় ॥ ৯৯ ॥ হে অগস্ত্য! যে ব্যক্তি এই বিমলাদিত্য আখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়া নির্ম্মল চিত্ত লাভ হয় ॥ ১০০ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে গঙ্গাদিত্য নামে আর একটী তীর্থ আছে। তাহা দর্শন করিলে নরগণ তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা লাভ করেন ॥১০১॥ যৎকালে পতিতপাবনী গঙ্গা ভগীরথকর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন, তৎকালে সূর্য্যদেব তাঁহার স্তব করিবার নিমিত্ত এই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন ॥১০২॥ গঙ্গাভক্তবরপ্রদ

অদ্যাপ্যহর্নিশং গঙ্গাং সম্মুখীকৃত্য ভাস্করঃ।
পরিষ্টৌতি প্রসন্নাত্মা গঙ্গাভক্তবরপ্রদঃ ॥ ১০৩।
গঙ্গাদিত্যং সমারাধ্য বারাণস্যাং নরোত্তমঃ।
ন জাতু দুর্গতিং ক্বাপি লভতে ন চ রোগভাক্ ॥ ১০৪।

স্কন্দ উবাচ।

অন্যং শৃণু মহাভাগ যমাদিত্যস্য সম্ভবম্।
যচ্ছ্রুত্বাপি নরো জাতু যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ১০৫।
যমেশাৎ পশ্চিমে ভাগে বীরেশাৎ পূর্ব্বতো মুনে।
যমাদিত্যং নরো দৃষ্ট্বা যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ১০৬।
যমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ভূতায়াং ভৌমবাসরে।
যমেশ্বরং বিলোক্যাশু সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০৭।
যমতীর্থে যমঃ পূর্ব্বং তপ্ত্বা সুবিমলং তপঃ।
যমেশঞ্চ যমাদিত্যং প্রত্যষ্ঠাৎ ভক্তসিদ্ধদম্ ॥ ১০৮।

ভগবান সূর্য্য অদ্যাপি দিবা নিশি গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া গঙ্গার স্তব করিয়া থাকেন। ১০৩॥ বারাণসীধামে যিনি গঙ্গাদিত্যের আরাধনা করেন কদাচ তাঁহার দুর্গতি হয় না এবং কোন ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ১০৪ ॥

এই রূপ গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া ভগবান্ স্কন্দ পুনর্ব্বার অগস্ত্যকে কহিলেন, হে মহাভাগ! অতঃপর যমাদিত্যের উৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানবকে যমালয় দর্শন করিতে হয় না ॥ ১০৫ ॥ যমেশ্বরের পশ্চিমে বীরেশ্বরের পূর্ব্বভাগে যমাদিত্যদর্শন করিলে নরগণ যমজয়ী হইয়া থাকেন ॥ ১০৬ ॥

চতুর্দ্দশীতিথিতে মঙ্গলবাসরে যমতীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি যমেশ্বর মূর্ত্তি দর্শন করে তাহার সমস্ত পাপ বিমোচন হয়। ১০৭ ॥ একদা পূর্ব্বকালে ভক্তগণ সিদ্ধিপ্রদায়ক যমেশ্বর ও যমাদিত্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সুনির্ম্মল তপ-

যমেন স্থাপিতো যস্মাদাদিত্যস্তত্র কুম্ভজ।
অতঃ স হি যমাদিত্যো যামীং হরতি যাতনাম্ ॥ ১০৯।
যমেশঞ্চ যমাদিত্যং যমেন স্থাপিতং নমন্।
যমতীর্থে কৃতস্নানো যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ১১০।
যমতীর্থে চতুর্দ্দশ্যাং ভরণ্যাং ভৌমবাসরে।
তর্পণং পিণ্ডদানঞ্চ কৃত্বা পিত্রনৃণীভবেৎ ॥ ১১১।
অভিলষ্যন্তি সততং পিতরো নরকৌকসঃ।
ভৌমে ভরণ্যাং ভূতায়াং যদি যোগোয়মুত্তমম্ ॥ ১১২।
কাশ্যাং কশ্চিদ্ যমে তীর্থে কৃত্বা স্নানং মহামতিঃ।
অপি যস্তর্পণং কুর্য্যাৎ সতিলং নো বিমুক্তয়ে ॥ ১১৩।
কিং গয়াগমনৈঃ পুংসাং কিং শ্রাদ্ধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
যদি কাশ্যাং যমে তীর্থে যোগেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধমাপ্যতে ॥১১৪।

শ্চর্য্যা করিয়াছিলেন ॥ ১০৮ ॥ স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! যমের দ্বারা এ স্থানে আদিত্য মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে এই নিমিত্তই এই তীর্থের নাম যম-যন্ত্রণাবিনাশন যমাদিত্য তীর্থ। ১০৯ ॥ যমপ্রতিষ্ঠিত যমাদিত্যতীর্থে স্নান করিয়া যমাদিত্যলিঙ্গকে নমস্কার করিলে যমলোক দর্শন করিতে হয় না ॥১১০॥ চতুর্দ্দশী তিথিতে ভরণীনক্ষত্রে মঙ্গলবাসরে যমতীর্থে পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে মানবগণ পিতৃলোকের ঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় ॥ ১১১ ॥ জীবের কোন পিতৃ লোক নরক বাসী হইলে সর্ব্বদা তাহারা মনে মনে এই অভিলাষ করে যে চতুর্দ্দশী তিথিতে ভরণী নক্ষত্রে মঙ্গলবাসরে যমতীর্থে একটি মুখ্য যোগ উপস্থিত হউক ॥ ১১২ ॥ তাহারা আরও অভিলাষ করে, যে বংশের যদি কোন সুসন্তান কাশীধামে সেই যোগে যমতীর্থে স্নান এবং তিল তর্পণ করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া দেয় তাহা হইলে আমরা নিস্তার পাই। ১১৩ ॥ লোকে যদি যমতীর্থযোগে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের আর গয়াধামে পিণ্ডদান করিবার আবশ্যকতা কি?

শ্রাদ্ধং কৃত্বা যমে তীর্থে পূজয়িত্বা যমেশ্বরম্।
যমাদিত্যং নমস্কৃত্য পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥ ১১৫।

স্কন্দ উবাচ।

ইতি তে দ্বাদশাদিত্যাঃ কথিতাঃ পাপনাশনাঃ।
যৎসম্ভবং সমাকর্ণ্য নরো ন নিরয়ী ভবেৎ॥ ১১৬।
অন্যেঽপি সন্তি ঘটজ রবিভক্তৈরনেকশঃ।
কাশ্যাং সংস্থাপিতাঃ সূর্য্যা গুহ্যকার্কাদয়ঃ কিল॥ ১১৭।
শ্রুত্বা ধ্যায়ানিমান্ পুণ্যান্ দ্বাদশাদিত্যসূচকান্।
শ্রাবয়িত্বাপি নো মর্ত্ত্যো দুর্গতিং যাতি কুত্রচিৎ॥ ১১৮।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অরুণবৃদ্ধকেশববিমল-
গঙ্গাযমাদিত্যবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশ-
ত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ভূরিদক্ষিণ শ্রাদ্ধাদি করিবারই বা প্রয়োজন কি॥ ১১৪॥ যমতীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া যমেশ্বরের পূজা করণানন্তর যমাদিত্যকে নমস্কার করিলে জীবগণ পিতৃলোকের নিকটে অঋণী হয়॥ ১১৫॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এই আমি তোমার নিকটে সর্ব্বপাপবিনাশন দ্বাদশাদিত্যমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, যে ব্যক্তি এই দ্বাদশাদিত্য তীর্থের উৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয় না। ১১৬।

হে কুম্ভযোনে! কাশীধামে বহুতর সূর্য্যভক্ত বহুবিধ সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গুহ্যক অর্ক ইত্যাদি তাঁহাদিগের অনেক নাম আছে। ১১৭॥ ষড়ানন কহিলেন, হে অগস্ত্য! দ্বাদশাদিত্য সম্পর্কীয় এই সকল পুণ্যময় অধ্যায় শ্রবণ করিলে অথবা শ্রবণ করাইলে মানুষের আর দুর্গতি থাকে না। ১১৮॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অরুণ বৃদ্ধ কেশব বিমল
গঙ্গা ও যমাদিত্যবর্ণন নাম এক
পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

গভস্তিমালিনি গতে কাশীং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্।
পুনশ্চিন্তামবাপোচ্চৈর্ম্মন্দরস্থো মুনে হরঃ ॥ ১।
নাদ্যাপ্যায়ান্তি যোগিন্যো নাদ্যাপ্যায়াতি তিগ্মগুঃ
প্রবৃত্তিরপি মে কাশ্যাশ্চিত্রমত্যন্তদুর্ল্লভা ॥ ২।
কিমত্র চিত্রং যৎ কাশী মদীয়মপি মানসম্।
নিশ্চলং চঞ্চলয়তি গণনা কেতরে স্থরে ॥ ৩।
অধাক্ষিষমহং কামং ত্রিজগজ্জিত্বরং দৃশা।
অহো কাশ্যভিলাষোত্র মামেব দুন্নুয়াত্তরাম্ ॥ ৪।
কাশীপ্রবৃত্তিমন্বেষ্টুং কং বা প্রহিণুয়ামিতঃ।
জ্ঞাতুং ক এব নিপুণো যতঃ স চতুরাননঃ ॥ ৫।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! রশ্মিমালি দিবাকর বিদায় হইলে পর মন্দরবাসী ভগবান মহেশ্বর পুনরায় মনে মনে ত্রৈলোক্যমোহিনী কাশীপুরীর চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ অহো! যোগিনীরা অদ্যাপি প্রত্যাবৃত্ত হইল না, সূর্য্যও অদ্যাপি প্রত্যাগত হইলেন না, আমার কাশীপুরীর সুদুর্ল্লভ বিচিত্র বার্ত্তাও শ্রবণ করিতে পারিলাম না।২॥ মোহিনী কাশীপুরী আমার মনোমন্দিরে সমুদিত হইয়া আমার নিশ্চল মানসকেও চঞ্চল করিতেছে! কি,আশ্চর্য্য! যখন আমি এরূপ উৎকণ্ঠিত হইতেছি তখন অপরাপর দেবতারা আর কোথায় আছেন। ৩ ॥ অহো! ত্রিজগৎবিজয়ী কন্দর্পকে আমি একমাত্র কটাক্ষবিক্ষেপে ভস্মসাৎ করিয়াছি অথচ এই কাশীবিরহরূপ অনল আমাকে এইক্ষণে দগ্ধীভূত করিতেছে। ৪ ॥ প্রিয়তমা বারাণসীর প্রিয় বৃত্তান্ত আনয়ন করিবার

ইত্যাহূয় বিধাতারং বহুমানপুরঃসরম্।
তত্রোপবেশ্য শ্রীকণ্ঠঃ প্রোবাচ চতুরাননম্॥ ৬।
যোগিন্যঃ প্রেষিতাঃ পূর্ব্বং প্রেষিতোঽথ সহস্রগুঃ।
নাদ্যাপি তে নিবর্ত্তন্তে কাশ্যাঃ কমলসম্ভব॥ ৭।
সা সমুৎসুকয়েৎ কাশী লোকেশ মম মানসম্।
প্রাকৃতস্য জনস্যেব চঞ্চলাক্ষীব কাচন॥ ৮।
মন্দরেঽত্র রতির্মে ন ভৃশং সুন্দরকন্দরে।
অনচ্ছতুচ্ছপানীয়ে নক্রস্যেবাল্পপল্বলে॥ ৯।
নাবাধিষ্ট তথা মাংস তাপো হালাহলোদ্ভবঃ।
কাশীবিরহজন্মাঽত্র যথা মামতিবাধতে॥ ১০।
শীতরশ্মিঃ শিরঃস্থোপি বর্ষন্ পীযূষশীকরৈঃ।
কাশীবিশ্লেষজং তাপং নাহো গময়িতুং প্রভুঃ॥ ১১।

নিমিত্ত কাহারে এখন এখান হইতে প্রেরণ করি! সুচতুর চতুরানন ব্যতীত তাদৃশ কৌশলচতুর কার্য্যনিপুণ আর কে আছে॥ ৫॥ এইরূপ চিন্তা করিয়া বিশ্বপতি শ্রীকণ্ঠ, চতুর্ম্মুখ বিধাতাকে আহ্বান পূর্ব্বক বহুমানপুরঃসর নিকটে উপবেশন করাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে কমলাসন! ইতি পূর্ব্বে আমি যোগিনীগণকে কাশীতে প্রেরণ করিয়াছি, তাহার পর সূর্য্যকেও পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাঁহারা কেহই অদ্যাপি প্রত্যাগত হইলেন না। হে লোকেশ্বর! চঞ্চলাক্ষী কামিনীরা যেমন প্রাকৃতজনগণের চিত্তচাঞ্চল্য জন্মাইয়া দেয়, সেই কাশীপুরী আমার মানসে তদনুরূপ ঔৎসুক্য জন্মাইয়া দিতেছে। কুম্ভীর যেমন অল্পতোয়া পঙ্কিল পল্বলে বাস করিয়া প্রীতিলাভ করে না, আমারও সেইরূপ এই পরম রমণীয় মন্দরকন্দরে কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। কাশীবিরহরূপ তাপ আমাকে যেরূপ বিদগ্ধ করিতেছে, হলাহলসমুদ্ভূত তাপও আমাকে সেরূপ সন্তপ্ত করিতে পারে না। হে পদ্মযোনে! সুধাকর চন্দ্রমা আমার শিরোদেশে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বদা সুশীতল অমৃত

বিধে বিধেহি মে কার্য্যমার্য্যধূর্য্য মহামতে।
যাহি কাশীমিতস্তূর্ণং যতস্ব চ মমেহিতে॥ ১২।
শস্তং ত্বমেব তদ্বেৎসি কাশীত্যজনকারণম্।
মন্দোঽপি ন ত্যজেৎ কাশীং কিমু যো বেত্তি কিঞ্চন॥১৩।
অদ্যৈব কিং ন গচ্ছেয়ং কাশীং ব্রহ্মন্ স্বমায়য়া।
দিবোদাসং স্বধর্ম্মস্থং নতুল্লঙ্ঘিতুমুৎসহে॥ ১৪।
বিধে সর্ব্ববিধেয়ানি ত্বমেব বিদধাসি যৎ।
ইতি চেতি চ বক্তব্যং ত্বয্যপার্থমতোঽখিলম্॥ ১৫।
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থাস্তে শুভোদর্কো ভবত্বলম্।
আদায়াজ্ঞাং বিধির্মূর্দ্ধ্নি যযৌ বারাণসীং মুদা॥ ১৬।

অভিসিঞ্চন করিতেছেন, তথাপি কাশীবিরহ জনিত তাপ নিবারিত হইতেছে না। অতএব হে প্রজাপতে! হে আর্য্যশ্রেষ্ঠ! হে মহামতে! তুমি সত্বর আমার হিতার্থ বারাণসীধামে যাত্রা কর। যে ব্যক্তি কিছুমাত্র কাশীমাহাত্ম্য অবগত আছে, তাহার কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত মূঢ় লোকেরাও কাশী পরিত্যাগ করিতে চাহে না। কিন্তু আমি যে নিমিত্ত সেই আনন্দকানন কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা তুমি বিশিষ্টরূপেই অবগত আছ। হে ব্রহ্মন্! এস্থলে তুমি এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, অদ্যই বা আমি কি নিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে কাশীধামে গমন করিতেছি না? কিন্তু হে কমল-যোনে! স্বধর্ম্মপরায়ণ রাজা দিবোদাসকে অনাদর করিতে আমার ইচ্ছা হয় না॥ ৬—১৪॥

হে বিধাতঃ! যদি আমি ধার্ম্মিকের অবমাননা করি, তাহা হইলে বিশ্বপ্রসিদ্ধ তোমার এই বিশ্ববিধান সমস্তই বিফল হইয়া যাইবে। হে কমলোদ্ভব! তুমি সচ্ছন্দে গমন কর! তোমার গমনপথের সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত হউক এবং তুমি যে নিমিত্ত গমন করিতেছ, তাহার শুভফল সমুৎপন্ন হউক॥ ১৫॥ প্রজাপতি ব্রহ্মা বিশ্বেশ্বরের এই আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক প্রহৃষ্টচিত্তে

সিতহংসরথস্তূর্ণং প্রাপ্য বারাণসীং পুরীম্।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানমমন্যত তদাত্মভূঃ॥ ১৭।
হংসযানফলং মেঽদ্য জাতং কাশীসমাগমে।
কাশীপ্রাপ্তৌ যতঃ প্রোক্তা অন্তরায়াঃ পদে পদে॥ ১৮।
দৃশি ধাতুরভূদদ্যমদ্দৃশৌ প্রাপ্য সান্বয়ঃ।
স্পষ্টং দৃষ্টিপথং প্রাপ্তা যদেষা নন্দবাটিকা॥ ১৯।
স্বয়ং সিঞ্চতি যা মদ্ভিঃ স্বাভিঃ স্বর্গতরঙ্গিণী।
যত্রানন্দময়া বৃক্ষা যত্রানন্দময়া জনাঃ॥ ২০।
নির্ব্বিশন্তি সদা কাশ্যাং ফলান্যানন্দবন্ত্যপি।
সদৈবানন্দভূঃ কাশী সদৈবানন্দদঃ শিবঃ॥ ২১।
আনন্দরূপা জায়ন্তে তেন কাশ্যাং হি জন্তবঃ।
চরণৌ চরিতুং বিত্তস্তাবেব কৃতিনামিহ॥ ২২।
চরণৌ বিচরেতাং যৌ বিশ্বভর্ত্তুঃ পুরো ভুবি।
তাবেব শ্রবণৌ শ্রোতুং সম্বিদাতে বহুশ্রুতৌ॥ ২৩।

বারাণসীধামে যাত্রা করিলেন॥ ১৬॥ অনন্তর স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা শ্বেতহংস সংযোজিত রথে দ্রুতগতি বারাণসীক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া তদ্দর্শনে আত্মাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন॥১৭॥ শাস্ত্রকারেরা বলেন, জীবের কাশীপ্রাপ্তি পথে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কিন্তু আমার দর্শনেন্দ্রিয় অদ্য সার্থক হইল। আমি যথা যথ এই আনন্দ বাটিকার সুনির্ম্মলবর্ত্ম সুস্পষ্ট দর্শন করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। কাশীসমাগমে অদ্য আমার হংসবাহনের সার্থকতালাভ হইল॥ ১৮॥ ১৯॥ স্বর্গতরঙ্গিণী সুরধুনী স্বয়ং যে কাশীর অভিষেক করেন, যে স্থানের বৃক্ষগণ আনন্দময়, যে স্থানবাসী লোকেরাও আনন্দময়, বৃক্ষের ফলও আনন্দপূর্ণ, কাশীপুরী স্বয়ং আনন্দময়ী এবং কাশীপতি স্বয়ং আনন্দপ্রদ, সেই কাশীধামে সমস্ত জীবগণ আনন্দরূপ প্রাপ্ত হয়। কাশীবাসিগণের চরণই যথার্থ চরণ এবং তাঁহাদের ভ্রমণই যথার্থ ভ্রমণ॥ ২০—২২॥ বিশ্বেশ্বরী

ইহ শ্রুতিমতাং পুংসাং যাভ্যাং কাশী শ্রুতা সকৃৎ।
তদেব মনুতে সর্ব্বং মনস্বিহ মনস্বিনাম্ ॥ ২৪।
যেনানুমন্যতে চৈষা কাশী সর্ব্বপ্রমাণভূঃ।
বুদ্ধির্বুধ্যতি সা সর্ব্বমিহ বুদ্ধিমতাং সতাম্।
যয়ৈতদ্ধূর্জ্জটের্ধাম ধ্রুবং স্ববিষয়ীকৃতম্ ॥ ২৫।
বরং তৃণানি ধান্যানি তানি বাত্যাহতান্যপি।
কাশ্যাং যান্যাপতন্তীহ ন জনাঃ কাশ্যদর্শনাঃ ॥ ২৬।
অদ্য মে সফলঞ্চায়ুঃ পরার্দ্ধদ্বয়সম্মিতম্।
যস্মিন্ সতি ময়া প্রাপি দুষ্প্রাপা কাশিকা পুরী ॥ ২৭।
অহো মে ধর্ম্মসম্পত্তিরহো মে ভাগ্যগৌরবম্।
যদদ্রাক্ষিষমদ্যাহং কাশীং সুচিরচিন্তিতাম্ ॥ ২৮।

পুরীতে যাহারা বিচরণ করে তাহাদের চরণ সার্থক, যাহারা কাশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে তাহাদের বহুশ্রুতি শ্রবণের ফল হয়। যে সকল পুরুষ শ্রুতিপুটে কাশীধামে একটিবার মাত্র কাশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহাদের কর্ণই পবিত্র কর্ণ, কাশীকে যাঁহারা সর্ব্বদা মনে চিন্তা করেন, সেই সকল মনস্বি ব্যক্তির মনই প্রকৃত মনপদবাচ্য। ত্রিভুবনের সমস্ত প্রমাণভূমি কাশীপুরীকে যাঁহারা সর্ব্বদা অন্তরে অনুধ্যান করিয়া এই বিশ্বেশ্বরধাম আত্মার সহিত সংযুক্ত করিতে পারেন, কাশীধামে সেই সকল বুদ্ধিমান মহাত্মারাই প্রকৃত জ্ঞানবান ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ কাশীক্ষেত্রে যে সকল তৃণধান্য জন্মে এবং অন্যত্র হইতে বাত্যাযোগে যে সকল তৃণধান্য আসিয়া কাশীতে পতিত হয়, তাহাও বরং শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যে সকল মনুষ্য কাশী দর্শন করে নাই, তাহারা নিতান্ত অপকৃষ্ট ॥ ২৬ ॥ অদ্য এই দুর্লভ কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়া আমার পরার্দ্ধদ্বয় পরিমিত জীবন সফল হইল ॥২৭॥ অদ্য আমি চিরাভিলষিত কাশীধাম দর্শন করিলাম। অতএব আমার ধর্ম্ম সম্পত্তিও ধন্য, ভাগ্যগৌরবও ধন্য ॥ ২৮ ॥ আমার এতকালের সমর্জ্জিত তপোবৃক্ষ অদ্য এই কাশীধামে

অদ্য মে স্বতপো বৃক্ষো মনোরথফলৈরলম্ ।
শিবভক্ত্যম্বুনাসিক্তঃ ফলিতোতিবৃহত্তরৈঃ ॥ ২৯ ।
ময়া ব্যধায়ি বহুধা সৃষ্টিঃ সৃষ্টিং বিতন্বতা ।
পরমন্যাদৃশী কাশী স্বয়ং বিশ্বেশনির্ম্মিতিঃ ॥ ৩০ ।
ইতি হৃষ্টমনাবেধা দৃষ্ট্বা বারাণসীং পুরীম্ ।
বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ রাজানঞ্চ দদর্শ হ ॥ ৩১ ।
জলার্দ্রাক্ষতপাণিশ্চ স্বস্ত্যুক্ত্বা পৃথিবীভুজে ।
কৃতপ্রণামো রাজ্ঞ্যাথভেজে তদ্দত্তমাসনম্ ॥ ৩২ ।
কৃতমানো নৃপতিনা সোভ্যুত্থানাসনাদিভিঃ ।
বিপ্রো ব্যজিজ্ঞপদ্ভূপং পৃষ্টা গমনকারণম্ ॥ ৩৩ ।

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ভূপাল বহুকালীনোস্ম্যহমত্র চিরন্তনঃ ।
ত্বন্তু মাং নৈব জানাসি জানে ত্বাং হি রিপুঞ্জয়ম্ ॥৩৪।

শিবভক্তিসলিলে অভিসিঞ্চিত হইয়া শাখা পল্লবে পরিবর্দ্ধিত এবং বৃহত্তর কমনীয় ফলে অলঙ্কৃত হইল ॥ ২৯ ॥ আমি বিধাতা, আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি প্রজাপতি, আমি এই সমস্ত বিশ্বসংসার সৃজন করিয়াছি, কিন্তু তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। স্বয়ং বিশ্বেশ্বরবিনির্ম্মিত এই অদ্বিতীয় কাশীপুরীর আর তুলনা নাই। ত্রিজগতের অপরাপর সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা এই বারাণসীই গরীয়সী ॥ ৩০ ॥ বিশ্বধাতা বিরিঞ্চি এইরূপ সানন্দচিত্তে বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশে পুরীপ্রবেশপূর্ব্বক রাজা দিবোদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ॥ ৩১ ॥ সেই বৃদ্ধবিপ্রবেশী ব্রহ্মা স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক বারিসিক্ত আতপতণ্ডুলে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজা দিবোদাস ও ভক্তিভাবে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন। বিপ্রবর আসন গ্রহণ পূর্ব্বক রাজাকে অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে রাজা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ভূপাল! আমি

পরঃশতা ময়া দৃষ্টা রাজানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
বিজিতানেকসংগ্রামা যাযজূকা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ৩৫।
বিনিষ্কৃতারিষড়্বর্গাঃ সুশীলাঃ সত্ত্বশালিনঃ।
শ্রুতস্য পারদৃশ্বানো রাজনীতিবিচক্ষণাঃ॥ ৩৬।
দয়াদাক্ষিণ্যনিপুণাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ।
ক্ষময়া ক্ষময়াতুল্যা গাম্ভীর্য্যজিতসাগরাঃ॥ ৩৭।
জিতরোষরয়াঃ শূরাঃ সৌম্য সৌন্দর্য্যভূময়ঃ।
ইত্যাদিগুণসম্পন্নাঃ সুসঞ্চিতযশোধনাঃ॥ ৩৮।
পরং দ্বিত্রাঃ পবিত্রা যে রাজর্ষে তব সদ্গুণাঃ।
তেষেষু রাজসু মম প্রায়শো ন দৃশং গতাঃ॥ ৩৯।
প্রজা নিজকুটুম্বস্তং ত্বন্তু ভূদেবদৈবতঃ।
মহাতপঃ সহায়স্ত্বং যথা নান্যে তথা নৃপাঃ॥ ৪০।

এই স্থানে বহুকাল অবস্থান করিতেছি, তোমাকে আমি বিশেষরূপে জানি। কিন্তু হে রিপুঞ্জয়! তুমি আমাকে জান না॥ ৩৪॥ হে মহারাজ! আমি বহুতর বদান্যবর, বহুসংগ্রামবিজয়ী, ভূরিদক্ষিণযাগশীল, জিতেন্দ্রিয়, ষড়রিপুজয়ী, সুশীল, মহাসত্বশালী, শ্রুতিপরায়ণ, রাজনীতিজ্ঞ, দয়াদাক্ষিণ্যবান্, সত্য-ব্রত, ধরাসম ধৈর্য্যশালী, সমুদ্র সদৃশ গাম্ভীর্য্যশীল, জিতক্রোধ, মহাবীর, সৌম-মূর্ত্তি এবং ধনরত্নে ও যশরত্নে অলঙ্কৃত নরপতি দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তোমার তুল্য ধার্ম্মিক দেখি নাই, হে মহারাজ! প্রজার সহিত তোমার কুটুম্ব সম্বন্ধ। তুমি ভূদেবমধ্যে দেবতুল্য, মহাতপোবল তোমার সহায়, এই সকল মহৎগুণ তোমার শরীরে যেমন আছে তাদৃশ মহৎগুণ আমি আর কোন ভূপতিতেই দর্শন করি নাই। হে নরবর! জগতে তুমিই সকলের নিকট ধন্য ও মান্য। সাধুগুণে তুমি সকলের নিকট পূজনীয়, হে দিবোদাস! দেবতারাও তোমার ভয়ে বিমান মার্গে গমন করেন না। হে ধর্ম্মশীল! তোমার নিকটে আমাদের কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, তথাচ আমরা কি নিমিত্ত তোমার স্তব করি। হে ভূমীন্দ্র!

ধন্যো মান্যোঽসি চ সতাং পূজনীয়োঽসি সদ্গুণৈঃ।
দেবা অপি দিবোদাসত্বত্ত্রাসান্ন বিমার্গগাঃ॥ ৪১।
কিং নঃ স্তুত্যা তব নৃপ দ্বিজানামস্পৃহাবতাম্।
কিং কুর্ব্বন্ত্বদ্গুণগ্রামা স্তাবকান্ নঃ প্রকুর্ব্বতে॥ ৪২।
গোষ্ঠী তিষ্ঠত্বিয়ং তাবৎ প্রস্তুতং স্তৌমি সাম্প্রতম্।
যষ্টুকামোঽস্ম্যহং রাজন্ ত্বাং সহায়মতো বৃণে॥ ৪৩।
ত্বয়া রাজন্বতী চৈষাবনিঃ সর্ব্বর্দ্ধিভাজনম্।
অহঞ্চাস্তি ধনো রাজন্ ন্যায়োপাত্ত মহাধনঃ॥ ৪৪।
ইয়ঞ্চ রাজধানী তে কর্ম্মভূমাবনুত্তমা।
যস্যাং কৃতানাং কার্য্যাণাং সম্বর্ত্তেঽপি ন সংক্ষয়ঃ॥ ৪৫।
সঞ্চিতং যদ্ধনং পুংভির্ন্যস্মান্ মার্গগামিভিঃ।
তৎ কাশ্যাং বিনিযুজ্যেত ক্লেশায়েতরথা ভবেৎ॥ ৪৬।

তোমার অসাধারণ গুন গ্রামই আমাদিগকে স্তাবক করিবার নিমিত্ত স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে। হে মহারাজ! এক্ষণে সেই সকল কথা দূরে থাকুক, প্রকৃত প্রস্তাবের সূত্রপাত করি, সম্প্রতি আমি একটি যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি, তুমি সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে সহায় হও। হে নরবর! ন্যায়োপার্জ্জিত ধনই আমার পক্ষে মহাধন! তাহাই আমি কামনা করি। সেই ধন আর কোথাও নাই, কেবল তোমার ভাণ্ডারেই আছে, এই নিমিত্তই তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। তুমি জগতের সমস্ত রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরাজা! ধনরত্নবতী ধরণী তোমারে ধরাপতিত্বে প্রাপ্ত হইয়া আপনার ধরানাম সার্থক ভাবিতেছেন। হে মহারাজ! আরও যে স্থানে তোমার রাজধানী, সেই স্থানটী সমস্ত কর্ম্মভূমির মধ্যে উৎকৃষ্ট। এই অক্ষয় ভূমিতে সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিলে অনন্তকালেও তাহা ক্ষয় হয় না। হে ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতে! সন্মার্গগামি পুরুষগণের সৎপথাবলম্বনে যে ধন সঞ্চিত হয়, তাহা তাঁহারা এই কাশীধামেই বিন্যস্ত করিয়া ত্যক্তধনের বিনিময়ে মুক্তি ইচ্ছা করেন। অন্যত্রে অপর বিষয়ে

মহিমানং পরং কাশ্যাঃ কোঽপি বেদনভূপতে।
ঋতে ত্রিনয়নাচ্ছম্ভোঃ সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনঃ॥ ৪৭।
মন্যে ধন্যতরোঽসি ত্বং বহুজন্মশতার্জ্জিতৈঃ।
সুকৃতৈঃ পাসি যৎ কাশীং বিশ্বভর্ত্তুঃ পরান্তনুম্॥ ৪৮।
কাশী ত্রিজগতীসারস্ত্রিবেদীসার এব বৈ।
ত্রিবর্গোত্তরসারশ্চ নির্ণীতেতি মহর্ষিভিঃ॥ ৪৯।
বিশ্বেশানুগ্রহেণৈব ত্বয়ৈষা পাল্যতে পুরী।
একস্যাপ্যবনাৎ কাশ্যাং ত্রৈলোক্যমবিতং ভবেৎ॥৫০।
অন্যচ্চ তে হিতং বচ্মি যদি তে রোচতেঽনঘ।
প্রীণনীয়ঃ সদৈবৈকো বিশ্বেশঃ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥ ৫১।

সেই ধন বিনিয়োগ করিলে নিরর্থক হয়॥ ৩৫—৪৬॥ হে ধরেশ্বর! সর্ব্বজ্ঞানপ্রদাতা কাশীপতিত্রিলোচন, বিশ্বপাতা, শম্ভু, বিশ্বেশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই কাশীর মাহাত্ম্য জানে না। বেদেও এই নিগূঢ়তত্ত্ব নিরূপিত নাই॥ ৪৭॥

এই কাশীপুরী বিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয় দেহরূপিণী। হে পুণ্যশীল! তুমি বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃত পুণ্যফলে এই পবিত্রবারাণসীধাম রক্ষা করিতেছ, অতএব তুমিই এই ধরাধামে ধন্য এবং তুমিই এই মহীতলে মান্য॥ ৪৮॥ হে রাজন্! এই কাশীধাম ত্রিজগতের সার, ত্রিবেদের সার এবং ত্রিবর্গের সারভূমি। মহাযোগশীল মহর্ষিরাই এই নির্ম্মলতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন॥ ৪৯॥ হে পৃথিবীপাল! মহেশ্বর বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহেই তুমি এই বিশ্বেশ্বরপুরী পরিপালন করিতেছ। তুমি একাকী জগৎরক্ষণে নিযুক্ত হওয়াতে এককালে ত্রিজগৎ সুরক্ষিত হইতেছে॥ ৫০॥ হে মহারাজ! আরও আমি তোমারে কিছু হিত কথা বলি। হে নিষ্পাপ! যদি তোমার অভিরুচি হয়, শ্রবণ কর। যিনি সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যোগাতীত বিশ্বেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন, তাঁহার সমস্ত দেবগণকে প্রীত করা হয়॥ ৫১॥ হে রাজন্! অন্য

অন্যদেবধিয়া রাজন্ বিশ্বেশং পশ্য মাক্বচিৎ।
ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রচন্দ্রার্কাঃ ক্রীড়েয়ং তস্য ধূর্জ্জটেঃ॥ ৫২।
বিপ্রৈরুদর্কমিচ্ছদ্ভিঃ শিক্ষণীয়া যতো নৃপাঃ।
অতস্তব হিতং খ্যাতং কিং বামে চিন্তয়ানয়া॥ ৫৩।
ইতি জোষং স্থিতং বিপ্রং প্রত্যুবাচ নৃপোত্তমঃ।
সর্ব্বং ময়া হৃদিধৃতং যত্ত্বয়োক্তং দ্বিজোত্তম॥ ৫৪।

রাজোবাচ।

অহং যিযক্ষমাণস্য তব সাহায্যকর্ম্মণি।
দাসোঽস্মি যজ্ঞসম্ভারান্নয়মেকোষতোঽখিলান্॥ ৫৫।
যদস্তি মেঽখিলং তত্র সপ্তাঙ্গেঽপি ভবান্ প্রভুঃ।
যজস্বৈকমনা ব্রহ্মন্ সিদ্ধং মন্যস্ব বাঞ্ছিতম্॥ ৫৬।

দেবতাজ্ঞানে কদাচ বিশ্বেশ্বরকে বিলোকন করিও না। তিনি সামান্য দেবতা নহেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার ক্রিড়াসামগ্রী॥ ৫২॥ হে মহারাজ! যে সকল ব্রাহ্মণ পুরস্কার লাভের বাসনা রাখেন, তাঁহারাই রাজগণকে সদুপদেশ দান করেন। আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, অপর কোন চিন্তাও নাই। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! কেবল তোমার হিতের নিমিত্তই আমি এই সকল তত্ত্বকথা ব্যক্ত করিলাম॥ ৫৩॥

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা দিবোদাসকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে পর রাজা দিবোদাস ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তুমি যে সকল সারতত্ত্ব উপদেশ করিলে, তাহা আমি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি॥ ৫৪॥ হে দ্বিজবর! আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষী হইয়াছেন পরম সৌভাগ্য। এ সঙ্কল্পে আমি সাধ্যমত সাহায্য করিতে সর্ব্বতোভাবেই প্রস্তুত আছি। আমি আপনার দাস। যজ্ঞে যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমস্তই আপনি আমার ধনাগার হইতে গ্রহণ করুন॥ ৫৫॥ হে ভূদেব! আমার রাজ্যমধ্যে যে নিখিল বস্তু আছে, আপনিই তৎসমস্তের স্বামী।

রাজ্যং করোমি যদ্ব্রহ্মন্ স্বার্থং তন্ন মনাগপি।
পুত্রৈঃ কলত্রৈর্দেহেন পরোপকৃতয়ে যতে॥ ৫৭।
রাজ্ঞাং ক্রতুক্রিয়াভ্যোঽপি তীর্থেভ্যোঽপি সমন্ততঃ।
প্রজাপালনমেবৈকো ধর্ম্মঃ প্রোক্তো মনীসিভিঃ॥ ৫৮।
প্রজা সন্তাপজো বহ্নির্বজ্রাগ্নেরপি দারুণঃ।
দ্বিত্রান্ দহতি বজ্রাগ্নিঃ পূর্ব্বো রাজ্যং কুলং তনুম্ ॥৫৯।
যদাঽবভৃথসিম্নাস্তূর্ভবেয়ং দ্বিজসত্তম।
তদা বিপ্রপদাম্ভোভিরভিষেকং করোম্যহম্॥ ৬০।
হবনং ব্রাহ্মণমুখে যৎ করোমি দ্বিজোত্তম।
মন্যে ক্রতুক্রিয়াভ্যোপি তদ্বিশিষ্টং মহামতে॥ ৬১।

অভিলষিত যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আপনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারেন॥ ৫৬॥ হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমি কোন প্রকার স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত রাজত্ব করিতেছি না। আমার নিজের নিমিত্ত আমি কিছু মাত্র অভিলাষ করি না। স্ত্রী পুত্রের সুখের নিমিত্ত আমার এই রাজ্যপালন নহে। যে কার্য্যে রাজা ও রাজ্য উভয়ই সার্থক হয়, সেই পরোপকার মহাব্রতের নিনিত্তই আমি চিরজীবন যত্নবান ॥ ৫৭॥ হে ব্রাহ্মণ! পণ্ডিতেরা বলেন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও তীর্থসেবা সমস্ত রাজগণের ধর্ম্ম বটে, তথাপি একমাত্র প্রজাপালনই রাজার পরম ধর্ম্ম ॥৫৮॥ হে যজ্ঞশীল দ্বিজসত্তম! যে রাজা প্রজা পীড়ন করেন, তিনি ঘোরতর পাষণ্ড। কারণ প্রজাগণের সন্তাপানল ভীষণ বজ্রানল অপেক্ষাও অতি ভীষণ। বজ্রাগ্নি কেবল দুই তিন ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু প্রজার সন্তাপাগ্নি সেই প্রজাপীড়ক রাজাকে, তাঁহার রাজ্যকে এবং তাঁহার বংশকে এককালে বিনষ্ট করিয়া দেয়॥ ৫৯॥ হে বিপ্রসত্তম! ব্রাহ্মণে আমার এতদূর অনুরাগ যে, যজ্ঞাবসানে অবভৃতস্নান না করিয়া ব্রাহ্মণের পাদোদকেই আমি আত্মার অভিষেক করি॥ ৬০॥ হে মহামতে! ব্রাহ্মণের মুখাগ্নিতেই আমি হোমক্রিয়া সমাধান করি। সেই

অভিলাষেষু সর্ব্বেষু জাগর্ত্ত্যেকো হৃদীহ মে।
অদ্যাপি মার্গণঃ কোঽপি দৃষ্টব্যঃ স্বতনোরপি ॥ ৬২ ।
অহো অহোভির্বহুভিঃ ফলিতো মে মনোরথঃ।
যত্ত্বং মেঽদ্য গৃহে প্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎ প্রার্থয়িতুং দ্বিজ ॥৬৩।
একাগ্রমানসো বিপ্র যজ্ঞান্ বিপুলদক্ষিণান্।
বহূন্ যজ কৃতং বিদ্ধি সাহায্যং সর্ব্ববস্তুষু ॥ ৬৪ ।
ইতি রাজ্ঞো মহাবুদ্ধের্ধর্ম্মশীলস্য ভাষিতম্।
শ্রুত্বা তুষ্টমনাঃ স্রষ্টা ক্রতুসম্ভারমাহরৎ ॥ ৬৫ ।
সাহায্যং প্রাপ্য রাজর্ষের্দিবোদাসস্য পদ্মভূঃ।
ইয়াজ দশভিঃ কাশ্যামশ্বমেধৈর্মহামখৈঃ ॥ ৬৬ ।

হোম আমার পক্ষে স্বকৃতযজ্ঞহোম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ॥ ৬১ ॥ হে বিপ্র! বহু অভিলাষের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ অভিলাষ অদ্যাপি আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। মনের মত লোক চিরদিন অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু একটীও নয়নগোচর হয় নাই। বহুদিনের পর সেই অভিলাষ আমার পরিপূর্ণ হইল। আপনাকে আমি নিজগৃহেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে হে ব্রহ্মণ! আপনার নিকট আমার কিঞ্চিৎ প্রার্থনা আছে। আপনার মহৎসঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া আমার মনের একাগ্রতা জন্মিয়াছে। আপনি বহুতর ভূরিদক্ষিণযজ্ঞ আরম্ভ করুন আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সেই সমস্ত যজ্ঞে আপনার যে কোন বস্তু প্রয়োজন হইবে, তৎসমস্তই আমি সাহায্য করিব ॥ ৬২। ৬৩ ৬৪ ॥

ছদ্মবেশী প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই মহাজ্ঞানবান ধর্ম্মশীল রাজা দিবোদাসের অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে যজ্ঞসম্ভার আহরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ভগবান পদ্মযোনি এইরূপে রাজর্ষি দিবোদাসের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাশীধামে দশাশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥ সেই যজ্ঞের হোমসম্ভূত ধূমপুঞ্জ সমস্ত গগণ

অদ্যাপি হোমধূমৌঘৈর্য্যদ্ব্যাপ্তং গগনান্তরম্।
তদা প্রভৃতি ন ব্যোম নীলিমানঞ্জহাত্যদঃ॥ ৬৭।
তীর্থং দশাশ্বমেধাখ্যং প্রথিতম্ জগতীতলে।
তদা প্রভৃতি তত্রাসীদ্বারাণস্যাং শুভপ্রদম্॥ ৬৮।
পুরা রুদ্রসরো নাম তত্তীর্থং কলশোদ্ভব।
দশাশ্বমেধিকং পশ্চাজ্জাতং বিধিপরিগ্রহাৎ॥ ৬৯।
স্বর্দ্ধুন্যথ ততঃ প্রাপ্তা ভগীরথসমাগমাৎ।
অতীব পুণ্যবজ্জাতমতস্তত্তীর্থমুত্তমম্॥ ৭০।
বিধির্দ্দশাশ্বমেধেশং লিঙ্গং সংস্থাপ্য তত্র বৈ।
স্থিতবান্নগতোঽদ্যাপি ক্বাপি কাশীং বিহায় তু॥ ৭১।
রাজ্ঞো ধর্ম্মরতেস্তস্য ছিদ্রং নাবাপ কিঞ্চন।
অতঃ পুরারেঃ পুরতো ব্রজিত্বা কিং বদের্দ্বিধিঃ॥ ৭২।

মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। তদবধি আকাশ এপর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যাগ করে নাই॥ ৬৭॥ কমলযোনি বিধাতা এককালে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া তদবধি বিশ্বেশ্বরধামে বিশ্ববিখ্যাত শুভপ্রদ দশাশ্বমেধতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে॥ ৬৮॥ হে ঘটোদ্ভব! পূর্ব্বে এই স্থানের নাম রুদ্রসরোবর ছিল। ব্রহ্মার যজ্ঞানুষ্ঠানাবধি দশাশ্বমেধতীর্থ নাম করণ হইয়াছে॥ ৬৯॥ দশাশ্বমেধতীর্থ প্রথমাবধিই পবিত্র তাহার পর রাজা ভগীরথ যখন ধরনীতে সুরধুনী আনয়ন করেন, সেই সময় আবার সেই পবিত্রতার সহিত পতিতপাবনী ভাগীরথীর সম্মিলন হয়। সেই নিমিত্তই এই দশাশ্বমেধতীর্থ বহুপুণ্যপ্রদ অনুত্তম তীর্থ॥৭০॥ বিধাতা এই কাশীধামে দশাশ্বমেধতীর্থে দশাশ্বমেধেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই লিঙ্গ অদ্যাপি সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন; বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া কদাচ কুত্রাপি গমন করেন নাই॥ ৭১॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ধর্ম্মপরায়ণ রাজা দিবোদাসের কিছুমাত্র

ক্ষেত্রপ্রভাবং বিজ্ঞায় ধ্যায়ন্ বিশ্বেশ্বরং শিবম্।
ব্রহ্মেশ্বরঞ্চ সংস্থাপ্য বিধিস্তত্রৈব সংস্থিতঃ॥ ৭৩।
পরা তনুরিয়ং কাশী বিশ্বেশস্যেতি নিশ্চিতম্।
অস্যাঃ সংসেবনাচ্ছম্ভুর্ন কুপ্যতি পুরা ময়ি॥ ৭৪।
কঃ প্রাপ্য কাশীং দুর্মেধাঃ পুনস্ত্যক্তুমিহেহতে।
অনেকজন্মজনিতকর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমাম্॥ ৭৫।
বিশ্বসন্তাপসংহর্ত্তুঃ স্থানে বিশ্বপতেস্তনুঃ।
সন্তাপ্যতেতরাং কাশ্যা বিশ্লেষজমহাগ্নিনা॥ ৭৬।
প্রাপ্য কাশীং ত্যজেৎ যস্তু সমস্তাঘৌঘনাশিনীম্।
নৃপশুঃ স পরিজ্ঞেয়ো মহাসৌখ্যপরাঙ্মুখঃ॥ ৭৭।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীং যঃ কাঙ্ক্ষেত্ত্যক্ত্বা সংসারদুর্গতিম্।
তেন কাশী ন সন্ত্যাজ্যা যদ্যাপ্তেশাদনুগ্রহাৎ॥ ৭৮।

ছিদ্র প্রাপ্ত না হইয়া কমলাসন ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে কার্য্যে আসিয়াছিলাম, তাহা ত বৃথা হইল, এক্ষণে ত্রিপুরারির নিকট প্রতিগমন করিয়া কি বলিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কাশী-ক্ষেত্রমাহাত্ম্য হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক কাশীতে এক ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ সংস্থাপন করিলেন এবং মন্দরে প্রতিগমন না করিয়া কাশীধামেই অবস্থানপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন॥ ৭২। ৭৩॥ কারণ বিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয় দেহরূপিনী কাশীপুরীর সেবায় তৎপর থাকাতে তাঁহার সমীপস্থ না হইলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন না॥ ৭৪॥ বহুজন্মজনিত কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষম বিমুক্তিদায়িনী কাশীপুরী প্রাপ্ত হইয়া কোন্ অবোধ ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? ৭৫॥ যিনি সমস্ত বিশ্বসংসারের সন্তাপ হরণ করেন, কাশীবিরহরূপ মহানল সেই বিশ্বপতিকেও সন্তপ্ত করিতেছে॥৭৬॥ সর্ব্বপাপরিনাশিনী কাশী-পুরী প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়া যায়, সেই পামর সর্ব্বসুখ বঞ্চিত নরপশুর তুল্য॥ ৭৭॥ যাহারা সংসার দুর্গতি হইতে বিনির্মুক্তি

যঃ কাশীং সম্পরিত্যজ্য গচ্ছেদন্যত্র দুর্ম্মতিঃ।
তস্য হস্ততলাদ্ গচ্ছেচ্চতুর্ব্বর্গফলোদয়ঃ ॥ ৭৯।
নিবর্হণীমঘৌঘস্য সুপুণ্যপরিবৃংহিণীম্।
কঃ প্রাপ্য কাশীং দুর্ম্মেধাস্ত্যজেন্ মোক্ষসুখপ্রদাম্ ॥৮০।
সত্যলোকে ক্ব তৎসৌখ্যং ক্ব সৌখ্যং বৈষ্ণবে পদে।
যৎ সৌখ্যং লভ্যতে কাশ্যাং নিমেষার্দ্ধনিষেবণাৎ ॥৮১।
বারাণসীগুণগণান্নির্ণীয় দ্রুহিণস্ত্বিতি।
ব্যাবৃত্য মন্দরগিরিং ন পুনঃ প্রত্যগান্ মুনে ॥ ৮২।

স্কন্দ উবাচ।

মিত্রাবরুণসম্ভূত মহিমানং ব্রবীমি তে।
কাশ্যাং দশাশ্বমেধস্য সর্ব্বতীর্থশিরোমণেঃ ॥ ৮৩।
দশাশ্বমেধিকং প্রাপ্য সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদক্ষয়মিহেরিতম্ ॥ ৮৪।

ও নির্ব্বাণলক্ষ্মী কামনা করে, তাহারা যদি বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে কাশীধামে স্থান প্রাপ্ত হয়, তবে যেন আর জীবনকালের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া না যায় ॥ ৭৮ ॥ যে দুর্ম্মতি প্রাপ্তকাশী পরিত্যাগ করে, তাহার করতল হইতে চতুর্ব্বর্গ পরিভ্রষ্ট হয় ॥ ৭৯ ॥ কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি পামর সর্ব্বপাপপ্রনাশিনী সর্ব্বপুণ্যবিবর্দ্ধিনী এবং সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী বিশ্বেশ্বরপুরী কাশীপুরী পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করে? ৮০ ॥ সত্যলোকেই বা কি সুখ আছে, বিষ্ণুলোকেই বা কি সুখ আছে, নিমেষার্দ্ধকাল কাশীবাসে যে সুখ লাভ হয়, তেমন মহাসুখ আর ত্রিজগতে নাই ॥ ৮১ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! বারাণসীর গুণরাশি অনুধাবন করিয়া ভূতভাবন চতুরানন বারাণসীধামেই অবস্থান করিলেন, মন্দরপর্ব্বতে প্রতিগমন করিলেন না ॥ ৮২ ॥ হে মৈত্রাবরুণে! সর্ব্বতীর্থশিরোমণি দশাশ্বমেধ তীর্থের অপর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮৩ ॥ সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ

স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্।
সন্ধ্যোপাস্তিস্তর্পণঞ্চ শ্রাদ্ধং পিতৃসমর্চ্চনম্॥ ৮৫।
দশাশ্বমেধিকে তীর্থে সকৃৎ স্নাত্বা নরোত্তমঃ।
দৃষ্ট্বা দশাশ্বমেধেশং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৮৬।
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে প্রাপ্য প্রতিপদং তিথিম্।
দশাশ্বমেধিকে স্নাত্বা মুচ্যতে জন্মপাতকৈঃ॥ ৮৭।
জ্যৈষ্ঠে শুক্লদ্বিতীয়ায়াং স্নাত্বা রুদ্রসরোবরে।
জন্মদ্বয়কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ৮৮।
এবং সর্ব্বাসু তিথিষু ক্রমস্নায়ী নরোত্তমঃ।
আশুক্লপক্ষদশমীং প্রতিজন্মাঘমুৎসৃজেৎ॥ ৮৯।
তিথিং দশহরাং প্রাপ্য দশজন্মাঘহারিণীম্।
দশাশ্বমেধিকে স্নাতো যামীং পশ্যেন্ন যাতনাম্॥ ৯০।

দশাশ্বমেধতীর্থে লোকে স্নান, দান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবপূজা, সন্ধ্যোপাসনা, পিতৃতর্পণ এবং পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে॥ ৮৪। ৮৫॥ যে পুণ্যবান দশাশ্বমেধতীর্থে একবার মাত্র স্নান করিয়া দশাশ্বমেধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন॥ ৮৬॥ জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদে দশাশ্বমেধ তীর্থে স্নান করিলে ইহ জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়। জ্যৈষ্ঠ শুক্লদ্বিতীয়ায় রুদ্র-সরোবরে স্নান করিলে দুই জন্মের পাতক বিনষ্ট হয়। শুক্লপক্ষের দশমী হইতে প্রত্যেক তিথিতে ধারাবাহিক স্নান করিলে প্রতিজন্মের পাপক্ষয় হইয়া থাকে। দশজন্মার্জ্জিতপাপহরা দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধতীর্থে স্নান করিলে যমপুরী দর্শন অথবা যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে দশবিধ পাপক্ষয় হয় তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া দশাশ্বমেধেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে জীবের আর গর্ভ যন্ত্রণা

লিঙ্গং দশাশ্বমেধেশং দৃষ্ট্বা দশহরা তিথৌ।
দশজন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈস্ত্যজ্যতে নাত্রসংশয়ঃ॥ ৯১।
স্নাতো দশহরায়াং যঃ পূজয়েল্লিঙ্গমুত্তমম্।
ভক্ত্যা দশাশ্বমেধেশং ন তং গর্ভদশা স্পৃশেৎ॥ ৯২।
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে স্নাত্বা রুদ্রসরে নরঃ।
কুর্ব্বন্ বৈ বার্ষিকীং যাত্রাং ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে॥ ৯৩।
দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্যৎ ফলং সম্যগাপ্যতে।
দশাশ্বমেধে তন্নূ্যনং স্নাত্বা দশহরাতিথৌ॥ ৯৪।
স্বর্ধুন্যাঃ পশ্চিমে তীরে নত্বা দশহরেশ্বরম্।
ন দুর্দ্দশামবাপ্নোতি পুমান্ পুণ্যতমঃ ক্বচিৎ॥ ৯৫।
যৎ কাশ্যাং দক্ষিণদ্বারমন্তর্গেহস্য কীর্ত্ত্যতে।
তত্র ব্রহ্মেশ্বরং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৯৬।
ইতি ব্রাহ্মণবেশেন বারাণস্যাং মহাধিয়া।
দ্রুহিণেন স্থিতং তাবৎ যাবৎ বিশ্বেশ্বরাগমঃ॥ ৯৭।

ভোগ করিতে হয় না। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে রুদ্রসরে বার্ষিকী যাত্রা করিলে কোন বিঘ্নই সমুপস্থিত হয় না। দশাশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে অবভৃথ স্নানে যে ফল লাভ হয়, দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধতীর্থে স্নান করিলে নিশ্চয়ই সেই ফল হইয়া থাকে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে যিনি দশহরেশ্বর লিঙ্গকে নমস্কার করেন, সেই পুণ্যবান মানবকে কখনই দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইতে হয় না ॥ ৮৭—৯৫ ॥ কাশীপুরীর দক্ষিণদ্বারে যিনি ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গের দর্শন ও নামানুকীর্ত্তন করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ৯৬ ॥ কাশীনাথ যদবধি কাশীধামে আগমন না করিলেন, মহাজ্ঞানবান প্রজাপতি ব্রহ্মা তদবধি এই প্রকারে বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশে কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন ॥৯৭॥ হে অগস্ত্য! রাজেন্দ্র দিবোদাস সেই যজ্ঞানুষ্ঠানকারী বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপি ব্রহ্মার নিমিত্ত ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গের সমীপদেশে মনোহারিণী মহতী এক ব্রহ্মশালা প্রস্তুত

দিবোদাসোঽপি রাজেন্দ্রো বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপিণে।
ব্রহ্মণে কৃতযজ্ঞায় ব্রহ্মশালামকল্পয়ৎ ॥ ৯৮।
ব্রহ্মেশ্বরসমীপে তু ব্রহ্মশালা মনোহরা।
ব্রহ্মা তত্রাবসদ্ব্যোম ব্রহ্মঘোষৈর্নিনাদয়ন্ ॥ ৯৯।
ইতি তে কথিতো ব্রহ্মন্ মহিমাতিমহত্তরঃ।
দশাশ্বমেধতীর্থস্য সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনঃ ॥ ১০০।
শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং শ্রাবয়িত্বা তথৈব চ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া মানবোত্তমঃ ॥ ১০১।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দশাশ্বমেধবর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

করিয়া দিলেন! ব্রহ্মা সেইস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক অত্যুচ্চ বেদধ্বনিতে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন ॥ ৯৮। ৯৯ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপবিনাশন দশাশ্বমেধতীর্থের অতীব বিচিত্র মহিমা কীর্ত্তন করিলাম ॥ ১০০ ॥ যিনি ভক্তিপূর্ব্বক পবিত্র মহিমাময় পুণ্যপ্রদ এই সকল অধ্যায় শ্রবণ করেন, অথবা অপরকে শ্রবণ করান, তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দশাশ্বমেধ বর্ণন নাম
দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্তিরুবাচ।

অপূর্ব্বেয়ং কথা খ্যাতা ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিত্তম।
কিঞ্চকার পুনঃ শম্ভুস্তত্র ব্রহ্মণ্যপি স্থিতে ॥ ১।

স্কন্দ উবাচ।

শৃণ্বগস্ত্য মহাভাগ কাশ্যাং ব্রহ্মণ্যপি স্থিতে।
গিরিশশ্চিন্তয়ামাস ভৃশমুদ্বিগ্নমানসঃ ॥ ২।
পুরী সা যাদৃশী কাশী বশীকরণভূমিকা।
ন তাদৃশী দৃশীহাসীৎ ক্বচিন্ মে প্রায়শোধ্রুবম্ ॥ ৩।
যো যো যাতি পুরীং তান্তু স স তত্রৈব তিষ্ঠতি।
অভূবন্ননুযোগিন্যো যোগিন্যঃ কাশীসঙ্গতাঃ ॥ ৪।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ব্রহ্মবিদুত্তম! আপনার এই বাক্যগুলি অতিঅপূর্ব্ব! এক্ষণে আমি আরও কিছু শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা কাশীবাসী হইলে মন্দরস্থিত কাশীপতি অবশেষে কি করিয়াছিলেন? ১॥ স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য! বিধাতা বারাণসীতে অবস্থিত হইলে বিশ্বেশ্বর মন্দরপর্ব্বতে অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কাশীপুরী যেমন বশীকরণভূমি, তাদৃশী মোহিনীপুরী প্রায় কুত্রাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় না॥ ২॥ ৩॥ হায়! কাশীতে যে যায়, সে সেই স্থানেই থাকে। যোগিনীগণকে পাঠাইলাম, সেই যোগিনীরাও কাশীতে থাকিল। অহো! সহস্ররশ্মি সূর্য্যকে প্রেরণ

অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্তঃ স সহস্রকরোঽপ্যরম্।
বিধির্ব্বিধানদক্ষোঽপি ন মে স সবিধোঽভবৎ॥ ৫।
চিন্তয়ন্নিতি দেবেশো গণানাহূয় ভূরিশঃ।
প্রেষয়ামাস ভো যাত ক্ষিপ্রং বারাণসীং পুরীম্॥ ৬।
কিং কুর্ব্বন্তি তু যোগিন্যঃ কিং করোতি স ভানুমান্।
গত্বা বিত্ত ত্বরাযুক্তো বিধিশ্চ বিদধাতি কিম্॥ ৭।
নামগ্রাহং ততো প্রৈষীদ্ বহুমানপুরঃসরম্।
শঙ্কুকর্ণ মহাকাল ঘণ্টাকর্ণ মহোদর॥ ৮।
সোমনন্দিন্ নন্দিষেণ কালপিঙ্গল কুক্কুট।
কুণ্ডোদর ময়ূরাক্ষ বাণ গোকর্ণ তারক॥ ৯।
তিলপর্ণ স্থূলকর্ণ দ্রুমিচণ্ড প্রভাময়।
সুকেশ বিন্দতেচ্ছাগ কপর্দ্দিন্ পিঙ্গলাক্ষক॥ ১০।
বীরভদ্র কিরাতাখ্য চতুর্ম্মুখ নিকুম্ভক।
পঞ্চাক্ষ ভারভূতাখ্য ত্র্যক্ষ ক্ষেমক লাঙ্গলিন্॥ ১১।

করিলাম, অবশেষে সর্ব্ববিধানজ্ঞ বিধাতাকে পাঠাইলাম, তাঁহারাও কাশীবাসী হইয়া আমার প্রতি আর পূর্ব্বভাব প্রদর্শন করিলেন না॥ ৪॥ ৫॥ দেবদেব বিশ্বেশ্বর এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনঃপুনঃ প্রমথগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে প্রমথগণ! তোমরা শীঘ্র বারাণসীধামে গমন কর। যোগিনীরা তথায় কি করিতেছে, ভানুমান্ সূর্য্যদেব কি করিতেছেন এবং বিধাতাই বা কিরূপ বিধান করিতেছেন, তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক তাহা জানিয়া আইস॥ ৬॥ ৭॥ এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া আশুতোষ প্রত্যেক রুদ্রচরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে কাশীধামে প্রেরণার্থ বহুমান পুরঃসর সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শঙ্কুকর্ণ! হে মহাকাল! হে ঘণ্টাকর্ণ! হে মহোদর! হে সোমনন্দিন্! হে নন্দিষেণ! হে কাল! হে পিঙ্গল! হে কুক্কুট! হে কুণ্ডোদর! হে ময়ূর! হে বাণ!

বিরাধ সুমুখাষাঢ়ে ভবন্তো মম সূনবঃ।
যথেমৌ স্কন্দহেরম্বৌ নৈগমেয়ো যথাত্মিমৌ ॥ ১২।
যথা শাখবিশাখৌ চ যথেমৌ নন্দিভৃঙ্গিণৌ।
ভবৎসু বিদ্যমানেষু মহাবিক্রমশালিষু।
কাশীপ্রবৃত্তিং নো জানে দিবোদাসনৃপস্য চ ॥ ১৩।
যোগিন্যর্ক বিধীনাঞ্চ তদ্দ্বৌ যাতং ভবৎস্বম্ ॥ ১৪।
শঙ্কুকর্ণ মহাকালৌ কালস্যাপি প্রকম্পনৌ।
শ্রুত্বা বারাণসীবার্ত্তামায়াতঞ্চ ত্বরান্বিতৌ ॥ ১৫।
কৃতপ্রতিজ্ঞৌ তৌ তূর্ণং প্রাপ্য বারাণসীং পুরীম্।
শঙ্কুকর্ণমহাকালৌ বিস্মিতৌ শাম্ভবীং গিরম্ ॥ ১৬।

হে গোকর্ণ! হে তারক! হে তিলপর্ণ! হে স্থূলকর্ণ! হে দ্রুমিচণ্ড! হে প্রভাময়! হে সুকেশ! হে বিন্দতে! হে ছাগ! হে কপর্দ্দিন্! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে বীরভদ্র! হে কিরাত! হে চতুর্ম্মুখ! হে নিকুম্ভ! হে পঞ্চাক্ষ! হে ভারভূত! হে ত্র্যক্ষ! হে ক্ষেমক! হে লাঙ্গলিন্! হে বিরাধ! হে সুমুখ! হে আষাঢ়ে! তোমরা সকলেই আমার পুত্র-তুল্য। আমার অন্তঃসারবিৎ কার্ত্তিকগণেশ যেরূপ, শাখ বিশাখ এবং নন্দী ভৃঙ্গী যেরূপ, হে প্রমথগণ! তোমরাও আমার সেইরূপ সন্তান। তোমাদের তুল্য বিক্রমশালী পুত্রবিদ্যমানে আমি কাশীপুরীর অথবা রাজা দিবোদাসের কিছুমাত্র বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিতেছি না, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। অতএব হে প্রমথগণ! যোগিনীগণ, সূর্য্য ও ব্রহ্মা যেস্থানে আছেন, তোমাদের মধ্যে দুইজন তথায় গমন কর ॥ ৮—১৪ ॥ মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমথগণের মধ্যে কালপ্রকম্পন শঙ্কুকর্ণ ও মহাকাল প্রতিজ্ঞা করিল যে, শীঘ্রই আমরা বারাণসীবার্ত্তা অবগত হইয়া প্রত্যাগমন করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই তাহারা উভয়ে দ্রুতগতি বারাণসীপুরীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পুরীপ্রাপ্তমাত্রেই

যথৈন্দ্রজালিকীং দৃষ্ট্বা মায়ামিহ বিচক্ষণঃ।
ক্ষণেন মোহমায়াতি কাশীং বীক্ষ্য তথৈব তৌ ॥ ১৭ ।
অহো মোহস্য মাহাত্ম্যমহো ভাগ্যবিপর্য্যয়ঃ।
নির্ব্বাণরাশীং যৎ কাশীং প্রাপ্য যান্ত্যন্যতোঽবুধাঃ ॥১৮।
তত্যজে যৈরিয়ং কাশী মহাশীর্ব্বাদভূমিকা।
তেষাং করতলান্মুক্তিঃ প্রাপ্তাপি পরিতো গতা ॥ ১৯।
যত্র সর্ব্বাভৃথঃ স্নাতঃ স্নানমাত্রং বিশিষ্যতে।
অপ্যস্বীকৃতপানীয়ৈস্তাং কাশীং কঃ পরিত্যজেৎ ॥ ২০ ॥
যত্রৈকপুষ্পদানেন শিবলিঙ্গস্য মূর্দ্ধনি।
দশসৌবর্ণিকং পুণ্যং কস্তাং কাশীং পরিত্যজেৎ ॥ ২১।
যত্র দণ্ডপ্রণামেন অপোকেন শিবাগ্রতঃ।
তুচ্ছৈমৈন্দ্রপদং প্রাপ্তস্তাং কাশীং কো বিমুঞ্চতি ॥ ২২।

সেই শঙ্কুকর্ণ ও মহাকাল সহসা মহাকাল বিশ্বেশ্বরের নিদেশবাক্য বিস্মৃত হইয়া গেল ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল দর্শন করিয়া লোকে যেমন বিমোহিত হয়, কাশীপুরী দর্শনে তাহাদের উভয়েরই চিত্ত তদনুরূপ মোহাচ্ছন্ন হইল ॥ ১৭ ॥ তাহারা ভাবিতে লাগিল, অহো! মায়ামোহের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ভাগ্যলক্ষ্মীর কি অনির্ব্বচনীয় বিপর্য্যয়! তাহা না হইলে কোন্ মূর্খ এই মোক্ষধাম কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করে? এই কল্যাণভূমি বারাণসী যাহারা পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী, মুক্তি তাহাদের করতলস্থ হইয়াও সুদূরগামিনী হয়। যে কাশীতে একবারমাত্র স্নান করিলে যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান অপেক্ষা বহুতর ফল লাভ হয়, কোন্ মূর্খ সেই মোক্ষধাম কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করে? যে কাশীতে বিশ্বেশ্বরলিঙ্গের মস্তকে একটীমাত্র পুষ্প দান করিলে দশটী স্বর্ণ-পুষ্প দানের ফল হয়, কোন্ মূর্খ সেই মোক্ষধাম কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করে? যে স্থানে বিশ্বেশ্বরদেবকে দণ্ডবৎ প্রণি-

যত্রৈকদ্বিজমাত্রন্তু ভোজয়িত্বা যথেচ্ছয়া ।
বাজপেয়াধিকং পুণ্যং তাং কাশীং কো বিমুঞ্চতি ॥২৩।
একাঙ্গাং যত্র দত্বা বৈ বিধিবদ্ব্রাহ্মণায় বৈ ।
লভেদযুতগোঃ পুণ্যং কস্তাং কাশীং ত্যজেৎ সুধীঃ ॥২৪।
একং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য যত্র সংস্থাপিতং ভবেৎ ।
অপি ত্রৈলোক্যমখিলং তাং কাশীং কঃ সমুজ্ঝতি ॥২৫।
পরিনিশ্চিত্য তাবিত্থং লিঙ্গে সংস্থাপ্য পুণ্যদে ।
তত্রৈব সংস্থিতিং প্রাপ্তৌ কাশীং নাদ্যাপি মুঞ্চতঃ ॥২৬।
শঙ্কুকর্ণেশ্বরং লিঙ্গং শঙ্কুকর্ণগণার্চ্চিতম্ ।
দৃষ্ট্বা ন জায়তে জন্তুর্জ্জাতুমাতুর্ম্মহোদরে ॥ ২৭ ।
বিশ্বেশাদ্ বায়ুদিগ্ভাগে শঙ্কুকর্ণেশ্বরং নরঃ ।
সম্পূজ্য ন বিশেদত্র ঘোরে সংসারসাগরে ॥ ২৮ ।

পাত করিলে ঋষিবাক্য প্রমাণে ইন্দ্রপদ তুচ্ছজ্ঞান হয়, যে কাশীতে একটীমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে বাজপেয় মহাযজ্ঞের ফল লাভ হয়, বিধিপূর্ব্বক যেস্থানে একটীমাত্র গাভী দান করিলে দশসহস্র গাভীদানের ফল হয়, এবং যে পবিত্র কাশীধামে একটীমাত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে নিখিল ত্রিলোক প্রতিষ্ঠার ফল লাভ হয়, কোন্ মূর্খ সেই মোক্ষধাম কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করে? ২৮—২৫ ॥ রুদ্রানুচর শঙ্কুকর্ণ ও মহাকাল এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়া কাশীধামে পবিত্র পুণ্যপ্রদ শিবলিঙ্গ সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল। হে অগস্ত্য! অদ্যাপি তাহারা কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই ॥ ২৬ ॥ শঙ্কুকর্ণের প্রতিষ্ঠিত ও তাহার সমর্চ্চিত শঙ্কুকর্ণেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবগণকে মাতৃগর্ভবাস মহাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ২৭ ॥ হে কুম্ভযোনে! বিশ্বেশ্বরের বায়ুকোণস্থিত শঙ্কুকর্ণেশ্বরের পূজা করিলে নরগণকে আর ঘোর দুস্তর সংসারপারাবারে নিমগ্ন হইতে হয় না ॥ ২৮॥

মহাকালেশ্বরং লিঙ্গং মহাকালগণার্চ্চিতম্।
অর্চ্চয়িত্বা চ নত্বা চ স্তুত্বা কালভয়ং কুতঃ॥ ২৯।

স্কন্দ উবাচ।

শঙ্কুকর্ণে মহাকালে চিরন্তনবিলম্বিতে।
জ্ঞাত্বা সর্ব্বজ্ঞনাথোঽথ প্রাহৈষীদপরৌ গণৌ॥ ৩০।
ঘণ্টাকর্ণ ত্বমাগচ্ছ মহোদর মহামতে।
কাশীং যাতং যুবাং তূর্ণং জ্ঞাতুং তত্রত্যচেষ্টিতম্॥৩১।
ইত্যগস্তে গণৌ তৌ তু গত্বা কাশীং মহাপুরীম্।
ব্যাবৃত্যাদ্যাপি নো যাতৌ ক্বাপি তত্রৈব সংস্থিতৌ॥৩২।
ঘণ্টাকর্ণেশ্বরং লিঙ্গং ঘণ্টাকর্ণগণোত্তমঃ।
কাশ্যাং সংস্থাপ্য বিধিবৎ স্বয়ং তত্রৈব নির্ব্বৃতঃ॥৩৩।
কুণ্ডং তত্রৈব সংস্থাপ্য লিঙ্গস্নপনকর্ম্মণে।
নাদ্যাপি সন্ত্যজেৎ কাশীং ধ্যায়ন্ লিঙ্গং তথৈব হি॥৩৪।

হে মুনিবর! রুদ্রদূত মহাকালের প্রতিষ্ঠিত ও তাহার সমর্চ্চিত মহাকালেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা, বন্দনা ও স্তবোপাসনা করিলে জীবের আর কাল ভয় থাকে না॥ ২৯॥ হে অগস্ত্য! শঙ্কুকর্ণ ও মহাকালের বহুবিলম্ব দর্শনে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর মহাদেব যোগবলে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া অপর প্রমথগণের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ ও মহোদরকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে ঘণ্টাকর্ণ! হে মহোদর! তোমরা উভয়েই মহামতি। তোমরা শীঘ্র কাশীতে গমন করিয়া তত্রত্য সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া আইস॥ ৩০। ৩১॥

হে অগস্তে! ঘণ্টাকর্ণ ও মহোদর এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাপুরী বারাণসীতে গমন করিল, কিন্তু তাহারাও আর প্রত্যাবৃত্ত হইল না। তাহারাও কাশীবাসী হইয়া রহিল, তথা হইতে কুত্রাপি গমন করিল না॥ ৩২॥ গণোত্তম ঘণ্টাকর্ণ কাশীতে ঘণ্টাকর্ণেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়া সেই স্থানেই বিধিপূর্ব্বক ব্রতী হইয়া রহিল এবং স্নানের নিমিত্ত তথায় একটী কুণ্ড

মহোদরোঽপি তৎপ্রাচ্যাং শিবধ্যানপরায়ণঃ।
মহোদরেশ্বরং লিঙ্গং ধ্যায়েদদ্যাপি কুম্ভজ ॥ ৩৫ ।
মহোদরেশ্বরং দৃষ্ট্বা বারাণস্যাং দ্বিজোত্তম।
কদাচিদপি বৈ মাতুঃ প্রবিশেন্নোদরীন্দরীম্ ॥ ৩৬ ।
ঘণ্টাকর্ণহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ব্যাসেশ্বরং বিভুম্।
যত্র কুত্র বিপন্নোঽপি বারাণস্যাং মৃতোঽ ভবেৎ ॥ ৩৭ ।
ঘণ্টাকর্ণে মহাতীর্থে শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
অপি দুর্গতিমাপন্নানুদ্ধরেৎ সপ্তপূর্ব্বজান্ ॥ ৩৮ ।
নিমজ্জ্যাদ্যাপি তৎ কুণ্ডে ক্ষণং যোঽবহিতোঽ ভবেৎ।
বিশ্বেশ্বরমহাপূজা ঘণ্টারাবান্ শৃণোতি সঃ ॥ ৩৯ ।
বদন্তি পিতরঃ কাশ্যাং ঘণ্টাকর্ণেঽমলে জলে।
দাতা তিলোদকস্যাপি বংশে নঃ কোপি জায়তে ॥ ৪০ ।

স্থাপনপূর্ব্বক বারাণসীর ও সেই লিঙ্গের ধ্যান করিতে নিমগ্ন হইল। অদ্যাপি সেই ঘণ্টাকর্ণ সে স্থান পরিত্যাগ করে নাই ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

হে কুম্ভজ! মহোদরও সেই লিঙ্গের পূর্ব্বভাগে মহোদরেশ্বর লিঙ্গ সংস্থাপনপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের ধ্যানপরায়ণ হইল। সেই দ্বিতীয় রুদ্রচরও অদ্যাপি কাশী পরিত্যাগ করে নাই ॥ ৩৫ ॥ হে দ্বিজোত্তম! বারাণসীধামে মহোদরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে জীবকে আর মাতৃগর্ভকূপে বাস করিতে হয় না ॥ ৩৬ ॥ ঘণ্টাকর্ণ হ্রদে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি ব্যাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, সেই ব্যক্তি যেখানেই দেহ পরিত্যাগ করুক না কেন, নিশ্চয়ই তাহার কাশীমৃত্যুর ফললাভ হয় ॥ ৩৭ ॥ শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যে ব্যক্তি ঘণ্টাকর্ণ মহাতীর্থে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃলোক যতকাল দুর্গতি প্রাপ্ত হউক না কেন, পূর্ব্বতন সপ্তম পুরুষের সহিত উদ্ধার প্রাপ্ত হয় ॥৩৮॥ অবহিতচিত্তে ঘণ্টাকর্ণতীর্থে অবগাহন করিলে অদ্যাপি লোকে বিশ্বেশ্বরের মহাপূজার ঘণ্টানিনাদ শ্রবণ করিতে পায় ॥ ৩৯ ॥ হে অগস্ত্য! জীবের উপরত পিতৃ-

যদ্বংশ্যামুনয়ঃ কাশ্যাং ঘণ্টাকর্ণে মহাহ্রদে।
কৃতোদকক্রিয়াঃ প্রাপ্তাঃ পরাং সিদ্ধিং ঘটোদ্ভব॥ ৪১।

স্কন্দ উবাচ।

ঘণ্টাকর্ণে গণে যাতে প্রযাতে চ মহোদরে।
বিসিস্মায় স্মরদ্বেষ্টা মৌলিমান্দোলয়ন্ মুহুঃ॥ ৪২।
উবাচ চ মনস্যেব হরঃ স্মিত্বা পুনঃ পুনঃ।
মহামোহনবিদ্যাসি কাশি ত্বাং পর্য্যবৈমহম্॥ ৪৩।
পুরাবিদঃ প্রশংসন্তি ত্বাং মহামোহহারিণীম্।
কাশীত্বিতি ন জানন্তি মহামোহনভূরিয়ম্॥ ৪৪।
প্রেষয়িষ্যাম্যহং সর্ব্বান্ ভবতী মোহয়িষ্যতি।
ইতি সম্যগ্বিজানামি কাশি ত্বাং মোহনৌষধিম্॥ ৪৫।

লোকেরা এই আশা করেন যে, কাশীধামে ঘণ্টাকর্ণতীর্থের নির্ম্মল সলিলে তিলতর্পণ করে, এমন একটী সন্তানও আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করুক। ॥ ৪০॥ হে ঘটোদ্ভব! যাঁহাদের কুলতিলক সন্তানগণ কাশীধামে ঘণ্টাকর্ণ মহাতীর্থে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করেন, তাঁহারা মুনিরন্যায় পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন॥ ৪১॥

এই উভয় তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া ভগবান ষড়ানন পুনরায় অগস্ত্যকে কহিলেন, হে মুনিবর! রুদ্রচর ঘণ্টাকর্ণ ও মহোদর কাশীতে গমন করিলে পর তাহাদিগেরও বিলম্ব দর্শনে স্মরহর বিশ্বেশ্বর বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুহুর্মুহুঃমস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন॥ ৪২॥ কাশীকে উদ্দেশ করিয়া কাশীপতি তখন সহাস্যবদনে মনে মনে কহিলেন, অহো! এত-দিনে আমি নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। অয়ি পরমপ্রেয়সি বারাণসি! তুমি মোহিনীবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ। হে চারুহাসিনি! পুরাণবিদ্ পণ্ডিতেরা তোমারে মহামোহবিনাশিনী বলিয়াই প্রশংসা করেন, তুমি যে মহামোহের জননী, তাহা তাঁহারা জানেন না। হে সতি! যাহাদিগকে

কালেশ্বরং মহালিঙ্গং গঙ্গায়াঃ পশ্চিমোত্তরে।
প্রণম্য কালপাশেন নো বধ্যেত কদাচন ॥ ৫৭ ।
পিঙ্গলেশ্বরমভ্যর্চ্চ কালেশাৎ কিঞ্চিদুত্তরে।
লভতে পিঙ্গলাজ্ঞানং যেন তন্ময়তাং ব্রজেৎ ॥ ৫৮ ।
কুক্কুটেশ্বরলিঙ্গস্য যেঽত্র ভক্তিং বিতন্বতে।
কুক্কুটাণ্ডা কৃতেস্তস্য ন তে গর্ভমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫৯ ।

স্কন্দ উবাচ।

সোমনন্দিপ্রভৃতিষু মুনে পঞ্চগণেষ্বপি।
আনন্দকাননং প্রাপ্য স্থিতেষু স্থাণুরব্রবীৎ ॥ ৬০ ।
কার্য্যমস্মাকমেবৈতদ্‌ যদি সম্যগ্‌ বিমৃশ্যতে।
অনেনোপাধিনাপ্যেতে তত্র তিষ্ঠন্তু মামকাঃ ॥ ৬১ ।
প্রমথেষু প্রবিষ্টেষু মায়াবীর্য্যমহৎস্বপি।
অহমেব প্রবিষ্টোঽস্মি বারাণস্যাং ন সংশয়ঃ ॥ ৬২ ।

প্রাপ্ত হইয়া জীব তৎক্ষণাৎ যমবিজয়ী হয় ॥ ৫৬ ॥ ভাগীরথীর পশ্চিমোত্তর দিগ্‌ভাগে কালেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে জীবকে আর কালপাশে নিবদ্ধ হইতে হয় না ॥ ৫৭ ॥ কালেশ্বর লিঙ্গের উত্তরাংশে পিঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া শিবত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ ৫৮ ॥ কুক্কুটডিম্বাকার কুক্কুটেশ্বরলিঙ্গে ভক্তিমান হইলে জীবের আর গর্ভবাস হয় না ॥ ৫৯ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্তে! সোমনন্দী প্রভৃতি পঞ্চপ্রমথের কাশী হইতে প্রত্যাগমন দর্শন না করিয়া বিশ্বেশ্বর মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমার প্রমথেরা কাশীধামে স্ব স্ব নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া আমারই প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহারা কাশীবাসি হওয়াতে পরম্পরাসম্বন্ধে আমার কাশীপুরীতে প্রবেশ করাই হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতঃপর আরও আমার যে সকল অনুচর আছে, তাহাদিগকেও তথায় প্রেরণ করিব।

ক্রমেণ প্রেষয়িষ্যামি যোঽস্তি মে স্বপরিচ্ছদঃ।
তত্র সর্ব্বেষু যাতেষু ততো যাস্যাম্যহং পুনঃ॥ ৬৩।
সম্প্রধার্য্যেতি হৃদয়ে দেবদেবেন শূলিনা।
প্রৈষিষ্ট প্রমথানাস্তু ততো গণচতুষ্টয়ম্॥ ৬৪।
কুণ্ডোদরো ময়ূরাখ্যো বাণো গোকর্ণ এব চ।
মায়াবলং সমাশ্রিত্য কাশীং প্রবিবিশুর্গণাঃ॥ ৬৫।
কৃত্বোপায় শতং তৈস্তু দিবোদাসস্য সম্ভ্রমে।
যদৈকোঽপি সমর্থো ন তদা তত্রৈব সংস্থিতম্॥ ৬৬।
অপরাধশতেষ্বীশঃ কেন তুষ্যতি কর্ম্মণা।
সম্প্রধার্য্যেতি তে চক্রুর্লিঙ্গারাধনমুত্তমম্॥ ৬৭।
একস্মিন্ শাম্ভবে লিঙ্গে বিধিনাত্র সমর্চ্চিতে।
ক্ষমেত্ত্র্যক্ষোপরাধানাং শতং মোক্ষঞ্চ যচ্ছতি॥ ৬৮।

রুদ্রচরগণ এইরূপে কাশীতে গমন করিলে পর আমিও আমার সেই আনন্দ কাননে গমন করিতে সমর্থ হইব। হৃদয়মধ্যে এই সকল পূর্ব্বাপর আলোচনা ও অবধারণা করিয়া দেবদেব মহাদেব পুনরায় কুণ্ডোদর, ময়ূর, বাণ, এবং গোকর্ণ নামক আর চারি জন প্রমথকে প্রেরণ করিলেন। তাহারাও মায়াবলে বারাণসীধামে উপস্থিত হইল॥ ৬০—৬৫॥ রাজা দিবোদাসের ভ্রম উৎপাদনার্থ সেই প্রমথচতুষ্টয় শত শত উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হওয়াতে অগত্যা তাহারাও কাশীবাসী হইল॥ ৬৬॥ আদিষ্টকার্য্যে অসমর্থ হইয়া তাহারা ভাবিল, হায়! প্রভুর নিকটে আমরা শত শত অপরাধে অপরাধী হইলাম; এখন কি উপায়ে তাঁহারে পরিতুষ্ট করি। মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত চারিজনেই চারিটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। আরও ভাবিল, একটীমাত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে মোক্ষদাতা দয়াময় মহেশ্বর শত শত অপরাধ মার্জ্জনা

ন তুষ্যতি তথা শম্ভুর্যজ্ঞদানতপোব্রতৈঃ।
যথা তুষ্যেৎ সকৃল্লিঙ্গে বিধিনাভ্যর্চ্চিতে সতি॥ ৬৯।
লিঙ্গার্চ্চনবিধানজ্ঞো লিঙ্গার্চ্চনরতঃ সদা।
ত্র্যক্ষ এব সবিজ্ঞেয়ঃ সাক্ষাদ্দ্ব্যক্ষোঽপি মানবঃ॥ ৭০।
ন গোশতপ্রদানেন ন স্বর্ণশতদানতঃ।
তৎ ফলং লভ্যতে পুংভির্যৎ সকৃল্লিঙ্গপূজনাৎ॥ ৭১।
অশ্বমেধাদিভির্যাগৈর্ন তৎফলমবাপ্যতে।
যৎ ফলং লভ্যতে মর্ত্ত্যৈর্নিত্যং লিঙ্গপ্রপূজনাৎ॥ ৭২।
স্নাপয়িত্বা বিধানেন যো লিঙ্গস্নপনোদকম্।
ত্রিঃ পিবেত্ত্রিবিধং পাপং তস্যেহাশু প্রণশ্যতি॥ ৭৩।
লিঙ্গস্নপনবার্ভির্যঃ কুর্য্যান্ মূর্দ্ধ্ন্যভিষেচনম্।
গঙ্গাস্নানফলং তস্য জায়তেঽত্র বিপাপ্মনঃ॥ ৭৪।
লিঙ্গং সমর্চ্চিতং দৃষ্টা যঃ কুর্য্যাৎ প্রণতিং সকৃৎ।
সন্দেহো জায়তে তস্য পুনর্দেহ নিবন্ধনে॥ ৭৫।

করিয়া মোক্ষদান করেন। বিধিপূর্ব্বক একটী লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে তিনি যেমন পরিতুষ্ট হন, যজ্ঞ, দান, তপ ও ব্রতানুষ্ঠানে তাঁহার তাদৃশী প্রীতি জন্মে না। মানবগণ দ্বিলোচন হইয়াও লিঙ্গপূজার বিধানজ্ঞ হইয়া সর্ব্বদা লিঙ্গ পূজায় নিরত থাকিলে, বিশ্বেশ্বরকৃপায় ত্রিলোচনত্ব প্রাপ্ত হয়। একটীমাত্র লিঙ্গ পূজায় যাদৃশ ফল, শত শত গাভী ও শত শত স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেও তাদৃশ ফল হয় না। নিত্য নিত্য লিঙ্গপূজা করিয়া লোকে যেরূপ ফল লাভ করে, অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও তদনুরূপ ফল লাভ করিতে পারে না। লিঙ্গকে স্নান করাইয়া তিনবার সেই স্নানোদক পান করিলে জীবের ত্রিবিধ পাপক্ষয় হয়। স্নানোদক মস্তকে স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয়। শিবলিঙ্গের দর্শন, বন্দন ও সমর্চ্চনে জীবের আর ভবধামে পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি

লিঙ্গং যঃ স্থাপয়েদ্ভক্ত্যা সপ্তজন্মকৃতাদঘাৎ।
মুচ্যতে নাত্রসন্দেহো বিশুদ্ধঃ স্বর্গভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৭৬।
বিচার্য্যেতি গণৈঃ কাশ্যাং স্বামিদ্রোহোপশান্তয়ে।
প্রতিষ্ঠিতানি লিঙ্গানি মহাপাতকভিন্দ্যপি ॥ ৭৭।
কুণ্ডোদরেশ্বরং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা লোলার্কসন্নিধৌ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭৮।
কুণ্ডোদরেশ্বরাল্লিঙ্গাৎ প্রতীচ্যামসিরোধসি।
ময়ূরেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য ন গর্ভং প্রতিপদ্যতে ॥ ৭৯।
ময়ূরেশ প্রতীচ্যাঞ্চ লিঙ্গং বাণেশ্বরং মহৎ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮০।
গোকর্ণেশং মহালিঙ্গমন্তর্গেহস্য পশ্চিমে।
দ্বারে সমর্চ্চ্য বৈ কাশ্যাং ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ৮১।
গোকর্ণেশ্বরভক্তস্য পঞ্চত্বসময়ে সতি।
জ্ঞানভ্রংশো ন জায়েত কচিদপ্যন্তমুচ্ছতঃ ॥ ৮২।

ভক্তিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের পূজা ও বন্দনা করেন, তাঁহার সপ্তজন্মসঞ্চিত মহাপাপ বিমোচন হইয়া স্বর্গবাস হয় সন্দেহ নাই ॥ ৬৭। ৭৬॥ পূর্ব্বোক্ত প্রমথচতুষ্টয় মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া কাশীধামে সর্ব্বপাপবিভঞ্জন চারিটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিল ॥ ৭৭ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! লোলার্কলিঙ্গের সমীপস্থ কুণ্ডোদরেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে পর্ব্বপাপ বিমোচন হইয়া শিবলোকে বাস হয় ॥ ৭৮ ॥ কুণ্ডোদরেশ্বরের পশ্চিমাংশে অসিনদীর পশ্চিমকুলে ময়ূরেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে জীবগণকে আর গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ৭৯ ॥ ময়ূরেশ্বরের পশ্চিমাংশে বাণেশ্বর মহালিঙ্গ। তাঁহার দর্শনমাত্রে জীবের সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যায় ॥ ৮০ ॥ বিশ্বেশ্বরপুরীর পশ্চিমদ্বারে গোকর্ণেশ্বর লিঙ্গ। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে কোনপ্রকার বিঘ্নই সমুপস্থিত হয় না ॥ ৮১ ॥ গোকর্ণেশ্বর

স্কন্দ উবাচ।

চির যৎসু গণেষ্বেষু চতুর্ষ্বপি গণেশ্বরঃ।
মহিমানং মহত্ত্বস্তু তৎ কাশ্যা পরিবর্ণয়ৎ ॥ ৮৩।
বৈষ্ণব্যামায়য়া বিশ্বং ভ্রাম্যতাত্র যয়াখিলম্।
ধ্রুবং মূর্ত্তিমতীসৈষা কাশী বিশ্বৈকমোহিনী ॥ ৮৪।
অপাস্য সোদরান্দারান্ পুত্রং ক্ষেত্রং গৃহং বসু।
অপ্যঙ্গীকৃত্য নিধনং সর্ব্বে কাশীমুপাসতে ॥ ৮৫।
মরণাদপি নো কাশ্যাং ভয়ং যত্র মনাগপি।
গণস্তত্র তু তিষ্ঠন্তঃ কুতো মত্তোপি বিভ্যতি ॥ ৮৬।
মরণং মঙ্গলং যত্র বিভূতির্যত্র ভূষণম্।
কৌপীনং যত্র কৌশেয়ং কাশী কেনোপমীয়তে ॥ ৮৭।
নির্ব্বাণরমণী যত্র রঙ্কং বারঙ্কমেব বা।
ব্রাহ্মণস্থা শ্বপাকস্থা বৃণীতে প্রান্ত্যভূষণম্ ॥ ৮৮।

ভক্তেরা চরমে যেস্থানেই দেহত্যাগ করুক, কদাচ তাহাদিগের জ্ঞানভ্রংশ হয় না ॥ ৮২ ॥

স্কন্দ কহিলেন, প্রমথনাথ প্রমথগণকে প্রেরণ করিয়া বহুদিনেও আর তাহাদিগকে প্রত্যাগত দেখিতে পাইলেন না। অতএব মনে মনে কেবল কাশীমাহাত্ম্যই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই বিশ্বসংসার যেমন বিষ্ণুমায়ায় পরিভ্রমণ করিতেছে, এই বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তিমতী কাশীপুরীও তদ্রূপ নিখিল বিশ্বমণ্ডলকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। লোকে একবার বারাণসীর মোহিনী শক্তিতে নিবদ্ধ হইলে দারা, পুত্র, সহোদর, ক্ষেত্র, গৃহ ও ধনসমূহ বিনষ্ট হইলেও কাশীর উপাসনা পরিত্যাগ করে না। তৎসমস্তের নিধনে ও বিয়োগে তাহাদের কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ জন্মে না। কাশীধামে মৃত্যুকালেও জীবের কোন ভয় থাকে না। জন্মমৃত্যুবারিণী বারাণসীতে মৃত্যু ভয় নাই। এই নিমিত্তই আমার প্রমথেরা কাশীবাসী হইল। যেখানে মৃত্যুভয় নাই, সেখানে

মৃতানাং যত্র জন্তূনাং নির্ব্বাণপদমৃচ্ছতাম্।
কোট্যংশেনাপি ন সমা অপি শক্রাদয়ঃ সুরাঃ॥ ৮৯।
যত্র কাশ্যাং মৃতো জন্তুর্ব্রহ্মনারায়ণাদিভিঃ।
প্রবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জলিভির্নমস্যেতানি যত্নতঃ॥ ৯০।
যত্র কাশ্যাং শবত্বেপি জন্তূনাশুচিতাং ব্রজেৎ।
অতস্তৎকর্ণসংস্পর্শং করোম্যহমপিস্বয়ম্॥ ৯১।
যস্তু কাশীতি কাশীতি দ্বিস্ত্রির্জ্জপতি পুণ্যবান্।
অপি সর্ব্বপবিত্রেভ্যঃ সপবিত্রতরো মহান্॥ ৯২।
যেন কাশী হৃদি ধ্যাতা যেন কাশীহ সেবিতা।
তেনাহং হৃদি সন্ধাতস্তেনাহং সেবিতঃ সদা॥ ৯৩।
কাশীং যঃ সেবতে জন্তুর্নির্বিকল্পেন চেতসা।
তমহং হৃদয়ে নিত্যং ধারয়ামি প্রযত্নতঃ॥ ৯৪।

তাহারা আমার ভয় করিবে কেন? যে পুণ্যধামে মরণই মঙ্গল, বিভূতিই উৎকৃষ্ট ভূষণ, কৌপীনই মনোরম পট্টবস্ত্র, জগতে সেই পুণ্যধাম কাশীধামের আর উপমা নাই। ধনীই হউক অথবা দরিদ্রই হউক, ব্রাহ্মণই হউক অথবা চণ্ডালই হউক, নির্ব্বাণরমণী বারাণসী কিছুমাত্র ইতরবিশেষ না করিয়া সকলকেই সমভাবনির্ব্বিশেষে অন্তিমকালে মুক্তি দান করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও কাশীমৃত নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জীবগণের তুলনায় কোটি অংশের একাংশেরও সমতুল্য নহেন। কাশীতে যাহার মৃত্যু হয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে নমস্কার করেন। কাশীপ্রাপ্ত জীবের মৃতদেহ কদাচ অশুচি হয় না; কারণ আমি স্বয়ং তাহাদের কর্ণ স্পর্শ করি॥ ৮৩—৯১॥ যাঁহার রসনায় তিনবার কাশী, কাশী, কাশী শব্দ সমুচ্চারিত হয়, সেই ব্যক্তি সমস্ত পবিত্রপদার্থ অপেক্ষাও মহাপবিত্রতর॥৯২॥ পুণ্যময়ী কাশীপুরীকে যিনি হৃদয়ে ধ্যান করেন, অথবা যিনি ভক্তিভাবে কাশীপুরীর সেবা করেন, সেই মহাত্মাও সকলের ধ্যানার্চ্চনার যোগ্য-

স্বয়ং বস্তুমশক্তোপি বাসয়েত্তীর্থবাসিনম্।
অপ্যেকমপি মূল্যেন স বস্তু ফলভাক্ ধ্রুবম্॥ ৯৫।
কাশ্যাং বসন্তি যে ধীরা আপঞ্চত্ববিনিশ্চয়াঃ।
জীবন্মুক্তাস্তু তে জ্ঞেয়া বন্দ্যাঃ পূজ্যাস্তএব হি॥ ৯৬।
ইত্থং বিমৃশ্য বহুশঃ স্থাণুর্বারাণসীগুণান্।
গণানন্যান্ সমাহূয় প্রাহিণোৎপ্রীতিপূর্ব্বকম্॥ ৯৭।
তারক ত্বং সমাগচ্ছ গচ্ছাতিস্বচ্ছমানসঃ।
দিবোদাসো বৃষাবাসো যামধীষ্ঠেদ্বরাং পুরীম্॥ ৯৮।
তিলপর্ণ স্থূলকর্ণ দৃমিচণ্ড প্রভাময়।
সুকেশ বিন্দতেচ্ছাগ কপর্দ্দিন্ পিঙ্গলাক্ষক॥ ৯৯।
বীরভদ্র কিরাতাখ্য চতুর্ম্মুখ নিকুম্ভক।
পঞ্চাক্ষ ভারভূতাখ্য ত্র্যক্ষ ক্ষেমক লাঙ্গলিন্॥ ১০০।

পাত্র॥ ৯৩॥ জগতের জীবগণের মধ্যে যে কেহ নির্ব্বিকারচিত্তে কাশীপুরীর সেবা করে, আগ্রহ সহকারে আমি তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করি॥ ৯৪॥ স্বয়ং কাশীবাস করিতে অশক্ত হইয়া যিনি অপরকে তীর্থবাসী করেন, সেই নরোত্তম ঐ একমাত্র পুণ্যবলে নিশ্চয়ই কাশীবাসের ফলভাগী হন॥ ৯৫॥ যে প্রশান্তচিত্ত নর পঞ্চত্বকাল পর্য্যন্ত কাশীধামে বাস করেন, সেই মহাত্মা সকলের পূজনীয়, সকলের বন্দনীয় এবং স্বয়ং ইহ জগতে জীবন্মুক্ত॥ ৯৬॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর মনে মনে এইরূপে বিশ্বমোহিনী কাশীর নানাপ্রকার গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া অপর রুদ্রচরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রীতিবচনে কহিলেন, হে তারক! হে বিমলমানস! ধর্ম্মপরায়ণ রাজা দিবোদাস যে স্থানে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তুমি সেই পুণ্যধাম বারাণসীতে গমন কর॥ ৯৭। ৯৮॥ হে তিলপর্ণ! হে স্থূলকর্ণ! হে দৃমিচণ্ড! হে প্রভাময়! হে সুকেশ! হে বিন্দতে! হে ছাগ! হে কপর্দ্দিন্! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে বীরভদ্র! হে কিরাত! হে চতুর্ম্মুখ! হে নিকুম্ভ!

বিরাধ সুমুখাষাঢ়ে যান্তু সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্।
এতে গণা মহাভাগাঃ স্বামিভক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ১০১।
কৃত্বা মায়া বহুবিধা বহুরূপা বিচক্ষণাঃ।
অনিমেষেক্ষণাস্তস্থুঃ ক্ষৌণীশচ্ছিদ্রকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১০২।
অপরিজ্ঞাততচ্ছিদ্রা বিদ্রাবিতযশোধনাঃ।
আঃ কিমে তদহো জাতং নিনিন্দুঃ স্বমিতীহতে॥ ১০৩।

গণা ঊচুঃ।

ধিগস্মান্ স্বামিনা নিত্যং কৃতসম্ভাবনান্ মুহুঃ।
মনুষ্যমাত্রমপ্যত্র যৈরেকং ন বশীকৃতম্॥ ১০৪।
বহুমানেন দানেন সৌহার্দ্দেন মহীয়সা।
কৃতপ্রসাদাংস্ত্র্যক্ষেণ ধিঙ্নস্তৎকার্য্যবঞ্চকান্॥ ১০৫।

হে পঞ্চাক্ষ! হে ভারভূত! হে ত্র্যক্ষ! হে ক্ষেমক! হে লাঙ্গলিন্! হে বিরাধ! হে সুমুখ! হে আষাঢ়ে! তোমরা সকলেই পৃথক পৃথক গমন কর॥ ৯৯। ১০০॥

আশুতোষের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রাজা দিবোদাসের ছিদ্রান্বেষণ-তৎপর সেই প্রভুভক্ত, দৃঢ়ব্রত এবং বহুরূপধারণনিপুণ প্রমথগণ নানা মায়া প্রকাশপূর্ব্বক নানাবিধ বেশে নিমেষমধ্যে মায়াময়ী কাশীপুরী নিরীক্ষণ করিল॥ ১০১। ১০২॥ পুরী প্রবেশ করিয়া তাহারা বিধিমতে রাজা দিবোদাসের ছলান্বেষণে পরিভ্রমণ করিল, কিন্তু কিছুতেই সেই মহাযশোধন রাজার কিছুমাত্র ছিদ্র দর্শন করিতে না পাইয়া তাহারা পরস্পর এই কথা বলিয়া স্ব স্ব আত্মাকে নিন্দা করিতে লাগিল যে, হায়! আমরা কি নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। অদ্য আমাদিগের অদৃষ্টে এ কি অপূর্ব্ব ঘটনা হইল। প্রভু আমাদিগকে সর্ব্বদাই সর্ব্বকার্য্যক্ষম জ্ঞান করেন, কিন্তু আমরা এমনি অপদার্থ যে, এখানে আসিয়া একটীমাত্র মানব দিবোদাসকে বিমোহিত করিতে পারিলাম না। অহো! আমাদিগকে ধিক্! ১০৩। ১০৪॥ মহেশ্বর আমাদিগকে মহা সমাদরপূর্ব্বক বহুমান দান করিয়া

কা গতির্নো ভবিত্রীহ স্বামিকৃত্যপ্রমাদিনাম্।
অন্ধন্তমোময়ে লোকে ধ্রুবং বাসো ভবিষ্যতি ॥ ১০৬ ।
অকৃতস্বামিকার্য্যাণামহো জীবিতধারিণাম্।
অক্ষতেন্দ্রিয়বৃত্তীনাং দুর্গতিশ্চ পদে পদে ॥ ১০৭ ।
লব্ধসম্ভাবনানাঞ্চ ন্যক্কৃতস্বামিকর্ম্মণাম্।
ভৃত্যানাং ভূরিভাজাঞ্চ ভঙ্গুরাঃ স্যুর্ম্মনোরথাঃ ॥ ১০৮ ।
অনিষ্পাদিতকার্য্যার্থা যে মুখং প্রেক্ষয়ন্ত্যহো।
অপত্রপাঃ পুরো ভর্ত্তুস্তৈর্ভূর্ভারবতীত্বিয়ম্ ॥ ১০৯ ।
নাদ্রীণাং ন সমুদ্রাণাং ন দ্রুমাণাং মহীয়সাম্।
ভূতধাত্র্যাস্তথা ভারো যথা স্বামিদ্রুহাং মহান্ ॥ ১১০ ।
অহো পৌরাণিকী গাথা স্মৃতাস্মাভিরনিন্দিতা।
র্থিমবলম্ব্যেহ স্থাস্যামঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ১১১ ।

এখানে প্রেরণ করিলেন, আমরা তাঁহার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আদেশ পালন করিতে পারিলাম না! অহো! আমাদিগকে ধিক্! ১০৫ ॥ হায়! আমরা প্রভুর কার্য্যসাধন করিতে পারিলাম না, আমাদের কি দশা ঘটিবে; নিশ্চয়ই আমাদিগকে এই পাপে অন্ধতমসাচ্ছন্ন রসাতলে বাস করিতে হইবে ॥ ১০৬ ॥ অহো! প্রভুর কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া এখনও পর্য্যন্ত আমরা অক্ষত ইন্দ্রিয়ে জীবন ধারণ করিয়া আছি, আমাদের দুর্গতির সীমা নাই ॥ ১০৭ ॥ যে প্রভু বহুলোকের প্রতিপালক, তাঁহার আদিষ্ট অনায়াসসাধ্য কার্য্যে যে নরাধম ভৃত্য অবহেলা করে, কদাচ তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। সে পামর যে জগৎকে মুখ দেখাইবার নিমিত্ত জীবিত থাকে, সে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তাহার জীবিত থাকা কেবল প্রভু ও পৃথিবীর গলগ্রহ হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা স্বামিদ্রোহী। ভূতধাত্রী ধরিত্রীদেবী আমাদিগকে ধারণ করিতে কাতরা। "অভ্রভেদী পর্ব্বত, অপার জলনিধি এবং মহা মহা পাদপের ভার অপেক্ষাও আমাদের ন্যায়

অনাকলিতপুণ্যানাং পরিক্ষীণধনায়ুষাম্ ।
সর্ব্বোপায়বিহীনানাং গতির্বারাণসী পুরী ॥ ১১২ ।
অপুণ্যভারখিন্নানাং পশ্চাত্তাপমুপেয়ুষাম্ ।
বিঘ্নগূর্দ্ধগতীনাঞ্চ গতির্ব্বারাণসী পুরী ॥ ১১৩ ।
স্বামিদ্রুহঃ কৃতঘ্নাশ্চ যে চ বিশ্রব্ধঘাতকাঃ ।
তেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি মুক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্ ॥১১৪।
ইত্থং নিশ্চিত্য গাথার্থং প্রমথা অবতস্থিরে ।
অবিজ্ঞাতস্বরূপাশ্চ দিবোদাসেন ভূভুজা ॥ ১১৫ ।
ন বুবোধ স ভূপালো নিতরাং বুদ্ধিমানপি ।
বিবুধান্ বিবিধাকারৈঃ স্থিতানীশপ্রভাবতঃ ॥ ১১৬ ।
চিত্রং ন চিত্রগুপ্তোঽপি বেত্তি বারাণসীস্থিতান্ ।
জন্তূন্ কা গণনান্যেষাং মর্ত্ত্যলোকনিবাসিনাম্ ॥ ১১৭ ।

পাপাত্মার ভার তাঁহার পক্ষে গুরুতর অসহ্য ॥ ১০৮—১১০ ॥ অহো ! পরম পবিত্র পুরাণশাস্ত্র আমাদের স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল । এক্ষণে আমরা কৃত-নিশ্চয় হইতেছি, কুত্রাপি গমন না করিয়া এই কাশীধামেই অবস্থান করিব। ১১১ ॥ ক্ষীণপুণ্য, নির্দ্ধন, ক্ষীণজীবি এবং নিরুপায় ব্যক্তির কেবল এক-মাত্র বারাণসীই গতি ॥ ১১২ ॥ পাপভারপরিখিন্ন, পশ্চাত্তাপসন্তাপিত ও গতিশূন্য জীবের কেবল একমাত্র বারাণসীই গতি ॥ ১১৩ ॥ যাহারা স্বামি-দ্রোহী, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতক, তাহাদের কেবল একমাত্র বারাণসীই গতি। ১১৪ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য ! প্রমথাধিপপ্রেরিত প্রমথেরা এইরূপে কাশী-মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহপ্রভাবে মায়াবলে নানা রূপ ধারণ পূর্ব্বক কাশীতেই সমবস্থিত হইল। সুতরাং রাজা দিবোদাস মহাবুদ্ধিমান্ হইয়াও তাহাদের স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১৫—১১৬ ॥ মর্ত্ত্যলোকবাসি লোকের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং চিত্রগুপ্তও কাশীবাসি-

অবিচ্ছিন্নপ্রভাবানামপরিচ্ছিন্নতেজসাম্।
কৃতলিঙ্গপ্রতিষ্ঠানাং নান্তং প্রাপ্নোতি ধর্ম্মরাট্॥ ১১৮।
ইতি তে প্রমথাঃ সর্ব্বে ঘটোদ্ভব মহামুনে।
কৃতলিঙ্গার্চ্চনাঃ কাশীং নাদ্যাপ্যুজ্ঝন্তি শর্ম্মদাম্॥ ১১৯।
তারকেশং মহালিঙ্গং তারকাখ্যো গণোত্তমঃ।
তারকজ্ঞানদং পুংসাং মুনেঽদ্যাপি সমর্চ্চয়েৎ॥ ১২০।
তারকেশ্বরলিঙ্গস্য কৃত্বা ভক্তিং সুনিশ্চলাম্।
সুখেন তারকজ্ঞানং লভ্যতে তৈর্নরোত্তমৈঃ॥ ১২১।
তিলপর্ণেশ্বরং লিঙ্গং তিলপর্ণপ্রতিষ্ঠিতম্।
তিলপ্রমাণমপ্যত্র দৃষ্ট্বা পাপং ন সম্ভবেৎ॥ ১২২।
স্থূলকর্ণেশ্বরং লিঙ্গং পরিপূজ্য নরোত্তমঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি পুণ্যমাপ্নোতি চোত্তমম্॥ ১২৩।

গণের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ। রাজা দিবোদাস যে ছদ্মবেশি প্রমথগণকে চিনিতে পারিলেন না ইহাতে আর বিচিত্রতা কি॥ ১১৭॥ যাহারা কাশীধামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহাদের সমুজ্জ্বল প্রভাব এবং মানসের তেজস্বিতা সমুদ্দীপিত হয়। ধর্ম্মরাজ কৃতান্তও অন্তকালে তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেন না॥ ১১৮॥

হে ঘটোদ্ভব! হে মহামুনে! প্রমথেরা এই সকল নিগূঢ়তত্ত্ব অবধারণ করিয়া কাশীতে কাশীনাথের সমর্চ্চনায় নিবিষ্টচিত্ত হইল, অদ্যাপি তাহারা কাশীপুরী পরিত্যাগ করে নাই॥ ১১৯॥ হে অগস্ত্য! রুদ্রানুচর তারক জীবলোকের মুক্তিজ্ঞানপ্রদ তারকেশ্বরলিঙ্গ সংস্থাপনপূর্ব্বক অদ্যাপি তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছে॥ ১২০॥ তারকেশ্বরের প্রতি যাঁহার অচলা ভক্তি হয়, সেই নরোত্তম অনায়াসেই নির্ম্মল তারকজ্ঞান লাভ করেন॥ ১২১॥ তিলপর্ণ প্রতিষ্ঠিত তিলপর্ণেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, জীবের শরীরে তিলমাত্রও পাপ থাকে না॥ ১২২॥ স্থূলকর্ণপ্রতিষ্ঠিত স্থূলকর্ণেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে জীবের সমস্ত দুর্গতি বিদূরিত হইয়া পরম পুণ্যের উদয় হয়॥ ১২৩॥ স্থূলকর্ণেশ্বরের

দৃমিচণ্ডেশ্বরং লিঙ্গং তথা লিঙ্গং প্রভাময়ম্।
আরাধ্য তৎপ্রতীচ্যাঞ্চ ন পাপৈরভিভূয়তে ॥ ১২৪।
প্রভাময়েশ্বরং লিঙ্গং দৃষ্ট্বান্যত্রাপি সংস্থিতঃ।
প্রভাময়েন যানেন শিবলোকে ব্রজেৎ সুধীঃ ॥ ১২৫।
সুকেশেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য হরিকেশবনে নরঃ।
ষাট্‌কৌশিকময়ং দেহং ধারয়েন্ন পুনঃ পুনঃ ॥ ১২৬।
বিন্দতীশং নরোঽভ্যর্চ্চ্য ভীমচণ্ডীসমীপতঃ।
ত্যক্ত্বা প্রচণ্ডমপ্যেনো মোক্ষং বিন্দতি শাশ্বতম্ ॥ ১২৭।
ছাগলেশং মহালিঙ্গং পিত্রীশ্বরসমীপগম্।
বিলোক্য পশুবৎ কোঽপি ন পাপং প্রাকৃতং স্পৃশেৎ ॥ ১২৮

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বারাণসীবর্ণনং গণ-
প্রেষণঞ্চ নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পশ্চিমাংশে দৃমিচণ্ডেশ্বর ও প্রভাময়েশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাদের আরাধনা করিলে, কদাচ পাপভয়ে অভিভূত হইতে হয় না ॥১২৪॥ যিনি কাশীতে প্রভাময়েশ্বরলিঙ্গ দর্শন করেন, সেই পুণ্যবান মহাত্মা প্রভাময় পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে যাত্রা করিয়া থাকেন ॥ ১২৫ ॥ যিনি এই হরিকেশকানন কাশীধামে সুকেশেশ্বরলিঙ্গের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে আর পুনঃ পুনঃ এই ভবসংসারে ষড়্‌রিপুসঙ্কুল মানবদেহ ধারণ করিতে হয় না ॥ ১২৬ ॥ ভীমচণ্ডী সমীপস্থ বিন্দতীশ্বরলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, সমস্ত প্রচণ্ডপাপ বিমোচন হইয়া শাশ্বত মোক্ষধাম পরিপ্রাপ্তি হয় ॥ ১২৭ ॥ পিত্রীশ্বরের সমীপবর্ত্তী ছাগলেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিলে, পশুবৎ অজ্ঞান প্রাণীকেও কোন প্রকার পাপ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে বারাণসীবর্ণন গণপ্রেরণ নাম
ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

কুম্ভসম্ভব বক্ষ্যামি শৃণোত্ত্বহিতো ভবান্।
কপর্দ্দীশস্য লিঙ্গস্য মহামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ১।
কপর্দ্দী নাম গণপঃ শম্ভোরত্যন্তবল্লভঃ।
পিত্রীশাদুত্তরে ভাগে লিঙ্গং সংস্থাপ্য শাম্ভবম্॥ ২।
কুণ্ডঞ্চ খানতোঽস্যাগ্রে বিমলোদকসংজ্ঞকম্।
যস্য তোয়স্য সংস্পর্শাদ্বিমলো জায়তে নরঃ॥ ৩।
ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি তত্র ত্রেতাযুগে পুরা।
যথাবৃত্তং কুম্ভযোনে শ্রবণাৎ পাতকাপহম্॥ ৪।
একঃ পাশুপতঃ শ্রেষ্ঠো বাল্মীকিরিতিসংজ্ঞিতঃ।
তপশ্চচার স মুনিঃ কপর্দ্দীশং সমর্চ্চয়ন্॥ ৫।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! অতঃপর আমি কপর্দ্দীশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥ ১॥ বিশ্বেশ্বরের প্রিয় অনুচর কপর্দ্দী, পিত্রীশ্বরলিঙ্গের উত্তরাংশে কপর্দ্দীশ্বরলিঙ্গ সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখভাগে বিমলোদক নামে একটী পবিত্রতোয় কুণ্ড খনন করিলেন। সেই কুণ্ডেরজল স্পর্শ করিবামাত্র মানবগণ সর্ব্বপাপ বর্জ্জিত হইয়া বিমলত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ২॥ ৩॥

লিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবান ষড়ানন, মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! আমি তোমার নিকট ত্রেতা-যুগের এক পুরাতনী আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ইতি-

একদা স হি হেমন্তে মার্গে মাসি তপোধনঃ।
স্নাত্বা তত্র মহাতীর্থে মধ্যাহ্নে বিমলোদকে ॥ ৬।
চকার ভস্মনা স্নানমাপাদতলমস্তকম্।
লিঙ্গস্য দক্ষিণে ভাগে কৃতমাধ্যাহ্নিকক্রিয়ঃ ॥ ৭।
ন্যস্তমস্তকপাংশুশ্চ সন্ধ্যামাধ্যাহ্নিকীং স্মরন্।
জপন্ পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং ধ্যায়ন্ দেবং কপর্দ্দিনম্ ॥ ৮।
কৃত্বা সংহারমার্গেণ স প্রণামং প্রদক্ষিণম্।
হুড়ুঙ্কৃত্য হুড়ুঙ্কৃত্য হুড়ুঙ্কৃত্য ত্রিরুচ্চকৈঃ ॥ ৯।
প্রণবং পুরতঃ কৃত্বা ষড়্জাদিস্বরভেদতঃ।
গীতং বিধায় সানন্দং স নৃত্যং হস্তকান্বিতম্ ॥ ১০।
অঙ্গহারৈর্মনোহারী চারী মণ্ডলসংযুতম্।
ক্ষণং তত্র সরস্তীরে উপবিষ্টো মহাতপাঃ ॥ ১১।

বৃত্ত শ্রবণ করিলে নরের সর্ব্বপাপ বিমোচন হয় ॥ ৫ ॥ বাল্মীকি নামে একজন পাশুপত ব্রতাচারী তপস্বী একদা কপর্দ্দীশ্বরলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। হেমন্তকালে অগ্রহায়ণমাসে একদিন সেই তপোধন বিমলোদক মহাতীর্থে মধ্যাহ্নকালে স্নান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপনপূর্ব্বক সেইস্থানে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর মস্তকে ভস্মলেপনপূর্ব্বক তিনি সেই স্থানে মধ্যাহ্নসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া পঞ্চাক্ষরীবিদ্যা জপ করিলেন এবং কপর্দ্দীশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর পূজা সমাপনান্তে সেই তপস্বী পুণ্যময় কপর্দ্দীশ্বরকে ভক্তিভাবে প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তাহার পর তাঁহার বদনে তিনবার হুড়ুং হুড়ুং হুড়ুং ইত্যাকার বৃষরব উচ্চৈঃস্বরে সমুচ্চারিত হইল। তদনন্তর তিনি সেই লিঙ্গ সমীপে ষড়জাদি সপ্তস্বর ভেদে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক করতালি দিয়া সানন্দে হরগুণগান করিতে লাগিলেন। হরানন্দবিলাসী সেই মহাতপস্বী সেইরূপে বহুক্ষণ বিবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া প্রেমা-

অদ্রাক্ষীদ্রাক্ষসঙ্ঘোরমতীব বিকৃতাকৃতিম্।
শুষ্কশঙ্খকপোলাস্যং নিমগ্নাপিঙ্গলোচনম্ ॥ ১২ ।
রুক্ষস্ফুটিতকেশাগ্রং মহালম্বশিরোধরম্।
অতীব চিপিটঘ্রাণং শুষ্কোষ্ঠমতিদন্তুরম্ ॥ ১৩ ।
মহাবিশালমৌলিঞ্চ প্রোর্দ্ধীভূতশিরোরুহম্।
প্রলম্বকর্ণপালীকং পিঙ্গলশ্মশ্রুভীষণম্ ॥ ১৪ ।
প্রলম্বিতললজ্জিহ্বমত্যুৎকটকৃকাটিকম্।
স্থূলাস্থিজত্রুসংস্থানং দীর্ঘং স্কন্ধদ্বয়োৎকটম্ ॥ ১৫ ।
নিমগ্নকক্ষকুহরং শুষ্কহ্রস্বভুজদ্বয়ম্।
বিরলাঙ্গুলিহস্তাগ্রং নতপীননখাবলিম্ ॥ ১৬ ।
বিশুষ্কপাংশুলোৎক্রোড়ং পৃষ্ঠলগ্নোদরত্বচম্।
কটীতটেন বিকটং নির্ম্মাংসত্রিকবন্ধনম্ ॥ ১৭ ।

নন্দে মনোহর নৃত্য করণানন্তর সেই সরোবর তীরে ক্ষণকাল উপবেশন করিলেন ॥ ৪—১১ ॥ সেই স্থানে তিনি বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় সহসা সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর বিকটাকার পিশাচ দর্শন করিলেন। সেই ভীষণ পিশাচের ললাটদেশ, কপোলদেশ, আস্যদেশ এবং ওষ্ঠদ্বয় বিশুষ্ক; লোচনযুগল কোটরস্থ ও পিঙ্গলবর্ণ; মস্তক ও বদন প্রলম্বিত; কেশ রুক্ষ, অগ্রবিদীর্ণ এবং ঊর্দ্ধভাগে সমুত্থিত; নাসিকা অতিশয় খর্ব্ব; দন্ত বহির্গত; মহা প্রকাণ্ড মস্তক; কর্ণকুহর বিলম্বিত; ভীষণ পিঙ্গলবর্ণ শ্মশ্রু; সুদীর্ঘ লোলজিহ্বা; গ্রীবাদেশ কঠোর; স্কন্ধদ্বয় দীর্ঘ ও উচ্চ; স্কন্ধসন্ধি ও দেহাস্থি-সমূহ ভয়ানক স্থূল; কক্ষবিবর কূপতুল্য; হস্তদ্বয় খর্ব্ব ও পরিশুষ্ক; করাঙ্গুলী হ্রস্বাগ্র ও বিরল; নখরাজী স্থূল ও বিনম্র; উদর পাংশুল, সেই উদরের লোলচর্ম্ম ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছে; কটিতটে বিকট নির্ম্মাংস পৃষ্ঠ-দণ্ড সংলগ্ন; কটির অধোভাগস্থ গ্রন্থিদ্বয় প্রলম্বিত; মুষ্কলিঙ্গ ক্ষুদ্র ও বিশুষ্ক, ঊরুদেশ দীর্ঘ ও মাংসশূন্য; জানুদেশের অস্থি ও পার্শ্বপঞ্জরের অস্থিমালা অতিশয় স্থূল; অস্থিচর্ম্ম অবশেষ; সর্ব্বাঙ্গের শিরাসমূহ বহির্গত; জঙ্ঘা

প্রলম্বস্ফিগ্‌যুগযুতং শুষ্কমুষ্কাল্পমেহনম্‌।
দীর্ঘনির্মাংসলোরুকং স্থূলজান্বস্থিপঞ্জরম্‌॥ ১৮।
অস্থিচর্ম্মাবশেষঞ্চ শিরাজালিতবিগ্রহম্‌।
শিরালং দীর্ঘজঙ্ঘঞ্চ স্থূলগুল্‌ফাস্থিভীষণম্‌॥ ১৯।
অতিবিস্তৃতপাদঞ্চ দীর্ঘবক্রকৃশাঙ্গুলিম্‌।
অস্থিচর্ম্মাবশেষেণ শিরাতাড়িতবিগ্রহম্‌॥ ২০।
বিকটং ভীষণাকারং ক্ষুৎক্ষামমতিলোমশম্‌।
দাবদগ্ধদ্রুমাকারমতিচঞ্চললোচনম্‌॥ ২১।
মূর্ত্তং ভয়ানকমিব সর্ব্বপ্রাণিভয়প্রদম্‌।
হৃদয়াকম্পনং দৃষ্ট্বা তং প্রেতং বৃদ্ধতাপসঃ।
অতিদীনাননং কস্ত্বমিতি ধৈর্য্যেণ পৃষ্টবান্‌॥ ২২।
কুতস্ত্বমিহ সম্প্রাপ্তঃ কস্মাত্তে গতিরীদৃশী।
অনুক্রোশধিয়া রক্ষঃ পৃচ্ছামি বদ নির্ভয়ম্‌॥ ২৩।

দীর্ঘ ও শিরাসঙ্কুল, গুল্‌ফদেশের অস্থিপুঞ্জ ভয়ানক স্থূল; পদতল অত্যন্ত বিস্তৃত, অঙ্গুলী দীর্ঘ, বক্র ও কৃশ এবং দেহ অস্থিচর্ম্মসার হওয়াতে সর্ব্বশরীরের শিরাবলী বহির্ভাগেই বিরাজ করিতেছিল। সেই ভীষণ আঘূর্ণিতলোচন বিকটাকার পিশাচ জঠরানলে বিদগ্ধ হইয়া দাবদগ্ধ বিশীর্ণ পাদপের ন্যায় আরও ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার সর্ব্বশরীর রুক্ষরোমে আবৃত॥১২—২১॥

কুণ্ডকূলোপবিষ্ট সেই তপস্বী সর্ব্বজীবভয়প্রদ, হৃদয়প্রকম্পন, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি সেই নিশাচরকে দর্শন করিয়া প্রশান্তভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? তোমার বদন এত বিষণ্ণ কেন? হে রক্ষঃ! আমি তোমার হিতার্থী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কোথা হইতে এ স্থানে আগমন করিলে? এবং তোমার এরূপ দশাই বা কেন? নির্ভয়ে আমার নিকট ব্যক্ত কর। হে নিশাচর! আমরা তপস্বী; মহাদেবের সহস্রনাম আমাদের বর্ম্মভূষণ।

অস্মাকং তাপসানাঞ্চ ন ভয়ং ত্বদ্বিধাত্মনাক্।
শিবনামসহস্রাণাং বিভূতিকৃতবর্ম্মণাম্॥ ২৪।
তাপসোদীরিতমিতি তদ্রক্ষঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্।
নিশম্য প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ তং কৃপালুং তপোধনম্॥ ২৫।

রাক্ষস উবাচ।

অনুক্রোশোঽস্তি যদি তে ভগবংস্তাপসোত্তম।
স্ববৃত্তান্তং তদা বচ্মি শৃণুষ্বাবহিতঃ ক্ষণম্॥ ২৬।
প্রতিষ্ঠানাভিধানোঽস্তি দেশো গোদাবরীতটে।
তীর্থপ্রতিগ্রহরুচিস্তত্রাসং ব্রাহ্মণস্ত্বহম্॥ ২৭।
তেন কর্ম্মবিপাকেন প্রাপ্তোঽস্মি গতিমীদৃশীম্।
মরুস্থলে মহাঘোরে তরুতোয়বিবর্জ্জিতে॥ ২৮।
গতো বহুতরঃ কালস্তত্র মে বসতো মুনে।
ক্ষুধিতস্য তৃষার্ত্তস্য শীততাপসহস্য চ॥ ২৯।

তোমাদের ন্যায় প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই॥ ২২। ২৩॥ ২৪॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! তাপসবরের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই পিশাচ প্রীতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, হে ভগবন্! হে তাপসোত্তম! যদি অনুগ্রহ হইল, তবে আমি সবিশেষ আত্মবৃত্তান্ত সবিস্তরে নিবেদন করিতেছি, কিয়ৎক্ষণ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥ ২৫—২৬॥ হে তপোধন! আমি ব্রাহ্মণ। গোদাবরীতীরে প্রতিষ্ঠান নামে এক দেশ আছে, সেই দেশেই আমার নিবাস ছিল। আমি তীর্থস্থানে দানপ্রতিগ্রহ করিতে অনুরক্ত ছিলাম; সেই দুর্ব্বিপাকেই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া নির্জ্জল নিষ্পাদপ মরুভূমে বাস করিতে করিতে আমার বহুকাল অতীত হইয়াছে। বর্ষাকালে পর্জ্জন্যদেব মুসলধারে দিবানিশি বারিবর্ষণ করিয়াছেন, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু অবিশ্রান্ত প্রবাহিত

বর্ষত্যপি মহামেঘে ধারাসারৈর্দ্দিবানিশম্।
প্রাবৃট্ কালেঽনিলে বাতি কিঞ্চিৎ প্রাবরণং ন মে ॥৩০।
পর্ব্বণ্যদত্তদানা যে কৃততীর্থপ্রতিগ্রহাঃ।
ত ইমাং যোনিমৃচ্ছন্তি মহাদুঃখনিবন্ধনীং ॥ ৩১।
গতে বহুতিথে কালে মরুভূমৌ মুনে ময়া।
দৃষ্টো ব্রাহ্মণদায়াদ একদা কশ্চিদাগতঃ ॥ ৩২।
সূর্য্যোদয়মনুপ্রাপ্য সন্ধ্যাবিধিবিবর্জ্জিতঃ।
কৃত্বা মূত্রপুরীষে তু শৌচাচমনবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৩।
মুক্তকচ্ছমশৌচঞ্চ সন্ধ্যাকর্ম্মবিবর্জ্জিতম্।
তং দৃষ্ট্বা তচ্ছরীরেঽহং সংক্রান্তো ভোগলিপ্সয়া ॥ ৩৪।
স দ্বিজো মন্দভাগ্যান্মে কেনচিদ্বণিজা সহ।
অর্থলোভেন সম্প্রাপ্তঃ পুরীং পুণ্যামিমাং মুনে ॥ ৩৫।

হইয়াছে, আমি অনাবৃত শরীরে সেই সমস্ত উপদ্রব মস্তকের উপর সহ্য করিয়াছি। হে তপস্বিন্! এখন আমি পিশাচ। যে সকল ব্যক্তি পর্ব্বদিনে সুপাত্রে দান না করে এবং যে সকল ব্যক্তি তীর্থস্থানে দান প্রতিগ্রহ করে, সেই সকল মানবের আমাদের ন্যায় মহাদুঃখপ্রদ পিশাচযোনি প্রাপ্তি হয়। হে মুনে! মরুভূমে বহুকাল অবস্থান করিতে করিতে একদা আমি একটী দ্বিজকুমার অবলোকন করিয়াছিলাম। সেই ব্রাহ্মণকুমার সূর্য্যোদয় প্রাপ্ত হইয়াও সন্ধ্যোপাসনা করেন না। মলমূত্র ত্যাগ করিয়াও শৌচাচমন করেন না। সেই বিপ্রসুত কচ্ছবিরহিত। তাঁহাকে শৌচাচার ও সন্ধ্যাবন্দনা-বিবর্জ্জিত দর্শন করিয়াই ভোগকামনায় আমি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলাম। আমার দুরদৃষ্টক্রমে সেই ব্রাহ্মণকুমার অর্থলোভে একজন বণিকের সহিত এই পবিত্র কাশীপুরীতে বাণিজ্য করিতে আইসেন। দ্বিজপুত্র এই পবিত্র বিশ্বেশ্বরীপুরীতে প্রবেশ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমি সমস্ত পাপের

অন্তঃপুরি প্রবিষ্টোঽভূৎ স দ্বিজো মুনিসত্তম।
তচ্ছরীরাদ্ বহির্ভূতস্ত্বহং পাপৈঃ সমং ক্ষণাৎ॥ ৩৬।
প্রবেশো নাস্তি চাস্মাকং প্রেতানাং তপসাং নিধে।
মহতাং পাতকানাঞ্চ বারাণস্যাং শিবাজ্ঞয়া॥ ৩৭।
অদ্যাপি তানি পাপানি তদ্বহির্নির্গমেচ্ছয়া।
বহিরেব হি তিষ্ঠন্তি সীম্নি প্রমথসাধ্বসাৎ॥ ৩৮।
অদ্যশ্বো বা পরশ্বো বা স বহির্নির্গমিষ্যতি।
ইত্যাশয়াস্থিতাস্মো বৈ যাবদদ্য তপোধন॥ ৩৯।
নাদ্যাপি স বহির্গচ্ছেন্নাদ্যাপ্যাশা প্রযাতি নঃ।
ইত্যাস্ম হে নিরাধারা আশাপাশনিযন্ত্রিতাঃ॥ ৪০।
চিত্রমদ্যতনং বচ্মি তপস্বিংস্তন্নিশাময়।
অতীব ভাবিকল্যাণমিতি মন্যেঽধুনৈব হি॥ ৪১।

সহিত তাঁহার শরীর হইতে বহির্গত হইলাম। কাজেই আমাকে পুনর্মূষিক হইতে হইল॥ ২৭—৩৬॥

হে তপোনিধে! বিশ্বেশ্বরের আদেশে আমাদের কাশীপুরীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, পাপেরও প্রবেশের অনুমতি নাই। সেই ব্রাহ্মণ-কুমার বহির্গত হইবে, এই ইচ্ছাতেই সেই পাপরাশি প্রমথগণের ভয়ে অদ্যাপি কাশীপুরীর সীমান্তভাগেই অবস্থান করিতেছে। অদ্যই হউক, অথবা কল্যই হউক, সেই দ্বিজকুমার অবশ্যই বহির্গত হইবে। হে তপোধন! এই আশয়েই অদ্যাপি আমরাও এই স্থলে বাস করিতেছি। হে মুনিবর! সেই ব্রাহ্মণ অদ্যাপি বহির্গত হইতেছে না, আমরাও আশা পরিত্যাগ করি-তেছি না, সেই আশাতেই আমরা নিরাধারা আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। হে তপস্বিন্! আর একটী আশ্চর্য্য কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অধুনা আমরা অতীব ভাবিকল্যাণ ধ্রুবজ্ঞান করিয়া ক্ষুধার উৎপীড়নে প্রয়াগ-ধাম পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র অন্ন প্রাপ্ত হইতেছি

আপ্রয়াগং প্রতিদিনং প্রযামঃ ক্ষুধিতা বয়ম্।
আহারকাম্যয়া ক্বাপি পরন্নো কিঞ্চিদাপ্নুমঃ॥ ৪২।
সন্তি সর্ব্বত্র ফলিনঃ পাদপাঃ প্রতিকাননম্।
জলাশয়াশ্চ স্বচ্ছায়াঃ সন্তি ভূম্যাং পদে পদে॥ ৪৩।
অন্যান্যপি চ ভক্ষ্যাণি সর্ব্বেষাং সুলভান্যহো॥ ৪৪।
পানান্যপি বিচিত্রাণি সন্তি ভূয়াংসি সর্ব্বতঃ।
পরং নো দৃগ্‌গতান্যেব দূরে দূরে ব্রজন্ত্যহো॥ ৪৫।
দৈবাদদ্যৈকমায়ান্তং দৃষ্টা কার্পটিকং মুনে।
তস্যান্তিকমহং প্রাপ্তঃ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ॥ ৪৬।
প্রসহ্য ভক্ষয়াম্যেনমিতি মত্বা ত্বরান্বিতঃ।
যাবত্তন্তু জিঘৃক্ষামি তাবত্তদ্বদনাম্বুজাৎ॥ ৪৭।
শিবনাম পবিত্রাবাক্ নিরগাদ্ বিঘ্নহারিণী।
শিবনাম স্মরণতো মদীয়মপি পাতকম্॥ ৪৮।

না। হে তপোনিধে! এই পৃথিবীর প্রতি কাননে কাননে বহুতর ফলবান বৃক্ষ আছে এবং পদে পদে কত স্থানে কত শত স্বচ্ছসলিল-সরোবর বিদ্যমান আছে, অপরাপর ভক্ষ্যবস্তুও সর্ব্বত্র সুলভ, বহুবিধ পানীয়বস্তুও ইহ-জগতীতলে ভূরি পরিমাণে সঞ্চিত আছে। কিন্তু এই অধমেরা এমনি হত-ভাগ্য যে, বহুদূরদূরান্তরে ভ্রমণ করিলেও তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পায় না। হে মুনিবর! দৈবক্রমে অদ্য একটী তীর্থসেবী আসিয়াছে, আমি তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক ক্ষুধাপীড়িত হইয়া ভক্ষণকরণাভিলাষে অতি সত্বর তা-হার নিকট উপনীত হইলাম। আনন্দে প্রমত্ত হইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় তাহার মুখাম্বুজ হইতে সুপবিত্র বিঘ্নহর শিব-নাম বহির্গত হইল। শিবনাম শ্রবণমাত্রে আমার শরীরস্থ পাপানল মন্দী-ভূত হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আমি কাশীপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সীমান্ত-প্রহরী প্রমথগণ তৎকালে আমাকে দেখিতে পাইলেন না। হে তাপসপ্রবর!

মন্দীভূতং ততস্তেন প্রবেশং লব্ধবানহম্।
সীমস্থৈঃ প্রমথৈর্নাহং সদ্যো দৃগ্‌গোচরীকৃতঃ ॥ ৪৯ ।
শিবনাম শ্রুতৌ যেষাং তান্নপশ্যেদ্ যমোঽপি যৎ।
অন্তর্গেহস্য সীমানং প্রাপ্তস্তেন সহাধুনা ॥ ৫০ ।
স তু কার্পটিকো মধ্যং প্রবিষ্টোহহমিহ স্থিতঃ।
আত্মানং বহুমন্যেহহং ত্বাং বিলোক্যাঽধুনা মুনে ॥ ৫১ ।
মামুদ্ধর কৃপালো ত্বং যোনেরস্মাৎ সুদারুণাৎ।
ইতি প্রেতবচঃ শ্রুত্বা স কৃপালুস্তপোধনঃ ॥ ৫২ ।
মনসা চিন্তয়ামাস ধিঙ্ জার্থোদ্যমান্নরান্।
স্বোদরম্ভরয়ঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ ৫৩ ।
স এব ধন্যঃ সংসারে যঃ পরার্থোদ্যতঃ সদা।
তপসাদ্য নিজেনাহং প্রেতমেতমঘাতুরম্ ॥ ৫৪ ।

প্রমথগণের কথা কি কহিব, যে ব্যক্তি শিবনাম শ্রবণ করে, যমও তাহাকে দেখিতে পায় না। অতএব অধুনা আমি সেই শিবভক্ত তীর্থসেবির সহিত কাশীপুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি। হে মুনিবর! সেই তীর্থসেবিকে দর্শন করিয়া অবধি আমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। তিনি পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, আমি এই স্থানেই আছি। হে তপোধন! আমি দেখিতেছি, তুমি অতি দয়াশীল; অতএব তুমি আমাকে এই নিদারুণ পাপযোনি হইতে উদ্ধার কর ॥ ৩৭—৫২ ॥

পিশাচের এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া তপোনিধান মহর্ষি বাল্মীকির মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি মনেমনে চিন্তা করিলেন, আত্মোদরপরায়ণ স্বার্থপর মানবগণকে ধিক্। কারণ পশুপক্ষিপ্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব উদর পূরণ করিয়া থাকে। যিনি সর্ব্বদা পরোপকারনিরত, সেই মহাত্মাই ইহসংসারে ধন্য। এই পাপক্লিষ্ট পিশাচ আমার শরণাপন্ন হই-

মামেব শরণং প্রাপ্ত মুদ্ধরিষ্যাম্যসংশয়ম্।
বিমৃশ্যেতি স বৈ চিত্তে পিশাচং প্রাহ সত্তমঃ॥ ৫৫।
বিমলোদে সরস্যস্মিন্ স্নাহি রে পাপনুত্তয়ে।
পিশাচ তে পিশাচত্বং তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ৫৬।
কপর্দ্দীশে ক্ষণাদদ্য ক্ষণাৎ ক্ষীণং বিনঙ্ক্ষ্যতি।
শ্রুত্বেতি স মুনের্বাক্যং প্রেতঃ প্রাহ প্রণম্য তম্॥ ৫৭।
প্রীতাত্মা প্রীতমনসং প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ।
পানীয়ং পাতুমপি নো লভেয়ং মুনিসত্তম॥ ৫৮।
স্নানস্য কা কথা নাথ রক্ষেয়ুর্জ্জলদেবতাঃ।
পানস্যাপ্যত্র কা বার্ত্তা জলস্পর্শোঽপি দুর্ল্লভঃ॥ ৫৯।
ইতি প্রেতোক্তমাকর্ণ্য স ভৃশং প্রীতিমানভূৎ।
উবাচ চ তপস্বী তং জগদুদ্ধরণক্ষমঃ॥ ৬০।

য়াছে, অতএব আমি নিজেই অদ্য তপোবলে ইহাকে উদ্ধার করিব॥ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

বাল্মীকি মনেমনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই পিশাচকে কহিলেন, রে পিশাচ! পাপশান্তির নিমিত্ত তুই এই পুণ্যসলিল বিমলোদক সরোবরে স্নান কর্, তাহা হইলেই এই তীর্থমাহাত্ম্যপ্রভাবে তোর সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে এবং স্নানান্তে এই কপর্দ্দীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তোর পিশাচত্ব পরিহার হইবে॥ ৫৬—৫৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পিশাচের অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইল। সে তখন সম্প্রীতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, হে তপোধন! এই পবিত্র সরসীজল পান করিবারও আমার ক্ষমতা নাই। জলদেবতারা যে পুণ্যসরোবরের পবিত্র সলিল সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, তাহাতে স্নান করা দূরে থাকুক, সে জল স্পর্শ করিতেও আমি অক্ষম॥ ৫৯॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! পিশাচের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া

গৃহাণেমাং বিভূতিং ত্বং ললাটফলকে কুরু।
অস্মাদ্বিভূতিমাহাত্ম্যাৎ প্রেতং কোপি ন কুত্রচিৎ ॥৬১।
ব্বাধাং করোতি কস্যাপি মহাপাতকিনোপ্যহো ॥ ৬২।
ভালং বিভূতি ধবলং বিলোক্য যমকিঙ্করাঃ।
পাপিনোঽপি পলায়ন্তে ভীতাঃ পাশুপতাস্ত্রতঃ ॥ ৬৩।
অস্থিধ্বজাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা যথা পান্থা জলাশয়ম্।
দূরয়ন্তি তথা ভস্মভালাঙ্কং যমকিঙ্করাঃ ॥ ৬৪।
কৃতভূতিতনুত্রাণং শিবমন্ত্রৈর্নরোত্তমম্।
নোপসর্পন্তি নিয়তমপি হিংস্রাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬৫।
ভক্ত্যা বিভর্ত্তি যো ভস্ম শিবমন্ত্রপবিত্রিতম্।
ভালে বক্ষসি দোর্মূলে ন তং হিংসন্তি হিংসকাঃ ॥ ৬৬

সেই বিশ্বপরিত্রাণসমর্থ যোগশীল তপস্বী পরম পরিতুষ্টচিত্তে কহিলেন, রে পিশাচ! তুই আমার এই বিভূতি গ্রহণ করিয়া ললাটদেশে ধারণ কর, এই বিভূতির মাহাত্ম্যপ্রভাবে কুত্রাপি কাহারই প্রেতত্ব থাকে না ॥ ৬০॥৬১ ॥ এই বিভূতির এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, ইহা অঙ্গে ধারণ করিলে মহাপাতকী দিগেরও কোন বিষয়ে বিঘ্নবাধার বিদ্যমানতা থাকে না ॥ ৬২ ॥ ললাটদেশে এই শুভ্রবিভূতি দর্শন করিলে যমকিঙ্করেরা পাশুপত অস্ত্রের ভয়ে মহাপাপি-গণের নিকট হইতেও পলায়ন করে ॥ ৬৩॥ অস্থিধ্বজাঙ্কিত সরোবর দর্শন করিলে পিপাসাতুর পথিকেরা যেমন ভগ্নচিত্তে নিরাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, এই বিভূতিলাঞ্ছিত ললাট দর্শন করিলে যমদূতেরাও সেইরূপ দূরে পলায়ন করে ॥ ৬৪ ॥ শিবমন্ত্রপূত বিভূতিরূপ রক্ষাকবচে যাঁহার সমগ্রদেহযষ্টি সমাবৃত, কোনপ্রকার বিঘ্নকারী হিংস্র কুগ্রহেরা সেই পুণ্যবানের শরীর কদাচ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৬৫ ॥ যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ললাটে, বক্ষে ও বাহুমূলে শিবমন্ত্রপবিত্রীকৃত শিববিভূতি লেপন করে, হিংসকেরা সেই ভক্তগণের হিংসা

সর্ব্বেভ্যো দুষ্টসত্ত্বেভ্যো যতো রক্ষেদহর্নিশম্।
রক্ষত্যেষা ততঃ প্রোক্তা বিভূতির্ভূতিকৃদ্যতঃ॥ ৬৭।
ভাসনাদ্ ভর্ৎসনাদ্ভস্ম পাংশুঃ পাংশুত্বদায়তঃ।
পাপানাং ক্ষারণাৎ ক্ষারো বুধৈরেবং নিরুচ্যতে॥ ৬৮।
গৃহীত্বাধারমধ্যাৎ স ভস্ম প্রেতকরেঽর্পয়ৎ।
সোপ্যাদরাৎ সমাদায় ভালদেশেন্যবেশয়ৎ॥ ৬৯।
বিভূতিধারিণং বীক্ষ্য পিশাচং জলদেবতাঃ।
জলাবগাহনপরং বারয়াঞ্চক্রিরেন তং॥ ৭০।
স্নাত্বা পীত্বা স নির্গচ্ছেদ্ যাবত্তস্মাজ্জলাশয়াৎ।
তাবৎ পৈশাচ্যমগমৎ দিব্যদেহমবাপ চ॥ ৭১।
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ।
দিব্যযানং সমারুহ্য বর্ত্ম প্রাপ্তোঽথ পাবনম্॥ ৭২।

করে না॥ ৬৬॥ যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক শিববিভূতি বিভূষণ করেন, সেই বিভূতিই তাঁহাদিগকে সমস্ত পাপসত্ত দুষ্টগণের গ্রাস হইতে অহর্নিশি রক্ষা করিয়া থাকেন॥ ৬৭॥ বিভূতির তিনটী নাম। ভস্ম, পাংশু এবং ক্ষার। ভাস্বরী আভাবিকাশ ও ভর্ৎসন প্রতিপাদন করে বলিয়া ভস্ম; পাপাংশু প্রমোচন করে বলিয়া পাংশু এবং সমস্ত পাপমল প্রক্ষারণ করে বলিয়া ক্ষার নামের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে॥ ৬৮॥

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোদ্ভব! তপস্বী তদনন্তর ভস্মাধার হইতে বিভূতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই পিশাচের করে অর্পণ করিলেন। সেই প্রেতরূপী পিশাচও সমাদরে তাহা পরিগ্রহপূর্ব্বক ললাটে ধারণ করিল॥ ৬৯॥ সেই পিশাচকে বিভূতিধারী দর্শন করিয়া জলদেবতারা তাহারে সেই পুণ্যসরোবরে অবগাহন করিতে নিবারণ করিলেন না॥ ৭০॥ পিশাচ অবাধে সেই পবিত্রজলে স্নান করিয়া কিয়ৎপরিমাণে সেই জল পান করিল। স্নানপানমাত্রেই তাহার পিশাচত্ব দূরগত হইয়া দিব্যদেহ প্রইল॥ ৭১॥

অনন্তর দিব্যমাল্যধারণ, দিব্যবস্ত্র পরিধান, দিব্য গন্ধানুলেপন এবং

গচ্ছতা তেন গগনে স তপস্বী নমস্কৃতঃ।
প্রোচ্চৈঃ প্রোবাচ ভগবন্ মোচিতোস্মি ত্বয়ানঘ ॥ ৭৩।
তস্মাৎ কদর্য্যযোনিত্বাদতীব পরিনিন্দিতাৎ।
অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যাদ্দিব্যংদেহমবাপ্তবান্ ॥ ৭৪।
পিশাচমোচনং তীর্থমদ্যারভ্য সমাখ্যয়া।
অন্যেষামপি পৈশাচ্যমিদং স্নানাদ্ধরিষ্যতি ॥ ৭৫।
অস্মিংস্তীর্থে মহাপুণ্যে যে স্নাস্যন্তীহ মানবাঃ।
পিণ্ডাংশ্চ নির্ব্বপিষ্যন্তি সন্ধ্যাতর্পণপূর্ব্বকম্ ॥ ৭৬।
দৈবাৎ পৈশাচ্যমাপন্নাস্তেষাং পিতৃপিতামহাঃ।
তেঽপি পৈশাচ্যমুৎসৃজ্য যাস্যন্তি পরমাঙ্গতিম্ ॥ ৭৭।
অদ্য শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং মার্গে মাসি তপোনিধে।
অত্র স্নানাদিকং কার্য্যং পৈশাচ্যপরিমোচনম্ ॥ ৭৮।
ইমাং সাম্বৎসরীং যাত্রাং যে করিষ্যন্তি মানবাঃ।
তীর্থপ্রতিগ্রহাৎ পাপান্নিঃসরিষ্যন্তি তে নরাঃ ॥ ৭৯।

দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরমপাবন গগনমার্গে গমন করিতে করিতে সেই পাপোন্মুক্ত দিব্যপুরুষ মহর্ষি বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আমি তোমারে প্রণাম করি। তোমার কৃপাতেই আমি পাপহইতে পরিত্রাণ পাইলাম। তোমার কৃপাতেই এবং এই বিমলতীর্থের মাহাত্ম্য-প্রভাবেই আমি সেই সর্ব্বজনবিনিন্দিত পাপযোনি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইলাম, অতএব আমি তোমারে বারবার নমস্কার করি। হে তপোনিধে! অদ্যাবধি এই তীর্থের নাম পিশাচমোচন তীর্থ হইল। এই তীর্থে স্নান করিলে পিশাচগণের পিশাচত্ব মোচন হইবে। যে সকল মানব এই পুণ্যময় তীর্থে স্নান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করণানন্তর পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ ও পিণ্ডদান করিবে, তাহাদের পিতৃপিতামহাদি যদি দৈবাৎ পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের সেই পিশাচত্ব বিমো-

পিশাচমোচনে স্নাত্বা কপর্দ্দীশং সমর্চ্চ্য চ।
কৃত্বা তত্রান্নদানঞ্চ নরোন্যত্রাপি নির্ভয়ঃ ॥ ৮০।
মার্গশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং কপর্দ্দীশ্বরসন্নিধৌ।
স্নাত্বা ন্যত্রাপি মরণান্নপৈশাচ্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৮১।
ইত্যুক্ত্বা দিব্যপুরুষো ভূয়ো ভূয়ো নমস্য তম্।
তপোধনং মহাভাগো দিব্যাং গতিমবাপ্তবান্ ॥ ৮২।
তপোধনোঽপি তং দৃষ্ট্বা মহাশ্চর্য্যং ঘটোদ্ভব।
কপর্দ্দীশ্বরমারাধ্য কালান্নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥ ৮৩।
পিশাচমোচনং তীর্থং তদারভ্য মহামুনে।
বারাণস্যাং পরাং খ্যাতিমগমৎ সর্ব্বপাপহৃৎ ॥ ৮৪।
পৈশাচমোচনে তীর্থে সম্ভোজ্য শিবযোগিনম্।
কোটিভোজ্যফলং সম্যগেকৈক পরিসংখ্যয়া ॥ ৮৫।

চন হইয়া তৎক্ষণাৎ পরমগতি লাভ হইবে। হে তপোধন! অদ্য অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী; প্রতিবৎসর এই মাসের এই তিথিতে এই তীর্থে স্নানাদানাদি সমাধান করিলে পিশাচত্ব থাকিবে না। হে তপস্বিন্! অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে এই পিশাচমোচনতীর্থে সাম্বৎসরিক যাত্রা করিলে তীর্থস্থানে প্রতিগ্রহজনিত মহাপাতক বিনিঃসৃত হইয়া যাইবে। এই তীর্থে স্নান করিয়া কপর্দ্দীশ্বরের পূজা এবং অন্নদান করিলে মানবগণ সর্ব্বত্র নির্ভয় হইবে। অগ্রহায়ণমাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে যে ব্যক্তি কপর্দ্দীশ্বরের সমীপস্থ এই পিশাচমোচনতীর্থে স্নান করিবে, অন্যত্রে মৃত্যু হইলেও তাহার আর পিশাচত্ব প্রাপ্তি হইবে না ॥ ৭২—৮১ ॥

হে অগস্ত্য! সেই দিব্যপুরুষ এই সকল কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ বাল্মীকিকে নমস্কারপূর্ব্বক দেখিতে দেখিতে দিব্যগতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮২ ॥ হে ঘটোদ্ভব! মহর্ষি বাল্মীকিও এই মহাশ্চর্য্য ব্যাপার বিলোকন করিয়া কপর্দ্দীশ্বরের আরাধনায় যথাকালে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৮৩ ॥ হে মহামুনে! তদবধি পিশাচমোচন তীর্থের সৃষ্টি হইল। এই তীর্থই সর্ব্বপাপ

শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং নরো নিয়তমানসঃ।
ভূতৈঃ প্রেতৈঃ পিশাচৈশ্চ কদাচিন্নাভিভূয়তে ॥ ৮৬।
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
পঠনীয়ং প্রযত্নেন মহাখ্যানমিদং পরম্ ॥ ৮৭।
ইহমাখ্যানমাকর্ণ্য গচ্ছন্দেশান্তরং নরঃ।
চৌরব্যাঘ্রপিশাচাদ্যৈর্নাভিভূয়েত কুত্রচিৎ ॥ ৮৮।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পিশাচমোচনমহিমাকথনং নাম চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

প্রণাশন এবং মাহাত্ম্যকল্পে বারাণসীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৮৪ ॥ পিশাচমোচন তীর্থে একটিমাত্র শৈবকে ভোজন করাইলে কোটিকোটি শৈবভোজনের ফল হয় ॥ ৮৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! একান্ত সংযতচিত্তে এই পুণ্যময় অধ্যায় শ্রবণ করিলে নরগণকে কদাপি ভূত, প্রেত ও পিশাচগণের ভয়ে অভিভূত হইতে হয় না ॥ ৮৬ ॥ বালকহন্তা কুগ্রহগণের কোপহইতে বালকগণের শান্তিপ্রদ এই মঙ্গলকর মহা আখ্যান প্রযত্নসহকারে পাঠ করা উচিত ॥ ৮৭ ॥ হে অগস্ত্য! এই পবিত্র অধ্যায়োক্ত এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিয়া দেশান্তরে গমন করিলে কুত্রাপি পিশাচ, তস্কর ও ব্যাঘ্রাদির ভয়ে অভিভূত হইতে হয় না ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পিশাচমোচন
মহিমাকথন নাম চতুঃপঞ্চাশত্তম
অধ্যায়।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

অন্যেপি যে গণাস্তত্র কাশ্যাং লিঙ্গানি চক্রিরে।
তাংশ্চ তে কথয়িষ্যামি কুম্ভযোনে নিশাময় ॥ ১।
গণেন পিঙ্গলাখ্যেন পিঙ্গলেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং শম্ভোঃ কপর্দ্দীশাদুদগ্দিশি ॥ ২।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পাপানাং জায়তে ক্ষয়ঃ।
বীরভদ্রো মহাপ্রীতো দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ৩।
বীরভদ্রেশ্বরং লিঙ্গং ধ্যায়েদদ্যাপি নিশ্চলঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বীরসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৪।
অবিমুক্তেশ্বরাৎ পশ্চাৎ বীরভদ্রেশ্বরং নরঃ।
সমর্চ্চ্য ন রণে ভঙ্গং কদাচিদপি চাপ্নুয়াৎ ॥ ৫।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! প্রমথনাথের অপরাপর প্রমথেরা কাশীধামে যে সকল অপরাপর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কপর্দ্দীশ্বরের উত্তরাংশে পিঙ্গলপ্রতিষ্ঠিত পিঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ বিমোচন হয় ॥ ২ ॥ শূলপাণির মহাপ্রীতিপাত্র বীরভদ্র ভক্তিভাবে বীরভদ্রেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অদ্যাপি তথায় নিশ্চল হইয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। এই লিঙ্গদর্শন করিলে বীরসিদ্ধি লাভ হয়। অবিমুক্তেশ্বরের পশ্চিমাংশে বীরভদ্রেশ্বর লিঙ্গ। সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে কদাচ বিপক্ষসমরে

বীরভদ্রঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্বীরমূর্ত্তিধরো মুনে।
সংহরেদ্বিঘ্নসঙ্ঘাতমবিমুক্তনিবাসিনাম্ ॥ ৬।
ভদ্রয়া ভদ্রকাল্যা চ ভার্য্যয়া শুভয়া যুতম্।
বীরভদ্রং নরোভ্যর্চ্চ্য কাশীবাসফলং লভেৎ ॥ ৭।
কিরাতেন কিরাতেশং লিঙ্গং কাশ্যাং প্রতিষ্ঠিতম্।
কেদারাদ্দক্ষিণে ভাগে ভক্তানামভয়প্রদম্ ॥ ৮।
চতুর্মুখোগণঃ শ্রীমান্ বৃদ্ধকালেশসন্নিধৌ।
চতুর্মুখেশ্বরং লিঙ্গং ধ্যায়েদদ্যাপি নিশ্চলঃ ॥ ৯।
ভক্তাশ্চতুর্মুখেশস্য চতুরাননবদ্দিবি।
পূজ্যন্তে সুরসঙ্ঘাতৈঃ সর্ব্বভোগসমন্বিতাঃ ॥ ১০।
নিকুম্ভেশ্বরমালোক্য নিকুম্ভগণপূজিতম্।
পূজয়িত্বা ব্রজন্ গ্রামং কার্য্যসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
কুবেরেশসমীপে তু শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১১।

পরাঙ্মুখ হইতে হয় না। হে কুম্ভযোনে! স্বয়ং বীরভদ্রেশ্বর সাক্ষাৎ বীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাশীবাসিগণের সমস্ত বিঘ্নরাশি সংহার করেন। কল্যাণময় বীরভদ্রেশ্বরের সহিত কল্যাণময়ী ভদ্রকালীর পূজা করিলে কাশীবাসের ফল হয় ॥ ৩—৭ ॥ কেদারেশ্বরের দক্ষিণাংশে রুদ্রচর কিরাত তৎকালে কাশীতে ভক্তগণের অভয়প্রদ কিরাতেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ শ্রীমান্ চতুর্ম্মুখ অবিমুক্তধামে বৃদ্ধকালেশ্বর সন্নিধানে চতুর্ম্মুখেশ্বর লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়া অদ্যাপি নিশ্চলভাবে তাঁহার ধ্যানে তৎপর হইয়া আছেন। চতুর্ম্মুখেশ্বরের ভক্তগণ স্বর্গধামে সর্ব্বভোগৈশ্বর্য্যশালী হইয়া চতুরানন ব্রহ্মার ন্যায় সমস্ত দেবগণের পূজনীয় হন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ রুদ্রানুচর নিকুম্ভ বারাণসীধামে কুবেরেশ্বরসমীপে নিকুম্ভেশ্বর নামে যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেছেন, সেই লিঙ্গ দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া লোকে যেস্থানে গমন করে, সেই স্থানেই তাহাদের মঙ্গলসিদ্ধিলাভ হয় এবং চরমে

পঞ্চাক্ষেশং মহালিঙ্গং মহাদেবস্য দক্ষিণে।
সমভ্যর্চ্চ্য নরঃ কাশ্যাং জাতি স্মৃতিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১২।
ভারভূতেশ্বরং লিঙ্গং ভারভূতগণার্চ্চিতম্।
অন্তর্গৃহোত্তরে দ্বারি ধ্যাত্বা শিবপুরে বসেৎ॥ ১৩।
ভারভূতেশ্বরং লিঙ্গং যৈঃ কাশ্যাং ন বিলোকিতম্।
ভারভূতাঃ পৃথিব্যাস্তেঽবকেশিন ইব ক্রমাঃ॥ ১৪।
গণেন ত্র্যক্ষসংজ্ঞেন লিঙ্গং ত্র্যক্ষেশ্বরং পরম্।
ত্রিলোচনপুরোভাগে শীল্যেতাদ্যাপি কুম্ভজ॥ ১৫।
তস্য লিঙ্গস্য যে ভক্তাস্তে তু দেহাবসানতঃ।
ত্র্যক্ষ্যা এব প্রজায়ন্তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৬।
ক্ষেমকো নাম গণপঃ কাশ্যাং মূর্ত্তিধরঃ স্বয়ম্।
বিশ্বেশ্বরং সর্ব্বগতং ধ্যায়েদদ্যাপি নিশ্চলঃ॥ ১৭।

হরধামে বাস হইয়া থাকে॥ ১১॥ মহাদেবের দক্ষিণাংশে পঞ্চাক্ষপ্রতিষ্ঠিত পঞ্চাক্ষেশ্বর লিঙ্গ তাঁহার পূজা করিলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্তি হয়॥ ১২॥ বিশ্বেশ্বর পুরীর উত্তরদ্বারে ভারভূত নামক প্রমথ তদবধি ভারভূতেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া কাশীধামেই অবস্থানপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের ধ্যানেই নিবিষ্টচিত্ত আছেন। কাশীধামে যাহারা ভারভূতেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে নাই, তাহারা এই পৃথিবীতে নিষ্ফল বৃক্ষের ন্যায় বৃথা ভারভূত জীবন ধারণ করে॥ ১৩॥ ১৪॥ রুদ্রচর ত্র্যক্ষ কাশীতে ত্রিলোচনের সম্মুখভাগে ত্র্যক্ষেশ্বর লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়া অদ্যাপি তাঁহার পূজা করিতেছেন, হে কুম্ভযোনে! ত্র্যক্ষেশ্বরের ভক্তগণ দেহাবসানে সাক্ষাৎ ত্র্যক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর কার্য্যাকার্য্য বিচার থাকে না॥ ১৫॥ ১৬॥ ক্ষেমক নামক গণপতি কাশীধামে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরের পরামূর্ত্তিরূপ ক্ষেমকেশ্বর লিঙ্গ সংস্থাপনপূর্ব্বক অদ্যাপি তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। বারাণসীতে যিনি ক্ষেমকেশ্বরের পূজা করেন, তাঁহার সমস্ত বিঘ্ন বিলীন হইয়া পদেপদে মঙ্গল হয়। হে অগস্ত্য! যদি কোন ব্যক্তি দেশান্তরে নিরুদ্দেশ হয়, তাহার প্রত্যাগমন কামনায় কাশীতে ক্ষেম-

ক্ষেমকং পূজয়েদ্যস্তু বারাণস্যাং মহাগণম্।
বিঘ্নাস্তস্য প্রলীয়ন্তে ক্ষেমং স্যাচ্চ পদে পদে ॥ ১৮।
দেশান্তরং গতো যস্তু তস্যাগমনকাম্যয়া।
ক্ষেমকঃ পূজনীয়োত্র ক্ষেমেনাশু স আব্রজেৎ ॥ ১৯।
লাঙ্গলীশ্বরমালোক্য লিঙ্গং লাঙ্গলিনার্চ্চিতম্।
বিশ্বেশাদুত্তরে ভাগে ন নরো রোগভাগ্ ভবেৎ ॥ ২০।
লাঙ্গলীশং সকৃৎপূজ্য পঞ্চলাঙ্গলদানজম্।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং সর্ব্বসম্পৎকরং পরম্ ॥ ২১।
বিরাধেশ্বরমারাধ্য বিরাধগণপূজিতম্।
সর্ব্বাপরাধযুক্তোঽপি নাপরাধ্যতি কুত্রচিৎ ॥ ২২।
দিনে দিনে পরাধো যঃ ক্রিয়তে কাশিবাসিভিঃ।
স যাতি সংক্ষয়ং ক্ষিপ্রং বিরাধেশ সমর্চ্চনাৎ ॥ ২৩।
নৈঋতে দণ্ডপাণেস্তু বিরাধেশং প্রযত্নতঃ।
নত্বা সর্ব্বাপরাধেভ্যো মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ২৪।

কেশ্বরের পূজা করিলে সেই ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে মঙ্গল লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ বিশ্বেশ্বরের উত্তরাংশে লাঙ্গলিপ্রতিষ্ঠিত তৎপূজিত লাঙ্গলীশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিলে নরগণকে রোগভোগ করিতে হয় না। হে মুনিবর! একমাত্র লাঙ্গলীশ্বরের পূজা করিলে ভূমি গ্রামাদি পঞ্চলাঙ্গল মহাদানের ফললাভ হয় এবং সেই ফলে সর্ব্বসম্পদ লাভ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ বিরাধপ্রতিষ্ঠিত তৎকর্ত্তৃক পরিপূজিত বিরাধেশ্বর লিঙ্গ আরাধনা করিলে সর্ব্বাপরাধে অপরাধি ব্যক্তিও কুত্রাপি অপরাধী হয় না। কাশীবাসিগণ নিত্যনিত্য যে সকল পাপ করে, বিরাধেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে অচিরাৎ সেই সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। দণ্ডপাণির নৈঋতকোণে বিরাধেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিলে সর্ব্বপাপ বিমোচন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২২—২৪ ॥

সুমুখেশং মহালিঙ্গং সুমুখাখ্যগণার্চ্চিতম্।
পশ্চিমাভিমুখং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৫।
স্নাত্বা পিলিপিপ্পিলাতীর্থে সুমুখেশং বিলোক্য চ।
সদৈব সুমুখং পশ্যেদ্ধর্ম্মরাজং ন দুর্ম্মুখম্॥ ২৬।
আষাঢ়িনার্চ্চিতং লিঙ্গমাষাঢ়ীশ্বরসংজ্ঞিতম্।
দৃষ্ট্বাষাঢ্যাং নরো ভক্ত্যা সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥২৭।
উদীচ্যাং ভারভূতেশাদাষাঢ়ীশং সমর্চ্চয়ন্।
আষাঢ্যাং পঞ্চদশ্যাং বৈ ন পাপৈঃ পরিতপ্যতে॥২৮।
শুচিশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যামথাপি বা।
কৃত্বা সাম্বৎসরীং যাত্রামনেনা জায়তে নরঃ॥ ২৯।

স্কন্দ উবাচ।

মুনে গণেষু চৈতেষু বারাণস্যাং স্থিতেষ্বিতি।
স্বনাম্নাস্থাপ্য লিঙ্গানি বিশ্বেশপরিতুষ্টয়ে॥ ৩০।

সুমুখপ্রতিষ্ঠিত পশ্চিমাভিমুখীন্ সুমুখেশ্বর লিঙ্গদর্শন করিলে, সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। পিলিপিলাতীর্থে স্নান কবিয়া সুমুখেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, কদাচ আর যমরাজকে দর্শন করিতে হয় না॥ ২৫॥ ২৬॥ ভারতেশ্বরের উত্তরাংশে আষাঢ়িপ্রতিষ্ঠিত আষাঢ়ীশ্বর লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ বিমোচন হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ভক্তিভাবে সেই লিঙ্গের পূজা করিলে ভক্তগণকে কদাচিৎ কোন পাপে পরিতপ্ত হইতে হয় না। আষাঢ়ী শুক্ল চতুর্দ্দশী অথবা পৌর্ণমাসীতে আষাঢ়ীতীর্থে বিশুদ্ধচিত্তে বার্ষিকী যাত্রা করিলে মানবগণ নিষ্পাপ হইয়া থাকে॥ ২৭॥ ২৮॥ ২৯॥

এইরূপে প্রমথগণপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, কৃত্তিকানন্দন স্কন্দ পুনরায় মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! প্রমথেরা বিশ্বেশ্বরের পরিতুষ্টির নিমিত্ত কাশীতে স্ব স্ব নামানুরূপ এক একটী

বিশ্বেশশ্চিন্তয়াঞ্চক্রে পুনঃ কাশীপ্রবৃত্তয়ে।
কং বা হিতং প্রহিত্যাদ্য নির্বৃতিং পরমাত্মজে ॥ ৩১।
যোগিন্যস্তিগ্মগুর্বেধাঃ শঙ্কুকর্ণমুখা গণাঃ।
ব্যাবৃত্ত্য নাগতাঃ কাশ্যা সিন্ধুগা ইব সিন্ধবঃ ॥ ৩২।
ধ্রুবং কাশ্যাং প্রবিষ্টা যে তে প্রবিষ্টা মমোদরে।
তেষাং বিনির্গমো নাস্তি দীপ্তেঽগ্নৌ হবিষামিব ॥ ৩৩।
যেষাং হি সংস্থিতিঃ কাশ্যাং লিঙ্গার্চ্চনরতাত্মনাং।
ত এব মম লিঙ্গানি জঙ্গমানি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪।
স্থাবরা জঙ্গমাঃ কাশ্যামচেতনসচেতনাঃ।
সর্ব্বে মমৈব লিঙ্গানি তেভ্যো দ্রুহ্যন্তি দুর্ধিয়ঃ ॥ ৩৫।
বাচি বারাণসী যেষাং শ্রুতৌ বৈশ্বেশ্বরী কথা।
ত এব কাশীলিঙ্গানি বরাণ্যর্চ্চ্যান্যহং যথা ॥ ৩৬।

লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আর মন্দরে প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া, বিশ্বেশ্বর পুনর্ব্বার কাশীচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, অতঃপর কোন্ হিতকারী ব্যক্তিকে কাশীপুরীতে প্রেরণ করিয়া আমার এই মহতীচিন্তার নিবৃত্তি করি ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

যোগিনীরা গেল, সূর্য্যদেব গেলেন, ব্রহ্মা গেলেন, শঙ্কুপ্রমুখ প্রমথেরা গেল, কিন্তু তাঁহারা কেহই আর প্রত্যাগমন করিলেন না। সিন্ধুপ্রমুখিনী সাগরসম্ভবা স্রোতস্বতীকুল যেমন সাগরেই বিমিশ্রিত হয়, তাঁহারাও সেইরূপ আমার কাশীপুরীতে মিশ্রিত হইয়া রহিলেন। যে কেহ কাশীপুরীতে প্রবেশ করে, নিশ্চয়ই তাহার আমার উদরে প্রবেশ করা হয়। সুতরাং প্রজ্জলিত অনলে আহুতিদত্ত ঘৃতের ন্যায় তাহার আর বিনির্গমন থাকে না। যাহারা বারাণসীবাসি হইয়া মদীয় লিঙ্গের ধ্যানার্চ্চনায় নিরত থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়, তৎকল্পে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কাশীধামের স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতন, সমস্ত পদার্থই আমার লিঙ্গময়। যে

বারাণসীতি কাশীতি রুদ্রাবাস ইতি স্ফুটম্।
মুখাদ্বিনির্গতং যেষাং তেষাং ন প্রভবেদ্ যমঃ॥ ৩৭।
আনন্দকাননং প্রাপ্য যে নিরানন্দভূমিকাম্।
অন্যাং স্বদাপি বাঞ্ছন্তি নিরানন্দাঃ সদাত্র তে॥ ৩৮।
অদ্যৈব বাস্তু মরণং বহুকালান্তরেঽপি বা।
কলিকালভিয়া পুংসাং কাশীত্যাজ্যা ন কর্হিচিৎ॥৩৯।
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবা ভবিষ্যন্তি পদে পদে।
সলক্ষ্মীনিলয়াং কাশীং তে ত্যজন্তি কুতো ধিয়ঃ॥ ৪০।
বরং বিঘ্নসহস্রাণি সোঢ়ব্যানি পদে পদে।
কাশ্যাং নান্যত্র নির্ব্বিঘ্নং বাঞ্ছেদ্রাজ্যমপি ক্বচিৎ॥৪১।
কি যন্নিমেষসম্ভোগ্যাঃ সন্তি লক্ষ্ম্যঃ পদে পদে।
পরং নিরন্তরসুখাঽমুত্রাপ্যত্রাপি কাশিকা॥ ৪২।

সকল ব্যক্তি সেই সকল পদার্থের বিদ্রোহী হয়, তাহারা নিতান্ত মূঢ়। যাঁহারা রসনায় বিশ্বেশ্বরগুণগান এবং শ্রবণে বিশ্বেশ্বরকথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার লিঙ্গস্বরূপ। আমি যেমন সমস্ত জগতের পূজনীয়, তাঁহারাও সেইরূপ সর্ব্বত্র আমার তুল্য অর্চ্চনীয়। যাঁহার বদনে বারাণসীবাণী, কাশীবাণী এবং বিশ্বেশ্বরধামবাণী সমুচ্চারিত হয়, তাঁহার আর যমভয় থাকে না। যে সকল চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি কাশীবাসী হইয়া মনে মনে অন্য কোন নিরানন্দভূমে গমন করিতে বাসনা করে, কাশী কেবল সেই সকল হতভাগ্যের পক্ষেই নিরানন্দময়ী। মৃত্যু সর্ব্বত্রই অবশ্যম্ভাবী। অদ্যই হউক, কল্যই হউক, অথবা কিছু পরেই হউক, জীবের চরমকাল উপস্থিত হইবেই হইবে। এতাদৃশ অবস্থায় যাঁহাদিগের কলিকালের ভয় আছে, তাঁহারা যেন কদাচ কাশীপরিত্যাগ করেন না। জগৎচক্রে যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। এই তত্ত্ব অবগত থাকিয়া কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি এই মোক্ষলক্ষ্মীর প্রিয়ধাম কাশীধাম পরিত্যাগ করিতে

বিশ্বনাথো হ্যহং নাথঃ কাশিকা মুক্তিকাশিকা।
সুধাতরঙ্গা স্বর্গং গাত্রপ্যেষা কিন্ন যচ্ছতি॥ ৪৩।
পঞ্চক্রোশ্যা পরিমিতা তনুরেষা পুরী মম।
অবিচ্ছিন্নপ্রমাণর্দ্ধির্ভক্তনির্ব্বাণকারণম্॥ ৪৪।
সংসারভারখিন্নানাং যাতায়াতকৃতাং সদা।
একৈব মে পুরী কাশী ধ্রুবং বিশ্রামভূমিকা॥ ৪৫।
মণ্ডপঃ কল্পবল্লীনাং মনোরথফলৈরলম্।
ফলিতঃ কাশিকাখ্যোয়ং সংসারাধ্বজুষাং সদা॥ ৪৬।
চক্রবর্ত্তেরিয়ং ছত্রং বিচিত্রং সর্ব্বতাপহৃৎ।
কাশীনির্ব্বাণরাজস্য মম শূলোচ্চ দণ্ডবৎ॥ ৪৭।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীং যে পুণ্যাঃ পরিবাঞ্ছন্তি লীলয়া।
নিরন্তরসুখপ্রাপ্ত্যৈ কাশীত্যাজ্যানতৈর্নৃভিঃ॥ ৪৮।

অভিলাষী হইবেন? পদেপদে সহস্রসহস্র বিঘ্ন সহ্য করিয়াও কাশীবাস করা উচিত। অন্যত্রে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ হইলেও কাশীপরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। জগতের ঐশ্বর্য্যসম্পত্তির সুখভোগ অতি ক্ষণস্থায়ী। কাশীতে ইহপর উভয় কালের পরমসুখ নিত্য বিদ্যমান। যেস্থানে অহং স্বয়ং বিশ্বনাথ, যেস্থানে মুক্তিদায়িনী কাশীপুরী এবং যে স্থানে সুধাতরঙ্গিনী সুরধুনী ভাগীরথী সর্ব্বদাই বিরাজমান, সেই পবিত্র অবিমুক্তধামে কি কি দুর্ল্লভবস্তু সুলভ না হয়? ৩২—৪৩॥ অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী মদীয় দ্বিতীয় দেহরূপিণী আমার এই পঞ্চক্রোশময়ী কাশীপুরী কেবল ভক্তগণের নির্ব্বাণের নিমিত্তই সৃজিত হইয়াছে। ভবসংসারের ভীষণভারে অভিভূত, পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে আবির্ভূত ও পুনঃপুনঃ ধরণী হইতে অন্তর্হিত জীবের পক্ষে কেবল এই নিত্যধাম কাশীধামই বিশ্রামভূমি। এই একটী কল্পতরুপুঞ্জ। মনোরথ-সলিলাভিষেকে সেই বৃক্ষ দিনদিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কাশী ইহার ফল; ভববর্ত্মের পান্থগণ পরিশ্রান্ত হইয়া এই ফল ভক্ষণ করে। কাশীতে নির্ব্বাণ

মমানন্দবনে যে বৈ নিরন্তর বনৌকসঃ।
মোক্ষলক্ষ্মীফলান্যত্র সুস্বাদূনি লভন্তি তে ॥ ৪৯ ।
নির্ম্মমঞ্চাপি নির্ম্মোহং যা মামপি বিমোহয়েৎ।
কৈনসংস্মরণীয়া সা কাশী বিশ্ববিমোহিনী ॥ ৫০ ।
নামাপি মধুরং যস্যাঃ পরানন্দপ্রকাশকম্।
কাশ্যাং কাশীতি কাশীতি সা কৈঃ পুণ্যৈর্ন জপ্যতে ॥৫১।
কাশীনাম সুধাপানং যে কুর্ব্বন্তি নিরন্তরম্।
তেষাং বর্ত্ম ভবত্যেব সুধামবসুধাময়ম্ ॥ ৫২ ।
মমতারহিতস্যাপি মম সর্ব্বাত্মনো ধ্রুবম্।
ত এব মামকা লোকে যে কাশীনামজাপকাঃ ॥ ৫৩ ।
রহস্যমিতি বিজ্ঞায় বারাণস্যা গণেশ্বরৈঃ।
স ব্রহ্মযোগিনী ব্রধ্নৈঃ স্থিতং তত্রৈব নান্যথা ॥ ৫৪ ।

রাজা। এই কাশীপুরী স্বয়ং সেই নির্ব্বাণরাজচক্রবর্ত্তীর রাজছত্র এবং আমার ত্রিশূল এই রাজরাজেশ্বরের রাজদণ্ডস্বরূপ। যে সকল পুণ্যবান ব্যক্তি অনায়াসে নির্ব্বাণলাভের কামনা করেন; তাঁহাদের পক্ষে কাশীপুরি-ত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা আমার এই আনন্দকাননে নিরন্তর বনচারী, তাঁহারা পরম সুখে সুস্বাদু নির্ব্বাণফল উপভোগ করেন। যে পরমানন্দবিলাসিনী কাশী আমার ন্যায় মায়ামোহপরিশূন্য মহাযোগীকেও বিমোহিত করিতেছে, সেই বিশ্বমোহিনী বারাণসীকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করিয়া বিমুখ হইতে পারেন? সুমধুর কাশীনাম পরমানন্দ প্রদায়ক। জ্ঞানযোগে ইহা অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি সেই মধুময়ী কাশী কাশী পুণ্য-নাম অহরহ জপ না করিবে? যে ব্যক্তি নিরন্তর কাশীনামরূপ সুধাপান করেন, বসুধার সমস্ত বর্ত্মই তাঁহার পক্ষে সুধাময় হয়। যাঁহারা সংযতচিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণে কাশীনাম ও মমনাম সর্ব্বদা জপ করে, ইহলোকে কেবল তাহারাই আমার প্রিয়পাত্র। আমার যোগিনী, সূর্য্য, ব্রহ্মা এবং প্রমথগণ এই নি-

অন্যথা তাশ্চ যোগিন্যঃ স রবিঃ সপিতামহঃ।
তে গণা মাং পরিত্যজ্য কথং তিষ্ঠেয়ুরন্যতঃ॥ ৫৫।
অতীব ভদ্রং সঞ্জাতং কাশ্যাং তিষ্ঠৎসু তেষু হি।
একোপি রাজ্যে প্রভবেদ্রাজ্যে রাজ্যান্তরং বিনা॥৫৬।
লব্ধপ্রবেশাস্তাবন্তস্তে সর্ব্বে মৎস্বরূপিণঃ।
যতিষ্যন্তি যতোঽবশ্যং মদাগমনহেতবে॥ ৫৭।
অন্যানপি প্রেষয়ামি মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তিনঃ।
যে তে তত্র স্থিতা শ্রেষ্ঠা অপি গন্তাস্ম্যহং ততঃ॥ ৫৮।
বিচার্য্যেতি মহাদেবঃ সমাহূয় গজাননম্।
প্রাহিণোৎকথয়িত্বেতি গচ্ছ কাশীমিতঃ সুত॥ ৫৯।

গূঢ় রহস্য অবগত হইয়াই কাশীবাসী হইয়াছেন, তাহার আর অন্যথা নাই। নতুবা আমার সেই যোগিনীগণ, সেই সূর্য্যদেব, সেই প্রজাপতি, এবং আমার সেই প্রমথগণ আমারে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত অন্যত্র অবস্থান করিবেন? নানা রাজ্যে অবস্থান করা অপেক্ষা তাঁহারা যে কেবল একমাত্র কাশীরাজ্যে আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাতেই অতীব মঙ্গল সংধাধিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই কাশীতে প্রবেশ করিয়া আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর আমার কাশীযাত্রা সঙ্কল্পে তাঁহারা অবশ্যই যত্নবান হইবেন। এক্ষণে আমার অপরাপর পার্শ্বচরগণকেও আমি কাশীতে প্রেরণ করি। কাশীতে যাহারা বাস করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ। অগ্রে আমার অনুচরেরা গমন করুন, পশ্চাৎ আমি স্বয়ং গমন করিব॥ ৪৪—৫৮॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! মহাদেব মনেমনে এইরূপ বিচার করিয়া প্রিয়কুমার গণপতিকে আহ্বানপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে গজানন! তুমি শীঘ্র কাশীতে গমন কর। চৌষট্টি যোগিনী, দিবাকর, ব্রহ্মা এবং আমার প্রমথগণ সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন। তুমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তৎপর হও। হে বৎস!

তত্র স্থিতোপি সংসিদ্ধ্যৈ যতস্ব সহিতো গণৈঃ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু চাস্মাকং নৃপে বিঘ্নং সমাচর ॥ ৬০।
আধায় শাসনং মূর্দ্ধ্নিং গণাধীশোথ ধূর্জ্জটেঃ।
প্রতস্থে ত্বরিতঃ কাশীং স্থিতিজ্ঞঃ স্থিতিহেতবে ॥ ৬১।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে কাশীবর্ণনগণেশপ্রেষণং
নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোধ্যায়ঃ।

রাজা দিবোদাসের বিঘ্ন উৎপাদনপূর্ব্বক তুমি আমারে নিশ্চিন্ত করিয়া দাও। ৫৯ ॥ ৬০ ॥ ধূর্জ্যটির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভগবান গণপতি তৎক্ষণাৎ কাশীপতির কাশীস্থিতির উপায় করণার্থ অতিস্বত্বর কাশীপুরীতে যাত্রা করিলেন ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে কাশীবর্ণন ও গণপতি
প্রেরণ নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তম
অধ্যায়।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

অথেশাজ্ঞাং সমাদায় গজবক্ত্রঃ প্রতস্থিবান্।
শম্ভোঃ কাশ্যাগমোপায়ং চিন্তয়ন্ মন্দরাদ্রিতঃ॥ ১।
প্রাপ্য বারাণসীং তূর্ণমাখুস্যন্দনগো বিভুঃ।
বাড়বীং মূর্ত্তিমালম্ব্য প্রাবিশচ্ছকুনৈস্ততঃ॥ ২।
নক্ষত্রপাঠকো ভূত্বা বৃদ্ধঃ প্রত্যবরোঽধগঃ।
চচার মধ্যে নগরং পৌরাণাং প্রীতিমাবহন্॥ ৩।
স্বয়মেব নিশাভাগে স্বপ্নং সন্দর্শয়ন্ নৃণাম্।
প্রাতস্তেষাং গৃহান্ গত্বা তেষাং বক্তি বলাবলম্॥ ৪।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! অনন্তর গজানন বিশ্বেশ্বরের আদেশে কাশীধামে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বেশ্বরও এদিকে মন্দরশিখরে কাশীগমনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ১॥ সিদ্ধিদাতা গণেশ মূষিকবাহনে ত্বরান্বিত হইয়া কাশীতে আগমন করিলেন। তদনন্তর বৃদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং নগরের প্রত্যেক অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক পৌরবর্গের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ২॥ ৩॥ রজনীযোগে গৃহস্থের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহবাসিগণকে স্বয়ং স্বপ্ন প্রদর্শন করেন এবং রজনীপ্রভাতে নিজেই তাহাদের গৃহে গমন করিয়া সেই সকল স্বপ্নের বলাবল ও ফলাফল বলিয়া দেন। স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তিগণকে প্রভাতে তিনি এই কথা বলেন যে, তোমরা অদ্য রাত্রিকালে নিদ্রাযোগে যে সকল স্বপ্নদর্শন করিয়াছ, তোমাদের কৌতূহল উৎপাদনের নিমিত্ত তাহা আমি

ভবদ্ভিরদ্যরাত্রৌ যদ্দৃষ্টং স্বপ্নবিচেষ্টিতম্।
ভবৎ কৌতূহলোৎপত্ত্যৈ তদেব কথয়াম্যহম্ ॥ ৫ ।
স্বপতা ভবতা রাত্রৌ তূর্য্যে যামে মহাহ্রদঃ।
অদর্শি তত্র চ ভবান্ মজ্জন্মজ্জং স্তটঙ্গতঃ ॥ ৬ ।
তদম্বু পিচ্ছিলে পঙ্কে মগ্নোন্মগ্নোসি ভূরিশঃ।
দুঃস্বপ্নস্যাস্য চ মহান্বিপাকোতিভয়প্রদঃ ॥ ৭ ।
কাষায় বসনো মুণ্ডঃ প্রৈক্ষ্যহো ভবতাপি যঃ।
পরিতাপং মহানেষ জনয়িষ্যতি দারুণম্ ॥ ৮ ।
রাত্রৌ সূর্য্যগ্রহো দৃষ্টো মহানিষ্টকরোধ্রুবম্।
ঐন্দ্রং ধনুর্দ্বয়ং রাত্রৌ যদলোকি ন তচ্ছুভম্ ॥ ৯ ।
প্রতীচ্যাং রবিরাগত্য প্রোদ্যন্তং ব্যোম্নিশীতগুম্।
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে তদ্রাজ্যভয়সূচকম্ ॥ ১০ ।

অবিকল বলিয়া দিতেছি ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ এইরূপ ভূমিকা করিয়া কাহাকেও কহিলেন, তুমি চতুর্থপ্রহর নিশাকালে এই স্বপ্ন দেখিয়াছ যে, তুমি যেন একটী মহাহ্রদে ডুবিয়া ডুবিয়া কূল প্রাপ্ত হইয়াছ, আবার যেন সেই হ্রদের পিচ্ছিল-পঙ্কে পুনঃপুনঃ পাদস্খলন হওয়াতে পুনঃপুনঃ জলে নিমগ্ন হইতেছ। ইহা অতিশয় দুঃস্বপ্ন; এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে ভয়ঙ্কর বিপাক উপস্থিত হয়। ৬ ॥ ৭ ॥

আর একজনকে বলেন, তুমি স্বপ্নযোগে রক্তবস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক প্রাণিদর্শন করিয়াছ; এতাদৃশ স্বপ্নদর্শন করিলে নিদারুণ-পরিতাপ উপস্থিত হয় ॥ ৮ ॥ অপর ব্যক্তিকে কহেন, তুমি স্বপ্নে রজনীতে সূর্য্যদর্শন করিয়াছ; এরূপ স্বপ্ন অতিশয় অনিষ্টকর। কাহাকেও বলেন, তুমি রাত্রিকালে যুগলইন্দ্রধনু দর্শন করিয়াছ; এরূপ স্বপ্ন দেখিলে কদাচ মঙ্গল হয় না ॥ ৯ ॥ কোন কোন ব্যক্তিকে বলেন, তুমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ যে, সূর্য্য যেন পশ্চিমদিকে আগমন করিয়া উদয়াস্তকাল পর্য্যন্ত চন্দ্রমাকে আকাশ

যুগপৎ কেতু যুগলং যুদ্ধ্যমানং পরস্পরম্।
যদদর্শি ন তদ্ভদ্রং রাষ্ট্রভঙ্গায়-কেবলম্ ॥ ১১।
বিশীর্য্যৎকেশদশনং নীয়মানঞ্চ দক্ষিণে।
আত্মানং যৎ সমদ্রাক্ষীঃ কুটুম্বস্যাপি ভীষণম্ ॥ ১২।
প্রাসাদ ধ্বজভঙ্গো যস্ত্বয়ৈক্ষি নিশাক্ষয়ে।
রাজ্যক্ষয়করং বিদ্ধি মহোৎপাতায় নিশ্চিতম্ ॥ ১৩।
নগরীপ্লাবিতা স্বপ্নে তরঙ্গৈঃ ক্ষীরনীরধেঃ।
পক্ষৈস্ত্রিচতুরৈঃ শঙ্কে মহাশঙ্কাং পুরৌকসাম্ ॥ ১৪।
স্বপ্নে বানরযানেন যত্ত্বমূঢ়োসি দক্ষিণাম্।
অতস্তদ্ধঞ্চনোপায়ঃ পুরত্যাগো মহামতে ॥ ১৫।

হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে রাজ্যের অমঙ্গল হয় ॥ ১০ ॥

গণকবেশী গণপতি কাশীবাসিগণের গৃহে গৃহে এবম্প্রকার স্বপ্নফল কীর্ত্তন করিয়া এইরূপে সাধারণ স্বপ্নযোগ আরম্ভ করিলেন। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আকাশে উভয়কেতুর পরস্পর যুদ্ধ সন্দর্শন করে, তাহার কদাচ মঙ্গল হয় না; ঐরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে পদেপদে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দেখে যে, কে যেন তাহাকে কেশদন্তবিহীন হীনাবস্থায় দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতেছে, তাহার মহা ভয় উপস্থিত হয় এবং সেইরূপ স্বপ্ন তাহার আত্মীয় স্বজনবর্গের পক্ষেও ভীষণ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ শর্ব্বরী শেষে রাজপ্রাসাদের শিখরভঙ্গ স্বপ্ন দেখিলে রাজ্যক্ষয়ের হেতুভূত হয় এবং সেই রাজ্যে নিশ্চয়ই মহামহা উৎপাত সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গে নগর প্লাবিত হইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিয়া শঙ্কিত হইলে পৌরজনবর্গের মহাশঙ্কা সমুপস্থিত হয় ॥ ১৪ ॥ এইরূপ সাধারণ বিধির উল্লেখ করিতে করিতে সেই জ্যোতির্ব্বিদ্ অপর একজন পুরবাসিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ যেন, বানরপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক স্বয়ং দক্ষিণদিকে যাত্রা করিতেছ; এরূপ দুঃস্বপ্ন দর্শনে পুরীত্যাগ করাই প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৫ ॥

রুদতী যা ত্বয়া দৃষ্টা মহিলৈকা নিশাত্যয়ে।
মুক্তকেশী বিবসনা সা নারী শ্রীরিবোদ্গতা॥ ১৬।
দেবালয়স্য কলসো যত্ত্বয়া বীক্ষিতঃ পতন্।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব রাজ্যভঙ্গো ভবিষ্যতি॥ ১৭।
পুরীপরিবৃতাস্বপ্নে মৃগযূথৈঃ সমন্ততঃ।
রোরূয়মাণৈরত্যর্থং মাসেনৈবোদ্বসীভবেৎ॥ ১৮।
আতায়িঘূকগৃধ্রাদ্যৈঃ পুরীমুপরিচারিভিঃ।
সূচ্যতেত্যাহিতং কিঞ্চিদ্ধ্রুবমত্রনিবাসিনাম্॥ ১৯।
স্বপ্নোৎপাতানিতি বহূন্ শংসন্ শংসন্নিতস্ততঃ।
বহূনুচ্চাটয়াঞ্চক্রে স বিঘ্নেশঃ পুরৌকসঃ॥ ২০।
কেষাঞ্চিৎ পুরতো বাদীৎ গ্রহচারং প্রদর্শয়ন্।
একরাশিস্থিতাঃ সৌরিসিতভৌমা ন শোভনাঃ॥ ২১।
সোয়ং ধূমগ্রহো ব্যোম্নি ভিত্ত্বা সপ্তর্ষিমণ্ডলম্।
প্রযাতঃ পশ্চিমামাশাং স নাশায় বিশাম্পতেঃ॥ ২২।

রাত্রিশেষে শ্রীহীনা, বিবসনা, রোরুদ্যমানা ও মুক্তকেশী নারীমূর্ত্তি স্বপ্ন দেখিলে হতশ্রী হইতে হয়॥ ১৬॥ আর একজনকে কহিলেন, তুমি স্বপ্নে দেবালয়ের কলসপতন দর্শন করিয়াছ; অতএব কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য নাশ হইবে॥ ১৭॥ যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখে যে, পুরীমধ্যে মৃগযূথ পরিবৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে, তাহা হইলে তাহাকে একমাসের মধ্যে বাস্তত্যাগী হইতে হয়॥ ১৮॥ স্বপ্নে গৃহছত্রের উপরিভাগে চিল, বক ও গৃধ্রাদিকে পরিভ্রমণ করিতে দেখিলে পুরোবাসীর অমঙ্গল হয়॥ ১৯॥ বিঘ্নরাজ গণেশ্বর পুরোবাসিগণের নিকট পুনঃপুনঃ এইরূপ স্বপ্নোৎপাত কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগের মনে মহাভীতি সমুৎপাদনপূর্ব্বক আর একব্যক্তিকে কহিলেন, তুমি স্বপ্নযোগে একরাশিতে শনি, শুক্র ও মঙ্গলগ্রহের সঞ্চার দর্শন করিয়াছ, তোমার মঙ্গল নাই॥ ২০॥ ২১॥ ধূমকেতু ও সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্র

অতিচারগতো মন্দঃ পুনর্বক্রাধ্বসংস্থিতঃ।
পাপগ্রহসমাযুক্তো ন যুক্তোয়মিহেষ্যতে ॥ ২৩।
ব্যতীতে বাসরে যোয়ং ভূকম্পঃ সমপদ্যত।
কম্পং জনয়তেঽতীব হৃদো মেঽপি পুরৌকসঃ ॥ ২৪।
উদীচ্যাং দক্ষিণাশায়াং যেয়মুল্কাপ্রধাবিতা।
বিলীনা চ বিয়ত্যেব স নির্ঘাতং ন সা শুভা ॥ ২৫।
উন্মূলিতো মহামূলো মহাঽনিলরয়েণ যঃ।
চত্বরে চৈত্যবৃক্ষোঽথ মহোৎপাতং প্রশংসতি ॥ ২৬।
সূর্য্যোদয়মনুপ্রাপ্য প্রাচ্যাং শুষ্কতরূপরি।
করটো রারটীত্যেষ কদূৎকটভয়প্রদঃ ॥ ২৭।
মধ্যে বিপণি যত্তূর্ণং কৌচিচ্চারণ্যচারিণৌ।
মৃগৌ মৃগয়তাং যাতৌ পৌরাণাং পুরতোঽহিতৌ ॥২৮।

পুঞ্জ আকাশের পশ্চিমদিকে ধাবমান হইতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে ধনসম্পত্তির বিনাশ হয় ॥ ২২ ॥ শনি একবার অতিচারী হইয়া পুনর্ব্বার কোন এক পাপগ্রহের সহিত বক্রাতিচারী হইতেছেন এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে কদাচ মঙ্গল হয় না ॥ ২৩ ॥ হে পুরবাসিগণ! তোমাদের মধ্যে একজন কল্য বাসরাতীতকালে স্বপ্নে ভূমিকম্প দর্শন করিয়াছে, সেই আশঙ্কায় আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥ আর একজন আকাশের উত্তরদক্ষিণ দিকে উল্কামালা প্রধাবিত হইয়া আকাশেই বিলীন হইতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে; নিশ্চয়ই সেটী অশুভ লক্ষণ ॥ ২৫ ॥ তোমাদের আর এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, চত্বরস্থিত মহামূল বৃহৎ চৈত্যবৃক্ষ মহাঝটিকাবেগে সমূলোন্মূলিত হইয়াছে; অতএব রাজ্যমধ্যে মহান্ উৎপাত সমুপস্থিত হইবে ॥ ২৬ ॥ প্রভাতে সূর্য্যোদয়কালে পূর্ব্বদিকে শুষ্ক বৃক্ষের শিরোদেশে কৃকলাস উত্থিত হইয়া বারম্বার উৎকট রব করিতেছে; এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মহাভয় সমুপস্থিত হয় ॥২৭॥ দুইটী মৃগ ব্যাধভয়ে ভীত হইয়া বিপণী-

রসালশালমুকুলং বীক্ষ্যতে যচ্ছরদ্যদঃ।
মহাকালভয়ং মন্যেঽপ্যকালেঽপি পুরৌকসাম্‌ ॥ ২৯।
সাধ্বসঞ্জনয়িত্বেতি কেচিদুচ্চাটিতাঃ পুরঃ।
তেন বিঘ্নকৃতা পৌরাঃ কপটদ্বিজরূপিণা ॥ ৩০।
অথ মধ্যেঽবরোধং স প্রবিশ্য নিজমায়য়া।
দৃষ্টার্থমেব কথয়ন্‌ স্ত্রীণাং বিস্রম্ভভৃরভূৎ ॥ ৩১।
তব পুত্রশতং জজ্ঞে সপ্তোণং শুভলক্ষণে।
তেম্বেকস্তুরগারূঢ়ো বাহ্যাল্যাং পতিতোম্মতঃ ॥ ৩২।
অন্তর্ব্বত্নীত্বিয়ং কন্যাং জনয়িষ্যতি শোভনাম্‌।
এষা হি দুর্ভগা পূর্ব্বং সাম্প্রতং সুভগাঽভবৎ ॥ ৩৩।
অসৌ হি রাজ্ঞো রাজ্ঞীনামত্যন্তমিহ বল্লভা।
মুক্তালঙ্কৃতিরেতস্যৈ রাজ্ঞা দত্তা নিজোরসঃ ॥ ৩৪।

মধ্যে পলায়ন করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে পৌরজনবর্গের অত্যাহিত ঘটনা হয় ॥ ২৮ ॥ শরৎকালে আম্রমুকুল ও শালমুকুল উদ্গত হইয়াছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে এরূপ অকালকুসুম নিরীক্ষণ করে, তাহার এবং তাহার বাসভূমির পৌরজনবর্গের অকালে মহাকাল সমুপস্থিত হয় ॥ ২৯ ॥

কপট দ্বিজরূপী গণক গজানন পূরোবাসিগণের বিঘ্নকারী হইয়া তাহাদের মনে এইপ্রকারে যুগপৎ ভয় ও চিন্তা জন্মাইয়া দিলেন ॥ ৩০ ॥ অনন্তর তিনি মায়াপ্রভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক নারীগণকে নানা কথা কহিয়া প্রকৃষ্ট রূপে বিশ্বাস সংস্থাপন করিলেন ॥৩১॥ একটী রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুলক্ষণে! তোমার ত্রিনবতিটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে একজন নগরের বহির্ভাগস্থ সেতুর উপরিভাগে অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে অশ্বসহ জলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ হে শুভে! তোমার এই কন্যাটী গর্ভবতী। ইনি একটী পরমসুন্দরী সুলক্ষণা কন্যা প্রসব করিবেন। ইনি পূর্ব্বে অতি দুর্ভাগ্যবতী ছিলেন, এক্ষণে ইহাঁর সৌভাগ্যের

পঞ্চসপ্তদিনান্যেব জাতানীতীহ তর্ক্যতে।
অস্যৈ রাজ্ঞা প্রসাদেন গ্রামৌ দাতুমুদীরিতৌ॥ ৩৫।
ইতি দৃষ্টার্থকথনৈ রাজ্ঞীমান্যোঽভবদ্দ্বিজঃ।
বর্ণয়ন্তি চ তা রাজ্ঞঃ পরোক্ষেঽপি গুণান্ বহূন্॥ ৩৬।
অহো যাদৃগসৌ বিপ্রঃ সর্ব্বত্রাতিবিচক্ষণঃ।
সুশীলশ্চ সুরূপশ্চ সত্যবাঙ্মিতভাষণঃ॥ ৩৭।
অলোলুপ উদারশ্চ সদাচারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপি স্বল্পেন সন্তুষ্টঃ প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখঃ॥ ৩৮।
জিতক্রোধঃ প্রসন্নাস্যস্ত্বনসূয়ুরবঞ্চকঃ।
কৃতজ্ঞঃ প্রীতিসুমুখঃ পরিবাদপরাঙ্মুখঃ॥ ৩৯।
পুণ্যোপদেষ্টা পুণ্যাত্মা সর্ব্বব্রতপরায়ণঃ।
শুচিঃ শুচিচরিত্রশ্চ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ॥ ৪০।
ধীরঃ পুণ্যেতিহাসজ্ঞঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বসম্মতঃ।
কলাকলাপকুশলো জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদুত্তমঃ॥ ৪১।

উদয় হইয়াছে॥ ৩৩॥ রাজা এবং রাণী উভয়ই ইহাঁরে যথেষ্ট ভালবাসেন। এতদূর স্নেহ যে, রাজা স্বয়ং আপন কণ্ঠ হইতে মুক্তাহার উন্মোচন করিয়া ইহাঁরে তাহা প্রদান করিয়াছেন॥ ৩৪॥ পাঁচছয়দিন অতীত হইল, রাজা আরও বলিয়াছেন তিনি এই কন্যাকে দুইখানি গ্রাম প্রদান করিবেন॥ ৩৫॥

দ্বিজবরের এবম্প্রকার নিগূঢ় স্বরূপবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি রাণীর অত্যন্ত ভক্তির উদয় হইল। তাঁহারা সকলেই মিলিত হইয়া রাজসমীপে সেই গণকের বহুতর গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন॥ ৩৬॥ তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! একজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তাঁহার গুণ অতীব আশ্চর্য্য। তিনি অতি বিচক্ষণ, অতি সুশীল, পরম রূপবান, সত্যবাদী, মিতভাষী, অলোভী, উদারচিত্ত, সদাচারনিরত, জিতেন্দ্রিয়, অল্পে সন্তুষ্ট, অযাচক, অক্রোধী, প্রসন্নবদন, অসূয়াপরিশূণ্য, প্রবঞ্চনা বিরহিত, কৃতজ্ঞ,

ক্ষমী কুলীনোঽকৃপণো ভোক্তা নির্ম্মলমানসঃ।
ইত্যাদি গুণসম্পন্নঃ কোঽপি ক্বাপি ন দৃগ্‌গতঃ ॥ ৪২।
ইত্থং তাস্তদ্গুণগ্রামং বর্ণয়ন্ত্যঃ পদে পদে।
কালং বিনোদয়ন্তি স্ম অন্তঃপুরচরাস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৩।
একদাবসরং প্রাপ্য দিবোদাসস্য ভূভুজঃ।
রাজ্ঞী লীলাবতী নাম রাজ্ঞে তং বিন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৪।
রাজন্ বৃদ্ধো গুণৈর্বৃদ্ধো ব্রাহ্মণঃ সুবিচক্ষণঃ।
একোঽস্তি স তু দৃষ্টব্যো মূর্ত্তো ব্রহ্মনিধিঃ পরঃ ॥ ৪৫।
রাজ্ঞী রাজ্ঞা কৃতানুজ্ঞা সখীং প্রেষ্য বিচক্ষণাম্।
আনিনায় চ তং বিপ্রং ব্রাহ্মং তেজ ইবাঙ্গবৎ ॥ ৪৬।

প্রিয়দর্শন এবং নির্ব্বিরোধী; অতি নিরীহ, পুণ্যাত্মা, সত্যব্রতপরায়ণ, শুদ্ধসত্ত্ব, সচ্চরিত্র, শ্রুতিস্মৃতি বিশারদ, ধীর, পবিত্র ইতিহাসজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ সমস্ত কলাকুশল এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন ॥ ৩৭—৪১ ॥

হে নরেন্দ্র! সেই জ্যোতির্ব্বিদ্ দ্বিজেন্দ্র ক্ষমাগুণ সম্পন্ন, কুলীন, বদান্য, বৈধভোজী এবং নির্ম্মলচিত্ত, তাহার তুল্য বহুগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ আমরা কুত্রাপি দর্শন করি নাই ॥ ৪২ ॥ অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণ এইরূপে পুনঃপুনঃ সেই কপটবেশি দ্বিজবরের গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া সময় বিনোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ একদা রাজা দিবোদাসের মহিষী লীলাবতী শুভ অবসর প্রাপ্ত হইয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণ বয়সেও বৃদ্ধ, গুণেও বৃদ্ধ; অতি বিচক্ষণ। আমার বোধ হয়, এই জগৎসংসারের মধ্যে কেবল তিনিই একমাত্র মূর্ত্তিমান পরম উৎকৃষ্ট ব্রহ্মনিধির স্বরূপ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

রাজা দিবোদাস রাজমহিষীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেন। মহিষীও রাজাজ্ঞানুসারে সহ-

রাজাপি দূরাদায়ান্তং তং বিলোক্য মহীসুরম্।
যত্রাকৃতিগুর্ণাস্তত্র জহর্ষেতি বদন্ হৃদি ॥ ৪৭।
পদৈর্দ্বিত্রৈর্নৃপতিনা কৃতাভ্যুত্থানসৎকৃতিঃ।
চতুর্নিগমজাভিঃ স তমাশীর্ভিরনন্দয়ৎ ॥ ৪৮।
কৃতপ্রণামো রাজ্ঞা স সাদরং দত্তমাসনম্।
ভেজেঽথ কুশলং পৃষ্টঃ স রাজ্ঞা তেন ভূপতিঃ ॥ ৪৯।
পরস্পরং কুশলিনৌ কুশলৌ চ কথাগমে।
প্রশ্নোত্তরাভ্যাং সন্তুষ্টৌ দ্বিজবর্যক্ষমাভৃতৌ ॥ ৫০।
কথাবসানে রাজ্ঞাঽথ গেহং বিসসৃজেদ্দ্বিজঃ।
লব্ধমানমহাপূজঃ স স্বমাশ্রমমাবিশৎ ॥ ৫১।

চরী প্রেরণ করিয়া সেই ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে অন্তঃপুরে আনয়ন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজা দূরহইতে সেই ভূদেবকে সমাগত দর্শন করিয়া সানন্দহৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, রাণী যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ। যাহার যেমন আকৃতি, তাহার সেইরূপ গুণই হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ ইত্যাকার চিন্তা করিয়া তিনি দুই তিন পদ অগ্রসর হওনানন্তর সেই দ্বিজবরের প্রত্যুদ্গমন ও অভ্যর্থনা করিলেন। সেই ব্রহ্মর্ষিও চতুর্ব্বেদোক্ত আশীর্ব্বচনে রাজাকে অভিনন্দন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ রাজ রাণী উভয়ই তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণিপাতপূর্ব্বক সমাদরে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন এবং যথোচিত আগ্রহ সহকারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

সদালাপকুশল উভয়ই পরস্পর কুশলবাদ বিনিময় করিয়া রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়েই উভয়ের প্রশ্নোত্তরে পরম পরিতুষ্ট হইলেন ॥ ৫০ ॥ নানা কথা প্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহনপূর্ব্বক নরপতি কর্ত্তৃক বহুসম্মানে প্রপূজিত হইয়া সেই দ্বিজবর রাজবাটী হইতে আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫১ ॥

গতেঽথ স্বাশ্রমং বিপ্রে দিবোদাসো নরেশ্বরঃ।
লীলাবত্যাঃ পুরো বিপ্রং বর্ণয়ামাস ভূরিশঃ ॥ ৫২।
মহাদেবি মহাপ্রাজ্ঞে লীলাবতি গুণপ্রিয়ে।
যথা শংসি তথা বিপ্রস্ততোঽপি গুণবত্তরঃ ॥ ৫৩।
অতীতং বেত্তি সকলং বর্ত্তমানমবৈতি চ।
প্রষ্টব্যঃ প্রাতরাহূয় ভবিষ্যং কিঞ্চিদেষ বৈ ॥ ৫৪।
মহাবিভবসম্ভারৈর্ম্মহাভোগৈরনেকধা।
ব্যুষ্টায়াং স নৃপো রাত্র্যাং প্রাতরাহূতবান্ দ্বিজম্ ॥৫৫।
সৎকৃত্য তং দ্বিজং ভক্ত্যা দুকূলাদিপ্রদানতঃ।
একান্তে তং দ্বিজং রাজা পপ্রচ্ছ নিজহৃৎস্থিতং ॥ ৫৬।

রাজোবাচ।

দ্বিজবর্য্যো ভবানেকঃ প্রতিভাতীতি নিশ্চিতম্।
যথা তত্ত্ববতী তে ধীর্ন তথান্যস্য মে মতিঃ ॥ ৫৭।

ব্রাহ্মণ আশ্রমে গমন করিলে পর নরেশ্বর দিবোদাস রাজ্ঞী লীলাবতীর নিকটে তাঁহার বহুতর গুণের উল্লেখ করিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন, হে মহাদেবি! হে রাজ্ঞি! হে গুণবতি! হে প্রিয়ে! তুমি এই ব্রাহ্মণের যেরূপ গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলে, ব্রাহ্মণ যথার্থই তদনুরূপ গুণাকর বটেন। আমার বিবেচনায় বরং তদপেক্ষা আরও অধিক গুণশালী বোধ হইল ॥৫২—৫৩॥ ইনি অতীত ও বর্ত্তমান সমস্ত তত্ত্ব অবগত আছেন; কল্য প্রাতঃকালে পুনরায় আহ্বান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যাইবে। ৫৪ ॥ এইরূপ স্থির করিয়া রজনী প্রভাত হইবামাত্রই রাজা বহু রত্নভার এবং বহুবিধ ভোগবিলাসদ্রব্য উপঢৌকন প্রেরণপূর্ব্বক সেই দ্বিজবরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন ॥ ৫৫ ॥

বিপ্রবর সমাগত হইলে, রাজা দিবোদাস ভক্তিভাবে তাঁহারে বিচিত্র বসনাদি প্রদানানন্তর অভিবাদন করিয়া স্বকীয় মনোগত অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা

দৃষ্টা ত্বান্তু মহাপ্রাজ্ঞং শান্তং দান্তং তপোনিধিম্।
কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমনা বিপ্র তদাখ্যাহি যথার্থবৎ ॥ ৫৮।
শাসিতেয়ং ময়া পৃথ্বী ন তথান্যৈস্তু পার্থিবৈঃ।
যাবদ্ভূতির্ময়া ভুক্তা দিব্যা ভোগা অনেকধাঃ ॥ ৫৯।
নিজৌরসেভ্যোপ্যধিকং রাত্রির্দ্দিনমতন্দ্রিতম্।
বিনির্জ্জিত্য হঠাদ্দুষ্টান্ প্রজেয়ং পরিপালিতা ॥ ৬০।
দ্বিজপাদার্চ্চনাৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতং বেদ্মি নাপরম্।
অনেনাপরিকথ্যেন কথিতেনেহ কিং মম ॥ ৬১।
নির্ব্বিস্মমিব মে চেতঃ সাম্প্রতং সর্ব্বকর্ম্মসু।
বিচার্য্যার্য্য শুভোদর্কমত আখ্যাহি সত্তম ॥ ৬২।

করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ তিনি কহিলেন, হে দ্বিজবর! ইহসংসারে কেবল তুমি একাকীই প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। তোমার তেজস্বিনী প্রতিভা যে প্রকার সর্ব্বতত্ত্ববতী, আমার বোধ হয় অপরে তাদৃশ কখনই সম্ভবে না ৫৭ ॥ হে ভূদেব! তোমাকে আমি মহাপ্রাজ্ঞ, শান্ত, দান্ত, এবং তপঃসাগরের মহারত্নস্বরূপ দর্শন করিয়া অভিলাষিত কতিপয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি অনুগ্রহ করিয়া যথাযথ উত্তর প্রদানপূর্ব্বক আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর ॥ ৫৮ ॥

আমি এই সসাগরা অবনীমণ্ডল শাসন করি। এই পৃথিবীতে বহুতর রাজা ছিলেন, কিন্তু কেহই আমার তুল্য সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই। আমি যে প্রকার বহুবিধ দিব্যভোগ উপভোগ করি কোন রাজার ভাগ্যেই সেরূপ সুখসম্ভোগ সংঘটিত হয় নাই ॥ ৫৯ ॥

হে ব্রহ্মণ! আমি দিবারাত্রি নিরালস্য হইয়া দুষ্টদমন পূর্ব্বক ঔরসপুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহযত্নে আমার শিষ্ট প্রজাগণকে পালন করিয়া থাকি ৬০ ॥ হে দ্বিজবর! দ্বিজপদসেবা ব্যতিরেকে আর আমি কিছুই জানি না দ্বিজগুণগান ভিন্ন ইহ সংসারে আর আমার অন্য কথনীয় বাক্যও নাই ৬১ ॥ হে বিপ্রসত্তম! এই বিনশ্বর সংসারের কোনপ্রকার বিনশ্বর কার্য্যে

দ্বিজ উবাচ।

অপি স্বল্পতরং কৃত্যং যদ্ভবেদ্ভুভুজামিহ।
একান্তে তত্তু পৃষ্টেন বক্তব্যং সুধিয়া সদা॥ ৬৩।
অমাত্যেনাপ্যপৃষ্টেন ন বক্তব্যং নৃপাগ্রতঃ।
মহাপমানভীতেন স্তোকমপ্যত্র কিঞ্চন॥ ৬৪।
পৃষ্টশ্চেৎ কথয়ামীহ মা তত্র কুরু সংশয়ম্।
তৎকৃতে তব গন্তা বৈ মনোনির্ব্বেদকারণম্॥ ৬৫।
শৃণু রাজন্ মহাবুদ্ধে নাযথার্থং ব্রবীম্যহম্।
বিক্রান্তোস্যতিশূরোঽসি ভাগ্যবানসি সর্ব্বদা॥ ৬৬।
পুণ্যেন যশসা বুদ্ধ্যা সম্পন্নোঽস্তি ভবান্ যথা।
মন্যে তথামরাবত্যাং ত্রিদশেশোঽপি নৈব হি॥ ৬৭।

এক্ষণে আর আমার রুচি নাই। হে আর্য্য! এখন তুমি বিচার করিয়া বল, পরিণামে আমার ভাগ্যে কি ফল হইবে? ৬২॥

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, হে রাজন্! অতি সামান্য বিষয় হইলেও বুদ্ধিমান লোকেরা নির্জ্জনেই রাজকীয় প্রশ্নে রাজজ্ঞাতব্য তত্ত্বের উত্তর করিয়া থাকেন। অতএব হে নরেশ্বর! নির্জ্জনে চল, আমি একান্তে তোমার প্রশ্নের উত্তর করিব॥ ৬৩॥ হে মহারাজ! কোন্‌কথার উত্তর করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা না করিলে অতি তুচ্ছকথা হইলেও রাজসমীপে তাহার উল্লেখ করা রাজ অমাত্যেরও উচিত নহে॥ ৬৪॥ হে নৃপবর! যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি নিশ্চয়ই তাহার উত্তর দান করিব, তৎপক্ষে তুমি কিছুমাত্র সংশয় রাখিও না। আমার বাক্য শ্রবণ করিলেই তোমার মানসের যাবতীয় উদ্বেগ দূরীকৃত হইবে॥ ৬৫॥ হে রাজন্! আমি কদাচ মিথ্যাকথা কহিব না, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে নরেন্দ্র! তুমি মহা বুদ্ধিমান, মহাপরাক্রান্ত বীরপুরুষ এবং তুমি পরম ভাগ্যবান॥ ৬৬॥ হে ভূপেন্দ্র! যশে, ধর্ম্মে ও বুদ্ধিতে তুমি যেমন সমলঙ্কৃত,

সুধিয়া ত্বাং গুরুং মন্যে প্রসাদেন সুধাকরম্।
তেজসাস্তি ভবানর্কঃ প্রতাপেনাশুশুক্ষণিঃ॥ ৬৮।
প্রভঞ্জনো বলেনাসি শ্রীদোঽসি শ্রীসমর্পণৈঃ।
শাসনেন ভবান্ রুদ্রো নিঋতিস্ত্বং রণাঙ্গণে॥ ৬৯।
দুষ্টং পাশয়িতা পাশী যমো নিযমনেঽসতাম্।
ইন্দনাত্ত্বং মহেন্দ্রোঽসি ক্ষময়াত্বমসি ক্ষমা॥ ৭০।
মর্য্যাদয়া ভবানব্ধির্মহত্ত্বে হিমবানসি।
ভার্গবো রাজনীত্যাসি রাজ্যেন মনুনা সমঃ॥ ৭১।
সন্তাপহর্ত্তাম্বুদবৎ পবিত্রো গাঙ্গনামবৎ।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং কাশীব সুগতিপ্রদঃ॥ ৭২।
রুদ্রঃ সংহাররূপেণ পালনেন চতুর্ভুজঃ।
বিধিবত্ত্বং বিধাতাসি ভারতী তে মুখাম্বুজে॥ ৭৩।

অন্যের কথা দূরে থাকুক, ত্রিদশালয় অমরাবতীতেও এমন আর কেহই বিদ্যমান নাই॥ ৬৭॥ হে পৃথ্বীপতে! তুমি বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান, সুধাকরের ন্যায় আহ্লাদকর, ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী এবং প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রতাপান্বিত। বলে তুমি প্রভঞ্জন তুল্য, দানে কুবেরতুল্য, শাসনকার্য্যে রুদ্রতুল্য এবং রণক্ষেত্রে কৃতান্ততুল্য। হে রাজেন্দ্র! দুঃশীল ব্যক্তিগণকে নিয়মপাশে বদ্ধ করিতে তুমি পাশপাণি বরুণতুল্য; অধর্ম্মচারিগণের দমনে তুমি যমসদৃশ, মহৈশ্বর্য্য ভোগে তুমি দেবরাজ মহেন্দ্রতুল্য এবং ক্ষমাগুণে তুমি সর্ব্বসহা ধরিত্রীতুল্য। গাম্ভির্য্যে তুমি গাম্ভির্য্যশালী জলনিধি, মহত্ত্বে তুমি হিমালয়, রাজনীতিকৌশলে তুমি শুক্রাচার্য্য এবং রাজ্যপালনে তুমি ভগবান মনুস্বরূপ। হে মহারাজ! তুমি জলধরের ন্যায় সন্তাপহর, গঙ্গা-নামের ন্যায় সুপবিত্র এবং বারাণসীর ন্যায় সমস্ত বিপন্ন প্রাণিগণের আশ্রয়-স্বরূপ, তুমি রিপুকুলসংহারে রুদ্রস্বরূপ, প্রজাপালনে বিষ্ণুস্বরূপ এবং বিধি-সংস্থাপনে বিধাতাস্বরূপ। বাগবাদিনী ভারতীদেবী নিয়তই তোমার বদন

ত্বৎপাণিপদ্মে কমলাত্বৎক্রোধেঽস্তি হলাহলঃ।
অমৃতং তব বাগেব ত্বদ্ভুজাবশ্বিনীসুতৌ ॥ ৭৪।
তৎ কিং যত্ত্বয়ি ভূজানৌ সর্ব্বদেবময়োঽস্যসি।
তস্মাত্তব শুভোদর্কো ময়া জ্ঞাতোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৫।
আরভ্যাদ্যদিনাদ্ভূপ ব্রাহ্মণোঽষ্টাদশেঽহনি।
উদীচ্যাঃ কশ্চিদাগত্য ধ্রুবং ত্বামুপদেক্ষ্যতি ॥ ৭৬।
তস্য বাক্যং ত্বয়া রাজন্ কর্ত্তব্যমবিচারিতম্।
ততস্তে হৃৎস্থিতং সর্ব্বং সেৎস্যত্যেব মহামতে ॥ ৭৭।
ইত্যুক্ত্বা পৃচ্ছ্য রাজানং লব্ধানুজ্ঞো দ্বিজোত্তমঃ।
বিবেশ স্বাশ্রমং তুষ্টো নৃপোঽপ্যাশ্চর্য্যবানভূৎ ॥ ৭৮।
ইত্থং বিঘ্নজিতা সর্ব্বা পুরী স্বাত্মবশীকৃতা।
সপৌরা সাবরোধা চ সনৃপা নিজমায়য়া ॥ ৭৯।

কমলে বিরাজ করিতেছেন। হে শ্রীমন্! তোমার করকমলে কমলা বিরাজমানা, বচনে অমৃতপ্রবাহিত, বাহুযুগলে যুগল অশ্বিনীকুমার বিদ্যমান এবং তোমার ক্রোধানলে করাল হলাহল মূর্ত্তিমান। হে রাজেন্দ্র! তুমি এই সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর। সমস্ত দেবগণ তোমার শরীরে অবস্থান করিতেছেন, অতএব আমি অবগত হইয়াছি, তোমার ভাগ্যের পরিণাম ফল নিশ্চয়ই মঙ্গলময়। হে ভূপতে! আরও আমি জানিতে পারিয়াছি যে, অদ্যাবধি অষ্টাদশ দিবসে উত্তরদিক হইতে একটী ব্রাহ্মণ তোমার আলয়ে সমাগত হইয়া তোমারে সদুপদেশ প্রদান করিবেন। হে রাজন্! হে মহামতে! তাঁহার ব্যাক্যশ্রবণ করিলে তোমার হৃদয়স্থিত সমস্ত সংশয় উন্মূলীত হইয়া যথাকর্ত্তব্য বিচার করিবার অধিকার জন্মিবে ॥ ৬৮—৭৭ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! রাজা দিবোদাসকে এই সকল কথা বলিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই কপট বেশধারী জ্যোতির্ব্বিদ্ ব্রাহ্মণ গজানন আপন আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা তাঁহার বাক্যের আদ্যো-

কৃতকৃত্যমিবাত্মনং ততো মত্বা স বিঘ্নজিৎ।
বিধায় বহুধাত্মানং কাশ্যাং স্থিতিমবাপ চ॥ ৮০।
যদা স ন দিবোদাসঃ প্রাগাসীৎ কুম্ভসম্ভব।
তদাতনং নিজং স্থানমলঞ্চক্রে গণাধিপঃ॥ ৮১।
দিবোদাসে নরপতৌ বিষ্ণুনোচ্চাটিতে সতি।
পুনর্নবীকৃতায়াঞ্চ নগর্য্যাং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ৮২।
স্বয়মাগত্য দেবেন মন্দরাৎ সুন্দরাং পুরীম্।
বারাণসীং প্রথমতস্তুষ্টুবে গণনায়কম্॥ ৮৩।

অগস্ত্য উবাচ।

কথং স্তুতো ভগবতা দেবদেবেন বিঘ্নজিৎ।
কথঞ্চ বহুধাত্মানং স চকার বিনায়কঃ॥ ৮৪।

পান্ত আলোচনা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে কুম্ভযোনে! বিঘ্নজিৎ গণপতি এইরূপে স্বকীয় মায়াপ্রভাবে কাশীধামের সমস্ত পৌরবর্গ রাজপুরীর অমাত্যবর্গ রাজান্তঃপুরীর রমণীবর্গ এবং স্বয়ং নরপতিকেও বশীভূত করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। রাজা দিবোদাস যখন কাশীতে রাজপদ প্রাপ্ত হন নাই, তৎকালে গণেশ্বরের যে সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, এক্ষণে তিনি নানারূপ ধারণ করিয়া বারাণসীক্ষেত্রের সেই সকল স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন॥ ৭৮—৮১॥

হে ঘটোদ্ভব! অনন্তর বিষ্ণুকে প্রেরণ করিয়া রাজা দিবোদাসের চিত্তের চঞ্চলতা সম্পাদন পূর্ব্বক পুনরায় কাশীপুরীকে নবীকৃত করিয়া দেবদেব বিশ্বেশ্বর স্বয়ং মন্দরপর্ব্বত হইতে সেই বিশ্বসুন্দরী বারাণসীপুরীতে আগমন করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই গণেশের স্তব করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করাই পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রধান কার্য্য হইল॥ ৮২॥ ৮৩॥

অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ষড়ানন! ভগবান মহাদেব কি নিমিত্ত গণেশের স্তব করিয়াছিলেন এবং গণনায়ক হেরম্বই বা কিজন্য নানারূপ

কেন কেন স বৈ নাম্না কাশীপুর্য্যাং ব্যবস্থিতঃ।
ইতি সর্ব্বং সমাসেন কথয়স্ব ষড়ানন॥ ৮৫।
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য কুম্ভযোনেঃ ষড়াননঃ।
যথাবৎ কথয়ামাস গণরাজকথাং শুভাম্॥ ৮৬।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে গণেশমায়াপ্রপঞ্চো নাম
ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ধারণ পূর্ব্বক কাশীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন? কাশীতে গণেশের কি কি নামই বা হইয়াছিল? হে পার্ব্বতীনন্দন! আপনি সেই সকল গুহ্য কথা সংক্ষেপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ৮৪॥ ৮৫॥

অগস্ত্যের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান ষড়ানন মঙ্গলময় গণরাজের পবিত্র কাহিনী যথাবৎ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৮৬॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে গণেশমায়া
প্রপঞ্চনাম ষট্‌পঞ্চাশত্তম
অধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

বিশ্বেশো বিশ্বয়া সার্দ্ধং ময়া চ মুনিসত্তম।
মহাশাখবিশাখাভ্যাং নন্দিভৃঙ্গিপুরোগমঃ ॥ ১।
নৈগমেয়েন সহিতো রুদ্রৈঃ সর্ব্বত্র সংবৃতঃ।
দেবর্ষিভিঃ সমাযুক্তঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ ॥ ২।
সমস্তায়তনাধীশৈর্দ্দিক্‌পালৈরভিনন্দিতঃ।
তীর্থৈর্দর্শিততীর্থশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্গীতমঙ্গলঃ ॥ ৩।
কৃতপূজোপ্সরোভিশ্চ নৃত্যহস্তকপল্লবৈঃ।
বিয়ত্যনাহতৈর্বাদ্যৈঃ সমন্তাদনুমোদিতঃ ॥ ৪।
ঋষীণাং ব্রহ্মনির্ঘোষৈর্বধিরীকৃতদিঙ্মুখঃ।
কৃতস্তুতিশ্চারণৌঘৈর্বিমানৈরভিতো বৃতঃ ॥ ৫।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্তে! বিশ্বেশ্বর বিশ্ববিমোহিনী কাশীপুরীতে আগমন করিলেন। ভগবতী বিশ্বেশ্বরী পার্ব্বতীও তাঁহার সহগামিনী হইলেন। আমিও তৎসমভিব্যাহারে আগমন করিলাম। সমস্ত দেবগণ দেবর্ষি নারদ, নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাশাখ, বিশাখ, সনকাদি ঋষিগণ, সর্ব্বদিগধীশ্বর দিক্‌পালগণ, সঙ্গীতকুশল গন্ধর্ব্বগণ এবং নৃত্যগীতনিপুণ অপ্সরগণ প্রভৃতি সকলেই একত্র সমবেত হইয়া মহেশ্বরের অনুবর্ত্তী হইলেন। গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে লাগিল, অপ্সরগণ করতালি প্রদানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে পূজা করিতে লাগিল এবং সমস্ত স্বর্গবিদ্যাধরীগণ তৎকালে সর্ব্বেশ্বরের অভিনন্দন করিল ॥ ১—৪ ॥

হে কুম্ভযোনে! তৎকালে ঋষিগণের বেদনির্ঘোষ নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল বধির হইয়া গেল। চারণগণের স্তুতিপাঠধ্বনিতে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইল।

ত্রিবিষ্টপবধূমুষ্টিভ্রষ্টৈর্লাজৈরিতস্ততঃ।
অভিবৃষ্টো মহাদেবঃ সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ৬।
দত্তমাল্যোপহারশ্চ বহুবিদ্যাধরীগণৈঃ।
যক্ষগুহ্যকসিদ্ধৈশ্চ খেচরৈরভিনন্দিতঃ ॥ ৭।
কৃতপ্রবেশ শকুনো মৃগৈঃ শকুনিভিঃ পুরঃ।
কিন্নরীভিঃ প্রহৃষ্টাস্যৈঃ কিন্নরৈ রূপবর্ণিতঃ ॥ ৮।
বিষ্ণুনা চ মহালক্ষ্ম্যা ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণা।
নন্দিনাথ গণেশেন আবিষ্কৃত মহোৎসবঃ ॥ ৯।
নাগাঙ্গনাভিঃ পরিতঃ কৃতনীরাজনাবিধিঃ।
প্রবিবেশ মহাদেবঃ পুরীং বারাণসীং শুভাম্ ॥ ১০।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামবরুহ্য বৃষেন্দ্রতঃ।
পরিষ্বজ্য গণাধীশং প্রোবাচ বৃষভধ্বজঃ ॥ ১১।

৫ ॥ সুরবালাগণ মহাদেবের মস্তকে মঙ্গললাজাঞ্জলি বর্ষণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। আনন্দে আনন্দকাননে আনন্দময় সদানন্দের সমস্ত কলেবর রোমাঞ্চিত হইল ॥ ৬ ॥ বিদ্যাধরীগণ সুগন্ধি মাল্যাভরণ উপহার প্রদান করিল; সিদ্ধ, যক্ষ ও গুহ্যক প্রভৃতি খেচরবর্গ সানন্দে অভিনন্দন করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ হে মৈত্রাবরুণে! মঙ্গলময় কাশীনাথের কাশীপ্রবেশে কিন্নর কিন্নরীরা, এমন কি, পশুপক্ষীরা পর্য্যন্ত রূপবর্ণনচ্ছলে স্তুতিগান করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ বিষ্ণু, মহালক্ষ্মী, ব্রহ্মা এবং গণেশ্বর নন্দী মহাপ্রমোদে মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। নাগাঙ্গনাগণ নীলকণ্ঠকে প্রদক্ষিণ করিয়া উন্নতশিরে আরতি করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥ ভগবান কাশীপতি এইরূপে শুভঙ্করী কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১০ ॥

কল্যাণময় বৃষভবাহন বিশ্বনাথ বৃষপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিয়া সস্নেহে গণেশকে আলিঙ্গন করিলেন। সমস্ত অমরগণ অনিমিষলোচনে এই অপূর্ব্বদর্শন দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহেশ্বর তখন গণেশ্বরকে লক্ষ্য

যদহং প্রাপ্তবানস্মি পুরীং বারাণসীং শুভাম্ ।
ময়াপ্যতীব দুষ্প্রাপ্যাং স প্রসাদোঽস্য বৈ শিশোঃ ॥ ১২।
যদ্দুষ্প্রসাধ্যং হি পিতুরপি ত্রিজগতীতলে।
তৎস্নুনা সুসাধ্যং স্যাদত্র দৃষ্টান্ততা ময়ি ॥ ১৩।
অনেন গজবক্ত্রেণ স্ববুদ্ধিবিভবৈরিহ।
কাশীপ্রাপ্তির্যথা মে স্যাত্তথা কিঞ্চিদনুষ্ঠিতম্ ॥ ১৪।
পুত্রবানহমেবাস্মি যচ্চ মে চিরচিন্তিতম্ ।
স্বপৌরুষেণ কৃতবানভিলাষং করস্থিতম্ ॥ ১৫।
ইত্যুক্ত্বা ত্রিপুরীহর্ত্তা পুরুহূতাদিভিঃ ষ্টুতঃ।
পরিতুষ্টাবসংহৃষ্টঃ স্পষ্টগীর্ভির্গজাননম্ ॥ ১৬।

শ্রীকণ্ঠ উবাচ।

জয় বিঘ্নকৃতামাদ্য ভক্তনির্ব্বিঘ্নকারক।
অবিঘ্নবিঘ্নশমন মহাবিঘ্নৈকবিঘ্নকৃৎ ॥ ১৭।

করিয়া কহিলেন, অহো! এই শিশু গণপতির প্রসাদেই আমি আমার এই সুদুর্লভা কল্যাণময়ী বারাণসীপুরী পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। ইহজগতীতলে পিতার পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য, পুত্রের দ্বারা তাহা সুসাধ্য হয়, এই আমিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল ॥ ১১। ১২। ১৩॥ এই গজানন নিজবুদ্ধিপ্রভাবে আমার কাশীধামে পুনঃপ্রবেশের উপায় বিধান করিলেন। এইরূপে গণেশের দ্বারা যে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বেই তাহার অনুষ্ঠান হইয়াছিল ॥ ১৪॥ অদ্য আমার পুত্রবান নাম সার্থক হইল। পুত্রের পৌরুষেই আমি আমার চিরাভিলষিত অভীষ্টফল করতলে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৫॥

হে কুম্ভযোনে! ত্রিপুরেশ্বর ত্রিপুরারি এই সকল বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া এইরূপে গণেশের স্তব আরম্ভ করিলেন ॥ ১৬॥ হে আদিবিঘ্নহর! তোমার জয় হউক! তুমি ভক্তগণের নির্ব্বিঘ্নকারী। হে বিঘ্নবিরহিত! তুমি জগতের সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন এবং তুমিই

জয় সর্ব্বগণাধীশ জয় সর্ব্বগণাগ্রণাঃ।
গণপ্রণতপাদাব্জ গণনাতীতসদ্গুণ ॥ ১৮ ।
জয় সর্ব্বগ সর্ব্বেশ সর্ব্ববুদ্ধ্যেকশেবধে।
সর্ব্বমায়াপ্রপঞ্চজ্ঞ সর্ব্বকর্ম্মাগ্রপূজিত ॥ ১৯ ।
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্য জয় ত্বং সর্ব্বমঙ্গল।
অমঙ্গলোপশমন মহামঙ্গলহেতুক ॥ ২০ ।
জয় সৃষ্টিকৃতাংবন্দ্য জয় স্থিতিকৃতানত।
জয় সংহৃতিকৃৎস্তুত্য জয় সৎকর্ম্মসিদ্ধিদ ॥ ২১ ।
সিদ্ধবন্দ্যপদাম্ভোজ জয় সিদ্ধিবিধায়ক।
সর্ব্বসিদ্ধেকনিলয় মহাসিদ্ধ্যৃদ্ধিসূচক ॥ ২২ ।
অশেষগুণনির্ম্মাণ গুণাতীত গুণাগ্রণীঃ।
পরিপূর্ণচরিত্রার্থ জয় ত্বং গুণবর্ণিত ॥ ২৩ ।

মহাবিঘ্নের একমাত্র বিঘ্নকর্ত্তা। হে সর্ব্বগণাধীশ! তোমার মঙ্গল হউক। হে সমস্ত গণাগ্রগণ্য! তোমার জয় হউক। সমস্ত প্রমথগণ নিয়তই তোমার চরণাম্বুজ সেবা করে। হে গণেশ্বর! তোমার সদ্‌গুণরাশি গণনাতীত। হে সর্ব্বব্যাপিন্‌! তোমার জয় হউক। হে সর্ব্বেশ্বর! তুমি সর্ব্ববুদ্ধির একমাত্র নিধিস্বরূপ। হে বিশ্বমোহন! ত্রিলোকের সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চই তোমার সুবিদিত। হে জগৎপূজ্য! জগতের সমস্ত কার্য্যের অগ্রেই তোমার পূজা হয়। হে মঙ্গলময়! তুমি সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ! হে বিঘ্নবিনাশন! তুমি সমস্ত অমঙ্গলের নিসূদন! হে মঙ্গলনিদান! তুমি সমস্ত মহামঙ্গলের নিদানভূমি। হে গণদেব! তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির বন্দনীয়, পালনকর্ত্তা নারায়ণের পূজনীয় এবং সংহারকর্ত্তা রুদ্রদেবের স্তবনীয়। হে সিদ্ধিপ্রদ! তুমি সমস্ত শুভকর্ম্মের সিদ্ধিদাতা। হে সিদ্ধিরত্নেশ্বর! সমস্ত সিদ্ধগণ তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করে। হে সিদ্ধিবিধায়ক! তোমার কল্যাণ হউক। হে সিদ্ধেশ্বর! তুমি সমস্ত সিদ্ধির একমাত্র নিলয় এবং তুমিই সমস্ত অর্থ-

জয় সর্ব্ববলাধীশ বলারাতিবলপ্রদ।
বলাকোজ্জ্বলদন্তাগ্র বালাবালপরাক্রম ॥ ২৪।
অনন্তমহিমাধার ধরাধরবিদারণ।
দন্তাগ্রপ্রোতদিঙ্‌নাগ জয় নাগবিভূষণ ॥ ২৫।
যে ত্বাং নমন্তি করুণাময় দিব্যমূর্ত্তে
সর্ব্বৈনসামপি ভুবো ভুবিমুক্তিভাজঃ।
তেষাং সদৈব হরসীহ মহোপসর্গান্
স্বর্গাপবর্গমপি সম্প্রদদাসি তেভ্যঃ ॥ ২৬।
যে বিঘ্নরাজ ভবতা করুণাকটাক্ষৈঃ
সম্প্রেক্ষিতাঃ ক্ষিতিতলে ক্ষণমাত্রমত্র।
তেষাং ক্ষয়ন্তি সকলান্যপি কিল্বিষাণি
লক্ষ্মীঃ কটাক্ষয়তি তান্ পুরুষোত্তমান্ হি ॥ ২৭।

সিদ্ধির নিদান। হে অশেষগুণাধার! হে গুণাতীত! তুমি সমস্ত গুণিগণের অগ্রগণ্য। হে সর্ব্বগুণাকর! তুমি সচ্চরিত্রতার আদর্শ এবং ত্রিলোকবাসির সর্ব্বকামপ্রদ, অতএব তোমার জয়লাভ হউক। হে সর্ব্ববলেশ্বর! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি দেবরাজ পুরন্দরের বলপ্রদ। হে লম্বোদর! শুভ্ররদ! তুমি ত্রিলোকের আবালবৃদ্ধ সকলেরই পরাক্রমবিবর্দ্ধক। হে অনন্ত! তোমার অনন্ত মহিমা। হে গিরিবিদারণ! তোমার জয় হউক। হে গজবক্ত্র! তুমি দশনাগ্র দ্বারা দিগ্‌গজগণকে বিদূরিত কর। হে ভুজঙ্গভূষণ! তোমার কল্যাণ হউক। হে করুণাময়! হে দিব্যমূর্ত্তে! যাহারা তোমারে নমস্কার করে, তাহাদের সমস্তপাপ বিমুক্ত হইয়া চরমে পরমমুক্তি লাভ হয়। হে গণেন্দ্র! তুমি সর্ব্বদা তাহাদিগের সমস্ত মহাবিঘ্ন বিনাশ করিয়া স্বর্গাপবর্গ প্রদান করিয়া থাক ॥ ১৬—২৬ ॥

হে বিঘ্নরাজ! তুমি যাহাদিগকে একবার কৃপাকটাক্ষে দর্শন কর, ক্ষিতি তলে তাহারাই শ্রেষ্ঠপুরুষ; ক্ষণমাত্রেই তাহাদিগের সমস্ত পাপ বিমোচন

যে ত্বাং স্তুবন্তি নতবিঘ্নবিঘাত দক্ষ
দাক্ষায়ণীহৃদয়পঙ্কজতিগ্মরশ্মে।
শ্রেয়ন্ত এব তইহ প্রথিতা ন চিত্রং
চিত্রং তদত্র গণপা যদহো তএব ॥ ২৮।
যে শীলয়ন্তি সততং ভবতোঙ্ঘ্রিযুগ্মং
তে পুত্রপৌত্রধনধান্যসমৃদ্ধিভাজঃ।
সংশীলিতাঙ্ঘ্রিকমলা বহুভৃত্যবর্গৈ-
ভূপালভোগ্য কমলাং বিমলাং লভন্তে ॥ ২৯।
ত্বং কারণং পরমকারণকারণানাং
বেদ্যোঽসি বেদবিদুষাং সততং ত্বমেকঃ।
ত্বং মার্গণীয়মসি কিঞ্চন মূলবাচাং
বাচামগোচরচরাচরদিব্যমূর্ত্তে ॥ ৩০।

হইয়া যায় এবং কমলা তাহাদিগকে কৃপা করেন। হে ভক্তবৎসল! হে প্রণতজনবিঘ্নবিনাশন! হে দাক্ষয়ণিহৃদয়পঙ্কজপ্রভাকর! যাহারা তোমার স্তব করে, তাহারা ইহলোকে সাধু বলিয়া প্রসিদ্ধ হয় এবং চরমে অপূর্ব্ব প্রমথদেহ লাভ করে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। হে হেরম্ব! যে সকল ব্যক্তি সতত তোমার চরণযুগল সেবা করে, তাহারা পুত্রপৌত্র ও ধনধান্যাদি মহারত্নে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। সেই সকল লক্ষ্মী-মান্ মানবের সহস্র সহস্র ভৃত্য তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকে। হে পরমকারণ! তুমি ত্রিজগতের সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ। তুমি সর্ব্বদা বেদ এবং বেদবিদ্গণের একমাত্র জ্ঞাতব্য। হে বেদাতীত! তোমার মহিমার কেবল কিয়দংশ মাত্র বেদের সুগোচর। হে সর্ব্বময়! শ্রুতি তোমার প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে না। হে বিশ্ববীজ! ব্রহ্মাদি নিখিল চরাচরও তোমার স্বরূপ অবগত নহেন। তুমিই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা। হে সর্ব্বাতীত! তুমি জগতের বাক্যমনের অগোচর। তোমার স্তব

বেদা বিদন্তি ন যথার্থতয়া ভবন্তং
ব্রহ্মাদয়োপি ন চরাচরসূত্রধার।
ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি সমস্তমেকঃ
কস্তে স্তুতিব্যতিকরো মনসাপ্যগম্য॥ ৩১।
ত্বদ্দুষ্টদৃষ্টিবিশিখৈর্নিহতান্নিহন্মি
দৈত্যান্ পুরান্ধক জলন্ধরমুখ্যকাংশ্চ।
কস্যাস্তি শক্তিরিহ যস্ত্বদৃতেপি তুচ্ছং
বাঞ্ছেদ্বিধাতুমিহ সিদ্ধিদ কার্য্যজাতম্॥ ৩২।
অন্বেষণে ঢুণ্টিরয়ং প্রথিতোস্তি ধাতুঃ
সর্ব্বার্থ ঢুণ্ঢিত তয়া তব ঢুণ্ঢিনাম।
কাশীপ্রবেশমপি কো লভতেঽত্র দেহী
তোষং বিনা তব বিনায়ক ঢুণ্ঢিরাজ॥ ৩৩।
ঢুণ্ঢে প্রণম্য পুরতস্তব পাদপদ্মং
যো মাং নমস্যতি পুমানিহ কাশিবাসী।
তৎকর্ণমূলমধিগম্য পুরা দিশামি
তৎ কিঞ্চিদত্র ন পুনর্ভবতাস্তি যেন॥ ৩৪।

করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? হে বিঘ্নরাজ! তোমার কোপদৃষ্টিরূপ নিশিত শরপ্রভাবে ত্রিপুরাসুর, অন্ধক ও জলন্ধর প্রভৃতি দৈত্যগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। তুমি ভিন্ন ইহজগতে সমস্ত সিদ্ধিপ্রদ শুভকার্য্যের বিধান করে, জগতীতলে এমন শক্তি কাহার? ২৭—৩২॥ হে বিনায়ক! ব্যাকরণমতে ঢুণ্ঢধাতু হইতে অন্বেষণশব্দ সমুৎপন্ন। এই ধাত্বার্থসিদ্ধপদ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। অতএব হে ঢুণ্ঢিরাজ! তোমার ভক্তগণ তোমার নিকটেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি অন্বেষণ করে। সেই নিমিত্তই তোমার ঢুণ্ঢি নামের ব্যুৎপত্তি। হে ঢুণ্ঢিরাজ! তোমার মহিমা এতদূর সমুচ্চ যে, মানবগণ কাশী-

স্নাত্বা নরঃ প্রথমতো মণিকর্ণিকায়া-
মূর্দ্ধ্লিতাঙ্ঘ্রিযুগলস্তু সচৈলমাশু।
দেবর্ষিমানবপিতৄনপি তর্পয়িত্বা
জ্ঞানোদতীর্থমভিলভ্য ভজেত্ততস্ত্বাম্॥ ৩৫।
সামোদমোদকভরৈর্ব্বরধূপদীপৈ-
র্মাল্যৈঃ সুগন্ধবহুলৈরনুলেপনৈশ্চ।
সম্প্রীণ্য কাশিনগরী ফলদানদক্ষং
প্রাক্ ত্বাথ মাং ক ইহ সিধ্যতি নৈব ঢুণ্ঢে॥ ৩৬।
তীর্থান্তরাণি চ ততঃ ক্রমবর্জ্জিতোপি
সংসাধয়ন্নিহ ভবৎ করুণাকটাক্ষৈঃ।
দূরীকৃত স্বহিতঘাত্যুপসর্গবর্গো
ঢুণ্ঢে লভেদবিকলং ফলমত্র কাশ্যাম্॥ ৩৭।

ধামে প্রবেশ করিলেও তোমার পরিতুষ্টি সাধন ব্যতিরেকে সর্ব্বার্থলাভে সমর্থ হয় না॥ ৩৩॥ হে ঢুণ্টিরাজ! যে ব্যক্তি অগ্রে তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ আমারে নমস্কার করে, সেই পুণ্যশীল কাশীবাসির কর্ণমূলে আমি পুনর্জন্মহর তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ করি॥ ৩৪॥

যে মানব প্রথমতঃ মণিকর্ণিকাতে স্নান করিয়া দেবঋষি মানব ও পিতৃগণের তর্পণ করণানন্তর ধূলিধূসরিত সিক্তপদে আর্দ্র বস্ত্রে পাদচারে জ্ঞানদতীর্থে গমনপূর্ব্বক ধূপদীপ গন্ধমাল্য ও সুগন্ধমোদকে তোমার পূজা করিয়া, অবশেষে আমার পূজা করে, হে কাশীফলপ্রদ ঢুণ্টিরাজ! সেই কাশীবাসির কোন্ কোন্ সিদ্ধিলাভ না হয়? ৩৫। ৩৬॥ হে ঢুণ্ঢে! যে ব্যক্তি অন্য তীর্থে অবস্থান করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পরিবর্জ্জন করিয়াও যদি কাশীতে আসিয়া তোমার করুণাকটাক্ষ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত আত্মমঙ্গলবিঘাতনী উপসর্গবর্গ দূরীভূত হইয়া, অবিকল কাশীলাভের

যঃ প্রত্যহং নমতি ঢুণ্ঢিবিনায়কং ত্বাং
কাশ্যাং প্রগে প্রতিহতাঽখিলবিঘ্নসঙ্ঘঃ।
নো তস্য জাতু জগতীতলবর্ত্তি বস্তু
দুষ্প্রাপমত্র চ পরত্র চ কিঞ্চনাপি ॥ ৩৮।
যো নাম তে জপতি ঢুণ্ঢিবিনায়কস্য
তং বৈ জপন্ত্যনুদিনং হৃদিসিদ্ধয়োঽষ্টৌ।
ভোগান্ বিভুজ্য বিবিধান্ বিবুধোপভোগ্যান্
নির্ব্বাণয়া কমলয়া ব্রিয়তে স চান্তে ॥ ৩৯।
দূরস্থিতোপ্যহরহস্তবপাদপীঠং
যঃ সংস্মরেৎ সকলসিদ্ধিদ ঢুণ্ঢিরাজ।
কাশীস্থিতেরবিকলং সফলং লভেত
নৈবান্যথা ন বিতথা মম বাক্কদাচিৎ ॥ ৪০।
জানে বিঘ্নানসংখ্যাতান্ বিনিহন্তুমনেকধা।
ক্ষেত্রস্যাস্য মহাভাগ নানারূপৈরিহ স্থিতঃ ॥ ৪১।

ফল হয় ॥ ৩৭ ॥ হে ঢুণ্ঢিবিনায়ক! যে ব্যক্তি কাশীতে প্রতিদিবস তোমারে প্রণিপাত করে, তাহার সমস্ত বিঘ্নরাশি বিনাশ হইয়া যায় এবং ইহকালে ও পরকালে ইহজগতীতলের কোন বস্তুই তাহার পক্ষে দুর্ল্লভ থাকে না ॥৩৮॥ হে ঢুণ্ঢিরাজ! যে ব্যক্তি অনুদিন তোমার ঢুণ্ঢিবিনায়ক নাম হৃদয়ে জপ করে, অষ্টসিদ্ধি পুরোবর্ত্তিনী হইয়া তাহার উপাসনা করিয়া থাকে এবং সেই ব্যক্তি ইহকালে বিবিধ দেবভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া চরমে মহানির্ব্বাণ-লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ঢুণ্ঢিরাজ! যে ব্যক্তি অন্যত্র-বাসি হইয়াও মনে মনে তোমার পাদপীঠ স্মরণ করে, সেই ব্যক্তির অবিকল কাশীবাসের ফল হয়; তাহার আর অন্যথা নাই। এটী আমার নিজের বাক্য। ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে ॥ ৪০ ॥ হে মহাভাগ! তুমি কাশীতে নানারূপ ধারণ করিয়া, নানা লোকের নানা বিঘ্ন বিনাশ করিতেছ, ইহা

যানি যানি চ রূপাণি যত্র যত্র চ তেঽনঘ।
তানি তত্র প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বন্ত্বেতে দিবৌকসঃ ॥ ৪২ ।
প্রথমং ঢুণ্ঢিরাজোঽসি মম দক্ষিণতো মনাক্।
আঢুণ্ঢ্য সর্ব্বভক্তেভ্যঃ সর্ব্বার্থান্ সম্প্রযচ্ছসি ॥ ৪৩ ।

অঙ্গারবাসরবতীমিহ যৈশ্চতুর্থীং
সম্প্রাপ্য মোদকভরৈঃ পরিমোদবদ্ভিঃ।
পূজাব্যধায়ি বিবিধা তব গন্ধমাল্যৈ-
স্তানত্র পুত্র বিদধামি গণান্ গণেশ ॥ ৪৪ ।
যে ত্বামিহ প্রতিচতুর্থি সমর্চ্চয়ন্তি
ঢুণ্ঢে বিগাঢ়মতয়ঃ ক্বতি ন স্তএব।
সর্ব্বাপদাং শিরসি বামপদং নিধায়
সম্যগ্‌গজানন গজানন তাং লভন্তে ॥ ৪৫ ।

মাঘশুক্লচতুর্থ্যান্তু নক্তব্রতপরায়ণাঃ।
যে ত্বাং ঢুণ্ঢেৰ্চ্চয়িষ্যন্তি তেঽৰ্চ্চ্যাঃ স্যুরসুরদ্রুহাম্ ॥ ৪৬।

আমি নিশ্চয়ই অবগত আছি ॥ ৪১ ॥ হে অনঘ! কাশীতে তুমি যে যে স্থানে যে যে রূপে বিরাজ করিতেছ, তাহাও আমি জানি। সেই সকল রূপ ও নাম আমি কীর্ত্তন করিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর আর এই সকল উপস্থিত দেবতারাও শ্রবণ করুন ॥ ৪২ ॥ হে বিনায়ক! তোমার প্রথমরূপ ঢুণ্ঢিরাজ। এইরূপে তুমি আমার দক্ষিণভাগে বিহার কর এবং এই রূপেই তুমি সমস্ত ভক্তগণের সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রদান কর বলিয়াই ভক্তেরা তোমার নিকটে সেই মহাতত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ হে বৎস! কাশীধামে যাহারা চতুর্থী তিথিতে মঙ্গলবাসরে মাল্য, চন্দন ও পরিমলময় মোদকে বিবিধোপচারে তোমার পূজা করে, হে গণেশ! আমি তাহাদিগকে আমার গণত্বপদ প্রদান করিয়া থাকি ॥ ৪৪ ॥ হে গজানন! কাশীতে যাহারা প্রতি চতুর্থীতিথিতে তোমার ঢুণ্ঢিরূপের অর্চ্চনা করে, তাহারা সমস্ত আপদের মস্তকে বামপদা-

বিধায় বার্ষিকীং যাত্রাং চতুর্থীং প্রাপ্য তাপসীম্।
শুক্লাং শুক্লতিলৈর্বদ্ধা প্রাশ্নীয়াল্লড্ডুকান্ ব্রতী ॥ ৪৭।
কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নেন ক্ষেত্রসিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ।
তস্যাং চতুর্থ্যাং ত্বৎ প্রীত্যৈ ঢুণ্ঢে সর্ব্বোপসর্গহৃৎ ॥৪৮।
তাং যাত্রাং নাত্র যঃ কুর্য্যান্নৈবেদ্যং তিললড্ডুকৈঃ।
উপসর্গ সহস্রৈস্তু সহন্তব্যো মমাজ্ঞয়া ॥ ৪৯।
হোমং তিলাজ্যদ্রব্যেণ যঃ করিষ্যতি ভক্তিতঃ।
তস্যাং চতুর্থ্যাং মন্ত্রজ্ঞস্তস্য মন্ত্রঃ প্রসেৎস্যতি ॥ ৫০।
বৈদিকোঽবৈদিকো বাপি যো মন্ত্রস্তে গজাননা।
জপ্তস্ত্বৎসন্নিধৌ ঢুণ্ঢে সিদ্ধিং দাস্যতি বাঞ্ছিতাম্ ॥ ৫১।

ঘাত করিয়া সম্যক্‌রূপে তোমারে লাভ করিতে পারে ॥ ৪৫ ॥ হে ঢুণ্ঢে! যাহারা মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয়া চতুর্থীতে নিশাকালে উপবাসব্রতাচারী হইয়া, ভক্তিভাবে তোমার অর্চ্চনা করে, তাহারা সমস্ত অসুরারিগণের অর্চ্চনীয় হয়। ৪৬ ॥ হে গণেশ্বর! যাহারা মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয়া চতুর্থীতে তোমার জ্ঞানতীর্থে বার্ষিকী যাত্রা করিয়া, শুক্লতিললড্ডুক ভক্ষণ করণানন্তর পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহাদের আর কোন বিঘ্নই থাকে না। অতএব হে সর্ব্বঘ্নি বিনাশন! কাশীতে যাহারা সর্ব্বসিদ্ধিলাভ করিতে অভিলাষী, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ বার্ষিকী যাত্রা সর্ব্বপ্রযত্নে অনুষ্ঠেয়। ৪৭। ৪৮ ॥ হে তীর্থরাজ! যাহারা বারাণসীধামে মাঘীশুক্লচতুর্থীতে তবতীর্থে বর্ষযাত্রা করিয়া, তোমারে তিললড্ডুক ভোগ না দেয়, তাহাদের সহস্র সহস্র উপসর্গ উপস্থিত হইয়া স্বর্গপথরোধ হইয়া যায় ॥ ৪৯ ॥ সেই মাঘীচতুর্থীতে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক তোমার এই তীর্থে শুক্লতিল ও ঘৃত দ্বারা শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রপাঠ বিধানে হোমক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহাদের সমস্ত অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয় ॥৫০॥ হে ঢুণ্ঢিরাজ! বেদমন্ত্রেই হউক অথবা অন্য মন্ত্রেই হউক, যাহারা সংযতচিত্তে তোমার নিকটে তোমার নাম জপ করে, তাহাদের সমস্ত বাঞ্ছিতফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

ইমাং স্তুতিং মম কৃতিং যঃ পঠিষ্যতি সন্মতিঃ।
ন জাতু তস্ত বিঘ্নৌঘাঃ পীড়য়িষ্যন্তি নিশ্চিতম্ ॥৫২।
ঢৌণ্ঢীং স্তুতিমিমাং পুণ্যাং যঃ পঠেৎ ঢুণ্ঢিসন্নিধৌ।
সান্নিধ্যং তস্য সততং ভজেয়ুঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ৫৩।
ইমাং স্তুতিং নরো জপ্ত্বা পরং নিয়তমানসঃ।
মানসৈরপি পাপৈস্তৈর্নাভিভূয়েত কর্হিচিৎ ॥ ৫৪।
পুত্রান্ কলত্রং ক্ষেত্রাণি বরাশ্বান্ বরমন্দিরম্।
প্রাপ্নুয়াচ্চ ধনং ধান্যং ঢুণ্ঢিস্তোত্রং জপন্নরঃ ॥ ৫৫।
সর্ব্বসম্পৎকরং নাম স্তোত্রমেতন্ময়েরিতম্।
প্রজপ্তব্যং প্রযত্নেন মুক্তিকামেন সর্ব্বদা ॥ ৫৬।
জপ্ত্বা স্তোত্রমিদং পুণ্যং ক্বাপি কার্য্যে গমিষ্যতঃ।
পুংসঃ পুরঃ সমেষ্যন্তি নিয়তং সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ৫৭।

হে ঢুণ্ঢিরাজ! যে সকল সুমতি সাধুপুরুষ মৎকৃত এই স্তোত্র ভক্তিভাবে পাঠ করিবেন, জগতের কোন বিঘ্নই তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৫২ ॥ যে ব্যক্তি ঢুণ্ঢিগণেশের সন্নিধানে ভক্তিভাবে এই পুণ্যময় স্তোত্র পাঠ করেন, সমস্ত সিদ্ধিই তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। যিনি সংযতচিত্তে এই স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহাকে মনোগত পাপেও অভিভূত হইতে হয় না। ঢুণ্ঢিদেবের স্তুতি পাঠ করিলে মানবগণের দারা, পুত্র, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য, মনোহর অশ্ব এবং সুরম্য হর্ম্ম্য লাভ হয়। আমাব কথিত সর্ব্বসমৃদ্ধিপ্রদ এই নাম প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা জপ করা মুক্তিকামি ব্যক্তিগণের পক্ষে নিতান্ত বিধেয়। যাঁহারা এই পুণ্যময় স্তোত্র জপ করিয়া কোন স্থানে যাত্রা করেন, সর্ব্বার্থসিদ্ধি পুরোবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাদিগের সমীপে সমুপস্থিত হয় ॥ ৫৩—৫৭ ॥

অন্যঞ্চ কথয়াম্যত্র শৃণ্বন্তু তে দিবৌকসঃ।
ঢুণ্ঢিনা ক্ষেত্ররক্ষার্থং যত্র যত্র স্থিতিঃ কৃতা॥ ৫৮।
কাশ্যাং গঙ্গাসিসম্ভেদে নামতোঽর্কবিনায়কঃ।
দৃষ্টোঽর্কবাসরে পুম্ভিঃ সর্ব্বতাপপ্রশান্তয়ে॥ ৫৯।
দুর্গো নাম গণাধ্যক্ষঃ সর্ব্বদুর্গতিনাশনঃ।
ক্ষেত্রস্য দক্ষিণে ভাগে পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ ৬০।
ভীমচণ্ডীসমীপে তু ভীমচণ্ডবিনায়কঃ।
ক্ষেত্রনৈর্ঋতদেশস্থো দৃষ্টো হন্তি মহাভয়ম্॥ ৬১।
ক্ষেত্রস্য পশ্চিমে ভাগে স দেহলিবিনায়কঃ।
সর্ব্বান্নিবারয়েদ্ বিঘ্নান্ ভক্তানাং নাত্রসংশয়ঃ॥ ৬২।
ক্ষেত্রবায়ব্যদিগ্‌ভাগে উদ্দণ্ডাখ্যো গজাননঃ॥
উদ্দণ্ডানপি বিঘ্নৌঘান্ ভক্তানাং দণ্ডয়েৎ সদা॥ ৬৩।

এইরূপে স্তোত্র সমাপন করিয়া দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর সমীপস্থিত দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! ঢুণ্ঢিরাজ কাশীপুরীর যে যে স্থানে যে যে নামে অবস্থান করিয়া এই বারাণসীক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন, তাহা আমি তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৫৮॥ কাশীধামের গঙ্গা ও অসিসঙ্গমস্থলে ইহাঁর নাম অর্কবিনায়ক। রবিবাসরে এই মূর্ত্তি দর্শন করিলে জীবের ত্রিতাপ বিনষ্ট হয়॥ ৫৯॥ এই অবিমুক্তক্ষেত্রের দক্ষিণভাগে গণেশের যে মূর্ত্তি আছে, তাহার নাম দুর্গগণেশ, প্রযত্ন সহকারে তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্বদুর্গতির বিনাশ হয়॥ ৬০॥ কাশীক্ষেত্রের নৈর্ঋত কোণে ভীমচণ্ডীর সমীপে ভীমচণ্ড বিনায়ক। সেই মূর্ত্তি দর্শন করিলে জীবের আর কালভয় থাকে না॥ ৬১॥ ক্ষেত্রের পশ্চিমদিকে ইহাঁর নাম দেহলিবিনায়ক। সেইরূপে ইনি ভক্তগণের সমস্ত বিঘ্নবিনাশ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৬২॥ পুরীর বায়ুকোণে এই গজাননের নাম উদ্দণ্ডবিনায়ক। তিনি দণ্ডহস্ত হইয়া ভক্তগণের বিঘ্নরাশিকেও দণ্ড দান

কাশ্যাঃ সদোত্তরাশায়াং পাশপাণির্বিনায়কঃ।
বিনায়কান্ পাশয়ন্তি ভক্ত্যা কাশীনিবাসিনাম্ ॥ ৬৪ ।
গঙ্গাবরণয়োঃ সঙ্গে রম্যঃ খর্ব্ববিনায়ক।
অখর্ব্বানপি বিঘ্নৌঘান্ ভক্তানাং খর্ব্বয়েৎ সতাম্ ॥৬৫।
প্রাচ্যান্তু ক্ষেত্ররক্ষার্থং সিদ্ধঃ সিদ্ধিবিনায়কঃ।
পশ্চিমে যমতীর্থস্য সাধক ক্ষিপ্রসিদ্ধিদঃ ॥ ৬৬।
বাহ্যাবরণগাশ্চৈতে কাশ্যামষ্টৌ বিনায়কাঃ।
উচ্চাটয়ন্ত্য ভক্তাংশ্চ ভক্তানাং সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ৬৭।
দ্বিতীয়াবরণে চৈব যে রক্ষন্তি বিনায়কাঃ।
অবিমুক্তমিদং ক্ষেত্রং তানিহং কথয়াম্যতঃ ॥ ৬৮।
স্বর্ধুন্যাঃ পশ্চিমে কূলে উত্তরেঽর্কবিনায়কাৎ।
লম্বোদরো গণাধ্যক্ষঃ ক্ষালয়েদ্বিঘ্নকর্দ্দমম্ ॥ ৬৯।

করেন ॥ ৬৩ ॥ কাশীপুরীর উত্তরদিকে এই বিনায়কের নাম পাশপাণি। তিনি কাশীবাসি ভক্তগণের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ করেন ॥ ৬৪ ॥ গঙ্গা ও বরণার সঙ্গমস্থলে রমণীয় খর্ব্বগণেশ বিরাজমান। তিনি ভক্তগণের অখর্ব্ব বিঘ্নরাশিও খর্ব্ব করিয়া দেন ॥ ৬৫ ॥ বারাণসীক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে ও যম-তীর্থের পশ্চিমদিকে সিদ্ধগণেশ বিরাজমান। তিনি সমস্ত সাধকের শুভসিদ্ধি বিধান করেন। ৬৬ ॥ পুরীর বহিরাবরণে এই অষ্টবিনায়ক অবস্থান করেন। কাশীক্ষেত্র রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা অভক্তের বিঘ্নসাধন ও ভক্তের সিদ্ধিসাধন করিয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

যে সকল বিনায়ক দ্বিতীয় আবরণে অধিষ্ঠিত হইয়া এই অবিমুক্তক্ষেত্রের রক্ষা বিধান করিতেছেন, হে অমরবৃন্দ! আমি এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬৮ ॥ সুরধুনীর পশ্চিমকূলে অর্কবিনায়-কের উত্তরভাগে গণপতি লম্বোদর বিরাজ করেন। তিনি ভক্তবৃন্দের বিঘ্ন-কর্দ্দম প্রক্ষালন করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥ লম্বোদরের পশ্চিমে এবং দুর্গগণে-

তৎ পশ্চিমে কূটদন্ত উদগদুর্গবিনায়কাৎ।
দুর্গোপসর্গসংহর্ত্তা রক্ষেৎ ক্ষেত্রমিদং সদা॥ ৭০।
ভীমচণ্ডগণাধ্যক্ষাৎ কিঞ্চিদীশানদিগ্‌গতঃ।
ক্ষেত্ররক্ষো গণাধ্যক্ষঃ পূজ্যঃ শালকটঙ্কটঃ॥ ৭১।
প্রাচ্যাং দেহলিবিঘ্নেশাৎ কুষ্মাণ্ডাখ্যো বিনায়কঃ।
পূজনীয়ং সদা ভক্তৈর্ম্মহোৎপাতপ্রশান্তয়ে॥ ৭২।
উদ্দণ্ডাখ্যাদ্ গণপতেরাশুশুক্ষণিদিক্‌স্থিতঃ।
মহাপ্রসিদ্ধঃ সম্পূজ্যো ভক্তৈর্মুণ্ডবিনায়কঃ॥ ৭৩।
পাতালে তস্য দেহোঽস্তি মুণ্ডং কাশ্যাং ব্যবস্থিতম্।
অতঃ সঙ্গীয়তে কাশ্যাং দেবো মুণ্ডবিনায়কঃ॥ ৭৪।
পাশপাণের্গণেশানাদ্দক্ষিণে বিকটদ্বিজম্।
পূজয়িত্বা গণপতিং গাণপত্যপদং লভেৎ॥ ৭৫।
খর্ব্বাখ্যো নৈঋর্তে ভাগে রাজপুত্রো বিনায়কঃ।
ভ্রষ্টরাজ্যঞ্চ রাজানং রাজানং কুরুতেঽর্চ্চিতঃ॥ ৭৬।

শের উত্তরদিকে কূটদন্ত বিনায়কের অধিষ্ঠানস্থান। তিনি সমস্ত দুর্গম উপসর্গ সংহার করিয়া সর্ব্বদা আমার এই কাশীপুরী রক্ষা করিতেছেন॥ ৭০॥ ভীমচণ্ড বিনায়কের কিঞ্চিৎ ঈশানকোণে এই পূজনীয় গজানন শালকটঙ্কট নামে অধিষ্ঠিত হইয়া সতত এই পূজ্যক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন॥ ৭১॥ বিঘ্নবিনাশন দেহলিবিনায়কের পূর্ব্বদিকে কুষ্মাণ্ডগণেশের পীঠস্থান। তিনি সকলের পূজনীয় হইয়া সমস্ত মহোৎপাতের শান্তিবিধান করিতেছেন॥ ৭২॥ উদ্দণ্ডবিনায়কের অগ্নিকোণে সমর্চ্চনীয় মুণ্ডবিনায়ক অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহার দেহ রসাতলে অবস্থিত; কেবল মস্তকটীমাত্র কাশীতে পরিদৃশ্যমান হয়। এই নিমিত্ত কাশীধামে তিনি মুণ্ডবিনায়ক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ৭৩॥ ৭৪॥ পাশপাণি গণেশের দক্ষিণভাগে বিকটদন্ত নামে গণেশ আছেন; তাঁহার পূজা করিলে গাণপত্য পদলাভ হয়॥ ৭৫॥ খর্ব্বগণেশের

গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে কূলে প্রণবাখ্যো গণাধিপঃ।
অবাচ্যাং রাজপুত্রাচ্চ প্রণতঃ প্রণয়েদ্দিবম্ ॥ ৭৭।
দ্বিতীয়া বরণে কাশ্যামষ্টাবেতে বিনায়কাঃ।
উৎসাদয়েয়ুর্বিঘ্নৌঘান্ কাশীস্থিতিনিবাসিনাম্ ॥ ৭৮।
ক্ষেত্রে তৃতীয়াবরণে ক্ষেত্ররক্ষাকৃতঃ সদা।
যে বিঘ্নরাজাঃ সন্তীহ তে বক্তব্যা ময়াধুনা ॥ ৭৯।
উদগ্বহায়াঃ স্বর্ধুন্যা রম্যে রোধসি বিঘ্নরাট্।
লম্বোদরাদুদীচ্যাস্তু বক্রতুণ্ডোঘসঙ্ঘহৃৎ ॥ ৮০।
কূটদন্তাদ্ গণপতেরুদীচ্যামেকদন্তকঃ।
সদোপসর্গসংসর্গাৎ পায়াদানন্দকাননম্ ॥ ৮১।
কাশীভয়হরো নিত্যমৈশ্যাং শালকটঙ্কটাৎ।
ত্রিমুখো নাম বিঘ্নেশঃ কপিসিংহদ্বিপাননঃ ॥ ৮২।

নৈঋর্তকোণে রাজপুত্র নামে বিনায়কের অধিষ্ঠান; তাঁহার পূজা করিলে রাজ্যচ্যুত রাজারও রাজ্যলাভ হয় ॥ ৭৬ ॥ ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে রাজপুত্র গণপতির দক্ষিণদিকে প্রণবগণেশের পীঠস্থান; তাঁহার পূজা করিলে স্বর্গলাভ হয় ॥ ৭৭ ॥

পুরীর দ্বিতীয় আবরণে এই অষ্টবিনায়ক অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা কাশীবাসিগণের সমস্ত বিঘ্নবিপত্তির উৎসাদন করেন ॥ ৭৮ ॥ বারাণসীক্ষেত্রের তৃতীয় আবরণে যে সকল গণপতি অবস্থান করিয়া সতত এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, হে সুরগণ! আমি অধুনা তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭৯ ॥
উত্তরবাহিনী ভাগীরথীতীরে লম্বোদরবিনায়কের উত্তরদিকে বক্রতুণ্ড নামে গণেশ্বর বাস করেন। তিনি কাশীবাসিগণের সমস্ত পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৮০ ॥ কূটদন্তগণেশের উত্তরদিকে একদন্ত বিনায়কের অধিষ্ঠানস্থান; তিনি সর্ব্বদা সমস্ত উপসর্গের সংসর্গ

কুষ্মাণ্ডাৎ পূর্ব্বদিগ্ভাগে পঞ্চাস্যো নাম বিঘ্নরাট্।
পঞ্চাস্যস্যন্দনবরঃ পাতি বারাণসীং পুরীম্ ॥ ৮৩।
হেরম্বাখ্যঃ সদাগ্নেয্যাং পূজ্যো মুণ্ডবিনায়কাৎ।
অম্বাবৎ পূরয়েৎ কামান্ সর্ব্বেষাং কাশিবাসিনাম্ ॥৮৪।
অবাচ্যামর্চ্চয়েদ্ধীমান্ সিদ্ধৈ বিকটদন্ততঃ।
বিঘ্নরাজং গণপতিং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ৮৫।
বিনায়কাদ্রাজপুত্রাৎ কিঞ্চিদ্রক্ষোদিশিস্থিতঃ।
বরদাখ্যো গণাধ্যক্ষঃ পূজ্যো ভক্তবরপ্রদঃ ॥ ৮৬।
যাম্যাং প্রণববিঘ্নেশাদ্ গণেশো মোদকপ্রিয়ঃ।
পূজ্যঃ পিশঙ্গিলাতীর্থে দেবনদ্যাস্তটে শুভে ॥ ৮৭।

নিবারণ করিয়া এই আনন্দকাননের রক্ষাবিধান করেন ॥ ৮১ ॥ শালকণ্টক-কটের ঈশানকোণে নিত্য কাশীভয়বিভঞ্জন ত্রিমুখ বিনায়কের পীঠস্থান; কপি, সিংহ ও গজের ন্যায় তাঁহার তিনটী বদন ॥ ৮২ ॥ কুষ্মাণ্ডগণেশের পূর্ব্বদিগ্ভাগে পঞ্চাস্যনামক বিঘ্নরাজ অবস্থান করেন; তিনি সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাশীপুরী রক্ষা করিতেছেন ॥ ৮৩ ॥ মুণ্ডবিনায়কের অগ্নি-কোণে হেরম্বগণেশ সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তাঁহার পূজা করিলে তিনি কাম-প্রদা জননী ভগবতীর ন্যায় কাশীবাসিগণের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ৮৪ ॥ বিকটদন্ত বিনায়কের পশ্চিমদিগ্বিভাগে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন বিঘ্নরাজ বিনায়ক বাস করেন; সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত তাঁহার অর্চ্চনা করা ধীমান মানবগণের অবশ্যকর্ত্তব্য ॥ ৮৫ ॥ রাজপুত্রবিনায়কের ঈষৎদক্ষিণ-দিকে বরদগণেশের অধিষ্ঠান; তাঁহার পূজা করিলে ভক্তগণ বাঞ্ছিত বর-লাভ করেন ॥ ৮৬ ॥ ভাগীরথীতটে পিশঙ্গিলা তীর্থে প্রণবগণেশের দক্ষিণ দিকে মোদকপ্রিয় নামক গণেশ অবস্থান করেন, প্রযত্ন সহকারে তাঁহার পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ৮৭ ॥

চতুর্থাবরণে কাশ্যাং ভক্তবিঘ্নবিনাশকাঃ।
দ্রষ্টব্যা হৃষ্টচেতোভিঃ স্পষ্টমষ্টৌ বিনায়কাঃ॥ ৮৮।
বক্রতুণ্ডাদুদগ্দিক্স্থঃ স্বঃ সিন্ধোরোধসিস্থিতঃ।
বিনায়কোঽস্ত্যভয়দঃ সর্ব্বেষাং ভয়নাশনঃ॥ ৮৯।
কৌবের্য্যামেকদশনাৎ সিংহতুণ্ডো বিনায়কঃ।
উপসর্গগজান্ হন্তি বারাণসিনিবাসিনাম্॥ ৯০।
কূণিতাক্ষো গণাধ্যক্ষস্ত্রিতুণ্ডাদীশদিক্স্থিতঃ।
মহাশ্মশানং সততং পায়াদ্দুষ্টকুদৃষ্টিতঃ॥ ৯১।
প্রাচ্যাং পঞ্চাস্যতঃ পায়াৎ পুরীং ক্ষিপ্রপ্রসাদনঃ।
ক্ষিপ্রপ্রসাদনার্চ্চিতঃ ক্ষিপ্রং সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ॥ ৯২।
হেরম্বাদ্বহ্নিদিগ্ভাগে চিন্তামণিবিনায়কঃ।
ভক্তচিন্তামণিঃ সাক্ষাচ্চিন্তিতার্থসমর্পকঃ॥ ৯৩।

তৃতীয় আবরণের গণাধ্যক্ষগণের নাম কীর্ত্তন করিয়া পশুপতি উপস্থিত দেবগণকে কহিলেন, কাশীপুরীর চতুর্থ আবরণে ভক্তজন বিঘ্নবিনাশন আরও অষ্টবিনায়ক অবস্থিতি করেন। প্রসন্নচিত্তে সেই সকল বিনায়ককে দর্শন করা উচিত॥ ৮৮॥ গঙ্গাতীরে বক্রতুণ্ডের উত্তরদিগ্ভাগে অভয়দাতা বিনায়কের আবির্ভাব; তিনি ভক্তগণের সমস্ত ভয় বিনাশ করেন॥৮৯॥ একদন্ত গণেশের উত্তরদিকে সিংহতুণ্ড গণেশ বাস করিতেছেন; তিনি সিংহ পরাক্রমে কাশীবাসিগণের সমস্ত উপসর্গরূপ গজযূথকে নিপাত করিয়া থাকেন॥ ৯০॥

ত্রিমুখবিনায়কের ঈশানকোণে কূণিতাক্ষগণেশ অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি কুগ্রহগণের কোপদৃষ্টি হইতে এই মহামোক্ষক্ষেত্রের রক্ষা বিধান করিতেছেন॥ ৯১॥ পঞ্চাস্য গণেশের পূর্ব্বদিকে ক্ষিপ্রপ্রসাদনাভিধান আশুতোষ বিনায়ক অধিষ্ঠান করেন; সেই আশুতোষের অর্চ্চনা করিলে আশুগতি সমস্ত অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয়॥ ৯২॥ হেরম্বগণেশের অগ্নিকোণে চিন্তামণি গণেশ আছেন; তিনি ভক্তগণের সমস্ত বাঞ্ছিতপ্রদ সাক্ষাৎ চিন্তামণিস্বরূপ॥ ৯৩॥ বিঘ্ন-

বিঘ্নরাজাদবাচ্যান্তু দন্তহস্তো গণেশ্বরঃ।
লিখেদ্বিঘ্নসহস্রাণি নৃণাং বারাণসীদ্রুহাম্॥ ৯৪।
বরদাদ্‌যাতুধান্যাঞ্চ যাতুধানগণাবৃতঃ।
দেবঃ পিচিণ্ডিলো নাম পুরীং রক্ষেদহর্নিশম্॥ ৯৫।
দৃষ্টঃ পিলিপিপ্যলাতীর্থে দক্ষিণে মোদকপ্রিয়াৎ।
উদ্দণ্ডমুণ্ডো হেরম্বো ভক্তেভ্যঃ কিং নযচ্ছতি॥ ৯৬।
প্রাবারে পঞ্চমে কাশ্যাং দ্বিচতুষ্কবিনায়কাঃ।
কুর্ব্বন্তি রক্ষাং ক্ষেত্রস্য যে তানত্র ব্রবীম্যহম্॥ ৯৭।
তীরে স্বর্গতরঙ্গিণ্যা উত্তরে চাভয়প্রদাৎ।
স্থূলদন্তো গণেশানঃ স্থূলাঃ সিদ্ধীর্দ্দিশেৎ সতাম্॥ ৯৮।
সিংহতুণ্ডাদুদগ্‌ভাগে কলিপ্রিয়বিনায়কঃ।
কলহং কারয়েন্নিত্যমন্যোন্যং তৈর্থিকদ্রুহাম্॥ ৯৯।

রাজের উত্তরভাগে দণ্ডহস্ত গণেশ্বর। তিনি বারাণসীবিদ্রোহিগণের সহস্র সহস্র বিঘ্নবিধান করেন॥ ৯৪॥ বরদগণেশের দক্ষিণদিকে রাক্ষসগণ পরিবেষ্টিত পিচিণ্ডিল নামক বিনায়ক অধিষ্ঠিত হইয়া অহর্নিশি বারাণসীপুরী রক্ষা করিতেছেন॥ ৯৫॥ মোদকপ্রিয় বিনায়কের দক্ষিণদিকে পিলিপিলাতীর্থে উদ্দণ্ডমুণ্ড বিনায়ক আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তগণের সমস্ত সিদ্ধিলাভ হয়॥ ৯৬॥

বারাণসীর পঞ্চম আবরণে যে অষ্ট বিনায়ক অবস্থিত হইয়া বারাণসীক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন, হে দেবগণ! আমি এই স্থলে এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৯৭॥ সুরতরঙ্গিণীর তীরদেশে অভয়প্রদ গণেশ্বরের উত্তরে স্থূলদন্ত গণেশ আছেন; তিনি সাধুগণের ঐহিক সিদ্ধি বিধান করেন॥ ৯৮॥ সিংহতুণ্ড গণেশের উত্তরদিকে কলিপ্রিয় গণেশ্বর। তিনি তীর্থবাসিগণের বিরুদ্ধাচারিগণকে নানা কলহে নিপাতিত করেন॥ ৯৯॥

কূণিতাক্ষাত্তথৈশান্যাং চতুর্দ্দন্তো বিনায়কঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বিঘ্নসঙ্ঘঃ ক্ষয়েৎ স্বয়ম্ ॥ ১০০।
ক্ষিপ্রপ্রসাদনাদৈন্দ্র্যাং দ্বিতুণ্ডো গণনায়কঃ।
অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপি বিভর্ত্তি সদৃশীং শ্রিয়ম্ ॥ ১০১।
তস্য সন্দর্শনাৎ পুংসাং ভবেচ্ছ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী।
জ্যেষ্ঠো নাম গণাধ্যক্ষো জ্যেষ্ঠো মে পুত্রসম্পদি ॥ ১০২।
জ্যেষ্ঠশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সম্পূজ্যো জ্যেষ্ঠতাপ্তয়ে।
স্থিতো বহ্নিদিশো ভাগে চিন্তামণিবিনায়কাৎ ॥ ১০৩।
তস্য সম্পূজনাদ্ভক্ত্যা গজান্তাশ্রীরবাপ্যতে ॥ ১০৪।
পিচিণ্ডিলাদ্গণপতের্যাম্যাং কালবিনায়কঃ।
ভয়ং ন কালকলিতং তস্য সংসেবনান্নৃণাম্ ॥ ১০৫।
উদ্দণ্ডমুণ্ডাদ্গণপাৎকীনাশদিশিসংস্থিতম্।
নাগেশং গণপং দৃষ্ট্বা নাগলোকে মহীয়তে ॥ ১০৬।

কূণিতাক্ষ গণেশের ঈশানকোণে চতুর্দ্দন্ত বিনায়ক। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সমস্ত বিঘ্নরাশি স্বতই ক্ষয় হইয়া যায়॥ ১০০॥ ক্ষিপ্রপ্রসাদনাখ্য আশুতোষের পূর্ব্বদিকে দ্বিতুণ্ডগণেশ অবস্থান করেন; তাঁহার অগ্রপশ্চাতে সাক্ষাৎ কমলাসনা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মানবগণ সর্ব্বতোমুখী লক্ষ্মীসম্পন্ন হয়॥ ১০১ ॥ ১০২॥ চিন্তামণি বিনায়কের দক্ষিণভাগে আমার সর্ব্বসম্পদবিশিষ্ট জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যেষ্ঠগণেশ বিরাজমান! জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয়া চতুর্দ্দশীতিথিতে ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলে হস্ত্যশ্বাদি ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তি হয়॥ ১০৩। ১০৪॥ পিচিণ্ডিল গণেশের দক্ষিণভাগে কালবিনায়কের অধিষ্ঠান। ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলে নরগণের কালভয় থাকে না॥ ১০৫॥ উদ্দণ্ডমুণ্ড বিনায়কের দক্ষিণদিকে নাগেশ্বরগণেশ অবস্থিতি করেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে নাগলোক প্রাপ্তি হয়॥ ১০৬॥

অথ ষষ্ঠাবরণগাঃ প্রোচ্যন্তে বিঘ্ননায়কাঃ।
তেষাং নাম শ্রবাদেব পুংসাং সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১০৭।
মণিকর্ণীগণপতিঃ প্রাচ্যাং বিঘ্নবিঘাতকৃৎ।
আশাবিনায়কো বহ্ন্যাং ভক্তাশাং পূরয়ন্ স্থিতঃ ॥১০৮।
যাম্যাং সৃষ্টিগণেশশ্চ সৃষ্টিসংহারসূচকঃ।
নৈর্ঋত্যাং যক্ষবিঘ্নেশঃ সর্ব্ববিঘ্নহরঃ পরঃ ॥ ১০৯।
প্রতীচ্যাং গজকর্ণশ্চ সর্ব্বেষাং ক্ষেমকারকঃ।
চিত্রঘণ্টো গণপতির্বায়ব্যাং পালয়েৎ পুরীম্ ॥ ১১০।
স্থূলজঙ্ঘ উদীচ্যাঞ্চ শময়েচ্ছমিনামঘম্।
ঐশ্যামৈশীং পুরীং পায়াৎ স মঙ্গলবিনায়কঃ ॥ ১১১।
যমতীর্থাদুদীচ্যাঞ্চ পূজ্যো মিত্রবিনায়কঃ ॥ ১১২।
সপ্তমাবরণে যে চ তাংশ্চ বক্ষ্যে বিনায়কান্।
মোদাদ্যাঃ পঞ্চবিঘ্নেশাঃ ষষ্ঠো জ্ঞানবিনায়কঃ ॥ ১১৩।

বারাণসীপুরীর ষষ্ঠ আবরণে যে সকল গণেশ আছেন, হে অমরগণ! অনন্তর আমি তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। সেই সকল গণপতির নাম শ্রবণ করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১০৭ ॥ পুরীর পূর্ব্বদিকে মণিকর্ণ বিনায়ক আছেন; তিনি ভক্তগণের সমস্ত বিঘ্নবিঘাতন করেন এবং অগ্নিকোণে আশাবিনায়ক অবস্থিত। তাঁহার সেবা করিলে ভক্তগণের সমস্ত আশা পরিপূর্ণ হয় ॥ ১০৮ ॥ দক্ষিণে সৃষ্টিসংহারক সৃষ্টিগণেশ এবং নৈর্ঋতে বিঘ্নবিনাশন যক্ষগণেশ ॥ ১০৯ ॥ পশ্চিমে সর্ব্বক্ষেমঙ্কর গজকর্ণবিনায়ক এবং বায়ুকোণে চিত্রঘণ্টবিনায়ক অবস্থান করিয়া পুরী পরিপালন করিতেছেন ॥ ১১০ ॥ উত্তরে ভক্তজনপাপপ্রনাশন স্থূলজঙ্ঘবিনায়ক এবং ঈশানকোণে মঙ্গলবিনায়ক অবস্থান করিয়া এই মঙ্গলময়ী পুরীর রক্ষাবিধান করিতেছেন। ১১১ ॥ যমতীর্থের উত্তরে পূজনীয় মিত্রবিনায়কের অধিষ্ঠান ॥ ১১২ ॥

বিশ্বেশ্বর এইরূপে ষষ্ঠ আবরণের অষ্টবিনায়কের নাম কীর্ত্তন করিয়া

সপ্তমোদ্বারবিঘ্নেশো মহাদ্বারপুরশ্চরঃ।
অষ্টমঃ সর্ব্বকষ্টৌঘানবিমুক্তবিনায়কঃ॥ ১১৪।
অবিমুক্তে মম ক্ষেত্রে হরেৎ প্রণতচেতসাম্।
ষট্পঞ্চাশদ্গজমুখানেতান্যঃ সংস্মরিষ্যতি।
দূরদেশান্তরস্থোপি স মৃতোজ্ঞানমাপ্নুয়াৎ॥ ১১৫।
ঢুণ্টিস্তুতিং মহাপুণ্যাং ষট্পঞ্চাশদ্গজাননাম্।
যঃ পঠিষ্যতি পুণ্যাত্মা তস্য সিদ্ধিঃ পদে পদে॥ ১১৬।
ইমে গণেশ্বরাং সর্ব্বে স্মর্ত্তব্যা যত্রকুত্রচিৎ।
মহাবিপৎসমুদ্রান্তঃ পততং পান্তি মানবম্॥ ১১৭।
ইতি স্তুতিং মহাপুণ্যাং শ্রুত্বা চৈতান্বিনায়কান্।
জাতু বিঘ্নৈর্নবাধ্যেত পাপেভ্যোঽপি প্রহীয়তে॥ ১১৮।

দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! অতঃপর আমি সপ্তম আবরণের সংরক্ষক বিনায়কগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই অষ্টবিনায়কের মধ্যে মোদাদি পঞ্চবিনায়ক বিঘ্ননাশ করেন। ষষ্ঠগণেশ জ্ঞানবিনায়ক। সপ্তমগণেশ মহাদ্বারের সম্মুখে বিচরণ করিয়া দ্বারের বিঘ্নবিনাশ করেন এবং অষ্টমগণেশের নাম অবিমুক্ত বিনায়ক; তিনি ভক্তগণের সমস্ত কষ্ট বিদূরিত করেন॥ ১১৩। ১১৪॥

এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে এই ষট্পঞ্চাশৎ বিনায়ক অবস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিগ্বিভাগ রক্ষা কবিতেছেন। তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিলে এবং তাঁহাদিগকে ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিলে ভক্তগণের সমস্ত পাপ বিমোচন হয়। তাঁহারা দূরদেশে প্রাণত্যাগ করিলেও তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন॥ ১১৫॥ যে পুণ্যাত্মা এই ষট্পঞ্চাশৎ গণেশের নামে ঢুণ্টিরাজের এই মহাপুণ্যময় স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার পদেপদে সিদ্ধিলাভ হয়॥ ১১৬॥ লোকে যথাতথা অবস্থান করিয়াও যদি এই সকল বিনায়কের নাম স্মরণ করে, তাহা হইলে মহাবিপদসমুদ্রে পতিত হইলেও অক্লেশে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়॥ ১১৭॥ এই সকল বিনায়কের এই পুণ্যময়ী স্তুতি শ্রবণ করিলে কোন

ইত্যুক্ত্বা দেবদেবোপি মহোৎসবিতমানসঃ।
কৃতাভিষেকো ব্রহ্মাদ্যৈস্তেভ্যো দত্ত্বাভিবাঞ্ছিতম্‌ ॥১১৯॥
সম্প্রসাদ্য যথা যোগং সর্ব্বানুচিতচঞ্চুরঃ।
অবিশদ্রাজসদনং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্‌ ॥ ১২০ ।

স্কন্দ উবাচ।

এবং স্তুতো ভগবতা দেবদেবেন বিঘ্নজিৎ।
ইত্থঞ্চ বহুধাত্মানং স চকার বিনায়কঃ ॥ ১২১ ।
এতানি তস্য নামানি ঢুণ্ঢিরাজস্য কুম্ভজ।
জপিত্বা যানি মনুজো লপ্স্যতে নিজবাঞ্ছিতম্‌ ॥ ১২২ ।
অন্যেঽপি তত্র বৈ ভেদাস্তস্য ঢুণ্ঢের্গণেশিতুঃ।
ভক্তৈঃ সমর্চ্চিতা ভক্ত্যাহ্যসংখ্যাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ১২৩ ।
ভগীরথগণাধ্যক্ষো হরিশ্চন্দ্রবিনায়কঃ।
কপর্দ্দাখ্যো গণপতিস্তথা বিন্দুবিনায়কঃ ॥ ১২৪ ।

বিঘ্নই পীড়া প্রদান করিতে সমর্থ হয় না এবং সমস্ত পাপরাশিও বিমোচিত হইয়া যায় ॥ ১১৮ ॥

দেবদেব বিশ্বেশ্বর প্রহৃষ্টমানসে এই সকল কথা বলিয়া ব্রহ্মাদিদেবগণ-কর্ত্তৃক কাশীধামে অভিষিক্ত হইলেন এবং এই মহামহোৎসবের পুরস্কার স্বরূপ সমস্ত দেবগণকে অভিলষিত ফলপ্রদান করিলেন। অনন্তর যথাযোগ্য ব্যবহারে সেই সকল দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত রাজসদনে প্রবিষ্ট হইলেন। ১১৯। ১২০ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব যেপ্রকারে গণেশের স্তব করিলেন, বিঘ্নবিনাশন ঢুণ্ঢিরাজ তদনুসারে নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১২১ ॥ হে কুম্ভযোনে! যে ব্যক্তি ঢুণ্ঢিরাজের এই সকল নাম জপ করেন, তাঁহার সমস্ত মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হয়। ১২২ ॥ হে ঘটোদ্ভব! এই ঢুণ্ঢিরাজ গণপতি ব্যতীত কাশীতে আরও

ইত্যাদ্যাস্তত্র বিঘ্নেশাঃ প্রতিভক্তপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
তেষামপ্যর্চ্চনাৎ পুংসাং জায়ন্তে সর্ব্বসম্পদঃ ॥ ১২৫ ।
শ্রুত্বাধ্যায়মিমং পুণ্যং নরঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
সর্ব্ববিঘ্নান্ সমুৎসৃজ্য লভতে বাঞ্ছিতং পদম্ ॥ ১২৬ ।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ঢুণ্ঢিবিনায়কপ্রাদুর্ভাবো নাম সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সহস্র সহস্র গণদেবতা বিদ্যমান আছেন। তাঁহারাও ভক্তগণের ভক্তিভাবে সমর্চ্চনীয় ॥ ১২৩ ॥ ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র, কপর্দ্দ এবং বিন্দুবিনায়ক প্রভৃতি অনেক প্রকার গণেশ কাশীতে আছেন। তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলে ভক্ত-গণের সর্ব্বসম্পদ লাভ হয় ॥ ১২৪ । ১২৫ ॥ যাঁহারা ভক্তিভাবে সংযতচিত্তে এই পুণ্যময় অধ্যায় শ্রবণ করেন, হে অগস্ত্য! তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত পদলাভ হয় ॥ ১২৬ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ঢুণ্ঢিবিনায়ক
প্রাদুর্ভাবনাম সপ্তপঞ্চাশত্তম
অধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

কিং চকার হরঃ স্কন্দমন্দরাদ্রিগতস্তদা।
বিলম্বমালম্বয়তি তস্মিন্নপি গজাননে॥ ১।

স্কন্দ উবাচ।

শৃণ্বগস্ত্য কথাং পুণ্যাং কথ্যমানাং ময়াধুনা।
বারাণস্যেকবিষয়ামশেষাঘৌঘনাশিনীম্॥ ২।
করীন্দ্রবদনে তত্র ক্ষেত্রবর্য্যেঽবিমুক্তকে।
বিলম্বভাজি ত্র্যক্ষেণ প্রৈক্ষি ক্ষিপ্রমধোক্ষজঃ॥ ৩।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। এই শেষোক্ত অধ্যায়ের বর্ণনা এই রূপ যে, বিশ্বেশ্বর গণেশের বিলম্ব দেখিয়া রাজা দিবোদাসের বিবাসনের নিমিত্ত মন্দর হইতে বিষ্ণুকে কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে মহর্ষি অগস্ত্য স্কন্দদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ষড়ানন! গজাননের প্রত্যাগমনের বিলম্ব দর্শন করিয়া মন্দরপর্ব্বতস্থিত মহেশ্বর তৎকালে কি করিয়াছিলেন? ১॥ স্কন্দ উত্তর করিলেন, হে অগস্ত্য! এক্ষণে আমি সেই অশেষপাপরাশিবিনাশিনী সুপবিত্র বারাণসীপুরীর মহতী পুণ্যকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ২॥ গণেশ সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে রহিয়া গেলেন। বিশ্বেশ্বর তাঁহার বিলম্বে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া বিষ্ণুকে আহ্বানপূর্ব্বক বহুমানপুরঃসর এই কথা বলিয়া তাঁহারে কাশীপুরীতে প্রেরণ করিলেন যে, হে হৃষীকেশ! পূর্ব্বে আমি রাজা দিবোদাসের ছিদ্র অনুসন্ধানার্থ

প্রোক্তোঽথ বহুশশ্চেতি বহুমানপুরঃসরম্।
তথা ত্বমপি মাকর্ষীর্যথা প্রাক্প্রস্থিতৈঃ কৃতম্॥ ৪।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

উদ্যমঃ প্রাণিভিঃ কার্য্যো যথা বুদ্ধিবলাবলম্।
পরং ফলন্তি কর্ম্মাণি ত্বদধীনানি শঙ্কর॥ ৫।
অচেতনানি কর্ম্মাণি স্বতন্ত্রাঃ প্রাণিনোঽপি ন।
ত্বঞ্চ তৎকর্ম্মণাং সাক্ষী ত্বঞ্চ প্রাণিপ্রবর্ত্তকঃ॥ ৬।
কিন্তু ত্বৎপাদভক্তানাং তাদৃশী জায়তে মতিঃ।
যথাত্বমেব কথয়েঃ সাধ্বনেন ত্বনুষ্ঠিতম্॥ ৭।
যৎকিঞ্চিদিহ বৈ কর্ম্মস্তোকং বা স্তোকমেব বা।
তৎসিদ্ধ্যত্যেব গিরিশ ত্বৎপাদস্মৃত্যনুষ্ঠিতম্॥ ৮।

যাহাদিগকে কাশীধামে প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহারা প্রত্যাগমন করিতে অসঙ্গত বিলম্ব করিলেন। অতএব হে ত্রিদিবসহায় চক্রধারিন্! তুমি আমার কল্যাণসাধনার্থ একবার বারাণসীক্ষেত্রে যাত্রা কর; মিনতি এই যে, তুমিও যেন তাঁহাদিগের ন্যায় বিলম্ব করিও না॥ ৩॥ ৪॥

বিষ্ণু কহিলেন, হে শুভঙ্কর! বলবুদ্ধি অনুসারে কার্য্যসাধনে উদ্যমশীল হওয়া প্রাণিমাত্রেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু হে শঙ্কর! সেই কার্য্যফল তোমারই অধীন। অচেতন কর্ম্ম এবং প্রাণিগণ তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে। হে সর্ব্বসাক্ষিন্! তুমিই বিশ্বমণ্ডলে সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী এবং তুমিই প্রাণিগণের প্রবর্ত্তক। হে মহেশ্বর! তোমার পাদপদ্মে যাহাদিগের মতি থাকে, কার্য্যসাধনে তাহাদিগের তাদৃশী মতিই হয়। হে বিশ্বনাথ! তুমি যেরূপ উপদেশ কর, সেইরূপ কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়॥ ৫—৭॥

হে গিরিশ! কার্য্য লঘুই হউক অথবা গুরুই হউক, তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া ইহসংসারে যাহাকিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া

সুসিদ্ধমপি বৈ কার্য্যং সুবুদ্ধ্যাপি স্বনুষ্ঠিতম্।
অত্বৎপদস্মৃতিকৃতং বিনশ্যত্যেব তৎক্ষণাৎ॥ ৯।
শম্ভুনা প্রেষিতেনাদ্য সূদ্যমঃ ক্রিয়তে ময়া।
ত্বদ্ভক্তিসম্পত্তিমতাং সম্পন্নপ্রায় এব নঃ॥ ১০।
অতীব যদসাধ্যং স্যাৎ স্ববুদ্ধিবলপৌরুষৈঃ।
তৎকার্য্যং হি সুসিদ্ধং স্যাত্ত্বদনুধ্যানতঃ শিবঃ॥ ১১।
যান্তি প্রদক্ষিণীকৃত্য যে ভবন্তং ভবং বিভো।
ভবন্তি তেষাং কার্য্যাণি পুরো ভূতানি তে ভয়াৎ॥ ১২।
জাতং বিদ্ধি মহাদেব কার্য্যমেতৎ সুনিশ্চিতম্।
কাশীপ্রাবেশিকশ্চিন্ত্যঃ শুভলগ্নোদয়ঃ পরম্॥ ১৩।
অথবা কাশিসম্প্রাপ্তৌ ন চিন্ত্যং হি শুভাশুভম্।
তদৈব হি শুভঃ কালো যদৈবাপ্যেত কাশিকা॥ ১৪।

থাকে॥ ৮॥ হে বিশ্বেশ্বর! সুবুদ্ধি লোকেও যদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তোমার পাদপদ্মে মতি না থাকিলে তাহাও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ৯॥ হে সর্ব্বেশ্বর! অদ্য আমি তোমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কার্য্য-সাধনে উদ্যম করিতেছি; তোমাতেই আমার ভক্তি বদ্ধমূল আছে; সুতরাং আমার এই উদ্যম সুসিদ্ধপ্রায় জ্ঞান হইতেছে॥ ১০॥ হে সদাশিব! সমস্ত বলবুদ্ধিপৌরুষের অতীব অসাধ্য কার্য্যসমূহও তোমার পাদপদ্ম স্মরণ প্রভাবে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১১॥

হে ভগবন্! তোমারে প্রদক্ষিণ করিয়া যে কোন কার্য্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলে সিদ্ধি স্বয়ং তোমার ভয়ে পুরোবর্ত্তিনী হইয়া থাকে॥ ১২॥ হে মহাদেব! তোমার আদেশে আমি যে কার্য্যে গমন করিতেছি, তাহা যেন সুসিদ্ধই হইয়াছে, নিশ্চয়ই এইরূপ জ্ঞান কর; কারণ তোমার বাক্য লাভই সিদ্ধিলাভ। যে ব্যক্তি কাশীধামে প্রবেশ করিতে অভিলাষী তাহার আর শুভলগ্ন উদয়ের চিন্তায় প্রয়োজন কি? ১৩॥ অথবা হে কাশীনাথ! যে

শম্ভুং প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
প্রতস্থেঽথ সলক্ষ্মীকো মন্দরাদ্ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১৫।
দৃশোরতিথিতাং নীত্বা বিষ্ণুর্বারাণসীং ততঃ।
পুণ্ডরীকাক্ষ ইত্যাখ্যাং সফলীকৃতবান্মুদা ॥ ১৬।
গঙ্গাবরণয়োর্বিষ্ণুঃ সম্ভেদে স্বচ্ছমানসঃ।
প্রক্ষাল্য পাণিচরণং সচৈলঃ স্নাতবানথ ॥ ১৭।
তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং পাদোদকমিতীরিতম্।
পাদৌ যদাদৌ শুভদৌ ক্ষালিতৌ পীতবাসসা ॥ ১৮।
তত্র পাদোদকে তীর্থে যে স্নাস্যন্তীহ মানবাঃ।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং পাপং সপ্তভবার্জ্জিতম্ ॥১৯।
তত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা দত্বা চৈব তিলোদকম্।
সপ্তসপ্ত তথা সপ্ত্য স্ববংশ্যাংস্তারয়িষ্যতি ॥ ২০।

ব্যক্তি কাশীপুরী সম্প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আর শুভাশুভ চিন্তা করিতে হয় না। কেন না, কাশীপ্রাপ্তিই পরম শুভসাধনের নিদান ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বিশ্বেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া লক্ষ্মীসহ লক্ষ্মীকান্ত মন্দরপর্ব্বত হইতে বারাণসীধামে যাত্রা করিলেন ॥ ১৫ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরি বারাণসীপুরী সন্দর্শন করিয়া তাঁহার পুণ্ডরীকাক্ষনামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিলেন ॥ ১৬ ॥

অতঃপর নারায়ণ গঙ্গাবরণাসঙ্গমস্থলে হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক নির্ম্মলচিত্তে সবস্ত্র অবগাহন করিলেন ॥ ১৭ ॥

পীতাম্বর সেইস্থানে পাদপ্রক্ষালন করিলেন বলিয়া তদবধি সেই স্থানের নাম পাদোদকতীর্থ হইল ॥ ১৮ ॥

যে ব্যক্তি কাশীধামে পাদোদকতীর্থে স্নান করে, তৎক্ষণাৎ তাহার সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয় ॥ ১৯ ॥

এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও তিলতর্পণ করিলে ত্রিসপ্ত-

গয়ায়াং যাদৃশী তৃপ্তির্লভ্যতে প্রপিতামহৈঃ।
তীর্থে পাদোদকে কাশ্যাং তাদৃশী লভ্যতে ধ্রুবম্॥ ২১।
কৃতপাদোদকস্নানং পীতপাদোদকোদকম্।
দত্তপাদোদপানীয়ং নরং ন নিরয়ঃ স্পৃশেৎ॥ ২২।
বিষ্ণুপাদোদকে তীর্থে প্রাশ্যপাদোদকং সকৃৎ।
জাতুচিজ্জননীস্তন্যং ন পিবেদিতি নিশ্চিতম্॥ ২৩।
সচক্রশালগ্রামস্য শঙ্খেন স্নাপিতস্য চ।
অদ্ভিঃ পাদোদকস্যাম্বু পিবন্নমৃততাং ব্রজেৎ॥ ২৪।
বিষ্ণুপাদোদকে তীর্থে বিষ্ণুপাদোদকং পিবেৎ।
যদি তৎ সুধায়া কিং নু বহুকালীনয়া তয়া॥ ২৫।
কাশ্যাং পাদোদকে তীর্থে যৈঃ কৃতানোদকক্রিয়াঃ।
জন্মৈব বিফলং তেষাং জলবুদ্বুদসন্নিভম্॥ ২৬।

পুরুষ নিস্তার হয়॥ ২০॥ কুলপুরুষেরা গঙ্গাজলে যেরূপ তৃপ্তিলাভ করেন, পাদোদকতীর্থোদকেও নিশ্চয়ই অবিকল সেইরূপ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। ২১॥ পাদোদকতীর্থে স্নান, পাদোদকতীর্থোদক পান এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে পাদোদকতীর্থোদক দান করিলে জীবগণকে কদাচ নিরয়গামী হইতে হয় না॥ ২২॥ বিষ্ণুপাদোদকতীর্থে একবারমাত্র বিষ্ণুপাদোদক পান করিলে পুনরায় আর জননীজরায়ুতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া জননীর স্তন্য পান করিতে হয় না॥ ২৩॥ সচক্র শালগ্রামশিলাকে শঙ্খজলে স্নান করাইয়া সেই স্নানোদক এবং এই পাদোদকতীর্থোদক পান করিলে নরের অমরত্ব লাভ হয়॥ ২৪॥ বিষ্ণুপাদোদক তীর্থে যদি একবারমাত্র কেহ বিষ্ণুপাদোদক পান করে, তাহা হইলে তাহার আর বহুকাল অমৃতপানে প্রয়োজন কি? ২৫॥ কাশীক্ষেত্রে পাদোদকতীর্থে যে ব্যক্তি কোনপ্রকার উদকক্রিয়া সম্পাদন না করে, তাহার জীবন জলবিম্বসদৃশ এবং তাহার জন্মই বৃথা। ২৬।

কৃতনিত্যক্রিয়ো বিষ্ণুঃ সলক্ষ্মীকো সকাশ্যপিঃ ॥ ২৭ ।
উপসংহৃত্যতাং মূর্ত্তিং ত্রৈলোক্যব্যাপিনীং তথা ।
বিধায় দার্ষদীং মূর্ত্তিং স্বহস্তেনাদিকেশবঃ ॥ ২৮ ।
স্বয়ং সম্পূজয়ামাস সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিদাম্ ।
আদিকেশবনাম্নীং তাং শ্রীমূর্ত্তিং পারমেশ্বরীম্ ॥ ২৯ ।
সম্পূজ্য মর্ত্ত্যো বৈকুণ্ঠং মন্যতে স্বগৃহাঙ্গণম্ ।
শ্বেতদ্বীপ ইতি খ্যাতং তৎস্থানং কাশিসীমনি ।
শ্বেতদ্বীপে বসন্ত্যেব নরাস্তন্মূর্ত্তিসেবকাঃ ॥ ৩০ ।
ক্ষীরাব্ধিসংজ্ঞং তত্রান্যত্তীর্থং কেশবতোঽগ্রতঃ ।
কৃতোদকক্রিয়স্তত্র বসেৎ ক্ষীরাব্ধিরোধসি ॥ ৩১ ।
তত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃত্বা গাং দত্ত্বা চ পয়স্বিনীম্ ।
যথোক্ত সর্ব্বাভরণাং ক্ষীরোদে বাসয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৩২ ।

আদিকেশব ভগবান বিষ্ণু এইরূপে কমলা ও গরুড়ের সহিত নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া স্বকীয় ত্রৈলক্যব্যাপিনী মূর্ত্তির উপসংহার করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বহস্তে পাষাণময়ী মূর্ত্তিবিধান করিয়া রাখিলেন। অনন্তর স্বয়ং সেই আদিকেশবের সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিপ্রদায়িনী লক্ষ্মীস্বরূপিণী, পরমেশ্বরী মূর্ত্তি পূজা করিলেন। নরগণ যদি এই মূর্ত্তির পূজা করে, তাহা হইলে তাহাদিগের আধাসগৃহ বৈকুণ্ঠতুল্য হয়। এই স্থানটী শ্বেতদ্বীপনামে বিখ্যাত। শ্বেতদ্বীপতীর্থ বারাণসীপুরীর সীমান্তভাগে সংস্থাপিত। যাঁহারা এই মূর্ত্তির সেবা করেন, তাঁহাদিগের শ্বেতদ্বীপে বাস হয় ॥ ২৭—৩০ ॥ সেই আদি কেশবের সম্মুখভাগে ক্ষীরাব্ধিসংজ্ঞক আর একটী তীর্থ আছে। সেই তীর্থে স্নান ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে ক্ষীরাব্ধি মধ্যে বাস হয় ॥ ৩১ ॥ ক্ষীরোদতীর্থে কুলপুরুষগণের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়া শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা পয়স্বিনী গাভী দান করিলে ক্ষীরাব্ধি পিতৃলোকের বাস হয় ॥ ৩২ ॥ যে পুণ্যাত্মা

একোত্তরশতং বংশ্যান্নয়েৎ পায়সকর্দ্দমম্।
ক্ষীরোদরোধঃ পুণ্যাত্মা ভক্ত্যা তত্রৈকধেনুদঃ ॥ ৩৩।
বহ্বীশ্চ নৈচিকীর্দত্বা শ্রদ্ধয়াত্র সদক্ষিণাঃ।
শয্যোত্তরাংশ্চ প্রত্যেকং পিতৃস্তত্র সুবাসয়েৎ ॥ ৩৪।
ক্ষীরোদাদ্দক্ষিণে তত্র শঙ্খতীর্থমনুত্তমম্।
তত্রাপি সন্তর্প্য পিতৃন্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫।
তদ্যাম্যাং চক্রতীর্থঞ্চ পিতৃণামপি দুর্ল্লভম্।
তত্রাপি বিহিতঃ শ্রাদ্ধো মুচ্যতে পৈতৃকাদৃণাৎ ॥ ৩৬।
তৎসন্নিধৌ গদাতীর্থং বিঘ্নগাধিনিবর্হণম্।
তারণঞ্চ পিতৃণাং বৈ কারণঞ্চৈনসাং ক্ষয়ে ॥ ৩৭।
পদ্মতীর্থং তদগ্রে তু তত্র স্নাত্বা নরোত্তমঃ।
পিতৃন্ সন্তর্প্য বিধিনা পদ্ময়া নৈব হীয়তে ॥ ৩৮।

ক্ষীরোদতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক একটীমাত্র ধেনুদান করেন, তাঁহার একশত এক পুরুষ ক্ষীরাব্ধিপঙ্করূপ অমৃতপায়ী হন ॥ ৩৩ ॥ যে পুণ্যাত্মা শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে শ্রদ্ধাসহকারে দক্ষিণাপ্রদানপূর্ব্বক ক্ষীরাব্ধিতীর্থে বহুতর সুলক্ষণসম্পন্না ধেনুদান করেন, তাঁহার পিতৃলোকেরা অন্তে তথায় সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন ॥৩৪॥ ক্ষীরাব্ধিতীর্থের দক্ষিণদিকে শঙ্খতীর্থ নামে আর একটী তীর্থ। সেই তীর্থে পিতৃপুরুষের তর্পণ করিলে বিষ্ণুলোকে বাস হয় ॥৩৫॥ শঙ্খতীর্থের দক্ষিণদিকে সুদুর্ল্লভ চক্রতীর্থ। এই তীর্থটী পিতৃলোকের পক্ষে নিতান্ত দুর্ল্লভ; অতএব চক্রতীর্থে শ্রাদ্ধাদি সমাধান করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ৩৬ ॥ চক্রতীর্থের নিকটে বিশ্বজনীন আধিব্যাধিবিঘাতন গদাতীর্থ। এই তীর্থে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে পিতৃলোক সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিস্তার লাভ করেন ॥ ৩৭ ॥ গদাতীর্থের সম্মুখে পদ্মতীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিলে কদাচ পদ্মালয়া কমলার বিরাগভাজন হইয়া লক্ষ্মী

তত্রৈব চ মহালক্ষ্ম্যাস্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
স্বয়ং যত্র মহালক্ষ্মীঃ স্নাতা ত্রৈলোক্যহর্ষদা ॥ ৩৯ ।
তত্র তীর্থে কৃতস্নানো দত্ত্বা রত্নানি কাঞ্চনম্।
পট্টাম্বরাণি বিপ্রেভ্যো ন লক্ষ্ম্যাঃ পরিহীয়তে ॥ ৪০ ।
যত্র যত্র হি জায়েত তত্র তত্র সমৃদ্ধিমান্।
পিতরোপি হি স শ্রীকাস্তস্য স্যুস্তীর্থগৌরবাৎ ॥ ৪১ ।
তত্রাস্তি হি মহালক্ষ্ম্যা মূর্ত্তিস্ত্রৈলোক্যবন্দিতা।
তাং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা ন রোগী জায়তে ক্বচিৎ ॥৪২।
নভস্য বহুলাষ্টম্যাং কৃত্বা জাগরণং নিশি।
সমর্চ্চ্য চ মহালক্ষ্মীং ব্রতী ব্রতফলং লভেৎ ॥ ৪৩ ।
তার্ক্ষ্যতীর্থং হি তত্রাস্তি তার্ক্ষ্যকেশবসন্নিধৌ।
তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা সংসারাহিং ন পশ্যতি ॥ ৪৪ ।

হীন হইতে হয় না ॥ ৩৮ ॥ পদ্মতীর্থের নিকটেই ত্রিলোকবিখ্যাত মহালক্ষ্মী-তীর্থ। ত্রৈলোক্যহর্ষপ্রদায়িনী ভগবতী মহালক্ষ্মী সেই তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। তথায় যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে রত্নকাঞ্চন ও পট্টবস্ত্রাদি দান করেন, তাঁহাকে আর কদাপি লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইতে হয় না এই তীর্থসেবি জীব যথা যথা জন্মপরিগ্রহ করে, সেই সেই স্থানেই সমৃদ্ধিশালী হয়। তাহাদের পিতৃগণও এই তীর্থগৌরবে সর্ব্বদা লক্ষ্মীমন্ত থাকেন। সেইস্থানে ত্রিলোক-বন্দিনী মহালক্ষ্মীর প্রতিমা আছে। তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে নরগণ অরোগী হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া অষ্টমীতে যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিয়া মহালক্ষ্মীর পূজা করেন, তাঁহার বাঞ্ছিত ফললাভ হয় ॥ ৩৯—৪৩ ॥ তার্ক্ষ্যকেশবের নিকটে তার্ক্ষ্যতীর্থ। তথায় ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে ভব-সংসারস্বরূপিণী ভুজঙ্গিনীকে দর্শন করিতে হয় না ॥ ৪৪ ॥

তার্ক্ষ্যতীর্থের সম্মুখে সর্ব্বপাপবিনাশন নারদতীর্থ। দেবর্ষি নারদ এই তীর্থে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নারদতীর্থে স্নান করিলে

তদগ্রে নারদং তীর্থং মহাপাতকনাশনম্।
ব্রহ্মবিদ্যোপদেশঞ্চ প্রাপ্তবান্‌যত্র নারদঃ॥ ৪৫।
তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যামবাপ্নুয়াৎ।
কেশবাত্তেন তত্রোক্তঃ কাশ্যাং নারদকেশবঃ॥ ৪৬।
অর্চ্চয়িত্বা নরো ভক্ত্যা দেবং নারদকেশবম্।
জনন্যাজঠরং পীঠ মধ্যাস্তেন কদাচন॥ ৪৭।
প্রহ্লাদতীর্থং তস্যাগ্রে যত্র প্রহ্লাদকেশবঃ।
তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৪৮।
আম্বরীষ মহাতীর্থমঘঘ্নং তস্য সন্নিধৌ।
তত্রোদকীং ক্রিয়াং কুর্ব্বন্নিষ্কালুষ্যং লভেন্নরঃ॥ ৪৯।
আদিত্যকেশবঃ পূজ্য আদিকেশবপূর্ব্বতঃ।
তস্য সন্দর্শনাদেব মুচ্যতে চোচ্চপাতকৈঃ॥ ৫০।
দত্তাত্রেয়েশ্বরং তীর্থং তত্রৈবাদিগদাধরঃ।
পিতৃন্ সন্তর্প্য তত্রৈব জ্ঞানযোগমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫১।

মানবগণ কেশব হইতে সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। অতএব ভগবান কেশব কাশীতে নারদকেশব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক কাশীতে নারদকেশবদেবের পূজা করেন, জন্মান্তরে তাঁহারে আর জননীজঠরে বাস করিতে হয় না॥ ৪৫—৪৭॥ নারদতীর্থের সম্মুখে সুপবিত্র প্রহ্লাদতীর্থ। এই তীর্থে ভগবান প্রহ্লাদকেশব বিরাজমান। এখানে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে বিষ্ণুলোকে বাস হয়॥ ৪৮॥

প্রহ্লাদতীর্থের সন্নিধানে সর্ব্বপাপবিনাশন আম্বরীষ মহাতীর্থ। এই তীর্থে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে নরগণ নিষ্কলুষ হয়॥ ৪৯॥ আদিকেশবের পূর্ব্বদিকে আদিত্যকেশবতীর্থ। এই তীর্থ দর্শন করিলে মহাপাতক নাশ হয়। ৫০॥ ইহার নিকটে দত্তাত্রেয়েশ্বর তীর্থ। সেই স্থানে ভগবান আদিগদাধর আছেন। তথায় স্নানতর্পণ করিলে জ্ঞানযোগ লাভ হয়॥ ৫১॥ তাহার

ভৃগুকেশবপূর্ব্বেণ তীর্থং বৈ ভার্গবং পরম্।
তত্র স্নাতো নরঃ প্রাজ্ঞো ভবেদ্ভার্গববৎ সুধীঃ॥ ৫২।
তত্র বামনতীর্থঞ্চ প্রাচ্যাং বামনকেশবাৎ।
পূজয়িত্বা চ তং বিষ্ণুং বসেদ্বামনসন্নিধৌ॥ ৫৩।
নরনারায়ণং তীর্থং নরনারায়ণাৎ পুরঃ।
তত্র তীর্থে কৃতস্নানো নরো নারায়ণো ভবেৎ॥ ৫৪।
যজ্ঞবারাহতীর্থঞ্চ তদগ্রে পাপনাশনম্।
প্রতিমজ্জনতস্তত্র রাজসূয়ক্রতোঃ ফলম্॥ ৫৫।
বিদারনারসিংহাখ্যং তত্র তীর্থং সুনির্ম্মলম্।
স্নাতো বিদারয়েত্তত্র পাপং জন্মশতার্জ্জিতম্॥ ৫৬।
গোপীগোবিন্দতীর্থঞ্চ গোপীগোবিন্দপূর্ব্বতঃ।
স্নাত্বা তত্র সমভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণুং বিষ্ণুপ্রিয়ো ভবেৎ॥ ৫৭।
তীর্থং লক্ষ্মীনৃসিংহাখ্যং গোপীগোবিন্দদক্ষিণে।
ন লক্ষ্ম্যা ত্যজ্যতে কাপি তত্তীর্থপরিমজ্জনাৎ॥ ৫৮।

পূর্ব্বদিকে পরমপাবন ভার্গবতীর্থ। তথায় ভগবান ভৃগুকেশব বিরাজ করেন। সেই তীর্থে স্নান করিলে লোকে শুক্রাচার্য্যের ন্যায় বুদ্ধিমান হয়॥ ৫২॥ বামনকেশবের পূর্ব্বদিকে বামনতীর্থ। সেই তীর্থে বামনবিষ্ণুর পূজা করিলে বামনদেবের সন্নিধানে বাস হয়॥ ৫৩॥

নরনারায়ণের সম্মুখভাগে নরনারায়ণতীর্থ। সেই তীর্থে স্নান করিলে নরগণ নারায়ণ হন॥ ৫৪॥ তাহার সম্মুখে পাপপ্রনাশন যজ্ঞবারাহতীর্থ। তথায় স্নান করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফললাভ হয়। ৫৫॥ তৎসন্নিধানে বিদার নারসিংহ নামে সুনির্ম্মল তীর্থ। সেই তীর্থে স্নান করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিদারিত হইয়া যায়। ৫৬॥ গোপীগোবিন্দদেবের পূর্ব্বদিকে গোপীগোবিন্দ তীর্থ। সেই তীর্থে স্নান করিয়া বিষ্ণুপূজা করিলে লোকে বিষ্ণুপ্রিয় হয়। ৫৭॥ গোপীগোবিন্দের দক্ষিণদিকে লক্ষ্মীনৃসিংহতীর্থ।

তদগ্রে শেষতীর্থঞ্চ শেষমাধবসন্নিধৌ।
তর্পিতানাং পিতৃণাঞ্চ যত্র তৃপ্তির্ন শিষ্যতে॥ ৫৯।
শঙ্খমাধবতীর্থঞ্চ তদবাচ্যাং সুনির্ম্মলম্।
কৃতোদকো নরস্তত্র ভবেৎ পাপোপি নির্ম্মলঃ॥ ৬০।
তদগ্রে চ হয়গ্রীবং তীর্থং পরমপাবনম্।
তত্র স্নাত্বা হয়গ্রীবং কেশবং পরিপূজ্য চ॥ ৬১।
পিণ্ডঞ্চ তত্র নির্ব্বাপ্য হয়গ্রীবস্য সন্নিধৌ।
হায়গ্রীবীং শ্রিয়ং প্রাপ্য স মুচ্যেত সপূর্ব্বজঃ॥ ৬২।

স্কন্দ উবাচ।

প্রসঙ্গতো ময়ৈতানি তীর্থানি কথিতানি তে।
ভূমৌ তিলান্তরায়াং যত্তত্র তীর্থান্যনেকশঃ॥ ৬৩।
উদ্দিষ্টানান্তু তীর্থানামেতেষাং কলশোদ্ভব।
নামমাত্রমপি শ্রুত্বা নিষ্পাপো জায়তে নরঃ॥ ৬৪।

তথায় স্নান করিলে কাহাকেও কদাপি লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইতে হয় না॥ ৫৮॥ লক্ষ্মীনৃসিংহতীর্থের সম্মুখে শেষমাধবের সমীপভাগে শেষনামক পতিতপাবন তীর্থ। সেই তীর্থে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি সংসাধিত হয়॥ ৫৯॥ শেষতীর্থের দক্ষিণদিকে সুনির্ম্মল শঙ্খমাধবতীর্থ। তথায় তর্পণ করিলে সমস্ত পাপমল বিধৌত হইয়া অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল হয়॥ ৬০॥ শঙ্খমাধবের পুরোভাগে পরমপাবন হয়গ্রীবতীর্থ। যে ব্যক্তি সেই তীর্থে স্নান করিয়া হয়গ্রীবকেশবের পূজা এবং হয়গ্রীবসমীপে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করেন, সেই মহাত্মা স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মুক্তিলাভ করিয়া হয়গ্রীবকেশবের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন॥ ৬১॥ ৬২॥

বিষ্ণুতীর্থ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্কন্দ পুনরায় কহিলেন, হে অগস্ত্য! আমি প্রসঙ্গাধীন কতিপয় তীর্থমাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ভূতলে একটী একটী তিলধারণের যতদূর স্থান, কাশীতে তত অন্তর অন্তর

ইদানীং প্রস্তুতং বিপ্র শৃণু বক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ।
বৈকুণ্ঠনাথো যচ্চক্রে শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৬৫।
তস্যাং মূর্ত্তৌ সমাবেশ্য কৈশব্যামথ কেশবঃ।
শম্ভোঃ কার্য্যে কৃতমনা অংশাংশাংশেন নির্গতঃ ॥ ৬৬।

অগস্ত্য উবাচ।

অংশাংশাংশেন নিশ্চক্রে কুতো ভো চক্রপাণিনা।
ক নির্গতঞ্চ হরিণা প্রাপ্য কাশীং ষড়ানন ॥ ৬৭।

স্কন্দ উবাচ।

সামস্ত্যেন যদর্থং ন নির্গতং বিষ্ণুনা মুনে।
ব্রুবে তৎ কারণমিতি ক্ষণমাত্রং নিশাময় ॥ ৬৮।
সম্প্রাপ্য পুণ্যসম্ভারৈঃ প্রাজ্ঞো বারাণসীং পুরীম্।
ন ত্যজেৎ সর্ব্বভাবেন মহালাভৈরপীড়িতঃ ॥ ৬৯।

বহুতর তীর্থ বিদ্যমান আছে ॥ ৬৩ ॥ হে কলসোদ্ভব! উদ্দেশে সেই সকল তীর্থের নাম শ্রবণ করিলেও নরগণ নিষ্পাপ হয় ॥ ৬৪ ॥ হে কুম্ভযোনে! অতঃপর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬৫ ॥ ভগবান কেশব সেই পাষাণময়ী কৈশবীমূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়া তাহার পর মহাদেবের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তে সেই প্রতিমা হইতে অংশাংশরূপে নির্গত হইলেন ॥ ৬৬ ॥

অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ষড়ানন! চক্রপাণি কেশব কি নিমিত্ত অংশাংশরূপে বহির্গত হইলেন এবং বহির্গত হইয়াই বা কোথায় গমন করিলেন? ৬৭ ॥ স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী সেই পরমপুরুষ ত্রিলোকব্যাপী পূর্ণাবয়বে নির্গত না হইয়া কি নিমিত্ত অংশরূপে বহির্গত হইলেন, আমি তোমারে তাহার যথাযথ কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি, ক্ষণকাল অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৬৮ ॥ পুণ্যবলে যদি বারাণসী লাভ

অতঃ প্রতিকৃতিঃ স্বীয়া তত্র কাশ্যাং মুরারিণা।
প্রতিতস্থে কলশজস্তোকাংশে ন চ নির্গতম্ ॥ ৭০।
কিঞ্চিৎ কাশ্যা উদীচ্যাঞ্চ গত্বা দেবেন চক্রিণা।
স্বস্থিত্যৈ কল্পিতং স্থানং ধর্ম্মক্ষেত্রমিতীরিতম্ ॥ ৭১।
ততস্তু সৌগতং রূপং শিশ্রায় শ্রীপতিঃ স্বয়ম্।
অতীব সুন্দরতরং ত্রৈলোক্যস্যাপি মোহনম্ ॥ ৭২।
শ্রীঃ পরিব্রাজিকা জাতা নিতরাং সুভগাকৃতিঃ।
যামালোক্য জগৎ সর্ব্বং চিত্রন্যস্তমিবাস্থিতম্ ॥ ৭৩।
বিশ্বযোনিং জগদ্ধাত্রীং ন্যস্তহস্তাগ্রপুস্তকাম্।
গরুত্মানপি তচ্ছিষ্যো জাতো লোকোত্তরাকৃতিঃ ॥৭৪।
অত্যদ্ভুত মহাপ্রাজ্ঞো নিস্পৃহঃ সর্ব্ববস্তুষু।
গুরুশুশ্রূষণপরো ন্যস্তহস্তাগ্রপুস্তকঃ ॥ ৭৫।

হয়, তাহা হইলে অন্যত্র মহালাভ হইলেও প্রাজ্ঞব্যক্তি পার্য্যমাণে কদাচ এই মোক্ষধাম পরিত্যাগ করেন না ॥ ৬৯ ॥ অতএব হে ঘটোদ্ভব! ভগবান মুরারি স্বকীয় পূর্ণাংশ সেই প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া খণ্ডাংশে বহির্গত হইলেন ॥ ৭০ ॥ এইরূপ কথিত আছে যে, কাশীর কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে স্বকীয় অবস্থানের নিমিত্ত চক্রীদেব ধর্ম্মক্ষেত্র নামে একটী স্থান কল্পনা করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥ তদনন্তর শ্রীপতি স্বয়ং পুণ্যকীর্ত্তিনামে ত্রিলোকবিমোহন পরমসুন্দর বুদ্ধরূপ ধারণ করিলেন ॥ ৭২ ॥

ভগবান নারায়ণ বুদ্ধদেহ পরিগ্রহ করাতে ভগবতী লক্ষ্মী৹সুতরাং বিশ্বমোহিনী পরিব্রাজিকারূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই মোহিনীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ত্রিজগৎ যেন চিত্তার্পিতের ন্যায় হইয়া রহিল ॥ ৭৩ ॥

জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী শ্রীকরকমলে একখানি পুস্তক ধারণ করিলেন এবং অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানবান, সমস্ত পদার্থে নিস্পৃহ, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ বিনতানন্দন গরুড় দিব্যবপু পরিগ্রহপূর্ব্বক হস্তে একখানি পুস্তক গ্রহণ করিয়া বিনয়কীর্ত্তিনামে তাঁ-

অপৃচ্ছৎ পরমং ধর্ম্মং সংসারবিনিমোচকম্।
আচার্য্যবর্য্যং সৌম্যাস্যং প্রসন্নাত্মানমুত্তমম্॥ ৭৬।
ধর্ম্মার্থশাস্ত্রকুশলং জ্ঞানবিজ্ঞানশালিনম্।
সুস্বরং সুপদব্যক্তি সুস্নিগ্ধং মৃদুভাষিণম্॥ ৭৭।
স্তম্ভনোচ্চাটনাকৃষ্টিবশীকর্ম্মাদিকোবিদম্।
ব্যাখ্যানসময়াকৃষ্টপক্ষিরোমাঞ্চকারিণম্॥ ৭৮।
পীত তদ্গীতপীযূষমৃগপূগৈরুপাসিতম্।
মহামোদভরাক্রান্তবাতচাঞ্চল্যহারিণম্॥ ৭৯।
বৃক্ষৈরপি পতৎপুষ্পচ্ছলৈঃ কৃতসমর্চ্চনম্।
ততঃ প্রোবাচ পুণ্যাত্মা পুণ্যকীর্ত্তিঃ স সৌগতঃ॥ ৮০।
শিষ্যং বিনয়কীর্ত্তিং তং মহাবিনয়ভূষণম্॥ ৮১।

পুণ্যকীর্ত্তিরুবাচ।

ত্বয়া বিনয়কীর্ত্তে যো ধর্ম্মঃ পৃষ্টঃ সনাতনঃ।
বক্ষ্যাম্যহমশেষেণ শৃণুষ্ব ত্বং মহামতে॥ ৮২।

হার শিষ্য হইলেন। আচার্য্যশ্রেষ্ঠ, প্রসন্নবদন, প্রসন্নাত্মা, ধর্ম্মার্থশাস্ত্রকুশল, জ্ঞানবিজ্ঞানশালী, সুন্দরপদবিন্যাসনিপুণ, সুস্নিগ্ধ সুমধুর মৃদুভাষী এবং স্তম্ভন, উচ্চাটন, আকর্ষণ ও বশীকরণকুশল ভগবান বুদ্ধদেব গরুড়কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া যেরূপে সংসারবিমোচন পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া গরুড়ের চিত্তাকর্ষণ ও লোমহর্ষণ হইয়াছিল। সেই বাক্যামৃত পান করিয়া পশুপক্ষিগণ তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল, বায়ু নিশ্চল হইয়া স্তম্ভিত হইল এবং বিষ্ণুর অর্চ্চনচ্ছলে বৃক্ষ হইতে তাঁহার মস্তকে পুষ্পদাম নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পুণ্যাত্মা পুণ্যকীর্ত্তি বুদ্ধদেব স্থাবরজঙ্গম স্তম্ভিত করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। মহাবিনয়ভূষণ তদীয় শিষ্য বিনয়কীর্ত্তি গরুড় ভক্তিভাবে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন॥ ৭৪—৮১॥

বিনয়কীর্ত্তি গরুড়কে সম্বোধন করিয়া পুণ্যকীর্ত্তি বুদ্ধদেব কহিলেন, হে

অনাদিসিদ্ধঃ সংসারঃ কর্ত্তৃকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
স্বয়ং প্রাদুর্ভবেদেব স্বয়মেব বিলীয়তে॥ ৮৩।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং যাবদ্দেহনিবন্ধনম্।
আত্মৈবৈকেশ্বরস্তত্র ন দ্বিতীয়স্তদীশিতা॥ ৮৪।
যদ্ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাদ্যাস্তথাখ্যা দেহিনামিমাঃ।
আখ্যা যথাস্মদাদীনাং পুণ্যকীর্ত্ত্যাদিরুচ্যতে॥ ৮৫।
দেহো যথাস্মদাদীনাং স্বকালেন বিলীয়তে।
ব্রহ্মাদিমশকান্তানাং স্বকালাল্লীয়তে তথা॥ ৮৬।
বিচার্য্যমাণে দেহেঽস্মিন্ ন কিঞ্চিদধিকং ক্বচিৎ।
আহারো মৈথুনং নিদ্রা ভয়ং সর্ব্বত্র যৎ সমম্॥ ৮৭।
নিজাহারপরীমাণং প্রাপ্য সর্ব্বোঽপি দেহভৃৎ।
সদৃশীমেব সন্তৃপ্তিং প্রাপ্নুয়ান্নাধিকেতরাম্॥ ৮৯।

বিনয়কীর্ত্তে! তুমি যে সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, হে মহামতে! মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর॥ ৮২॥ হে বৈনতেয়! কর্ত্তাকর্ম্মবিবর্জ্জিত এই অনাদিসিদ্ধ সংসার আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত এবং আপনা হইতেই বিলীন হয়॥ ৮৩॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত দেহিগণের কেবল একমাত্র আত্মাই ঈশ্বর, তদতিরিক্ত আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই॥ ৮৪॥ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদির যেমন নাম আছে, ইহ সংসারের জীবগণেরও সেইরূপ ভিন্নভিন্ন নাম। আমরাও তদনুরূপ পুণ্যকীর্ত্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকি॥ ৮৫॥ আমরাও যেমন কালপ্রাপ্ত হইলে লয় প্রাপ্ত হই, ব্রহ্মা অবধি কীটাণুপর্য্যন্ত সেইরূপ কালবশে বিলীন হইয়া থাকে॥ ৮৬॥ বিচার করিয়া দেখিলে এই দেহে ও অন্যদেহে কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই। যেহেতু আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন সর্ব্বত্র সকলেরই সমভাব॥ ৮৭॥ আমি নিজে যে পরিমাণে আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করি, অপরে তদপেক্ষা অধিক তৃপ্তিলাভ করে না। সমস্ত দেহিগণেরই এইরূপ একই প্রকার নিয়ম॥ ৮৮॥ পিপাসা হইলে আমি যেরূপ জলপান করি, অপরেও সেইরূপ

যথা বিতৃষিতাঃ স্যামঃ পীত্বা পেয়ং মুদা বয়ম্।
তৃষিতাস্তু তথান্যেপি ন বিশেষোঽপকোধিকঃ॥ ৮৯।
সন্তু নার্য্যঃ সহস্রাণি রূপলাবণ্যভূময়ঃ।
পরং নিধুবনে কালেহ্যেকৈবেহোপযুজ্যতে॥ ৯০।
অশ্বাঃ পরঃ শতাঃ সন্তু সন্ত্বনেকেপ্যনেকপাঃ।
অধিরোহে তথাপ্যেকো ন দ্বিতীয়স্তথাত্মনঃ॥ ৯১।
পর্য্যঙ্কশায়িনাং স্বাপে সুখং যদুপপদ্যতে।
তদেব সৌখ্যং নিদ্রায়ামিহ ভূশায়িনামপি॥ ৯২।
যথৈব মরণাদ্ভীতিরস্মদাদিব পুংস্মতাম্।
ব্রহ্মাদিকীটকান্তানাং তথা মরণতো ভয়ম্॥ ৯৩।
সর্ব্বে তনুভৃতস্তুল্যা যদি বুদ্ধ্যা বিচার্য্যতে।
ইদং নিশ্চিত্য কেনাপি নোহিংস্যঃ কোপি কুত্রচিৎ॥৯৪
ধর্ম্মো জীবদয়াতুল্যো ন ক্বাপি জগতীতলে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্য্যা জীবদয়া নৃভিঃ॥ ৯৫।

করে, তাহার মধ্যে কিছুমাত্র ন্যূনাধিক্য নাই॥ ৮৯॥ অবনীমণ্ডলে সহস্র সহস্র রূপলাবণ্যবতী কামিনী আছে, কিন্তু রমণকালে একটী ভিন্ন দ্বিতীয় রমণীর আবশ্যকতা থাকে না। আরও জগতে শত শত অশ্ব আছে, অনেকেও অনেক অশ্ব রক্ষা করে, কিন্তু একটীতে আরোহণ করিলে যখন ইষ্টসিদ্ধ হয়, তৎকালে যখন দ্বিতীয়ের প্রয়োজন থাকে না, তখন দ্বিতীয় আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন কি? ৯০॥ ৯১॥ বিবেচনা কর, পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াও যে সুখ, ভূতলে শয়ন করিয়াও সেইরূপ সুখে সুনিদ্রা প্রাপ্তি হয়॥ ৯২॥ আমাদের ন্যায় ব্রহ্মাদি কীটপতঙ্গপর্য্যন্ত দেহধারিগণেরও মৃত্যুভয় আছে॥ ৯৩॥ শরীরিমাত্রেই সমতুল্য। যদি জ্ঞানপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তই সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব কাহারও হিংসা করা উচিত নহে॥ ৯৪॥

একস্মিন্ রক্ষিতে জীবে ত্রৈলোক্যং রক্ষিতং ভবেৎ।
ঘাতিতে ঘাতিতং তদ্বত্তস্মাদ্রক্ষেন্নঘাতয়েৎ ॥ ৯৬।
অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যোক্তঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
তস্মান্নহিংসা কর্ত্তব্যা নরৈর্নরকভীরুভিঃ ॥ ৯৭।
ন হিংসাসদৃশং পাপং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
হিংসকো নরকং গচ্ছেৎ স্বর্গং গচ্ছেদহিংসকঃ ॥ ৯৮।
সন্তি দানান্যনেকানি কিং তৈস্তুচ্ছফলপ্রদৈঃ।
অভীতিদানসদৃশং পরমেকমপীহ ন ॥ ৯৯।
ইহ চত্বারি দানানি প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ।
বিচার্য্য নানাশাস্ত্রাণি শর্ম্মণেঽত্র পরত্র চ ॥ ১০০।
ভীতেভ্যশ্চাভয়ং দেয়ং ব্যাধিতেভ্যস্তথৌষধম্।
দেয়া বিদ্যার্থিনাং বিদ্যা দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে ॥ ১০১।

হে বিনয়কীর্ত্তে! জীবের প্রতি দয়া করার তুল্য জগতীতলে দ্বিতীয় ধর্ম্ম আর কুত্রাপি কিছুই নাই। অতএব সর্ব্বজীবেকে দয়া করা নরগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য ॥ ৯৫ ॥ একটী জীব রক্ষা করিলে ত্রিলোক রক্ষা হয়। একটী জীব বিনাশ করিলে ত্রিলোক বিনষ্ট হয়। অতএব জীব রক্ষা ভিন্ন বিনাশ করিতে নাই ॥ ৯৬ ॥ পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, অহিংসাই পরমধর্ম্ম। অতএব যে সকল মানবের নরকভয় আছে, তাহারা যেন কখন কাহারও হিংসা করে না ॥ ৯৭ ॥ চরাচর ত্রিসংসারে হিংসার তুল্য পাপ আর নাই। হিংস্র লোকেরা নিরয়গামী হয়, অহিংসকেরা স্বর্গধামে প্রয়াণ করেন ॥ ৯৮ ॥ দান অনেক প্রকার আছে; কিন্তু তাহার ফল অতি তুচ্ছ। অভয়দানের তুল্য মহাদান ত্রৈলোক্যে নাই ॥ ৯৯ ॥ মহর্ষিগণ নানাশাস্ত্র বিচার করিয়া ইহকালে ও পরকালে মঙ্গলপ্রদ চারিপ্রকার দান ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভীরুকে অভয় দান, রোগীকে ঔষধদান, বিদ্যার্থিকে বিদ্যাদান এবং ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান; এই চতুর্ব্বিধ দানই শাস্ত্রসিদ্ধ ॥ ১০০ ॥ ১০১ ॥

অবিচিন্ত্য প্রভাবং হি মণিমন্ত্রৌষধীবলম্ ।
তদভ্যস্যং প্রযত্নেন নানার্থোপার্জ্জনায় বৈ ॥ ১০২ ।
অর্থানুপার্জ্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ ।
পরিতঃ পরিপূজ্যানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ ॥ ১০৩ ।
পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যেব পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ ।
মনো বুদ্ধিরিহ প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং শুভম্ ॥ ১০৪ ।
ইহৈব স্বর্গনরকৌ প্রাণিনাং নান্যতঃ ক্বচিৎ ।
সুখং স্বর্গসমাখ্যাতো দুঃখং নরক এব হি ॥ ১০৫ ।
সুখেষু ভুজ্যমানেষু যৎ স্যাদ্দেহবিসর্জ্জনম্ ।
অয়মেব পরো মোক্ষো ন মোক্ষোন্যঃ ক্বচিৎ পুনঃ ॥১০৬।
বাসনাসহিতক্লেশসমুচ্ছেদে সতি ধ্রুবম্ ।
বিজ্ঞানো পরমো মোক্ষো বিজ্ঞেয়স্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥ ১০৭ ।
প্রামাণিকী শ্রুতিরিয়ং প্রোচ্যতে বেদবাদিভিঃ ।
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নান্যা হিংসাপ্রবর্ত্তিকা ॥ ১০৮ ।

হে বিনয়কীর্ত্তে ! মণিমন্ত্র এবং ঔষধের বীর্য্যপ্রভাব বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া নানা অর্থ উপার্জ্জনার্থ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা অভ্যাস করা উচিত ॥ ১০২ ॥ বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে দ্বাদশায়তনের পূজা করাই জীবনের সারব্রত। তদতিরিক্ত ত্রিজগতে পূজনীয় আর কি আছে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি ; এই দ্বাদশটীই শুভপ্রদ দ্বাদশায়তন ॥ ১০৩ ॥ ১০৪ ॥ এই স্থানেই স্বর্গ এবং এই স্থানেই নরক বিরাজমান। সুখের নাম স্বর্গ এবং দুঃখের নাম নরক ॥ ১০৫ ॥ সংসারে সুখভোগ করিয়া যদি মৃত্যু হয়, তাহারই নাম মোক্ষ। তদ্ভিন্ন অন্য মোক্ষ কিছুই নাই ॥ ১০৬ ॥ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, বিজ্ঞানই পরম মোক্ষ। বিজ্ঞানপ্রসাদে নিশ্চয়ই বাসনারসহিত ক্লেশের উৎসেদ সাধিত হয়। এই প্রামাণিকী শ্রুতি ; বেদ-

অগ্নীষোমীয়মিতি যা ভ্রামিকা সাঽসতামিহ।
ন সা প্রমাণং জ্ঞাতৃণাং পশ্বালম্ভনকারিকা॥ ১০৯।
বৃক্ষাং ছিত্বা পশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্।
দগ্ধ্বা বহ্নৌ তিলাজ্যাদি চিত্রং স্বর্গোঽভিলষ্যতে॥ ১১০।
ইত্যেবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসাং পুণ্যকীর্ত্তৌ প্রকুর্ব্বতি।
পারম্পর্য্যেণ তচ্ছ্রুত্বা পৌরাযাত্রাং প্রচক্রিরে॥ ১১১।
পরিব্রাজিকয়াপ্যেবং সমাকৃষ্টাঃ পুরাঙ্গনাঃ।
তয়া বিজ্ঞানকৌমুদ্যা সর্ব্ববিদ্যাবিদগ্ধয়া॥ ১১২।
ততস্তাসাং পুরস্তাৎ সা বৌদ্ধধর্ম্মানবীবদৎ।
দৃষ্টার্থপ্রত্যয়করাং দেহসৌখ্যৈকসাধনাৎ॥ ১১৩।

বিদ্ পণ্ডিতেরা ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব কাহারও হিংসা করা বিধেয় নহে। অধিকন্তু অপরকেও হিংসাবৃত্তিতে প্রবৃত্তি দান করিতে নাই। ১০৭॥ ১০৮॥ জীবহিংসামূলক অগ্নিষ্টোমাদি যাগ কেবল নির্ব্বোধগণের ভ্রান্তির কার্য্য; জ্ঞানবানগণের পক্ষে তাহা প্রমাণযোগ্য নহে॥ ১০৯॥ কি আশ্চর্য্য! বৃক্ষছেদন ও পশুহননদ্বারা শোণিতকর্দ্দম প্রবাহিত করিয়া এবং হুতাশনে তিল ও ঘৃতাদি আহুতি প্রদান করিয়া লোকে স্বর্গলাভের বাসনা করে। ১১০॥

পুণ্যকীর্ত্তি বুদ্ধদেব বিনয়কীর্ত্তির প্রশ্নে এইরূপ ধর্ম্ম নিরূপণ করিলেন। পৌরবর্গ পরম্পরানুগত শ্রুতিপর্য্যায়ে তাহা শ্রুতিগোচর করিয়া তাঁহার নিকট যাত্রা করিতে লাগিল॥ ১১১॥

ওদিকে সর্ব্ববিদ্যা বিদগ্ধা পরিব্রাজিকারূপিণী বিজ্ঞানকৌমুদী কমলা বিবিধ বিজ্ঞানকলাকৌশলে পুরাঙ্গনাগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১১২॥ তিনি পুরবাসিনীগণের নিকট দেহিগণের একমাত্র সুখ-সাধন প্রত্যক্ষফলসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করিতে লাগি-লেন॥ ১১৩॥

বিজ্ঞানকৌমুদ্যুবাচ।

আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং শ্রুত্যৈবং যন্নিগদ্যতে।
তত্তথৈবেহ মন্তব্যং মিথ্যা নানাত্মকল্পনা ॥ ১১৪।
যাবৎ স্বস্থমিদং বর্ম্ম যাবন্নেন্দ্রিয়বিক্লবঃ।
যাবজ্জরা চ দূরেঽস্তি তাবৎ সৌখ্যং প্রসাধয়েৎ ॥ ১১৫।
অস্বাস্থ্যেন্দ্রিয়বৈকল্যে বার্দ্ধকে তু কুতঃ সুখম্।
শরীরমপি দাতব্যমর্থিভ্যোতঃ সুখেপ্সুভিঃ ॥ ১১৬।
যাচমানমনোবৃত্তি প্রীণনে যস্য নো জনিঃ।
তেন ভূর্ভারবত্যেষা সমুদ্রাগদ্রুমৈর্নহি ॥ ১১৭।
সত্বরো গত্বরো দেহঃ সঞ্চয়াঃ সপরিক্ষয়াঃ।
ইতি বিজ্ঞায় বিজ্ঞাতা দেহে সৌখ্যং প্রসাধয়েৎ ॥১১৮।
শ্ববায়সক্রিমীণাঞ্চ প্রান্তে ভোজ্যমিদং বপুঃ।
ভস্মান্তং তচ্ছরীরঞ্চ বেদে সত্যং প্রপদ্যতে ॥ ১১৯।

বিজ্ঞানকৌমুদী কহিলেন, হে পুরবাসিনীগণ! বেদ বলিয়াছেন, একমাত্র পূর্ণব্রহ্মই কেবল পূর্ণানন্দস্বরূপ। সংসারে কেবল তাহাই সত্য, অপরাপর সমস্ত কল্পনাই মিথ্যা। অতএব যদবধি শরীর সুস্থ থাকে, যদবধি ইন্দ্রিয়বিপ্লব না ঘটে এবং যদবধি জ্ঞানভ্রংশকারিণী বৃদ্ধাবস্থা সমীপবর্ত্তীনী না হয়, তদবধি প্রযত্নসহকারে সুখসাধনকল্পে তৎপর থাকাই বিহিত ॥ ১১৪। ॥ ১১৫ ॥ দেহ পীড়িত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইলে এবং জরা আসিয়া আক্রমণ করিলে তখন আর সুখের আশা কোথায় থাকে? অতএব সুখাভিলাষিগণকে আত্মদেহ দান করিয়াও সুখী করা উচিত ॥ ১১৬ ॥ যে ব্যক্তি দানার্থির মনস্তুষ্টিবিধানে কৃপণ, সেই পাষণ্ড কেবল সমুদ্র, পর্ব্বত ও পাদপের ন্যায় পৃথিবীর ভারস্বরূপ ॥ ১১৭ ॥ দেহ ক্ষণভঙ্গুর, সঞ্চয়ও ক্ষয়শীল, জ্ঞানিগণ ইহা অবগত হইয়া সময় থাকিতে থাকিতে সুখের সেবায় নিরত থাকেন। ১১৮ ॥ জীবনান্তে এই দেহ কাক কুক্কুর ও ক্রিমিতে ভক্ষণ করিবে অথবা

মুধা জাতিবিকল্পোয়ং লোকেষু পরিকল্প্যতে।
মানুষ্যে সতি সামান্যে কোঽধমঃ কোঽথ চোত্তমঃ ॥১২০।
ব্রহ্মাদিসৃষ্টিরেষেতি প্রোচ্যতে বৃদ্ধপুরুষৈঃ।
তস্য স্রষ্টুঃ সুতৌ দক্ষমরীচী চেতি বিশ্রুতৌ ॥ ১২১।
মারীচিনা কশ্যপেন দক্ষকন্যাঃ সুলোচনাঃ।
ধর্ম্মেণ কিলমার্গেণ পরিণীতাস্ত্রয়োদশ ॥ ১২২।
অপীদানীন্তনৈর্ম্মর্ত্যৈরল্পবুদ্ধিপরাক্রমৈঃ।
অয়ং গম্যস্ত্বগম্যোয়ং বিচারঃ ক্রিয়তে মুধা ॥ ১২৩।
মুখবাহূরুপজ্জাতং চাতুর্ব্বর্ণ্যমিহোদিতম্।
কল্পনেয়ং কৃতা পূর্ব্বৈর্ন ঘটেত বিচারতঃ ॥ ১২৪।
একস্যাঞ্চ তনৌ জাতা একস্মাদ্ যদি বা ক্বচিৎ।
চত্বারস্তনয়াস্তৎ কিং ভিন্নবর্ণত্বমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১২৫।

শ্মশানে ভস্মশেষ হইয়া যাইবে। শাস্ত্রেও এই সত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১১৯ ॥ ইহলোকে নানাপ্রকার জাতি পরিকল্পিত হইয়াছে; বাস্তবিক তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। মনুষ্য সকলেই সমান। তাঁহার মধ্যে উত্তম অধম ভেদ করা অসঙ্গত ॥ ১২০ ॥ প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন, ব্রহ্মার আদিসৃষ্টিতে দক্ষ ও মরীচি নামে তাঁহার ত্রিলোকবিশ্রুত দুই পুত্র জন্মে। মরীচির পুত্র কশ্যপ ধর্ম্মানুসারে দক্ষপ্রজাপতির ত্রয়োদশটী সুলোচনা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১২১ ॥ ১২২ ॥

হে পুরন্ধ্রীগণ! ইদানীন্তনকালে মানবগণ নিতান্ত হীনবুদ্ধি ও হীনবীর্য্য হইয়াছে। সুতরাং অকারণে গম্যাগম্য বিচার করিয়া থাকে ॥ ১২৩ ॥ পূর্ব্বকালের লোকেরা ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে চাতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু বিচারে তাহার প্রামাণিকতা রক্ষা হয় না ॥১২৪॥ একজনের তনু হইতে যদি বহুপুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই সকল তনয় কি কখন ভিন্নভিন্ন বর্ণ হইয়া থাকে? ইহা যখন অসম্ভব, তখন বর্ণাবর্ণ

বর্ণাবর্ণবিবেকোয়ং তস্মান্ন প্রতিভাসতে।
অতো ভেদো ন মন্তব্যো মানুষ্যে কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥১২৬।
বিজ্ঞানকৌমুদীবাণীমিত্যাকর্ণ্য পুরাঙ্গনাঃ।
ভর্ত্তৃশুশ্রূষণবতীং বিজহুশ্বতিমুত্তমাম্ ॥ ১২৭।
অভ্যস্যাকর্ষণীং বিদ্যাং বশীকৃতিমতীমপি।
পুরুষাঃ সফলা চক্রুঃ পরদারেষু মোহিতাঃ ॥ ১২৮।
অন্তঃপুরচরা নার্য্যস্তথা রাজকুমারকাঃ।
পৌরাঃ পুরাঙ্গনাশ্চাপি সর্ব্বে তাভ্যাং বিমোহিতাঃ ॥১২৯
বন্ধ্যানাঞ্চাপি বন্ধ্যাত্বং সা পরিব্রাজিকা হরৎ।
তৈস্তৈশ্চ কর্ম্মণোপায়ৈরসৌভাগ্যবতীস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩০।
সৌভাগ্যভাগ্যসম্পন্না ব্যধাদ্বিজ্ঞানকৌমুদী।
কস্যৈচিদঞ্জনং দত্তং কস্যৈচিত্তিলকৌষধম্ ॥ ১৩১।

ভেদ করা কথনই শোভা পায় না। অতএব মানবগণ কদাচ কোন প্রকারে ভেদ জ্ঞান করিবেন না ॥ ১২৫ ॥ ১২৬ ॥

কাশীপুরবাসিনী পতিব্রতা কুলাঙ্গনাগণ বিজ্ঞানকৌমুদীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পতিভক্তি পরিহার করিল এবং পুরুষেরা বশীকরণবিদ্যা অভ্যাস করিয়া পরদারে বিমোহিত হইয়া পড়িল ॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥ এইরূপে বারাণসীর রাজান্তঃপুরচারিণী কামিনীগণ, রাজকুমারগণ, অপরাপর পুরবাসিনীগণ এবং পৌরজনবর্গ সকলেই পুণ্যকীর্ত্তি ও পরিব্রাজিকার মোহনবাক্য বিমোহিত হইলেন। ১২৯ ॥ অনন্তর পরিব্রাজিকারূপিণী হরিপ্রিয়া বারাণসীর বন্ধ্যানারীগণের অনপত্যতা দূর করিলেন এবং অসৌভাগ্যবতী নারীগণের যে যে উপায়ে কল্যাণ হইতে পারে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন ॥ ১৩০ ॥ পূর্ণকলাবতী বিজ্ঞানকৌমুদী কোন কোন নারীর নয়নে অঞ্জন পরাইয়া দিয়া এবং কোন কোন ললনার ললাটদেশ তিলকলাঞ্ছিত করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য সুখসৌভাগ্যশালিনী করিয়া তুলিলেন। কোন

বশীকরণমন্ত্রৈশ্চ তথা বহ্ব্যোপদীক্ষিতাঃ।
মন্ত্রান্ জপেয়ুঃ কাশ্চিচ্চ যন্ত্রাণ্যন্যা লিখন্তি চ॥ ১৩২।
কাশ্চিজ্জুহ্বতি কুণ্ডাগ্নৌ নানাদ্রব্যাণি নিশ্চলাঃ।
এবং সর্ব্বেষু পৌরেষু নিজধর্ম্মেষু সর্ব্বথা।
পরাঙ্মুখেষু জাতেষু প্রোল্ললাস বৃষেতরঃ॥ ১৩৩।
সিদ্ধয়োক্রুষ্টপচ্যাদ্যা নষ্টা এনঃ প্রবেশনাৎ।
আসীৎ কুণ্ঠিতসামর্থ্যো নৃপোঽপি স মনাঙ্মনাক্॥১৩৪।
দূরস্থিতোপি বিঘ্নেশো নৃপং নির্ব্বিস্মমানসম্।
চকার রাজ্যকরণে ঢুণ্ঢিরাজো রিপুঞ্জয়ম্॥ ১৩৫।
অজীগণদ্দিবোদাসোঽপ্যষ্টাদশদিনাবধিম্।
কদা গন্তা স বৈ বিপ্রো যো মাং সমুপদেক্ষ্যতি॥ ১৩৬।

কোন রমণী বশীকরণমন্ত্রে দীক্ষিত হইল এবং কেহ কেহবা যন্ত্রান্তরে মন্ত্র লিখিয়া লইয়া জপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ নিশ্চল হইয়া নানাদ্রব্য অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিল। কাশীধামের পৌরজনবর্গ এবম্প্রকারে স্ব স্ব ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহে উল্লাসিত হইল॥ ১৩১—১৩৩॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! কাশীবাসিগণ এইরূপে স্বধর্ম্মে বীতস্পৃহ এবং ধর্ম্মান্তরে অনুরক্ত হওয়াতে রাজ্যমধ্যে পাপ সঞ্চারিত হইল; সেই পাপে ক্ষেত্রসমূহ শস্যহীন হইতে লাগিল; রাজাও ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত ও অবসন্ন হইতে লাগিলেন॥ ১৩৪॥ ঢুণ্ঢিরাজ বিঘ্নরাজও এই সময় অবসর বুঝিয়া দূর হইতে রাজা রিপুঞ্জয়কে রাজ্যপালনে ভ্রান্তচিত্ত করিয়া দিলেন। ১৩৫॥

রাজা দিবোদাস তৎকালে বিমনস্কভাবে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইত্যগ্রে যে গণক ব্রাহ্মণ আমারে সদুপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তিনি আবার কবে আগমন করিয়া তদনুরূপ উপদেশ দান করিবেন? রাজা ক্রমাগত অষ্টাদশ দিবস এইরূপ চিন্তা করিলেন॥ ১৩৬॥

ইত্থমষ্টাদশে প্রাপ্তে দিবসে দিবসেশ্বরে।
প্রাপ্তে মধ্যং নভোভাগং দ্বারং প্রাপ্তো দ্বিজোত্তমঃ ॥১৩৭
স এব পুণ্যকীর্ত্ত্যাখ্যো ধর্ম্মক্ষেত্রাদধোক্ষজঃ।
দ্বিজবেশং সমালম্ব্য সমায়াতো নৃপান্তিকম্ ॥ ১৩৮।
দ্বিত্রৈঃ পবিত্রৈর্বহুধা জয়জীবেতিবাদিভিঃ।
সমেতঃ স হিতো বিপ্রো মূর্ত্তিমানিব পাবকঃ ॥ ১৩৯।
বিলোক্য তং সমায়ান্তং দূরাদুৎকণ্ঠিতো নৃপঃ।
মেনে ভবেদ্গুরুরয়ং যুক্তো মদুপদেশনে ॥ ১৪০।
অভিগম্য চ তং রাজা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
গৃহীত স্বস্তিবচনো নিনায়ান্তঃপুরং দ্বিজম্ ॥ ১৪১।
মধুপর্কেণ বিধিনা তং সম্পূজ্য জনাধিপঃ।
ব্যপেতাধ্বশ্রমং স্বস্থং প্রোল্লসন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ১৪২।

অষ্টাদশ দিবসের মধ্যাহ্নকালে দিনেশ্বর যখন নভোমণ্ডলের ঠিক মধ্যভাগ হইতে প্রখর রশ্মিজাল বর্ষণ করিতেছিলেন, এক দ্বিজবর ঠিক সেই সময়ে রাজা দিবোদাসের দ্বারদেশে উপনীত। এই দ্বিজবরই সেই পুণ্যকীর্ত্তি রূপী বুদ্ধাবতার চক্রীদেব। তিনিই ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে রাজসমীপে আগমন করিয়াছেন ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥ সেই ব্রাহ্মণ সশিষ্য বারত্রয় জয় উচ্চারণ এবং জীবশব্দ উল্লেখপূর্ব্বক বহুবিধ পবিত্রবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া মূর্ত্তিমান পাবকের ন্যায় সমাগত হইলেন ॥ ১৩৯ ॥

রাজা দিবোদাস তাঁহাকে দূর হইতে সমাগত দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে এই চিন্তা করিলেন যে, ইনিই আমার গুরু, ইনিই আমারে উপদেশ দিবার যোগ্যপাত্র। অনন্তর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন, অভ্যর্থনা ও পুনঃ পুনঃ চরণবন্দন করিয়া স্বস্তিবাচন গ্রহণ করিলেন এবং বহুমান পুরঃসর তাঁহারে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন ॥ ১৪০ ॥ ১৪১ ॥

রাজা দিবোদাস তথায় তাঁহারে পাদ্য অর্ঘ্য ও মধুপর্কে পূজা করিয়া

নিবেদ্য খাদ্যবস্তূনি কৃতকৃত্যক্রিয়াবিধিম্ ।
পরিতৃপ্তং সুখাসীনং পপ্রচ্ছ ব্রাহ্মণং নৃপঃ ॥ ১৪৩ ।
রাজোবাচ ।
খিন্নোঽস্মি বিপ্রবর্য্যাহং রাজ্যভারং সমুদ্বহন্ ।
খেদো নাস্ত্যেব হি পরং বৈরাগ্যমিব জায়তে ॥ ১৪৪ ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং মে নির্বৃতির্ভবেৎ ।
পক্ষদ্বয়্যেব যাতেতি মম চিন্তয়তো দ্বিজ ॥ ১৪৫ ।
অসীমসুখসন্তানং ভুক্তং রাজ্যং ময়া দ্বিজ ।
পরিক্ষীণবিপক্ষঞ্চ ত্র্যৈক্যৈশ্বর্য্যমিব স্ফুটম্ ॥ ১৪৬ ।
স্বসামর্থ্যাদহং জাতঃ পর্জ্জন্যাগ্ন্যনিলাত্মকঃ ।
প্রজাশ্চ পালিতাঃ সম্যক্ পুত্রা ইব নিজৌরসঃ ॥ ১৪৭

যথাযোগ্য উপাদেয় ভোজ্যবস্তু নিবেদন করিলেন। রাজার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের মুখপদ্ম প্রফুল্ল হইল। বিবিধবিধানে তাঁহার পথশ্রম অপগত হইয়া গেল। তিনি বিগতক্লম হইয়া সুখাসীন হইলে রাজা তাঁহাকে বিনয় বচনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাজ্যভারবহনে আমি অতিশয় ভারাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমার আর রাজ্যভোগে অভিলাষ হয় না। অধুনা আমার অন্তরে বৈরাগ্যভাবের আবির্ভাব হইতেছে। হে দ্বিজবর! আমি কি করিব, কোথায় যাইব, কিরূপে আমার জীবনের শান্তিলাভ হইবে, ক্রমাগত একমাস কাল আমি কেবল এই চিন্তাই করিতেছি। হে দ্বিজোত্তম! ত্রিলোকেশ্বরেশ রাজ্যৈশ্বর্য্যে যেরূপ হওয়া উচিত, আমি অবিকল সেইরূপে অসীম সুখসম্ভোগ করিয়া রাজ্যসুখ উপভোগ করিয়াছি। এ রাজ্যের বিপক্ষপক্ষ হীনবীর্য্য হইয়া পরাভূত হইয়াছে। হে বিপ্রর্ষে! আমি স্বকীয় ভুজবীর্য্যসামর্থ্যে স্বয়ং জলধর, হুতাশন ও পবনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি এবং স্বকীয় ঔরসপুত্রবৎ প্রজাপালন করিয়াছি। হে বিপ্রোত্তম!

তর্পিতাশ্চাপি ভূদেবা বসুভিশ্চ দিনে দিনে ।
একমেবাপরাদ্ধঞ্চ ময়া রাজ্যং প্রশাসতা ॥ ১৪৮ ।
দেবাস্তৃণীকৃতাঃ সর্ব্বে স্বতপোবলদর্পতঃ ।
তচ্চ প্রজোপকারার্থং ন স্বার্থং ভবতাশপে ॥ ১৪৯ ।
অধুনা গুরুরেধি ত্বং মম ভাগ্যোদয়াগতঃ ।
রাজ্যন্তু প্রকরোম্যেবং ন্যক্কৃতান্তকসাদ্ধসম্ ॥ ১৫০ ।
অকালকালকলনং মম রাজ্যে ন কুত্রচিৎ ।
জরাব্যাধিদরিদ্রেভ্যো মম রাজ্যেপি নো ভয়ম্ ॥ ১৫১ ।
কোঽপি ধর্ম্মেতরাং বৃত্তিং ন শ্রয়েন্ময়ি শাসতি ।
ধর্ম্মোদয়া জনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সন্তি সুখোদয়াঃ ॥ ১৫২ ।
সদ্বিদ্যাব্যসনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সন্মার্গচঞ্চুরাঃ ।
অথবা যদি কল্পান্তং তিষ্ঠেদায়ুস্ততোপি কিম্ ॥ ১৫৩ ।

প্রতিদিন আমি প্রচুর ধনদান করিয়া ভূদেবব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়াছি, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল আমার একমাত্র অপরাধ এই যে, আমি স্বকীয় তপোবলদর্পে সমস্ত তপোবলদর্পিত অমরগণকে তৃণজ্ঞান করিয়া স্বয়ং এই রাজ্য পালন করিয়াছি, কিন্তু তাহা কেবল প্রজাপুঞ্জের সুপালনের নিমিত্ত; আমার নিজের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত নহে। ইহা আমি তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি। হে ব্রহ্মন্! যদি আমার ভাগ্যক্রমে তোমার পদার্পণ হইয়াছে, তবে তুমি আমার গুরু হও। হে গুরুদেব! আমি যেরূপে এই রাজ্যশাসন করিয়াছি, তাহাতে কৃতান্তেরও ভয় নাই। হে দ্বিজবর! আমার রাজ্যের কুত্রাপি অকালমৃত্যু নাই। আমার রাজ্যে জরা ব্যাধি ও দরিদ্রতারও ভয় নাই। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার শাসনে কেহই আমার রাজ্যে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না; প্রজাপুঞ্জ সকলেই ধর্ম্মশীল এবং সকলেই ধর্ম্মসুখে সুখী। প্রজাগণ সকলেই সাধুবিদ্যায় বিদ্যাবান এবং সকলেই সন্মার্গবিহারী। হে দ্বিজবর! এইরূপে রাজ্যপালন

সর্ব্বে ভোগ্যাস্তথা ভান্তি যথা চর্ব্বিতচর্ব্বণম্।
কিং পিষ্টপেষণে নাত্র রাজ্যেন দ্বিজপুঙ্গব ॥ ১৫৪ ।
কিমপ্যুপদিশ প্রাজ্ঞ গর্ভবাসোপশান্তয়ে।
অথবা ত্বাং প্রপন্নস্য মম কিং চিন্তনৈরিমৈঃ ॥ ১৫৫ ।
যদেব কথয়স্যদ্য তৎ করিষ্যাম্যসংশয়ম্।
ত্বদ্বিলোকনমাত্রেণ সর্ব্ব এব মনোরথাঃ ॥ ১৫৬ ।
অন্যেষামপি জায়ন্তে জাতপ্রায়া মমৈব তু।
জানে দেববিরোধেন কে কে ন প্রলয়ং গতাঃ ॥ ১৫৭ ।
অবন্তোঽপি প্রজাঃ স্বীয়া নিজধর্ম্মমনুব্রতাঃ।
পুরা তে ত্রিপুরাঃ শূরাঃ শিবভক্তিপরা অপি ॥ ১৫৮ ।
ধরাময়ং রথং কৃত্বা ধনুঃ কৃত্বা হিমাচলম্।
বেদাংশ্চ বাজিনঃ কৃত্বা গুণং কৃত্বা চ বাসুকিম্ ॥ ১৫৯ ।

করিলে যতদূর সুখ, কল্পান্তকাল জীবিত থাকিলেও ততদূর সুখ হয় না। হে গুরুদেব! আর আর সমস্ত রাজ্যে অপরাপর রাজা হইয়া রাজশোভায় শোভিত হইতেছেন, তাহা কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র। পৃথিবীতে কোন্ রাজ্য অনুচ্ছিষ্ট আছে? ১৪২—১৫৪ ॥ হে প্রাজ্ঞবর! যাহাতে আর গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, তুমি আমারে তদ্বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান কর। অথবা ভাগ্যক্রমে যখন তোমার চরণদর্শন লাভ করিয়াছি, তখন আর আমার চিন্তা কি? ১৫৫ ॥ হে গুরুদেব! অদ্য তুমি আমারে যাহা আজ্ঞা করিবে, তাহাই আমি নিশ্চয় প্রতিপালন করিব। তোমারে দর্শন করিবামাত্রেই সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আমার নিজেরও সিদ্ধপ্রায় ॥ ১৫৬ ॥ ১৫৭ ॥ দেবগণের সহিত বিরোধ করিয়া কোন্ কোন্ লোক লয়প্রাপ্ত না হইয়াছে? তাহা আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি ॥ ১৫৮ ॥ পূর্ব্বকালে ত্রিপুরাদি অসুরগণ প্রজাপালনতৎপর, স্বধর্ম্মপরায়ণ ও শিবভক্তিনিরত ছিল। তাহারা পৃথিবীকে রথ, হিমালয়কে ধনু, চতুর্ব্বেদকে চতুরশ্ব এবং বাসু-

বিরিঞ্চিং সারথিং কৃত্বা কৃত্বা বিষ্ণুঞ্চ পত্রিণম্।
রথচক্রে পুষ্পবন্তৌ প্রতোদং প্রণবাত্মকম্॥ ১৬০।
তারাগ্রহ ময়ান্ কীলান্ বরূথং গগনাত্মকম্।
ধ্বজদণ্ডং সুমেরুঞ্চ প্রাংশুকল্পতরুং ধ্বজম্॥ ১৬১।
যোক্ত্রাণি চক্ষুঃশ্রবসশ্ছন্দাংস্যঙ্গানি রক্ষকান্।
ভল্লং কালাগ্নিরুদ্রাখ্যং পুঙ্খীকৃত্য প্রভঞ্জনম্॥ ১৬২।
হরেণৈকেষু পাতেন লীলয়া ভস্মসাৎকৃতাঃ।
বলির্যজ্ঞকৃতাং শ্রেষ্ঠঃ কৃত্বা কপটখর্ব্বতাম্॥ ১৬৩।
পাতালং গমিতঃ পূর্ব্বং হরিণা বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ।
বৃত্তবানপি বৈ বৃত্রঃ সুত্রাম্ণা বিনিসূদিতঃ॥ ১৬৪।
দধীচিরপি বিপ্রেন্দ্রো দেবৈরস্থিকৃতে হতঃ।
পূর্ব্ববৈরমনুস্মৃত্য জয়ার্থং যুধ্যতো হরেঃ।
কুশাস্ত্রৈর্বিজিতস্যাজৌ তেনৈব চ দধীচিনা॥ ১৬৫।

কিকে ধনুর্গুণ করিয়াছিল। ভগবান বিরিঞ্চি তাহাদের সারথি, বিষ্ণু তাহাদের বাণ, চন্দ্রসূর্য্য তাহাজের রথচক্র এবং প্রণব তাহাদের অশ্বকশা হইয়াছিলেন। নক্ষত্রপুঞ্জ তাহাদের রথধুরন্ধর, আকাশ তাহাদের বর্ম্ম, সুমেরু পর্ব্বত তাহাদের রথের ধ্বজদণ্ড এবং সমুন্নত কল্পতরু তাহাদিগের পতাকা হইয়াছিল। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! সেই সকল মহাপ্রভাবশালি দানবগণ নাগগণকে রথরজ্জু, কালাগ্নিসদৃশ রুদ্রদেবকে ভল্লাস্ত্র, ছন্দোগণকে বপুস্ত্রাণ এবং প্রভঞ্জনকে শরপক্ষ করিয়াছিল। হে দ্বিজবর! যাহাদিগের এত বল, এত বিক্রম এবং এত আধিপত্য, ত্রিপুরারি ত্রিলোচন একবাণে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। বলিরাজার যে এত দর্প, দর্পহারী মধুসূদন খর্ব্বতনু ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত দর্প খর্ব্ব করিয়া কপটভিক্ষাচ্ছলে তাঁহাকে রসাতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাপরাক্রমশালী বৃত্রাসুরও দেবরাজ পুরন্দরকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। বৃত্রনিধনের নিমিত্ত দধীচিমুনির অস্থিতে ইন্দ্রের বজ্র

শিবভক্তস্য বাণস্য দোঃ সহস্রং পুরা হরিঃ।
চিচ্ছেদসঙ্খ্যে কিং তেনাপরাদ্ধং সাধুবর্ত্তিনা॥ ১৬৬।
তস্মাদ্বিরোধো ভদ্রায় ন ভবেদ্দৈবতৈঃ সহ।
দেবেভ্যো মত্তুয়ং নাস্তি সৎপথীনস্য বৈ মনাক্॥ ১৬৭।
যজ্ঞৈর্দ্দেবত্বমাপন্না গীর্ব্বাণা বাসবাদয়ঃ।
যজ্ঞৈর্দ্দানৈস্তপোভিশ্চ তেভ্যোঽপ্যাধিক্যমস্তি মে॥১৬৮।
অস্তু ন্যূনত্বমাধিক্যং কিমনেনাধুনা মম।
ইন্দ্রিয়ো পরমঃ প্রাপ্তঃ সুখদস্তব দর্শনাৎ॥ ১৬৯।
ইদানীন্দিশ মে তাত কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমম্।
উপায়ং ত্বমুপায়জ্ঞ যেন নির্ব্বৃতিমাপ্নুয়াৎ॥ ১৭০।

বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃত্রাসুর প্রথমে ত্রিলোকবিজয়ী হইয়া একদা যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রকে কুশাস্ত্র নিক্ষেপ করে। সেই পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া দেবরাজ দধীচির অস্থিসঞ্জাত বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর বধ করেন॥ ১৫৯—১৬৫॥ আরও দেখুন, শিবভক্তিপরায়ণ বাণরাজা দেবগণের কি অপরাধ করিয়াছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহস্রবাহু ছেদন করিয়া প্রাণহরণ করেন॥ ১৬৬॥

রাজা দিবোদাস এইরূপে সংসারের অনিত্যতার আভাস প্রকাশ করিয়া কপটবেশী দ্বিজবরকে কহিলেন, হে মহাভাগ! দেবতার সহিত বিরোধ করিয়া কখনই কাহারও মঙ্গল হয় নাই। কিন্তু আমি নিয়ত সৎপথাবলম্বী, আমার ভয় কি? দেবগণকে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না। দেবতারা কেবল যজ্ঞের দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, আমি যজ্ঞ, তপ এবং দান, এই ত্রিবলে বলীয়ান্। সুতরাং তাঁহাদের অপেক্ষা আমার পুণ্যবল অধিক। হে ব্রহ্মর্ষে! তোমার সুখময় দর্শনলাভে আমার জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। অধুনা আমার পুণ্যফলের ন্যূনাধিক্য বিচারে আর প্রয়োজন্ কি? হে তাত! এক্ষণে তুমি আমারে এইরূপ উপদেশ দাও, যাহাতে আমার সমস্ত কর্ম্ম নির্ম্মূলিত হইয়া নির্ব্বৃতিলাভের উপায় হয়। তুমি সংসারের সমস্ত উপায়ই পরিজ্ঞাত আছ, অতএব তোমার নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা॥ ১৬৭—১৭০॥

স্কন্দ উবাচ।

গণেশাদেশবশতো রাজ্ঞেতি যদুদীরিতম্।
তদাকর্ণ্য হৃষীকেশঃ প্রাহ ব্রাহ্মণবেশভৃৎ॥ ১৭১।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ নৃপচূড়ামণেঽনঘ।
ময়া যদুপদেষ্টব্যং তত্ত্বয়ৈব নিরূপিতম্॥ ১৭২।
ত্বামাদাবেব নির্বৃত্তঃ পরং মে মানদোহ্যসি।
ক্ষালিতেন্দ্রিয়পঙ্কশ্চ সুতপঃ স্বচ্ছবারিভিঃ॥ ১৭৩।
যদুক্তং ভবতা ভূপ তৎসর্ব্বং তথ্যমেব হি।
তব শক্তিঞ্চ জানামি বিরক্তিঞ্চ মহামতে॥ ১৭৪।
নভবৎ সদৃশো রাজা ভুবি ভূতো ভবিষ্যতি।
রাজ্যং ভোক্তুং ত্বয়া জ্ঞায়ি যুক্তং যত্তু মুমুক্ষসি॥ ১৭৫।

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! গণেশের আদেশানুসারে রাজা দিবোদাস যে সকল কথা কহিলেন, বিপ্রবেশধারী হৃষীকেশ তৎসমস্ত আকর্ণন করিয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সাধু! সাধু! হে নরেশ্বর! তুমিই নৃপকুল চূড়ামণি, তুমিই মহাপ্রাজ্ঞ; তোমারে আর আমি কি উপদেশ প্রদান করিব? যাহা যাহা আমার উপদেষ্টব্য আছে, তুমি স্বয়ংই তাহা নিরূপণ করিয়াছ। ১৭১॥ ১৭২॥ হে মহারাজ! অগ্রেই তুমি আপনাহইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়াছ, কেবল আমার মানবৃদ্ধির নিমিত্ত অধুনা এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ মাত্র॥ ১৭৩॥ হে অনঘ! সুপবিত্র তপোবারিদ্বারা তোমার যাবতীয় ইন্দ্রিয়মল প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। হে ভূপতে! যাহা যাহা তুমি কহিলে, তৎসমস্তই সত্য। তোমার পরাক্রম এবং সংসারবিরতি সমস্তই আমি অবগত আছি ১৭৩॥ হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার তুল্য ধর্ম্মশীল রাজা এই পৃথিবীতে কেহই নাই। কেহ কখন হয়ও নাই, হইবেও না। কিরূপে রাজ্যপালন ও রাজ্যভোগ করিতে হয়, পরিস্ফুটরূপে তুমিই তাহা অবগত হইয়াছ।

বিরোধেঽপি হি দেবানাং ত্বয়া নাপকৃতং কচিৎ।
ধর্ম্মেতরপ্রবেশশ্চ তব রাষ্ট্রেঽপি নোঽভবৎ ॥ ১৭৬।
প্রবর্ত্তিতাভির্ভবতা প্রজাভির্যদনুষ্ঠিতম্।
ধর্ম্মে ধর্ম্মং স্বধর্ম্মজ্ঞ তেন তৃপ্তা দিবৌকসঃ ॥ ১৭৭।
এক এব হি তে দোষো হৃদি মে প্রতিভাসতে।
কাশ্যা বিশ্বেশ্বরো দূরং যৎ কৃতো ভবতা কিল ॥ ১৭৮।
মহান্তমপরাধং তে জানে ভূজানি সত্তম।
ইমং তৎ পাপশান্ত্যৈব বচম্যুপায়ং মহত্তরম্ ॥ ১৭৯।
সংখ্যাঽস্তি যাবতী দেহে দেহিনো রোমসম্ভবা।
তাবন্তোপ্যঽপরাধা বৈ যান্তি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠয়া ॥ ১৮০।
একং প্রতিষ্ঠিতং যেন লিঙ্গমত্রেশ ভক্তিতঃ।
তেনাত্মনা সমং বিশ্বং জগদেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮১।

অতএব তুমিই মুক্তিকামনা করিবার উপযুক্ত পাত্র ॥ ১৭৫ ॥ হে রাজন্! দেবগণের সহিত বিরোধ করিয়াও তোমার কিছুমাত্র অপকার হয় নাই। হে রাজধর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তোমার রাজ্যে কখন অধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে নাই ॥ ১৭৬ ॥ হে মহারাজ! প্রজাগণকে তুমি যে যে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তিদান করিয়াছ, তোমার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহারা যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, দেবতারা তাহাতে পরমপরিতুষ্ট হইয়াছেন। ১৭৭ ॥ কিন্তু হে নরেন্দ্র! তোমার সমস্তই গুণ, কেবল একটীমাত্র দোষ আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে। বিশ্বেশ্বর কাশীহইতে দূরীকৃত হইয়াছেন, আমি দেখিতেছি, তুমিই নিশ্চিতরূপে তাহার প্রকৃত কারণ। হে নৃপসত্তম! আমি জানি, তোমার মহা অপরাধ হইয়াছে। অতএব সেই মহাপাপের শান্তির নিমিত্ত আমি মহত্তর উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। ১৭৮ ॥ ১৭৯ ॥ হে নরনাথ! নরের শরীরে যত লোম, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে নরের তত সংখ্যক অপরাধেরও শান্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই কাশীধামে ভক্তিপূর্ব্বক

রত্নাকরে রত্নসংখ্যা সংখ্যাবিদ্ভিরপীষ্যতে।
লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাপুণ্যস্য ন তু সংখ্যেতি লিখ্যতে ॥ ১৮২ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুরু লিঙ্গপ্রতিষ্ঠিতম্।
তয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত্যা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ১৮৩ ।
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণো দধ্যৌ ক্ষণং নিশ্চলমানসঃ।
উবাচ চ প্রহৃষ্টাস্যো রাজানং পাণিনা স্পৃশন্ ॥ ১৮৪ ।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

অন্যচ্চ কিঞ্চিৎ পশ্যামি ভূপাল জ্ঞানচক্ষুষা।
শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা তদপি প্রাজ্ঞসত্তম ॥ ১৮৫ ।
ধন্যোসি কৃতকৃত্যোসি মান্যোসি মহতামপি।
জপ্যঞ্চ তব নামেহ প্রাতঃ শুভফলেপ্সুনা ॥ ১৮৬ ।
দিবোদাস ত্বদভ্যাসাদপি ধন্যতরা বয়ম্।
তেঽপি ধন্যতরা মর্ত্যে যে ত্বদাখ্যাং প্রচক্ষতে ॥ ১৮৭ ।

একটীমাত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহার সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠার ফললাভ হয় এবং সেই ব্যক্তি সমস্ত বিশ্বসংসার আত্মময় দর্শন করে ॥ ১৮০ ॥ ১৮১ ॥ গণিতশাস্ত্র বেত্তারা বরং রত্নাকরের রত্ন গণনা করিতে পারেন, তথাপি একটী মাত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পুণ্যফল গণনা করিতে পারেন না ॥ ১৮২ ॥ অতএব হে মহারাজ! তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর। লিঙ্গস্থাপন প্রসাদে তুমি অক্লেশে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে ॥ ১৮৩ ॥

দ্বিজরূপী নারায়ণ এই সকল কথা বলিয়া ক্ষণকাল নিশ্চলমানসে যেন কি চিন্তা করিলেন। তদনন্তর প্রহৃষ্টচিত্তে সহাস্যবদনে রাজার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, হে রাজন! আমি দিব্যচক্ষে আরও কিছু দর্শন করিতেছি, তাহাও তোমার নিকট ব্যক্ত করি। হে প্রাজ্ঞসত্তম! কিয়ৎক্ষণ অভিনিবিষ্টচিত্তে তাহাও শ্রবণ কর ॥ ১৮৪ ॥ ১৮৫ ॥ হে মহাত্মন্! এ সংসারে তুমিই ধন্য, তুমিই কৃতকৃত্য এবং তুমিই সাধুগণের মাননীয়। মঙ্গলাভিলাষি ব্যক্তিগণের

স্মায়ং স্মায়ং জগৌ বিপ্রো মৌলিমান্দোলয়ন্ মুহুঃ।
হৃদ্যেব বহুশো হৃষ্টঃ সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ॥ ১৮৮।
অহো ভাগ্যোদয়শ্চাস্য অহো নৈর্ম্মল্যমস্য বৈ।
যদেনমনিশন্ধ্যায়েদ্ধ্যেয়ো বিশ্বেশ্বরোঽখিলৈঃ॥ ১৮৯।
অহো উদর্ক এতস্য ন কৈশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে।
অস্মাকমপি যদ্দূরমদবীয়স্তদস্য যৎ॥ ১৯০।
হৃদ্যালোচ্যেতি বিপ্রোঽথ বর্ণয়িত্বা ক্ষিতীশ্বরম্।
আবিশ্চকার তৎসর্ব্বং যৎ সমাধাবলোকয়ৎ॥ ১৯১।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

রাজংস্তবাদ্য ফলিতো মনোরথ মহাক্রমঃ।
অনেনৈব শরীরেণ ত্বং গন্তাসি পরম্পদম্॥ ১৯২।

পক্ষে প্রতি প্রাতঃকালে তোমার পবিত্র নাম জপ করা উচিত॥ ১৮৬॥ হে দিবোদাস! তুমি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা। যাহারা প্রভাতে তোমার নাম স্মরণ করে, তাহারাও ধন্য এবং জগতে যাহারা কখন মুখে তোমার নাম-মাত্র উচ্চারণ করে, তাহারাও ইহসংসারে ধন্য॥ ১৮৭॥

রাজাকে প্রোৎসাহিত করিয়া কপটদ্বিজরাজ ঈষৎহাস্য করিতে করিতে প্রহৃষ্টমানসে রোমাঞ্চিত কলেবরে মুহুর্মুহু মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক এইরূপে আত্মগত রাজগুণ গান করিতে লাগিলেন যে, অহো! এই রাজার ভাগ্যের সীমা নাই; ইহাঁর চিত্তের পবিত্রতাও অতি আশ্চর্য্য। সমস্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ড যে দেবদেব বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করে, সেই বিশ্বেশ্বর এই রাজার ধ্যান করিয়া থাকেন॥ ১৮৮॥ ১৮৯॥ ইহাঁর অদৃষ্টের যেরূপ ভাবী শুভফল প্রতিপন্ন হইতেছে, অপর কাহারও ভাগ্যে সেরূপ সংঘটিত হয় না। আমাদিগের পক্ষে যাহা দূরস্থ, তাহাও ইহাঁর করতলস্থ॥ ১৯০॥

ছদ্মব্রাহ্মণরূপী হৃষীকেশ হৃদয় মধ্যে রাজা দিবোদাসের এইরূপ গুণগরিমা আলোচনা করিয়া সমুল্লাসিত হইলেন। অনন্তর সমাধিবলে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিলেন॥ ১৯১॥ ব্রাহ্মণ

যথা বিশ্বেশ্বরো নিত্যং ত্বামেব হৃদি শীলয়েৎ।
তথাস্মদাদীনপি ন দ্বিজাং স্তৎপাদলোচনান্॥ ১৯৩।
কৃতলিঙ্গপ্রতিষ্ঠং ত্বাং সপ্তমেহ্যদ্যবাসরাৎ।
দিব্যং বিমানমাগত্য নেতু মেষ্যন্তি শাম্ভবম্॥ ১৯৪।
রাজংস্ত্বং বেৎসি কস্যায়ং বিপাকঃ সুকৃতস্য তে।
বারাণস্যাঃ পুরঃ সম্যক্ সেবনাদিত্যবৈম্যহম্॥ ১৯৫।
একমপ্যত্র যঃ পায়াদ্বারাণস্যাং স্থিতং জনম্।
তস্যাপ্যেবং বিপাকোঽস্তি দেহান্তে রাজসত্তম॥ ১৯৬।
ইতি শ্রুত্বা স রাজর্ষির্দিবোদাসঃ প্রতাপবান্।
ব্রাহ্মণায় সশিষ্যায় প্রাদাৎ প্রীতোঽভিবাঞ্ছিতম্॥ ১৯৭।

কহিলেন, হে মহারাজ! অদ্য তোমার মনোরথ মহাদ্রুম ফলবান হইল। ইহশরীরেই তুমি পরমপদ প্রাপ্ত হইলে॥ ১৯২॥ হে রাজন্! তুমি পরম ভাগ্যবান, বিশ্বেশ্বর যেমন নিত্য নিত্য তোমার অনুধ্যান করেন, আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা নিত্য নিত্য তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া থাকি; তথাপি আমাদিগের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ করুণা নাই॥ ১৯৩॥ হে মহারাজ! তুমি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে শিবদূতেরা অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তোমাকে শিবলোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিমান আনায়ন করিবে। ১৯৪॥ হে রাজন! তুমি নিশ্চয় জানিও, এটি তোমার কোন মহাপুণ্যের ফল। আমার বোধ হয়, তুমি যে এতদিন সর্ব্বতোভাবে ভক্তিপূর্ব্বক এই অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসীধামের সেবা করিয়াছ, সেই পুণ্যবলেই এই পরমফল লাভ হইল॥ ১৯৫॥ হে রাজসত্তম! যে ব্যক্তি কাশীবাসিগণের মধ্যে একটীমাত্র প্রাণীকেও নিরাপদে রক্ষা করিতে পারে, জীবনান্তে সেই পুণ্যাত্মার এইরূপ ফলোদয় হয়॥ ১৯৬॥

স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! অনন্তর মহাপ্রতাপশালী রাজর্ষি দিবোদাস প্রীতিপূর্ব্বক সশিষ্য সেই ব্রহ্মর্ষিকে অভিলষিত দ্রব্যাদি দান ও পুনঃ

অথ সম্প্রীণিতং বিপ্রং প্রণম্য চ মুহুর্মুহুঃ।
প্রোবাচ রাজা সংহৃষ্টস্তারিতোস্মি ভবার্ণবাৎ॥ ১৯৮।
ব্রাহ্মণোপি প্রহৃষ্টাত্মা পরিপূর্ণমনোরথঃ।
সমাপৃচ্ছ্য মহীনাথং স্বেষ্টং দেশং জগামহ॥ ১৯৯।
বিলোক্য কাশীং পরিতো মায়াদ্বিজবপুর্হরিঃ।
ভূয়ো ভূয়ো বিচার্য্যাঽপি কিমত্রাতীব পাবনম্॥ ২০০।
স্থানং যচ্চাহ মধ্যাস্য নিজভক্তানশেষতঃ।
নেষ্যামি পরমং ধাম বিশ্বেশানুগ্রহাৎ পরাৎ॥ ২০১।
সম্প্রধার্য্যেতি ভগবান্ দৃষ্ট্বা পাঞ্চনদং হ্রদম্।
তত্র কৃত্বা বিধিস্নানং ততস্তত্রৈব সংস্থিতঃ॥ ২০২।
প্রতীক্ষমাণো লক্ষ্মীশো মংক্ষু ব্রাহ্মসমাগমম্।
তার্ক্ষ্যং প্রস্থাপয়াঞ্চক্রে রাজবৃত্তান্তবেদিনম্॥ ২০৩।

পুনঃ প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রীত করিয়া বিনয়বচনে কহিলেন, হে বিপ্রর্ষভ! তোমার কৃপায় আমি ভবার্ণব হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। ১৯৭॥ ১৯৮॥ মনোরথ পরিপূর্ণ হওয়াতে সেই দ্বিজবরও প্রহৃষ্টচিত্ত হইয়া রাজার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক অভীষ্টস্থানে প্রস্থান করিলেন॥ ১৯৯॥

মায়ারূপী দ্বিজবর শ্রীহরি অতঃপর কাশীপুরীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণপূর্ব্বক বিশেষরূপে বিলোকন করিয়া পুনঃ পুনঃ এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পবিত্রক্ষেত্রের মধ্যে কোন্ স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র? আমি সশিষ্য সেই পবিত্রস্থানে অবস্থান করিয়া বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে আমার ভক্তগণকে অনন্তকালের নিমিত্ত এই পরমধামে প্রতিষ্ঠিত করিব। ভগবান চক্রপাণি অনন্তদেব মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া উদ্দিষ্টস্থান অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে পঞ্চনদহ্রদ তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি বিধিপূর্ব্বক সেই তীর্থে স্নান করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিত হইলেন॥ ২০০—২০২॥ লক্ষ্মীপতি তখন উমাপতির সুগোচরার্থ রাজবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত গরুড়কে

দিবোদাসোপি রাজেন্দ্রো বিপ্রেন্দ্রং পরিবর্ণয়ন্ ।
আহূয় প্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ সামাত্যান্ মণ্ডলেশ্বরান্ ॥ ২০৪ ।
অধ্যক্ষানপি সর্ব্বাংশ্চ কোষাশ্বেভাদিদেশিতান্ ।
পুত্রান্ পঞ্চশতং প্রাগ্র্যং সুতঞ্চ সমরঞ্জয়ম্ ॥ ২০৫ ।
পুরোহিতং প্রতীহারমৃত্বিজো গণকান্ দ্বিজান্ ।
সামন্তান্ রাজপুত্রাংশ্চ সূপকারাংশ্চিকিৎসকান্ ॥ ২০৬।
বৈদেশিকানপি বহূন্ নানাকার্য্যসমাগতান্ ।
সান্তঃপুরাংশ্চ মহিষীং বৃদ্ধগোপালবালকান্ ॥ ২০৭ ।
সর্ব্বান্ প্রোবাচ হৃষ্টাত্মা প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ ।
যথা স ব্রাহ্মণঃ প্রাহ দিনসপ্তাবধিস্থিতম্ ॥ ২০৮ ।

মন্দরপর্ব্বতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং সেই স্থানে কাশীনাথের আশুসমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২০৩ ॥

ষড়ানন কহিলেন, হে অগস্ত্য ! রাজা দিবোদাস এদিকে মনে মনে সেই মায়ারূপী দ্বিজবরের বহুগুণানুকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কাশী-পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক সপরিবারে কাশীর পূর্ব্বদিগ্‌ভাগস্থিত গোমতীতীরে প্রস্থান করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি স্বকীয় অমাত্যবর্গ, মণ্ডলেশ্বর, সমস্ত প্রজাবর্গ, কোষাধ্যক্ষ, হয়াধ্যক্ষ ও গজাধ্যক্ষ প্রভৃতি সমস্ত অধ্যক্ষবর্গ এবং প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র সমরঞ্জয়প্রমুখ পঞ্চশত পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিলেন। ঋত্বিক, পুরোহিত, গণক, ব্রাহ্মণ, সেনা-পতি, রাজপুত্র, চিকিৎসক, প্রতীহারী, সূপকার, নানাকার্য্যে সমাগত বহু-তর বৈদেশিকগণ, অন্তঃপুরস্থ মহিষীগণ, বালক, বৃদ্ধ ও গোপালগণও রাজ-সমীপে সমাহূত হইলেন। ২০৪—২০৭ ॥ তাঁহাদিগের সকলের নিকটেই কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রসন্নাত্মা রাজা দিবোদাস প্রহৃষ্টমানসে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। মায়াদ্বিজ বলিয়া গিয়াছেন, সপ্তম দিবসে বিমান সমাগত হইবে। সুতরাং সকলকেই কহিলেন, আমি আর সাত দিনমাত্র পৃথিবীতে আছি।

আশ্চর্য্যং তেষু শৃণ্বৎসু বিষণ্ণবদনেষু চ।
স্বয়ং রাজগৃহং নীত্বা কুমারং সমরঞ্জয়ম্ ॥ ২০৯।
অভিষিচ্য মহাবুদ্ধিঃ পৌরান্ জানপদানপি।
প্রসাদীকৃত্য পুণ্যাত্মা পুনঃ কাশীমগান্নৃপঃ ॥ ২১০।
আগত্য কাশীং মেধাবী স ভূপালো রিপুঞ্জয়ঃ।
প্রাসাদং কারয়ামাস স্বর্ধুন্যাঃ পশ্চিমে তটে ॥ ২১১।
রিপূন্ প্রমথ্য সমরে যাবতী শ্রীরুপার্জ্জিতা।
তাবত্যা স হি ভূপালঃ শিবালয়মচীক্লৃপৎ ॥ ২১২।
ভূপাললক্ষ্মীরখিলা যত্তত্র বিনিযোজিতা।
ভূপালশ্রীরিতিখ্যাতা ততঃ সা ভূরভূচ্ছুভা ॥ ২১৩।
দিবোদাসেশ্বরং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য রিপুঞ্জয়ঃ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানমমন্যত নরেশ্বরঃ ॥ ২১৪।

সমাগত লোকেরা সেই অভাবনীয় আশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন। রাজা স্বয়ং রাজকুমার সমরঞ্জয়কে রাজগৃহে লইয়া গিয়া বিধিপূর্ব্বক অভিষেক করিলেন এবং পৌরজন ও জানপদবর্গকে যথাযোগ্য ব্যবহারে সুপ্রসন্ন করিয়া পুনরায় কাশীধামে আগমন করিলেন। ॥ ২০৮—২১০ ॥ মহাপ্রাজ্ঞ রাজা রিপুঞ্জয় কাশীতে পুনরাগত হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতটে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ২১১ ॥

হে মুনিবর রাজাদিবোদাস সংগ্রামে রিপুজয়ী হইয়া যেসকল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ব্যয় করিয়া তিনি শিবালয় সংস্থান করিলেন। ২১২ ॥ মহারাজের নিখিলধনসম্পত্তি সেই শিবালয়ার্থই বিনিয়োজিত হইল। ভূপালের শ্রী সমর্পিত হইল বলিয়াই এই স্থানের নাম শুভপ্রদ শ্রীভূপালতীর্থ ॥ ২১৩ ॥ রাজা রিপুঞ্জয় সেই শিবালয়ে দিবোদাসেশ্বর লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন ॥ ২১৪ ॥ অনন্তর রাজা একদিন বিধিপূর্ব্বক শুভক্ষণে সেই সদানন্দপ্রদ সদানন্দলিঙ্গের পূজা ও বন্দনা করিয়া

অথৈকস্মিন্দিনে রাজা তল্লিঙ্গং বিধিপূর্ব্বকম্।
সমভ্যর্চ্চ্য নমস্কৃত্য যাবত্তুষ্টাব তুষ্টিদম্॥ ২১৫।
তাবন্নভোঙ্গনাদাশু দিব্যং যানমবাতরৎ।
পার্ষদৈঃ পরিতঃ কীর্ণং শূলখট্বাঙ্গপাণিভিঃ॥ ২১৬।
অত্যাদিত্যাগ্নিতেজোভির্ভালনেত্রৈঃ কপর্দ্দিভিঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশৈরঙ্গৈর্দ্দীপ্তনভোঙ্গনৈঃ॥ ২১৭।
বিভূষা হি ফণারত্নজ্যোতিঃপূজিতবিগ্রহৈঃ।
নিত্যপ্রকাশসন্ত্রস্ত তমঃ শ্রিতশিরোধরৈঃ॥ ২১৮।
চামরব্যগ্রহস্তাগ্র রুদ্রকন্যাশতাবৃতম্।
অথ পারিষদৈ রাজা দিব্যস্রগনুলেপনৈঃ॥ ২১৯।
দিব্যৈর্দুকূলনেপথ্যৈরলং চক্রে মুদান্বিতৈঃ।
ত্রিনেত্রীকৃতসদ্ভালং শ্যামীকৃতশিরোধরম্॥ ২২০।
সুগৌরীকৃতসর্ব্বাঙ্গং কপর্দ্দীকৃতমৌলিজং।
চতুর্ভুজীকৃততনুং ভূষণীকৃতপন্নগম্॥ ২২১।

পরমানন্দ লাভ করিলেন॥ ২১৫॥ পূজা ও প্রণিপাত সমাপ্ত হইবামাত্রেই গগনাঙ্গন হইতে সুবিচিত্র বিমান অবতরণ করিল। শূলখট্বাঙ্গপাণি বহুসংখ্যক শিবদূত পারিষদস্বরূপ চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ॥ ২১৬॥ তৎকালে শুদ্ধস্ফটিকবর্ণ-সন্নিভ ভক্তবৎসল মহেশ্বর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় গগনপ্রাঙ্গণে দীপ্তি বিকাশ করিলেন। তাঁহার ললাটলোচনে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল॥ ২১৭॥ শিবদূতেরা রাজা দিবোদাসকে দিব্য বসনভূষণে বিভূষিত করিয়া, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, শিরোদেশে জটা, গাত্রে ফণি, ভালে ত্রিলোচন, ও কণ্ঠে নীলিমা অর্পণ করিয়া প্রফুল্লমানসে বিমানারোহণে স্বর্গধামে লইয়া চলিল। রাজা শুভ্রদেহে চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্গধামে চলিলেন। শত শত রুদ্র-কন্যা তাঁহাকে চামর বীজন করিতে লাগিল। হরবিভূষণ ফণিফণার মণি-প্রভায় এবং শিরোভূষণ তমোবিনাশন নিত্যপ্রকাশ শশধরের দীপ্তিপ্রভায়

চন্দ্রার্দ্ধীকৃতমূর্দ্ধানং নিন্যুস্তং পার্ষদাদিবম্ ॥ ২২২ ।
তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং ভূপালশ্রীরিতি শ্রুতম্ ।
তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা দানং দত্ত্বা স্বশক্তিতঃ ॥ ২২৩ ।
দিবোদাসেশ্বরং দৃষ্ট্বা সমভ্যর্চ্চ্য চ ভক্তিতঃ ।
রাজ্ঞশ্চাখ্যায়িকাং শ্রুত্বা ন নরো গর্ভমাবিশেৎ ॥২২৪।
আখ্যানমেতন্নৃপতের্দ্দিবোদাসস্য পাবনম্ ।
পঠিত্বা পাঠয়িত্বাপি নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২৫ ।
দিবোদাসশুভাখ্যানং শ্রুত্বা যঃ সমরং বিশেৎ ।
ন জাতু জায়তে তস্য ভয়ং বৈরিকৃতং ক্বচিৎ ॥ ২২৬ ।
দিবোদাসকথা পুণ্যা মহোৎপাতনিকৃন্তনী ।
পঠনীয়া প্রযত্নেন সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ২২৭ ।
নাবৃষ্টির্জায়তে তত্র নাকালমরণাদ্ভয়ম্ ।
দৈবোদাসী কথা যত্র সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ২২৮ ।

রাজা দিবোদাসের সহিত শিবদূতগণের দিগ্‌মণ্ডলস্থ সমস্ত মূর্ত্তি প্রতিভাসিত হইতে লাগিল ॥ ২১৮—২২২ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য ! তদবধি সেই তীর্থ ভূপালশ্রীনামে পরিকীর্ত্তিত হইল। সেই তীর্থে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন এবং যথাশক্তি সৎপাত্রে দান করিয়া দিবোদাসেশ্বরলিঙ্গ দর্শন ও তাঁহার পূজা করিলে এবং রাজা দিবোদাসের এই সুপবিত্র আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলে জীবের আর গর্ভবাস হয় না। রাজা দিবোদাসের এই পবিত্র আখ্যান পাঠ করিলে অথবা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিলে জীবের সমস্ত পাপ বিমোচিত হয়। রাজা দিবো-দাসের এই শুভকরী আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি বিপক্ষসমরে প্রবেশ করে, কদাচ তাহার বৈরিভয় থাকে না। রাজা দিবোদাসের এই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী পুণ্যময়ী কাহিনী প্রযত্নসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে

অগ্যাখ্যানস্য পঠনাদ্বিষ্ণোরিব মনোরথাঃ।
সম্পূর্ণতাং গমিষ্যন্তি শম্ভোশ্চিন্তিতকারিণঃ ॥ ২২৯।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দিবোদাসনির্ব্বাণপ্রাপ্তি-
নামাষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত হয়। যে স্থানে রাজা দিবোদাসের সর্ব্বপাপপ্রনাশিনী পবিত্রবাণী গীত হয়, তথায় অনাবৃষ্টি এবং অকালমৃত্যুর ভয় থাকে না। শিব-দাস দিবোদাসের এই পবিত্র আখ্যান পাঠ করিলে স্বয়ং বিষ্ণুরও মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয় ॥ ২২৩—২২৯ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে দিবোদাস-নির্ব্বাণ-
প্রাপ্তিনাম অষ্টপঞ্চাশত্তম
অধ্যায়।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

সর্ব্বজ্ঞ হৃদয়ানন্দ গৌরীচুম্বিতমূর্দ্ধজ।
তারকান্তক ষড়্‌বক্ত্র তারিণে ভদ্রকারিণে ॥ ১।
সর্ব্বজ্ঞাননিধে তুভ্যং নমঃ সর্ব্বজ্ঞসূনবে।
সর্ব্বথা জিতমারায় কুমারায় মহাত্মনে ॥ ২।
কামারিমর্দ্ধনারীশম্বীক্ষ্য কামকৃতং কিল।
যো জিগায় কুমারোপি মারং তস্মৈ নমোস্তুতে ॥ ৩।
যদুক্তং ভবতা স্কন্দ মায়াদ্বিজ বপুর্হরিঃ।
কাশ্যাং পঞ্চনদং তীর্থমধ্যাসাঽতীবপাবনম্ ॥ ৪।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

মহর্ষি অগস্ত্য এই অধ্যায়ের প্রথমে কার্ত্তিকেয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞহৃদয়ানন্দ! হে পার্ব্বতীচুম্বিতমস্তক তারকারি ষড়ানন! তুমি সমস্ত জ্ঞানের নিদান। তুমি পরিত্রাণের হেতু এবং সর্ব্বমঙ্গলবিধায়ক; অতএব তোমারে নমস্কার। হে কুমার! তুমি সর্ব্বথা কন্দর্পবিজয়ী জিতেন্দ্রিয়। অতএব হে মহাত্মন্! তোমারে নমস্কার। হে পার্ব্বতীনন্দন! স্মরহর মহেশ্বর যে কন্দর্পকে নিরীক্ষণ করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তুমি কুমার হইয়াও সেই মারকে জয় করিয়াছ; অতএব আমি তোমারে বার বার নমস্কার করি ॥ ১—৩ ॥

এইরূপে স্তব করিয়া অগস্ত্য পুনরায় স্কন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ষড়ানন! তুমি কহিলে, মায়াদ্বিজ নারায়ণ কাশীধামে পরমপবিত্র পঞ্চনদতীর্থে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু হে ভগবন্! স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল এই